বেদ
সামবেদ সংহিতা
অক্ষয় লাইব্রেরী

সামবেদ-সংহিতা

(এক খণ্ডে সম্পূর্ণ)

মূল-গেয়গান, বঙ্গানুবাদ, টীপ্পনী ও মর্মার্থ সহ

মূল ব্যাখ্যাতা

পূজনীয় স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী

সায়নাচার্যকৃত সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকা সহ সমগ্র গ্রন্থটির

সম্পাদনা ও নবরূপদাতা

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

(পৌরাণিকোত্তম)

অক্ষয় লাইব্রেরী

কলকাতা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
॥ স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ীর বর্তমান বংশধরের শুভেচ্ছা ॥	...	৭
॥ স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ীর পরিচিতি ॥	...	৮
॥ প্রারম্ভিকা ॥	...	৯
॥ বর্তমান গ্রন্থকারের পরিচিতি ॥	...	২০
॥ সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকা ॥	...	২১
বন্দনা	...	২১
ভাষ্য-সূচনা	...	২১
ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ	...	২২
॥ সামবেদ-সংহিতা ॥		
ছন্দার্চিক বা পূর্বার্চিক ঃ		
আগ্নেয় পর্ব [১ম অধ্যায়]	...	৫৯
ঐন্দ্র পর্ব [২য় অধ্যায়]	...	৮৮
ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়) [৩য় অধ্যায়]	...	১২০
ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়) [৪র্থ অধ্যায়]	...	১৬৩
পাবমান পর্ব [৫ম অধ্যায়]	...	২০৩
আরণ্যক পর্ব [৬ষ্ঠ অধ্যায়]	...	২৪৭
মহানাম্নী আর্চিক		২৭১
উত্তরার্চিক ঃ		
প্রথম অধ্যায়	...	২৭৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	...	৩০৩
তৃতীয় অধ্যায়	...	৩৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	...	৩৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	...	৩৮৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	...	৪১৯
সপ্তম অধ্যায়	...	৪৪৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়	...	৪৭৯
নবম অধ্যায়	...	৪৯৯
দশম অধ্যায়	...	৫২৬
একাদশ অধ্যায়	...	৫৫৮
দ্বাদশ অধ্যায়	...	৫৭১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	...	৫৯০
চতুর্দশ অধ্যায়	...	৬১১
পঞ্চদশ অধ্যায়	...	৬২৮
ষোড়শ অধ্যায়	...	৬৪২
সপ্তদশ অধ্যায়	...	৬৬১
অষ্টাদশ অধ্যায়	...	৬৮০
ঊনবিংশ অধ্যায়	...	৭০৪
বিংশ অধ্যায়		
প্রথম অংশ	...	৭৩৫
দ্বিতীয় অংশ	...	৭৬৮
একবিংশ অধ্যায়	...	৭৮৭
॥ সাম-মন্ত্রের ঋগ্বেদীয় উৎস॥ (বিশেষ সংযোজন)	...	৮০৫

সামবেদ-সহিতা সূচীপত্র সমাপ্ত।

ATANU LAHIRI

মদীয় পূজ্যতম প্রপিতামহ স্বর্গত: পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ঐতিহাসিক সৃষ্টি 'বেদ-সংহিতা'-র নব্য ও অখণ্ড্য ভাষ্য একদা সমগ্র ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু অধুনাতন কালে সেই গ্রন্থরাজি প্রায় দুষ্প্রাপ্য ; কেবলমাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট অতি-প্রাচীন গ্রন্থাগারে ইতিবিক্ষিপ্তভাবে ও জীর্ণাবস্থায় গবেষকবৃন্দের ক্ষণিক স্পর্শের ও দর্শনের আশায় প্রতীক্ষমাণ।

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক সাহিত্যিক ও গবেষক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সেই মহতী সৃষ্টিকে নবকলেবরে ও সংক্ষিপ্তাকারে বঙ্গবাসী জনগণের নিকট উপস্থাপনায় সার্থক প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাইতে আনন্দ বোধ করিতেছি। এই অমূল্য জাতীয়-সম্পদটি রক্ষায় মানসে আমি শ্রীমুখোপাধ্যায়কে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করা ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, স্বয়ং শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বেদমাতার আশীর্বাদধন্য।

শ্রীঅতনু লাহিড়ী।

বৈশাখ, ১৪১৩
হাওড়া।

স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ীর পরিচিতি।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বৰ্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সৰ্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুৰ্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সৰ্ব্বেষামন্তরে সদা॥*

* পূজ্যপাদ দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত বেদ-সংহিতার প্রতিটি খণ্ডে মুদ্রিত পরিচিতি।

সামবেদ-সংহিতা

প্রারম্ভিকা

(১)

বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন মানুষের দ্বারা এটি রচিত নয়। এটি ভগবানের বাণী। বেদেই উল্লেখিত আছে—'**দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত**।' এই '**দেবত্তং**' পদের অর্থ—'**দেবতানুগ্রহাল্লব্ধং**' অর্থাৎ দেবতার অনুগ্রহে বা ভগবান্ থেকে প্রাপ্ত। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে—'হে দেব! পশুচারণকারীর মতো আমরা, আপনার স্তুতিরূপ বাণীগুলি আপনাকে সমর্পণ করছি। (ভাব এই যে,—পশুপালক যেমন পশুর স্বত্বাধিকারীর নিকট হ'তে গৃহীত পালনীয় পশুগুলিকে সায়ংকালে সেই পশুস্বামীকেই আবার প্রত্যর্পণ করে, সেইরকম হে ভগবন্, আপনার নিকট হ'তে লাভ ক'রে এই সব স্তুতিরূপা বাণীকে আপনাকেই অর্পণ করছি)...।' আরও, বেদেই বলা হয়েছে—'হে ভগবন্! আপনিই আমাদের স্তোত্রমন্ত্র প্রদান ক'রে—সত্যবাক্‌যুক্ত ক'রে—আপনিই সেই স্তোত্রমন্ত্র বা সত্যবাক্ গ্রহণ করেন। আপনিই মন্ত্রের দাতা, আপনিই মন্ত্রের গ্রহীতা।' বলা হয়েছে—'বিশ্বেযাং ব্রহ্মণা জনিতা ইৎ অসি'—অর্থাৎ 'আপনিই সকল মন্ত্রের জনয়িতা হন।'—ইত্যাদি।

তবে দৃষ্টিভেদে বিরুদ্ধ ভাবও প্রদর্শন করা যায়। বেদ থেকেই পরস্পর-বিরোধী দুই মতের প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বেদ-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যান্তরে প্রমাণ করা যায়,—বেদ অপৌরুষেয়; আবার বেদমন্ত্রেই প্রত্যক্ষীভূত হয়—বেদ পৌরুষেয়। কিন্তু আমরা বেদকে যে চক্ষে দেখেছি, তা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করেছি। আমাদের মন্ত্রার্থই তার প্রমাণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—বেদ যে মানুষের রচিত, তা প্রমাণের জন্য পণ্ডিতগণ এ পর্যন্ত বহু গবেষণা প্রকাশ করেছেন। এ পক্ষে ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি মন্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু আমাদের মন্ত্রার্থের মধ্যেই আমরা প্রমাণ করেছি, সেগুলির কোনও মন্ত্রেই বেদরচয়িতা ঋষির সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না।

সুতরাং এ-কথাই স্বীকার্য যে, যাঁরা বেদমন্ত্রগুলির ধারক, অর্থাৎ বেদমন্ত্রের সঙ্গে যে-সব ঋষির নাম উল্লেখিত, তাঁরা সেগুলির দ্রষ্টা,—স্রষ্টা নন।

(২)

পুরাকালে বেদ একটিই ছিল। ব্রহ্মাদত্ত বিপুলায়তন বেদশাস্ত্র কোন ব্যক্তি, এমনকি গোষ্ঠীর পক্ষে মুখস্থ রাখা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অথচ সেই আদিমতম কালে, যখন লেখার আবিষ্কারই হয়নি, তখন বিশালায়তন বেদশাস্ত্র মুখস্থ রাখা ছাড়া উপায়ান্তরও ছিল না। (সকলেই জানেন, শ্রবণের দ্বারা অবিকল স্মৃতিগত রাখা হতো ব'লেই বেদের আর একটি নাম 'শ্রুতি')। ঋষিদের মধ্যে যাঁর যেমন রুচি ও ক্ষমতা, সেই অনুসারেই নির্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্র কণ্ঠস্থ রাখতেন। সুতরাং একত্রে সমগ্র বেদের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক প্রতীতি লাভের কোন উপায় ছিল না। কালক্রমে পদ্মযোনি ব্রহ্মার নির্দেশে শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নানা স্তরে নানা ঋষির মধ্যে প্রচলিত বেদমন্ত্রগুলিকে একত্রে সংগৃহীত করেন এবং সেগুলিকে চারভাগে বিভক্ত ক'রে এক একটি শিষ্য বা শিষ্যগোষ্ঠীকে এক একটি বিভাগ প্রদান করেন। (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই থেকে 'বেদব্যাস' নামে খ্যাত হন)। সমগ্র বেদের এই চারটি বিভাগীয় রূপ যথাক্রমে **ঋক্, সাম, যজুঃ** ও **অথর্ব** নামে অভিহিত হয়। বেদব্যাস তাঁর শিষ্য পৈলকে স্তুতিমূলক মন্ত্রগুলি প্রদান করেন, অর্থাৎ ঋষিবর পৈলের গোষ্ঠীভুক্ত ঋষিবর্গ বংশপরম্পরায় ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রগুলির ধারকরূপে পরিগণিত হন। **গীতিরূপ মন্ত্রগুলি লাভ করেন জৈমিনি। এগুলিই সামবেদ-সংহিতার অন্তর্ভুক্ত।—'গীতেষু সামাখ্যা' অর্থাৎ যজ্ঞে যে-সব মন্ত্র গান করবার জন্য নির্বাচিত ছিল, সেগুলিই সাম-সংহিতায় বিধৃত।** (ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে ও সুমন্তকে যথাক্রমে যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ প্রদান করেন)।

সামবেদের মন্ত্রগুলি প্রায়-সম্পূর্ণতঃই ঋগ্বেদের বা ঋঙ্‌মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ; অর্থাৎ সামবেদের মোট মন্ত্রের মধ্যে ৭৫টি বাদে অবশিষ্ট সব মন্ত্রগুলিই ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। সুতরাং বলা যায়, ঋগ্বেদের বক্তব্য মোটামুটিভাবে সামবেদেও পাওয়া যায়, অথবা বিপরীতভাবে সামবেদের বক্তব্য ঋগ্বেদের মধ্যেও বিধৃত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বেদকে বিশেষ ক্ষেত্রে 'ত্রয়ী' আখ্যা দেওয়া হয়। আসলে, বৈদিক যজ্ঞে ঋক্-সাম-যজুঃ-রই প্রচলন ও প্রয়োজনীয়তা থাকায়, অর্থাৎ যজ্ঞীয় প্রয়োজনের বিচারে, অথর্ববেদকে বাদ রাখা হয়েছে। অনেকে যে বলেন,—অথর্ববেদ অর্বাচীন কালে রচিত, তা ভ্রান্তিমূলক। যেমন, সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সোমযাগে অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণদের প্রবেশই নিষিদ্ধ ছিল। (কারণ মারণ-উচাটন-বশীকরণ ইত্যাদি মানুষের স্বার্থকেন্দ্রিক অশুভ ক্রিয়াগুলি অথর্ববেদীয়গণের কর্ম ব'লে সর্বশুভঙ্কর যজ্ঞগুলিতে তাঁরা অবাঞ্ছিত ছিলেন)। যজ্ঞে যে চাররকম প্রধান ঋত্বিকের প্রয়োজন—তাঁদের নাম—অধ্বর্যু, হোতা, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা। অধ্বর্যু বা যজুর্বেদ-বিৎ ঋত্বিককে যজমান সর্বাগ্রে বরণ করেন। তিনি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যজ্ঞের সমগ্র আয়োজনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। সকল যজ্ঞের হোমকর্তা বা হোতা হলেন ঋগ্বেদজ্ঞ পুরোহিত, যিনি অধ্বর্যুর

দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদানের পর ঋঙ্‌মন্ত্রে দেবতাদের আহ্বান করেন। উদ্‌গাতা বা সামবেদজ্ঞ ঋত্বিক উক্‌থ-মন্ত্রে (অর্থাৎ সামগানে) যজ্ঞক্ষেত্র মুখরিত ক'রে তোলেন। ব্রহ্মা বা উপদেষ্টা নামধারী (তিনটি বেদেই অভিজ্ঞ) ঋত্বিক যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যথাযথ নির্দেশ দান করেন। ঋত্বিকবর্গের এই প্রতিটি বিভাগেও তাঁদের সহকারীরূপে অপরাপর ঋত্বিক অংশ গ্রহণ করেন। যেমন, অধ্বর্যুগণে—অধ্বর্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা ; হোতৃগণে—হোতার সহকারী প্রশাস্তা, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তোতা ; উদ্‌গাতৃগণে—উদ্‌গাতার সহকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য ; এবং ব্রহ্মগণে—ব্রহ্মার সহকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীধ্র ও পোতা। [সায়নাচার্যকৃত 'সামবেদভায্যানুক্রমণিকা' দ্রষ্টব্য]। এই তালিকায় অথর্ববেদজ্ঞের কোন স্থান নেই।

তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বেশ বহুকাল ধ'রে (অথর্ববেদসহ) চারটি বেদই সেগুলির যথাযথ ধারকবৃন্দের মধ্যে, অর্থাৎ তথাকথিত শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় নানা শাখায় বা সংস্করণে বিভক্ত হয়েছিল। কোন্ বেদটি কত শাখায় বিভক্ত হয়েছিল, সে সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। কূর্মপুরাণে সামবেদের সহস্র শাখা উক্ত হয়েছে। বিদেশী গবেষকগণের মতে সামবেদের এই শাখা-সংখ্যা চব্বিশ। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, সামবেদের কৌথুম, জৈমিনিয় ও রাণায়ণীয় শাখা যথাক্রমে গুজরাটে, কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় কৌথুমী, রাণ্যায়ণ, শাট্যমুগ্র, কপোল, মহাকপোল, লাঙ্গালিক ও শার্দূলীয় নামে সামবেদের সাতটি শাখার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বঙ্গে কৌথুমী সংস্করণটিই প্রচলিত।

বেদ-সম্পর্কিত এক ইতিহাসকার বলেছেন—'ব্যাসদেব জৈমিনিকে যে সামবেদ পাঠ করান, তিনি (অর্থাৎ জৈমিনি) তা তাঁর পুত্র সুমন্তু এবং পৌত্র সুত্বাকে দান করেন। এই পিতা-পুত্র সামবেদের দুটি শাখার উদ্ভাবক। সুত্বার পুত্র সুকর্মা সামবেদকে সহস্র ভাগে ভাগ করেন। সুকর্মার শিষ্যদ্বয় হিরণ্যনাভ (=কৌশল্য) ও পৌষপিঞ্জি এই সহস্র শাখাই অধ্যয়ন করেন। উত্তর দিক থেকে আগত পাঁচশত শিষ্য গুরুবর হিরণ্যনাভের কাছে সামবেদ পাঠ ক'রে উদীচ্য সামগ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পূর্বদিক থেকে আগত অবশিষ্ট শিষ্যেরা প্রাচ্য সামগ নামে অভিহিত হন। পৌষপিঞ্জির চারজন শিষ্য—লোগাক্ষি, কৌথুমী, কাক্ষীবান্ ও লাঙ্গলি। এঁরা আবার আপন আপন অংশ বিভাজিত ক'রে আরও কতকগুলি শাখা সৃষ্টি করেন। হিরণ্যনাভের কৃতি নামধারী এক শিষ্য আবার তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নিজের অংশভূত সামগুলিকে চব্বিশভাগে বিভক্ত ক'রে দান করেন। পরে আরও শাখার সৃষ্টি হয়।' (আমরা সামবেদের কৌথুমী শাখাকে অনুসরণ করেছি)।

কতকগুলি ঋক্ নিয়ে গঠিত এক একটি সূক্ত। অনেকগুলি সূক্তের সমন্বয়ে এক একটি মণ্ডল গঠিত। এমন দশটি মণ্ডলে গঠিত সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা। (অবশ্য সূক্ত ও ঋক্‌গুলির বিন্যাসে সহজতম পদ্ধতিতে সমগ্র ঋগ্বেদকে মোট আটটি অষ্টকেও বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি অষ্টকে

আবার বর্গ হিসাবেও বিভাজন আছে। যেমন প্রথম অষ্টকে মোট সূক্তের সংখ্যা ১২১, বর্গ সংখ্যা ২৬৫ এবং মোট ঋকের সংখ্যা ১৩৭০, ইত্যাদি)। তেমনই সামবেদে দশটি (বা অনেক স্থলে দশের অধিক) মন্ত্র নিয়ে গঠিত হয়েছে এক একটি দশতি। এমন কতকগুলি দশতি নিয়ে বিগঠিত হয়েছে পূর্ব আর্চিক বা ছন্দ আর্চিক এবং উত্তর আর্চিক। এই দু'টির মধ্যবর্তী আর্চিকের নাম মহানাম্নী আর্চিক এবং তাতে একটিমাত্রই দশতি।

(৩)

বেদমন্ত্রের পর্যায়বিভাগ প্রসঙ্গে যে-কথা বলা যায়, তা ঋগ্বেদ ও সামবেদ প্রসঙ্গে সমভাবেই প্রযোজ্য। পূজ্যপাদ দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই বেদমন্ত্রসমূহকে তিনরকম পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। কতকগুলি মন্ত্র (১) ভগবৎ-মহিমা-জ্ঞাপক (নিত্যসত্য-তত্ত্বমূলক) ; কতকগুলি (২) প্রার্থনামূলক (ভগবানের নিকট প্রার্থনা-পরিজ্ঞাপক)। আর কতকগুলি মন্ত্র—(৩) আত্ম-উদ্বোধনা-মূলক (ভগবৎ-কার্যে আত্মনিয়োগ-সঙ্কল্পসূচক)। সব বেদমন্ত্রই এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে পড়ে—এটাই তাঁর অভিমত। আমাদের মন্ত্রার্থে এই অভিমতই মান্য করা হয়েছে।

নিঘন্টু-নিরুক্ত* মতে—ঋক্ বা মন্ত্র ত্রিবিধা—পরোক্ষকৃতা, প্রত্যক্ষকৃতা ও আধ্যাত্মিকা। বলা হয়েছে—প্রথম পুরুষের বিভক্তি প্রভৃতি যে ঋকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা-ই পরোক্ষকৃতা হয়। যেমন,—'ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্বতানাম্। ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্র॥' প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'কি স্বর্গ, কি পৃথিবী; কি জল, কি পর্বত, সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের উপর ইন্দ্রের আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করবার সময়, কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করবার কালে, সকল অবসরেই ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করতে হয়।' এই মন্ত্রে কর্তা ও ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সাধারণভাবে ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে। নিঘন্টু-নিরুক্তের মতে এইরকম মন্ত্রকে পরোক্ষকৃতা মন্ত্র বলে। এমন পর্যায়ের মন্ত্রকে (পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়ের মতানুসারে) আমরা ভগবৎ-মহিমাজ্ঞাপক নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্র ব'লেই পূর্বাপর নির্দেশ করেছি। পরোক্ষকৃতা মন্ত্রের উদাহরণে আরও কয়েকশ্রেণীর মন্ত্র নিরুক্তে উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, দেবতা যেখানে প্রত্যক্ষীভূতা নন, অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে যেখানে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে বা কাউকেও মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলা হচ্ছে, তা-ই পরোক্ষকৃতা মন্ত্র। এই গ্রন্থে এমন বহু মন্ত্র লক্ষণীয়।

প্রত্যক্ষকৃতা মন্ত্র সেগুলি—যেগুলিতে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এ পক্ষে যেখানে মধ্যম পুরুষের বিভক্তি প্রভৃতি প্রযুক্ত, তা-ই প্রত্যক্ষকৃতা মন্ত্র। যথা ;—'ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং বৃষং বৃষেদসি॥' প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য ও তেজঃ

* নিঘন্টু—যাস্ককৃত বৈদিক পর্যায় শব্দসংগ্রহ ; একার্থকবৈদিকশব্দ-সূচী। নিরুক্ত—যাস্ককৃত নিঘন্টুভাষ্যগ্রন্থ।

হ'তে জন্মগ্রহণ করেছ, অর্থাৎ ঐগুলিই তোমার উপাদান। হে বর্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ-পূরণ-কর্তা।' এখানে ভগবান্ যেন প্রত্যক্ষীভূত। এখানে যেন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। নিরুক্ত-মতে এইরকম মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষকৃতা মন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত। আমরা এইরকম মন্ত্রকে প্রার্থনামূলক মন্ত্র-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই গ্রন্থে এমন বহু মন্ত্র আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর যে মন্ত্রগুলিকে নিরুক্তকার আধ্যাত্মিক পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করেছেন, সেগুলি প্রধানতঃ উত্তম পুরুষে প্রযুক্ত। যথা ;—'অহং ভুবং বসুনঃ পূর্বস্পতিরহং ধনানি সং জয়ামি শশ্বতঃ। মাং হবন্তে পিতরং ন জান্তবোঽহং দাশুষে বি ভজামি ভোজনম্॥' প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'(ইন্দ্রদেব বলছেন) আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় ক'রে নিই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডেকে থাকে। যে দাতা, আমি তাকে ভোগের সামগ্রী দিয়ে থাকি।'—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে একটা উপাখ্যান সংযোজিত হয়। সে উপাখ্যান এই যে, বৈকুণ্ঠনাম্নী এক অসুরীর উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইন্দ্রের নাম হয়—বৈকুণ্ঠ। ইন্দ্র যেন তখন আত্ম-খ্যাপন-ব্যপদেশে এই মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন। —যাই হোক, আমরা মনে ক'রি, মন্ত্র 'সোঽহং' ভাব-দ্যোতক। ভগবান্ অথবা ভগবত্বপ্রাপক সাধক এই ভাবের এই মন্ত্র উচ্চারণ করবার অধিকারী। আত্মখ্যাপনমূলক সুতরাং আধ্যাত্মিকা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ব'লে এইরকম মন্ত্র নিরুক্তে অভিহিত হয়েছে। আমাদের বিভাগ অনুসারে এই শ্রেণীর মন্ত্র আত্ম-উদ্বোধনমূলক মন্ত্র-পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে এমন মন্ত্রকে ভগবৎ-মহিমা-প্রক্ষাপক মন্ত্রও বলা যায়। —(এই গ্রন্থে প্রতিটি মন্ত্রার্থের শেষে মন্ত্রটির ভাব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রটি কোন্ পর্যায়ভুক্ত, তা উল্লেখিত হয়েছে)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বেদের মধ্যে নিজেকে সামবেদ-রূপে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ তিনি সামবেদ-রূপে অনুধ্যেয়। মোট কথা, সামবেদ ক্রমিক পর্যায়ে দ্বিতীয় (অর্থাৎ ঋগ্বেদের পরেই এটির নাম উচ্চারিত) হ'লেও উৎকর্ষে গীতানুসারে প্রথম। শুক্লযজুর্বেদে বেদরূপী অনন্ত-দেহে সামমন্ত্রকে প্রাণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (সেখানে ঋঙ্মন্ত্রকে বাক্য ও যজুর্মন্ত্রকে মনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে)।

(৪)

প্রতি বেদের মতো সামবেদেরও তিনটি ভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। সংহিতা বা মন্ত্রাংশ—দেবতাদের স্তব। ব্রাহ্মণ অংশ—কর্মকাণ্ড বা যজ্ঞকাণ্ড। উপনিষদ (=বেদান্ত) অংশ জ্ঞানকাণ্ড। সামবেদের কোন আরণ্যক নেই। (প্রারম্ভিকা অংশ দীর্ঘতর হওয়ার সম্ভাবনায় এই চারটি বিভাগের পরিচয় সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থিত অপ্রয়োজনীয় বিধায় বিস্তৃত আলোচনা করা গেল না। জিজ্ঞাসু পাঠক যে-কোন গবেষণালব্ধ অভিধান থেকে এ বিষয় জেনে নিতে

পারেন)। আমরা সামবেদের সংহিতা অংশটিই নিবেদন করছি।

অতি প্রাচীনকাল থেকে গৌড়বঙ্গে সামবেদই বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। আমাদের প্রধান ব্রাহ্মণ-শাখা রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণবর্গ (এবং তাঁদের যজমান অব্রাহ্মণেরাও) সকলেই প্রায় সামবেদী। সুতরাং তাঁদের সকল সংস্কারই সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানকালে অবশ্য সামবেদ কেন, কোন বেদেরই চর্চা আমাদের মধ্যে প্রায় বিরল পর্যায়ে উপনীত বলা চলে। তবে পৌরোহিত্য করার তাগিদে, অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে, সামবেদ নয়, ব্রাহ্মণগণ সামবেদীয় সংস্কার-পদ্ধতি অবশ্যই অধ্যয়ন ক'রে থাকেন।

বঙ্গে বেদাধ্যয়নে এই অনীহার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্তমান কালে সংস্কৃত চর্চা এখানে শূন্য পর্যায়ে এসে গেছে। বেদচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃতে জ্ঞান যেমন দরকার, তেমনই দরকার উপযুক্ত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ। (ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংস্কৃত চর্চার দরুণ বেদাধ্যয়নের যথোপযুক্ত পরিকাঠামো বর্তমান। উড়িষ্যার মতো রাজ্যে প্রায় প্রতি জেলায় বেদ-শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছে এবং সরকার থেকে বেদ-শিক্ষার্থী এবং বেদ-শিক্ষকদের উৎসাহিত করার বহুরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপযুক্ত গ্রন্থ তো আছেই)। বাংলায় এ-সব দিকের যে শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তা নতুন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সকলেই নিজ নিজ গুরুর জীবনী, কীর্তিকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রকাশে যেভাবে উৎসাহ দেখান, হিন্দুধর্মের মূল-গ্রন্থ প্রকাশে তার বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না। (অন্ততঃ এ পর্যন্ত দেখা যায়নি)। তাছাড়া বিভ্রান্তিমূলক বেদ-ভাষ্যের প্রচলন তো আছেই। পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। (কারণ, নতুন ক'রে বেদ-চিন্তনের মতো কঠিন পরিশ্রমেও তথাকথিত বাঙালী পণ্ডিতদের অনীহা ছিল এবং আছে)। অথচ, (স্বামী জগদীশ্বরানন্দের ভাষাতেই বলা যায়),—'বৈদিক সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি। বেদ ধর্মতত্ত্বের সীমাশূন্য সরোবর। অধুনা যে সকল ধর্ম ও দর্শন ভারতে প্রচলিত, তার মূল বীজ বেদেই নিহিত। ভারতীয় সর্ব ধর্ম সম্প্রদায় বেদবাক্যের দ্বারা আপন আপন সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করেছেন। ষড়্‌দর্শন, শাঙ্কর বেদান্ত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, মধ্বাচার্যের দ্বৈত, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, চৈতন্যের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ, আর্যসমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি ভারতীয় সর্ব ধর্মের মূল উৎস বেদ। বৈদিক সংস্কৃত প্রাচীনতম আর্যভাষা ও বেদ মানব জাতির আদি গ্রন্থ। বিগত শতকের মধ্যভাগে ভাষা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন মোক্ষমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নে বেদজ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। বৈদিক সংস্কৃত ভাষাসমূহের জননী।' আর, আজকের পশ্চিমবঙ্গে সেই সংস্কৃতই 'কেবলমাত্র পুরুত মশাইয়ের মন্ত্র পড়ার ভাষা।' অধিক মন্তব্য অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন।

(৫)

সায়নাচার্য, স্কন্দস্বামী, মাধবভট্ট, মহীধর, ভরতস্বামী প্রভৃতি বেদভাষ্যকারগণের মধ্যে সায়নাচার্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বেদের অনুবাদ-কল্পে কিছু কিছু মন-গড়া ভাষ্যও রচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত এতে বেদের অপব্যাখ্যাই জনারণ্যে বেশী ছড়িয়েছে। (অবশ্য বঙ্গদেশে বেদপ্রচারে সত্যব্রত সামশ্রমী চিরকাল স্মরণীয়)।

অপব্যাখ্যা বলতে কি বোঝায়, তা অনুধাবনীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিতে ইন্দ্রকে বা অপরাপর দেববৃন্দকে সোমপায়ী (মাদকাসক্ত), ঋষিগণকে গোমাংস-প্রিয় ইত্যাদিরূপে দেখান হয়েছে। প্রভূত ধন, সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দরী স্ত্রী, মেধাবী পুত্র ইত্যাদিই নাকি ঋষিবৃন্দের প্রার্থনার বিষয়—এমন কথাই ব্যাখ্যামুখে বিধৃত হয়েছে।

স্বর্গীয় পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী এইসব ব্যাখ্যাকে 'বিষম বিসদৃশ ব্যাখ্যা', 'কদর্থ বা কু-ব্যাখ্যা' ব'লে ধিক্কৃত করেছেন। তিনি বলেছেন—"এইসব মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাতে বিস্ময়ান্বিত হ'তে হয়। বুঝে দেখুন—কি মন্ত্রের কি অর্থ চলে আসছে। দেশে এখনও ব্রাহ্মণ-সমাজ আছে, হিন্দুসমাজ আছে, চূড়ামণিগণ আছেন, শিরোমণিগণ আছেন, সমাজপতিত্বের দাবী করেন—এমন সকল লোকও আছেন। অথচ তাঁদের পরমপূজ্য 'বেদ' যে এই অবস্থায় উপনীত, সেদিকে কারও দৃষ্টি পড়ছে না—এটাই আশ্চর্য। হিন্দু! তাই বলি,—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'।" এ-কথা যখন তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তখনও অবিভক্ত বাংলায় শিরোমণি-চূড়ামণিগণ ছিলেন। ছিলেন ঐ জাতীয় অপব্যাখ্যাকারী বিদেশী পণ্ডিতেরাও, যাঁদের বাক্য অকাট্য ব'লে ধ'রে নেবার মতো মানসিকতাসম্পন্ন বিদ্যাবিশারদ বাঙালী জনের প্রাচুর্য ছিল। কায়েমি স্বার্থ-সম্পন্ন সম্প্রদায় খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন এই সমস্ত মন্তব্যকারী পণ্ডিত দুর্গাদাসের প্রতি। কিন্তু এতে অবদমিত হননি তিনি। তিনি তথাকথিত পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত বেদের বেশীরভাগ ব্যাখ্যা (বা অপব্যাখ্যা) অনুমোদন করেননি একটুও। তাঁর মতে, অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র মানুষের গতিমুক্তির পথই প্রদর্শন ক'রে থাকে। কিসে মানুষ সৎপথে পরিচালিত হয়ে সৎকর্মের অনুষ্ঠানে নিজের উৎকর্ষ সাধন ক'রে পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়,—বেদমন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকটিত করছে ব'লেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সংসারে দুঃখের অন্ত নেই। নানা বিভীষিকা মানুষকে সর্বদা লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে ফেলছে। সংসারের সেই দারুণ দুঃখনাশ এবং লক্ষ্য স্থির ক'রে মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করাই বেদমন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য—এই অকৃত্রিম বিশ্বাসে তিনি অন্বিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই অনুপ্রাণনা সেই লক্ষ্য নিয়ে বেদমন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত এবং পরমার্থপ্রকাশক নিগূঢ় মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করাই সঙ্গত ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি।

নিজে লিখে নিজের প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে একের পর এক বেদ-সংহিতাগুলি (মূল, মর্মানুসারিণী-

ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, সায়নাচার্যের ভাষ্য ইত্যাদি সহ) প্রকাশ করেছিলেন। আপন অনুসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে তথ্য বা যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন, তা খণ্ডন করতে পারেননি তথাকথিত কায়েমি স্বার্থান্বেষীর দল। শুধু তাঁর গ্রন্থগুলির প্রচারে অবরোধ-সৃষ্টিতেই প্রয়াসী হয়েছিলেন ; কিন্তু তাতেও যে তাঁরা সফল হয়েছিলেন, তা-ও সত্য নয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিকে প্রায় ভ্রান্তিমূলক প্রমাণিত ক'রে সমগ্র বেদ-সংহিতার ঐ ঐতিহাসিক প্রকাশন স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ীর শাশ্বত কীর্তিতে পর্যবসিত। বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থ ঊনচল্লিশ খণ্ডে এবং প্রায় বত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি সামবেদ-সংহিতার যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন তার প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এটি মোট ন'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি সামগানগুলির স্বরলিপিও সংযোজিত করেছিলেন।

আশ্চর্যের কথা, বর্তমান কালে এই পশ্চিমবঙ্গে কখনও কখনও কেউ কেউ আমাদের হাতে বেদের যে বঙ্গানুবাদ উপহার দিতে এগিয়ে আসেন, সেই বঙ্গানুবাদ তথাকথিত অপব্যাখ্যাগুলিকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু স্বর্গীয় দুর্গাদাসের অক্ষয় কীর্তি আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত কিংবা অবজ্ঞাতই রয়ে গেছে। (সম্প্রতি অবশ্য তাঁর 'জ্ঞানবেদ' নামক চতুর্বেদের সারার্থ সম্বলিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'তে চলেছে। এটিকে কেউ কেউ 'বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন' ব'লে অভিহিত করলেও স্বর্গীয় দুর্গাদাসের দুর্লভ সৃষ্টিকে এই প্রজন্মের বঙ্গসন্তানদের কাছে উপস্থাপনের প্রথম প্রয়াস প্রশ্নাতীতভাবে অভিনন্দনীয়)।

আমরা তাই তাঁর ন'খণ্ডের সামবেদ-সংহিতাটিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে সাধারণ পাঠকের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করছি। এটা অবশ্য বিন্দুতে সমুদ্রের দর্শন নয়, তটিনীতে ভেসে মহাসাগরের পানে যাত্রা।

(৬)

সামবেদ-সংহিতার স্বরূপ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণী পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়ই রচনা ক'রে গেছেন। তাঁর ভাষাতেই তা নিবেদন করছি।—

"সাম-সংহিতা সঙ্গীতমূলক। স্তরে স্তরে, তবকে তবকে, তাললয়মানরাগমূর্চ্ছনার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, সামগানে সঙ্গীতের স্বরলহরী ব্যোম প্রতিধ্বনিত ক'রে আছে। মর্ত্যসকলে সে সঙ্গীত-শ্রবণে অধিকারী না হ'লেও, শব্দ-ব্রহ্মরূপে সে সঙ্গীতের স্বর সাধকের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরূক রয়েছে। শব্দ-ব্রহ্ম-রূপে পরিব্যাপ্ত সেই সঙ্গীতের সুধাধারায় সাধকের হৃদয় সদা অভিষিক্ত হয়ে আছে।

সঙ্গীত ভাবমূলক। ভাষায় তার অভিব্যক্তি বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীতের যিনি আলাপ করতে সমর্থ হন; তিনিই সে আনন্দ লাভ করতে পারেন ; অথবা সঙ্গীতের সুধাধারা যাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে,

সুর-তাল-লয়-মানে আলাপ করতে সমর্থ না হ'লেও, তিনিই সে আনন্দের অধিকারী হন। তাই সাম-গান বোঝাবার সামগ্রী নয়—হৃদয়ে ধারণা করবার সামগ্রী। সে হিসেবে, যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ নন, তাঁদের পক্ষে যে সামগানের উপযোগিতা নেই, তা-ও নয় ; তাঁরাও সে গান হৃদয়ে ধারণ ক'রে পরম আনন্দ উপভোগ করবেন,—এটাই সাম-গানের লক্ষ্য।

গায়ক না হ'লেও, সঙ্গীতের স্বরে সামগান শোনবার সুযোগ উপস্থিত না হ'লেও, হৃদয়ে অনুধ্যান করলেও সামগানের সাফল্য উপলব্ধ হয়। ভাবগ্রহণই পরম পদার্থ ;—পরম-পদার্থেই পরম আনন্দ। অর্থ উপলব্ধ না হ'লে সে ভাবগ্রহণ সম্ভবপর নয় ; তাই ভাষ্যের বা অর্থের প্রয়োজন হয়। যদি সুরতানলয়ে সঙ্গীতের স্বরে গাইবার সামর্থ্য না হয়, সামগানের মর্ম গ্রহণ করুন,—অন্তরে অন্তরে অস্ফুট স্বরে অনুধ্যান করুন, অভীষ্ট ফল তাতেই প্রাপ্ত হবেন। অধিকারিভেদে অর্থান্তর ঘটে। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই পথেই অগ্রসর হ'তে পারেন। কিন্তু সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য,—সামগানে পরম পদার্থ অভিব্যক্ত রয়েছে। সেই স্মৃতি লক্ষ্য রেখে, যিনি যে পথেই অগ্রসর হোন, সেই পথেই গন্তব্যস্থানে গমন করতে পারবেন। ঊষার কোলে প্রভাতের শুকতারা যখন উদয় হয়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিক থেকে তা লক্ষ্য ক'রে অনুসরণ করলেও সকলেই সেই একই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাতে পারে। সামগান কিংবা ঋঙ্মন্ত্র (সামবেদের সামগুলি কিংবা ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি) সেই শুকতারা স্বরূপ। যে ভাবেই হোক অনুসরণ করুন ;—বস্তুতত্ত্ব ক্রমেই হৃদ্‌গত হবে।

যা কবিতা, তা-ই সঙ্গীত। মাত্র সুরের ইতরবিশেষ। কবিতায় যে সুর যে মূর্ছনা যে ভাবে বিহিত হয়, সঙ্গীতে তা অন্যভাবে অন্যরূপে সংসাধিত হয়ে থাকে। বস্তু এক ; পার্থক্য উচ্চারণের মাত্র। সামবেদে তাই দেখতে পাই, অধিকাংশ ঋঙ্মন্ত্রই গেয়গান-রূপে গীত হয়ে থাকে। এমন কি সামবেদের প্রায় দ্বি-তৃতীয়াংশ (সামমন্ত্রগুলি) ঋঙ্মন্ত্রেরই অনুবৃত্তি মাত্র ; অথবা, ঋক্ ও সাম যেন অভিন্ন হয়ে আছে। ঋঙ্মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ অনুদাত্ত, স্বরিত, উদাত্ত, (উদারা অর্থাৎ নিম্ন স্বরগ্রাম, মুদারা অর্থাৎ মধ্য স্বরধ্বনি এবং তারা অর্থাৎ উচ্চ স্বরধ্বনি)—তিন স্বরে উচ্চারিত হয়। সামগান ষড়্‌জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদ (স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি) সপ্তসুরে গীত হয়ে থাকে। সঙ্গীতের যেমন নানারকম প্রকারভেদ আছে, সামগানেও তেমনই প্রকারভেদ দেখা যায়। একই ঋষি একই গান বিভিন্ন সুরে গেয়ে গেছেন ; আবার একই গান বিভিন্ন ঋষি বিভিন্নরূপে আলাপ করেছেন। এখানে উচ্চারণের বা সঙ্গীতালাপের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ ; লৌকিক ফলাফল তার অধীন নয়। সঙ্গীতের স্বরে প্রকারভেদ থাকলেও, ভাবার্থ—সর্বত্রই এক ; শব্দশক্তি উভয়ত্রই অভিন্ন। কবিতার অপেক্ষা সঙ্গীত তন্ময়ত্ত্ব বৃদ্ধিকর। মানুষ কি ভাবে ভগবানে ন্যস্তচিত্ত ও তন্ময় হ'তে পারবে, ঋঙ্মন্ত্রের ও সামগানের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও মর্মার্থ-নিবহ তা-ই শিক্ষা দিচ্ছে।"

ঐ যে উল্লেখ করা গেল, বেশীরভাগ সামমন্ত্রই একাধিক সুরে ও ভাবে এক বা একাধিক ঋষি কর্তৃক গীত হতো ; সে-কারণে সেই সেই সামমন্ত্রের গেয়গানের এক বা একাধিক নাম ও এক বা একাধিক (গেয়গানের) ঋষির নামও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে প্রতি সামগানের মন্ত্রার্থের শেষে প্রয়োজন মতো আমরাও সেগুলি উল্লেখ করেছি। আশা করা যায়, পাঠকগণের পক্ষে তা বোধগম্য হ'তে অসুবিধা হবে না। ঋগ্বেদে বা অপর যে-স্থান থেকে গানগুলি সামবেদে গৃহীত হয়েছে, তারও যথাযথ উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য, ঐ মন্ত্রগুলির কয়েকটিকে সামবেদের অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে কিছু কিছু পাঠান্তর ঘটেছিল। তবে তাতে অর্থের ও ভাবের তেমন কিছু ব্যত্যয় হয়নি।

(৭)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বর্ণের মানুষ গ্রন্থপাঠে সক্ষম হ'লে এবং শ্রদ্ধা ও আগ্রহ থাকলে নির্দ্বিধায় বেদপাঠ করতে পারেন। এখনও যাঁরা নারী বা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ বলেন, তাঁরা জানেনই না যে, আদিকালে আর্যদের মধ্যে কোন বর্ণবিভাগ ছিল না এবং বৈদিকযুগে বহু মহীয়সীই ঋষীরূপে বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। তখন সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ ও নির্লোভ ছিলেন ব'লে ব্রাহ্মণ (বা ব্রাহ্মণী) রূপে পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে এঁদের মধ্যে কোনও কোনও অংশ লোভের বশবর্তী হয়ে উপরিউক্ত স্বভাব বা বৃত্তি পরিত্যাগ করায় এবং সমাজের প্রয়োজনে অপরাপর বৃত্তির অপরিহার্যতা অনুভূত হওয়ায় চারটি বর্ণের সৃষ্টি হলো। অনেকে বর্ণ ও জাতিকে একার্থক ধরেন। কিন্তু 'বর্ণ' শব্দটি 'জাতি' পদ থেকে স্বতন্ত্র। জাতি কথাটি জন্-ধাতু থেকে এসেছে, অর্থাৎ জাতি হলো জন্মগত। কিন্তু বর্ণ জন্মগত নয়, এটি গুণ ও কর্মের দ্যোতক। জাতি অপরিবর্তনীয়; কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষের বর্ণের পরিবর্তন ঘটতে পারে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'পুরুষসূক্তে' আমরা এই চারবর্ণের একটি সুন্দর বিবরণী পাই। (কারণ সেইকালে ধীরে ধীরে চতুর্বর্ণের উদ্ভব সূচিত হচ্ছিল)। সেখানে বলা হয়েছে—বিরাট পুরুষের মুখ বা মস্তক থেকে ব্রাহ্মণের ('ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'), বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের বা রাজন্যের ('বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ'), ঊরু থেকে বৈশ্যের ('ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ'), এবং পাদ থেকে শূদ্রের ('পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত') উৎপত্তি। এটি একটি রূপক বর্ণনা। ব্রাহ্মণের পেশা মুখ বা মস্তিষ্ককে কেন্দ্র ক'রে ; বাহুকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষত্রিয়ের বা রাজন্যের ; ঊরু দেহকে ধারণ করে, সুতরাং সমাজ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে বৈশ্যের পেশা ; পাদদ্বয় সর্বনিম্নে থেকে আমাদের সমাজরূপী দেহের সেবা করে, তাই অপর তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের বৃত্তি। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই বর্ণবিভাগ কেবলমাত্র বৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠেছিল। এবং বলাই বাহুল্য,

এক বর্ণের মানুষ আপন গুণগত মানের বিচারে অপর বর্ণে পরিবর্তিত এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হ'তে পারতেন। (মৎপ্রণীত 'বৈষ্ণবী পঞ্চকা' গ্রন্থে আলোচিত)। এই জন্যই দেখা যায়, বর্তমানেও বৈদিক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধৃত গোত্র অপরাপর বর্ণের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের মানুষকেও ঋষিত্ব অর্জন করতে দেখা গেছে।—অনেকে অবশ্য বেদে উল্লিখিত বিরাট-পুরুষের সাথে শূদ্রবর্গের তুলনাকে তাঁদের প্রতি ব্রাহ্মণবর্গের ঘৃণা বঞ্চনা ইত্যাদিরূপে পরিঘোষিত করতে চান। কিন্তু এটা যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অথবা অজ্ঞতা-প্রসূত রটনা, তাতে সন্দেহ নেই। বেদের ঐ বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, সমাজরূপী বিরাট-পুরুষের সমগ্র দেহটিকে ধারণ করেছেন যাঁরা, তাঁরা আদৌ অন্ত্যজ বা অবজ্ঞার পাত্র হ'তে পারেন না। মস্তিষ্ক-সহ মানুষের সমগ্র দেহটিই তো পাদদ্বয়ের উপর ভর ক'রে আছে। তাছাড়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ—এমন কথা বেদে পাওয়া যায় না।

তবে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি হবার পর 'শ্রুতি'-র দ্বারা ধারণীয় বেদমন্ত্রগুলিকে অবিকৃত রাখার উদ্দেশ্যে বেদ-পরবর্তী কালে বেদের ধারক তথাকথিত ব্রাহ্মণবর্গ ব্যতীত অপরের (অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম-নির্ভর) মানুষদের পক্ষে বেদ-চর্চাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এ-কথাও সত্য। নারীদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল। কারণ ধীরে ধীরে নারীদের বিদ্যার্জনের অধিকারটার উপরেই আমরা নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন ক'রে দিয়েছিলাম। (এ-সবের পশ্চাতে ভাল-মন্দ উভয় দিকেরই বিচার্য বিষয় আছে; কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর)।

কিন্তু আজ যখন মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বেদমন্ত্রগুলি যথাযথভাবেই সকলের কাছে সহজলভ্য হয়ে এসেছে, এবং নারী-শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে, তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বর্ণের সকল সুযোগ্য মানুষের পক্ষে বেদ-পাঠ নিষিদ্ধ করার ফিকিরি ফতোয়াকে মান্য করবার প্রয়োজনীয়তাই বা কি আছে? মনে রাখবেন, বেদের মতে,—শুধু ব্রাহ্মণ নয়, সকলেই অমৃতের সন্তান।

(৮)

এই গ্রন্থটির নির্মাণে অনেকেই আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। এমন গ্রন্থ প্রকাশনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রকাশক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থটি আমার উত্তরসূরি শ্রীমান্ নীললোহিত (দৌহিত্র) ও শ্রীমান্ উদ্দালক (পৌত্র)-কে উৎসর্গ করলাম।

শ্রীপঞ্চমী
২০শে মাঘ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান গ্রন্থকারের পরিচিতি।

পুরা যথা মহাভাগো
ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
বেদানাং প্রবিভাগেন
শশ্বৎ কীর্তিং পরাং গতঃ॥ ১॥

অন্যেঽপি কবয়ঃ সর্বে
ব্যাসমার্গানুগামিনঃ।
যশোলেশমনুপ্রাপুঃ
প্রাপ্স্যন্তি চ তথাঽপরে॥ ২॥

অদ্যাপি সূনুরানৃণ্যং
শ্রীনিকুঞ্জবিহারিণঃ।
যঃ কশ্চন দিলীপাখ্যঃ
শ্রীমান্ সত্যবতীসুতঃ॥ ৩॥

কুর্বন্ ব্যাসবিধানস্য
তৎপ্রবন্ধনিবন্ধনাৎ।
সতামাশীর্ভিরুদ্দীপ্তঃ
শশ্বজ্জীবতু সম্মতঃ॥ ৪॥

—ইতি বিদুষাং বিধেয়স্য
কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়সংস্কৃতাধ্যাপকস্য
শ্রীসুখময়মুখোপাধ্যায়স্য।*

* বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ কর্তৃক 'পৌরাণিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অপরাপর গ্রন্থে মুদ্রিত পরিচিতি।

বেদমন্ত্রের ভাষ্যকারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রখ্যাত
শ্রীমৎ সায়ণাচার্য কৃত সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকার অনুবাদ*

ওঁ

সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকা।

বন্দনা।

বৃহস্পতি-প্রমুখ দেববৃন্দ, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির প্রারম্ভে, যে দেবতাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হয়েন, সেই গজাননকে আমি প্রণাম করিতেছি॥

বেদনিবহ যাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদসমূহ হইতে নিখিল বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি॥

ভাষ্য-সূচনা।

মহেশ্বরের কটাক্ষে (অর্থাৎ তাঁহার করুণায়) শিবরূপ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ শিবতুল্য প্রভাবশালী হইয়া), বুক্কমহারাজ বেদার্থ-প্রকাশের জন্য সায়ণাচার্য্যকে আদেশ করিয়াছিলেন॥

কৃপালু সায়ণাচার্য্য অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা ব্যাখ্যা করিয়া, বেদার্থ প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন॥

সেই সায়ণাচার্য্য, বেদার্থপ্রকাশ বিষয়ে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সামবেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। তাহা দ্বারা তাৎপর্য্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক যে উদ্‌গাত ঋত্বিক্, তিনি চরিতার্থ হইবেন (অর্থাৎ তিনি বেদার্থ জানিয়া পূর্ণ মনোরথ হইবেন)॥

সমস্ত বেদে, দুইটী কাণ্ডে যজ্ঞ এবং ব্রহ্ম—এই প্রয়োজনদ্বয় সাধিত হইয়াছে (অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডে যজ্ঞের বিষয় ও দ্বিতীয় কাণ্ডে ব্রহ্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে)। অধ্বর্য্যু প্রমুখ ঋত্বিক্-চতুষ্টয় কর্ত্তৃক যজ্ঞ-সম্পত্তি সাধিত হইয়া থাকে। (পরশ্লোকে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন)॥

অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ ক্রিয়াসমুদয়ের দ্বারা যজ্ঞের শরীর প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা এই ঋত্বিকত্রয় ঐ যজ্ঞসম্বন্ধীয় শরীরকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন॥

* মূল সংস্কৃত অপ্রয়োজন বিধায় দেওয়া হলো না। অনুবাদ অংশও অতি সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য হয় না। তথাপি প্রমাণ সাপেক্ষে এই অনুবাদ দেওয়া হলো। এই অংশের মূল বক্তব্য 'প্রারম্ভিকা'-য় এবং মন্ত্রার্থের বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে। সায়ণাচার্যের জীবৎকাল চতুর্দশ শতক।

ব্রহ্মা (প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্-বিশেষ), অপর তিন জন ঋত্বিকের অপরাধ সর্ব্বদা (সকল সময়ে) পরিত্যাগ করিবেন (তাঁহাদের দোষ প্রতীকার করিবেন)। 'ঋচান্ত্ব' এই মন্ত্রে উক্ত অর্থ-তাৎপর্য্য অভিহিত হইয়াছে॥

হোতা, শস্ত্র যাজ্য ও অনুবাক্য মন্ত্র দ্বারা এবং উদ্‌গাতা আজ্যপৃষ্ঠ প্রভৃতি স্তোত্র দ্বারা যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করিবেন॥

অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ যজুর্ম্মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞকে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা এবং শেষে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে॥

সাম-মন্ত্র সকল ঋকের আশ্রিত বলিয়া সর্ব্বশেষে সামবেদের ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক লোকের জিজ্ঞাসানুরোধে এইরূপ লিখিত হইল॥

যেমন অগ্রে দেহ উৎপন্ন হয়, এবং পরে তাহার কটক প্রভৃতি ভূষণ আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ কটকাদি হইলে পরে তাহাতে মণিমুক্তা প্রভৃতির আবশ্যক হয় ; সেইরূপ যজুঃ হইতে যজ্ঞের দেহ উৎপন্ন হইলে, ঋঙ্মন্ত্র-সকল তাহার অলঙ্কারস্বরূপ হয় ; পরে ঐ সকল ঋঙ্মন্ত্রে সাম নামক মন্ত্রসমুদয় মণিমুক্তার ন্যায় সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে॥

●

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা—এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিকের কর্ত্তব্য প্রতিপাদক যে মন্ত্র, তাহার অর্থ-প্রকাশ-পক্ষে নিম্নোক্ত ঋকটী প্রযুক্ত হইতে পারে ; যথা, 'ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুস্বান গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ।' উহার অর্থ এইরূপ ;—ত্ব-শব্দ সর্ব্বনাম-প্রকরণে পঠিত এক-শব্দ-পর্য্যায়। এক অর্থাৎ হোতা এই নামে প্রসিদ্ধ যে ঋত্বিক্ ; তিনি সেই সেই স্থলে ভগ্নক্রমে পঠিত (ভ্রান্ত-উচ্চারণমূলক) যে সকল ঋক্, তাহাদিগকে যজ্ঞের অনুষ্ঠান-সময়ে একত্রে মিলিত করিয়া (যজ্ঞের) পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপর একজন উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ ; তিনি শক্করী নামে প্রসিদ্ধ ছন্দঃ-সমন্বিত ঋক্-সকলকে গায়ত্র্যাদি নামক সাম-গান করিয়া থাকেন। আর একজন ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ ; হোতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌ত্রয়ের বেদত্রয়বিষয়ে কোনও অপরাধ হইলে, তিনি তাহার প্রতীকার-স্বরূপ বিদ্যা পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব ছন্দোগ-ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন,—'যিনি ব্রহ্মা, তিনিই যজ্ঞের চিকিৎসক অর্থাৎ দোষ-প্রতিকারক ; এবং তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহা অর্থাৎ দোষরূপ রোগ নাশ করিয়া থাকেন।' আরও ;— 'যদি ঋক্ হইতে যজ্ঞ-বিষয়ে আর্ত্তি অর্থাৎ ত্রুটিরূপ পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা গার্হপাত্য অগ্নিতে ভূঃ এই মন্ত্রে হোম করিবেন। এক যে অধ্বর্য্যু, তিনি যজ্ঞের ইয়ত্তা বিশেষরূপে নিরূপিত করিয়া থাকেন।'

যদি বল,—'এই বেদার্থপ্রকাশক গ্রন্থে সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য ; তাহা না করিয়া যজুঃ প্রভৃতির ব্যাখ্যা যুক্তিবিরুদ্ধ।' তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেই ঋগাদি মন্ত্রযুক্ত যে সমস্ত বেদ, সেই মন্ত্র-বিশেষ বাচক শব্দই যজুঃ। এই শব্দ সমূহ দ্বারা যজন উপলক্ষিত, অর্থাৎ সমস্ত বেদেই যজুঃ বিদ্যমান আছে। অতএব, যজুঃ প্রভৃতি মন্ত্রবিশেষের অর্থ প্রকাশ দ্বারাই বেদার্থ-প্রকাশ সিদ্ধ হইতেছে।

আচ্ছা! মন্ত্র আর বেদে বিশেষ কি? যদি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে

পারে যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ের সমষ্টির নাম বেদ। তৎপক্ষে আপস্তম্ব স্মৃতিই প্রমাণ ; যথা,—'মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ নামধেয়ং' ; অর্থাৎ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইটীই বেদের নাম মাত্র। বেদের যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগদ্বয়, মহর্ষি জৈমিনি যুক্তি দ্বারা তদুভয়ের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ নির্ণয় করিয়াছেন। সেই জৈমিনীয় ন্যায়-মালায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, সপ্তম অধিকরণে, ন্যায়বিস্তরকার মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে" ইত্যাদি মন্ত্রে, মন্ত্র শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মন্ত্রের লক্ষণ আছে কি নাই, ইহাই সংশয়। মন্ত্রের লক্ষণ নাই ; কারণ, অব্যাপ্ত্যাদি দোষের বারণ হয় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যাতে প্রসিদ্ধিই মন্ত্রের লক্ষণ। যাহা অনুষ্ঠানের স্মারক, যাজ্ঞিকগণ তাহাতেই মন্ত্র-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ,—যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্র। উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ-বর্জ্জিত ; সুতরাং মন্ত্রের লক্ষণ আছে,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। আধান-প্রকরণে 'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে মন্ত্রের লক্ষণ নাই ; যেহেতু অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি এই দুই দোষ অনিবার্য্য। উক্ত দোষদ্বয় উল্লিখিত হইতেছে ; যথা,—যাহা 'বিহিত অর্থের প্রকাশক, তাহাই মন্ত্র',—এইরূপ বলিলে 'বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে', এই মন্ত্রের বিধিরূপত্ব হেতু অব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। আর মননহেতু মন্ত্র অর্থাৎ যাহা মননের হেতু, তাহাই মন্ত্র,— এইরূপ লক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণরূপ অপর বেদভাগে অতিব্যাপ্তি দোষ (যাহা লক্ষ্য নহে, তাহাতে লক্ষণ যাওয়ার নাম অতিব্যাপ্তি) অবশ্যম্ভাবী। যদি বলা যায়, — "যাহার অন্তে 'অসি' এই পদ, বা উত্তম পুরুষের ক্রিয়া পদ থাকিবে, তাহাই মন্ত্র", এবং সেই মন্ত্র-লক্ষণ-সমুদায়ের মধ্যে পরস্পর অব্যাপ্তি-দোষ অনিবার্য্য ; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু, যাজ্ঞিক-সমাখ্যান রূপ মন্ত্রের লক্ষণ সর্ব্বথা দোষশূন্য। উক্ত সমাখ্যান, অনুষ্ঠানের স্মারক, প্রভৃতির মন্ত্রত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। 'উরু প্রথস্ব' ইত্যাদি বাক্য অনুষ্ঠানের স্মারক ; সুতরাং উহাদের মন্ত্রত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং' ইত্যাদি বাক্য-সকল স্তুতিস্বরূপ। 'ইষেত্বা' ইত্যাদি স্বান্ত ও 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদি বাক্য-সকল আমন্ত্রণপদযুক্ত হওয়ায়, সমাখ্যান-বশতঃ, মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'অগ্নিদগ্নীন বিহর' ইত্যাদি প্রৈষরূপ (নিয়োগপ্রতিপাদক) মন্ত্র। 'অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ' ইত্যাদি বিচাররূপ মন্ত্র। 'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে নমানয়তি কশ্চন' ইত্যাদি পরিদেবন (বিলাপ) রূপ মন্ত্র। 'পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি প্রশ্নরূপ মন্ত্র। 'বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি উত্তররূপ মন্ত্র। এই প্রকারে অন্যান্য উদাহরণ জ্ঞাতব্য। এইরূপ অতিশয় বিজাতীয় (অর্থাৎ পরস্পর-বিরুদ্ধজাতীয়) মন্ত্র বিষয়ে এক সমাখ্যান ব্যতিরিক্ত অন্য সকলের অনুগত এমন কোনও ধর্ম্ম নাই, যাহাকে লক্ষণ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আচার্য্যগণ 'ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথকত্বতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে লক্ষণের উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। সেই মন্ত্রের অর্থ এই যে ঋষিগণও পৃথকভাব-হেতু পদার্থ-সমুদয়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হন নাই ; অর্থাৎ তাঁহারা বিচক্ষণ হইলেও পৃথক্‌ভাব-বশতঃ পদার্থের প্রকৃত নির্ণয়ে উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, অভিযুক্ত (প্রমাণবিৎ) ব্যক্তিগণের 'ইহাই মন্ত্র' এইরূপ সমাখ্যান (নামকথন), মন্ত্রের লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম।

উক্ত জৈমিনীয় ন্যায়মালায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে অসম অধিকরণে ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমে প্রশ্ন হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণ' বিষয়ে লক্ষণ আছে, কি নাই? এই সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই ; যেহেতু বেদের ভাগ এতৎসংখ্যা পরিমিত, এইরূপ প্রসিদ্ধির অভাব (অর্থাৎ বেদভাগের ইয়ত্তা নাই)। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে,— মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই ভাগদ্বয়ে বেদ বিভক্ত ; সুতরাং মন্ত্র-ব্যতিরিক্ত ভাগই ব্রাহ্মণ ; এইরূপে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য-প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে

যে,— 'এতদ্ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চহবীংষি' ইতি। এই স্থলে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই কেন? কারণ, বেদ-ভাগ-সমুদায়ের ইয়ত্তার অনির্ণয়-হেতু ব্রাহ্মণভাগে এবং অন্য সমস্ত ভাগে লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষের সংশোধন করিতে পারা যায় না। উদাহরণ দিবার নিমিত্ত প্রাচীনগণ পূর্ব্ব-কথিত একটী মন্ত্রভাগ এবং অপর কতকগুলি ভাগ সংগৃহীত করিয়াছেন—'হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরকৃতিঃ পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনাৎ।' অর্থাৎ,—হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরকৃতি, পুরাকল্প এবং ব্যবধারণকল্পনা। 'হেতু' 'তেনহ্যন্নং ক্রিয়তে' ; অর্থাৎ, 'সেই হেতু অন্ন করা হইতেছে'। নির্ব্বচন, — 'এতদ্দধ্নোদধিত্বম' ; 'ইহাই দধির দধিত্ব'। নিন্দা, — 'অমেধ্যা বৈ মাষাঃ' ; মাষ (শস্য-বিশেষ) অপবিত্র (যজ্ঞের অযোগ্য)। প্রশংসা—'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা' ; বায়ুদেব অত্যন্ত বেগগামী (সত্বর-ফলদায়ক)। সংশয় —'তদ্ব্যচিকিৎসন জুহবানীমাহৌষাং' ; তাঁহারা সংশয় করিয়াছিলেন--হোম করিব, কি করিব না। বিধি,— 'যজমানেন সম্মিতৌদুম্বরী ভবতি' ; যজমানের শরীর-পরিমিত দীর্ঘ ঔদুম্বরী (যজ্ঞডুমুরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রতিমা) হইবে (করিবে)। পরকৃতি—'মাষানেব মহ্যং পচতে' ; আমার নিমিত্ত মাষ পাক করিতেছে। পুরাকল্প—'পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ' ; পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ ভয় পাইয়াছিলেন। ব্যবধারণ কল্পনা—'যাবতোঽশ্বান প্রতিগৃহ্নীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুকপালান্ নির্ব্বপেত' ; যত অশ্ব প্রতিগ্রহ করিবেন, ততসংখ্যক বরুণদেব-সম্বন্ধীয় চতুঃ-কপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবেন। এই প্রকার অন্যান্য উদাহরণও বুঝিতে হইবে। 'হেতু প্রভৃতির অন্যতমই ব্রাহ্মণ'—এইরূপ লক্ষণও হইতে পারে না ; কারণ, মন্ত্রভাগেও হেতু প্রভৃতির সঙ্গতি হইয়া থাকে। তাহাই ব্যক্ত হইতেছে—'ইন্দবো বামুশন্তি হি' ইত্যাদি ; হে ইন্দ্র! হে বায়ু! সমস্ত সোম তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছে। এস্থলে হেতু। 'উদানিষুর্ম্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে' ; অর্থাৎ, যেহেতু ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে সিক্ত করে, সেইজন্য উদক বলা যায়। ইহা নির্ব্বচন। 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ' ; অর্থাৎ অবোধ মনুষ্য, নিষ্ফল অন্ন লাভ করিয়া থাকে। ইহা নিন্দা। 'অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎ' ; অর্থাৎ, অগ্নিই স্বর্গলোকের মস্তক এবং স্কন্ধ স্বরূপ। ইহাতে অগ্নির প্রশংসা বুঝাইতেছে। 'অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ' ; তিনি উপরে আছেন, না নিম্নে আছেন? ইহা সংশয়। 'কপিঞ্জলানালভতে' ; কপিঞ্জল নামক পক্ষিবিশেষকে বলি প্রদান করিবে। ইহা বিধি। 'সহস্রমযুতাদদৎ' ; অর্থাৎ, সহস্র ও অযুত দান করিয়াছিলেন। ইহাই পরকৃতি। 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ' ; অর্থাৎ, দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করিতেন। ইহা পুরাকল্প। আচ্ছা! যদি বলা যায়, যাহাতে ইতি শব্দের বাহুল্য আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ এবং ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু, 'ইত্যদদা ইত্যযজথাঃ ইত্যপচঃ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ।' এই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গেয় মন্ত্রে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। যদি বল, যাহা 'ইত্যাহ', এইরূপ বাক্য দ্বারা নিবদ্ধ হইবে, তাহাই ব্রাহ্মণ ; এইরূপও বলা যায় না। যেহেতু, 'রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ, যোবা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ'—এই দুইটী মন্ত্রে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ হইতেছে। 'আখ্যায়িকারূপই ব্রাহ্মণ'—ইহাও বলিতে পার না ; যেহেতু, যমযমী-সংবাদ সূক্ত প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি-দোষ অনিবার্য্য। অতএব, ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, সিদ্ধান্তে বলিতেছি,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই দুইটিই বেদভাগ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় এই মন্ত্রলক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, অবশিষ্ট (মন্ত্র ভিন্ন) বেদভাগই ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণ লক্ষণ সিদ্ধ হইতেছে।

ঋক্, যজুঃ, সাম রূপ মন্ত্র-বিশেষের লক্ষণত্রয় উক্ত অধিকারে, তিনটি অধিকরণে, মহর্ষি জৈমিনি সূত্রিত করিয়াছেন ; যথা—'তেষামৃগযত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা', 'গীতিষু সামাখ্যা', 'শেষে যজুঃ শব্দঃ'। এই তিনটি সূত্রের অর্থ এইরূপ ঃ—সেই মন্ত্র-সকলের মধ্যে যে মন্ত্রে অর্থাপেক্ষায় পাদব্যবস্থা (ছন্দের এক এক অংশের পাদ)

আছে, তাহাই ঋক্ মন্ত্র ; যে মন্ত্রে গীতি (গান) হইয়া থাকে, তাহার নাম সাম , আর, ঋক্ বা সাম মন্ত্র ভিন্ন মন্ত্র, যজুঃ নামে কথিত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে 'ন্যায়বিস্তর' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—'নর্ক সাম যজুষাং' ইত্যাদি। অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ, ইহাদের লক্ষণ (পরিচায়ক ধর্ম্ম) নাই ; যেহেতু উহাদের পরস্পর মিশ্রণ লক্ষিত হয়। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—পাদ, গীতি এবং মিলিত-পাঠ (পাদ ও গীতি ভিন্ন মিশ্রিত পাঠ) এই ব্যবস্থা থাকায়, পরস্পর সঙ্কর (মিশ্রণ) হইতেছে না। শ্রুতিতে আছে,—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে' ইত্যাদি। যাঁহারা বেদত্রয়কে অবগত আছেন, তাঁহারা 'ত্রিবিদ' বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের সমীপে অধ্যয়নকারিগণ 'ত্রৈবিদ' বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা যে মন্ত্রভাগকে ঋক্ আদিরূপে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্রভাগকে রক্ষা করুন ;—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে, ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্রভাগের ব্যবস্থানুরূপ লক্ষণ নাই কেন? যেহেতু, সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য। যদি বল,—অধ্যাপক-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ যে ঋগ্বেদ-আদি বেদত্রয়, তাহাতে পঠিত যে মন্ত্র, তাহাই ঋঙ্মন্ত্র—এইরূপই ঋক্-মন্ত্রাদির লক্ষণ বলিতে হইবে ; কিন্তু তাহাও সঙ্কীর্ণ ; কারণ, 'দেবো বঃ' ইত্যাদি মন্ত্র যজুর্ব্বেদেতে প্রতিপন্ন এবং যজুর্ম্মন্ত্রগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা যজুর্ম্মন্ত্র নহে ; যেহেতু, উক্ত যজুর্ব্বেদ-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণভাগে, সাবিত্রী ঋক্-প্রকরণে, উহা তৃ্যচ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কোনও সাম-মন্ত্র যজুর্ব্বেদে স্বীকার করা হইয়াছে ; সামবেদেতে 'অক্ষিতমসি' 'অচ্যুতমসি', 'প্রাণসংশিতমসি'—এই তিনটি যজুর্ম্মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। গীয়মান সামমন্ত্রের আশ্রয়-স্বরূপ বহু ঋক্-মন্ত্র সামবেদে আম্নাত হইয়া থাকে। পরন্তু, উহাদের কোনও লক্ষণ নাই,—যদি এইরূপ বল ; কিন্তু তাহা বলিতে পার না। কারণ, পাদ প্রভৃতি (উহাদের) অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ। সেই লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে,—পাদ, বন্ধ ও অর্থের সহিত যুক্ত ; এবং বৃত্ত (ছন্দঃ) রচিত মন্ত্র-সমূহ ঋক্, গীতিরূপ মন্ত্র সাম, বৃত্ত ও গীতি রহিত প্রশ্লিষ্ট (পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভাবে) পঠিত মন্ত্র সমূহ যজুঃ নামে ব্যবহৃত। এইরূপ বলিলে, কোথায়ও সঙ্কর হইতে পারে না।

পূর্ব্বকথিত 'গীতিষু সামাখ্যা' (গীতিমন্ত্রের নাম সাম) এই বাক্যকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, 'রথন্তর' এই শব্দে জৈমিনি তদ্বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন ; যথা, 'অতদেশ্যং বিনিশ্চেতুং কবতীষু রথন্তরং' ইত্যাদি। শ্রুতিতে আছে,—'কবতীষু রথন্তরং গায়তি', 'কয়ানশ্চিত্র অভুবৎ' ইত্যাদি। এইরূপ তিনটি ঋক্ 'কবতী' নামে প্রসিদ্ধ। বামদেব্য সম্বন্ধীয় সাম অধ্যয়ন হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে সেই 'কবতী' ঋকে রথন্তর নামক সাম অতিদিষ্ট (আরোপিত) হইয়া থাকে। সেস্থলে, অতিদেশের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য, 'রথন্তর' এই কথা বলা যাইতে পারে। কেন? অধ্যয়নকর্ত্তার প্রসিদ্ধি হেতু 'রথন্তরং গীয়তাং' (রথন্তর নামক সামগান গান করুন) এইরূপ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কথিত হইয়া, অধ্যয়নকারিগণ স্বরস্তোভ-বিশেষযুক্ত 'অভিত্বা' ইত্যাদি ঋক্ পাঠ করিয়া থাকেন ; কিন্তু কেবল স্বরস্তোভমাত্র পাঠ করেন না। সেই জন্য গানবিশিষ্টা ঋক্ রথন্তর শব্দের অর্থ মাত্র। এইরূপে প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ বিষয়ে বলিতেছি যে, স্বরাদি বিশেষ-মাত্র-স্বরূপ ও ঋক্-সম্বন্ধীয় বর্ণ ভিন্ন যে গান, তাহাই রথন্তর শব্দের অর্থ। কেন? লাঘব-হেতু। আরও, কবতী নামক ঋক্ত্রয়ে গানই অতিদেশের যোগ্য (অর্থাৎ গানেরই অতিদেশ সঙ্গত) ; কিন্তু ঋকের অতিদেশ-যোগ্যতা নাই। যেহেতু, 'কয়ানঃ', 'অভিত্বা' এই দুইটী ঋক্ এককালে আধার-আধেয়-ভাবে পাঠ করিতে পারা যায় না। অতএব গান বিশেষই রথন্তর শব্দের অর্থ, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

পুনর্ব্বার নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রথম অধিকরণের প্রথম বর্ণকে সাম-শব্দ যে গানমাত্রবাচী, ইহা স্মরণ করান হইয়াছে। 'সামোক্তি বৃহদাদ্যুক্তী' ইত্যাদি। অর্থাৎ, সাম উক্তি ও বৃহৎ আদির উক্তি কেবল গানবিশিষ্ট-

ঋক্-বিষয়ে হইবে অথবা গান বিষয়েই হইবে?—এই আশঙ্কায়, 'গান বিষয়েই হইবে'—এইরূপ সপ্তম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। তাহাই এই অধ্যায়ে স্মারিত হইতেছে। সামান্যবাচী সাম শব্দ এবং বিশেষবাচী বৃহদ্রথন্তর প্রভৃতি শব্দ-সমূহ কেবল গানে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু গান-বিশিষ্ট ঋকেতে থাকে না ; এই নিয়মই সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা এস্থলে বক্ষ্যমাণ বিচারের উপযোগী বলিয়া স্মারিত হইতেছে।

সাম শব্দের বাচ্য যে গান, তাহার স্বরূপ, ঋক্ সম্বন্ধীয় অক্ষর-সমূহে ক্রুষ্ট আদি সপ্তপ্রকার স্বরের দ্বারা এবং অক্ষরের বিকার প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই প্রকার সাতটী স্বর 'ক্রুষ্ট' নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহারা অবান্তর-ভেদে বহু প্রকার হইয়া থাকে। স্বর যে সামের নিষ্পাদক, ইহা ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে প্রশ্ন এবং উত্তর দ্বারা কথিত হইয়াছে। 'শালবান মুনির পুত্র শিলক, চৈকিতায়ন দাল্‌ভ নামক ঋষিকে বলিয়াছিলেন,—'আমি আপনাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিব?' দাল্‌ভ বলিয়াছেন,—'জিজ্ঞাসা কর।' শিলক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'সাম্নের গতি কি হইবে?' দাল্‌ভ উত্তর দিয়াছিলেন,—'স্বরই গতি।' কাণ্বশিষ্য ঋষিগণ বলিয়া থাকেন,—উদ্‌গীথ-বিদ্যাতে স্বর সামসম্বন্ধী এবং সকল পদার্থ-স্বরূপ এবং সুন্দর-বর্ণ স্থানীয়। তাঁহারা বলেন,—'সেই সামের যিনি স্ব ʼধন) জানেন, তিনিই সামজ্ঞ। যিনি সামজ্ঞ, স্বরই তাঁহার ধন অর্থাৎ সম্পত্তি হইয়া থাকে। যিনি এই প্রসিদ্ধ সামের সুন্দর (বিশুদ্ধ) অর্থ জানেন, তাঁহারই সুবর্ণ (উজ্জ্বল বর্ণ) হইয়া থাকে। সেই সামের একমাত্র স্বরই বিশুদ্ধ বর্ণ।

অক্ষর-বিকার প্রভৃতি সাম নিষ্পাদক নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সপ্তম অধিকরণস্থিত 'অর্থৈকত্বাদ্‌বিকল্পঃ স্যাৎ' (২৭ সূত্র) এইরূপ সূত্রের ব্যাখ্যাকরণ সময়ে শবরস্বামি কর্ত্তৃক তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে,—'সামবেদে সহস্রং' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—সামবেদে সহস্র প্রকার গীতির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারা সেই গীতির উপায় নামে খ্যাত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া সমুদয় স্বরবিশেষের প্রকাশকর্ত্রী ক্রিয়ার নামই গীতি। সেই গীতি ঋকেতেই আছে ; সাম নামে তাহা উচ্চারণীয় ও প্রমাণসিদ্ধ হইয়া গীত হইয়া থাকে। তাহার সম্পাদন-নিমিত্ত ঋকের অক্ষর-বিকার হইয়া থাকে। অক্ষরের বিশ্লেষ (বিভাগ), বিকর্ষণ, অভ্যাস (দ্বিরুক্তি), বিরাম (পরবর্ণের অভাব), স্তোভ (স্তম্ভন, বাধা) ইত্যাদি সমস্ত বিকার সামবেদে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে যে বিচার সম্ভব, তাহা 'ন্যায়বিস্তর' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে ; যথা, 'সমুচ্চেয়া' ইত্যাদি। অর্থাৎ—বিভিন্ন গীতি-হেতু, স্তোভ সকল সমুচ্চয়-যোগ্য কিম্বা বিকল্প যোগ্য? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে —প্রয়োগ গ্রহণহেতু সমুচ্চয়-যোগ্য এবং অর্থের অভিন্নতা থাকায় বিকল্প হইবে। কিন্তু বিকল্পই সিদ্ধান্তসম্মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে তবল্কারাদি বিভিন্ন শাখার অক্ষর-বিকার প্রভৃতি অসাধারণ কারণের বিষয় কথিত হইয়াছে। সমস্ত গীতিকর্ম্মের অনুষ্ঠান সময়ে সেই সকল অক্ষরবিকার আদিরূপ কারণের সমুচ্চয় করিতে হইবে। কেন? যেহেতু, প্রয়োগ-বাক্যে সেই সকল কারণ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, অধ্যয়ন-কালেই এক একটি শাখায় কথিত অক্ষর-বিকার প্রভৃতি দ্বারা গীতির স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে। সেই স্বরূপ-নিষ্পত্তিরূপ প্রয়োজনের একত্ব (অভেদ) হেতু গীতির কারণ-সমুদয় প্রয়োগ-বাক্যে গৃহীত হইলেও ব্রাহি যবের ন্যায় এবং বৃহদ্রথন্তরের ন্যায় বিকল্প যোগ্য হইয়াছে। গীতির উপায়গণের মধ্যে স্তোভ-নামক উপায় অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় তাহার লক্ষণ সেই (দ্বিতীয়) পাদে একাদশ অধিকরণে বিবৃত হইয়াছে ; যথা,—'স্তোভস্য লক্ষণং' ইত্যাদি। 'বিবর্ণত্ব' স্তোভের লক্ষণ নহে ; কারণ, বিপরীতবর্ণত্বহেতু বর্ণ-বিকারের স্তোভত্ব-প্রসঙ্গ হয়, এবং 'অগ্ন আয়াহি' (ছ, প্র. ১ দ ১।১) এই ঋক মন্ত্রে অকারের স্থানে ওকার করিয়া 'ওগ্নায়ি' (গে. প্র. ১ সা ১) এইরূপ গান করা হইয়া থাকে। অধিক বর্ণই স্তোভ—এইরূপ বলিলে,

অভ্যাসে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা'—এই ঋকেতে 'দতু ত্বা' এই বর্ণত্রয় গানের সময় বারত্রয় অভ্যস্ত (উক্ত) হইয়াছে। অতএব বিকার ও অভ্যাস স্থলে অতিব্যাপ্তিদোষহেতু স্তোভের লক্ষণ নাই,—এরূপ বলিতে পার না ; যেহেতু অধিক অথচ বিলক্ষণ এইরূপ বর্ণই স্তোভ নামে খ্যাত,—স্তোভের এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, বলা যাইতে পারে। ইহলোকেও সভাক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভকগণ (বিরুদ্ধকর্ম্মকারী বা রসপ্রদর্শকগণ) কালক্ষয়ের জন্য যে সকল অসম্বদ্ধ শব্দরাশি উচ্চারণ করে, তাহাকে স্তোভ বলা যায়। তাহা হইলে, স্তোভের লক্ষণ আছে, ইহা স্থির হইল। অক্ষর-বিকার ও স্তোভ প্রভৃতির ন্যায়, বর্ণলোপও কোনও স্থলে গীতির হেতু হইয়া থাকে। অকার-লোপ-বিষয়ক বিচার, নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদের অষ্টাদশ অধিকরণে কথিত হইয়াছে ; যথা—'ইরা গিরা' ইত্যাদি। জ্যোতিষ্টোম-যাগে এইরূপ শ্রুতি আছে,—'যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্তবীত'।—'যজ্ঞা যজ্ঞা' এই শব্দযুক্ত ঋকেতে উৎপন্ন সামকে যজ্ঞাযজ্ঞীয় বলা হইয়াছে। সেই ঋকে 'গিরা' শব্দ পঠিত হইয়াছে,—'যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা' ইত্যাদি। সামগায়কগণ, গায়ি বা গিরা এইরূপ গকারের সহিতই যোনিগান করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণভাগে গ-কারের লোপ করিয়া অকার যকারাদিরূপ গান বিহিত হইয়াছে ; যথা,—'এরং কৃত্বোদ্গেয়ং।' তাহার অর্থ এইরূপ,—গিরা শব্দেও গকার লোপ হইলে, 'ইরা' এই শব্দ থাকে ; ইরা সম্বন্ধীয় গান—'এর'। উক্ত প্রকার করিয়া প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) কালেতে সেই (এর নামক) গান করিবে, উক্ত স্থলে যোনিগান এবং ব্রাহ্মণভাগ উভয়েরই তুল্যবলত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহাতে কোনও বিশেষ না থাকায় (অর্থাৎ উভয়েই তুল্য হওয়ায়) পরস্পরের বিকল্পে প্রয়োগ হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ বিষয়ে বলিতেছি,—'ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—'গিরা গিরা' এরূপ বলিবে না। যদি 'গিরা গিরা' এইরূপ বলে, তাহা হইলে উদ্‌গাতা আত্মাকেই পাতিত করিবে (উদ্‌গাতা ঐরূপ উচ্চারণ করিলে পতিত হইবে, ইহাই ভাবার্থ)। এই প্রকার গ-কারযুক্ত পদের গান-বিষয়ে বাধক বলিয়া গকার-শূন্য হয়। পদ গেয় অর্থাৎ গানের যোগ্য, ইহাই বিহিত হইতেছে। সেই (ইরা) পদের আদিস্থিত ই-কারের স্থানে অকার যকার এবং ইকার এই তিনটি বর্ণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং গানকালে 'আয়িরা' এইরূপই গান করিতে হইবে। সেই স্থলে অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের প্রথমপাদের উপরিতন (ঊনবিংশ) অধিকরণে একটি বিশেষ বিষয় উদ্ভাবিত হইয়াছে ; যথা,—'ইরাপদং ন গেয়ং স্যাৎ' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-ভাগ দ্বারা বিহিত ইরা শব্দ গান করিবে না ; যেহেতু, 'এর' এই শব্দের দ্বারা গীতি উক্ত হয় নাই। কেবল 'বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্' (পা. ৫।২।৬৯) এই পাণিনি সূত্র দ্বারা ইরা-শব্দের উত্তর মত্বর্থে অণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। তাহা হইলে, 'ইরা পদযুক্ত' এর শব্দের অর্থ হইতেছে। যদি তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা প্রগীত (যাহা গীত হইয়াছে) যে ইরাপদ, তাহার সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে আকার যকার ইকার রকার এবং আকার এই পাঁচটি বর্ণদ্বারা নিষ্পন্ন 'আয়িরা' শব্দস্বরূপটী-গীয়মান ইরা শব্দের প্রাতিপাদক হইতেছে। এতাদৃশ প্রাতিপাদকের উত্তর 'বৃদ্ধাচ্ছঃ' (পা. ৪।২।১১৪) এই পাণিনি সূত্রের দ্বারা অন্য প্রত্যয় হইলে ব্রাহ্মণে 'আয়িরীয়ং কৃত্বা' এইরূপ পাঠ হইতে উক্ত হেতু-বশতঃ গান করিবে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, সিদ্ধান্তে বলিতেছি,—গীয়মান এরূপ 'গিরা' পদের স্থানে 'ইরা' পদ বিহিত হইতেছে। ইহাতে কেবল পদের বাধ হইতেছে ; কিন্তু গান বাধিত হইতেছে না। 'বিমুক্তাদিভ্যঃ' (পা. ৫।২।৬১) এই সূত্রানুসারে 'অণ্' প্রত্যয় হইলেও 'মতৌ ছঃ সূক্ত সাম্নোঃ' (পা. ৫।২।৫৯) এই পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'সাম' এই শব্দের অনুবৃত্তিহেতু 'ঐর সাম' এইরূপ অর্থ হইতেছে ; এবং ঐ সাম গীতিসাধ্য হইয়াছে। যখন 'তাহার বিকার' এই অর্থে তাহার (সাম শব্দের) উত্তর অণ্ প্রত্যয় হইতে পারে, তখন 'ইরায়া বিকারঃ' এইরূপ ব্যাস বাক্য করিলে উক্তানুরূপ গানকে পাওয়া যাইতেছে। অতএব 'গান করিবে,'—ইহাই সিদ্ধান্ত।

বহুপ্রকারে গানাত্মক সামের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। সেই সাম যে দেবগণের সম্বন্ধে স্তুতির কারণ, তাহাই নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে অষ্টম অধিকরণের প্রথম বর্ণকে নির্ণীত হইয়াছে ; যথা,—'ঋক্‌সামভ্যাং বিকল্পেন' ইত্যাদি। কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মে 'ঋচা স্তুবতে, সাম্না স্তুবতে' এইরূপ শ্রুত হইয়াছে। সেই শ্রুতিতে পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে ঋক্ ও সাম মন্ত্রের বিকল্প হইবে,—এরূপ বলিতে পার না ; যেহেতু, বাক্য-শেষে ঋকের নিন্দা এবং সামের প্রশংসা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঋত্বিক্‌গণ 'ঋকের দ্বারা যাহা স্তব করেন (যে কর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করেন) তাহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ অসুরেরা আসিয়া নষ্ট করে)। তাঁহারা সাম মন্ত্রের দ্বারা যাহা স্তব করেন, তাহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয় না। এই প্রকার বিশেষরূপে জানিয়া সামের দ্বারাই কর্ম্ম স্তুতি করিবে (কর্ম্মারম্ভ করিবে)।' ইহা দ্বারা ঋকের নিন্দা করিয়া সামের প্রশংসা পূর্ব্বক, লিঙ্ প্রত্যয় দ্বারা সাম বিহিত হইয়াছে। অতএব সাম-মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিবে, ইহাই স্থির হইল।

সেই সাম যে ঋক্-মন্ত্রের সংস্কারক, তাহাই উক্ত পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে ; যথা - 'সামর্চ্চং প্রতিমুখ্যং স্যাৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'রথন্তরং গায়তি' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে গান বিহিত হইয়াছে, তাহাই সাম শব্দের অর্থ, ইহাই এই অধিকরণে পতিপাদিত হইয়াছে এবং স্মরণ করান হইয়াছে। সেই গান ঋকের প্রধান কর্ম্ম (সংস্কারক) হইবে। কেন? কারণ যাগানুষ্ঠানের বাহিরে (অন্য সময়ে) অধ্যয়ন-কালেও তাহা পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুণকর্ম্ম হইলে ব্রীহি-প্রোক্ষণাদির ন্যায় যাগের মধ্যেই গান অনুষ্ঠিত হইত ; তাহা হইলে অন্যকালীন গানের ফল, বিশ্বজিৎ আদির ন্যায় কল্পনা করিতে হইবে। যাগের মধ্যকালীন যে গান তাহা প্রযাজাদির ন্যায় আরাদুপকারক অঙ্গ ; সেই নিমিত্ত, ইহা মুখ্য (প্রধান) কর্ম্ম, কিন্তু গুণকর্ম্ম নহে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এস্থলে বলিতেছি—বহিঃ-পাঠ প্রধান কর্ম্মত্বকে কল্পনা করিতে পারে না। কারণ,- 'ভূমিরথিকশুষ্কেষ্টি' এই ন্যায় দ্বারা প্রয়োগ বিষয়ে পটুতার নিমিত্ত গান-অধ্যয়নের উপপত্তি হইতে পারে। (যেমন ভূমিরথিক ভূমিতে রথ অঙ্কিত করিয়া রথ-রচনা অভ্যাস করে, এবং যেমন ছাত্র শুষ্ক ইষ্টি অর্থাৎ নিষ্ফল যাগ দ্বারা অনুষ্ঠান বিষয়ে নিজের পটুতা সম্পাদন করিযা থাকে, সেইরূপ। ইহাই ভূমিরথিকশুষ্কেষ্টি ন্যায়ের তাৎপর্য্য)। 'গুণকর্ম্ম পক্ষে প্রয়োজন না থাকায় ইহাই (গান) প্রধান কর্ম্ম হইবে', এইরূপও বলিতে পার না ' যেহেতু, গানের দ্বারা সংস্কৃত (দোষশূন্য) ঋক্ সম্বন্ধীয় অক্ষর-সমূহ দ্বারা স্তুতি হইতে পারে ; কারণ, -- 'আজ্য প্রভৃতির দ্বারা স্তব করিবে', —এইরূপ স্তুতি বিধান আছে। সেইজন্য, ঋক্-সম্বন্ধী অক্ষর-সকলের স্বর বিশিষ্টত্ব স্বরূপ যে অভিব্যক্তি, তাহাই প্রয়োজনরূপে লক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য অদৃষ্টের কল্পনা হইতে পারে না। অতএব গান যে সংস্কার-কর্ম্ম ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

ঋক্-সম্বন্ধীয় অক্ষর-সমূহের সংস্কারক গীতিরূপ যে উক্ত সাম, তাহা এক একটী করিয়া 'ছন্দোগ'গণ এক একটী ঋকেতে বেদ-সাম নামক গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা উহ নামক গ্রন্থে এক একটী সাম-তৃচের পাঠ করেন। সেই উহ গ্রন্থের বিষয় সেই নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে, বিচারিত হইয়াছে ; যথা-- 'উহ্ গ্রন্থোঽপৌরুষেয়ঃ' ইত্যাদি। সামগায়কগণ যে গ্রন্থে প্রত্যেক তৃচে এক একটী সামগান করিয়া থাকেন, সেই উহ গ্রন্থ নিত্য এবং পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রণীত নহে। কেন? কারণ, অনধ্যায়-বর্জ্জন, কর্ত্তার অস্মরণ (ইহার প্রণেতা কে, তাহার স্মরণ না হওয়া) এবং অধ্যাপকগণ বেদ-স্বরূপ—এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকায়, বেদ-সাম নামক যোনিগ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু; অপৌরুষেয় পক্ষে (ইহা পুরুষপ্রণীত নয় এই পক্ষে) বিধির ব্যর্থতা-প্রসঙ্গ (অর্থাৎ বিধি ব্যর্থ) হইতে পারে ; যেহেতু, 'যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি' এইরূপ বিহিত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই,—বেদ-সাম নামক গ্রন্থ অপৌরুষেয়

প্রতিপন্ন হইলে, 'কয়া নশ্চিত্রঃ' ইত্যাদি যোনি-গ্রন্থে একটী ঋকেতে, যে বামদেব্য নামক সাম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই উত্তরবর্ত্তী 'কস্ত্বা সত্যো মদানাম' ইত্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে গান করিতে হইবে। তাহাতে উহ গ্রন্থের বেদত্ব হইলে, এইরূপ এই বিধি, নিরর্থক হইবে। কারণ, বেদ-সামের ন্যায় অধ্যয়ন হইতেই তাহা (অর্থাৎ উহ গ্রন্থের বেদত্ব) সিদ্ধ হইয়াছে। উপরিস্থ দুইটী ঋকে এই সামপৌরুষেয় প্রতিপন্ন হইলেও, সামস্বরূপ এবং তাহার আশ্রয়ভূত তিনটি ঋকের বেদত্ব-হেতু জীর্ণ কূপ ও উদ্যান প্রভৃতির ন্যায়, বহু কাল-ব্যবধান বশতঃ, অনধ্যায় (অধ্যয়নাভাব) এবং কর্ত্তার অস্মরণ, উপপন্ন হইয়াছে। অধ্যাপকগণেব বেদত্ব-খ্যাতি অস্মরণমূলক। যেমন, বহ্বৃচের অধ্যাপকগণ মহাব্রতানুষ্ঠানের প্রতিপাদক যে আশ্বলায়ন-প্রণীত কল্পসূত্র, তাহা আরণ্যে অধ্যয়ন করতঃ, পঞ্চম আরণ্যককে বেদরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; ইহাও সেইরূপ। 'তাহারও বেদত্ব হউক'—এই কথা বলা যাইতে পারে ; যেহেতু, প্রথম আরণ্যক-কর্তৃক পুনরুক্ত হইয়াছে এবং অর্থবাদশূন্যহেতু ব্রাহ্মণের সমান হইতেছে না। সেই জন্য পঞ্চম আরণ্যকের ন্যায় উহ-গ্রন্থ পৌরুষেয়। পৌরুষেয় ও যুক্তিমূলক বলিয়া, যেস্থলে বক্ষ্যমাণ ন্যায়ের বিরোধ হইবে, তাহা প্রমাণ বিরুদ্ধ।

সে বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে ; তাহা বহু-বর্ণকযুক্ত তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণ দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তৃতীয় অধিকরণ এইরূপ,— 'অংশৈঃ সামর্ক্ষু' ইত্যাদি। এ বিষয়ে 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং', এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতিতে ভাগত্রয়ের বিভক্ত যে সাম, তাহার মধ্যে এক এক ভাগ এক এক ঋকে গান করিবে। কেন? যেহেতু, একমাত্র সামের ঋক্‌ত্রয়ের দ্বারা নিষ্পত্তি-সম্বন্ধে শ্রুতি আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে আমরা বলিতেছি,—'স্তোত্রিয়ং' ইহা দ্বারা সমস্ত সাম যে স্তুতি নিষ্পাদক, ইহাই বিহিত হইতেছে। কিন্তু সামের অংশবিশেষ স্তুতি-নিষ্পাদক নহে। গুণ-কথনবাক্যের নাম স্তুতি। সেই বাক্য একটী ঋকে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং সমগ্র সামের দ্বারা সেই বাক্যের সংস্কার কর্ত্তব্য। এই জন্য প্রত্যেক ঋকে সমগ্র সামের আবৃত্তি করিবে। তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে উক্তবিধ সামের আবর্ত্তমানতা (পুনঃপুনঃ উক্তি) হেতু সামান্তরত্ব হইল না। অতএব উহার ঋক্‌ত্রয়-নিষ্পাদ্যত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না। সেইজন্য প্রত্যেক ঋকে সমস্ত সাম সমাপন কবিবে।

চতুর্থ অধিকরণ কথিত হইতেছে। 'তিসৃষ্বৃক্ষ্বদিতং' ইত্যাদি। অর্থাৎ—'বিষম ছন্দঃ বিশিষ্ট অথবা সমছন্দঃ-বিশিষ্ট যে কোনও তিনটি ঋকে স্বেচ্ছাধীন সাম গান কর্ত্তব্য, এরূপ কোনও নিয়ামক বাক্য নাই।' কিন্তু তাহা বলিতে পার না। যেহেতু, শরলেশের প্রসঙ্গরূপ নিয়ামক বাক্য রহিয়াছে। শর শব্দের অর্থ হিংসা এবং লেশ শব্দের অর্থ—অল্পতা। কারণ হিংসার্থক শৃ ধাতু ও অল্পতা-বাচক লিশ্ ধাতু, এই ধাতুদ্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকছন্দোবিশিষ্ট যোনি-ঋক্ হইতে উৎপন্ন সাম, অল্প-ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌দ্বয়ে গীত হইলে সাম ভাগদ্বারা তাহার পূরণ হওয়ায়, অবশিষ্ট সামভাগের আশ্রয় থাকিল না ; সুতরাং তাহা হিংসিত হইল। আর যদি যোনি অপেক্ষা অধিকছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌দ্বয়ে গান করা হয়, তাহা হইলে সামের অল্পত্ব-হেতু অবশিষ্ট ঋকের অংশ সামরহিত হইবে। সেই জন্য তুল্য-ছন্দোবিশিষ্ট ঋকত্রয়ে গান করা কর্ত্তব্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

পঞ্চম অধিকরণের প্রথম বর্ণক বিবৃত হইতেছে,—'ছন্দস্থয়োঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ ঋক্ পাঠের নিমিত্ত সামগায়কগণের ছন্দঃ ও উত্তরা নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে ছন্দোনামক গ্রন্থে নানাবিধ সামের যোনিস্বরূপ ঋক্-সকল পঠিত হইয়াছে। 'উত্তরা' গ্রন্থে তৃচাত্মক সুক্তসকল পঠিত হইয়াছে। একটী তৃচে যে প্রথম যোনি ঋক্, তাহা ছন্দো-গ্রন্থে উল্লিখিত ; আর অপর দুইটি ঋক্ উত্তরাগ্রন্থস্থিত। এইরূপ স্থির হইলে, 'রথন্তরমুত্তরয়ো গায়তি, যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি'—এই শ্রুতিতে রথন্তর-সম্বন্ধে দ্বিবিধ উত্তরা সম্ভাবিত

হইয়াছে। ছন্দো-গ্রন্থে 'অভিত্বা শূরা' এই ঋক্ যোনিরূপে সঠিক পঠিত হইয়াছে এবং তাহার পরে তামিদ্ধি হবামহে' ইত্যাদি 'বৃহৎ', সমুদয় সামের উৎপত্তি-স্থান-সকলে পঠিত হইয়াছে। (৩ প্র./ ১খ./ ১ঋ)। উত্তরা-গ্রন্থে 'অভিত্বা' শূর এই সূক্তে সেই ঋকের পরে 'ন ত্বা বা অন্য' এই ঋক্ কোনও সামের যোনিরূপা নয় বলিয়া পঠিত হইয়াছে। সেই স্থলে যদি বল,—'ছন্দঃ' গ্রন্থের অপেক্ষায় বিভিন্ন সামদ্বয়ের যে দুইটি যোনি ঋক্, তাহারা রথন্তর-সামের স্বকীয় যোনিভূত ঋকের উত্তরাঋক্ হইয়া থাকে এবং উত্তরা গ্রন্থের অপেক্ষায় তৃচস্থিত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্, তাহারা স্বকীয় যোনিভূত যোনিভূত ঋকের উত্তরা-ঋক হইয়া থাকে এবং সেই বিষয়ে বিশেষ নিয়ামক বাক্যের অভাবহেতু যে কোনও দুইটি উত্তরা ঋকের গান করিবে ;—তাহা বলিতে পার না। কারণ, প্রতিযোগীর অপেক্ষা না থাকায়, 'উত্তরা' এই সংজ্ঞাশব্দ সহসা বুদ্ধিতে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বপঠিত যোনি-ঋক্‌কে অপেক্ষা করিয়া যে উত্তরাত্ব বলা হইয়াছে, তাহা বিলম্বে বোধগম্য হয় বলিয়া, দুর্ব্বল। 'ছন্দ' গ্রন্থে পঠিত স্বীয়যোনির উত্তরভাবিনী (যাহা পরে হইয়া থাকে) ঋক্ এবং অন্য সামের যোনিভূত যে দুইটি ঋক্, তাহাদের এই প্রকার দুর্ব্বল উত্তরাত্বই প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ উক্তবিধ ঋক্‌দ্বয়কেই ঐরূপ উত্তরা বলা যাইতে পারে)। কিন্তু তৃচগত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্, তাহাদের উত্তরাত্ব সংজ্ঞা সিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সেই দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া গান করিবে। এইরূপ হইলে, পূর্ব্ব (চতুর্থ) অধিকরণে যে তুল্যছন্দো-বিশিষ্ট ঋকসকলে গান করিবে—নির্ণীত হইয়াছে, তাহা অনুগৃহীত হইল। আরও, তৃচাত্মক সূক্ত-সমূহের মধ্যে প্রথম যে যোনি-ভূত ঋক্, তাহার নামানুসারে ছন্দোগ্রন্থের 'যোনিগ্রন্থ' সমাখ্যা (নাম), অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অপর তৃচসমষ্টিরূপ গ্রন্থের উপরিতন ঋকদ্বয়ের নামানুসারে 'উত্তরা' সমাখ্যা হইয়াছে। সেই গ্রন্থ—কর্ম্মের অঙ্গ প্রতিপাদক প্রকরণ বলিয়া খ্যাত। পঞ্চদশ সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোম-সকলের তৃচেতে উৎপত্তি হইয়া থাকে বলিয়া উত্তরা-গ্রন্থস্থিত তৃচগত যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ঋক্, তাহার এই 'উহ' হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

অনন্তর দ্বিতীয় বর্ণক কথিত হইতেছে, 'ত্রৈশোঽকেঽতিজগতৌ দ্বে' ইত্যাদি। অর্থাৎ—দ্বাদশাহ (দ্বাদশ দিন) সাধ্য কর্ম্মে চতুর্থ দিনে ত্রৈশোক নামক সাম উহরূপে (উ২। প্র২। আ১২) বিহিত হইয়াছে। তাহা, 'বিশ্বাঃ পৃতনাঃ' এই অতিজগতী ঋকে উৎপন্ন। 'তস্যাযোনো' ইত্যাদিরূপ সেই তৃচ আম্নাত হইলে, তাহাতে (সেই সামে) বৃহতীদ্বয় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই স্থানে উৎপত্তিসিদ্ধ দুইটী অতিজগতীকে আনয়ন পূর্ব্বক সেই তিনটী ঋকেতে গান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পূর্ব্ব-নির্ণীত যে সমচ্ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্-বিষয়ক গান, তাহা অনুগৃহীত হয়। অন্যথা, 'অতি জগতীষু স্তুবন্তি'—এই শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ যে অতিজগতীর বহুত্ব, তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিতে পার না। যেহেতু, 'উত্তরয়োগায়তি'—এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, সংজ্ঞা-রূপ উত্তরা শব্দের স্থানে যে বৃহতীদ্বয় পঠিত হইয়াছে, তাহাই মুখ্য (প্রধান)। এ বিষয়ে শ্রুতিও বহুত্ব-সামর্থ্য জন্য এবং 'সমাসু গানং' এই ন্যায়-হেতু বলবতী হইয়াছে। অতএব অতিজগতীর যে বহুত্ব, তাহা বৃহতীর পক্ষেও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। এই স্থলে একবিংশতি স্তোম বিহিত হওয়ায়, তাহা উপপন্ন করিবার জন্য প্রথমা ঋকের সপ্তবার আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য বৃহতীদ্বয়ে ত্রৈশোক নামক সামের উহ করিতে হইবে। এইরূপ পঞ্চম অধিকরণের সিদ্ধান্ত।

অনন্তর ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম বর্ণক কথিত হইতেছে, 'রথন্তরে ককুভ' ইত্যাদি। 'ন বৈ বৃহদ্রথন্তরম' ইত্যাদি আম্নাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই, বৃহৎ ও রথন্তর এই দুইটি সাম, অপর সামের ন্যায় একচ্ছন্দোবিশিষ্ট নহে; যেহেতু সেই বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়ের আশ্রয়-স্বরূপ যে সকল ঋক বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব ঋক্‌টী বৃহতী-ছন্দোবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহা বৃহতীছন্দে রচিত (৩প্র।১২সূ। ১ঋ)। কিন্তু, অপর দুইটি ঋক্ ককুভ্ ছন্দে

রচিত। ইহা ভিন্ন অপর যে সকল বামদেব্য প্রভৃতি সাম আছে, তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ তৃচে অবস্থিত তিনটি ঋক্ এক ছন্দে রচিত। সংশর (সম্যক্ হিংসা) এবং বিলেশ (বিশেষ অল্পতা) এতদুভয়ের পরিহার ; এবং 'সমাসু-গায়েৎ' এই ন্যায়, উত্তরা গ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু, এই স্থলে রচনাধীন বিষম-ছন্দোবিশিষ্ট (বিভিন্ন ছন্দে রচিত) ঋকে গান হইবে। উক্ত স্থলে বলা যাইতেছে যে, রথন্তর-সামের-আশ্রয়-রূপে উত্তরা গ্রন্থে তৃচ শ্রুত হয় নাই ; তাহাতে কি হইবে (অর্থাৎ তাহাতে ক্ষতি নাই)? কারণ, তাহার (রথন্তরের) আশ্রয়রূপে প্রগাথ আম্নাত হইয়াছে। সেই প্রগাথ, দুইটী ঋকের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায়, দ্ব্যচ নামে খ্যাত। উক্ত ঋক্‌দ্বয়ের মধ্যে 'অভিত্বাশূর' এইটী প্রথমা ;—তাহা বৃহতী-ছন্দোবিশিষ্ট। আর 'ন ত্বা বা অন্যোদিব্যঃ' এইটী দ্বিতীয়া ;—ইহা পংক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট। তাহা হইলে, সেই পংক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌কে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাহার স্থানে 'দাশতয়ীস্থিত' যে উৎপত্তি ও ককুভ্-ছন্দোবিশিষ্ট দুই ঋক্, তাহাকে গ্রহণ করিবে। কেন? কারণ, প্রয়োজনবশতঃ 'ককুভাবুত্তরে' এইরূপ বাক্য উদাহৃত হইয়াছে ; সেই বাক্য দ্বারা রথন্তর নামক সামের আশ্রয়রূপে বিনিযুক্ত যে ককুভ্‌দ্বয়, তাহাতে ককুভের উৎপত্তি-প্রয়োজন যুক্ত হইয়াছে। অন্যথা (অর্থাৎ এরূপ না বলিলে) তাহা (ককুভ্-এর উৎপত্তি) নিরর্থক হইবে। আরও,—উল্লিখিত যে একমাত্র পংক্তি-ছন্দঃ, তাহা স্বীকার করিলে দুইটি ঋক্‌ই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' এই বাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সেই জন্য, রথন্তর নামক সামে উত্তরবর্ত্তী ককুভ-ছন্দোবিশিষ্ট দুই ঋক্ গ্রহণ করিবে ; এই যুক্তিই বৃহৎ সামে যোগ করিবে ; ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—উল্লিখিত বৃহতী ও পংক্তি ছন্দের মধ্যে ককুভ্-ছন্দঃ গ্রহণ করিবে। তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে। 'অভিত্বাশূর' ইহা প্রথমা ঋক্। এ ঋক্ স্তুতিরূপা এবং বৃহতীছন্দোবিশিষ্টা। অবিকৃত সেই ঋকে রথন্তর সাম গান করিবে। পরে সেই ঋকে পুনর্ব্বার চতুর্থ পাদকে উপাদান-পূর্ব্বক পরবর্ত্তী পংক্তি ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত যুক্ত করিবে। সেই এই অষ্টাবিংশতি (২৮) অক্ষরবিশিষ্ট ত্রিপদা (পদত্রয়-যুক্ত) দ্বিতীয় স্তুতিরূপা ঋক্। তাহা একটি ককুভ রূপে পরিণত হয়। সেই ককুভে স্থিত শেষ পাদকে পংক্তির উত্তরার্দ্ধের সহিত সম্বন্ধ করতঃ তৃতীয় স্তুতিরূপা ঋক্ সম্পন্ন করিবে। তাহাই দ্বিতীয় ককুভ্-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রগ্রথন প্রকারানুসারে উল্লিখিত দুইটি ঋকে তৃচ সম্পাদিত হওয়ায়, উক্ত বচনের (অর্থাৎ 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' এই বাক্যের) সহিত বিরোধ হইল না। এই প্রগ্রথন বিষয়ে 'পুনঃপদাঃ' এইরূপ শ্রুতিবাক্যই সামর্থ্য অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্য-বলেই ঐরূপ সম্বন্ধ করা যাইতেছে। সেই শ্রুতি এই—'এষা বৈ প্রতিষ্ঠিতা বৃহতী যা পুনঃপদা' ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই,—যে বৃহতী পুনঃপদা হয়, তাহাই স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠালাভ করে। পদ শব্দের অর্থ চতুর্থ পাদ (পদ্যের শেষ অংশ)। অপর ঋক সম্পাদনের জন্য সেই চতুর্থ পাদ পুনর্ব্বার পঠিত হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃহতীছন্দ, পুনঃপদা নামে খ্যাত। সেই ঋক্ মাতৃস্বরূপা, তাহার পাদ বৎসস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে উদ্‌গাতা (ঋত্বিক্-বিশেষ) চতুর্থপাদকে এস্থলে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিয়া থাকেন বলিয়া, মাকে সম্মুখে দেখিয়া বৎস হিং এই প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। কেবল সামর্থ্যমাত্র দ্বারা প্রগথন (সম্বন্ধ-স্থাপন অর্থাৎ যোজনা) হয় না ; কিন্তু ছন্দোগ (সামগায়ক) গণের প্রসিদ্ধি দ্বারাও প্রগথন হইয়া থাকে। তাঁহারা 'কাকুভঃ প্রগাথ' এইরূপ স্মরণ করিয়াছেন। আরও, প্রকৃষ্টরূপে গ্রথন হয় যাহাতে, তাহাই প্রগাথ, এইরূপ অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও গ্রথন বোধগম্য হইতেছে। আম্নাত ঋক্ পাঠ হইতে যে অধিকতা, তাহাই প্রকর্ষ। পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে পাদাবৃত্তি (পাদের পুনঃকথন) পূর্ব্বক অপর ঋকের সম্পাদন দ্বারা সেই আধিক্য উপপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে,—উৎপত্তি ও ককুভ্ গ্রহণ করিবে না। তাহাতে কি বক্তব্য আছে? সে স্থলে বক্তব্য এই যে,—প্রগথন দ্বারা উত্তরবর্ত্তী ককুভ্‌দ্বয় সম্পাদন করিয়া সেই তিনটী ঋকে রথন্তর-সাম গান করা

কর্ত্তব্য এবং বৃহৎ সাম গান করা বিধেয়। এইরূপ স্থির হইলে, পংক্তি ছন্দ পাঠ করা সার্থক হইল। ককুভের উৎপত্তি যে নিরর্থক, এইরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, বাচস্তোম প্রকরণে তাহার (ককুভ উৎপত্তির) প্রয়োগ রহিয়াছে। অতএব তাহা সার্থক। এই সকল কারণে প্রগ্রথন-বিষয়ে কোনও অনুপপত্তি (যুক্তির অভাব) থাকিল না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় বর্ণক কথিত হইতেছে,—'যৌধাজয়ে রৌরবে চ' ইত্যাদি। শ্রুতিতে 'রৌরব যৌধাজয়ে বার্হতে তৃচে ভবতঃ'—এইরূপ আম্নাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই,—একটি সামের নাম রৌরব, এবং অপর একটীর নাম যৌধাজয়ঃ। বৃহতীছন্দোবিশিষ্ট তৃচই সেই দুইটি সামের আশ্রয়। কিন্তু উত্তরাগ্রন্থে একমাত্র প্রগাথ সেই দুই সামের আশ্রয়রূপে আম্নাত হইয়াছে। সেই প্রগাথে 'পুনানঃ সোম' এই ঋক্‌টী প্রথমা, এবং তাহা বৃহতীচ্ছন্দে রচিত। আরও 'দুহান উধর্দ্দিবাম' এই ঋক্‌টী দ্বিতীয়া ; তাহাও বিষ্টারপংক্তি নামক ছন্দোবিশিষ্ট। সেই বিষ্টারপংক্তি ছন্দকে ত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে উৎপত্তিবৃহতীদ্বয়বিশিষ্ট দুইটি ঋক্‌কে আনয়ন করিবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। বৃহতী ও বিষ্টারপংক্তের প্রগ্রথন-বিশেষ দ্বারা অপর বৃহতীদ্বয়কে সম্পন্ন করিবে। ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত—এতদুভয় স্থলে যে যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বন্যায়ানুসারে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শ্রুতি-সামর্থ্য এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—'যষ্টিস্ত্রিষ্টুভোমাধ্যন্দিনং লবনং'। তাহার অর্থ এই,—'রৌরব ও যৌধাজয় নামক সামদ্বয় মধ্যাহ্ন-কর্ত্তব্য যজ্ঞীয়-স্নানে গীত হইয়া থাকে। সেই সবন-কার্য্যে ত্রিষ্টুভ্‌নামক ছন্দোবিশিষ্ট যষ্টি (৬০) সংখ্যক ঋক্ আছে।' প্রগ্রথন করিলে (এক ছন্দের সহিত অপর ছন্দের পরস্পর যোজনা করাকে প্রগ্রথন বলা হইয়াছে), সেই যষ্টি সংখ্যা উপপন্ন হয়। তাহাই সপ্রমাণ করা যাইতেছে ; যথা,—মধ্যাহ্ন কর্ত্তব্য যজ্ঞিয়স্নান বিষয়ে একটী পবমান, চারিটি পৃষ্ঠ-স্তোত্র এবং অপর তিনটী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে 'উচ্চাতে জাতং' এই একটী সূক্ত ; তাহাতে গায়ত্রী নামক তিনটি ঋক্ আছে। 'পুনানঃ সোম' এইটি দ্বিতীয় সূক্ত। তাহা প্রগাথস্বরূপ এবং তাহাতে প্রথমে বৃহতী, পরে বিষ্টারপংক্তি এই দুই ছন্দঃ আছে। 'প্রতুদ্রব পরিকোশং'—ইহা তৃতীয় সূক্ত। উক্ত সূক্তে তিনটি ত্রিষ্টুভ আছে। পৃষ্ঠস্তোত্র-সমূহে 'অভিত্বা শূর' ইত্যাদি প্রগাথরূপ প্রথম সূক্ত। তাহার পূর্ব্বে বৃহতী এবং পরভাগে বিষ্টারপংক্তি ছন্দ আছে। 'কয়ানশ্চিত্রঃ' ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্ত ; তাহাতে তিনটি গায়ত্রী ছন্দ আছে। 'তং বোদস্মমৃতীযহং'—ইহা প্রগাথরূপ তৃতীয় সূক্ত। তাহাতে বৃহতী ও পংক্তি ছন্দঃ আছে। 'তরোভিবোর্বিদদ্বসুং' ইহা প্রগাথরূপ চতুর্থ সূক্ত ; তাহাতেও বৃহতী ও পংক্তি ছন্দঃ আছে। এইরূপ অন্য সবন-প্রকরণে সাতটি সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে নয়টি সাম গান-যোগ্য (অর্থাৎ নববিধ সামের গান করিবে)। সেই নয়টি সাম কি কি, এস্থলে তাহাই কথিত হইতেছে ; প্রথম সূক্তে গায়ত্র ও আমহীয়ব এই দুইটি সাম, দ্বিতীয় সূক্তে রৌরব ও যৌধাজয় এই দুইটি সাম, তৃতীয় সূক্তে ঔষণ (উষাদেব সম্বন্ধীয়) সাম, চতুর্থ সূক্তে রথন্তর সাম, পঞ্চম সূক্তে বামদেব্য নামক সাম, যষ্ঠ সূক্তে নৌধস সাম এবং সপ্তম সূক্তে কালেয় নামক সাম। ইহাই নববিধ সাম। উক্ত সাতটি সূক্তের মধ্যে প্রথম সূক্তের সামদ্বয় যাহাতে প্রতিপন্ন হয়, সেই নিমিত্ত উক্ত সামদ্বয়ের আশ্রয়ভূত যে তিনটি গায়ত্রী ঋক্ আছে, তাহা বারম্বার উচ্চারিত হইয়া যট্‌সংখ্যক হইয়া থাকে। বামদেব্য-সামের আশ্রয়স্বরূপ যে তিনটি ঋক্, তাহা সপ্তদশ স্তোম নিষ্পত্তির জন্য দ্বিরুক্ত হইয়া সপ্তদশ-সংখ্যক গায়ত্রী ঋক্ হইয়া থাকে। এইরূপে মিলিত হইয়া ত্রয়োবিংশতি (২৩) সংখ্যক গায়ত্রী হইল। যষ্ঠ সূক্তে বৃহতী ও পংক্তি এই দুই ছন্দোবিশিষ্ট যে ঋক্ আছে, তাহা প্রগ্রথন দ্বারা বার্হত (বৃহতী-সম্বন্ধীয়) তৃচ হইয়া থাকে। সপ্তম সূক্ত ও যষ্ঠ সূক্ত—এই উভয় সূক্ত মিলিয়া সপ্তদশ স্তোম হয়। এইরূপ চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) সংখ্যক বৃহতী হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সূক্তে প্রগ্রথন দ্বারা 'বার্হত তৃচ' সম্পাদিত হইয়াছে। সামদ্বয়ের নিমিত্ত

ঐ বার্হত তৃচ বারদ্বয় উচ্চারণ করিলে ছয়টি বৃহতী হইতেছে। চতুর্থ সূক্তে রথন্তর-সাম-নিষ্পত্তির জন্য, পূর্ব্ববর্ণকে কথিত রীতি অনুসারে, বিশিষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা তৃচের শেষ-পাঠ্য ককুভ্দ্বয় নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রথম যে বৃহতী ঋক্, তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে। সেই সূক্তে সপ্তদশ স্তোম সিদ্ধ হইয়াছে ; তাহাতে পাঁচটি বৃহতী এবং দ্বাদশটী ককুভ্ সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত স্তোমের বিধায়ক যে ব্রাহ্মণভাগ, তাহা এইরূপে শ্রুত হইয়াছে,—'পঞ্চভ্যো হিঙ্করোতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপ,—স্বতঃসিদ্ধ একটী বৃহতী ঋক্ এবং প্রগ্রথন দ্বারা উৎপন্ন দুইটী ককুভ্ ঋক্—তদুভয়ের দ্বারা একটী তৃচ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; সেই তৃচটী, তিনটি পর্য্যায় দ্বারা আবর্ত্তিত করিবে। তাহার মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ে বৃহতী বারত্রয় এবং ককুভ্-ছন্দরচিত-ঋক্ দুইটি এক এক বার গান করিবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বৃহতী একবার, অনন্তর ককুভ্ তিন বার এবং সর্ব্বশেষস্থিত যে ককুভ্, তাহা একবার গান করিবে। আর তৃতীয় পর্য্যায়ে—বৃহতী একবার ও প্রথম ককুভ্ তিনবার এবং শেষ ককুভ্ তিন বার গান করিবে। গান করিবার সময় সর্ব্বত্র 'হিং' এইরূপ শব্দ করিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তৃতীয় সূক্ত ভিন্ন অন্য ছয়টি সূক্তে ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক গায়ত্রী ঋক্, পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক (৪৫) বৃহতী ঋক্ এবং দ্বাদশটি (১২) ককুভ্ ঋক্ সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সূক্ত-সমূহে যে ককুভ্ছন্দঃ আছে তাহা অষ্টাবিংশতি (২৮) অক্ষর-বিশিষ্ট। যদি সেই ককুভ্-ছন্দে গায়ত্রীর দুই পাদ (ষোড়শ অক্ষর) যোগ করা হয়, তাহা হইলে চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) অক্ষর-বিশিষ্ট একটি ত্রিষ্টুভ্-ছন্দঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে দ্বাদশটি ককুভ্কে ত্রিষ্টুভ্ করিতে হইলে, তাহাতে গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি (২৪) পাদ যোগ করা আবশ্যক। যদি ঐরূপ যোগ করা হয়, তাহা হইলে ত্রয়োবিংশতি (২৩) গায়ত্রীর মধ্যে আটটী গায়ত্রী গত হইল। কারণ, গায়ত্রী-পাদত্রয়বিশিষ্ট পাদত্রয়ের অষ্টগুণ করিলে ২৪শ পাদ হইয়া থাকে। সুতরাং আটটি গায়ত্রী, ক্রমে দ্বাদশ ককুভে প্রবিষ্ট হওয়ায়, আর পঞ্চদশটী (১৫) মাত্র গায়ত্রী অবশিষ্ট থাকিল। অবশিষ্ট সেই সকল গায়ত্রীর পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) পাদকে সমসংখ্যা (৪৫) বিশিষ্ট সমস্ত বৃহতীতে যথাক্রমে যুক্ত করিয়া, ত্রিষ্টুভ্ নিষ্পন্ন করিবে। উক্ত প্রকারে পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) ককুভে দ্বাদশ ত্রিষ্টুভ্ নিষ্পন্ন হয়। 'স্বতঃসিদ্ধাস্তিস্রঃ' অর্থাৎ তিনটি বৃহতী কোন ছন্দ অপেক্ষা না করিয়া সিদ্ধ হইয়া আছে,—তৃতীয় সূক্তে এইরূপ প্রগ্রথন (যোজনা বিশেষ) বলা হইয়াছে। সেই পক্ষে ষষ্ঠি-সংখ্যক ত্রিষ্টুভ্ পাওয়া যায়। ঐ ত্রিষ্টুভ্ সকল উত্তরাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকরণে উল্লিখিত ষষ্ঠি-সংখ্যক ত্রিষ্টুভ্ উৎপত্তি-বৃহতী নিষ্পাদন সময়ে পাওয়া যায় না। সেই জন্য স্বতঃসিদ্ধ বৃহতীর স্থলে ষষ্ঠি-সংখ্যারূপ প্রকৃত সংখ্যার সঙ্গতি এবং উৎপত্তি বৃহতী-স্থলে তদপেক্ষা ন্যূন-সংখ্যারূপ অপ্রকৃত (অনুল্লিখিত) সংখ্যার কল্পনা করিতে হইবে। ঐরূপ প্রসঙ্গাধীন স্থির হওয়ায় ষষ্ঠিসংখ্যক ত্রিষ্টুভ্ বৃহতীর প্রগ্রথন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 'অতএব ত্রিষ্টুভঃ ষষ্ঠি'—এই বাক্যে প্রগ্রথনের সামর্থ্য আছে স্থির হইল। প্রগ্রথনের প্রণালী বলা যাইতেছে ; যথা,—'পুনানঃ সোম', এই বৃহতী-ছন্দোবিশিষ্ট ঋকের চতুর্থ পাদকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া তাহা বারদ্বয় উচ্চারণ করিবে। তারপর তাহাকে 'দুহান উধর্দ্দিব্যম' এই বিষ্টারপংক্তিছন্দঃযুক্ত ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত করিবে। সেই ঋক্ বৃহতী নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রকারে সংযোগ করিয়া যে বৃহতী-ঋক্ হইয়াছে, তাহার চতুর্থ পাদকে দুই বার উচ্চারণ করিয়া উক্ত বিষ্টারপংক্তির উত্তরার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত করিবে। তাহাও বৃহতী নামে খ্যাত। উক্ত প্রকার যোজনা দ্বারা যেরূপে বৃহতীদ্বয় উৎপন্ন হইল ; যৌধাজয় ও ঔরব নামক সামদ্বয়ের প্রগ্রথন প্রণালীও সেইরূপ জানিবে ; নৌধস ও কালেয় নামক সামদ্বয়ও ঐরূপ গঠিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় বর্ণকের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় বর্ণক কথিত হইতেছে ; যথা,—'শ্যাবাশ্বাং ধীগবে' ইত্যাদি। শ্রুতিতে আছে,—'পঞ্চছন্দা আবাপঃ'

ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই—যজ্ঞনিমিত্তক তৃতীয় সবন-প্রকরণে আর্ভব নামক পবমান সূক্ত আছে ; তাহাতে পাঁচটি ছন্দ ও সাতটি সাম বিদ্যমান। তাহার মধ্যে 'স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠা'—ইহা একটী সূক্ত (উ১। প্র২।৫)। সেই সূক্তে তিনটি গায়ত্রী ঋক্ আছে। সেই ঋক্‌ত্রয়ে গায়ত্র্য ও সংহিত নামক দুইটি সাম লক্ষিত হয়। 'পুরোজিতী বো অন্ধসঃ'—ইহা অপর একটী সূক্ত (উ১। প্র১৮)। সেই সূক্তে একটী অনুষ্টুভ্ ঋক্ এবং পরে দুইটী গায়ত্রী ঋক্ আছে। সেই অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি তিনটী ঋকে 'শ্যাবাশ্ব' (উ১। প্র১১) ও 'আন্ধীগব' নামক দুইটী সাম আছে। 'ইন্দ্রমচ্ছসুতা' ইহা অপর একটী সূক্ত (উ১। প্র১৮)। সেই সূক্তে উষ্ণিক্‌ছন্দোবিশিষ্ট তিনটি ঋক এবং তাহাতে 'সফ' নামক সাম আছে। 'পবস্ব মধুমত্তমং' ইহা প্রগাথরূপ সূক্ত। সেই প্রগাথের পূর্ব্বস্থিত ঋক্ ককুভ্‌ছন্দোবিশিষ্ট এবং পরস্থিত ঋক্ পংক্তিছন্দোবিশিষ্ট। 'তত্র পৌস্কলম' (উ১। প্র১৯)—ইহা অপর একটী সূক্ত। তাহাতে তিনটি জগতী ঋক্ আছে ; সেই জগতীত্রয়ে 'কাব' নামক সাম গীত হইয়া থাকে। এই পাঁচটি সূক্তের মধ্যে 'পুরোজিতীবঃ' ও 'পবস্ব' নামক যে দুইটী সূক্ত আছে, সেই সূক্তদ্বয়ে যদিও দুইটি দুইটি করিয়া ছন্দের উল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও তুল্যছন্দঃ-বিশিষ্ট যে সকল ঋক্, তাহাতেই গান হইবে—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রগ্রথন করা হইয়াছে। সেইরূপ ভাবে প্রগ্রথন করিলে, উল্লিখিত সূক্তদ্বয়ে ছন্দের পার্থক্য থাকে না। সুতরাং একই ছন্দঃ সম্পন্ন হইতেছে। উক্তরূপে একই ছন্দঃ নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়া গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, উষ্ণিক্, ককুভ্ ও জগতী—এই পঞ্চবিধ ছন্দোবিশিষ্ট যে আর্ভব পবমান সূক্ত, তাহা এই তৃতীয় সবনকালে অনুষ্ঠান করিবে। উক্ত আর্ভব-পবমানের অন্তর্গত 'পুরোজিতীবঃ' সূক্তে শ্যাবাশ্ব ও গান্ধীগব নামক দুইটি সাম আছে। যাহাতে সমান-ছন্দোযুক্ত ঋকে সেই সামদ্বয় গীত হয়, তজ্জন্য সূক্তের শেষে দুইটী গায়ত্রীর উল্লেখ হইবে। কিন্তু পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে উৎপত্তিরূপ অনুষ্টুভ্‌দ্বয় আনয়ন করিতে হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তান্তর্গত 'পুরোজিতীবঃ' সূক্তে যে অনুষ্টুভ্‌ছন্দের উল্লেখ আছে, তাহারই চতুর্থ পাদটীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া, প্রগ্রথন-নিয়মে দুইটী অনুষ্টুভ্ করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এই উভয়ের যুক্তি পূর্ব্ববর্ণকে উক্ত যুক্তির তুল্য জানিবে। যে পদার্থ-শক্তি দ্বারা প্রগ্রথন হইবে, সেই পদার্থ শক্তি 'চতুর্ব্বিংশতি জগত্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি প্রগ্রথন করা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি (২৪) সংখ্যা উপপন্ন হইতে পারে। উক্ত চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যা কিরূপে উপপন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট করা যাইতেছে ; যথা, গায়ত্র ও সংহিত নামক সামদ্বয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে গায়ত্রী নামে তৃচ আছে, তাহা বারদ্বয় পাঠ করিলে ছয়টী গায়ত্রী ঋক্ হইয়া থাকে। ঐ গায়ত্রী ঋক্ চতুর্ব্বিংশতি-অক্ষরযুক্ত। কিন্তু জগতী ঋক্ আটচল্লিশ-অক্ষরযুক্ত। জগতী ঋক্ আটচল্লিশটী অক্ষরযুক্ত বলিয়া ছয়টী গায়ত্রী ঋকের দ্বারা তিনটি জগতী ঋক্ হইয়া থাকে। শ্যাবাশ্ব ও আন্ধীগব নামক সামদ্বয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে অনুষ্টুভ্‌ত্রয় তাহা প্রগ্রথন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ অনুষ্টুভ্‌ত্রয় বারদ্বয় উচ্চারিত হইয়া ছয়টী অনুষ্টুভ হয়। উক্ত ছয়টি অনুষ্টুভের দ্বারা তিনটি জগতী সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বতঃসিদ্ধ জগতী একটী এবং গায়ত্রী হইতে তিনটি ও অনুষ্টুভ্ হইতে তিনটি জগতী সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল মিলিয়া সমষ্টিতে সাতটী জগতী উৎপন্ন হইল। উষ্ণিহি ও ককুভি এই দুইটি সপ্তমী বিভক্ত্যন্তপদ। ঐ দুইটি পদ দ্বারা বিশেষ বিধান করা হইয়াছে। সেই জন্য সফ ও পৌস্কল নামক যে সামদ্বয় আছে, তৃচে তাহার গান করিবে না। কিন্তু এক একটী ঋকে তাহা গান করিবে,—এইরূপ বোধ হইতেছে। উষ্ণিক্ ও ককুভ্—এই দুইটি ছন্দঃ প্রত্যেকে অষ্টাবিংশতি-অক্ষর-বিশিষ্ট। উহাদের অক্ষর-সমষ্টির পরিমাণ—৫৬। ঐ দুই ছন্দে একটি জগতী ৪৮ অক্ষরে ও গায়ত্রীর এক পদে ৮ অক্ষরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ককুভ্-ছন্দের মধ্যম পাদ দ্বাদশ-অক্ষরযুক্ত এবং উষ্ণিক্ ছন্দের শেষ পাদ দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। উষ্ণিক্ ও ককুভের এই মাত্র প্রভেদ। কাব নামক সামের আশ্রয়-

স্বরূপ যে তিনটি জগতী আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপে মিলিয়া সমষ্টিতে একাদশ জগতী হয়। ঐ একাদশ জগতী আর্ভব নামক পবমান-সূক্তে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু গায়ত্রীর পাদ অতিরিক্ত। আর্ভব-পবমানের ন্যায় তৃতীয় যজ্ঞীয় স্থানে, একমাত্র যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্র আছে। 'যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে'—এই প্রগাথই তাহার আশ্রয়। সেই প্রগাথের প্রথম ঋক্ বৃহতী, এবং উত্তর ঋক্ বিষ্টারপংক্তি। সেই বৃহতী ও বিষ্টারপংক্তি প্রগ্রথন (পরস্পর যোজনা) করিয়া দুইটি উত্তরা ককুভ্ করিবে। সেই ককুভে একবিংশতি (২১) স্তোম আছে। যে বিষ্টুতি সেই একবিংশ স্তোম বিধান করে, সেই বিষ্টুতি এইরূপে শ্রুত হইয়াছে ; যথা,—'সপ্তভ্যো হিংকরোতি' ইত্যাদি। তাহার এই অর্থ,—'যজ্ঞাযজ্ঞা' এই প্রগাথে যে প্রথমা বৃহতী আছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে তিনবার, একবার এবং আরও তিনবার পঠিত হইয়া সমষ্টিতে সাতটি বৃহতী হয়। মধ্যম ককুভ,—প্রথম পর্য্যায়ে এক বার, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনবার ও তৃতীয় পর্য্যায়ে তিনবার পঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে চতুর্দ্দশ ককুভ্ সম্পন্ন হয়। সেই চতুর্দ্দশ ককুভে মধ্যম যে চতুর্দ্দশ পাদ আছে, তাহা দ্বাদশ-অক্ষর-বিশিষ্ট। সেই চতুর্দ্দশ পাদের মধ্য হইতে সাতটি পাদ, উক্ত সাতটি বৃহতীর সহিত যুক্ত করিতে হইবে। ঐরূপে যোগ করিলে, সাতটী জগতী হইয়া থাকে। অনন্তর চতুর্দ্দশ ককুভের অষ্টঅক্ষরবিশিষ্ট যে চতুর্দ্দশ আদি পাদ এবং চতুর্দ্দশ অন্ত্য পাদ অবশিষ্ট থাকিল, তাহা মিলিয়া সমষ্টিতে অষ্টবিংশতি (২৮) পাদ হইতেছে। সেই আটাইশ পাদের মধ্যে ছয় পাদের দ্বারা একটী জগতী হয়। এই ক্রমে ২৪শ পাদের দ্বারা চারিটী জগতী হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশ মধ্যম পাদের মধ্যে দ্বাদশ-অক্ষর-বিশিষ্ট সাতটি মধ্যম পাদ অবশিষ্ট আছে ; সেই সাতটি পাদে পবমান সূক্তের অতিরিক্ত যে গায়ত্রীর (আট অক্ষরযুক্ত) এক পাদ, তাহা যুক্ত করিবে এবং ককুভ্ সকলের অবশিষ্ট যে অষ্ট-অক্ষরযুক্ত পাদ চতুষ্টয়, তাহাতে চারিটি অক্ষর যোগ করিবে। ঐরূপে যোগ করিলে আরও দুইটি জগতী সম্পন্ন হইবে। এই প্রকারে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' স্তোত্রে ত্রয়োদশ জগতী নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে পবমান সূক্তে একাদশ-সংখ্যক জগতী কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক জগতী নিষ্পন্ন হইল। অষ্টাক্ষর-বিশিষ্ট পাদ-চতুষ্টয়ে যে অতিরিক্ত চারিটি বর্ণ যোগ করা হইয়াছিল, সেই চারিটি বর্ণ ত্যাগ করিয়া, ঐ পাদ-চতুষ্টয় মিলিত হইলে, একটী ককুভ্ ছন্দ হয়। এই প্রকারে পদার্থ-শক্তির দ্বারা স্থির হইল যে, শ্যাবাশ্ব ও আন্ধীগব এই দুইটী সাম, প্রগ্রথিত তৃচে গান করিবে ; কিন্তু উক্ত সামদ্বয়ে উৎপত্তিরূপ অনুষ্টুভের অবতারণা করিবে না।

অতঃপর চতুর্থ বর্ণক কথিত হইতেছে ; যথা,—'চতুঃশতে প্রগ্রথনম্' ইত্যাদি। গো-প্রচারণস্থলে 'অভিবর্ত্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি' এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম নামক সাম বিহিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম নামক সামকে লক্ষ্য করিয়া 'চতুঃশতম্' ইত্যাদিরূপ শ্রুতি কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ এই, সূক্তে এক শত চারিটী প্রগাথ আছে। সেই প্রগাথ সকলের দেবতা ইন্দ্র। তাহাদের ছন্দ বৃহতী এবং দুইটী মাত্র ঋক্ তাহাদের স্বরূপ। উক্ত প্রগাথসমূহের মধ্যে প্রথম প্রগাথের দুইটী ঋক্ এবং দ্বিতীয় প্রগাথের মধ্যে একটী ঋক্ পরস্পর যোজনা করিলে যে একটী তৃচ হয়, তাহাতে অভিবর্ত্ত নামক সাম গান করিবে। সপ্তবার উল্লিখিত যে তিনটী ঋক্, তাহা অবিকৃতভাবে এই তৃচে রহিয়াছে ; সুতরাং উক্ত তৃচ প্রধান হইয়াছে। যদি পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে ঋকের পাদ-প্রগ্রথন হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋক্-সকল বিকৃত হইবে ; তখন আর উক্ত তৃচ মুখ্য থাকিবে না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তে বলা যাইতেছে যে,—'সমস্ত ঋক্ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে ; ঋকের সেই পৃথক্‌ভাবকেই সাম বলা হইয়াছে।' 'অন্যা-অন্যায়' ইত্যাদি বাক্যে ঋক্‌সকলের পৃথক্-ভাব (বিভিন্নতা) বর্ণিত হইতেছে। সেই পার্থক্য যদি পাদপ্রগ্রথন হয়, তাহা হইলে হইতে পারে। কিন্তু যদি ঋকের প্রগ্রথন হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ পার্থক্য থাকে না ; যেহেতু, যে ঋক্ পূর্ব্বতৃচের শেষে থাকে, তাহা প্রগ্রথন দ্বারা উত্তর তৃচের প্রথমে হইবে।

সুতরাং ঋকের পার্থক্য হইতে পারে না। এইজন্য পাদেরই প্রগ্রথন হইবে, ঋকের প্রগ্রথন হইবে না।

উক্ত বিষয়ে আরও যে বিশেষ আছে তাহা নবম ও দশম অধিকরণে চিন্তিত হইয়াছে। নবমাধিকরণ কথিত হইয়াছে 'আইভাবঃ' ইত্যাদি। 'যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি' এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতিতে 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' এই ঋক্‌টী যোনি নামে খ্যাত হইয়াছে। ঐ যোনি-ঋকের 'কয়া' এই অক্ষরদ্বয় প্রথম ভাগ এবং 'নশ্চিত্র আভুবৎ' এই ছয়টী অক্ষর দ্বিতীয় ভাগ। সেই দ্বিতীয় ভাগের চি অক্ষরে, চ-কারের পরে যে ই-কার আছে, তাহা লোপ করিবে ; পরে তাহার স্থানে আ-ই এই বর্ণদ্বয় উল্লেখ করিলে গান নিষ্পন্ন হইবে। অনন্তর 'কস্ত্বা সত্যো মদানাম্' এই ঋক্‌টী প্রথম উত্তরা নামে খ্যাত। যোনি-ঋকের যুক্তি-অনুসারে সেই উত্তরা ঋকে চতুর্থ অক্ষর (ত-কারের পরে যে য-কার ও ও-কার আছে, ঐ দুই বর্ণ) লোপ করিয়া ঐ বর্ণদ্বয়ের স্থানে আ এবং ই করিতে হইবে। 'অভীষুণঃ' এই ঋকটী দ্বিতীয় উত্তরা। তাহার চতুর্থ অক্ষর যে ণ-কার, তাহার পরস্থিত স-কারের লোপ করিয়া, সেই স-কারের স্থানে আ এবং ই করিতে হইবে। যদি উক্ত প্রকারে আ ও ই করা না হয়, তাহা হইলে গানের নাশ হইতে পারে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। এক্ষণে সিদ্ধান্ত বলিতেছি ;—উক্ত যোনি ঋকে অন্য বর্ণের আগম হয় নাই। যদি অন্য বর্ণের আগম না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? চ-কারের পরে যে ই-কার বিদ্যমান আছে, ঐ ই-কার, সামগান-প্রসিদ্ধিহেতু, বৃদ্ধি হইয়া ঐ-কার হইবে। সেই ঐ-কার সন্ধি হইতে উৎপন্ন। এইজন্য, সেই ঐ-কারের দুইটী ভাগ আছে ;—প্রথম ভাগ আ-কার, দ্বিতীয় ভাগ ই-কার। যখন ঐ দুইটী ভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গীত হয়, তখন আকার ঈ-কারের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সামগায়কগণ বলিয়াছেন,—'বৃদ্ধি-প্রাপ্ত তালব্য বর্ণ বলিতে ঐ-কারকে বুঝায় ; হ্রস্ব ই-কার তালব্যবর্ণ। ই-কারের বৃদ্ধি করিলে ঐ-কার হয়। সেই ঐ-কার বিভক্ত হইলে আ-কার এবং ই-কারের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।' তালব্যে ই-কারের স্থানে আ-কার এবং ই-কার হইবে,—এইরূপ যদি স্থির হয় ; তাহা হইলে, 'কস্ত্বা সত্যো' ও 'অভিষুণঃ সখীনাম' এই দুইটী উত্তরা ঋকের চতুর্থ অক্ষরে তালব্য ই-কার নাই ; সুতরাং ঐ চতুর্থ অক্ষরে আ-কার এবং ই-কার করিবে না। কিন্তু 'অভিষুণঃ সুখীনাম্' এই উত্তরা ঋকের দ্বাদশ অক্ষর যে র-কার, সেই র-কারের পরে ই-কার আছে। ঐ ই-কারের স্থানে আ-কার এবং ই-কার হইয়া থাকে। সেই আ-কারের ও ই-কারের স্বরূপ, উল্লিখিত নিয়মে, ঐ-কারকে প্রকাশ করে। এইজন্য সেই আ-কার ও ই-কার উত্তরা-ঋকের বর্ণ অনুসারে নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যদি উত্তরা ঋকের বর্ণ গানের নিমিত্ত না হয়, তাহা হইলে যোনি-ঋকের বর্ণ অনুসারে আ-কার ও ই-কার হইবে ; আর যদি যোনি-ঋকের নিয়মও অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে গীতি বিনষ্ট হয়।

অধুনা দশম অধিকরণ বর্ণিত হইতেছে—'স্তোভানোতপ্রদিশ্যন্তে' ইত্যাদি। দুই ভাগের মধ্যে ঔকারদ্বয়, হো শব্দ এবং হায়ি শব্দ দ্বারা বামদেব্য নামক সামের যে স্তোভ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা যোনি-ঋকে 'ঔহ৩ হো হায়ি' এইরূপে উল্লিখিত আছে। সেই স্তোভ উত্তরা নামক দুইটি ঋকে অতিদিষ্ট হয় না। কেন? কারণ স্তোভ গীতি নহে। 'যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি' এই শ্রুতি দ্বারা কেবল উত্তরা ঋক্‌দ্বয়ে গানের অতিদেশ হইতেছে। কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে যেমন প্রথম ঋক্-সম্বন্ধীয় বর্ণ-সমূহের অতিদেশ করা হয় নাই, সেইরূপ স্তোভেরও অতিদেশ হইতেছে না। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছি,—যেরূপ স্বর, বর্ণ-বিশ্লেষণ এবং বর্ণের বিরাম প্রভৃতি গানের উপযোগী বলিয়া অতিদিষ্ট হয়, সেইরূপ স্তোভ-সকল গানের কাল-বিভাগ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহাদেরও অতিদেশ করা হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত।

কোন্ স্থলে 'গান হইবে না' এইরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, তন্নিবারণ জন্য, অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকের অবতারণ করা হইয়াছে ; বলা হইয়াছে,—'গানস্য নিয়মো নোত' ইত্যাদি। কর্ম্ম-বিশেষকে উদ্দেশ

করিয়া 'অয়ং সহস্রমানবঃ' ইত্যাদিরূপ শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ এই,—'অয়ং সহস্রমানবঃ' এই ঋকের দ্বারা 'আহবনীয়' অগ্নির উপস্থান করিবে।' 'অয়ং সহস্র মানবঃ' এই ঋক্‌টী সংহিতাগ্রন্থে আম্নাত হইয়াছে, এবং গান-প্রতিপাদক গ্রন্থে গীত হইয়াছে। এই স্থানে গান অবশ্য কর্ত্তব্য কি না,—ইহাই সংশয়। অগ্নির উপস্থানকালে উক্ত ঋকে গান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হয় নাই, উহা নিয়ত নহে, পরন্তু বিকল্পিত অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে গান করিতে পার, না করিলেও কোনও ক্ষতি নাই। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এক্ষণে সিদ্ধান্তে বলিতেছি,—অগ্নির উপস্থানে গান নিয়ত অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন-না সামবেদে গানের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ঋক্‌সকল 'গানগ্রন্থে গানের যোগ্য হইবে', এইজন্যই সংহিতাতে তৎসমুদায় পঠিত হইয়াছে। কিন্তু সংহিতাতে পঠিত না হইলে, ঋক্-সকলের গান হয় না। কেন? কারণ, আশ্রয়-ব্যতিরেকে গান করা যায় না। যদি বল,—'অয়ং সহস্রমানবঃ এই ঋক্‌যুক্ত বাক্যের দ্বারা অগ্নির উপস্থান বিহিত হইয়াছে; প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল; সুতরাং ঋকের দ্বারাই অগ্নির উপাস্থান হইবে'; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু, 'অয়ং সহস্রমানবঃ' বাক্যে 'এতয়া' এই সর্ব্বনাম শ্রুতি আছে এবং সেই শ্রুতি বাক্য অপেক্ষা প্রবলতর। সেইজন্য প্রস্তাবিত ও প্রগীত মন্ত্রে অগ্নির উপস্থান হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

পঞ্চদশ আদি তিনটী অধিকরণে ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য চিন্তিত হইয়াছে। প্রথমে পঞ্চদশ অধিকরণ বর্ণিত হইতেছে; যথা,—'বৃহদ্রথন্তরৈর্ধর্ম্মৈঃ' ইত্যাদি। জ্যোতিষ্টোমযাগে বৃহৎ ও রথন্তর সামের এক বিকল্পবিহিত হইয়াছে। সেই বিকল্প 'পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎ ও রথন্তর ভেদে বিবিধ হইয়া থাকে।' সেই বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয় পৃষ্ঠ-স্তোত্রে যে সকল ধর্ম্ম আছে, তদ্বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি আছে; যথা,—'যখন বৃহৎ নামক পৃষ্ঠের স্তুতি করিবে, তখন মনে মনে সমুদ্রের চিন্তা করিবে, আর যখন রথন্তর নামক পৃষ্ঠের স্তুতি করিবে, তখন মনের সহিত সমুদ্রের সম্মিলন করিবে' ইত্যাদি। যদি বল, সেই সকল ধর্ম্ম বৃহৎ ও রথন্তর এতদুভয়-স্থলেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে; কারণ, বৃহৎ বা রথন্তর স্থলে পৃষ্ঠ-সিদ্ধিরূপ কার্য্য এক অভিন্ন। তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, বৃহৎ ও রথন্তর—সামের এইরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি উক্ত ধর্ম্ম-সকল সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে কোনও বিশেষ থাকে না। সুতরাং বৃহৎ-পৃষ্ঠ ও রথন্তর-পৃষ্ঠ এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ উপপন্ন হইতে পারে না। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে ও বলপূর্ব্বক গান করিবে'—ইহা বৃহৎ পৃষ্ঠের ধর্ম্ম; আর 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে না, ও বলপূর্ব্বক গান করিবে না',—ইহা রথন্তর-পৃষ্ঠের ধর্ম্ম; সুতরাং, বৃহৎ-ধর্ম্ম ও রথন্তর-ধর্ম্ম সাহিত্য-বিরুদ্ধ হয়। সেইজন্য উভয়ের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

অধুনা, ষোড়শ অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'তয়োর্ধর্ম্মাঃ সমুচ্চেয়াঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—বৈশ্য-স্তোমে 'কণ্বরথন্তর নামে পৃষ্ঠ-স্তোত্র হইবে'—এইরূপ শ্রুতি আছে। পৃষ্ঠ-স্তোত্রের নির্ব্বাহক যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয় প্রস্তাবিত আছে, কণ্বরথন্তর নামক সাম সেই উভয়েরই স্থানীয়। এইজন্য কণ্বরথন্তর পৃষ্ঠস্তোত্র বৃহৎ ও রথন্তর নামক পৃষ্ঠ-স্তোত্র-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসমূহের সমুচ্চয় করিবে। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে ও উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে না' ইত্যাদি রূপ যে সকল বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের বিকল্পবিধান হইবে,—ভাষ্যকারের ইহাই মত। সমুদ্রের ধ্যান ও নিমীলন প্রভৃতিরূপ ধর্ম্মসমূহের পরস্পর-বিরোধ নাই। কিন্তু প্রকৃতিস্থলে যেরূপ বৃহতির ও রথন্তরে বিভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট আছে; এস্থলে সেরূপ নির্দ্দেশ নাই। এইজন্য উক্ত ধর্ম্ম-সকলের সমুচ্চয় হইবে; ইহাই বার্ত্তিককারের অভিমত। উক্ত বিকল্প ও সমুচ্চয় বিষয়ে ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককার উভয়ের মতের পরস্পর বিরোধী যে পূর্ব্বপক্ষ তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিবে।

অনন্তর সপ্তদশ অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'দ্বিসামকে দ্বয়োর্ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যং' ইত্যাদি। তাহার অর্থ

এইরূপ,—'গোসব উভে কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গোসন প্রভৃতি কার্য্যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয় হইতে নিষ্পন্ন পৃষ্ঠস্তোত্র বিহিত হইয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠস্তোত্রকে যদি একটী মাত্র পদার্থ বলা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এইজন্য বৃহৎ নামক পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয়েরই ধর্ম্ম বিহিত করিবে। রথন্তর-পৃষ্ঠস্তোত্রেও ঐরূপ করিতে হইবে। অতএব বৃহৎ ও রথন্তর সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসকল সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ধর্ম্মসকল পৃষ্ঠ-স্তোত্রে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু সাম প্রযুক্ত হইয়াছে ; এইজন্য, সাম বিভিন্ন বলিয়া ধর্ম্মসকল ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব 'ত্রিবৃৎ' শব্দের যেরূপ বেদ-প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হয় ; সেইরূপ ব্যবস্থিত-ধর্ম্মসমূহের সহিত যুক্ত যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয়, তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন স্তোত্রের নাম 'পৃষ্ঠ', ইহা বেদে অভিহিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পঞ্চম অধিকরণের শেষ বর্ণকে উক্ত 'ত্রিবৃৎ' পদের বিচার করা হইয়াছে। উক্ত শেষ বর্ণক এইরূপ,—'লৌকিকো বাক্যগোবার্থঃ' ইত্যাদি। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল ; যথা—'ত্রিবৃদ্‌বহিস্পবমানং' এই স্তুতিতে যে 'ত্রিবৃৎ' শব্দ রহিয়াছে, তাহার অর্থ ত্রৈগুণ্য', ইহা লোকে প্রচলিত আছে। কিন্তু বাক্য-শেষ হইতে জানা যাইতেছে যে, ঋক্‌ত্রয়-বিশিষ্ট তিনটী সূক্তে 'বর্হিস্পবমান' রূপ স্তোত্র নিষ্পাদন সমর্থ 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ' ইত্যাদি যে নয়টী ঋক্ আছে, তাহাই 'ত্রিবৃৎ' শব্দের অর্থ। 'ত্রিবৃৎ' বলিতে উক্ত নয়টী ঋক্‌কেই বুঝাইতেছে। এস্থলে 'ত্রিবৃৎ' শব্দে ত্রৈগুণ্য অথবা উক্ত প্রকার নয়টী ঋক্‌কে বুঝাইতেছে,—ইহাই সংশয়। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—'যদিও ধর্ম্মনির্ণয়-বিষয়ে বেদ প্রবল, তাহা হইলেও পদ এবং পদার্থ-নির্ণয়-বিষয়ে লোকশাস্ত্র ও বেদ উভয়েরই বল সমান ; সুতরাং ত্রৈগুণ্য ও নয়টী ঋক্ এই উভয় অর্থই বিকল্পে গ্রহণ করিতে হইবে।' সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু, লৌকিক অর্থ স্বীকার করিলে, বিধিবাক্যে 'ত্রৈগুণ্য' এই অর্থ হয় ; এবং অর্থবাদ-বাক্যে 'স্তোত্রযোগ্য ঋকের নয় সংখ্যা' এইরূপ অর্থ হয়। এইরূপ হইলে, বিধি ও অর্থবাদের সমানাধিকরণভাব থাকে না। সুতরাং বিধি ও অর্থবাদ এই উভয়ের একবাক্যতা হইতে পারে না। এই হেতু যাহাতে বিধির ও অর্থবাদের একবাক্যতা হয়, সেই জন্য ত্রিবৃৎ শব্দের 'স্তোত্রযোগ্য ঋকের নয় সংখ্যা'—এই অর্থ বিধিবাক্যে নিয়মিত হইয়াছে। ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত।

যেরূপে চিত্রা শব্দের নামধেয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপে পৃষ্ঠ-শব্দ যে কোনও কার্য্যের নাম—তাহা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের তৃতীয় অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'যচ্চিত্রযা যজেতেতি' ইত্যাদি। তাহার বিবৃতি এইরূপ,—'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' এইরূপ শ্রুতি আছে। ঐ শ্রুতিতে 'চিত্রা' শব্দ আছে। যেমন 'উদ্ভিদ্' শব্দ যৌগিক, সেই চিত্রাশব্দও সেইরূপ যৌগিক নয়। কিন্তু ঐ চিত্রা শব্দ প্রসিদ্ধি হেতু চিত্র বর্ণ ও স্ত্রীজাতিকে বুঝাইতেছে। চিত্রা শব্দ উদ্ভিদ শব্দের ন্যায় যৌগিক নহে বলিয়া পূর্ব্বকথিত ন্যায় অনুসারে চিত্রা শব্দ কোনও কর্ম্মের নাম হইল না। তাহা হইলে, উক্ত শ্রুতিতে 'যজেত' পদের দ্বারা, 'আগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' (অগ্নি ও সোমদেবের উদ্দেশে পশু হনন করিবে) এই শ্রুতি-বিহিত পশুযাগের অনুবাদ করা হইয়াছে। সেই যাগসম্বন্ধীয় পশুতে চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব এই দুইটী গুণই বিহিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইতেছে,—যদি চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব এই দুইটী গুণের বিধান করা হয়, তাহা হইলে দুইটী বাক্য হইবে। সুতরাং বাক্যভেদরূপ দোষ হইতেছে। সেইজন্য কথিত আছে,—'প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—'যদি কর্ম্ম প্রমাণান্তরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মে অনেকবিধ গুণ বিধান করা যায় না। কিন্তু যদি অন্য প্রমাণে কর্ম্ম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের উদ্দেশে এককালীন বহু গুণ বিধান হইতে পারে।' বাক্যভেদরূপ দোষের উৎপত্তি নিবারণ জন্য যদি চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব এই গুণদ্বয়-বিশিষ্ট দ্রব্যে 'চিত্রয়া' এই

করণকারক বিধান করা হয় ; তাহা হইলে উক্ত বিধান জন্য সেই দ্রব্যের গৌরব হইয়া থাকে। বাক্যভেদ ও গৌরব এই দোষদ্বয় হয় বলিয়া 'যজেত' পদের যজ ধাতুর এবং 'চিত্রয়া' পদের অধিকরণ এক হইয়াছে। সেইজন্য চিত্রা শব্দ উদ্ভিদ্ শব্দের ন্যায় যাগের নাম হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা সেই যাগ-কর্ম্মের বিচিত্রতা প্রতিপন্ন হয়। উক্ত যাগে যে যে ছয়টি বিশেষ-দ্রব্য প্রয়োজনীয়, তাহা এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা,—'দধি, মধু, ঘৃত, জল, ভৃষ্ট (ভাজা), যব ও তণ্ডুল। এই ছয়টি দ্রব্য দ্বারা প্রাজাপত্য কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।' 'দধিমধুঘৃতমাপোধানাস্তণ্ডুলাস্তৎসংসৃষ্টংপ্রাজাপত্যং'—এই বাক্যটি, চিত্রা নামক যাগের উৎপত্তি বাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্রব্য ও দেবতা এই দুইটি যাগ-মাত্রেরই স্বরূপ, উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত বাক্যে দধি প্রভৃতি দ্রব্য এবং প্রজাপতি দেবতা উপদিষ্ট হইতেছে। অতএব ঐ বাক্যের দ্বারা চিত্রাযাগ উৎপন্ন হইয়াছে। 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ',—ইহা চিত্রা নামক যাগের ফলবোধক বাক্য। এইরূপ হইলে, চিত্রা শব্দের নামধেয়স্বরূপ প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশুর অনুবাদে চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব গুণদ্বয়ের বিধান হইলে, নামধেয়স্বরূপ প্রকৃতের হানি হয় ও অপ্রকৃত যে চিত্রবর্ণস্ত্রীপশু, তাহার প্রয়োগ হইতে পারে। 'যজেত' পদে লিঙ্ বিভক্তি আছে। ঐ লিঙ্-প্রত্যয় যে অনুবাদক, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং লিঙ্ প্রত্যয়ের বিধিরূপ প্রদান অর্থ বাধিত হইতেছে। অনুবাদে উক্তরূপ দোষ হইয়া থাকে বলিয়া চিত্রা পদ যাগের নামধেয় (নাম) হইয়াছে।

যেরূপে চিত্রা শব্দের যাগ-নামধেয়ত্ব প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপে 'বহিষ্পবমান' 'আজ্য' ও 'পৃষ্ঠ' শব্দেরও কর্ম্ম-নামধেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে। বহিষ্পবমান প্রভৃতি যে কর্ম্মবিশেষের নাম, তাহাই ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে। 'ত্রিবৃৎ, বহিষ্পবমান, পঞ্চদশ আজ্য এবং সপ্তদশ-সংখ্যক পৃষ্ঠস্তোত্র', এইরূপ শ্রুতি আছে। এই 'ত্রিবৃৎ'-বহিষ্পবমানম্' ইত্যাদি বাক্যত্রয়ের অর্থ ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে। সামগায়কগণের উত্তরা নামক গ্রন্থে 'তৃচ-স্বরূপ' তিনটি সূক্ত উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ',—এইটী প্রথম সূক্ত। 'দবিদ্যুতত্যা ঋচা'—এইটী দ্বিতীয় ; এবং 'পাবমানস্য তে কব',—এইটী তৃতীয় সূক্ত। জ্যোতিষ্টোমযাগে প্রাতঃকালীন-সবনের সময় সেই তিনটি সূক্তে গায়ত্র্য নামক সাম গান করিতে হইবে। ঐ তিনটি সূক্তের গান হইতে যে স্তোত্র সম্পন্ন হয়, তাহাকেই 'বহিষ্পবমান' স্তোত্র বলে। কারণ, সেই সূক্তত্রয়ে বিদ্যমান ঋক্ সকল পবমানের প্রয়োজনীয়। উক্ত স্তোত্র অন্যান্য স্তোত্রের ন্যায় 'সদঃ' নামক মণ্ডপের মধ্যস্থলে উদুম্বর (যজ্ঞডুম্বুর) নির্ম্মিত স্তম্ব-শাখার নিকটে প্রযুক্ত হয় না ; কিন্তু 'সদঃ' নামক মণ্ডপের বহির্দ্দেশে বিচরণকারিগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ স্তোত্র-সম্বন্ধীয় ঋক্-সকলেরও বহিঃ-সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রের 'ত্রিবৃৎ' নামে স্তোম আছে। যে ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারা সেই স্তোম বিহিত হইয়াছে সেই ব্রাহ্মণ-বাক্য এইরূপ উল্লিখিত আছে ; যথা,—'তিসৃভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—তিনটী পর্য্যায় দ্বারা সূক্তত্রয়ে পঠিত নয়টী ঋকের গান করিতে হইবে। প্রথম পর্য্যায়ে, তিনটি সূক্তের মধ্যে, প্রথম তিনটি ঋক্ ; দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মধ্যস্থিত তিনটি ঋক এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তম (শেষস্থিত) তিনটী ঋক্। 'তিসৃভ্যঃ' এই পদে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। 'হিং করোতি' বাক্যের অর্থ—'গান করিতে হয়' এইরূপ। ঐ ব্রাহ্মণ-বাক্যে উল্লিখিত প্রকারে যে গীত (গান) হইয়া থাকে, সেই গীতিই ত্রিবৃৎ-নামক স্তোমের বিষ্টুতি (স্তুতির প্রকার বিশেষ)। এই বিষ্টুতির নাম উদ্যতী। পরিবর্ত্তিনী ও কুলায়িনী নামে আরও দুইটী বিষ্টুতি আছে। সেই বিষ্টুতিদ্বয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তিনী বিষ্টুতি এইরূপে আম্নাত হইয়াছে,—'তিসৃভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। ইহার অর্থ,—সেই উদ্গাতা যথাক্রমে উল্লিখিত তিনটী ঋকের দ্বারা গান করিয়া থাকেন। এইরূপে আরও বারদ্বয় গান করেন। ঐ গীতিই 'ত্রিবৃৎ' স্তোমের পরিবর্ত্তিনী নামক বিষ্টুতি আছে। অনুক্রমে উল্লিখিত ঋক্‌কে পরাচী

বলে। কুলায়িনী বিষ্টুতি এইরূপে আম্নাত হইয়াছে,—'তিসৃভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—'সেই উদ্‌গাতা যথাক্রমে তিনটী প্রথমা উল্লেখ করিয়া গান করেন। পুনরায় মধ্যম ঋকত্রয়ের মধ্যে যে ঋক্ মধ্যম, তাহাকে প্রথম, যে ঋক্ উত্তম (শেষে পঠিত) তাহাকে মধ্যম এবং যে ঋক্ প্রথম, তাহাকে উত্তম করিয়া গান করেন। তৃতীয় বারে উত্তম ঋক্‌ত্রয়ের মধ্যে যে ঋক্ শেষে পঠিত হয়, তাহাকে প্রথম, যে ঋক্ প্রথমে আছে তাহাকে মধ্যম, এবং যে ঋক্ মধ্যে আছে, তাহাকে উত্তম করিয়া গান করিয়া থাকেন। ঐ গীতিই 'ত্রিবৃৎ' স্তোমের কুলায়িনী নামক বিষ্টুতি।' প্রথম সূক্তে যে মন্ত্র আছে, তাহা পাঠক্রমে (প্রথম মধ্যম ও উত্তম এই ক্রমে) গান করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় সূক্তে মধ্যম, উত্তম ও প্রথম এবং তৃতীয় সূক্তে উত্তম প্রথম ও মধ্যম এইরূপ ব্যক্তিক্রম করিয়া মন্ত্র-সকল গান করিতে হইবে। উক্ত উদ্যতী, পরিবর্ত্তিনী ও কুলায়িনী—এই বিষ্টুতিত্রয় বিকল্পে বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথম সূক্তে উদ্যতী ও পরিবর্ত্তিনী, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূক্তে কুলায়িনী বিষ্টুতি এইরূপ ব্যবস্থিত হওয়ায় বিকল্প হইয়াছে। উক্তরূপ বিষ্টুতিই স্তোমের স্বরূপ এবং বিষ্টুতিত্রয়যুক্ত স্তোমই ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ। কিন্তু 'ত্রৈগুণ্য' যে ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ নয়, তাহা তৃতীয় পাদে নির্ণীত হইয়াছে।

উত্তরানামক গ্রন্থে তিনটী বহিষ্পবমান সূক্তের পরে আরও সূক্তচতুষ্টয় উল্লিখিত হইয়াছে। 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' (উ ১প্র ৪সূ)—ইহা প্রথম সূক্ত। 'আনো মিত্রাবরুণাঃ' (উ ১প্র ৫সূ)—ইহা দ্বিতীয় সূক্ত। 'আয়াহি সুসমাহিতঃ' (উ ১প্র ৬সূ)—ইহা তৃতীয় সূক্ত। 'ইন্দ্রাগ্নী আগতং সুতং' (উ ১প্র ২সূ)—ইহা চতুর্থ সূক্ত। এই সূক্তচতুষ্টয় যখন প্রাতঃসবন-প্রকরণে গায়ত্র্য নামক সাম দ্বারা গীত হয়, তখন ঐ সূক্ত-চতুষ্টয়কে আজ্য-স্তোত্র বলে। উক্ত সূক্ত-চতুষ্টয় যে আজ্য-স্তোত্র হয়, সে বিষয়ে এই প্রকার নির্বর্চন-শ্রুতি আছে; যথা,—'যদাজিমীয়ুঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—'যখন আজ্যস্তোত্র সকল, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণকে (এস্থলে প্রাতঃসবনই নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ) প্রাপ্ত হয়, তখন আজ্যস্তোত্রের আজ্যত্ব (কর্ম্মে উপযোগিতা) প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।' সেই আজ্য-স্তোত্র-চতুষ্টয়ে পঞ্চদশ নামে স্তোম হয়। ঐ পঞ্চদশ স্তোমের বিষ্টুতি এইরূপে শ্রুত হইয়া থাকে; যথা,—'পঞ্চভ্যোহিং করোতি' ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতির অর্থ এই,—'সেই উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ পাঁচটী ঋক্ হইতে প্রথমে একটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে একটী ঋকের দ্বারা এবং শেষে তিনটী ঋকের দ্বারা গান করিয়া থাকেন। এইরূপে আরও বারদ্বয় গান করিয়া থাকেন।' উক্ত প্রকারে একটী সূক্তের বারত্রয় আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিক্রম এইরূপ,—প্রথম আবৃত্তিতে প্রথম ঋকের উল্লেখ তিন বার, দ্বিতীয় আবৃত্তিতে মধ্যম ঋকের উল্লেখ তিনবার, এবং তৃতীয় আবৃত্তিতে উত্তম ঋকের উল্লেখ তিনবার। এই স্তোম পঞ্চদশ নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তর-গ্রন্থে উল্লিখিত সূক্তচতুষ্টয়ের পরে তিনটী মাধ্যন্দিন পবমান সূক্তের উল্লেখ হইয়াছে। তারপরে আরও চারিটী সূক্ত উল্লিখিত হইয়াছে; সেই সূক্ত-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'অভি ত্বা শূরনোনুমঃ' (উ ১প্র ১সূ), ইহা প্রথম সূক্ত। 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' (উ ১প্র ১২সূ),—ইহা দ্বিতীয় সূক্ত। 'তংবোদস্মমৃতীযহম' (উ ১প্র ১৩),—ইহা তৃতীয় সূক্ত। 'তরোভির্বোবিদ্বসুম্' (উ ১প্র ১৪সূ),—ইহা চতুর্থ সূক্ত। 'অভি ত্বা শূর' প্রভৃতি চারিটী সূক্ত, ক্রমান্বয়ে রথন্তর, বামদেব্য, নৌধস এবং কালেয় এই সামচতুষ্টয় দ্বারা মাধ্যন্দিনসবনে গীত হইয়া থাকে। এইজন্য উক্ত সূক্ত-চতুষ্টয়কে পৃষ্ঠস্তোত্র বলে। 'অভি ত্বা শূর' প্রভৃতি সূক্ত-চতুষ্টয় যে পৃষ্ঠস্তোত্র হয়, তদ্বিষয়ে 'স্পর্শনাৎপৃষ্ঠানি' এইরূপ নিরুক্তি আছে। ঐ নিরুক্তি এ স্থলে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল না; তাহা স্থানান্তরে দেখিয়া লইবে। সেই পৃষ্ঠস্তোত্রে সপ্তদশ নামক স্তোম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সপ্তদশ স্তোমের যে বিষ্টুতি, তৎসম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি আছে; যথা—'পঞ্চভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। সেই শ্রুতির অর্থ এই, 'উদ্‌গাতা পাঁচটী ঋক্ হইতে প্রথমে তিনটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে একটী ও শেষে একটী ঋকের দ্বারা, গান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বারে প্রথমে একটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে তিনটী ঋকের

দ্বারা ও শেষে একটী ঋকের দ্বারা গান করেন ; এবং তৃতীয় বারে প্রথমে একটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে একটী ঋকের দ্বারা ও শেষে তিনটী ঋকের দ্বারা গান করিয়া থাকেন।' এস্থলে প্রথম বারে প্রথম ঋকের তিন বার, দ্বিতীয় বারে মধ্যম ঋকের তিন বার এবং তৃতীয় বারে মধ্যম ও উত্তম ঋকের তিন বার করিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে। ঐরূপ উল্লেখ হইলে যে ঋক্-সমষ্টি হয়, সেই ঋক্-সমষ্টিকেই সপ্তদশ স্তোম বলা হইয়াছে। 'ত্রিবৃদ্‌বহিষ্পবমানং' ইত্যাদি বাক্যত্রয়ে যে 'ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ'—এই তিনটি শব্দ আছে, তাহারা গুণ-বিধায়ক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 'বহিষ্পবমান, আজ্য ও পৃষ্ঠ' এই কয়েকটী শব্দও যদি গুণ-বিধায়ক হয়, তাহা হইলে প্রতি উদাহরণেই গুণদ্বয় বিধান হইতেছে ; সুতরাং বাক্যভেদরূপ দোষ অনিবার্য্য। বহিষ্পবমান প্রভৃতি শব্দসমূহ স্তোত্রের নাম। সেই বহিষ্পবমান প্রভৃতি স্তোত্র-নাম-দ্বারা যাগাদি-কর্ম্মের অনুবাদ করিয়া, সেই যাগাদি-কর্ম্মে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ এই গুণত্রয় বিহিত হইতেছে।

উক্ত পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্তোত্র যে প্রধান কর্ম্ম, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, পঞ্চম অধিকরণে, নির্ণীত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এই —'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই—'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি বাক্যে যে স্তৌতি ও শংসতি পদ আছে, তাহার দ্বারা স্তোত্র ও শস্ত্রকে পাওয়া যায়। ঐ স্তোত্র বা শস্ত্র শব্দের প্রাধান্য আছে কি না,—ইহাই সংশয়। লোকে দেবতাবোধক স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখা যায় ; সেইজন্য স্তোত্র বা শস্ত্র গুণকর্ম্ম (প্রধান কর্ম্ম নয়) ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। যদি স্তু ও শংস ধাতুদ্বয় দেবতাবোধক স্মৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলে শ্রুতিলব্ধ অর্থের বোধ হয়। স্মৃতি-বাক্যে স্তু ও শংস ধাতুর অর্থ অন্বিত হইলে, শ্রুত্যর্থের বোধ হয় ; আর তদ্দ্বারা অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া স্তোত্রের ও শস্ত্রের প্রধান-কর্ম্মত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতি-বাক্য প্রধান—ইহাই সিদ্ধান্ত। এই অধিকরণের বিবৃতি এইরূপ,—জ্যোতিষ্টোম যাগে 'প্রউগং শংসতি নিষ্কেবল্যং' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। ঐ শ্রুতিতে প্রউগ ও নিষ্কেবল্য—এই শব্দ-দুইটী বিশেষ শস্ত্রের নাম। আজ্য ও পৃষ্ঠ শব্দ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃষ্টরূপে গীত নয়, এরূপ মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন স্তুতিকে শস্ত্র বলে, এবং প্রগীত মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন স্তুতিকে স্তোত্র বলে। সেই স্তোত্র ও শস্ত্র যে গুণ-কর্ম্ম, তাহা সঙ্গত। কেন? কারণ, অবঘাতাদি স্থলে যেরূপ তুষবিমোচনরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ 'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি স্থলে দেবতার সংস্কাররূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেই সমস্ত মন্ত্রে দেবতার স্মরণ হয়, এবং সেই স্মরণের দ্বারা দেবতার সংস্কার করা হইয়া থাকে ;—ইহাই প্রসিদ্ধি। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। অধুনা সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—মন্ত্রসমূহ স্মরণপূর্ব্বক দেবতার যে স্তুতি প্রযোজ্য, গুণের সহিত তাহার স্তোতব্য-স্তাবক-ভাব সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করাই স্তু ও শংস ধাতুর বাচ্য (মুখ্য) অর্থ। যদি মন্ত্র-বাক্য সকল দেবতার সহিত গুণের উক্তরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্তু ও শংস ধাতুদ্বয়ের মুখ্য অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রুতি-বাক্য উপকৃত হইবে। কিন্তু যখন ঐ মন্ত্র-বাক্য সকল গুণ দ্বারা স্মরণীয় দেবতার স্বরূপমাত্র প্রকাশ করিবে, তখন স্তু ও শংস ধাতুর মুখ্য অর্থ হইবে না। লৌকিক ব্যবহারেও আছে যে,—'দেবদত্ত চতুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ'—এই কথা বলিলে, স্তুতি প্রতীত হয় ; কারণ, ঐ বাক্য, গুণ দ্বারা, দেবদত্তের স্বরূপকে বিশেষ করিতেছে। সুতরাং দেবদত্তের সহিত 'অভিজ্ঞতা'-রূপ গুণের সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। কিন্তু যখন ঐ বাক্য দেবদত্তের স্বরূপ-মাত্র প্রকাশ করিবে, তখন 'যে চতুর্ব্বেদজ্ঞ, তাহাকে আনয়ন কর' ইত্যাদি স্থলে স্তুতি প্রতীত হইবে না। কারণ, সেই বাক্য 'চতুর্ব্বেদী' পদে উপপন্ন চতুর্ব্বেদ সম্বন্ধ দ্বারা, দেবদত্তের স্বরূপ মাত্র প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং দেবদত্তের সহিত গুণের কোনও সম্বন্ধ হয় নাই। 'আজ্য-স্তোত্র দ্বারা দেবতাকে প্রকাশ করিবে',—এইরূপ বিধিবাক্যার্থ প্রতিপন্ন হয়। অতএব স্তু ও শংস ধাতুর মুখ্য অর্থ বাধিত হইবে। ধাতুদ্বয়ের

মুখ্য অর্থ থাকে না বলিয়া, যাহাতে ধাতুশ্রুতি বাধিত না হয়—সেই নিমিত্ত, স্তোত্রের ও শস্ত্রের প্রধান-কর্ম্মত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল,—স্তোত্রে ও শস্ত্রে এমন কোনও দৃষ্ট-প্রয়োজন নাই, যাহাতে স্তোত্র ও শস্ত্র প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে ; তাহা হইলে এস্থলে অদৃষ্ট স্বীকৃত হউক ; অর্থাৎ, অদৃষ্ট দ্বারা স্তোত্র ও শস্ত্র প্রধান কর্ম্ম হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, দ্বাদশ অধিকরণে, সামবিশেষে প্রযুক্ত পৃথক্ কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে ; যথা,—'উক্তাগ্নিষ্টুতমেতস্য' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই, 'অগ্নিষ্টুৎ' নামক যাগের বিষয় বলিবার পর, সেই অগ্নিষ্টুতের সম্বন্ধে পশুরূপ ফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত, 'রেবতীস্বৃক্ষু কৃত্বা' এইরূপ বারবন্তীয় নামক সাম শ্রুত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—সেই রেবতী প্রভৃতি গুণ-কর্ম্ম অথবা পৃথক্ কর্ম্ম? এস্থলে ইহাই সংশয়। স্তোত্র ও শস্ত্রের ন্যায়, এস্থলে রেবতীর ও বারবন্তীয়ের পরস্পর সম্বন্ধই গুণকর্ম্ম হইবে। কারণ, ঐ সম্বন্ধ পশুরূপ ফল-দায়ক। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে ; যথা,—যদি বারবন্তীয় সামের ফলের ও কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ-দোষ হইবে। উক্তরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, বাক্যভেদ হয় বলিয়া, পশুরূপ ফল-বিষয়ে বারবন্তীয় সামরূপ গুণ-যুক্ত পৃথক্ কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। এই অধিকরণের বিস্তরার্থ এই—ত্রিবিৎ নামক অগ্নিষ্টোম যাগে বায়ুদেবতা-সম্বন্ধীয় যে সকল ঋক্ আছে, তাহাতে একবিংশ নামক অগ্নিষ্টোম সাম গান করিবে। পরে 'ব্রহ্মতেজঃ কামনায় যাগ করিবে।' এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতির অর্থ এই,—একদিন-সাধ্য 'অগ্নিষ্টুৎ' নামক যে একটী যাগ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা 'অগ্নিষ্টোম' যাগের বিকৃত স্বরূপ। সেই 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে পৃষ্ঠস্তোত্রে ত্রিবৃৎ নামক স্তোমযুক্ত হয় বলিয়া তাহাকে 'ত্রিবৃৎ' বলা হয়। ঐ অগ্নিষ্টুৎ যাগ, অগ্নিষ্টোম উক্থ প্রভৃতি সাতটী সোমাশ্রয়ের মধ্যে, অগ্নিষ্টোমান্তর্গত বলিয়া তাহাকে অগ্নিষ্টোমও বলা যায়। প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমযাগে, তৃতীয়সবণ-প্রকরণে, আর্ভব পবমান নামক সূক্ত পঠিত হইলে, পরে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' এইরূপ সাম গান করা হইয়া থাকে। এই সাম দ্বারা অগ্নিষ্টোম যাগের সেই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' সমাপ্ত করিতে হয়। এইজন্য ঐ সামকে অগ্নিষ্টোম বলা যায়। সেই সাম প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমযাগে—'যজ্ঞা যজ্ঞাবো অগ্নয়ে' ইত্যাদি আগ্নেয়ী (অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয়) ঋক্-সমূহে গীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে, ব্রহ্মতেজকামী যজমান বায়ুদেবতাসম্বন্ধীয় ঋক্ সমূহে সেই সাম গান করিবে। অগ্নিষ্টোমযাগে সেই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সামে যেমন একবিংশ নামক স্তোম যুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ অগ্নিষ্টোমের বিকৃতিভূত এই 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগেও একবিংশ স্তোম যুক্ত হইবে। পশুকামী যজমানের উদ্দেশে 'রেবতীর্নঃ সধমাদে' ইত্যাদি রেবতী-দেবতা-সম্বন্ধীয় ঋক্ সকলে বারবন্তীয় নামক সাম গান করিবে। ইহাই 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ। উক্ত শ্রুতিতে,—বারবন্তীয় নামক সামের সহিত রেবতী-সম্বন্ধীয় ঋক্-সমূহের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই পশুরূপ ফলের নিমিত্ত 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে বিহিত হইয়াছে। 'এতস্যৈব' এই স্থলে 'এতৎ' শব্দ প্রস্তুতকর্ম্মের প্রতিপাদক এবং 'এব'কার অন্য কর্ম্মের বাধক হইয়াছে। সুতরাং 'এতৎ' শব্দ ও 'এব'কার অগ্নিষ্টুৎ-যাগকেই বুঝাইয়া দিতেছে। যেমন পূর্ব্ব (একাদশ) অধিকরণে প্রস্তুত অগ্নিহোত্র-যাগে ইন্দ্রিয়রূপ ফলের নিমিত্ত দধিরূপগুণ বিহিত হইয়াছে ; সেইরূপ 'এতৎ' শব্দ ও 'এব'কার শব্দ দ্বারা লব্ধ 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে পশুরূপ ফল লাভের নিমিত্ত, বারবন্তীয় নামক সামের সহিত রেবতী ঋক্-সমূহের সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত বলিতেছি। তুমি যে পূর্ব্বাধিকরণের দৃষ্টান্ত দিয়াছ, তাহা অসদৃশ। কারণ, দধি যে হোমের নিষ্পাদক, ইহা শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না ; ব্যবহার হইতেই দধির হোম-নিষ্পাদকত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু দধির ইন্দ্রিয়রূপ ফলের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, একমাত্র তাহাই শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া

যায় ; সুতরাং 'দশ্রেন্দ্রিয়কামোজুহুয়াৎ' বাক্যে বাক্যভেদ দোষ হইল না। পরন্তু 'পশুকামো হ্যেতেন যজেত' প্রভৃতি 'রেবতী' ঋক্-সমূহের আশ্রয় স্বরূপ যে বারবন্তীয় নামক সামসমূহ, তাহা 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে ; সুতরাং উক্ত সাম অগ্নিষ্টুৎ যাগের সাধক এবং 'বারবন্তীয়' সাম উক্ত যাগের ফল সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্র হইতে একমাত্র বারবন্তীয় সামের কর্ম্মসাধনত্ব ও ফলসাধনত্ব, জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। অতএব সেস্থলে বাক্যভেদ অনিবার্য্য। বাক্যভেদ দোষ বারণ হয় না বলিয়া, পশুরূপ ফলবিশিষ্ট এবং রেবতী ঋক্ ও বারবন্তীয় সাম এতদুভয়ের সম্বন্ধরূপ গুণযুক্ত একটী পৃথক কর্ম্ম, 'এতস্যৈব রেবতীষু' এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা বিহিত করা যাইতেছে। পরন্তু 'এতৎ' শব্দ ও 'এব'কার শব্দ এতদুভয় দ্বারা যে কর্ম্মের বিধান করা হইতেছে, তাহা সেই পূর্ব্বোক্ত পৃথক কর্ম্মের পক্ষে যোজিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধিকরণে নিধনরূপ সামভাগে যে সকল 'হীষ্' আদি বিশেষ আছে, তাহারা 'কাম্য'—ইহা বিচারিত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এইরূপ,—'বৃষ্ট্যন্নস্বর্গকামানাং সৌভরং স্তোত্রমীরিতং' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপে বিবৃত হইয়াছে,—'প্রথমে যে বৃষ্টি কামনা করে, যে অন্ন আদি ভক্ষ্য কামনা করে ; এবং যাহারা স্বর্গকামনা করে, তাহারা প্রত্যেকেই সৌভর নাম সাম দ্বারা স্তব করিবে। সমস্ত কামনাই সৌভরমূলক।' অতঃপর 'হীষিতি' ইত্যাদি আম্নাত হইয়াছে ; অর্থাৎ,—'বৃষ্টিকামীর উদ্দেশে হীষ্ এই 'নিধন নামক সাম গান করিবে', 'অন্ন প্রভৃতি কামীর নিমিত্ত উর্ক্ এবং স্বর্গকামীর জন্য 'উ' এই প্রকার নিধনরূপ সাম গান করিবে।' সৌভর—সাম বিশেষের নাম। পাঁচ বা সাত ভাগে বিভক্ত যে সাম, তাহার শেষ ভাগের নাম—নিধন। সেই নিধন-ভাগে যে সকল 'হীষ্' আদি বিশেষ আছে, তাহারা সৌভর নামক সাম হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল বিশেষ, স্তোত্রনিমিত্তক বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে অন্যান্য বৃষ্টি প্রভৃতিরূপ ফল উৎপন্ন করিবার জন্য বিহিত হইয়া থাকে। কেন? কারণ, হীষ্ আদি বিধিবাক্যে 'বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি শ্রুত হইয়াছে। সেই চতুর্থী বিভক্তি তাদর্থ্যে বিহিত। চতুর্থী হীষ্, উর্ক্ ও উ নিধনত্রয় যে বৃষ্টি, অন্ন ও স্বর্গকামী পুরুষত্রয়ের অঙ্গ, ইহাই বুঝাইতেছে। যদি ঐ হীষ্ আদি, পুরুষের অভিলষিত ফল সম্পাদন করে ; তাহা হইলে হীষ্ আদির অঙ্গত্ব উৎপন্ন হয়। হীষ্ আদির অঙ্গত্ব স্বীকৃত হইল বলিয়া সৌভর নামক সাম এবং 'হীষ্' এই নিধন-বিশেষ এতদুভয়ের ফলস্বরূপ দুইটি বৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে ঐ বৃষ্টিদ্বয়ের মিলন করিলে, মহতী বৃষ্টি হয়। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। অধুনা সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—যে বৃষ্টি প্রভৃতি কামনা, সৌভর-সম্বন্ধি বিধি-বাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই হীষ্ আদি বিধিবাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে। বৃষ্টি প্রভৃতি কামনার পার্থক্য নাই বলিয়া, সৌভর-সামের ফলভূত বৃষ্টি প্রভৃতি 'হীষ্' প্রতিপাদক শাস্ত্রে পুনঃকথিত হইয়াছে ; অতএব, হীষাদিতে বৃষ্টি প্রভৃতি পৃথক ফল নহে। অতঃপর যদি বলা যায়,—হীষাদি নিধন-বিশেষে বৃষ্টি প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোনও নূতন ফল নাই, পরন্তু হীষাদি নিধন-বিশেষ নানা শাখাতে পঠিত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ হীষ্ আদিকে সৌভর-সামে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং 'হীষিতি বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি বিধি-বাক্যই নিরর্থক ; তাহাও বলা যায় না। কারণ, বৃষ্টি, অন্ন ও স্বর্গ এই কামনাত্রয়ে নিয়ম করায়, ঐ কামনাত্রয়ে হীষাদির মধ্যে যে কোনও একটী নিধন-বিশেষ পাওয়া যায়। কিন্তু 'হীষিতি বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি বিধি-বাক্যে উক্ত কামনাত্রয়ে হীষাদি যথাক্রমে প্রযুক্ত হইবে,—এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। 'বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি স্থলে চতুর্থী বিভক্তির অর্থ—তাদর্থ্য (নিমিত্ত)। 'হীষিতি বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বৃষ্টি প্রভৃতি, তাহা পৃথক্ ফল না হইলেও সেই তাদর্থ্যরূপ চতুর্থীর অর্থ উপপন্ন হইতেছে। কারণ, 'হো বৃষ্টিকামঃ' ইত্যাদি সৌভর-বাক্যে উল্লিখিত বৃষ্ট্যাদিরূপ ফলের নিষ্পাদক সৌভর নামক সামে হীষ্ উর্ক ও উ এই নিধন-বিশেষত্রয় নিয়মিত হইয়া থাকে। উক্তরূপে নিয়ম প্রতিপন্ন হইতেছে বলিয়া 'হীষিতি বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি দ্বারা

হীষ্ আদি নিধন-বিশেষের নিয়ম করা হইল। সেই নিয়ম-বিধি হীষাদির বিধায়ক নয়,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

সাম-গান বিষয়ে উচ্চত্ব ও নীচত্ব রূপ যে দুইটি ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মদ্বয় তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধিকরণে, যথাক্রমে বিচারিত হইয়াছে। প্রথম অধিকরণে এই 'কর্ত্তব্যমুচ্চৈঃ সামর্গভাাং' ইত্যাদি। তাহার অর্থ, জ্যোতিষ্টোম-যাগে 'উচ্চৈর্ঋচা ক্রিয়তে' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। সেই 'উচ্চৈর্ঋচা ক্রিয়তে' ইত্যাদি বিধিবাক্যে মন্ত্রবাচক ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং যদি উচ্চত্ব ও নীচত্ব মন্ত্র-ধর্ম্ম হয় ; তাহা হইলে যে সকল ঋক্ যজুর্ব্বেদে উৎপন্ন হয়, তাহা অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ কর্তৃক প্রযুক্ত হইলেও উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইবে। কিন্তু এতৎসিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কেন-না কোনরূপ বিরোধ উৎপন্ন হয় না বলিয়া, প্রবল উপক্রমবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই উপক্রমানুসারে উপসংহার-বাক্যের সমন্বয় করিতে হইবে। উপক্রম-বাক্যে বেদ শব্দ এইরূপে শ্রুত হইয়াছে ; যথা—'ত্রয়োবেদা অসৃজান্ত' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—'বেদত্রয় সৃষ্ট হইয়াছে ; তাহা এই,—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য (সূর্য্য) হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে।' উপক্রম-বাক্যে বেদ শব্দ শ্রুত হইয়াছে বলিয়া উপক্রম-বাক্যস্থিত বেদ-শব্দানুসারে বিধিবাক্যস্থিত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দও বেদবাচক। অতএব, যজুর্ব্বেদে উৎপন্ন ঋক্-সকলেরও অনুচ্চস্বরে পাঠ করিতে হইবে। 'উপক্রম-বাক্য অর্থবাদ মাত্র ; সুতরাং উহা দুর্ব্বল। কিন্তু উপসংহার-বাক্য বিধি-স্বরূপ বলিয়া উহা উপক্রম-বাক্য অপেক্ষা বলবান।' এতদুক্তি সমীচীন ও স্বীকার্য্য। কিন্তু যখন বিধির উদ্দেশ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার প্রাবল্য স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঋগাদি যে বেদ এই উচ্চত্ব, নীচত্ব বিচার-স্থলে প্রধানতঃ উপক্রম-বাক্যই সেইরূপ বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। সেই প্রথম অবস্থায় বিধির উদ্দেশ্য স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, সেই বিধির উদ্দেশ্য উপক্রম-বাক্যের বাধক হইতে পারে না। কিন্তু 'ঋক্ আদি যে বেদ' উপক্রম-বাক্যের দ্বারা এই বুদ্ধি প্রকাশিত হইলে, সেই বিধির উদ্দেশের উপক্রম ও উপসংহার বাক্যদ্বয়ের একত্ব প্রতিপাদনের পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয় অবিরোধে স্বরূপ-লাভ (আত্মপ্রকাশ) করিয়া থাকে। উক্ত প্রকারে উপক্রম ও উপসংহার এই দুই বাক্যের একত্ব প্রতিপাদন দ্বারা বিধির উদ্দেশ নির্ণীত হইয়াছে। এইজন্য ইহা বাক্য বিনিয়োগ।

অতঃপর দ্বিতীয় অধিকরণ কথিত হইতেছে ; যথা,—'যজুর্ব্বেদোক্তগমাধানম্' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—বহ্নি-স্থাপনে বামদেব্য প্রভৃতি সাম অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। যদিও ঐ সমস্ত সাম যজুর্ব্বেদবিহিত বহ্নিস্থাপনের অঙ্গ, তাহা হইলেও উক্ত বামদেব্য প্রভৃতি সাম সামবেদে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সামের উৎপত্তি-বাক্য শীঘ্র বোধগম্য হয়। সেইজন্য সামবেদের ধর্ম্মানুসারে (উচ্চৈঃস্বরে) উক্ত বামদেব্যাদি সমগ্র সাম গান করিতে হইবে। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না ; এবং সে সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কারণ, এস্থলে বিনিয়োগই প্রবল। সেই বিনিয়োগ যজুর্ব্বেদে শ্রুত হইয়াছে ; যথা,—'য এবং বিদ্বান বামদেব্যং গায়তি' ইতি। ইহার অর্থ এই,—'যিনি এই প্রকার (উচ্চতাদি) জ্ঞাত আছেন, তিনি বামদেব্য সাম গান করিয়া থাকেন।' গুণে (অপ্রধান অঙ্গ) যে মুখ্যের (প্রধান পদার্থের) অনুসরণ হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত। এস্থলে কে গুণ ও কে মুখ্য ; এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—এস্থলে আধান (বহ্নিস্থাপন) অঙ্গী, সুতরাং উহা প্রধান কর্ম্ম ; আর সামগান অঙ্গ বলিয়া গুণ (অপ্রধান) কর্ম্ম। আদান প্রধান কর্ম্ম ও সামগান গুণ কর্ম্ম,—এইরূপ স্থির হইলে, যেমন আধান-কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ 'ধর্ম্মঃ শিরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ অনুচ্চস্বরে পঠিত হয়, সেইরূপ সামসমুদয়কে আধানানুসারে অনুচ্চস্বরে গান করিতে হইবে। অথবা বিনিয়োগ বিধি কর্ম্মে অনুষ্ঠান-নির্ব্বাহক (অর্থাৎ, কর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ে পুরুষকে নিয়োগ করে) ; সুতরাং তাহা প্রধান বিধি। কিন্তু উৎপত্তি বিধি বিনিয়োগ-বিধির তুল্য নয় বলিয়া তাহা অপ্রধান। বিনিয়োগ-বিধি প্রধান বলিয়া এই যজুর্ব্বেদোক্ত বহ্নি স্থাপনের স্থলে বিনিয়োগ বিধি অনুসারে বামদেব্যাদি সাম অনুচ্চস্বরে গান করিতে

হইবে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে চতুর্থ ও পঞ্চম অধিকরণে স্তোম বিচার করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে চতুর্থ অধিকরণ এই,—'স্তোমবৃদ্ধৌ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ-ব্যাপদেশে 'একবিংশেনাতিরাত্রেণ' ইত্যাদি শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ,—'ঋত্বিক একবিংশস্তোম বিশিষ্ট অতিরাত্র-নামক যাগে প্রজাকামী যজমানকে দীক্ষিত করিবেন। পুনশ্চ উক্ত ঋত্বিক তেজস্কামী যজমানকে ত্রিনবস্তোম দ্বারা ও প্রতিষ্ঠাকামী যজমানকে ত্রয়স্ত্রিংশ নামক স্তোম দ্বারা, অতিরাত্র যাগে দীক্ষিত করিবে।' প্রকৃতিভূত বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রে তিনটি তৃচ আছে। তাহার মধ্যে 'উপাস্মৈ গায়তা' ইত্যাদি প্রথম তৃচ (উ. ১।প্র. ১। সূ. ১।২।২ ঋ) ; 'দবিদ্যুতত্যারুচা' ইত্যাদি দ্বিতীয় তৃচ (উ. ১।প্র. ১।সূ. ১।২।৩ ঋ) ; এবং 'পবমানস্য তে কব' ইত্যাদি তৃতীয় তৃচ (উ. ১।প্র. ৩।সূ. ১।২।৩ ঋ) ; সেই তিনটী তৃচের মধ্যে প্রত্যেক তৃচের শেষে সাম গান করা হইয়া থাকে। উক্ত গান দ্বারা ত্রিবৃৎ স্তোম নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যেরূপ পঞ্চদশ ও সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোম সম্বন্ধে গানবৃত্তি হয়, এই ত্রিবৃৎস্তোমে সেইরূপ গানাবৃত্তি হইবে না। উক্ত বহিষ্পবমান স্তোত্র, বিকৃতি-স্বরূপ অতি-রাত্র নামক যাগে অতিদেশ দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। 'ত্রিবৃৎ' স্তোমকে নিরস্ত করিবার জন্য, সেই অতিদেশ হইতে প্রাপ্ত বহিষ্পবমান-স্তোত্রে, একবিংশ প্রভৃতি স্তোম বিহিত হইয়াছে। বহিষ্পবমান-স্তোত্রে গানের আবৃত্তি নাই। এইজন্য উক্ত তিনটি তৃচে বিদ্যমান যে নয়টি ঋক্, তাহা দ্বারা একবিংশস্তোমের নিষ্পত্তি হয় না। অতএব সেই একবিংশ-স্তোম নিষ্পত্তির নিমিত্ত আরও চারিটি তৃচ আনয়ন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ত্রিনব (সপ্তবিংশ) স্তোম নিষ্পাদনের নিমিত্ত অতিরিক্ত ছয়টি ও 'ত্রয়স্ত্রিংশ' স্তোম নিষ্পত্তির নিমিত্ত আটটি তৃচ আনয়ন করিতে হয়। ঋকসমূহের আগমন পরে কথিত হইবে। প্রধান যাগ হইতে লব্ধ বহিষ্পবমান স্তোত্রের মধ্যে সেই অতিরিক্ত আগন্তুক মন্ত্রসমূহের সন্নিবেশ করিতে হইবে ; কারণ, দ্বাদশ-দিন-সাধ্য যাগ-কর্ম্মে উক্ত মন্ত্র-সমূহের সন্নিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। অধুনা সিদ্ধান্ত হইতেছে,—'দ্বাদশাহ' যাগে যে বাক্য উল্লিখিত আছে, তাহা এই,—'স্তোত্রিয়ানুরূপৌ তৃচৌ ভবতা' ইত্যাদি। তাহার অর্থ,—'প্রধান-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে তিনটি তৃচ বহিষ্পবমানস্তোত্রে বিদ্যমান আছে, তাহারা যথাক্রমে স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং পর্য্যাস এই নামত্রয়ে অভিহিত হইয়াছে। অতিদেশ-প্রাপ্ত অনুরূপ ও পর্য্যাস— এই দুই তৃচের মধ্যে 'বৃষণ্বৎ' শব্দ-যুক্ত কয়েকটী তৃচ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।' অতএব দ্বাদশাহ যাগে উক্ত আগন্তুক তৃচ-মন্ত্র সমূহ নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে উক্ত আগন্তুক মন্ত্র-সকল 'অতিরাত্র' যাগের মধ্যে বহিষ্পবমানে আসিতে পারে, সেরূপ কোনও বচন নাই। ফলতঃ, স্তোম-নিষ্পত্তির জন্য যে ক্রম প্রসিদ্ধ আছে, সেই ক্রমের বাধা না হয়, তন্নিমিত্ত উক্ত আগন্তুক মন্ত্র সমূহ অতিরাত্র-স্থলে-পঠিত তিনটি তৃচের শেষে সন্নিবিষ্ট হইবে। তৃচের মধ্যে তাহারা সন্নিবিষ্ট হইবে না,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধিকরণ কথিত হইতেছে ; যথা,—'আর্ভবে সাম্ন আগস্তোঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপ—চতুর্থ অধিকরণে 'অতিরাত্র' যাগকর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। সেই 'অতিরাত্র' যাগে মাধ্যন্দিন ও আর্ভব এই দুই পবমান স্তোত্র-সম্বন্ধী পঞ্চদশ ও সপ্তদশ নামক স্তোমদ্বয় অতিদেশ-বিধি দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত স্তোমদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য, তদপেক্ষা অধিক একবিংশাদি স্তোম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান বাচনিক। যেরূপ বহিষ্পবমানে ঋকের আগম হয়, সেইরূপ উক্ত একবিংশাদি স্তোমের অনুষ্ঠানে ঋকের আগম হয় না। পরন্তু সামের আগম দ্বারা স্তোম-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহা দশম অধিকরণে উক্ত হইবে। সেই আগন্তুক সাম, পূর্ব্বকথিত ঋক্-সমূহের ন্যায়, প্রস্তুত তৃচের শেষে নিবিষ্ট হইয়া থাকে সেইজন্য পঠিত তৃচ সমূহের মধ্যে, শেষ তৃচে, উক্ত সাম গান করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গেল। এক্ষণে সিদ্ধান্ত বলিতেছি। 'ত্রীণি

হবৈ যজ্ঞস্যোদরাণি' ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতির অর্থ—'স্তোমকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত তৃচের সহিত সামের সমন্বয়, এবং স্তোমকে হ্রাস করিবার জন্য উদ্বাপ (অনাগম) ব্যবস্থিত হয়। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে আবাপ ও উদ্বাপ হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্য ছন্দে তাহা সম্ভবপর নহে।' 'উচ্চাতে জাতমন্ধসঃ'—ইহা মাধ্যন্দিন পবমানের প্রথম তৃচ (উ ১।প্র৮। সূ১।২।৩ঋ) ; 'স্বাদিষ্ঠয়া'—ইহা আর্ভব পবমানের প্রথম তৃচ। উক্ত তৃচদ্বয় গায়ত্রীচ্ছন্দবিশিষ্ট। এইজন্য উক্ত তৃচদ্বয়ে সামের আবাপ আগম হইবে ; কিন্তু ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীছন্দবিশিষ্ট অপর দুইটী তৃচে সামের আগম করিবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, পঞ্চদশ অধিকরণে, স্তোম বিচার করা হইয়াছে। সেই অধিকরণ,—'এক স্তোমেঽন্য শব্দঃ স্যাৎ' ইত্যাদি। 'অন্যেন' ইত্যাদি বাক্যে 'অন্য' শব্দ পূর্ব্ব অধিকরণে উদাহৃত হইয়াছে। সেই 'অন্য' শব্দ এক-স্তোম বিশিষ্ট যজ্ঞে বর্ত্তমান আছে। কেন? তাহার কারণ—'ত্রিবৃদনম্' ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারা সেই একস্তোমবিশিষ্ট যজ্ঞের উপলব্ধি হইতেছে। উক্ত অর্থবাদের ব্যাখ্যা এই,—অগ্নিষ্টোম-যাগে 'ত্রিবৃৎ' 'পঞ্চদশ' 'সপ্তদশ' ও 'একবিংশ' এই স্তোম-চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে। সেই স্তোম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ত্রিবৃৎ নামক স্তোম বিকৃতিজন্যযাগ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ কোনও প্রধান যাগের অনুষ্ঠানানুসারে বিহিত এবং তদপেক্ষা ন্যূন-কালাদি-সাধ্য কর্ম্মকে বিকৃত কর্ম্ম কহে ; যেমন যাবজ্জীবন-কর্ত্তব্য দর্শপৌর্ণমাস যাগের বিকৃতি—মাসসাধ্য দর্শপৌর্ণমাস যাগ)। উক্ত 'ত্রিবৃৎ' স্তোম সেই যজ্ঞকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ সেই যজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গব্যাপক হয়। সেই যজ্ঞে অন্য কোনও স্তোম প্রবেশ করে না ; সেইজন্য একমাত্র 'ত্রিবৃৎ' স্তোম সমগ্র যজ্ঞস্বরূপে ব্যাপ্ত হইলে, এক-স্তোমবিশিষ্ট যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। এবম্প্রকারে পঞ্চদশ প্রভৃতি তিনটি স্তোমের ব্যাপ্তি স্থির করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে,—অর্থবাদ হইতে এক-স্তোমবিশিষ্ট যাগসমূহই প্রথম জ্ঞান-গোচর হইতেছে। এইজন্য 'অন্য' শব্দ দ্বারা সেই যাগ সমূহই কথিত হইতেছে। 'ত্রিবৃৎ' 'অগ্নিষ্টোম' ও 'পঞ্চদশ' 'উক্থ' ইত্যাদি এক স্তোম বিশিষ্ট যজ্ঞ। ষড়্রাত্রাদির মধ্যে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত কারণে অন্য শব্দ, এক স্তোম বিশিষ্ট যজ্ঞ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তাহার উত্তরে বলিতেছি,—'সতং দীপয়তি'। এই অর্থবাদ-অংশে কেবল 'ত্রিবৃৎ' আদি স্তোমের যজ্ঞ-প্রকাশ-কর্ত্তৃত্বই বলা হইতেছে। সেই যজ্ঞ-প্রকাশ-কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মব্যাপ্তিব্যাতিরেকে কেবল সম্বন্ধ হইতেই উপপন্ন হয়। এইজন্য অন্য শব্দ অগ্নিষ্টোম-যাগের প্রতিযোগী (যাহার অভাব বুঝায় তাহাকে প্রতিযোগী বলে ; এখানে অন্য শব্দে অগ্নিষ্টোম ভিন্ন যাবতীয় যাগকে বুঝাইতেছে)। সুতরাং বহু-স্তোম বা একস্তোম পক্ষে,—'অন্য' শব্দ সাধারণভাবে শ্রুত হইয়াছে। সেই অন্য শব্দ, এক-স্তোম-বিষয়ে প্রযুক্ত—বহু স্তোম বিষয়ে প্রযুক্ত নয়,—এরূপ সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। কারণ, 'অন্যেন' পদস্থিত অন্য শব্দ অগ্নিষ্টোম ভিন্ন সমস্ত যাগকে বুঝাইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে, তৃতীয় অধিকরণে, সমগ্র পৃষ্ঠ-স্তোত্রের অতিদেশ উদ্ভাবিত হইয়াছে ; যথা,—'বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ কিম্' ইত্যাদি। 'বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে সমগ্র পৃষ্ঠ-স্তোত্র বিশিষ্ট হয়',—এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত শ্রুতিতে যে সর্ব্বপৃষ্ঠ শব্দ আছে, তাহা অনুবাদ মাত্র। কেন-না, প্রধান যাগে সমগ্র পৃষ্ঠ-স্তোত্র পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর তদ্বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। 'জ্যোতিষ্টোম' যাগে মাধ্যন্দিন-পবমানের অনন্তর মাহেন্দ্র আদি চারিটী স্তোত্র ('অভিত্বা শূর নোনুমঃ' প্রভৃতি) বিদ্যমান আছে। সপ্তদশ স্তোম নিষ্পাদনানন্তর সেই চারিটী স্তোত্র গীত হইয়া থাকে। 'পঞ্চভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণোক্ত বিধান অনুসারে একটী সূক্তে বিদ্যমান ঋক্‌ত্রয়ের সপ্তদশ বার আবৃত্তি করাকে সপ্তদশ স্তোম বলে। উক্ত প্রকার সপ্তদশ স্তোত্রকে 'পৃষ্ঠ স্তোত্র' বলা হয়। 'পৃষ্ঠ সপ্তদশ সংখ্যক হয়'—এইরূপ শ্রুত হইয়া থাকে। ঐ সপ্তদশ পৃষ্ঠ-স্তোত্র অতিদেশ-বিধি দ্বারা 'বিশ্বজিৎ' যাগে

পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' শব্দ দ্বারা সেই সপ্তদশ পৃষ্ঠের অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করা হইতেছে। ইহা প্রথম পক্ষ। জ্যোতিষ্টোম যাগে রথন্তর ও বৃহৎ—এই দুই পৃষ্ঠ বিকল্পে বিহিত হইয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠদ্বয় 'বিশ্বজিৎ'-যাগেও অতিদেশ দ্বারা বিকল্পে পাওয়া যায়। কিন্তু 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' পদে 'সর্ব্ব' শব্দ দ্বারা উক্ত পৃষ্ঠদ্বয়ের সমুচ্চয় বিধান করা যাইতেছে। তাহা হইলে অনুবাদ-জন্য বিধির ব্যর্থতা হইবে না। ইহা দ্বিতীয় পক্ষ। 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' এই পদে যে 'সর্ব্ব' শব্দ আছে, সেই 'সর্ব্ব' শব্দ 'বহু' অর্থে প্রধান ; কিন্তু দুই সংখ্যাতে প্রধান নয়। সেইজন্য 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' শব্দে ছয়-সংখ্যক পৃষ্ঠ অতিদিষ্ট হইতেছে। ষড়হ (ছয়দিনসাধ্য) যাগে প্রতিদিন এক একটী পৃষ্ঠ বিহিত হইয়াছে। উক্ত ছয়টী পৃষ্ঠ-স্তোত্র—যথাক্রমে 'রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ্য, বৈরাজ, শাক্বর এবং রৈবত' এই ছয়টী সাম দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়। 'বিশ্বজিৎ'-যাগ একদিন-সাধ্য। এইজন্য উহা জ্যোতিষ্টোমযাগেরই বিকৃত স্বরূপ। কিন্তু 'ষড়হ'-যাগের বিকৃতিস্বরূপ হয় নাই। তথাপি, 'বিশ্বজিৎ' যাগে, 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' এই বাক্যের সামর্থ্যে, উক্ত ছয়টী পৃষ্ঠ-স্তোত্রের অতিদেশ করা যাইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে, দশম অধিকরণে, স্বর এবং সামসমূহের বিকার চিন্তিত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এই—'ন বিকারোঽবিকারে বা' ইত্যাদি। উক্ত অধিকরণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা,—সম্বৎসর-সাধ্য 'গবাময়ন' যাগে, 'প্রথম ছয় মাস ও অপর ছয়মাস'—এই দুই মাস-ষট্‌ক (অয়নের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ) আছে। তন্মধ্যে 'বিষুবৎ' নামক একটী প্রধান 'অহঃ'-স্তোত্র বিদ্যমান আছে। সেই 'অহঃ'-স্তোত্র দিবাভাগে কীর্ত্তন করিতে হয়। ঐ অহঃ-স্তোত্রের প্রথমে 'স্বরসাম' নামক 'অহঃ' সম্বন্ধি তিনটী বিশেষ বিদ্যমান। ঐ স্তোত্রের পরে তিনটী 'স্বর-সাম' বর্ত্তমান আছে। এতদভিপ্রায়ে শ্রুতি আছে,—'অভিতো দিবাকীর্ত্তং' ইত্যাদি। শ্রুতির অর্থ এই—'দিবাভাগে কীর্ত্তনীয় যে অহঃস্তোত্র, তাহার সর্ব্বত্র (আদিতে ও অন্তে) তিনটী স্বর-সাম হইবে।' সেই সমস্ত স্বর-সামে গ্রহ-(যজ্ঞিয়পাত্রবিশেষ) গণের যথাযথ স্থাপনের নিমিত্ত, সপ্তদশ স্তোম প্রভৃতি ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। অন্য স্থলে (বিকৃতিযাগে) 'পৃষ্ঠঃ ষড়হো দ্বৌ স্বরসামানৌ' এরূপ শ্রুতি আছে। তাহার অর্থ এই,—'পৃষ্ঠ ও ষড়হ এই দুইটী স্বর-সাম।' 'পৃষ্ঠ ও ষড়হ'-এই অহর্বিশেষদ্বয় পূর্ব্বকথিত স্বর-সামসমূহের বিকার নহে। কেন? কারণ, স্বর-সাম শব্দ বৈষ্ণব শব্দের তুল্য। 'বৈষ্ণব' শব্দ যেরূপ বিষ্ণুদেবতারূপ গুণ বিধান দ্বারা প্রধান কর্ম্মে সঙ্গত হইয়াছে, পরন্তু লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মসমূহের অতিদেশ করিতেছে না ; সেইরূপ স্বর-সাম শব্দ অহঃ-স্তোত্রে সামবিশেষের গুণ বিধান করিতেছে,—'সপ্তদশ স্তোম' প্রভৃতির ধর্ম্মাতিদেশ করিতেছে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—অন্য উপায়শূন্য 'পৃষ্ঠ ষড়হঃ' এই পুংলিঙ্গশব্দহেতু, পৃষ্ঠ ও ষড়হ অহর্বিশেষে বিহিত স্বরসামদ্বয় পূর্ব্বোক্ত স্বরসামসমূহের বিকারস্বরূপ হইয়াছে। তাহাই স্পষ্ট করা যাইতেছে,—'ষড়হ ও দুইটী স্বরসাম'—এই প্রকারে যে 'অষ্টাহ' যাগ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই অষ্টাহযাগে, ছয় দিনে, যথাক্রমে 'ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ' এই ছয়টী স্তোম অতিদেশ দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থির হইলে, তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিবসে করণীয় যে সপ্তদশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, এতদুভয়ের বিপর্য্যায় করিয়া, সপ্তম ও অষ্টম দিনে সপ্তদশ স্তোম প্রতিপন্ন করা হয় ; অর্থাৎ ঐ স্তোম যেন উক্ত দিনদ্বয়ে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইরূপ স্থির করা হইয়া থাকে। অনন্তর, অর্থবাদের দ্বারা অবশিষ্ট শেষদিনত্রয়ে সপ্তদশ স্তোমের নিরন্তরত্বই বলা হইতেছে। 'যৎ তৃতীয়ং সপ্তদশমহঃ' ইত্যাদি ব্যত্যাস-(বিপর্য্যায়) বিধি। তাহার অর্থ,—তৃতীয় দিনে কর্ত্তব্য যে সপ্তদশ স্তোম, তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের স্থানকে বিপর্য্যায়রূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ সপ্তদশ স্তোমের স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের স্থানে সপ্তদশ স্তোম হইয়া থাকে ;—ইহাই বিপর্য্যায় ভাব। 'ত্রয়াণাং সপ্তদশানামনবধানতায়াঃ'—ইহা অর্থবাদ। সেই অর্থবাদ দ্বারা যদি স্বর-সাম শব্দে আদি

ও অন্ত দিনে সপ্তদশ স্তোম অতিদিষ্ট হয়, তাহা হইলে অষ্টাহ-যাগের শেষ তিন দিনে সপ্তদশ স্তোমের নিরন্তরত্ব (অবিচ্ছেদে প্রাপ্তি) উপপন্ন হয়। অন্যথা তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, উক্তরূপে সপ্তদশ স্তোমের নিরন্তরত্ব উপপন্ন হয় বলিয়া, বৈষ্ণব শব্দের যুক্তি অনুসারে স্বর-সাম শব্দে গুণ-বিধি বিহিত হইবে না ; কিন্তু সপ্তদশ স্তোম প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের অতিদেশ বিধি হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত সম্মত।

অনন্তর দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের নবম অধিকরণ কথিত হইতেছে, যথা,—'বাধ্যং শ্লোকাদিনাজ্যাদি ন বাদ্যঃ স্তুতিলিঙ্গতঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা—'মহাব্রত বিষয়ে (ঋত্বিক্‌গণ) 'সদঃ' নামক মণ্ডপের সম্মুখে শ্লোকের দ্বারা এবং পশ্চাতে অনুশ্লোকের দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন',—এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত মহাব্রতে 'শ্লোক' 'অনুশ্লোক' প্রভৃতি সামসমূহ কর্ত্তৃক প্রকৃতি (প্রধান) কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু আজ্য ও পৃষ্ঠাদি নামক স্তোমস্থিত রথন্তর, বামদেব্য প্রভৃতি সমস্ত সাম বাধিত হইবে। কেন? কারণ, 'স্তুবতে' এই বাক্যে বাধকতামূলক প্রকৃতিগত সামর্থ্য দেখা যাইতেছে। প্রকৃতিস্থলে 'আজ্যৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে', এইরূপ শ্রুত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। ভাল, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি,—এস্থলে (মহাব্রতে) স্তুতির অনুবাদ করিয়া, তাহাতে দেশ ও সাম এই গুণদ্বয় বিধান করিতেছ অথবা উক্ত গুণদ্বয়বিশিষ্ট স্তুতি বিধান করিতেছ? প্রথম পক্ষ বলিতে পার না ; কেন-না, তাহাতে বাক্যভেদরূপ দোষ ঘটে। দ্বিতীয় পক্ষে, কার্য্যের বিভিন্নতা-হেতু, দেশ, সাম ও স্তুতি ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও বাধ্য নয়, সুতরাং তাহাদের সমুচ্চয় হইবে। এই পর্য্যন্ত নবম অধিকরণের মীমাংসা।

দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে, দশম অধিকরণে বলা হইয়াছে—'কৌৎস্য' আদি সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের বাধক ; যথা,—'সমুচ্চীয়েত কৌৎসাদি যদ্বা প্রাকৃতবাধকং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বিকৃতিযাগবিশেষে 'কৌৎস' ও 'কাণ্ব' সাম হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত 'কৌৎস' প্রভৃতি সামকে, প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত সামের সহিত সমুচ্চিত (সম্মিলিত) করা হয়। কেন? কারণ, প্রকৃতি-সম্বন্ধী সামের স্তুতিবোধক সামর্থ্য নাই ; এইজন্য কার্য্যেরও অভিন্নতা নাই। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন-না, প্রকরণবশতঃ সামকে ও স্তুতিকে যজ্ঞের অঙ্গরূপে পাওয়া যাইতেছে। অনন্তর মন্ত্রাক্ষর-প্রকাশ সামর্থ্য-রূপ প্রকৃতিগত লিঙ্গকার্য্যের অভিন্নতা প্রতীত হইতেছে। কার্য্যের অভিন্নতা বোধ হইতেছে বলিয়া কৌৎস আদি সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের বাধক হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

একাদশ অধিকরণে 'এক দ্বি' ইত্যাদি উক্তি আছে বলিয়া 'কৌৎসাদি সাম প্রকৃতিগত সামের বাধক হইবে'— এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে ; যথা—'তৎসর্ব্ববাধকং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা এই,—এই অধিকরণে যে 'তৎ' পদ আছে, তাহা পূর্ব্বকথিত কৌৎসাদি সামকে বুঝাইতেছে। উক্ত অধিকরণে আশঙ্কা এই যে, কৌৎস সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সমস্ত সামের নিবর্ত্তক, এবং কাণ্ব নামক সামও উক্তরূপ সমগ্র সামের নিবর্ত্তক। এইরূপে কৌৎস প্রভৃতি প্রত্যেক সামের সর্ব্বসামনিবর্ত্তকত্ব বলা হইতেছে। যে সাম একবচনান্ত, তাহা একমাত্র সামের নিবর্ত্তক, দ্বিবচনান্ত সাম সামদ্বয়ের, আর বহুবচনান্ত সাম বহুসংখ্যক সামের নিবর্ত্তক হইবে। এস্থলে তদ্বিষয় বলা যাইতেছে। উক্ত আশঙ্কায়, প্রথম পক্ষ পাওয়া যাইতেছে ; কারণ, কৌৎস প্রভৃতি সামসমূহ, প্রত্যেকেই প্রকৃতি-প্রাপ্ত সমস্ত সামের নিবর্ত্তক হইবে না, এরূপ কোনও নিয়মবিধি নাই। সুতরাং শেষ পক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন রূপ শ্রুতি উক্তরূপ নিয়ম করিয়াছে। একবচনাদি শ্রুতি এই—'কৌৎসং ভবতি বশিষ্ঠস্য জনিত্রে ভবতঃ ক্রৌঞ্চানি ভবন্তি' ইতি। প্রকৃতি-সামের নিবর্ত্তক কৌৎসাদি সামে এক, দ্বি ও বহুবচন শ্রুত হইতেছে ; সেই একবচনাদি বচনত্রয় দ্বারা বাধ্য প্রকৃতিগত সামসকল একাদি-সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে

অবাধিত সামবিষয়ক অতিদেশ-বিধি অনুগৃহীত হয়। কিন্তু যদি প্রকৃতিগত সমস্ত সামের বাধ হয়, তাহা হইলে সমগ্র অতিদেশ-বিধি বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাতিদেশ বিরুদ্ধ হইবে ; পরন্তু কৌৎসাদি প্রত্যেক সাম, সমগ্র প্রকৃতিগত সামের বাধক হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশ অধিকরণে স্তোমের বৃদ্ধি ও অবৃদ্ধি, এতদুভয়-প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের নিবৃত্তি বিচারিত হইয়াছে ; যথা,—'স্তোমস্থয়োর্বৃদ্ধাবৃদ্ধ্যোঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বৃদ্ধস্তোম-বিশিষ্ট ও অবৃদ্ধস্তোমবিশিষ্ট কতকগুলি বিকৃতিযাগ আছে। সেই উভয়বিধ যাগে যে সকল সাম উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সাম কর্তৃক অতিদিষ্ট সামসমূহের নিবৃত্তি হইবে ; অন্যথা, সামের উৎপত্তি-বিধান ব্যর্থ বা নিরর্থক হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অবৃদ্ধস্তোমবিশিষ্ট বিকৃতি-যাগে স্তোমের বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং, প্রয়োজন-বশতঃ উপদিষ্ট-সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের নিবর্ত্তক হইবে ; কিন্তু বৃদ্ধ-স্তোমবিশিষ্ট বিকৃতি-যাগে উক্ত সামের উপযোগিতা আছে বলিয়া স্তোমের বৃদ্ধি করিলে, উপদিষ্ট-সাম প্রকৃতি প্রাপ্ত সামের নিবর্ত্তক হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

স্তোত্রে 'ছন্দঃ'-বিশেষে সামের আবাপ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে ; যথা,—'ক্বাপি স্তোত্র ঋচি ক্বাপি স্যাদাবাপস্তয়োর্দ্ধতিঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা এই,—অবৃদ্ধস্তোত্রবিশিষ্ট যাবতীয় বিকৃতি যাগে, প্রকৃতি-যাগ হইতে অতিদেশ-প্রাপ্ত সামের উদ্বাপ (পরিত্যাগ) এবং সাক্ষাৎ-উপদিষ্ট সাম-সমূহের আবাপ (গ্রহণ) করিতে হইবে ; আর বৃদ্ধস্তোমবিশিষ্ট যাবতীয় বিকৃতি-যাগে উক্ত অতিদেশ ও উপদেশ-প্রাপ্ত উভয়বিধ সামেরই আবাপ করিতে হইবে। এতদ্বিষয় পূর্ব্ব (দ্বাদশ) অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে। সেই আবাপ ও উদ্বাপ, যে কোনও স্তোত্রে অথবা যে কোনও ঋকে, হইতে পারে। কেন? কারণ, স্তোত্রে আবাপ ও উদ্বাপ হইবে কিন্তু ঋকে হইবে না,—এরূপ কোনও নিয়ম-বিধি নাই। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। যাহা হউক, উক্ত পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর মত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, এবকারের দ্বারা প্রকৃতি-প্রাপ্ত 'পবমান' ব্যতীত অন্যবিধ আজ্য স্তোত্র-সমূহে এবং পরিসংখ্যা-বিধি দ্বারা গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুভ্ ভিন্ন অন্য ছন্দঃ-বিশিষ্ট ঋক্-সমূহে আবাপ ও উদ্বাপ পাওয়া গিয়াছে। এবকার সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুত হইয়াছে,—'ত্রীনিহবৈ যজ্ঞস্যোদরাণি', ইত্যাদি। ঐ শ্রুতির অর্থ,—গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুভ্ এই যে তিনটী ঋক্ আছে, তাহারা যজ্ঞের তিনটি উদর স্বরূপ হইয়া থাকে। উক্ত উদরত্রয়ে ঋত্বিক্‌গণ সামের আবাপ করিয়া থাকেন। তাহাতে উদ্বাপও সম্পন্ন হয় ; (আবাপ করিলে উদ্বাপ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ)। ভাল! উল্লিখিত স্তোত্র বা ঋক্-সমূহ ভিন্ন আবাপ ও উদ্বাপ অন্য স্থলে না হউক ; কিন্তু বিবক্ষিত-স্থলে কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে,—'ত্রীণি হ বৈ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবাপ ও উদ্বাপ বিধান করা হইয়াছে। এই জন্য, বিবিক্ষিত স্থলে, আবাপ ও উদ্বাপ পাওয়া যায়। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধান্তে বলা যায়—'ত্রীণি হ বৈ' ইত্যাদি বাক্য অন্য কোনও বাক্যের পোষক নয় বলিয়া উহাকে অর্থবাদ বলা যায় না ; অপূর্ব্ব (অদৃষ্টরূপ) ফল সম্পাদক বলিয়া অনুবাদও বলা যায় না। কারণ, উক্ত বাক্য-অর্থবাদ বা অনুবাদ হইল না বলিয়া, পবমান-স্তোত্রে এবং গায়ত্রী প্রভৃতি ঋক্‌ত্রয়ে উভয়ত্রই আবাপ ও উদ্বাপ হইবে ; কিন্তু অন্য স্থলে হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে যে,—কণ্বরথন্তর নামক সাম নিজের উৎপাদিকা ঋকেই গীত হইবে ; যথা,—'বৃহদ্রথন্তরৈকীয়যোনৌ কণ্বরথন্তরং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বৈশ্যস্তোমরূপ বিকৃতি যাগে যে পৃষ্ঠস্তোত্র বিহিত হয়, 'কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি' এই শ্রুতি অনুসারে, তাহাতে কণ্বরথন্তররূপ সাম-বিশেষ বিহিত হইয়াছে। প্রকৃতিরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে যে পৃষ্ঠস্তোত্রের বিধান আছে, তাহাতে বৃহৎ ও রথন্তর এই সামদ্বয় বিকল্পে বিহিত হইয়াছে। 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (ছ ৩।১-৫-২) এই ঋক্, 'বৃহৎ' সামের উৎপাদিকা, এবং

'অভি ত্বা শূরঃ' (ছ. ৩।১-৫-১) এই ঋক্, 'রথন্তর' সামের উৎপাদিকা। 'পুনানঃ সোমঃ' (ছ. ৫।১-৩-১) এই ঋক্, কণ্বরথন্তরের উৎপাদিকা। 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামদ্বয়ের মধ্যে একটী সামের উৎপাদিকা যে ঋক্‌টী, তাহাতে কণ্বরথন্তর নামক সাম গান করিতে হইবে। কেন? কারণ,—অতিদেশ-বিধি-দ্বারা প্রাপ্ত বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়ের কোনও বিশেষ নিয়ামক বিধি নাই। অথবা, রথন্তর সামের উৎপাদিকা যে ঋক্, তাহাতেই কণ্বরথন্তর সাম গান করিতে হইবে। কেন? কারণ, রথন্তর নামক সামসম্বন্ধী ধর্ম্মের অতিদেশ করিবার নিমিত্তই 'রথন্তর' নামের সাদৃশ্য খ্যাপন করা হইয়াছে। অতএব ঐ নাম-সাদৃশ্যই উক্ত বিষয়ের নিয়ামক। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—তুমি (পূর্ব্বপক্ষবাদী) যাহা বলিলে, তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ—'বৃহৎ' ও 'রথন্তর', এই সামদ্বয়ই প্রকৃতিস্থলে অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সামদ্বয়ের উৎপাদিকা দুইটি ঋক্ প্রকৃতিস্থলে অঙ্গরূপে বিহিত হয় নাই। এই জন্য, উক্ত ঋক্‌দ্বয় অতিদেশ-বিধি দ্বারা পাওয়া যায় না। 'বৃহৎ ও রথন্তর' সামদ্বয়ের উৎপাদিকা দুইটী ঋক্ বিকৃতিস্থলে অতিদেশ দ্বারা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, তাহাদের স্ব স্ব উৎপাদিকা ঋকে কণ্বরথন্তর সাম গান করিতে হইবে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। সামগায়কগণের উত্তরাগ্রন্থের পাঠ হইতে সামের স্বীয় উৎপাদিকা ঋকে কণ্বরথন্তর প্রাপ্তির বিষয় বুঝিতে হইবে। এইরূপ স্থলে, 'পুনানঃ সোমঃ' শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, কণ্বরথন্তর সামের উৎপাদিকা ঋকের হানি হইবে না; অথচ অশ্রুত 'বৃহৎ রথন্তর' সামদ্বয়ের উৎপাদিকা ঋক্‌দ্বয়ের কল্পনাও হইবে না।

'উত্তরা' ঋক্‌দ্বয়ে 'কণ্বরথন্তর' সাম গান করিতে হইবে,—পঞ্চবিংশ অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে; যথা,—'সন্দেহ নির্ণয়ৌ পূর্ব্ববদেবোত্তরয়োর্ঋচোঃ'। ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে' এই শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তিনটি ঋক্ 'কণ্বরথন্তর' সামের আশ্রয়। উক্ত ঋক্‌ত্রয়ের মধ্যে একটী ঋক্ কণ্বরথন্তরের উৎপাদিকা, এবং অপর দুইটি স্ব স্ব উৎপাদিকা ঋকের উত্তরা। বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় সম্বন্ধেও এতদনুরূপ বিধি বিহিত হইবে। উক্ত স্থলে অতিদেশপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিধি না থাকায়, বৃহৎ ও রথন্তর সামে, কিম্বা রথন্তর সামের দুইটি উত্তরা ঋকে, ইচ্ছানুরূপ 'কণ্বরথন্তর' সাম গান করিতে হইবে। ইহা প্রথম পক্ষ। পক্ষান্তরে 'রথন্তর' এই নামের সাদৃশ্য-হেতু, 'রথন্তর' সামের দুইটি উত্তরা ঋকে, 'কণ্বরথন্তর' সাম গান করিতে হইবে। প্রকৃতি-যাগে দুইটি 'উত্তরা' ঋক্ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অঙ্গ হয় নাই। তাহা না হইলেও প্রথমতঃ সাম-দ্বারা উক্ত ঋক্‌দ্বয়ের অঙ্গত্ব স্বীকার করা হয়; তদনন্তর অতিদেশ বিধি দ্বারা তাহাদের প্রাপ্তি হয়। এই জন্য দুইটি পক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত দুই পক্ষই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রেত। অধুনা সিদ্ধান্তবাদীর মত উল্লিখিত হইতেছে; যথা,—যোনি ঋকের ন্যায় দুইটি 'উত্তরা' ঋক্‌ও গ্রন্থে পঠিত হইয়াছে। এই জন্য উক্ত 'কণ্বরথন্তর' সাম, স্বীয় উৎপাদিকা ঋকের দুইটি উত্তরা ঋকে গান করিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তরূপ তৃতীয়পক্ষ। পূর্ব্ব অধিকরণ অপেক্ষা, এই অধিকরণের বিশেষ বিচার এইরূপ; যথা,—বৃহৎ ও রথন্তর এই সামদ্বয়ের উত্তরা ঋকে, কিম্বা স্বীয় উৎপাদিকা ঋকের দুইটি উত্তরা ঋকে, কণ্বরথন্তর সাম গান করা হউক। সর্ব্বপ্রকারেই স্বীয় যোনি (উৎপাদিকা) ঋকের ত্যাগ, অর্থাৎ উদ্বাপ এবং অপর ঋকের গ্রহণ অর্থাৎ আবাপ, এতদুভয়ই সমান। তাহা হইলে এস্থলে অতিদেশ-বিধিই প্রাপক অর্থাৎ প্রধান বিধি হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। 'তৃচ' শব্দ সমান-ছন্দো-বিশিষ্ট, এবং একদেবতাযুক্ত তিনটি ঋকেই তাহা প্রসিদ্ধ। এই হেতু, সাক্ষাৎ 'তৃচে' শ্রুতি দ্বারা অতিদেশ-প্রাপ্তির বাধ হইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্তবাদীর অভিপ্রায়।

পঞ্চম-পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে, 'তিসৃষু' এই শ্রুতিতে, প্রথম তৃচ (তিনটি ঋক্) বিবক্ষিত হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় অধিকরণ এই, 'তৃচাদ্যাসু তৃচেবাদ্যে' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'এক-সংখ্যা ও ত্রি-সংখ্যা, এতদুভয়ের

পরস্পর ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,—'একত্রিক' নামক কোনও একটী যজ্ঞ হইয়া থাকে। সেই যজ্ঞ এইরূপে শ্রুত হয় ; যথা—'অথৈষ একত্রিকঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—অনন্তর 'একত্রিক' যজ্ঞ ব্যাখ্যাত হইতেছে। 'সেই 'একত্রিক' যজ্ঞে, একটি ঋকে বহিষ্পবমান স্তোত্র, তিনটি ঋকে হোতার আজ্য-স্তোত্র, পুনরায় একটি ঋকে মৈত্রাবরুণের ও ঋক্‌ত্রয়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (ঋত্বিক্ বিশেষের) আজ্য-স্তোত্র, পুনশ্চ আর একটি ঋকে অচ্ছাবাকের আজ্যস্তোত্র এবং তিনটি ঋকে মাধ্যন্দিন পবমান (হইয়া থাকে)।' প্রধান-যাগে, 'মাধ্যন্দিন পবমান' সূক্তে তিনটি তৃচ আছে ; যথা,—'উচ্চাতে জাতম্' (উ ১। প্র ৮। সূ ২।৩ ঋ), এইটী প্রথম তৃচ ; ইহা গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্টঃ। 'পুনানঃ সোমঃ' (উ ১। প্র৯। সূ১।২।৩ ঋ)—এইটী দ্বিতীয় তৃচ ; ইহা বৃহতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। 'প্র তু দ্রব্যাং' (উ ১১। প্র২০। সূ১।২।৩ ঋ)—এইটী তৃতীয় তৃচ ; ইহা 'ত্রিষ্টুভ্' ছন্দোবিশিষ্ট। এই অভিপ্রায়েই 'ত্রিচ্ছন্দা আবাপো মাধ্যন্দিনঃ,—এই প্রকার শ্রুতি হইয়াছে। উক্ত প্রকারে বিচার্য্য বাক্য স্থির হইলে, 'একত্রিক' যাগের মাধ্যন্দিন পবমানোক্ত 'তিসৃষু' ইত্যাদি বাক্যে এই সংশয় হইতেছে যে, তিনটি তৃচের প্রথম ঋক্‌ত্রয় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? কিংবা প্রথম তৃচে বিদ্যমান ও যথাক্রমে পঠিত যে ঋক্‌ত্রয়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে? এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—প্রবল-ছন্দত্রয়ে বৈশিষ্ট্য শ্রুতি দ্বারা দুর্ব্বল পাঠক্রমকে বাধিত করা যায়। সুতরাং উক্ত সংশয়ের প্রথম পক্ষই গ্রাহ্য। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, উত্তরে বলা যাইতেছে,—এই যে ছন্দঃ-বিশিষ্টতা, তাহা প্রকৃতি যাগসম্বন্ধিনী। কারণ, সেই প্রকৃতিযাগে ছন্দত্রয়বিশিষ্ট তিনটী তৃচ উপদিষ্ট হইয়াছে ; যদি বল,—'বিকৃতি-স্থলেও সেই ছন্দঃত্রয়-বিশিষ্ট তিনটী তৃচই অতিদিষ্ট হইয়াছে।' কিন্তু তাহাও বলিতে পার। উক্ত তৃচত্রয়ের অতিদেশ হয়, এই জন্যই পাঠক্রমও অতিদিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে, অগ্রে আরব্ধ গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট তৃচের সমাপ্তি হয়। তৎপরে বৃহতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট তৃচে প্রথম ঋকের আরম্ভ হয় ; এবং সেই আরম্ভ 'তিসৃষু' প্রভৃতি বিশেষ বিধান দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। বৃহতীসম্বন্ধীয় তৃচস্থিত প্রথম ঋকের আরম্ভ বিশেষ-বিধি দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া সমগ্র প্রথম তৃচ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় অধিকরণে, একটী ঋকে, 'ধূঃ গান কর্ত্তব্য'—এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত অধিকরণ,—'তৃচে স্যাদৃচি বৈকস্যাম্' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'একত্রিক' যাগে বিশিষ্ট-সম্বন্ধ দ্বারা একমাত্র ঋকে যে সকল স্তোত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই স্তোত্র-সমূহে যে ধূর্গান হয়, তাহা কি তৃচে হইবে, কিম্বা একটী মাত্র ঋকে হইবে?—ইহাই সংশয়। উক্ত সংশয়-নিরসনে, 'অতিদেশ-বিধি দ্বারা তৃচে ধূর্গান হইবে' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহার উত্তরে বলিতেছি,—এই 'একত্রিক' যাগে একটী মাত্র ঋকে 'ধূর্' গান হইবে। কেন? কারণ, 'আবৃত্তং ধূর্ষু স্তুবতে' এই শ্রুতি দ্বারা গানের আবৃত্তি বিহিত হইয়াছে। যদি বল, তৃচে গান করিলেও 'সামের' বারত্রয় আবৃত্তি হইবে না কি? না, আবৃত্তি হইবে না। কারণ, আবৃত্তি স্তুতির বিশেষণ। যে পদ-সমূহ বা বাক্য গুণকীর্ত্তন করে, সেই পদসমূহের নাম স্তুতি। ঋকের আবৃত্তি ভিন্ন সেই স্তুতি ঋক্‌ত্রয়ে সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ঋকের আবৃত্তি ভিন্ন স্তুতি সিদ্ধ হয় না বলিয়া একটী মাত্র ঋকে 'ধূর্' গান করিতে হইবে।

'অন্য সামের আগম হইতে স্তোমের বৃদ্ধি হয়'—ইহাই ষষ্ঠ অধিকরণের বক্তব্য। ষষ্ঠ অধিকরণ এই,—'স্তোমবৃদ্ধিঃ কিমভ্যাসাৎ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বিরুদ্ধ স্তোমবিশিষ্ট যাগের এইরূপ উল্লেখ আছে ; যথা,—'একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ' ইত্যাদি। এই শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। প্রকৃতি-যাগস্থিত ত্রিবৃৎ ও পঞ্চদশ প্রভৃতি স্তোম অপেক্ষা একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ এই কয়েকটী স্তোম বিশেষরূপে বর্দ্ধিত। প্রকৃতি-প্রাপ্ত সাম-সমূহের অভ্যাস (পুনঃপুনঃ উল্লেখ) প্রযুক্ত উক্ত একবিংশাদি স্তোমের বৃদ্ধি হয়, কিংবা প্রকৃতি-

প্রাপ্ত সাম ভিন্ন অন্য সামের আগমহেতু তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে? অশ্রুত যে সামের আগম, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। এইজন্য প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামসমূহের অভ্যাস হইতেই উক্ত স্তোমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। অতঃপর সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—অভ্যাসও সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুত হয় নাই। কিন্তু একবিংশাদি সংখ্যা-পূরণের নিমিত্ত অভ্যাসের কল্পনা করা হয়। দ্রব্য-গত সংখ্যা ভিন্ন দ্রব্যের দ্বারাই সংখ্যা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল একদ্রব্যের আবৃত্তি দ্বারা তাহা পূরণ হয় না। দেখ,—একটীমাত্র ঘটকে, আটবার আনয়ন করিয়া, পরে 'আমার গৃহে আটটী ঘট আছে' এরূপ বাক্য কেহ ব্যবহার করে না। উক্ত কারণে,—স্তোমের অবয়বরূপ দ্রব্যগত যে সংখ্যা, তাহাতে স্তোমের অবয়ব-স্বরূপ সমস্ত সাম-পদার্থের ভেদ বুঝাইতেছে। উক্ত ভেদ, প্রকৃতি-প্রাপ্ত সাম ভিন্ন, অন্য সামে আগম-প্রতিপাদক-সমর্থ ; আবাপের উদ্দেশে 'অত্রহ্যেবাবপন্তি' এইরূপ যে দেশবিশেষ-নিরূপক বিধি আছে, তাহা সামান্তরের উৎপত্তি-নিষ্পাদক দ্বিতীয় সামর্থ্য। ফলতঃ, সামান্তরের আগম দ্বারা স্তোমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'বহিষ্পবমানের বৃদ্ধি করিতে হইলে ঋকের আগম কর্ত্তব্য'। সপ্তম অধিকরণে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। সেই সপ্তম অধিকরণ এই,—'কিং বহিষ্পবমানর্দ্ধৌ' ইত্যাদি। প্রকৃতিস্থলে প্রাতঃসবনকালে বহিষ্পবমান স্তোত্রের স্তোম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; বিকৃতি-যাগে সেই স্তোমের বৃদ্ধি হইলে, পূর্ব্ব অধিকরণে কথিত নিয়মানুসারে, সামান্তরের আগম পাওয়া যায়। অতঃপর বলিতেছি,—'একং হি তত্র সাম'। এই শ্রুতি দ্বারা বহিষ্পবমানের উল্লেখ করিয়া সেই বহিষ্পবমানে সামের একত্ব কথিত হইয়াছে। এইজন্য সামান্তরের আগম সম্ভবপর নয়। যদি বল, 'যখন সামান্তরের আগম সম্ভবপর হইল না, তখন প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের অভ্যাস দ্বারা একবিংশাদি সংখ্যার পূরণ হউক।' কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, 'পরাগ্‌বহিষ্পবমানেন স্তুবন্তি' এই শ্রুতিতে 'পরাক্' শব্দ দ্বারা অভ্যাস প্রতিসিদ্ধ (নিবারিত) হইয়াছে। ফলতঃ, বিকৃতিস্থিত বহিষ্পবমান স্তোত্রের বৃদ্ধি করিতে সামান্তরের আগম হইবে না ;—ঋকের আগম হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'একটি সাম তৃচে গান করিতে হইবে'—ষষ্ঠ পাদের প্রথম অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে ; যথা,—'সামৈকস্যাং তৃচে বা স্যাৎ' ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে,—অধ্যয়নকারিগণ পবমান আজ্য পৃষ্ঠ আদি স্তোত্র-সমূহে বিহিত যে রথন্তর বৃহৎ ও বৈরাজ প্রভৃতি সাম একটী ঋকে অধ্যয়ন করেন ; সেই রথন্তর প্রভৃতি সাম, স্তোত্র-প্রয়োগের সময়েও কি একটী ঋকে গান করিতে হইবে? কিংবা তৎকালে তৃচে গান করিতে হইবে? এস্থলে ইহাই সংশয়। অনুষ্ঠানের নিমিত্ত অধ্যয়ন হইয়া থাকে। এই হেতু, যেরূপ একটি ঋকে সামের অধ্যয়ন করা হইয়াছে, সেইরূপ একটী ঋকে সাম গান করিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। আট অক্ষরে প্রথম ঋকের এবং দুই অক্ষরে দুই উত্তরা ঋকের স্তুতি করা হয়। এইরূপে প্রস্তাবক (ঋত্বিক্-বিশেষ) ঋক্‌ত্রয়ে 'গেয়' অংশ নিরূপণ করিয়া থাকেন। ইহাই 'তৃচ' রূপ পদার্থ-প্রতিপাদক সামর্থ্য। 'ঋক্ সামেবাবমিথুনৌ সম্ভবাবঃ' ইত্যাদি বাক্য ঋক্-দেবতা ও সাম-দেবতা এতদুভয়ের পরস্পর আলাপ-রূপ অর্থবাদ। সেই অর্থবাদে সাম-দেবতা একটী ঋক্‌কে এবং অপর দুইটী ঋক্‌কে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনটি ঋক্ স্বীকার করিয়াছেন। এই অর্থবাদ-বাক্য দ্বিতীয় তৃচ-প্রতিপাদন-সামর্থ্য। উক্ত দুই সামর্থ্য কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট (প্রবল) 'একং সাম তৃচে গীয়তে স্তোত্রিয়ং' এই বচন হেতু, একটি সাম তৃচে গীত হইবে। ইহাই (ষষ্ঠ পাদের প্রথম অধিকরণের) সিদ্ধান্ত।

'স্বর্দৃক্ শব্দ মীলন পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইবে'—দ্বিতীয় অধিকরণে তদ্বিষয় বিচারিত হইয়াছে ; যথা,—'স্বর্দৃক্ শব্দে বীক্ষণে চ কিংস্যাদঙ্গাঙ্গিতাঽথবা।' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা, 'রথন্তর' সামের উৎপাদিকা 'অভি ত্বা শূর' ঋকে, 'স্বর্দৃক্' শব্দ—'ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশম্' এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে উদ্‌গাতার তৃচ-কর্ত্তৃ

আছে ; কারণ, তৎসম্বন্ধে 'রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সম্মীলয়েৎ' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। উক্ত বিষয় এই,—'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ ও বীক্ষণ এতদুভয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব বিহিত হইতেছে অথবা 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে? উক্ত সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—'সম্মীলন-বাক্য হইতে বীক্ষণ-বাক্য ভিন্ন। সেইজন্য সম্মীলন পর্য্যন্ত 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। পরন্তু 'রথন্তরে প্রস্তূয়মাণে' ইত্যাদি বাক্যে 'বীক্ষেত' এই লিঙ্প্রত্যয় বিধিরূপে শ্রুত হইতেছে। সেই কারণে, 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ বীক্ষণের অঙ্গ, অথবা বীক্ষণ তাহার অঙ্গ। এইরূপে 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ ও বীক্ষণ, এতদুভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝিতে হইবে। উক্ত প্রকারে অঙ্গাঙ্গিভাব স্থির হইলে, 'স্বর্দৃক্' শব্দ রহিত ঋক্দ্বয়ে গীত 'রথন্তর' সামেও সম্মীলনের অনুবৃত্তি ফলবতী হইবে। প্রতি,—এই বাক্যের অন্তর্গত কর্ম্ম-বিজ্ঞাপক 'প্রতি' শব্দ মীলন-কাল পর্য্যন্ত 'স্বর্দৃশ্' শব্দের উচ্চারণ কর্ত্তব্য তাহা প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে বাক্যের বিভিন্নতা নাই। কারণ, এস্থলে একবাক্যতার সম্ভব আছে। কিরূপে একবাক্যতা সম্ভব হয়, অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমাণ না থাকিলেও বিরোধ-পরিহারের নিমিত্ত বীক্ষণ উপপন্ন হইতেছে। এই হেতু, বীক্ষণের নিমিত্ত পৃথক্ বিধি করিতে হইবে না। তাহা হইলে, 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ পর্য্যন্ত সম্মীলন করিতে হইবে',—এবম্বিধ একটী বাক্য প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপে স্বর্দৃশ্ শব্দের সম্মীলন সিদ্ধ হওয়ায়, 'উত্তরা' ঋকদ্বয়ে মীলন-বিধির অভাব প্রতিপন্ন হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

"দিন-ভেদে 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামের প্রয়োগ হইবে",—তৃতীয় অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। সেই তৃতীয় অধিকরণ এই,—'গবাময়নিকে পৃষ্ঠাষড়হে প্রত্যহং দ্বয়ং।' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা, 'দ্বাদশাহ'-যাগে ষড়হ (ছয় দিনে) পৃষ্ঠস্তোত্র উৎপন্ন হয়। সেই পৃষ্ঠস্তোত্রে, ছয় দিনের মধ্যে, ক্রমে রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্কর ও রৈবত নামক ছয়টী সাম বিহিত হইয়াছে। কিন্তু, 'গবাময়ন'-যাগে বিকৃতিরূপ যে 'ষড়হ' পৃষ্ঠ-স্তোত্র বিহীত হয়, তদ্বিষয়ে 'পৃষ্ঠাঃ ষড়হো বৃহদ্রথন্তর সাম'—এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত শ্রুতি দ্বারা বিকৃতি-রূপ ষড়হ-পৃষ্ঠ-স্তোত্রে অতিদিষ্ট 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামদ্বয় পূনর্ব্বার বিহিত হইয়াছে। এই হেতু, সেস্থলে বৈরূপাদি সাম-চতুষ্টয়ের বিধান নাই। অনন্তর সংশয় হইতেছে,—'অবশিষ্ট বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় প্রতিদিনই কর্ত্তব্য, অথবা, কোনও দিন 'বৃহৎ' সাম এবং কোনও দিন 'রথন্তর' সাম বিধেয়?' 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' এবং তদুভয়ের সম্মিলনে সংগঠিত 'বৃহদ্রথন্তর', পরে 'বৃহৎ ও রথন্তর' সামদ্বয় যে দিন বিহিত হইয়াছে, সেই দিন ইতরেতর দ্বন্দ্বের দ্বারা 'বৃহৎ ও রথন্তর সামের' সাহিত্য বা পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং প্রতিদিন উক্ত সামদ্বয় গান করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। 'তে সামনী যস্যাহ্ন' এই ব্যাসবাক্যের দ্বারা 'দিবস' পদে যদি অন্য পদার্থ উপলব্ধ হয় ; তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে, তাহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু এস্থলে 'ষড়হ'ই পৃথক্ পদার্থ ;—দিবস পৃথক্ পদার্থ নয়। তাহা হইলে, সিদ্ধান্ত-পক্ষেও ষড়হে 'বৃহৎ ও রথন্তর' সামদ্বয়ের সাহিত্য বা সম্বন্ধ সমান। কারণ, প্রকৃতিরূপ 'দ্বাদশাহ' যাগে উক্ত সামদ্বয় পরস্পর নিরপেক্ষ। সুতরাং, বিকৃতিরূপ 'ষড়হ' যাগেও সামাতিদেশ-বিধি দ্বারা উক্ত নিরপেক্ষতাই অতিদিষ্ট হইতেছে। এই সকল কারণে কোনও কোনও দিনে উক্ত সামদ্বয়ের মধ্যে যে কোনও একটী সাম বিহিত হইবে। এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত।

অনন্তর চতুর্থ অধিকরণ কথিত হইতেছে ; যথা,—'সুরেকাদশিনা কিং প্রায়ণীয়োদয় নীয়য়োঃ" ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'দ্বাদশাহ' যাগে 'একাদশিনা' প্রভৃতি-শ্রুতি আছে ; সেই শ্রুতির অর্থ,—'অতিরাত্র'-যাগে বিহিত প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় এই দুই অতিরাত্র যাগে 'একাদশিনা দ্বারা একাদশ পশু বধ করিবে'। উক্ত অতিরাত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রায়ণীয় দিনে সেই একাদশ পশুবধই-কর্ত্তব্য ; উদয়নীয় দিনের কর্ত্তব্যও তদনুরূপ। কেন?

কারণ,—উভয়ত্র উদ্দেশ্য অভিন্ন বলিয়া প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় প্রধান-মধ্যে গণ্য। সুতরাং প্রত্যেক প্রধান কর্ম্মে অঙ্গের আবৃত্তি হইবে। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষবাদীরও ইহাই অভিমত। বচনান্তরেও একাদশ সংখ্যক পশু বিহিত হইয়াছে ; পরন্তু প্রকরণবশতঃ তাহারা যে 'দ্বাদশাহ' যাগের অঙ্গ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর দেশাকাঙ্ক্ষায়, সেই সকল পশুকে উদ্দেশ করিয়া, প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেশরূপে বিহিত হইয়া থাকে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে,—প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়—এতদুভয়ে, কি কারণে উদ্দেশ্যত্ব, কেনই বা প্রাধান্য, আর কেনই বা পশুর আবৃত্তি হইবে? কারণ, সেস্থলে উদ্দেশ্যত্বাদি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। সে পক্ষেও সিদ্ধান্ত হইতেছে। 'দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সম্বন্ধে এক শত বিধান কর' বলিলে যেমন দেবদত্তের নিমিত্ত পঞ্চাশ এবং যজ্ঞদত্তের নিমিত্ত পঞ্চাশ,—এইরূপ বিভাগ হইয়া থাকে ; সেইরূপ, প্রায়ণীয় দিনে পাঁচটী পশু ও উদয়নীয় দিনে পাঁচটী পশু এইরূপ বিভাগও যুক্তিসঙ্গত। আর শেষ অবশিষ্ট যে একটী পশু, তাহা অতি-নিকটবর্ত্তী শেষ উদবসানীয় দিনে অনুষ্ঠিত হইবে। সিদ্ধান্তবাদীর ইহাই অভিমত।

'সর্ব্বপৃষ্ঠ'-যুক্ত 'বিশ্বজিৎ' যাগে, যথোক্ত দেশে, পৃষ্ঠস্তোত্রসমূহ বিহিত হইবে',—পঞ্চম অধিকরণে তাহা বিচারিত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এই,—'কিং সর্ব্বপৃষ্ঠে সর্ব্বাণি' ইত্যাদি। উক্ত অধিকরণের ব্যাখ্যাব্যপদেশে 'বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ' প্রভৃতি শ্রুতির অবতারণা করা হইয়াছে। 'ষড়হ'-যাগে ছয় দিনে, যথাক্রমে 'রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর এবং রৈবত' এই ছয়টি সাম দ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। সেই সমগ্র পৃষ্ঠ নিষ্পাদক সাম যে 'বিশ্বজিৎ'-যাগে বিদ্যমান থাকে, সেই 'বিশ্বজিৎ'-যাগকে সর্ব্বপৃষ্ঠ বলে। উক্ত 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' যাগে মাধ্যন্দিন-পবমান ও মৈত্রাবরুণ সামদ্বয়ের মধ্যভাগরূপ পৃষ্ঠস্তোত্রদেশে সমস্ত পৃষ্ঠ-সামের বিধান হইবে ; অথবা বচনানুসারে দেশ ব্যবস্থা হইবে? এস্থলে ইহাই সংশয়। পৃষ্ঠ-কার্য্যের প্রতিপাদক পৃষ্ঠ শব্দ দ্বারা পৃষ্ঠ-দেশ পাওয়া যাইতেছে ; তৎপরে বচন-দ্বারা বিশিষ্টদেশ ব্যবস্থাপিত হইতেছে। ঋষিগণ 'পবমানে রথন্তরং করোতি' ইত্যাদি বচনের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বচন ন্যায় (যুক্তি) অপেক্ষা প্রবল। সেই জন্য পবমানাদিরূপ দেশ-বিশেষের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'বৈরূপ ও বৈরাজ' সাম 'উক্‌থ' এবং 'ষোড়শিন্' কার্য্যের পৃষ্ঠস্তোত্রে বিহিত হইবে, ষষ্ঠ অধিকরণের তাহাই বিচার্য্য। সেই অধিকরণ এই,—'কার্ৎস্ন্যাদ্ বৈরূপ বৈরাজে' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে 'উক্‌থো বৈরূপ সামা' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের অবতারণা আছে। তাহার অর্থ এই,—'উক্‌থ' নামক কর্ম্ম 'বৈরূপ' সামযুক্ত এবং একবিংশস্তোমবিশিষ্ট 'ষোড়শিন্' নামক কর্ম্ম—'বৈরাজ' সামযুক্ত। যদি বল,—সমগ্র 'উক্‌থ' কর্ম্মে 'বৈরূপ' সাম কর্ত্তব্য, এবং সমগ্র 'ষোড়শিন্' কর্ম্মে 'বৈরাজ' সাম যোজনা করিতে হইবে ; তাহাও বলিতে পার না। কেন-না, প্রকৃতিযাগে পৃষ্ঠস্তোত্র-বিষয়ে—'রথন্তর' সাম ও 'বৃহৎ' সাম কর্ত্তব্য, এই প্রকার নির্দ্দেশ দেখা যায়। সুতরাং 'উক্‌থাদি'রূপ বিকৃতি যাগেও বৈরূপাদির নির্দ্দেশরূপ পৃষ্ঠ-প্রতিপাদক সামর্থ্য দ্বারা, পৃষ্ঠকার্য্যে বৈরূপ ও বৈরাজ সাম হইতে পারে। পৃষ্ঠ দ্বারা উক্ত সামদ্বয়ের যজ্ঞ-সম্বন্ধ উপপন্ন হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'অগ্নিষ্টুৎ যাগে ত্রিবৃৎ শব্দ স্তোমবাচক হইবে।' সপ্তম অধিকরণে তদ্বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। সে অধিকরণ এই,—'ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদিত্যেতৎ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে 'ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদগ্নিষ্টোমঃ' ইত্যাদি শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত 'ত্রিবৃৎ' শব্দ 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে সমগ্র উপকরণেই সম্বন্ধযুক্ত হয়, কিম্বা কেবল স্তোমেই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে,—এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছে। 'ত্রিবৃৎ', 'রজ্জু' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায় যে, ত্রিবৃৎ শব্দ ত্রৈগুণ্যবাচী। এই হেতু, 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে যজ্ঞের সাধক দ্রব্যাদিতে যে সংখ্যা শ্রুত হয়, 'ত্রিবৃৎ' শব্দ সেই সমস্ত সংখ্যাকে ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যায়,—যদিও ব্যবহার-প্রযুক্ত অবয়ব-প্রসিদ্ধি দ্বারা

ত্রিবৃৎ শব্দ ত্রৈগুণ্যরূপ অর্থ বুঝাইতেছে ; তথাপি বেদ-বিষয়ে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) দ্বারা ত্রিবৃৎ শব্দ স্তোমবাচকই হইবে। কারণ, 'ত্রিবৃদ্‌বহিষ্পবমানঃ' বাক্যের পরে, নয়টি স্তোত্রীয় ঋকের ক্রমানুসারে, ত্রিবৃৎ শব্দ স্তোমবাচক হইয়া থাকে,—এইরূপ কথিত হইয়াছে। ইহাই এতদধিকরণের সিদ্ধান্ত।

'সংসব' প্রভৃতি যাগে পৃষ্ঠ-কর্ম্ম হইবে—অষ্টম অধিকরণে তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। 'সংসবাদৌ দ্বয়োরেকং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা, শ্রুতিতে আছে, 'সংসব' যাগে, 'গোসব' যাগে এবং 'অভিজিৎ' নামক 'একাহ' যাগে, 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' উভয়বিধ সাম বিহিত করিবে। উক্ত সংসবাদিতে, 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামদ্বয়ের মধ্যে, একটী পৃষ্ঠস্তোত্রে এবং অপরটি অন্য স্তোত্রে বিহিত হইবে, অথবা পৃষ্ঠস্তোত্রেই উক্ত সামদ্বয় সমুচ্চিত হইবে?—পূর্ব্বপক্ষবাদী এইরূপ সংশয়ের অবতারণা করেন। প্রকৃতি-যাগে উক্ত সামদ্বয়ের বিকল্প-বিধান-হেতু, একটী প্রয়োগে (অনুষ্ঠানে) সামদ্বয়ের মধ্যে একের পৃষ্ঠত্ব হয়। এই কারণে অন্য স্থলেও (বিকৃতি-যাগে) উক্ত প্রকার প্রয়োগ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে, অবশিষ্ট সাম 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' নামক বিশ্বজিৎ-যাগের যুক্তি অনুসারে অন্য স্তোত্রে প্রযুক্ত হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। কিন্তু অন্য স্তোত্রে প্রয়োগ-বিধায়ক কোনও বচন নাই। এই হেতু, সংসবাদি-যাগে 'বিশ্বজিৎ'-সম্বন্ধীয় যুক্তির বৈষম্য হইতেছে। প্রকৃতি-যাগের ন্যায় বিকল্প বিধান হইলে পুনর্ব্বার বিধান ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত কারণে উক্ত সামদ্বয়ের সমুচ্চয় হইবে ; ইহাই এতদধিকরণের সিদ্ধান্ত।

'বৃহৎ, যব ও খাদির' শব্দ তত্তৎস্থলে নিয়মিত থাকিবে—সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ অধিকরণে তাহা নির্ণীত হইয়াছে ; যথা,—'বৃহদ্‌যবখাদিরাশ্চ বিকল্প্যা নিয়তা উত' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বিশেষ বিশেষ বিকৃতি-যাগে 'বৃহৎ-পৃষ্ঠ হইবে',—এইরূপ শ্রুতি আছে। ত্রৈধাতবীয় যাগ বিষয়ে 'যবময়োমধ্যঃ' এই শ্রুতি দৃষ্ট হয় ; এবং 'বাজপেয়' যাগে 'খাদির যূপ হইবে' ইত্যাকার শ্রুতি আছে। উক্ত বিষয়ে যদি বল, বৃহৎ ও রথন্তর, ব্রীহি ও যব এবং খাদির ও বৈল্ব প্রভৃতি তত্তৎ-সম্বন্ধী প্রকৃতিযাগে বিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া, উক্ত বিকৃতি-যাগাদি স্থলেও অতিদেশ বিধি দ্বারা বৃহৎ প্রকৃতি শব্দ বিকল্পে বিহিত হইবে। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পুনর্ব্বার সে ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রভৃতির বিধান করা ব্যর্থ হয়। দোষযুক্ত বলিয়া পরিসংখ্যাও বিধান করা যায় না। সেই জন্য বৃহৎ ও রথন্তর প্রভৃতি সাম তত্তৎস্থলে নিয়মিত হইবে। এতদধিকরণে ইহাই সিদ্ধান্ত।

'বিপ্র কর্ত্তৃক সামগান বিকল্পে বিহিত হইয়া থাকে'—ইহাই অষ্টম-পাদের ষষ্ঠ অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। সে অধিকরণ এই,—'উন্নেয়ো ব্রহ্মগানস্য নিষেধো বিহিত স্তুতিঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা—বহিস্থাপনে বামদেব্যাদি সাম-সমূহের গান বিহিত হইয়াছে। উক্ত বহিস্থাপন-বিষয়েই অপর একটী শ্রুতি আছে ; যথা,—'উপবীতা বা এতস্যাগ্নয়ো ভবন্তি' ইত্যাদি। 'উপ' শব্দ সামীপ্য-রূপ অর্থ বুঝাইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া (অতি সত্বর) অন্য কর্ত্তৃক যে অগ্নিগণ পরিত্যক্ত হয়,—'উপবীতাঃ' পদে এই অর্থ উপলব্ধ হয়। উক্ত শ্রুতির বিবৃত এই,—'যাগের 'অগ্ন্যাধেয়' কর্ম্মে ব্রহ্মা সাম গান করা হয়, সেই যাগের অগ্নি-সকলকে ঋত্বিক্ ভিন্ন অপর লোক অবিলম্বে ত্যাগ করে' ইত্যাদি। এই নিন্দাহেতু ব্রহ্মার (ঋত্বিক্-বিশেষের) সামগান নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সেই নিষেধ বিধি দ্বারা উদ্‌গাতার সম্বন্ধে বিহিত বামদেব্যাদি সাম-গানের প্রশংসা অধ্যাহৃত হইতেছে। এ ক্ষেত্রেও সংশয় হইতেছে। কারণ, সে স্থলে ব্রহ্মার সাম গান প্রসঙ্গই নাই, সুতরাং তাহার নিষেধ করা নিতান্ত অসম্ভব ; এই জন্য উক্ত নিষেধ শশকশৃঙ্গের ন্যায় শূন্য। বন্ধ্যার পুত্র অথবা বন্ধ্যাপুত্রের নাশ, এতদুভয়ের সম্ভাবনা যেমন করিতে পারা যায় না ; সেইরূপ অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিষেধও সম্ভবপর হইতে পারে না। উক্ত আশঙ্কায়, 'বপার উৎখেদের' ন্যায় এস্থলে নিষেধের সম্ভাবনা আছে বলিতে পারি। 'স আত্মনো বপামুদ্‌খিদৎ'—এই অত্যন্ত অসম্ভব অর্থযুক্ত বাক্য দ্বারা যেরূপ মৃত 'প্রাজাপত্য' ছাগ-পশুর বিধি শ্রুত হইয়াছে,

সেইরূপ এস্থলে নিষেধ সম্ভবপর হইতে পারে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, তদুত্তরে বলা হইতেছে,— 'উপবীতা বা এতস্য', এই শ্রুতি বাক্য বামদেব্য প্রভৃতি সমগ্র সামবিধির প্রশংসা সূচক হইতে পারে না; কারণ,— 'বিধি অনেক এবং তাহা স্ব-স্ব-সন্নিধিস্থলে পঠিত হয়। অর্থবাদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে বলিয়া বিধিসমূহের সহিত উক্ত বাক্যের সম্বন্ধ হয় না। তাহা হইলে উক্ত বাক্যের গতি কি হইবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'উপবীতাবৈ' ইত্যাদি প্রমাণ-বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে যে 'ব্রহ্মন্' শব্দ আছে, তাহা 'বিপ্রত্ব' জাতি দ্বারা উদ্‌গাতাকে বুঝাইতেছে। যাহার গান হইবে, তাহারই নিষেধ করিবে। এই বিষয়ে প্রযুক্ত বিধি ও নিষেধ দ্বারা উদ্‌গাতার গান বিকল্পে বিহিত হইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে দ্বাদশ অধিকরণে 'ব্রহ্ম-সাম-বিষয়ক উৎকর্ষ' নিরূপিত হইয়াছে; যথা,— 'পর্য্যগ্নিকরণে ত্যাগ আলম্ভো ব্রহ্মসামনি' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা ; যথা,—'বাজপেয়-যাগে সপ্তদশ-সংখ্যক প্রাজাপত্য পশু সঞ্চয় করিবে', এইরূপ আরম্ভ করিয়া শ্রুত হইয়াছে,—'তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজতি' ইতি এবং 'ব্রহ্মসাম্নালভতে' ইতি। উক্ত সপ্তদশ পশুতে অগ্নিসংস্কার করা হইলে, উত্তরকালে যে কর্ম্মের শেষ হইবে, 'উৎসর্গ' শব্দে তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে। 'অশ্বমেধ' যাগে 'অগ্নিসংস্কৃত অরণ্যে (বনজাত) পশুসমূহকে উৎসর্গ করিবে',—এই শ্রুতিতে কর্ম্ম সমাপ্তির নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, এই 'বাজপেয়'-যাগেও উক্ত প্রকারে অগ্নি-সংস্কার করা পর্য্যন্ত সপ্তদশ-পশু সম্বন্ধীয় কার্য্য সমাপন করিতে হইবে। আঙ্ পূর্ব্বক লভ্ ধাতু দ্বারা 'ব্রহ্ম-সামের সময় কর্ম্মান্তর কর্ত্তব্য', এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, তদুত্তরে বলিতেছি,—কর্ম্মান্তর-বিধিপক্ষে সপ্তদশ-পশু-জন্য অদৃষ্ট ফল হইতে ভিন্ন কোনও দৃষ্টফল কল্পনা করিতে হইবে ; নচেৎ, তাহাতে বাক্যভেদরূপ দোষ প্রাপ্ত হইবে। 'ব্রহ্ম-সাম্নালভতে' এই বাক্যে দ্রব্য বা দেবতা শ্রুত হয় নাই। এইজন্য ঐ বাক্য কর্ম্মান্তর প্রতিপাদক বিধি হইতে পারে না। উক্ত কারণে, অগ্নি-সংস্কারকরণানন্তর যে কর্ত্তব্য অর্থাৎ সপ্তদশ পশুদিগের আলভন (বধ) প্রভৃতি সমাপন, ব্রহ্ম-সাম-কালে তাহার উৎকর্ষ বিহিত হইতেছে। 'উৎসর্গ' শব্দ দ্বারা এবম্বিধ সিদ্ধান্ত হইলে, অর্থাধীন-প্রাপ্ত যে পর্য্যগ্নিকরণান্তর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ব্যাপারের অবসান, তাহারই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করা হইতেছে। এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রের লক্ষণ হইতে ব্রহ্মসামের উৎকর্ষ পর্য্যন্ত 'পূর্ব্বমীমাংসা'স্থিত দ্বিষষ্টি (৬২) সংখ্যক অধিকরণ দ্বারা যজ্ঞসমূহে সামবেদের উপকারিতা বিশদরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই হেতু প্রয়োজনীয় বলিয়া ঋগ্বেদাদির ন্যায় সামবেদের ব্যাখ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত বিষয়ে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন,—এই সামবেদে যে ব্রাহ্মণ-ভাগ আছে, তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে সত্য ; কিন্তু মন্ত্র-ভাগের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, সামবেদীয় মন্ত্র-সমূহ গীতি-স্বরূপ। গীতি পদ বাক্যরহিত ও স্তোভ প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়া ও কারকের যোজনা দ্বারা তাহাতে এমন কোনও অর্থ ব্যক্ত হয় না, যে অর্থ ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আপনি গীতির ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু স্বরাদিরূপ বিশেষের উল্লেখ দ্বারা যে গীতির ব্যাখ্যা হইয়াছে, সেই ব্যাখ্যা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই সেই সেই মন্ত্র-গ্রহণ-বিষয়ে নিষ্পাদিত হইয়াছে ; সুতরাং উক্ত গীতি-ব্যাখ্যা বিষয়ে আপনার যত্ন করিতে হইবে না। অতএব, মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে; যথা,—গীতি আশ্রয়রহিত নহে ; কারণ, উক্ত গীতি ঋকের আশ্রিত। এই জন্যই সামগায়কগণ উপনিষদে বলিয়া থাকেন,—"তস্মাদ্ ঋচ্যধ্যূঢ়ং সামগীয়তে', ইতি। তাহার অর্থ,—'তৎপরে ঋকে অধিরূঢ় সাম গান করা হয়।' গীতির আশ্রয়-স্বরূপ সেই ঋক্‌কেও মন্ত্র বলা হয়। কারণ, মন্ত্র, বিশেষাকারে, 'তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা' এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। পরন্তু ঋগাত্মক মন্ত্রের ক্রিয়া ও কারকের অন্বয় দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ আছে। সেই মন্ত্রার্থ

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্মরণ করিতে হইবে। অতএব ঋকের ব্যাখ্যা অবশ্য-কর্তব্য। মন্ত্র দ্বারা অর্থের (প্রয়োজনীয় পদার্থের) স্মরণ হইয়া থাকে। তদ্বিষয় প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে চতুর্থ অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈক হেতবঃ।' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'উরুপ্রথস্ব' এইরূপ কোনও একটি মন্ত্র আছে। তাহার অর্থ এই,—হে পুরোডাশ! যে প্রকারে প্রাচুর্য্য হয়, সেই প্রকারে তুমি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও। 'উরুপ্রথস্ব' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ যাগানুষ্ঠানকালে উচ্চারিত হইয়া অদৃষ্ট উৎপাদন করে ; কেবল অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত, মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ করা হয় না ; কারণ,—পুরোডাশ দ্রব্যের প্রথন (বন্ধন) রূপ মন্ত্রার্থ ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারাও পাওয়া গিয়াছে ; ('উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি' ইহাই ব্রাহ্মণ বাক্য) ; ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—অর্থ জ্ঞাপনরূপ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সম্ভবপর হইলে কেবল অদৃষ্টমাত্রের কল্পনা করিতে পারা যায় না। উক্ত কারণে যাগানুষ্ঠানে মন্ত্রোচ্চারণের একমাত্র দৃশ্যমান (প্রত্যক্ষ) অর্থ স্মরণই প্রয়োজন। আর যেস্থলে ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা অর্থ স্মরণের সম্ভব, অথচ 'মন্ত্রেনৈবানুস্মরণীয়ম্' (মন্ত্রের দ্বারাই (অর্থ) স্মরণ করিতে হইবে), এইরূপ যে নিয়ম আছে ; সেই স্থলে উক্ত নিয়মের দৃষ্ট প্রয়োজনের অসম্ভব হেতু অদৃষ্টই প্রয়োজন হউক।

এই চতুর্থ অধিকরণেই মতান্তরে পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ কথিত হইতেছে ; 'মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বদ্বা কলহো বিনিযোজনে' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—এই ('উরুপ্রথস্ব') মন্ত্রের লিঙ্গ (পদার্থ শক্তি) দ্বারা বিনিয়োগ হইলে, ব্রাহ্মণ বাক্যের অর্থ বিবক্ষিত হয় না ; এবং বাক্য দ্বারা বিনিয়োগ হইলে মন্ত্র-লিঙ্গ বিবক্ষিত হইবে না ; এইরূপ উভয়ের বিরোধ হেতু প্রেরণার (বিধি বাক্যের) প্রামাণ্য নাই ; ইহাই পূর্ব্ব পক্ষ। ইহা বিরোধ নহে ; কারণ—অপেক্ষা প্রবল মন্ত্র লিঙ্গ অনুসারে বিনিয়োগ সিদ্ধ হইলে পর ব্রাহ্মণ বাক্য উক্ত বিনিয়োগের অনুবাদক হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। অর্থ স্মরণের নিমিত্ত ব্যাখ্যার যোগ্য যে সকল সামের উৎপাদিকা ঋক্ ছন্দঃ নামক সংহিতা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঋক্, উল্লেখক্রমে এই সামবেদে ব্যাখ্যাত হইতেছে। উক্ত ঋক্ সকলের স্বাধীনভাবে সমুদয় যজ্ঞে বিনিয়োগ হয় না, কারণ, ব্রাহ্মণ (অর্থবাদ) বাক্য এবং সূত্র (মন্ত্র বাক্য) দ্বারা বিনিযুক্ত সাম সমূহের আশ্রয়রূপে সেই ঋক্ সকলের উপকারিতা আছে। উক্ত কারণে ঋগ্বেদব্যাখ্যায় যেরূপ বিনিয়োগ বিশেষরূপে অন্বেষণ করিতে হয় না, সেইরূপ সামবেদ ব্যাখ্যায় বিশেষ বিনিয়োগ অন্বেষণ করিতে হইবে না। যদিও সামান্য বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞ বিষয়ে উল্লিখিত আছে ; তথাপি ঐ সামান্য বিনিয়োগ সমস্ত বেদের পক্ষে একই,—এই হেতু অন্বেষণের নিমিত্ত চেষ্টাও নাই। তাহা হইলে ঋক্ মন্ত্রসমূহের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জ্ঞাত হওয়া উচিত, অন্যথাতে প্রত্যবায় হইতে পারে। সামগায়কগণ বলিয়া থাকেন,—মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জানেন না এরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি যাগ অথবা বেদাধ্যয়ন করান ; সেই যজমান স্থানু-(পত্রাদিশূন্য বৃক্ষ) ভাব প্রাপ্ত হন এবং মরিয়া গর্ত্ত নামক নরকে যান, আর মহাপাপগ্রস্ত হন। উক্তরূপে যে বেদ পাঠ করে, তাহার বেদ সকল জাতযাম জরাগ্রস্ত, হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। আর যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, ও দেবতা অবগত আছেন, তিনি পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়েন, মঙ্গলযুক্ত হয়েন এবং তাঁহার বেদ সকল পূর্ণবীর্য্য, সমগ্র ফলদানে সমর্থ হইয়া থাকে ; অতএব ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা এই কয়টী প্রত্যেক মন্ত্রে অবগত হইবে ইতি। ঋষি প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য, এইরূপ স্থির হইলে বহ্বৃচ (ঋগ্বেদজ্ঞ)গণও সেই সকল ঋকের ক্রম বিপর্য্যয় করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। এই সামবেদ মন্ত্রসমূহেও সেই ঋগ্বেদীয় অনুক্রমণিকায় কথিত ঋষি ছন্দঃ ও দেবতার অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে হইবে।

সায়নাচার্য্যকৃত সামবেদ ভাষ্যানুক্রমণিকা সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ।

——ঃ——

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

আগ্নেয় পর্ব

প্রথমা দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

মন্ত্রের দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১।২।৪।৭।৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৩ মেধাতিথি কাণ্ব ; ৫ উশনা কাব্য ; ৬ সুদীতি পুরুমীঢ় আঙ্গিরস ; ৮ বৎস কাণ্ব ; ১০ বামদেব॥

অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥১॥
ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভির্মানুষে জনে॥২॥
অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥৩॥
অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥৪॥
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥৫॥
ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য॥৬॥
এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ॥৭॥
আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥৮॥
ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥৯॥
অগ্নে বিবস্বদা ভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে। দেবো হ্যসি নো দৃশে॥১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্বব্যাপিন্ হে জ্ঞানদেব! অস্মৎকর্তৃক স্তুত হয়ে অর্থাৎ আমাদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে, যজ্ঞাংশ-গ্রহণের নিমিত্ত—আমাদের কর্মের সাথে মিলনের জন্য অর্থাৎ আমাদের পূজা সংবাহনের জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসকলকে দেবভাবসমন্বিত করবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন ; দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বাতা হয়ে, বিস্তীর্ণদর্ভে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে উপবেশন করুন—অবস্থান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে

জ্ঞানদেব। আপনি সর্বব্যাপী ; আমাদের মধ্যে প্রকটিত হোন ; আমাদের দেবভাব সমন্বিত করুন]। [এই মন্ত্রের তিনটি গেয়গানের ঋষি—'গোতম' ও 'কশ্যপ'। উত্তরার্চিক, ১ম অধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সূক্ত, ১ম সাম দ্রষ্টব্য]।

২। হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল কর্মের প্রবর্ধক হন। এই জন্মজরামরণশীল লোকে, প্রার্থনাকারী আমাদের পক্ষে, সকল দেবভাবের সাথে এসে অর্থাৎ আমাদের সকল দেবভাবের অধিকারী ক'রে, আপনি আমাদের হিতসাধক মঙ্গলপ্রদ হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে, জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের সকলরকম মঙ্গল সর্বথা সাধিত হোক]। [সামমন্ত্রটির নাম—'সৌপর্ণং' ; গেয়গানের ঋষি—'বিশ্বমনা']।

৩। আমাদের নিত্য অনুষ্ঠীয়মান যাগাদি-সৎকর্মের সুসম্পাদক, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সকল ধনোপেত বা সর্বতত্ত্বজ্ঞ, অভীষ্টসাধক জ্ঞানদেবতাকে আমরা সম্যক্ ভজনা করছি। [মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। সৎকর্মের সাধক সর্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমরা পূজা ক'রি—আমরা জ্ঞানের অনুসারি হই]। [সামের নাম—'বৃহৎ' ; গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ']।

৪। অভীষ্টধনপ্রদ, সম্যক দীপ্যমান, স্বপ্রকাশ, নির্মল শুদ্ধসত্ত্বরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞানদেব, আমাদের দ্বারা সম্পূজিত ও স্তুত হয়ে অর্থাৎ আমাদের দ্বারা সর্বথা অনুসৃত হয়ে আমাদের শত্রুগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানতারূপ আমাদের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু, সকল শত্রুকে সংহার করুন। [এই মন্ত্রে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু বিবিধ শত্রুনাশকামনা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশকামনা প্রকাশ পেয়েছে]। [গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ']

৫। হে জ্ঞানদেব! 'এক হয়েও বহু হই'—যাঁর দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, সেই আপনাকে, মিত্রের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভপক্ষে রথস্বরূপ জেনে, স্তব করছি। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্বদেবময় চতুর্বর্গফলপ্রদ সুহৃদোপম হন ; আপনাকে রথস্বরূপ জেনে পরিত্রাণ লাভের জন্য অর্চনা করছি]। [এর গেয়গানের ঋষি—'উশনা' বা 'শিরিব'। গানের নাম—'ঔশনং' বা 'শৌরিষং']।

৬। হে জ্ঞানদেব! আমাদের পরমার্থদানরূপ মহৎ-ধনের দ্বারা রক্ষা ক'রে বহুরকম শত্রুর কবল থেকে—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর গ্রাস হ'তে পরিত্রাণ করুন ; অথবা, হে জ্ঞানদেব! আমাদের জ্ঞানরূপ মহৎ-ধন দানের দ্বারা সকল রকম অদান হ'তে রক্ষা করুন ; অর্থাৎ, যেন আমরা অকাতরে সংসারে জ্ঞান—বিতরণ করতে সমর্থ হই ; তা বিহিত করুন ; এবং মর্ত্যসুলভ সকলপ্রকার শত্রু হ'তে—কামক্রোধাদি রিপুর উপদ্রব হ'তে—আমাদের রক্ষা করুন। [এই মন্ত্রের 'বিশ্বস্যাঃ অরাতেঃ' পদ দুটিতে দুরকম সুষ্ঠুভাব প্রকাশ পায়, এক ভাব—মহৎ-ধন প্রদান ক'রে আমাদের অদাতৃত্ব নাশ করুন, আমাদের কৃপণ করবেন না ; অন্য ভাব—শত্রুকবল থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুন, আমাদের মধ্যে কামক্রোধাদি রিপুর প্রভাব খর্ব করুন, আমাদের মধ্যে বলসঞ্চার করুন]। [এর গেয়গানের ঋষি—'সাকমস্ব' বা 'ইন্দ্র' ; প্রথম গানের নাম—'সাস্বর্গং' ; গানের ঋষি প্রথম গানেরই অনুরূপ। দ্বিতীয় গেয়গানের নাম—'বাত্রঘ্নম্']।

৭। হে জ্ঞানদেব! আসুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন ; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যরূপে উচ্চারণ করতে সমর্থ হই ; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয় ; তথাপি কৃপা ক'রে সে স্তব গ্রহণ করুন ; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রগুলি নিশ্চিত সর্বসিদ্ধিপ্রদ ; উচ্চারণের বৈকল্য-হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন ; আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন ; আমাদের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হোন]। [এর

গেয়গানের নাম—'শৌনঃশেফ'; গানের ঋষি—'বৎস' বা 'শুনঃশেফ']।

৮। কর্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হ'তে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ ক'রে আনেন ; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করছি। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সাধুগণ কর্মের প্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হন ; আমি কর্মহীন ও ভক্তিহীন ; আপনি নিশ্চযই করুণাময় ; তা জেনে, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করছি ; কৃপা ক'রে সদয় হোন]। [ঋক্‌দ্রষ্টা—কণ্বগোত্রীয় 'বৎস ঋষি' ; গানের নাম—'কাণ্বং']।

৯। হে জ্ঞানদেব! সকল জগতের ইষ্টসাধনের নিমিত্ত, লোকহিতকামী সাধুজন, মস্তিষ্করূপ অন্তরীক্ষ হ'তে (বিজ্ঞানময় কোশ হ'তে) আপনাকে নিষ্কাশন করেছেন, অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করেন। [ভাব এই যে,—পরম প্রাজ্ঞ সাধুজন লোকহিতকামনায় জগতে নিয়ত জ্ঞান বিতরণ করছেন]। [গেয়গানের প্রবর্তক—'অগ্নি' ঋষি। গানের নাম—'আর্ষেয়'। অবশ্য গেয়গানের ঋষি বিষয়ে মতান্তর আছে—'বাধ্রশ্বিঃ সুমিত্র ঋষিঃ']।

১০। হে জ্ঞানদেব! আমাদের বিষম বিপদে পরিত্রাণের জন্য, আমাদের দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম (সূর্যবৎ প্রকাশমান জ্ঞান-সাহায্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক কর্ম) করিয়ে নিন। আপনিই আমাদের দর্শনার্থ অর্থাৎ আদর্শস্থানীয় দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্ন হন। [ভাব এই যে,—সূর্য যেমন আত্মপ্রকাশের দ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরকম, হে দেব, আমাদের বিপদে পরিত্রাণের উপায় প্রদর্শন করুন ; যেহেতু আপনিই প্রত্যক্ষীভূত দেবতা, তাই এই প্রার্থনা]। ['অগ্নে বিবস্বনা']।

●

দ্বিতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

মন্ত্রের দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ আয়ুঙ্ক্ষাহি, বিরূপা আঙ্গিরস ; ২ বামদেব গৌতম ; ৩।৮।৯ প্রয়োগ ভার্গব ; ৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ; ৫।৭ শুনঃশেপ আজীগর্তি ; ৬ মেধাতিথি কাণ্ব ; ১০ বৎস কাণ্ব॥

নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয়॥ ১॥
দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা॥ ২॥
উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্॥ ৩॥
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি॥ ৪॥
জরাবোধ তদ্বিবিড়্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্॥ ৫॥

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৬॥

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্॥ ৭॥

ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্॥ ৮॥

অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ। অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ॥ ৯॥

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। দ্যোতমান হে অগ্নিদেব! আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন জনগণ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, আপনার উদ্দেশে নমঃসূচক স্তোত্র গান ক'রে থাকেন (অতএব আমিও আপনাকে স্তব করছি) ; আপনি অমিতবলের প্রভাবে (আমার) শত্রুকে বিনষ্ট করুন। [এর ঋষি—'বিরূপ' ; প্রকাশক—'অগ্নি ঋষি' ; এর গেয়গানের নাম—'সংবর্গ']।

২। জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি সকলরকম ধনের অধিপতি (সর্বজ্ঞ) হুতবহনকারী, ক্ষয়রহিত এবং শ্রেষ্ঠ-অভীষ্টসাধক। আমি আপনাকে অন্তরের স্তুতিবাক্যের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিভূষিত করছি। [এর গেয়গানের ঋষি—'বিশ্বমনা ; সামের নাম—'বৈশ্বমনা']।

৩। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! পুনঃপুঃ আপনার গুণানুকীর্তনকারী, সাধনার্থী আমার এই বাক্যসমূহ আপনাকে (আমার) প্রাণবায়ুর সমীপে উদ্‌বুদ্ধ করছে। (অর্থাৎ, প্রাণবায়ুর সাথে আপনার নিত্যসম্বন্ধলাভ-কামনায় আমি আপনার স্তব করছি)। অথবা, এই স্তুতিসকল আপনাকে সর্বত্র প্রাপ্ত হোক। [গেয়গানের ঋষি—'শ্রোভ' ও 'শ্রষ্ট'। গেয়গানের নাম—'শ্রাভ' ও 'শ্রৌষ্টিয়']।

৪। হে দেব! আমরা, প্রতিদিন দিবারাত্র সর্বক্ষণ (অথবা রাত্রিতে প্রকাশমান আপনাকে) পরমার্থবুদ্ধিতে নমস্কার করতে করতে আপনাকে নিকটেই প্রাপ্ত হয়ে থাকি। (অর্থাৎ, যারা পরমার্থ বুদ্ধির দ্বারা আপনার উপাসনা করে, তারা আপনার অতিশয় নিকটবর্তী হয় ; অথবা আপনার সামীপ্য লাভ করতে পারে)। [এর ঋষি—'মধুচ্ছন্দা'। প্রকাশক—'বিশ্বামিত্র ঋষি'। গেযগানের নাম—'বৈশ্বমিত্র']।

৫। সাধনপ্রভাবে উদ্‌বুদ্ধমান্ হে দেব, পাপ হ'তে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের জন্য আপনি সর্বলোকে অধিষ্ঠিত (অনুপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞাদিকর্মানুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন। [এর ঋষি—'শুনঃশেপ'। এর প্রকাশক—'অগ্নিঋষি' এবং গানটির নাম—'জরাবোধিয়']।

৬। হে অগ্নিদেব! যথানুষ্ঠিত সুসম্পাদিত হিংসারহিত আমাদের এই যাগাদি কর্ম আপনি প্রাপ্ত হোন ; এবং সেই কর্মে ভক্তিসুধা পানের জন্য (হবিঃ গ্রহণের উদ্দেশ্যে) আপনাকে সর্বতোভাবে আহ্বান করছি। মরুৎ-দেবগণ-সহ আপনি আগমন করুন। [গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি' ও 'সোম' ; গানের নাম 'মারুত']।

৭। হে দেব! রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) সর্বযজ্ঞের (সকল সৎকর্মের) সম্পাদক (প্রভু) জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আমরা যেন (অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য) বন্দনা করতে প্রবৃত্ত হই। অথবা—যজ্ঞসমূহের সম্রাট (প্রভু) স্বরূপ, অমৃতবিশিষ্ট, সর্বব্যাপক, প্রখ্যাত সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবকে নমঃ-শব্দ উচ্চারণপূর্বক আমরা যেন বন্দনা করতে (সর্বদাই) প্রবৃত্ত হই।

৮। ঋষি ঔর্বভৃগু ও ঋষি অপ্নবান যেমন সমুদ্রের মধ্যবর্তী বিশুদ্ধ বাড়বাগ্নিকে আহ্বান করেছিলেন তেমনই বিশালব্যাপ্তিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠস্বরূপ কর্মক্ষয়কারক ও জ্ঞানস্বরূপ দেবকে আমি আহ্বান করছি।

৯। মরণশীল অকিঞ্চন মনুষ্যও জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে একান্তচিত্তে আরাধনা ক'রে জ্ঞানের অধিকারী হ'তে সমর্থ হয়; (অতএব) আমিও যেন কর্মপ্রভাবে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার আরাধনা ক'রি। [এর ঋষি ইত্যাদি পূর্বের ন্যায়। গেয়গানের প্রকাশক—'অত্রি ঋষি']।

১০। যে সময় (সাধকের সাধনা-প্রভাবে) পরমাত্মা সহস্রার-পদ্মে প্রদীপ্ত হন; তখনই সাধক, আদিবীজস্বরূপ নিত্যসত্য পরব্রহ্মের পুণ্যজ্যোতিঃ দেখতে পান। [দেবতা—'ইন্দ্র' বা 'অগ্নি'। গেয়গানের প্রকাশক—'প্রজাপতি ঋষি' এবং গেয়গানের নাম—'নিষধকাম']।

●

তৃতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক[১] কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

মন্ত্রের দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ প্রয়োগ ভার্গব ; ২।৫ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৩।১০ বামদেব গৌতম ; ৪।৬ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৭ বিরূপ আঙ্গিরস ; ৮ শূনঃশেপ আজীগর্তি ; ৯ গোপবন আত্রেয় ; ১১ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ; ১২ মেধাতিথি কাণ্ব ; ১৩ সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ বা ত্রিত আপ্ত্য ; ১৪ উশনা কাব্য॥

অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমম্। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে॥ ১॥
অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যংসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নির্নো বংসতে রয়িম্॥ ২॥
অগ্নে মৃড় মহাঁ অসায আ দেবয়ুং জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্॥ ৩॥
অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈরজরো দহ॥ ৪॥
অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্ত্যাশবঃ॥ ৫॥
নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্পতে দ্যুমন্তং ধীমহে বয়ম্। সুবীরমগ্ন আহুত॥ ৬॥
অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি॥ ৭॥
ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ॥ ৮॥
যং ত্বা গোপবনো গিরা জনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ। স পাবক শ্রুধী হবম্॥ ৯॥
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ দধদ্ রত্নানি দাশুষে॥ ১০॥
উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্॥ ১১॥
কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনম্॥ ১২॥
শং নো দেবীরভিষ্টয়ে শং নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১৩॥
কস্য নূনং পরীণসি ধিয়ো জিন্বসি সৎপতে। গোষাতা যস্য তে গিরঃ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। (আমার) পতন নিবারণের জন্য এবং উচ্চ-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, তোমরা যজ্ঞের বর্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আরাধনা কর। [এই মন্ত্রের ঋষি— 'প্রয়োগ' প্রভৃতি। গানের প্রকাশক—'সিন্ধুক্ষিত ঋষি' ; গেয়গানের নাম—'সৈন্ধুক্ষিত']।

২। যে অগ্নিদেব আপন তীব্র তেজের দ্বারা আমাদের সমস্ত শত্রুকে সংহার করেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (তিনি জ্ঞানস্বরূপ ; জ্ঞানদান করুন)। [এর ঋষি—বৃহস্পতি-বংশীয় 'ভরদ্বাজ'। এর গেয়গানের প্রকাশক—'অগ্নি ঋষি' ও 'বামদেব' ; গানের নাম—'হর' ও 'বামদেব']।

৩। হে অগ্নিদেব! আমাদের সুখসাধন করুন। আপনি মহান্; আপনি সর্বত্রগমনশীল। দেবভাবপ্রাপ্তেচ্ছু এই প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে এসে আপনি আসন গ্রহণ করুন। [এর ঋষি—গৌতমবংশীয় 'বামদেব'। এর গেয়গানের প্রকাশক—'অগ্নি ঋষি' ; গেয়গানের নাম—'যাম']।

৪। হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। হে দ্যোতমান্! জরারহিত অক্ষয় আপনি ; হিংসাপরায়ণ শত্রুগণকে আপনার তেজের দ্বারা সর্বতোভাবে ভস্মীভূত করুন। [এর ঋষি—মিত্রাবরুণ-বংশীয়—'বশিষ্ঠ', এর গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি' ; গানের নাম—'রক্ষোঘ্ন']।

৫। দ্যোত্মান্ হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী সত্যস্বরূপ যে ব্যাপক কিরণসমূহ, আমাদের শীঘ্রই পরমার্থ প্রাপ্ত করায় (অর্থাৎ আপনার যে কিরণপ্রভাবে আমরা শীঘ্রই পরমার্থ লাভ ক'রি) ; আপনার সেই কিরণসমূহ আমাদের হৃদয়-দেশে প্রোদ্ভাসিত করুন। [এর ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের ঋষি— 'অগ্নি' ; গেয়গানের নাম—'রক্ষোঘ্ন']।

৬। ব্যাপক, বিশ্বপালক সর্ব-লোককর্তৃক অভিহূত (সম্পূজিত) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমরা সাধকগণ, (সেই) দীপ্তিমান, কল্যাণাস্পদ আপনাকে হৃদয়ে স্থাপন করছি। [এর ঋষি—'বশিষ্ঠ'। গেয়গানের ঋষি—'বিশ্বমনা' ; গেয়গানের নাম—'বৈশ্বমনস্']।

৭। দ্যুলোকের মধ্যে মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণের পালক এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতবর্গকে প্রীত করেন। [ঋষির নাম—'বিরূপ'। গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি' ; গানের নাম 'আর্যেয়']।

৮। হে অগ্নিদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের আহবনীয় (পূজা) এবং (আমাদের উচ্চারিত এই) চিরনূতন গায়ত্র্য-স্তোত্র, আমাদের সুমঙ্গল বিধানের নিমিত্ত সকল দেবতার নিকট পৌঁছিয়ে দেন। [ঋষি— 'শুনঃশেপ'। গেয়গানের নাম—'সোম']।

৯। সর্বজ্ঞ পবিত্রকারক হে দেব! সেই প্রখ্যাত আপনাকে জ্ঞানী সাধক স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা বর্ধিত ক'রে থাকেন (অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা আপনার গুণানুবাদ কীর্তন ক'রে থাকেন) ; সেই আপনি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। [এর ঋষির নাম—'গোপবন'। গেয়গানের নাম—'গৌপবন']।

১০। দেবভাবের পোষক, মেধাবী (এই) জ্ঞানস্বরূপ দেবতা, অর্চনাকারীকে পরমধন দান করতে করতে (তার) ভক্তিসুধা গ্রহণ করেন। [এর গেয়গানের ঋষি—'সূর্যবর্চা' অথবা 'বসুরোচি' এবং গেয়গানের নাম—'সূর্য'।]

১১। জ্ঞানরশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ অথবা ধনপতি দ্যোতমান্ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত ক'রে থাকে। [এর গেয়গানের ঋষি—'সূর্য' অথবা 'বসুরোচি' ; গেয়গানের নাম—'সূর্য']।

১২। হে মন! তুমি মেধাবী, সত্যধর্ম্মযুক্ত, শত্রুনাশক দ্যোতমান্ জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে কামক্রোধাদি কর্তৃক অহিংসিত হৃৎপ্রদেশে প্রাপ্ত হবার জন্য স্তুতি করো। [এই মন্ত্রটির গেয়গানের ঋষি—'বসুরোচি'; গানের নাম—'কাকূ']।

১৩। দীপ্তিদানাদি গুণবিশিষ্টা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আমাদের অভীষ্টসাধনের জন্য আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের তৃষ্ণা-জ্বালা নিবারণের জন্য, আপনারা আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন। সুখসম্বন্ধযুক্ত হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আমাদের প্রতি আপনাদের করুণাধারা বর্ষিত হোক। [এর ঋষি—'সিন্ধুদ্বীপ' প্রভৃতি। গেয়গানের ঋষি—'পারাবতি'; গেয়গানের নাম—'কাশীত' বা 'সুমন্দ']।

১৪। সৎভাব সমূহের পালক হে দেব! আপনি কোন্ সাধকের কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মে স্থাপন করেন? আপনার সম্বন্ধিনী স্তুতি-সকল যে সাধকের জ্ঞান লাভের হেতুভূত হয়ে থাকে (অর্থাৎ আপনার স্তুতি দ্বারা যে সাধক জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছেন) সেই সাধকের কর্মই আপনি পরব্রহ্মে আপ্যায়িত করেন। [এই মন্ত্রটির গেয়গানের ঋষি—'গৌরাঙ্গিরস' এবং গেয়গানের নাম—'মনাজ্যং']।

●

চতুর্থী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ বৃহতী॥ মন্ত্রের ঋষি ঃ ১।৩।৭ শংযু বার্হস্পত্য, তৃণপাণি; ২।৫।৮।৯ ভর্গ প্রাগাথ; ৪ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব; ১০ সৌভরি কাণ্ব॥

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্রপ্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্॥ ১॥
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুতত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাম্পতে পাহি চতসৃভির্বসো॥ ২॥
বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ্য রেবৎপাবক দীদিহি॥ ৩॥
ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্বং দয়ন্ত গোনাম্॥ ৪॥
অগ্নে জরিতর্বিশ্‌পতিস্তপানো দেব রক্ষসঃ।
অপ্রোষিবান্ গৃহপতে মহাঁ অসি দিবস্পায়ুর্দুরোণযুঃ॥ ৫॥

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ॥ ৬॥
ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ॥ ৭॥
ত্বমিৎ সপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতর্ঋতঃ কবিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি বেধসঃ॥ ৮॥
আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্।
রাস্বা চ ন উপমাতে পুরুস্পৃহং সুনীতী সুযশস্তরম্॥ ৯॥
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চনাকারিগণ, কর্মসামর্থ্য-লাভের নিমিত্ত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান লাভের জন্য, স্তুতিরূপ বাক্যদ্বারা নিত্যমিত্রের ন্যায় অনুকূল সর্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করতে সমর্থ হই। [এর ঋষি—বৃহস্পতিপুত্র 'তৃণপাণি শংযু'। গেয়গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের নাম—'উপহব', 'শ্রৌষ্টীগর', 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়']।

২। হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি প্রথম—কর্মমূর্তি দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ; এবং দ্বিতীয়—জ্ঞানমূর্তি দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। বলপালক হে দেব! আপনি আমাদের স্তুতি দ্বারা স্তুত হয়ে, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিরূপ মূর্তিত্রয় দ্বারা আমাদের পালন করুন। নিবাসস্থানীয় হে দেব! আপনি, কর্মজ্ঞানভক্তিমোক্ষ-রূপ মূর্তি-চতুষ্টয় দ্বারাও আমাদের রক্ষা করুন। [এর ঋষি—প্রগাথপুত্র 'ভর্গ'। গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ' ; গানের নাম—'কার্তরনা,' 'নার্মেধ', 'কর্তেবেশ']।

৩। দ্যোতমান্, প্রভূতশক্তিশালী, পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদের আরব্ধ যজ্ঞক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব নির্মল-তেজের দ্বারা সম্যক্-রূপে দীপ্তিমান্ আপনি মহৎ কিরণে, স্বরূপ প্রকাশে, আমাদের বিতরণের উপযোগী জ্ঞানধনযুক্ত হয়ে দীপ্তিমান্ হোন। [ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার জ্ঞানদানরূপ অনুগ্রহেই আমরা চতুর্বর্গধন প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ জ্ঞানই চতুর্বর্গ-লাভের হেতুভূত]। [এই মন্ত্রের ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ' ; গেয়গানের নাম—'পৃশ্নি']।

৪। সুষ্ঠুরূপে আহূত (সাধুগণের অর্চনীয়) হে জ্ঞানরূপ দেব! প্রার্থনাকামী আমাদের সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করুন। যে মেধাবী স্তোতৃগণ জ্ঞানরূপ ধনযুক্ত ও সংযতচিত্ত, তাঁরা আপনার প্রিয় হোন (হন)। [ভাব এই যে,—হে দেব। আপনাতে নিবিষ্টচিত্ত অর্চনাকারী আমাদের কল্যাণবিধান করুন]। [এর ঋষি—'বশিষ্ঠ'। গেয়গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ' ; গেয়গানের নাম—'উরু']।

৫। স্তবনীয় দ্যোতমান্ জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি, সাধকদের রক্ষক (এবং) রিপুশত্রুর নাশক হন। হৃদয়াধিপতি হে দেব! (হৃদয়ে) দেবভাবরক্ষক, ব্রহ্মপ্রাপক আপনি, সাধকের হৃৎপ্রদেশ ত্যাগ না ক'রে (ত্যাগ করেন না ব'লে) বর্ধিত (পূজনীয়) হন। [ভাব এই যে,—সেই অগ্নিদেব সাধকদের রক্ষকরূপে তাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। অভাজন আমাদের প্রতি তিনি যেন একটু কৃপাকটাক্ষপাত করেন]। [এর ঋষি—'মধুচ্ছন্দা'। গেয়গানের ঋষি—'গৌতম' ; এর গেয়গানটির নাম—'পৌরুমঙ্গং']।

৬। ক্ষয়রহিত সর্বজ্ঞ হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি এক্ষণে অর্চনাকারী আমাকে উষাদেবতার (জগতের প্রজ্ঞানকর্ত্রী দেবীর) উৎকৃষ্ট নিবাসস্থানীয় বিচিত্র ধন, আনয়ন-পূর্বক প্রদান করুন ; এবং উষার ন্যায় সর্বাগ্রে প্রবুদ্ধ দেবভাবগুলি আমাকে প্রদান করুন। [ভাব এই যে,—উষার উদয়ে অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি সেই জ্ঞানদেব (অগ্নি) আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন]। [এর গেয়গানের ঋষি—'জামদগ্ন', গেয়গানের নাম—'মাণ্ডব']।

৭। আশ্রয়স্থানস্বরূপ হে দেব! বিচিত্রদর্শন আপনি, আমাদের রক্ষা করুন এবং চতুর্বর্গধন প্রদান করুন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্বর্গরূপ ধনের নেতা (প্রভু) হন। আমাদের এবং আমাদের অপত্যগণকে (বংশপরম্পরাকে) শীঘ্রই সৎকর্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন। [এর ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ'; গেয়গানেব নাম—'গাধ']।

৮। পরিত্রাণকারক জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনিই সত্যস্বরূপ মেধাবী সর্বব্যাপক হন। হে দীপ্যমান্ জ্যোতিষ্মান্! মেধাবী স্তোতগণ আপনারই উপাসনা ক'রে থাকেন। [ভাব এই যে,—মেধাবিগণই জ্ঞানদেবতার স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁর অর্চনায় প্রবৃত্ত আছেন]। [ঋষি—প্রগাথের পুত্র 'ভর্গ' ; এর গেয়গানের নাম—'গৌতম']।

৯। শোধক (পাপনাশক) হে জ্ঞানাগ্নি! আমাদের শুদ্ধসত্ত্ববর্ধক প্রশংসনীয় চতুর্বর্গরূপ ধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন ; আর, ব্রহ্মনির্ণায়ক হে দেব! কৃপা-পূর্বক আমাদের বহুকর্তৃক স্পৃহনীয় (সর্বজনের আকাঙ্ক্ষানীয়) অতিশয়-রূপে শোভন যশঃ প্রদান করুন। [পাপনাশক সেই দেবতার কৃপায় আমরা যেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরমধন লাভ ক'রি, এই আকাঙ্ক্ষা]। [গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি'; গেয়গানের নাম—'আয়ু']।

১০। দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সাধকদের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সকল রকম ধন (চতুর্বর্গধন) প্রদান করেন ; অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) মুখ্য-পাত্রের (শ্রেষ্ঠ আধার-স্বরূপ হৃৎপ্রদেশের) ন্যায়, এই স্তোত্রসমূহ সেই অগ্নিদেবকে প্রাপ্ত হোক। (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃৎপ্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রীতিদায়ক হয়, তেমনি এই স্তোত্রগুলিও তাঁর প্রীতির কারণ হোক)। [এই মন্ত্রটির ঋষি—'ভার্গব', (মতান্তরে) 'সৌভরি'। এর গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি'; গেয়গানের নাম—'হরি' ও 'দৈর্ঘ্যশ্রবস']।

●

পঞ্চমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি॥ ৮ ইন্দ্র॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি—১ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ২ ভর্গ প্রাগাথ ; ৩।৭ সৌভরি কাণ্ব ; ৪ মনু বৈবস্বত ; ৫ সুদীতিপুরুমীঢ় আঙ্গিরস ; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ; ৮ কাণ্ব মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি ; ৯ গাথি বিশ্বামিত্র ; ১০ ঘৌর কণ্ব॥

এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্॥ ১॥
শেষে বনেষু মাতৃষু সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে।
অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি॥ ২॥
অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
উপো ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ॥ ৩॥
অগ্নিরুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা অবো বরেণ্যম্॥ ৪॥
অগ্নিমীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।
অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ সুদীহয়ে ছর্দিঃ॥ ৫॥
শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সয়াবভিঃ।
আ সীদতু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবভিরধ্বরে॥ ৬॥
প্র দৈবদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্মণি॥ ৭॥
অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
অয়া বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ॥ ৮॥
কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৄরজগন্নপঃ।
ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্ দূরে সন্নিহা ভুবঃ॥ ৯॥
নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অধিকার করবার জন্য আমি, সত্ত্বভাবরূপ বলের পুত্রস্বরূপ অর্থাৎ সৎ-ভাব-উৎপন্ন, সকলের প্রিয় অতিশয় জ্ঞানী বা জ্ঞাপক, (সকলের) অধিপতি, সুযোগ্য (শোভন-যজ্ঞকারী), সকলের অভীষ্টপূরক, ক্ষয়রহিত অর্থাৎ নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ দেবকে আহ্বান করছি। [গানের ঋষি—'গৌতম' ; গানের নাম—'আগ্নেয়' ও 'মনাজ্য']।

২। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি, (আপনার) মাতৃস্থানীয়া ভক্তির মধ্যে অবস্থান করেন। অর্চকগণ, তথাভূত আপনাকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে প্রজ্বালিত করেন। আপনি আলস্যহীন হয়ে (সদাই) অর্চনাকারীর হবনীয় (পূজা) দেবতাদের প্রাপ্ত করান। অনন্তর আপনি দেবভাবগুলির মধ্যে দীপ্ত হন। [গেয়গানের ঋষি—'গৌতম'; গেয়গানেব নাম—'দেবরাজ']।

৩। যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হ'লে, (সাধকগণ) সৎকর্মগুলি সাধন করতে সমর্থ হন ; সৎকর্মবিদ্ সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন (সাধকবর্গের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন) ; এমনই সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্ধক, জ্ঞানাগ্নিকে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ প্রাপ্ত হোক। [ভাব এই যে,—জ্ঞান সৎকর্মের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সাধকগণ তা বুঝতে পারেন। সেই জ্ঞানকে আমাদের স্তোত্রকর্মসমূহ প্রাপ্ত হোক]।

[এর গেয়গানের ঋষি—'কৌশিক' ; গানের নাম—'গাথিম']।

৪। স্তোত্রশস্ত্রারক (উপাসনামূলক) যাগাদি-সৎকর্মের সাধন বিষয়ে, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতা (জ্ঞানাগ্নি), পুরোহিতস্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হন ; প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় স্থির সত্ত্বভাব, পুরোহিত-স্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হন ; প্রশান্ত হৃৎপ্রদেশ, পুরোহিতস্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হন। অতএব, সেই সকলকে পাবার ইচ্ছায়, দ্যোতনাত্মক হে সর্বত্রগতিসম্পন্ন দেবগণ, স্তোত্রপালক হে দেবতা, আপনাদের উৎকৃষ্ট রক্ষণ (আপনাদের প্রাপ্তির উপায়) ঋক্মন্ত্র-স্বরূপ স্তোত্রের দ্বারা আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করছি। (অর্থাৎ, আপনাদের বরণীয় রক্ষা-প্রভাবে পুরোহিত-স্বরূপ জ্ঞানাদি যেন আমার হৃদয়দেশে সুরক্ষিত হয়)। [গানের ঋষি—'মনু' ; গানের নাম—'বার্হদুকথা']।

৫। হে পুরুমীঢ় (মন)! তুমি পাপ হ'তে পরিত্রাণ লাভের জন্য জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে স্তব কর ; তেমনই, পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য এবং শ্রেষ্ঠ দাতা হবার জন্য, ব্যাপক, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত, জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা স্তব কর। নেতৃস্থানীয়, সর্বত্রগতিমান্, সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করুন। [এই আত্ম-উদ্বোধনমূলক মন্ত্রে সাধক-গায়ক আপন মনকে জ্ঞানাধিকারী হ'তে উদ্বুদ্ধ করছেন]। [গানের ঋষি—'বাস্কন্ত' ; গানের নাম—'পৌরুমীঢ়']।

৬। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন-কর্ণবিশিষ্ট (সাধকবর্গের প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণ সর্বজ্ঞ) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন ; এবং মিত্রস্বরূপ মিত্রদেবতা, গতিকারক অর্যমণ্ দেবতা, জীবন-প্রভাতে হৃৎপ্রদেশে আপনা-আপনি আগমনশীল সত্ত্বপ্রাপক দেবভাবসমূহের সাথে এসে, শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত যজ্ঞে (কর্মে) আমাদের হৃদয়-রূপ দর্ভাসনে সর্বতোভাবে উপবেশন করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকদের প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণ সেই দেবতা যেন সকল দেবভাব সহ আমাদের হৃদয়ে আগমন করেন, এবং আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মকে প্রাপ্ত হন]। [অর্থ ও ভাবের দিক থেকে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটির সাথে তেমন পার্থক্য নেই ; কিন্তু সেখানে একটু পাঠান্তর দেখা যায়]।

৭। দেবভাবের পোষক, দানশীল, দ্যোতমান এবং পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রের ন্যায় (এই) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, মাতৃস্থানীয়—অনন্তের আস্পদ ব'লে অতিবিস্তৃত সাধকের হৃৎস্বরূপ ভূমিকে, অর্চকারিগণের হিতসাধনে, বিশেষভাবে প্রবর্তিত করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্ধিত হয়ে, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কল্যাণে অবস্থিত হন (অর্থাৎ সাধকের পরম-কল্যাণ সংসাধিত করেন)। [ভাব এই যে। জ্ঞানদেবতার প্রভাবে মানুষ সৎকর্মে প্রবুদ্ধ হয়। তাতে তাদের নিজের এবং সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়ে থাকে]। [গেয়গানের ঋষি—'সৌভরি' ; গেয়গানের নাম—'দৈবোদাস']।

৮। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি, সম্প্রতি পৃথিবী হ'তে অথবা অন্তরীক্ষ হ'তে এবং শ্রেষ্ঠ দীপ্যমান্ দ্যুলোক হ'তে আমার হৃৎপ্রদেশে আগমন ক'রে, বিস্তৃত আমার স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা বর্ধিত হোন ; (অর্থাৎ অধিষ্ঠান করুন)। হে শোভনকর্মকারিন্ জ্ঞানাগ্নি! আপনি আমার (হৃদয়ে উৎপন্ন) সত্ত্বভাবসমূহকে পালন করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতার কৃপায় আমার হৃদয়ে যেন নিখিল জ্ঞানের প্রকাশ হয়]। [মন্ত্রটি ঐন্দ্রসূক্তের অন্তর্ভূত এবং এর দেবতা 'ইন্দ্র', কিন্তু এখানে আগ্নেয়পর্বের অন্তর্গত রয়েছে, সুতরাং দেবতা 'অগ্নি' বললেও বলা যায়। এর গেয়গানের ঋষি—'মেধাতিথি' বা 'মেধ্যাতিথি' ; গেয়গানের নাম—'সোক্রতব']।

৯। জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি সংসার-রূপ কানন কামনা ক'রে থাকেন (অর্থাৎ, সকলকেই অনুগ্রহ করতে উদ্যুক্ত আছেন)। যেহেতু আপনি, মাতৃস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে আপনা-আপনিই প্রাপ্ত হন ;

সেই হেতু তা-ই আপনার গহ্। আমাদের অনুগ্রহ না ক'রে আপনি যে দূরে রয়েছেন, তা আমরা সহ্য করতে পারছি না ; অতএব, আপনি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। [প্রার্থনার ভাব—সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞানদেবতার অভিন্ন সম্বন্ধ· আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবসম্পন্ন হোক ; জ্ঞানদেবতা সেখানে অধিষ্ঠান করুন]। [এর গেয়গানের ঋষি—'বিশ্বামিত্র' এবং গানের নাম—'কণ্ব']।

১০। জ্ঞানস্বরূপ হে দেব। সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত সাধক আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ; হে দেব! যে আপনাকে আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধুগণ নমস্কার ক'রে থাকেন (আপনার অধিকারী হয়ে আপনারই পূজা করেন) ; অতিক্ষুদ্র মনুষ্য আমি ; সত্য-উৎপন্ন সেই আপনি, হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বর্ধিত হয়ে, আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকবর্গ জ্ঞানের অধিকারী আছেন ; সুতরাং জ্ঞানদেব যেন অকিঞ্চন আমায় জ্ঞান দান করেন]। [এর গেয়গানের ঋষি—'কণ্ব' এবং গানের নাম—'মানব']।

●

ষষ্ঠী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি, ২ ব্রহ্মণস্পতি ; ৩ যূপকাষ্ঠ॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১।৭ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ২।৩।৫ ঘৌর কণ্ব ; ৪ সৌভরি কাণ্ব ; ৬ উৎকীল বা আৎকীল কাত্য ; ৮ গাথি বিশ্বামিত্র॥

দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ১॥
প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্রদেব্যেতু সূনৃতা।
অচ্ছা বীরং নর্যং পঙ্‌ক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ॥ ২॥
ঊর্ধ্ব ঊ ষু ণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বি হ্বয়ামহে॥ ৩॥
প্র যো রায়ে নিনীষতি মর্তো যস্তে বসো দাশৎ।
স বীরং ধত্তে অগ্ন উক্‌থশংসিনং ত্মনা সহস্রপোষিণম্॥ ৪॥
প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাম্।
অগ্নিং সূক্তেভির্বচোভির্বৃণীমহে যং সমিদন্য ইন্ধতে॥ ৫॥
অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে হি সৌভগস্য।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্॥ ৬॥
ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে।
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি যাসি চ বার্যম্॥ ৭॥

সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্তাস উতয়ে।
অপাং নপাতং সুভগং সুদংসসং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সদ্ভাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত (আমার) হৃৎপ্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন ; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্-রূপে সিঞ্চন কর এবং সৎ-ভাবের দ্বারা সম্যক্-রূপে পূর্ণ কর ; অনন্তর (তা হ'লে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদের অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করবেন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয় সৎ-ভাব-সমন্বিত ভক্তিপ্লুত হোক। তার দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ প্রাপ্ত হ'তে পারব]। [এই মন্ত্রটির গানের ঋষি—'অগ্নি' ; গানের নাম 'দ্রবিণ']।

২। লোকপালক ভগবান্ আমাদের প্রাপ্ত হোন ; প্রিয় এবং সত্যবাক্য বা বাগ্দেবী আমাদের প্রাপ্ত হোন ; দ্যোতমান্ ভগবৎ-বিভূতি-সকল (আমাদের প্রবল রিপুশত্রুগুলিকে দূর করুন ; এবং তাঁরা মনুষ্যবর্গের (সাধকদের) হিতকর, সৎ-ভাব ইত্যাদির দ্বারা নিষ্পাদিত, মহৎ অনুষ্ঠান আমাদের প্রাপ্ত করান। [ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয় অধিকার করুন, প্রিয়সত্য বাক্য কণ্ঠে অবস্থিতি করুক ; আর তাদের সহায়তায় আমরা যেন জনহিতসাধক সৎ-অনুষ্ঠান সাধনে সমর্থ হই]। [এর গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি' এবং গানের নাম—'বার্হস্পত্য']।

৩। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত ঊর্ধ্বদেশে (প্রভুস্বরূপ) অবস্থিত হোন। যে কারণবশতঃ ভক্তিরস দ্বারা হৃৎপ্রদেশে সিঞ্চনকারী দেবভাবের সাথে আপনাকে আহ্বান করছি, সেই কারণবশতঃ আপনি, সূর্যদেবের ন্যায় ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে, ভক্তিভাবের (জ্ঞানপূত পূজা-উপকরণের) দানকর্তা হোন। [ভাব এই যে,—জ্ঞান, ভক্তি ও সৎ-ভাব-সমূহ একত্রে এককালে এসে আমার হৃৎপ্রদেশ অধিকার করুক]। [এর গেয়গানের ঋষি 'বশিষ্ঠ' ; গানের নাম—'বীঙ্ক']।

৪। নিবাসহেতুভূত জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! যে মনুষ্য পরমধনলাভার্থ আপনাকে প্রাপ্ত হ'তে ইচ্ছা করে, যে সাধক আপনাকে ভক্তি উপহার প্রদান ক'রে থাকে ; সেই সাধক নিজের দ্বারা বহুপালক (বহু সাধু ব্যক্তির আশ্রয়-স্থান-স্বরূপ) বেদপাঠী শূর পুত্র (ব্রহ্মনিষ্ঠ স্থান) প্রাপ্ত হয়ে থাকে। [ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্‌কে যে জন অধিকার করতে সমর্থ হয়, সে জন ঐহিক পারত্রিক সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকে]। [এর গেয়গানের ঋষি—'আঙ্গিরস'। গানের নাম—'বৈস্পর্দ্ধস']।

৫। হে চিত্তবৃত্তিসকল! যে এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে অন্যান্য সাধকগণ আপনাপন হৃৎপ্রদেশে প্রদীপ্ত করেন, সেই এই মহান্ জ্ঞানাগ্নিকে—দেবভাবকামী নানা রকমে চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট তোমাদের অনুগ্রহ (সৎ-ভাব-সহযুত) করবার জন্য সূক্তরূপ স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করছে। [ভাব এই যে,—সাধক-গায়কের চিত্তবৃত্তিকে জ্ঞানাগ্নি যেন সৎ-ভাব-সহযুত করেন]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের ঋষি—'কণ্ব'। গানের নাম—'ঐতবাভ্র্য']।

৬। জ্ঞানস্বরূপ এই অগ্নিদেব আপনি—শত্রুসমরে উৎকৃষ্টবীর্যশালী এবং (ভগবানের কৃপার অধিকারী) সৌভাগ্যশালী সাধকের নিয়ামক (পরিচালক) হন ; আপনি জ্ঞানবিশিষ্ট সৎ-ভাব-সহযুত সাধকের পরমার্থপ্রাপ্তির হেতুভূত হন ; এবং রিপুশত্রুকৃত উপদ্রবনাশের প্রভু (কারণ) হয়ে থাকেন। [ভাব এই যে,—ভগবানের জ্ঞানদেবরূপী বিভূতি সৎ-ভাব-সম্পন্ন সাধকের শত্রুনাশকারী অধিপতি।

তাঁকে ত্যাগ ক'রে সাধক-গায়ক আর কারও শরণাপন্ন হ'তে ইচ্ছুক নন]। [এই গেয়গানের ঋষি—'মনা'। গানের নাম—'দোহ']।

৭। সর্বপূজিত জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! সর্বজ্ঞ আপনি, আমাদের হিংসারহিত হৃৎপ্রদেশের অধিপতি হোন; আপনি সেই হৃৎপ্রদেশে দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হয়ে হৃৎপ্রদেশের শোধনকর্তা হোন; আমাদের বরণীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব ভগবানে পর্যবসিত করুন; এবং আমাদের পরমধন প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব,—সেই দেব আমাদের হৃদয়ের অধিপতি হোন, হৃৎপ্রদেশ সংশোধন ক'রে দেবভাবের আহ্বান করুন, সৎ-অনুষ্ঠানকে ভগবানে প্রাপ্ত করিয়ে দিন, এবং আমাদের পরমার্থ প্রদান করুন]। [গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি' অথবা 'বশিষ্ঠ' এবং 'বরুণ'। গানের নাম—'সমন্ত']।

৮। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনার মিত্রের ন্যায় অনুরক্ত (ভক্ত) অর্চনাকারী আমরা,—শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে উৎপন্ন, ষড়ৈশ্বর্যশালী, শোভনকর্মা, সাধকদের সুখপ্রাপ্য, উপদ্রবনাশকারী আপনাকে,—আমাদের রক্ষার নিমিত্ত বরণ করছি। [গেয়গানের ঋষি—'বাভ্রবৈখানস'। গানের নাম—'আজিগ' অথবা 'দানব']।

●

সপ্তমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ ১।৩, ৫-৯ ত্রিষ্টুপ; ২।৪ জগতী; ১০ ত্রিপাদ্‌বিরাট্ গায়ত্রী॥
ঋষি ঃ ১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয় বা বামদেব গৌতম; ২ উপস্তুত বার্ষ্টিহব্য;
৩ বৃহদুক্‌থ বামদেব্য; ৪ কুৎস আঙ্গিরস; ৫।৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য;
৭ বামদেব গৌতম; ৮।১০ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি; ৯ ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র॥

আ জুহোতা হবিষা মর্জয়ধ্বং নি হোতারং গৃহপতিং দধিধ্বম্।
ইডস্পদে নমসা রাতহব্যং সপর্যতা যজতং পস্ত্যানাম্॥ ১॥
চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবন্বেতি ধাতবে।
অনূধা যদজীজনদধা চিদা ববক্ষৎ সদ্যো মহি দূত্যাং৩ চরন্॥ ২॥
ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনস্তন্বে৩চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে॥ ৩॥
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ৪॥
মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ৫॥

বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্‌থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ।
তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ববাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ ৬॥
আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ।
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্॥ ৭॥
ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভির্যস্য প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন।
নরো হব্যেভিরীডতে সবাধ আগ্নিরগ্রমুষসামশোচি॥ ৮॥
প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি।
দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদানডপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ॥৯॥
অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুম্॥ ১০॥

মর্মার্থ— ১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আহ্বান কর ; শুদ্ধসত্ত্বভাব-রূপ হবিঃ দ্বারা তাঁকে তৃপ্ত কর ; দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, হৃদয়-গৃহের অধিপতি, জ্ঞানাগ্নিকে (আমার) হৃৎপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত কর ; নমস্কারের দ্বারা অর্চিত, সাধকদের হৃদয়-দেশে পূজনীয়, সেই জ্ঞানাগ্নির সেবা কর। [অন্তর্যজ্ঞে এই অগ্নি সাধক-গায়কের হৃৎপ্রদেশে অবস্থানকারী জ্ঞানাগ্নি (ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি)। বহির্যজ্ঞে ঋত্বিকদের আহ্বানকারী অগ্নিরূপী দেব, যাঁকে হবির দ্বারা সুখী করার আহ্বান জ্ঞাপিত হচ্ছে ; অর্থাৎ যজ্ঞগৃহে তিনি পরিচর্যনীয়]।

২। যে জ্ঞানাগ্নি, সাধকের রক্ষার জন্য, জন্মকারণমূলক সকাম পাপপুণ্যের অনুগমন করেন না ; নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে আপন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন ; সেই নবজাত তরুণ জ্ঞানের হবনীয় প্রাপণ (দেবভাবগুলিকে হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান) বিচিত্র ব্যাপার ; যেহেতু, সাধকের হৃদয়স্থিত সেই জ্ঞানাগ্নি, মহৎ দূতকর্ম আচরণ ক'রে, সাধকের হৃদয়ে শীঘ্রই দেবভাবসমূহকে আনয়ন করেন। [সাধকের রক্ষাকারী যে জ্ঞানাগ্নি, সেই জ্ঞানাগ্নি সাধককে তাঁর জন্মের হেতুভূত সকাম পাপপুণ্যের অনুগমন করতে দেয় না। নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই জ্ঞানের দেবতার উদ্দেশ্যে শুদ্ধসত্ত্বভাব অর্পণ খুবই বিস্ময়কর। সেই জ্ঞানই দূতস্বরূপ হয়ে সাধকের হৃদয়ে সত্বর দেবভাবগুলিকে এনে দেন। সাধক-গায়ক তারই প্রভাবে অমরত্ব লাভে সমর্থ হন]।

৩। হে জীব! অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ এই যে তেজঃ, এ তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান) ; অপর বায়ুরূপে প্রবহমান্ ঐ যে প্রাণ, তা-ও তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান) ; এমনই তোমার তৃতীয়াংশভূত আত্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মা তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান) ; তুমি তোমার জ্ঞানজ্যোতির সাহায্যে, সেই পরমাত্মায় মিলিত হও ; তোমার দেহ-ধারণের (নরজন্ম-গ্রহণের) সফলতার জন্য (জীবনের দৈনন্দিন কার্যে) দেবভাবসমূহের শ্রেষ্ঠ জনয়িতার (সৎকর্মের) সাথে তোমার সম্মিলন সাধন কর ; আর তা হ'তে ভগবৎসান্নিধ্য লাভের সামর্থ্য ও কল্যাণ প্রাপ্ত হও। [সেই ভগবান্ তেজোরূপে বায়ুরূপে আত্মারূপে সকলের মধ্যেই বিরাজমান। তাঁর সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য সৎকর্মের সাথে সম্বন্ধযুত হ'লেই সাধক-গায়ক পরমাত্মার সাথে মিলন ও পরমানন্দ লাভ করবে]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বৃহদুক্‌থ'; এর গেয়গানের নাম 'যাম' অথবা 'কৌৎস্য']।

৪। পূজনীয় আদিভূত জ্ঞানের জন্য (পরমজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে) প্রজ্ঞা-বৃদ্ধির দ্বারা রথস্বরূপ

(ভগবানকে প্রাপক) এই মন্ত্রকে আমরা সর্বতোভাবে অনুসরণ (সম্পূজিত) করছি ; জ্ঞানস্বরূপ মন্ত্রকে তার সম্ভজনে (সম্পূজনে) নিশ্চয়ই আমাদের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি এবং কল্যাণ সাধিত হয়। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার সাথে সখিত্ব হ'লে (আপনার অনুসারী হ'লে) আমরা আর হিংসিত হই না (তখন আপনি আমাদের সর্বদা রক্ষা করেন)। [সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা যখন জ্ঞানের অনুসারী হই, তখনই আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হয় ; কোনও শত্রুই তখন আমাদের কোনরকম অনিষ্ঠ করতে পারে না]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'কুৎস্য' ; এর গেয়গানের নাম—'যজ্ঞসারথি']।

৫। দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্যলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম হ'তে সর্বতোভাবে উৎপন্ন সর্বদর্শী, সর্বপ্রকাশশীল, হবির্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী, পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করছেন। [সত্ত্বভাবসুত ; সৎকর্মের দ্বারা অশেষ, শক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই কর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জন করার জন্যই সাধক-গায়ক উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন]। [এই সামমন্ত্রের গায়ক—'ভরদ্বাজ'। এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বানর']।

৬। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত সলিলরাশি যেমন মনুষ্যবর্গের অল্পায়াসে নিম্নভূমি প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তোত্রমন্ত্র-প্রভাবে আমাদের দেবভাবসমূহ আপনার নিকট হ'তে আমাদের কামনা পরিপূর্ণ করিয়ে দেন। স্তোত্রমন্ত্রে বহনীয় হে জ্ঞানাগ্নি! বেগগামী অশ্ব যেমন ত্বরায় সংগ্রাম-ভূমি প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তুতিবশ-প্রসিদ্ধ আপনাকে সুস্তুতিরূপ বাক্য (বেদমন্ত্র) বশীভূত ক'রে থাকে। [মানুষ ভগবানের স্তুতিপরায়ণ—পূজায় ব্রতী-হ'লে সংসার-সমরাঙ্গনে জয়ী হ'তে পারবে]। [এই সামমন্ত্রটির ঋষি—'ভরদ্বাজ'। এর দু'টি গেয়গানের নাম—'আশ্ব' এবং 'ঐরত']।

৭। হে মনুষ্যগণ! তোমাদের রক্ষার জন্য, তোমরা সেই হিংসাপ্রত্যবায় ইত্যাদি রহিত কর্মের অধিপতি, দেবভাবের আহ্বাতা, (আমাদের) শত্রুদমনে রুদ্রমূর্তিধর, দ্যাবাপৃথিবীর আনন্দ-সঙ্গময়িতা (চিদানন্দপ্রদ), দিব্যজ্যোতির্ময়, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, অশনি-পতনের ন্যায় সহসা মৃত্যু আসবার পূর্বে, সম্যক্‌প্রকারে ভজনা কর। [বজ্রপতনের মতো হঠাৎ কখন মৃত্যু আসবে স্থির নেই ; সুতরাং মুহূর্ত-কালক্ষয় না ক'রে ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই উপদেশ ধ্বনিত হচ্ছে]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বামদেব'; এর গেয়গানের ঋষি—'রৌদ্র' ও 'বামদেব']।

৮। হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান) সকল মনোবৃত্তির অধিস্বামী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, স্তুতিমন্ত্রের সাথে (জ্ঞানের অনুশীলনের সাথে) সম্যক্ প্রদীপ্ত হন। জ্ঞানদেবতার রূপ বা আদর্শ শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সম্পূজিত (অনুধ্যাত) হয়। সংসার-ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণে বাধাপ্রাপ্ত (দুঃখাক্রান্ত) মনুষ্য যখন (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) আহবনীয় দ্বারা পূজা করেন, তখন সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব উষাকালের ন্যায় অগ্রে অগ্রে সর্বতোভাবে দীপ্যমান হন। [অর্থাৎ উষালোক যেমন অন্ধকার দূর ক'রে আপন সম্মুখভাগে ক্রমশঃ বিস্তৃত হন, জ্ঞানদেবতাও তেমনই অজ্ঞানতা দূর ক'রে সাধক-গায়কের হৃদয়ে প্রসারিত হন। তখন তার সকল বিপদ দূরে যাবে, আঁধার টুটবে ; সে (সেই সাধক-গায়ক) আলোক-পুলকে মগ্ন হবে]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বশিষ্ঠ'; এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্ব' এবং 'জ্যোতিঃ']।

৯। জ্ঞানদেবতা যখন আপন মহতী বিজয়পতাকা সহ দ্যুলোকে ও ভূলোকে আগমন করেন, তখন তাঁর অভীষ্টবর্ষণশীল রূপ সর্বতোভাবে সপ্রকাশ হয়। মহত্ত্বসম্পন্ন সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা দ্যুলোকের অভ্যন্তরে এবং তার বহিঃপ্রদেশে ইহলোকের সীমান্ত পর্যন্ত আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হন বটে, কিন্তু সত্ত্বভাবের সমীপেই তিনি সম্যক্ প্রদীপ্ত হন। [জ্ঞানের ফল প্রদায়কত্ব সর্ববিদিত। জ্ঞান সঞ্চারের সাথে

মানুষের সকল সুফল লাভ হয়ে থাকে ; সত্ত্বভাবই জ্ঞানের নিবাসস্থান]। অথবা—বিজয়ী বীর যেমন বৃহৎ পতাকা সহ রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে জয়নিনাদে প্রতিধ্বনিত করেন ; তেমনই, অভীষ্টবর্ষণশীল (অমিতপ্রভাবশালী) 'সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) দ্যুলোকের বহিঃপ্রদেশ হ'তে ইহলোকের সীমান্ত পর্যন্ত (সর্বলোকে) আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হন, এবং সত্ত্বভাবের সমীপে মহান্ প্রদীপ্ত থাকেন। [জ্ঞানের প্রভাব সর্বত্র অব্যাহত ; সত্ত্বভাবের সহযোগে সে প্রভাব পরিবর্ধিত হয়]। [সামের ঋষি—'ত্রিশিরা'। গেয়গানের নাম—'যাম']।

১০। জননায়ক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ, সৎকর্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে (জ্ঞানকিরণের সাহায্যে), দূরে দৃশ্যমান অথবা আপন দেহরূপ গৃহেরই অধিপতি রূপে বিদ্যমান, বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ অথবা চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট। সেই জ্ঞানদেবতাকে ভক্তিসহযুত কর্মের মধ্যেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [মন্ত্রের ভাব—দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে, কেউ বা মনে করেন,—সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব দূরে আছেন ; কেউ বা তাঁকে দেহরূপ গৃহেরই অধিপতি-রূপে বিদ্যমান দেখতে পান ; কেউ দেখেন—তাঁর সাথে আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ; কেউ দেখেন—সে সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছিন্ন। এমন যে জ্ঞানদেবতা, শ্রেষ্ঠপুরুষগণ নিজেদের সৎকর্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে, ভক্তিসহযুত কর্মের মধ্যেই, তাঁকে দেখতে পান]। [সামের ঋষি—'বশিষ্ঠ', গেয়গানের নাম—'চ্যবন', 'শৈখণ্ডিন' বা 'ইহব']।

●

অষ্টমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি ; ৩ পূষা॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্॥ ঋষি ঃ ১ আত্রেয় বুধ ও গবিষ্ঠির, ২।৫ ভালন্দন বৎসপ্রি ; ৩ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৪।৭ গাথি বিশ্বামিত্র ; ৬ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৮ পায়ু ভরদ্বাজ॥

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ॥ ১॥
প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরৈরমূরং পুরাং দর্মাণম্।
নয়ন্তং গীর্ভির্বনা ধিয়ং ধা হরিশ্মশ্রুং ন বর্মণা ধনর্চিম্॥ ২॥
শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু॥ ৩॥
ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে॥ ৪॥
প্র হোতা জাতো মহান্নভো বিন্নৃষদ্মা সীদদপাং বিবর্তে।
দধদ্যো ধায়ী সু তে বয়াংসি যন্তা বসূনি বিধতে তনূপাঃ॥ ৫॥

প্র সম্রাজমসুরস্য প্রশস্তং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য।
ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দদ্বারা বন্দমানা বিবষ্টু॥ ৬॥
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইবেৎসুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥ ৭॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনুদহ সহমূরান্ কয়াদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ— ১। উষঃকালে আগমনকারী সূর্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব জনসমূহের (সাধকগণের) সত্ত্বভাবের সাথে প্রবুদ্ধ হন। [ভাব এই যে, উষার পশ্চাতে আলোকরশ্মি যেমন ধাবমান হয়, সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান তেমনই সংযুক্ত হন—হৃদয় আলোকিত করেন]। মহান্ বৃক্ষের শাখা বহির্গমনের ন্যায় (অথবা, উড্ডীয়মান পক্ষীর আপন আশ্রয়স্থান ত্যাগের ন্যায়) জ্ঞানরশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষ-অভিমুখে প্রসারিত হয় (অর্থাৎ, জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা সাধকগণ পরমার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন)। [ভাব এই যে, পক্ষিগণ বা বৃক্ষশাখা সকল যেমন বৃক্ষসম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে আকাশে আত্মসম্প্রসারণ করে, জ্ঞানসম্বন্ধপ্রাপ্ত আমরাও তেমনই সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে পরমার্থ-সন্নিকর্ষ বা মোক্ষ লাভ ক'রি]। [এই মন্ত্রের দ্রষ্টা—'বুধ' এবং 'গবিষ্ঠির']।

২। হে মন! তুমি কাম ইত্যাদি শত্রুসেনা-বিজয়ী, অতি মহৎ, মেধাবিগণের (শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদির বা সাধকের) পালক মায়ার দ্বারা উৎপন্ন দেহের রক্ষক (অথবা, উচ্ছেদক) মোহবিহীন, দেবতাকে আরাধনা করবার জন্য সমর্থ হও ; আবার, স্তুতির দ্বারা (সত্ত্বভাবের দ্বারা) সম্যক্‌রূপে ভজনযোগ্য সকল ধনের প্রদাতা (অথবা, পরমার্থ-সন্নিকর্ষে নয়নকর্তা কিংবা মোক্ষপ্রাপয়িতা), শত্রুভীতিপ্রদ অজ্ঞানাধারনাশক দিব্যজ্যোতীরূপ কবচধারী সেই দেবতার উদ্দেশে তাঁর প্রীতিপ্রদ স্তোত্রমন্ত্র ও তাঁর পরিচরণ-রূপ কর্ম সম্পাদন কর। [মন্ত্রটি আপন মনকে সম্বোধনমূলক। জ্ঞানকিরণ ও মোক্ষলাভের জন্য বহুগুণোপেত জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রীতিকর কর্ম-সম্পাদনের উপদেশ এখানে পরিলক্ষিত হয়। ভাবার্থ—'হে মন! তুমি হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও।'—এর মধ্যেই নিহিত আছে সাধক-গায়কের সকল কল্যাণ]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'শ্যৈতং' 'শয়নং' 'শায়ন' 'দীর্ঘায়ুব্যং' ইত্যাদি। গেয়গানের ঋষির নাম—'শ্যেনঃ' অথবা 'প্রজাপতি']।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী দেব! আপনার দিবাবৎ (দিনের আলোকের মতো) শুভ্রবর্ণ (শান্তভাবাপন্ন, জ্ঞানময় বা জাগ্রৎ) একটি রূপ ; আবার, আপনার রাত্রিবৎ (রাত্রের অন্ধকারের মতো) কৃষ্ণবর্ণ (রৌদ্রভাবাপন্ন, অজ্ঞানময় বা সুপ্ত) আর একটি রূপ। আপনার সেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন (জাগ্রৎসুপ্ত, জ্ঞানাজ্ঞানময়, শান্তরৌদ্রভাবাপন্ন) সকল রূপই যজনীয়। হে দেব! জ্ঞানদেবতা আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ থেকে আপনি বিশ্বের সত্ত্বাদি পোষণ করছেন। (অতএব) হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের আপনার মঙ্গলময় দান প্রদান করুন (অথবা, পরমার্থের সন্নিকর্ষ-লাভে সহায় হোন)। [ভাব এই যে, সেই দেবের অনুকম্পাতেই শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি দ্বারা অথবা জ্ঞানকিরণ ইত্যাদি দ্বারা আমরা আত্মোন্নতি করতে সমর্থ হই]। [এই মন্ত্রের ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের নাম—'শুক্রং']।

৪। হে জ্ঞানদেবতা! আপনি প্রার্থনাকারিগণের (সাধকদের) পরাগতি লাভের নিমিত্ত, তাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণসম্পাদয়িতা (শুদ্ধসত্ত্বজনয়িতা) বিবেক সঞ্চার করেন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনার অনুগ্রহে

(আমাদের হৃদয়ে) পবিত্রকর মোক্ষদানসমর্থ প্রজ্ঞা (শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদির উদ্ভব) হোক। হে দেব। আপনার শোভনবুদ্ধি (আমাদের পক্ষে) অনায়াসলভ্য হোক (অথবা আপনার অনুগ্রহলাভে আমরা যেন আপনার ন্যায় সুবুদ্ধিসম্পন্ন হই)। [জ্ঞানকিরণ দ্বারা হৃদয় উদ্ভাসিত হ'লে এমন প্রার্থনাই পরিস্ফুট হয়। যা সৎ, তাতে অসতের সংশ্রব থাকতে পারে না। সৎ-বস্তুর কাছে সৎ-ভাবের কামনাই সমীচীন। তাই সৎ-স্বরূপ ভগবানের কাছে সুমতিলাভের প্রার্থনা অত্যন্ত সুসঙ্গত]। [এর ঋষি—'বিশ্বামিত্র'। গেয়গানের নাম—'কৌৎস']।

৫। সেই জ্ঞানদেবতা, সাধকের হৃদয়রূপ পবিত্র স্থানের নিগূঢ়প্রদেশে অবস্থিত থেকে (সত্ত্বভাবের অভ্যন্তরে বিরাজিত থেকে) সৎকর্মনিয়ামক মোক্ষপদ-প্রদর্শক হন। (অন্তরীক্ষের উপস্থানে বিদ্যুৎ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সাধকের হৃৎকন্দরে জ্ঞানকিরণ তেমনই সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত আছে। সাধনার প্রভাবে সৎকর্মের দ্বারা সেই জ্ঞানরশ্মি প্রকাশ পায়—এটাই ভাবার্থ)। ভক্তহৃদয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ বরণীয় সেই দেবতা ভক্তের হৃদয়ে প্রসন্নভাবে অধিষ্ঠিত হন। হে মন। যে জ্ঞানাগ্নি সত্ত্বাদি ধারণ ক'রে প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে নিহিত হন, সেই জ্ঞানদেবতার পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হও। সেই দেবতা তোমার সত্ত্বভাব ইত্যাদির ও পরমার্থরূপ ধনের নিয়ামক এবং দুষ্কৃতসমূহের পরিত্রাতা হোন। [এই মন্ত্রের ঋষি—'বৎসপ্রি'; গেয়গানের নাম—'কাশ্যপ' ও 'অভিহিত']।

৬। হে মন! অজ্ঞানরূপ শত্রুর অভিভবকারী (বিনাশক) আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের স্তবার্হ (অথবা আনন্দস্বরূপ) পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন সর্বপ্রকাশশীল সেই জ্ঞানাগ্নির শ্রেষ্ঠস্বরূপকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর ; এবং স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান দেবগণ-সম্বন্ধীয় পূজা-আরাধনা-রূপ কর্মসকলকে কামনা কর। [ভাব এই যে,—সাধক-গায়কের মন যেন জ্ঞানের অনুসারী হয় ; এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম মাত্র অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে]। [গেয়গানের নাম—'ঘৃতাচী' অথবা 'আঙ্গিরস'। গেয়গানের ঋষি—'ঘৃতাচী' অথবা 'অঙ্গিরঃ']।

৭। গর্ভিনী স্ত্রী যেমন অতি যত্নে গর্ভ ধারণ করে (অথবা, গর্ভিনীতে সুবিন্যস্ত গর্ভের ন্যায়, কিংবা আধারে সুবিন্যস্ত আধেয়ের ন্যায়), তেমনই সেই আদিভূত অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা অথবা প্রজ্ঞানাধার ভগবান্) অরণ্যসদৃশ হৃদয়েও অধিষ্ঠিত আছেন। সেই অগ্নিদেব সম্ভৃতহবিষ্ক (সত্ত্বভাবসমন্বিত, সৎকর্মনিরত) সাধকগণের প্রকৃষ্টরূপে অনুক্ষণ (সদাকাল) স্তবনীয় (অথবা, তাঁর প্রীতির জন্য স্তোত্রকর্ম বিধেয় অর্থাৎ স্তোত্রাদি বা সৎকর্মাদির দ্বারা অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন কর্তব্য)। [হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মতো দুর্দান্ত কামক্রোধাদি রিপুশত্রুপরিবৃত যে হৃদয়, সেখানেও ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন। অন্তর্যাজ্ঞিক দেখছেন—অরনিদ্বয়ের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত, (কিংবা গর্ভিণীর গর্ভে ভ্রূণ যেমন অধিষ্ঠিত), তেমনই তাঁরও (সাধক-গায়কের) হৃদয়েও আদিভূত জ্ঞানাগ্নি (প্রজ্ঞানাধার ভগবান্) জন্মমুহূর্ত থেকেই সদা প্রজ্বলিত (বিরাজমান) রয়েছেন। সৎকর্মের প্রভাবে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে, সেই জ্ঞানাগ্নির উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে পাওয়া যায়]। [গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের নাম—'প্রাসাহং']।

৮। হে জ্ঞানদেব! আপনি চিরদিনই রিপুশত্রুগণকে (অথবা, সেই সংক্রান্ত অসৎ-ভাব-পরম্পরাকে) নাশ করেন ; (অর্থাৎ, জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুসকল বিনষ্ট হয়ে থাকে)। আপনার সাথে সংগ্রামে শত্রুগণ কেউই জয়লাভে সমর্থ হয় না ; (অর্থাৎ, জ্ঞান-অজ্ঞানের অথবা সৎ-অসৎ-বৃত্তির দ্বন্দ্বে জ্ঞানের বা সৎ-বৃত্তির প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়)। (শত্রুগণকে

বিজিত ক'রে) আপনি তাদের সমূলে বিনষ্ট করুন, (অর্থাৎ, হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ-প্রভাব বিস্তৃত হ'লে অজ্ঞানমূল বিনষ্ট হয়)। আপনার দীপ্তিরূপ আয়ুধ হ'তে শত্রুগণের কেউই পরিত্রাণ লাভ করে না, (অর্থাৎ, হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হ'লে, অন্তরের সকল শত্রুই নিরাকৃত হয়ে থাকে)। [বাহ্যপূজায় একান্ত আসক্ত যিনি, রাক্ষসদের উপদ্রবে যজ্ঞ-বিঘ্ন উৎপন্ন হবার আশঙ্কায় সেই রাক্ষসদের বিনাশ-সাধনের জন্য অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা জানাতে পারেন। কিন্তু অন্তর্যাজ্ঞিকের যজ্ঞ অন্যরকম, তাঁর যজ্ঞাগ্নিও স্বতন্ত্র। তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান—হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ-লাভের জন্য ; তাঁর কামনা—রিপুশত্রুদের বিনাশসাধন—শুদ্ধসত্ত্বলাভ]। [এর গেয়গানের ঋষি—'অগ্নি', 'বৈশ্বানর' বা 'অত্রি'। গেয়গানের নাম—'রক্ষোঘ্ন']।

●

নবমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্॥ ঋষি ঃ ১ গয় আত্রেয় ; ২ বামদেব ; ৬।৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৫ দ্বিত মৃক্তবাহা আত্রেয় ; ৩ অত্রিপুত্র বসুগণ ; ৭।৯ গোপবন আত্রেয় ; ৮ পুরু আত্রেয় ; ১০ বামদেব কশ্যপ বা মারীচ অথবা বৈবস্বত মনু অথবা উভয়কৃত॥

অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো।
প্র নো রায়ে পনীয়সে রৎসি বাজায় পন্থাম্॥ ১॥
যদি বীরো অনুষ্যাদগ্নিমিন্ধীত মর্ত্যঃ।
আজুহুদ্ধব্যমানুষক্ শর্ম ভক্ষীত দৈব্যম্॥ ২॥
ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি সঞ্ছুক্র আততঃ।
সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে॥ ৩॥
ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে।
ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি॥ ৪॥
প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশ স্তবেতাতিথিঃ।
বিশ্বে যস্মিন্নমর্ত্যে হব্যং মর্তাস ইন্ধতে॥ ৫॥
যদ্ বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো।
মহিষীব ত্বদ্ রয়িস্ত্বদ্ বাজা উদীরতে॥ ৬॥
বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ॥ ৭॥
বৃহদ্ বয়ো হি ভানবেঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে।
যং মিত্রং ন প্রশস্তয়ে মর্তাসো দধিরে পুরঃ॥ ৮॥

অগণ্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবম্।
যঃ স্ম শ্রুতর্বন্নার্ক্ষ্যে বৃহদনীক ইধ্যতে॥ ৯॥
জাতঃ পরেণ ধর্মণা যৎ সবৃদ্ভিঃ সহাভুবঃ।
পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে জ্ঞানদেব! আপনি অর্চনাকারী আমাদের মঙ্গলের জন্য বলবত্তম (প্রভূততেজঃসম্পন্ন) দ্যোতমান্ ধন (মোক্ষধন) আহরণ করুন (আমাদের প্রদান করুন); (আবার) অপ্রতিহতগমনশীল (অনিবারিত-রশ্মিযুক্ত, সর্বব্যাপী) হে দেব! আপনি স্তুতিযুক্ত (আমাদের অভীষ্টরূপ) ধনের চতুর্বর্গ-ফললাভ-রূপ মোক্ষধনের) সাথে আমাদের সম্মিলিত করুন (অর্থাৎ, আমরা যাতে চতুর্বর্গফললাভ-রূপ মোক্ষধন প্রাপ্ত হই, আপনি তার বিধান করুন) ; (পরন্তু) আপনি আমাদের মোক্ষলাভের নিমিত্ত (মোক্ষপ্রাপ্তি-সাধক-সমর্থ) পন্থা প্রস্তুত করুন (অর্থাৎ যে পথে চললে আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হব, আপনি সেই পথ আমাদের প্রদর্শন করুন)। [এই মন্ত্রের দু'টি গেয়গানের নাম—'পাহ্বং']।

২। মরণশীল অকিঞ্চন মনুষ্যও যদি অবিচ্ছিন্নভাবে (একাগ্রচিত্তে) অনুক্ষণ অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে হবনীয় (আপন চিত্তের শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি দেবভাবসমূহকে) আহুতি প্রদান করে (অথবা, তাঁর প্রীতির জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সৎ-ভাব-সমূহ উৎসর্গ করে অর্থাৎ তাঁর কার্যে নিয়োগ করে) ; আবার আপন হৃদয়-প্রদেশে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করতে সমর্থ হয় ; তাহলে সেই অকিঞ্চন ব্যক্তিও প্রভূত প্রজ্ঞাসম্পন্ন (ভগবানের সন্নিকর্ষ লাভে সমর্থ) হ'তে পারে ; এবং দেব-উপভোগ্য পরম সুখের অধিকারী হয়। [ঋষি—'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের নাম—'যাম']।

৩। হে জ্ঞানরূপ দেব! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত আপনার শুক্লবর্ণ (নির্মল পবিত্রকারক ধূম অর্থাৎ আপনা হ'তে সঞ্জাত দেবভাবনিবহ) সাধকগণের হৃদয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে অধিষ্ঠিত হয়। হে ত্রাণকারক জ্ঞানদেব! আপনি স্তোত্রদ্বারা স্তূয়মান হয়ে কৃপাপূর্বক (সাধকদের হৃদয়ে) দীপ্যমান এবং স্বপ্রকাশ হন। [প্রার্থনা— আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করুন]।

৪। হে জ্ঞানদেব! আপনি নিশ্চয়ই মিত্রের ন্যায় (স্বপ্রকাশ দেবতার ন্যায়) বিদ্যমান আছেন ; হবির্লক্ষণযুক্ত যজমানের গৃহকে (সংসারমোহ-পরিশূন্য শুষ্ক কাষ্ঠের মতো জনকে) পরমার্থ-ধনের সাথে (পরমার্থসহযুত হয়ে) অধিকার ক'রে অবস্থিতি করেন। (অর্থাৎ, নিষ্কাম জন আপনার অনুগ্রহে পরমার্থলাভে সমর্থ হয়ে থাকে)। হে সর্বদর্শী পরমৈশ্বর্যশালী জ্ঞানদেব! আপনি (আমাদের) অভিলষিত মোক্ষধন, আমাদের প্রদান করুন এবং আমাদের সৎকর্মের দ্বারা আমাদের পরিবর্ধিত করুন। অথবা— হে জ্ঞানদেব! কামনাবিহীন হৃদয়কে আপনি নিশ্চয়ই সূর্যের ন্যায় জ্ঞানকিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। হে সর্বদ্রষ্টা পরমৈশ্বর্যশালী দেব! আপনি আমাদের অভিলষিত ধন এবং মোক্ষলাভ-সামর্থ্য প্রদান করুন। [ভাব এই যে,—কামনা-পরিশূন্য ভগবানে একচিত্ত জন আপনার (জ্ঞানদেবের) প্রভাবে জ্ঞানকিরণলাভে মোক্ষপথের অভিমুখী হয়ে থাকে। হে দেব! আপনার অনুগ্রহে এই অকিঞ্চন আমরাও যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই। [এর গেয়গানের নাম 'বৃহৎ']।

৫। সকল অর্চনাকারী (সাধকগণ) নিত্য শাশ্বত যে অগ্নিতে হবনীয় (দেবভাব-সমূহ) প্রদান করেন ; বহুজনপ্রিয় (সর্বস্বামী), পরমার্থ-প্রদানকারী, সর্বাভীষ্টপূরক, সেই অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা) জ্ঞানের উন্মেষকালে (সাধনার প্রারম্ভে) স্তুত হন ; [অর্থাৎ প্রথমেই তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করবে। প্রথমেই জ্ঞান-

সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। তাহলে, নিশ্চয়ই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ধন লাভ করা যাবে]। [গেয়গানের নাম—'বৃহৎ' ; গেয়গানের ঋষি—'কৌমুদ']।

৬। অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত (বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য) বাহকতম (স্তোতৃগণকে ভগবৎসমীপে নয়নসমর্থ) যে সৎকর্ম, আমরা যেন তার (সেই সৎকর্মের) অনুষ্ঠান ক'রি। হে পরমধনপ্রকাশক (জ্ঞানদেব)। (অর্চনাকারী আমাদের) শ্রেষ্ঠধন প্রদান করুন ; যেন আপনার প্রসাদে সেই পরমধন এবং আমাদের হৃদয়-নিহিত সৎ-ভাব-নিবহ আমাদের ভগবৎসমীপে পৌঁছিয়ে দেয়। [গানের ঋষি—'অগ্নি'। গানের নাম—'যদ্বাহিষ্ঠীয়' ও 'যন্মহিষ্ঠীয়']।

৭। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি ভগবান্‌কে পাবার কামনা কর, তাহলে তোমাদের এবং নিখিল জনগণের অতিপ্রিয়, অতিথির ন্যায় পূজ্য (মিত্রের মতো সহজপ্রাপ্য), অগ্নিদেবকে (জ্ঞানাগ্নিকে) ভক্তিসহযুত স্তোত্র দ্বারা আহ্বান (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) কর। তোমাদের শান্তি-কামনায় সকল সুখের নিদান, শ্রেষ্ঠনিবাসস্থল, অগ্নিদেবকে (স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবতাকে) স্তুতি দ্বারা (ভক্তিসহযুত অর্চনাকারী) আমরা স্তব ক'রি (হৃদয়ে উদ্দীপিত ক'রি)। [ভগবানের আশ্রয় নিলে সকল সন্তাপ—সকল জ্বালা নিবারিত হয়। সে আশ্রয়ে উপনীত হ'তে পারলে পরমানন্দ লাভ করা যায়]। [এই সাম-গানের ঋষি—'অগ্নি' ; এর গেয়গানের নাম—'বিশো', 'বিশীয়ং' বা 'ঐড়ং']।

৮। মনুষ্যগণ (অর্চনাকারী সাধকগণ) মিত্রভূত (মিত্রের ন্যায় সুখপ্রাপ্য অথবা ভক্তানুরক্ত) যে অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবতাকে) প্রকৃষ্ট-স্তুতির নিমিত্ত (সম্যক্ আত্ম-উৎকর্ষ-সাধন জন্য) পুরোভাগে ধারণ করেন (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন) ; আবার, দীপ্তিমান্ যে অগ্নির (জ্ঞানাগ্নির) উদ্দেশে (তাঁরা) হবিস্বরূপ অন্ন (হৃদয়ে নিহিত সৎ-ভাব-নিবহ) প্রদান ক'রে থাকেন (উৎসর্গ করেন) ; হে মন! তুমি সেই দ্যোতমান (দেবভাবসমূহের জনয়িতা) অগ্নিদেবের (জ্ঞানদেবতার) প্রীতির নিমিত্ত (হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য) শুদ্ধসত্ত্বাদি (হৃদয়-নিহিত ভক্তিসুধা) তাঁকে প্রদান কর ; (অর্থাৎ, ভক্তিসহকারে তাঁর অর্চনা কর)। [সাধক-গায়ক তাঁর উদ্দাম মনকে সংযত করতে চাইছেন। যদি পরমার্থ লাভে অভিলাষী হও, তাহলে ভক্তিসহকারে সেই নেতৃস্থানীয়। নিখিল জগতের আরাধ্য জ্ঞানদেবতার ভজনা কর। তিনিই সকলকে ভগবানের নিকট উপস্থাপিত করেন]। [গেয়গানের নাম—'কণীনিকং' ; গানের ঋষি—'শার্গপ্রজাপতি']।

৯। যে জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) মোক্ষমার্গগামী (ঋক্ষপুত্র) শ্রুতিপারগ জ্ঞানিগণের হৃদয়কে (শ্রুতবন্ নামক রাজার নিমিত্ত) প্রকৃষ্ট জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত ক'রে (বিপুলজ্বালাবিশিষ্ট হয়ে) সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হন (প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন) ; পাপসমূহের অতিশয়রূপে নিবারক (রিপুশত্রুগণের হন্তা) মুখ্যস্থানীয় (অথবা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের অগ্রগামী) নিখিল জগতের হিতকারী (অথবা চিরনবীন) সেই অগ্নিদেবকে আমরা (যেন) প্রাপ্ত হই (অর্থাৎ, আমরা হৃদয়ে ধারণ ক'রি)। [জ্ঞানদেবতার মহিমায় সাধকগণ যেমন মোক্ষ-লাভে সমর্থ, আমরাও যেন তেমনই জ্ঞানের অধিকারী হয়ে, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হই]।

১০। যে জ্ঞানদেবতা আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন জনের পালয়িতা বা রক্ষক, যিনি ভক্তির বা সত্যের জনয়িতা (অথবা, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন), যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি মেধাবী কর্মকুশল, এবং যিনি নিখিল দেবভাবসহযুত হয়ে বিদ্যমান আছেন ; সেই জ্ঞানদেবতা উৎকৃষ্ট সৎকর্মনিবহ দ্বারা (সাধনা ইত্যাদির প্রভাবে) হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন। [ভগবান্ জ্ঞানদেব সকলের রক্ষক ও পালক। সৎকর্মের সাথে তিনি সাধকদের অধিগত হন। প্রার্থনা—সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের অভীষ্টফল প্রদান করুন]। [গানের নাম 'ইন্দ্রিয়ং' ; গেয়গানের ঋষি—'স্বযোনীন্দ্রঃ' অথবা 'কশ্যপ']।

দশমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা ঃ ১ বিশ্বেদেবগণ, ২ অঙ্গিরা, ৩-৬ অগ্নি॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্॥ ঋষি ঃ ১ অগ্নিস্তাপস, ২।৩ বামদেব কশ্যপ বা অসিত দেবল, ৪ সোমাহুতি ভার্গব বা ভর্গাহুতি সোম, ৫ পায়ু ভারদ্বাজ, ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব॥

সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্॥ ১॥
ইত এত উদারুহন্দিবঃ পৃষ্ঠান্যারুহন্।
প্র ভূর্জয়ো যথা পথো দ্যামঙ্গিরসো যয়ুঃ॥ ২॥
রায়ে অগ্নে মহে ত্বা দানায় সমিধীমহি।
ঈড়িষ্বা হি মহে বৃষন্ দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী॥ ৩॥
দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্ ব্রহ্মেতি বেরু তৎ।
পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভূবৎ॥ ৪॥
প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণাহি বিশ্বতস্পরি।
যাতুধানস্য রক্ষেসো বলং ন্যুব্জবীর্যম্॥ ৫॥
তমগ্নে বসুঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ— ১। শুদ্ধসত্ত্বোপেত (সত্ত্বভাবের আধার) স্নেহকরুণাময়, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তসম্বন্ধীয় (অনন্তরূপ) সর্বব্যাপী (সর্বধারক), স্বপ্রকাশ, সত্ত্বপ্রবর্ধক এবং অশেষ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, হৃদয়ে রাজমান্ পরমেশ্বরকে আমরা আহ্বান ক'রি—আশ্রয় ক'রি। [ভাব এই যে,—আমাদের আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ কর্তব্য]। অথবা—হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) মঙ্গলময় শিব-রূপকে (ভগবানের সোমমূর্তি) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) অভীষ্টবর্ষক স্নেহকারুণ্য-রূপকে (ভগবানের ভবমূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) জ্ঞান-রূপকে (ভগবানের রুদ্রমূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) অনন্তস্বরূপ সর্বত্রগামী বায়ু-রূপকে (ভগবানের উগ্রমূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) সর্বব্যাপক বিষ্ণুরূপকে (ভগবানের ভীম-রূপা আকাশ-মূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) স্বপ্রকাশ সূর্য-রূপকে (ভগবানের ঈশান-রূপা সূর্যমূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা

(হৃদয়ে দীপ্যমান্) সত্ত্বপ্রবর্ধক ব্রহ্মা-রূপকে (ভগবানের পশুপতি-রূপ যজমানমূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি) ; হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে রাজমান্) প্রজ্ঞানস্বরূপ বৃহস্পতি-রূপকে (ভগবানের সর্বস্বরূপা ক্ষিতিমূর্তির) আশ্রয় ক'রি (শরণ নিচ্ছি)। [এখানে ভগবানের অষ্টমূর্তির উপাসনা রয়েছে। ভগবানের সকল বিভূতি আমাদের রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা]।

২। মনুষ্যগণ যেমন পথ দিয়ে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে গমন করে (অথবা সৎকর্ম-রূপ মার্গ যেমন মুক্তি-অভিলাষী জনগণকে মোক্ষমূল প্রদর্শন করে), শুদ্ধ-সত্ত্ব-সমন্বিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ তেমনই সৎকর্ম-রূপ উৎকৃষ্ট মার্গে ইহলোক হ'তে ঊর্ধ্বগতি লাভ ক'রে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন এবং পরমপদ প্রাপ্ত হন। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুগণ কর্মের প্রভাবে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন ; অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আমরাও আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনে প্রযত্নপর হব]। [মন্ত্রের ঋষি—'বামদেব'। গেয়গানের নাম—'যাম', 'অঙ্গিরস' বা 'আরূঢ়বৎ']।

৩। হে জ্ঞানদেব! শ্রেষ্ঠধন দানের নিমিত্ত (অর্থাৎ, অর্চনাকারী আমাদের পরমার্থ-ধন দান করবেন বলে) আমরা আপনাকে সম্যক্-রূপে প্রদীপ্ত করছি—হৃদয়ে ধারণ করছি ; হে অভীষ্টপ্রদানকারী জ্ঞানদেব! আমাদের হোতৃকর্মের জন্য অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে দেবভাব উপজিত করবার জন্য, দ্যুলোককে ও ভূলোককে অর্থাৎ দ্যুলোকের ও ভূলোকের সকল দেবভাবসমূহকে স্তব করুন অর্থাৎ তাঁদের আনয়ন ক'রে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করুন। [জ্ঞানদেবের মহিমার পার নেই ; জ্ঞানদেবতা সকল দেবভাবের ধারক ও পোষক ; সেই জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহে অর্চনাকারী আমরা যেন দেবভাব-সমন্বিত হই]। [গেয়গানের নাম—'অসিত']।

৪। সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের অনুষ্ঠিত যাগ ইত্যাদি সৎকর্মকে লক্ষ্য ক'রে, আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করেন—রক্ষা করেন এবং তাকে পোষণ করেন ; অথবা, সৎ-ভাব-সম্পন্ন জন যে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাকেও জ্ঞানদেবতা রক্ষা করেন—পোষণ করেন ; নেমিঃ যেমন চক্রধারাকে বেষ্টন ক'রে অবস্থান করে, জ্ঞানদেবতা তেমনই নিখিল শুদ্ধসত্ত্বকে, অর্থাৎ সৎ-ভাব-সম্পন্ন জনগণকে ব্যেপে আছেন। [জ্ঞানের প্রভাবে, হৃদয়ে সৎ-ভাব সঞ্চারিত হয় ; জ্ঞানের সাথে সত্ত্বভাবের চিরসম্বন্ধ। অতএব, আমিও জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হব]। [এর গেয়গানের নাম—'ত্বাষ্ট্রী']।

৫। হে অগ্নি (জ্ঞানদেব)! আপনি আপন তেজঃ প্রভাবে (আমাদের) শত্রুর (অজ্ঞান-রূপ শত্রুর) হরণশীল (সৎ-বৃত্তি-নাশক) সর্বতোগত (অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত) সহচরদের (কাম-ক্রোধ ইত্যাদিকে) বিনাশ করুন। আবার, হে দেব, আপনি (আমাদের) বিবিধ শত্রুর বীর্য (সৎ-ভাব-নাশ-সামর্থ্য) নিঃশেষে ভেঙ্গে দিন (বিনষ্ট করুন)। [জ্ঞানদেবের শত্রুনাশসামর্থ্য সুবিদিত ; সেই সামর্থ্যের দ্বারা, সেই দেব আমাদের অন্তঃশত্রু (কাম-ক্রোধ ইত্যাদি) এবং বহিঃশত্রু (রাক্ষস, নাস্তিক ইত্যাদি) প্রভৃতির বিনাশ-সাধন করুন, এবং আমাদের সৎ-ভাব-সমন্বিত করুন]। [এর ঋষি—'পায়ুঃ'। এর গেয়গানের নাম—'রাক্ষোঘ্ন' ; গেয়গানের ঋষি—'অগস্ত্য']।

৬। হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, বসুদেবতাগণকে, রুদ্রদেবতাগণকে, এবং আদিত্যদেবতাগণকে (সকল দেবতাকে) সাধনা করবার প্রবৃত্তি আমাদের প্রদান করুন ; আরও পবিত্রকর্মসম্বন্ধী, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট, অমৃতপ্রদ দেবভাবকে আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। [জ্ঞানের সাহায্যে আমরা সর্বদেবভাবসাধন সমর্থ হই। অতএব, সেই জ্ঞানদেব আমাদের সেই সাধনসামর্থ্য প্রদান করুন]। [ঋগ্বেদ ; এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মানবং']।

একাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি ; ৫ পবমান সোম ; ৬ আদিতি॥ ছন্দ উষ্ণিক্॥ ঋষিঃ ১ দীর্ঘতমা ঔচথা, ২।৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৩ গোতম রাহুগণ, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৭।৮।১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৯ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ॥

পুরুমন্ত্রঃত্বা দাশিবাং বোচেঽহরিরগ্নে তব স্বিদা।
তোদস্যেব শরণ আ মহস্য॥ ১॥
প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ।
বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে॥ ২॥
অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো।
অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ॥ ৩॥
অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্ দেবয়তে যজ।
হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ॥ ৪॥
জজ্ঞানঃ সপ্ত মাতৃভির্মেধামাশাসত শ্রিয়ে।
অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেতদা॥ ৫॥
উত স্যা নো দিবা মাতরদিতিরূত্যাগমৎ।
সা শন্তাতা ময়স্করদপ স্রিধঃ॥ ৬॥
ঈড়িষ্বা হি প্রতীব্যাংত যজস্ব জাতবেদসম্।
চরিষ্ণু ধূমমগৃভীতশোচিষম্॥ ৭॥
ন তস্য মায়য়া চ ন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ।
যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতয়ে॥ ৮॥
অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্।
দবিশ্চমস্য সৎপতে কৃধী সুগম্॥ ৯॥
শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্পতে।
নি মায়িনস্তপসা রক্ষস্যে দহ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে জ্ঞানদেব! বহুদানশীল আপনাকে আমি বলছি (স্তুতি করছি) ; অথবা, হবির্দানকারী আমি আপনাকে বহুরূপে স্তব করছি। আমি আপনারই সেবক। প্রভুর গৃহে আশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। [মোক্ষলাভের জন্য সাধক-গায়ক কায়মনোবাক্যে অশেষ দানশীল জ্ঞানদেবতার শরণ নিচ্ছেন। সেই দেবতা যেন তাঁকে উদ্ধার

করেন।—পরাগতি মুক্তিলাভই পরমা প্রার্থনা]। [এই মন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম 'তৌদ' বা 'দৈর্ঘ্যতামস']।

২। হে মন! মেধাবিগণের (সৎকর্মশীলগণের) সৎকর্মসঞ্জাত তেজের (সৎকর্মসম্পাদন-সামর্থ্যের) উৎপাদনকারী জগৎ-বিধাতা ভগবানের (অথবা, জগৎ-বিধাতা পরমেশ্বর যেমন আদিত্য ইত্যাদি জ্যোতিষ্ককে সমুদিত করেন, তেমন সৎকর্মশীলদের হৃদয়ে সৎকর্মসঞ্জাত জ্যোতির বা সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা জ্ঞানদেবের) উদ্দেশ্যে তাঁর প্রীতির জন্য মহৎ পুরাতন শ্রেষ্ঠ স্তোত্ররূপ বাক্য (কর্ম) সম্পাদন কর—সাধন কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক মনঃসম্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের প্রভাবে আমরা হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রবৃত্ত হই ; এবং জ্ঞানের প্রভাবে যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই, এমন সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]। [গেয়গানের নাম—'প্রহিত'। গেয়গানের ঋষি—'অশ্ব']।

৩। সকল শক্তির আশ্রয় বা উৎপাদক হে জ্ঞানদেব! আপনি দিব্যজ্ঞানের বা দেবভাবসমূহের অর্থাৎ সৎকর্মের স্বামী আধার হন। অতএব, সকলের ধারক সর্বদানসমর্থ সর্বতত্ত্বজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আমাদের অশেষ কল্যাণ প্রদান করুন। [জ্ঞানদেবতা সর্বদান সমর্থ ; তাঁর অনুগ্রহে মানুষেরা শ্রেয়ঃসকল প্রাপ্ত হয়। আকাঙ্ক্ষা—আমরা তাঁর অনুসারী হই এবং তাঁর অনুগ্রহের শ্রেয়ঃসকল লাভ ক'রি]। [গেয়গানের ঋষি—'প্রজাপতি'। গেয়গানের নাম—শ্রুধিরে, শ্রুদ্ধা, শ্রদ্ধ, সত্য প্রভৃতি]।

৪। হে অগ্নিদেব (জ্ঞানদেব)! আপনি যাজকশ্রেষ্ঠ (দেবযজনপারদর্শী) ; অতএব, এই হিংসারহিত কর্মে (আমার অনুষ্ঠিত এই সৎকর্মে) দেব-কামনাযুক্ত অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্তির অভিলাষী আমার জন্য দেবগণকে যজনা করুন,—আমাকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত করুন। দেবগণের আহ্বানকারী, সাধকগণের পরমানন্দ-প্রদানকারী আপনি, আমাদের শত্রুগণকে নিঃশেষে বিনাশ ক'রে বিশেষরূপে শোভা পান—হৃদয়ে দীপ্যমান হন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা সর্বদেবময় ; আমাদের অভীষ্ট পূরণের জন্য আমাদের রিপুগণকে বিমর্দিত ক'রে আমাদের সর্বতোভাবে দেবভাব-সমন্বিত করুন]। [এর গেয়গানের ঋষি—'প্রজাপতি'। আবার গেয়গানের নাম—'সদঃ' ও 'হবির্ধান']।

৫। ক্ষয়রহিত জ্ঞানদেব চতুর্বর্গ-রূপ ধন-সমূহের প্রাপ্তির মূলতত্ত্ব অবগত আছেন—বিজ্ঞাপিত করেন ; সেই দেবতা সপ্তলোক-পালয়িত্রী জগৎ-জননীর ন্যায় সকল রকম রক্ষার সাথে প্রাদুর্ভূত হন ; তিনি আমাদের মঙ্গলের উদ্দেশে হৃদয়ে সৎকর্ম-সাধন-প্রবৃত্তিকে উন্মেষ করেন। [চতুর্বর্গফলদাতা জ্ঞানদেব আমাদের সৎকর্মসাধন প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেন। অতএব জ্ঞানের অনুসরণ করাই কর্তব্য]। **অথবা**—ক্ষয়রহিত জ্ঞানদেব চতুর্বর্গরূপ পরমধনের প্রদ'তা হন ; অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন সেই দেবতা, সকল রকম রক্ষার সাথে প্রাদুর্ভূত হয়ে, যজ্ঞে ধারণ-কর্তা সৎকর্মবিধায়ক সেই ভগবানকে সেবার জন্য আমাদের আদেশ করছেন। [সেই জ্ঞানদেবতা সৎকর্মের বিধাতা বা রক্ষক। অতএব, সৎকর্ম-সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা জ্ঞানধন লাভ করবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (গণপতিখণ্ড, কার্তিকেয় সংবাদ, ১৫ শ অঃ) ষোড়শ মাতার উল্লেখ আছে।—'স্তনদাত্রী গর্ভদাত্রী ভক্ষদাত্রী গুরুপ্রিয়া। অভীষ্ট—দেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকাঃ॥ সগর্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ। মাতুর্মাতা পিতৃমাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা॥ মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈবচ। জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥' শাস্ত্রে সাতরকম মাতার উল্লেখ—'পৃথ্বী, ধাত্রী, গাভী, রাজপত্নী, গুরুপত্নী, বিমাতা ও গর্ভধারিণী।' আলোচ্য মন্ত্রার্থে, 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে—'সপ্তলোকপালয়িত্রীবৎ সর্বাভিঃ রক্ষভিঃ সহ।' সপ্তমাতা যেভাবে সর্বদিকে সর্বভাবে সন্তানকে রক্ষা

ক'রে থাকেন, জ্ঞানদেব, তেমনই ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বতোভাবে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জনগণকে রক্ষা ক'রে থাকেন। 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে আর একভাব উপলব্ধ হয়। এই বিশ্ব সপ্তলোকে বিভক্ত। সেই সপ্তলোকে যিনি পালন ও রক্ষা করেন, তিনি সপ্তমাতা। এখানে জ্ঞানদেবতাকে বলা হচ্ছে—আপনি স্নেহধারায় সদাকাল আমাদের রক্ষা করুন। মন্ত্রের দুরকম অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। [মূল ঋগ্বেদে একটু স্বতন্ত্র পাঠ দেখা যায়। এর গেয়গানের নাম—'আতিথ্য'। গেয়গানের ঋষির নাম—'ত্বষ্টা']।

৬। অপিচ, স্তবনীয় (সর্বতত্ত্বজ্ঞ) সেই অনন্তস্বরূপ দেব, সকল রকম রক্ষার সাথে আমাদের কর্মসম্পাদন-কালে (আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে) আমাদের প্রাপ্ত হোন—আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হোন ; তিনি আমাদের শান্তিদায়ক পরমসুখের বিধান করুন ; এবং আমাদের শত্রুসমূহকে অপসারিত করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা সৎকর্মের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আবির্ভূত হয়ে আমাদের শত্রুগণকে নাশ করুন এবং আমাদের পরমসুখ দান করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'আদিত্য' এবং গেয়গানের ঋষি—'অদিতি']।

৭। হে মন! শত্রুত্রাসকারী জ্ঞানদেবতাকে সংশয়বিরহিত চিত্তে অর্চনা কর—অনুসরণ কর ; সর্বলোকে অধিষ্ঠিত, সর্বশত্রুবিজয়ী, সর্বভূত-তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও—শুদ্ধসত্ত্বাদির দ্বারা তাঁর প্রবৃত্তিসাধন কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। উদ্বোধনার ভাব—সাধক-গায়কের মন যেন সৎকর্মের দ্বারা সেই দেবতার পরিতৃপ্তি সাধন করে—জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'বার্কজম্ভ']।

৮। হে মন! যে জন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে হৃৎ-নিহিত সৎ-ভাব-নিবহ প্রদান করে, শত্রু ছলনা দ্বারা তার ঈশ্বর বা প্রভু হ'তে পারে না, অর্থাৎ তাকে বশীভূত করতে সমর্থ হয় না। [ভাব এই যে,—অকিঞ্চনও এক মনে দেবতাকে আরাধনা ক'রে জ্ঞানের অধিকারী হন এবং শত্রুকে নাশ করতে পারেন। অতএব, আমিও যদি সৎ-ভাব-নিবহের দ্বারা সেই দেবতাকে সম্ভজনা ক'রি, তার দ্বারা শত্রুনাশে সমর্থ হ'তে পারি]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'রাক্ষোঘ্ন'। এর গানের ঋষি—'অগস্ত্য']।

৯। হে জ্ঞানদেব। আপনি এই লোকের সেই প্রসিদ্ধ দুরভিসন্ধিপরায়ণ পাপাচারী দুঃখসাধক হিংসক শত্রুকে (অজ্ঞানতাকে) দূরে নিক্ষেপ করুন। হে সৎ-জন-পালক দেব। আপনি অনায়াসাগম্য সুখ বিধান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা কৃপাপ্রকাশে তারই বিধান করুন, যাতে আমরা সৎ-মার্গগামী হ'তে পারি]। [এর গেয়গানের নাম—'সোমক্রতব' বা 'বৃহদাগ্নীয়']।

১০। শত্রুবিনাশক নিখিলপ্রজাপালক হে জ্ঞানদেব! আমার উচ্চারিত চিরনূতন স্তোত্র (বেদমন্ত্র) শ্রবণে প্রীত হয়ে, আপনার সন্তাপজনক তেজের দ্বারা (অথবা আমাদের সৎকর্মের দ্বারা) দুরভিসন্ধিপূর্ণ সৎকর্মে-বিঘ্নকারী শত্রুগণকে নিয়ত ভস্মীভূত করুন। [সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের সৎ-ভাব-সহযুত করুন, এবং সকল শত্রুকে নাশ ক'রে আমাদের পরমার্থ প্রদান করুন]। অথবা—আমার হৃদয়ে নবসঞ্জাত (সুষ্ঠু-প্রাদুর্ভূত) সত্ত্বভাবের প্রভাবে (জ্ঞানকিরণ-প্রভাবে) প্রবৃত্ত বিশ্বপালক হে জ্ঞানদেব। সন্তাপজনক তেজের দ্বারা, দুরভিসন্ধিপরায়ণ কর্মবিঘাতক শত্রুগণকে শীঘ্র ভস্মীভূত করুন। [সেই দেবতা আমাদের কর্মের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে আমাদের সৎকর্মবিনাশক শত্রুগণকে অতি সত্বর নাশ করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'রাক্ষোঘ্ন'। গেয়গানের ঋষি—'অগস্ত্য']।

●

দ্বাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আগ্নেয় পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

দেবতা অগ্নি॥ ছন্দ ১-৭ ককুপ্, ৮ উষ্ণিক॥ ঋষিঃ ১।৪ প্রয়োগ ভার্গব
অথবা সৌভরি কাণ্ব, ২।৩।৫।৬।৭ সৌভরি কাণ্ব,
৮ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব॥

প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে।
উপস্তুতাসো অগ্নয়ে॥ ১॥
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্মভিঃ।
যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ॥ ২॥
তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে।
দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ৩॥
মা নো হৃণীথা অতিথিং বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ।
যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ॥ ৪॥
ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতে ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ॥ ৫॥
যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥ ৬॥
তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর যৎসাসাহা সদনে কঞ্চিদত্রিণম্।
মন্যুং জনস্য দূঢ্যম্॥ ৭॥
যদ্বা উ বিশ্‌পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে।
বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে অর্চনাকারী আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা হৃদয়াধিষ্ঠিত দাতৃশ্রেষ্ঠ। সৎস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্যশালী, দীপ্ততেজঃসম্পন্ন জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর—তাঁর অনুসারী হও। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। এখানে সাধক-গায়ক জ্ঞানার্জনে নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করছেন]। [এর গেয়গানের ঋষি—'ইন্দ্র' এবং 'বশিষ্ঠ'। চারটি গেয়গানের নাম—'প্রমংহিষ্ঠীয়' বা 'প্রমংহিষ্ঠায়' এবং 'আসীত']।

২। হে জ্ঞানদেব! আপনি যে জনের মিত্রত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ যে জন আপনার অনুগ্রহ লাভ করে), সেই জনই আপনার শোভনবীর্যোপেত সৎ-ভাব-জনন-সমর্থ রক্ষার দ্বারা প্রবর্তিত হয়। [জ্ঞানদেব

সর্বরক্ষণক্ষম ; অতএব, আমরা তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা সংসার-সমুদ্রের পার কামনা করছি]। [ঋগ্বেদ ; এর গেয়গানের নাম—'রাজভৃদ্', 'বাজাভৃদ্' বা 'বাজাভর্ম্মীয়' ; গেয়গানের ঋষি—'ভরদ্বাজ']।

৩। হে মন! সকলের নেতা সেই জ্ঞান-দেবতাকে তুমি স্তুতি কর ; [উদ্বোধনার ভাব এই যে,—সাধক-গায়কের মন যেন জ্ঞানের অনুসারী হয়] ; দেবভাব-সমন্বিত ভগবৎপরায়ণ জনগণ, দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত পরমৈশ্বর্যশালী, সকলের প্রভু নির্বিকার ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; হে মন! তুমি তাঁদের অনুসারী হয়ে তোমার পূজাকে (বিহিত কর্মকে) সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। সাধক-গায়কের মন ও কর্ম যেন দেবত্বের অনুসারী হয়—এটাই সঙ্কল্প]। [এই মন্ত্রের তিনটি গেয়গানের নাম—'সৌভর']।

৪। যে জ্ঞানদেব দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বান-কর্তা, যিনি শোভনযজ্ঞস্বরূপ, হৃদয়ে রাজমান সেই জ্ঞানদেব বহুজনের পূজনীয় এবং সকলের নিবাসহেতুভূত হন। হে মন! অতিথির ন্যায় প্রিয় সেই দেবতাকে (আমাদের মানস-যজ্ঞ হ'তে) হরণ করো না ; অর্থাৎ আমাদের তাঁকে প্রাপ্ত করিয়ে দাও। [জ্ঞানের অনুসরণে আমাদের প্রবৃত্তি সঞ্জাত হোক—এটাই সঙ্কল্প]। [এই মন্ত্রের দুটি গেয়গানের নাম—'সামনী'। গেয়গানের ঋষি—'পক্থ' বা 'সৌভর']।

৫। আহুত অর্থাৎ আমাদের মানস-যজ্ঞে সত্ত্বভাব ইত্যাদির দ্বারা প্রবৃদ্ধ জ্ঞানদেব, আমাদের কল্যাণ বিধায়ক হোন। হে শোভনদানসমর্থ অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গফলদাতা জ্ঞানদেব! আপনার দান আমাদের কল্যাণপ্রদ হোক ; আর, আমাদের যজ্ঞ (সৎকর্মানুষ্ঠান) আমাদের কল্যাণপ্রদ হোক ; এবং আমাদের স্তুতিসমূহ আমাদের কল্যাণদায়ক হোক। [ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব সকল কল্যাণ-নিলয় ; তিনি আমাদের অশেষ-কল্যাণ-হেতুভূত হোন, এবং মোক্ষের বিধান করুন]। [ঋগ্বেদ ; গেয়-গানের নাম—'দেবানীক' অথবা 'পথ'। গেয়গানের ঋষি—'পথ' বা 'পক্থ']।

৬। হে দেব! আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের সুনিষ্পাদক, যাজক-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠপূজক, দেবগণের আহ্বানকর্তা অর্থাৎ দেবভাব-প্রদাতা, দেবগণের মধ্যে অতিশয়রূপে দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত, অবিনাশী (মরণরহিত) আপনাকে আমরা সম্যক্-রূপে ভজনা ক'রি—অর্চনা ক'রি—অনুসরণ ক'রি। [ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতাই দেবত্বপ্রদায়ক। অতএব, আমরা জ্ঞানের অনুসারী হই—এই সঙ্কল্প]। [মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'গৌতম' বা 'সাধ্য']।

৭। হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের সেই জ্ঞানরূপ পরম ধন প্রাপ্ত করান, যে ধন আমাদের হৃদয়-রূপ যজ্ঞগৃহে বর্তমান সকল রকম রিপু-রূপ শত্রুকে অভিভূত করতে পারে ; আরও, আমাদের পাপবুদ্ধি-রূপ শত্রুকে এবং লোকের দৈন্যকে অর্থাৎ সকর্মসাধনে অসামর্থ্যকে অভিভব করুন—দূর করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেব আমাদের যেন সেই ধন প্রদান করেন, যে ধন আমাদের এবং সকল প্রাণীর শত্রুকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সংবর্গ' ; গেয়গানের ঋষি—'জমদগ্নি']।

৮। বিশ্বপতি লোকপালক, সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা প্রবর্ধিত, জ্ঞানদেবতা, প্রীত হয়ে যখন মনুষ্যের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন নিখিল শত্রুগণকে বিনষ্ট করেন। [ভাব এই যে,—সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে জ্ঞানদেবতা মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রে থাকেন]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'রাক্ষোঘ্ন' ; গেয়গানের ঋষি—'অগস্ত্য']।

— প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত —

সামবেদ-সংহিতা।

ঐন্দ্র পর্ব।

প্রথমা দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৩য় ঋকের দেবতা অগ্নি বা হবীংষি)॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ শংযুর্বার্হস্পত্য, ২ শ্রুতকক্ষ সুকক্ষ অথবা আঙ্গিরস, ৩ হর্যত প্রাগাথ, ৪।৫ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ (৫ সুকক্ষ আঙ্গিরস), ৬। দেবজামি ইন্দ্রমাতা ঋষিকা, ৭।৮ গোযুক্তি-অশ্বসুক্তি কাণ্বায়ন, ৯।১০ মেধাতিথি কাণ্ব, আঙ্গিরস প্রিয়মেধ॥

তদ্ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে।
শং যদ্ গবে ন শাকিনে॥ ১॥
যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ।
তেন নূনং মদে মদেঃ॥ ২॥
গাব উপ বটাবটে মহী যজ্ঞস্য রপ্‌সুদা।
উভা কর্ণা হিরণ্যয়া॥ ৩॥
অরমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারং গবে।
অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে॥ ৪॥
ত্বমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥ ৫॥
ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।
ত্বং সন্ বৃষন্ বৃষেদসি॥ ৬॥
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্ ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ।
চক্রাণ ওপশং দিবি॥ ৭॥
যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।
স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ॥ ৮॥

পন্যং পন্যমিৎ সোতার আ ধাবত মদ্যায়।
সোমং বীরায় শূরায়॥ ৯॥
ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্।
অনাভয়িন্ ররিমা তে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। যে স্তোত্র (অথবা, যে কর্ম) জ্ঞানীর এবং পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতার যুগপৎ প্রীতিপ্রদ হয় ; হে আমার মনোবৃত্তিনিবহ!—তোমরা বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হয়ে, তেমনই স্তোত্রের সাথে (অথবা, তেমনই কর্মের দ্বারা) সর্বজনের নমস্য, শত্রুগণের অভিভবকারী (অথবা, পরমধন-প্রদাতা) দেবতাকে আরাধনা কর। [ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা যেমন জ্ঞানী পরিতুষ্ট হন, তেমন পরম-ঐশ্বর্যসম্পন্ন দেবতাও তৃপ্তিলাভ করেন ; অতএব, বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন হয়ে, সৎকর্মের সাথে আমরা দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হব—সঙ্কল্প করছি]। [এই মন্ত্রটির গেয়গানের ঋষি—'শংযুবার্হস্পত্য' বা 'ভরদ্বাজ'। গেয়গানের নাম—'রৌদ্র', 'মার্গীয়ব']।

২। অশেষপ্রজ্ঞানস্বরূপ পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব! আপনার দীপ্ততম স্বপ্রকাশশীল যে (সাধকের অনুভূত) শুদ্ধসত্ত্বভাব (পরমানন্দস্বরূপ), সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, ইদানীং—আমাদের এই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবস্থায়, কৃপাপূর্বক আমাদের সত্ত্বভাবান্বিত পরমানন্দবিশিষ্ট করুন। [ভাব এই যে, সেই ভগবান্ যেন তাঁর শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে কৃপাপূর্বক আমাদের সত্ত্বভাবান্বিত সুতরাং পরমানন্দযুক্ত করুন]।

৩। হে আমার জ্ঞানকিরণনিবহ (অথবা, বাগ্‌রূপ স্তোত্রমন্ত্র সমূহ), তোমরা সৎকর্মের আধারভূত সেই ভগবানে গিয়ে উপস্থিত হও ; (তাতে) এই পৃথিবীই সৎকর্মসমূহের সুফল প্রদানে সমর্থ হবে ; ভক্তি ও কর্মরূপ (সংসার-সাগর পরিত্রাণকারী) ক্ষেপণীদ্বয় তোমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হোক। [আমাদের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সহ মিলিত হোক ; তাতে জন্মজরামরণধর্মী এই পৃথিবীই ইষ্টফল প্রদান করবেন]। **অথবা**—হে আমার জ্ঞানসমূহ (জ্ঞানরূপ কিরণসমূহ)! রক্ষক সেই মহাপুরুষ ভগবানে উপগত হও, অর্থাৎ তাঁকে লাভ কর। সেই ভগবান্ সৎকর্মসমূহের ফলপ্রদ পাত্র (অর্থাৎ, তিনিই সৎকর্মের ফলদানকারী)। হে জ্ঞাননিবহ! তোমরা এবং সৎকর্মসমূহ উভয়েই ক্ষেপণীরূপ কর্ণসদৃশ ; অতএব, তোমরা উভয়েই স্বর্ণতুল্য অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। [ভাব এই যে,—ক্ষেপণী অর্থাৎ হাল এবং দাঁড়) যেমন নৌকাকে তার লক্ষ্যস্থল প্রাপ্ত করায়, তেমনই তোমরা উভয়েই (জ্ঞাননিবহ এবং সৎকর্মসমূহ) ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে দাও ; সুতরাং তোমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হও। [মন্ত্রটিতে বৈষ্ণব পক্ষের অনুমত একটি অর্থও উদ্ধার করা যায়। তাতে নামযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব পরিকল্পনা করা যায় ; এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের গৌরকান্তির বিষয় 'হিরণ্যয়া' পদের লক্ষ্যস্থল বলে মনে করা যেতে পারে। সে পক্ষে 'গাবঃ' পদ বাক্যার্থক শ্রীহরির নাম ইত্যাদি কীর্তনমূলক বলে মনে করা যায়। 'মহী যজ্ঞস্য রপ্‌সুদা' বাক্যে 'নামরূপ যজ্ঞই সকল ফল প্রদান করতে পারে—অন্য যজ্ঞের আর আবশ্যক হয় না'—এমন ভাব আসতে পারে]। [মূল ঋগ্বেদের সাথে এই মন্ত্রটির একটু পাঠান্তর দেখা যায়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—'হর্যতঃ প্রগাথ' (প্রগাথের পুত্র হর্যত ঋষি)। মতান্তরে 'প্রগথনং প্রগাথঃ'। গেয়গানের নাম—'এটতে' ; অর্থাৎ 'এটত' ঋষি এই গানের প্রবর্তক]।

৪। হে মন! তুমি ভগবানের ব্যাপ্তিরূপের অনুধ্যান কর, তাঁর শব্দরূপে অনুধ্যান কর, এবং তাঁর জ্যোতিরূপের অনুধ্যান কর। [ভাব এই যে,—ভগবান্ তিন মূর্তিতে বিরাজমান্। বিশ্বের অন্তরালে ওতপ্রোতভাবে বিশ্বচৈতন্যরূপে ব্যাপিত ঈশ্বর—তাঁর ব্যাপ্তিরূপ। এই বিশ্বমূর্তির অনুভূতি হলে তাঁর অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করতে পারবে—হৃদয় কন্দরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত—পবিত্র আহ্বান। সেই স্বর শুনলেই জ্যোতিরূপের দিব্য আলোকে হৃদয় আলোকিত হবে—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার চিরতরে অপসৃত হবে। তখনই গায়ক-সাধক নিজতত্ত্ব খুঁজে পাবে]। [এই মন্ত্রটির এবং এর গেয়গানের ঋষি—'শ্রুতকক্ষ'। দু'টি গানের নাম—'শ্রৌতকক্ষ']।

৫। হে আমার মন! আত্ম-উদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্টপূরক হোন। [অজ্ঞানের নাশক সেই ভগবান্ আমাদের পূজায় পরিতৃপ্ত হয়ে আমার অভীষ্ট পূরণ করুন]। [এর চারটি গেয়গান আছে। প্রথমটি 'পার্থ' ঋষির নামে প্রচলিত ; দ্বিতীয়টি 'পার্থ' বা 'দাবসুর' বা 'আঙ্গিরস' ঋষির নামে প্রখ্যাত ; তৃতীয়টি 'বশিষ্ঠ' ঋষির। চতুর্থটি 'বশিষ্ঠ' ঋষির বা বশিষ্ঠ ও 'ইড়া' ঋষিগণের নামে প্রচলিত এবং ঐ তৃতীয় ও চতুর্থ গানের নাম যথাক্রমে 'নিবেষ্যঃ' এবং 'নিবেষ্য সংস্কারঃ']।

৬। হে ভগবান্! শক্তি হ'তে (রজস্তমের অনভিভূত ক্ষমতা থেকে) তেজঃ হ'তে (রজঃ ও তমের নাশক-সামর্থ্য থেকে) জ্যোতি হ'তে (চিত্তের নির্মলতা রূপ সত্ত্বভাব থেকে) আপনি উৎপন্ন হন। হে শ্রেষ্ঠ অভীষ্টবর্ষণকারী! আপনি সত্ত্বভাবের বর্ষণকারী হোন। [ভাব এই যে, সেই ভগবানকে সত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায় ; অতএব আমাকে সত্ত্বভাবই প্রদান করুন]। [এই গানের ঋষি—'দেবপত্নীগণ' 'ইন্দ্রমাতৃগণ'। গেয়গানের নাম—'শার্যাত']।

৭। সৎকর্ম ভগবানকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে, অর্থাৎ সন্তুষ্ট করে ; সেই সন্তোষ-হেতু, সেই ভাগবান্ স্বর্গলোকে অবস্থিতি করেও এই ভূলোককে—এর অন্তর্গত সৎকর্মানুষ্ঠাতাকে—বিশেষভাবে রক্ষা করেন। [সৎকর্মই ভগবানের সন্তোষ-বিধান করে এবং সৎকর্মে অনুষ্ঠাতাকে ও ভূলোককে পালন করে থাকে]। [এর গেয়গানের বিষয়ে উক্ত আছে—'ইন্দ্রান্যাঃ সাম']।

৮। হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ দেব! যদি তোমার স্তবকারী ভক্ত বা সাধক আমার জ্ঞান-উন্মেষণের সহায় (সাথীভূত) হ'তেন ; তাহলে, হে দেব! আপনি যেমন অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞ ও ধনবান্ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যরূপ ধনবান, আমিও তেমন (আপনার ঐশ্বর্যে) ঐশ্বর্যযুক্ত হ'তে পারতাম অর্থাৎ তন্ময় হতাম। [ভাবার্থ—হে ইন্দ্রদেব! আপনাকে স্তব করতে জানি না, অর্থাৎ আমি অজ্ঞান ; যদি কেউ আপনার স্তবকার্যে—আমাদের জ্ঞানান্বেষণ কার্যে আমার শিক্ষক হতেন, তাহলে আমিও আপনার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে তন্ময় হ'তে পারতাম।—মন্ত্রটি—পিতার কাছে পুত্রের আবদারের মতো, ভগবানের কাছে সাধক-গায়কের আত্মশ্লাঘাসূচক আত্মনিবেদনরূপ আবদার সূচনা করছে। যেন ভগবান্ই অজ্ঞ অধম সেই সাধক-গায়কের উপদেশক বা সত্যপথের প্রদর্শকরূপে তার কাছে আসেন এবং পথ দেখান। তাতেই তার অজ্ঞানতা দূর হয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হোক ; ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হোক। ফলে ঈশ্বর ও ভক্ত এক হয়ে যাক]। [এই মন্ত্রের দু'টি গেয়গানের নাম—'গোষুক্তং' এবং 'অশ্বসূক্তং']।

৯। আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিভবকারী হে প্রাণসমূহ অথবা চিত্তবৃত্তিনিবহ! ব্যবহার্য (ব্যবহারিক অর্থাৎ অতাত্ত্বিক) অনিত্য ধন ইত্যাদি এবং প্রশংসনীয় (অর্থাৎ বাস্তব নিত্যসত্য) সোম (অমৃত অর্থাৎ অমৃতের মতো ভগবানের তৃপ্তিপ্রদ হৃৎ-গত সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধা সকলই) সেই বীর (অর্থাৎ স্বর্গ-

মর্ত্য-পাতালে বিক্রমকারী) শূর—(অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিষয়ে শৌর্যসম্পন্ন) ভগবানকে প্রাপ্ত কর অর্থাৎ প্রদান কর। [ভাবার্থ—হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি আত্ম-উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিসব করতে ইচ্ছা কর, তাহলে তোমাদের বাহ্যধন ইত্যাদি আর অন্তরের সত্ত্বভাব ইত্যাদি ভগবানে অর্পণ কর]। [ঋষি—মেধাতিথির পুত্র 'আঙ্গিরস'। গেয়গান—'গৌরীবীতম্']।

১০। হে জরামরণভয় বিরহিত (হে অনন্ত)! নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয় পরমধনপ্রদাতা দেব! আমাদের মনঃপ্রসূত বিশুদ্ধ এই অন্ন (সত্ত্বভাব-রূপ ভক্তিরসামৃত) আপনাকে বিধিপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করছি (উৎসর্গ করছি)। যাতে আপনার উদর পূর্ণ হয়, অর্থাৎ আপনার সম্যক্ তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনভাবেই আপনি তা পান করুন। [ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা, একমাত্র হৃদয়ের ভক্তিই আমাদের সম্বল। তুমি সেই ভক্তিসুধা পান ক'রে পরিতৃপ্ত হও এবং আমাদের পরমাশ্রয় প্রদান করো। কণ্বপুত্র 'প্রিয়মেধ' এই মন্ত্রটির ঋষি। তিনটি গেয়গানের নাম—'গারাণি'। এর গায়ক-ঋষি—'মেধাতিথি']।

●

দ্বিতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৯ অগ্নি ও ইন্দ্র) ছন্দ গায়ত্রী॥
ঋষিঃ ১।২ সুকক্ষ ও শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ ভরদ্বাজ (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য),
৪ শ্রুতকক্ষ (ঋগ্বেদে সুকক্ষ আঙ্গিরস), ৫।৬ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র,
৭।৯।১০ ত্রিশোক কাণ্ব, ৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি॥

উদ্‌ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্।
অস্তারমেষি সূর্য॥১॥
যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য।
সর্বং তদিন্দ্র তে বশে॥ ২॥
য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং যদুম্।
ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা॥ ৩॥
মা ন ইন্দ্রাভ্যা ৩ দিশঃ সূরো অক্তুষ্বা যমৎ।
ত্বা যুজা বনেম তৎ॥ ৪॥
এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর॥ ৫॥

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্॥ ৬॥
অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে।
তত্রাদদিষ্ট পৌংস্যম্॥ ৭॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বোহভি প্র নোনুমো বৃষন্।
বিদ্ধী ত্বাওস্য নো বসো॥ ৮॥
আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্।
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ৯॥
ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব! বিখ্যাত-ধনযুক্ত (অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ পরমধনযুক্ত) যাঞ্চাকারীদের প্রতি ধনবর্ষণকারী (অর্থাৎ সদা-দানধর্ম-পরায়ণ), জনহিতরত ও ঔদার্যগুণবিশিষ্ট সৎকর্মকারীর প্রতি (তাঁদের হৃদয়ে) আপনি উদিত হন। [ভাব এই যে,—সৎকর্মশীল জনের হৃদয় ভগবানের বিশেষ বিভূতিস্বরূপ পরমৈশ্বর্যশালী সেই দেবতা উদিত হবেন, এ আর আশ্চর্য কি? আমাদের মতো অকৃতী জনগণের অন্তরে যদি তিনি আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়ে অবস্থান করতে পারেন, তবেই তাঁর মহিমা বুঝতে পারা যাবে। অতএব প্রার্থনা—সেই ভগবান্ এই পাপাত্মা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাকে উদ্ধার করুন]। [গেয়গানের নাম—'সৌপর্ণ', 'শরুপ্রবেতস', 'বিলম্ব' ইত্যাদি। মন্ত্রটির ঋষি—'সৃতকক্ষ' অথবা 'শ্রুতকক্ষ']।

২। হে অজ্ঞাননাশক (বাহ্য ও আন্তর শত্রুনাশক) জ্ঞানময় দেব! এই দিনে (সর্বকালে অর্থাৎ এই জরামরণশীল সংসারে) যা কিছু আমিত্বরূপে আমার বলে অভিমত পদার্থসমূহকে লক্ষ্য ক'রে তুমি উদিত হচ্ছ অর্থাৎ তাদের জ্ঞাত করছ; তা সকলই (আমাদের বস্তুজাত ও তোমার স্বায়ত্ত (আপন অধিকারভুক্ত) হয়, অর্থাৎ সে সকলই তোমারই। [ভাবার্থ—যে সকল পদার্থ আমার বলে অভিমান ক'রি, সে সবই, সেই ভগবানেরই। শুধু তাই কেন—ভগবান্ সর্বকালেই বিশ্বনিয়ন্তা; বিশ্বের যাবতীয় বস্তুজাত সর্বকালেই তাঁর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'শাকলং']।

৩। যে পরম শক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সুধারা-ক্রমে—সৎপথ-প্রদর্শনের দ্বারা, অতি দূরদেশ হ'তে অর্থাৎ সত্ত্বসংশ্রবশূন্য স্থান হ'তে, সৎকর্মকারীকে (অথবা, কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ তুর্বশ রাজর্ষিকে) এবং সাধনপরায়ণ জনকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান রাজর্ষি যদুকে) সর্বতোভাবে আত্মসমীপে আনয়ন করেছিলেন (সামীপ্য-দান করেছিলেন); জনগণের পরিত্রাণসাধনে সদাকাল সমান উৎসাহসম্পন্ন সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের সখা (অন্তরঙ্গ সুহৃৎ) হোন। [ভাব এই যে,—হে আমার মন! পরিত্রাণকারক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে তুমি নিজের সখা বলে জ্ঞান কর। তাতেই তোমার পরিত্রাণ হবে]। অথবা—সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ (দুটি) নীতি, তুর্বশ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং যদু অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়কে (তাদের) প্রতিকূল আচরণ হ'তে রক্ষা করে, সেই দুটি নীতিকে যে পরমৈশ্বর্যশালী দেব স্থাপনা করেন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে জন্মিয়ে দেন, সেই দেব তরুণ অর্থাৎ

বলবত্তর হয়ে আমাদের সৎজ্ঞানে ও সৎকর্মে সহায় হোন। [ভাব এই যে,—হে দেব! প্রতিকূলাচারী আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে সৎজ্ঞান ও সৎকর্মের দ্বারা পরিচালিত করুন]। [এই মন্ত্রের ঋষি ভরদ্বাজ। এর দু'টি গেয়গান আছে। সেই দু'টিরই নাম—'আভরদ্বসবে']।

৪। হে দেব! তেমন আদেশ করুন অর্থাৎ বিধান করুন,—যাতে অনুসরণকারী আমাদের বাহ্য ও আন্তর শত্রু বিষয় বিষাক্তকর্মে আমাদের আয়ত্ত না করে, এবং সেই শত্রুকে যেন আপনার সহায়তায় বিনাশ করতে পারি। [ভাব এই যে,—সেই দেব তা-ই করুন, যাতে আমরা বাহ্য ও আন্তর শত্রু কর্তৃক পরাভূত না হই এবং তাকে দমন করতে পারি]। [গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'গাম্বে ইবে']।

৫। হে ভগবন্! রজস্তমঃ কর্তৃক অভিভব হ'তে অথবা অজ্ঞানতা-হেতুক অভিভব হ'তে আমাদের রক্ষা করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের মুক্তির জন্য, সত্ত্বভাব বা জ্ঞান দান করুন, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে আধান করুন। সেই সত্ত্বভাব বা জ্ঞান কেমন? না—আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়, রজস্তমোরূপ শত্রুর জয়কারী বা অজ্ঞানতারূপ শত্রুজয়কারী; রজঃ তমঃ বা অজ্ঞানতা সর্বথা তাকে সহ্য করতে পারে না অর্থাৎ তাদের দু'জনের (রজঃ ও তমঃ দু'য়ের) অভিভবের কারণ, এবং অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। [প্রার্থনার ভাব এই যে, সেই ভগবান্ এমন শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব বা জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উৎপাদন করুন, যার দ্বারা রজঃ তমঃ বা অজ্ঞানতা দমন করতে সমর্থ হই]। [এর দু'টি গেয়গানের ঋষি—'ইন্দ্র' বা 'বিশ্বামিত্র'। গানের নাম—'রোহিকুলীয়']।

৬। বহুধন-লাভে (মহাসংগ্রামে), অল্পধন-লাভে (সামান্য সংগ্রামে), অজ্ঞানতা-রূপ রিপুর (অথবা আমাদের প্রতিবাদী শত্রুর) দমনের জন্য, সৎকর্মের সহায় (অথবা যোগ্য) বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা (অথবা শত্রুকর্তৃক পীড়িত) আমরা আহ্বান ক'রি। [পূর্বের মন্ত্রটিতে ভগবানের প্রভাব বর্ণিত হয়েছে; এখানে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে]। [ঋগ্বেদ; এর গেয়গান দু'টি সম্বন্ধে উক্ত আছে—'ইন্দ্রাণ্যাঃ সামনী']।

৭। ভগবান্ ইন্দ্রদেব, আত্মা অথবা মনঃ হ'তে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব রূপ রস পান করেন; সহস্রবাহু অর্থাৎ অশেষকর্মকারী সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অথবা অন্য দেবতাকে সেই রস যা প্রদত্ত হয়, তিনি তা গ্রহণ করেন; এবং তাকে (সত্ত্বভাব-রূপ রসদাতাকে) বিনিময়-রূপে পুরুষ-সম্বর্দ্ধি কিছু (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) দান করেন। [ভাবার্থ—ভগবান্ কৃপালু। তাঁকে কিছু দান করলে, তিনি তা গ্রহণ ক'রে তার বিনিময়ে অন্য কিছু প্রত্যর্পণ করেন। অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব, পরমাত্মারূপ ভগবদ্‌বিষয়ে জন্মালে পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়]। [এই সাম-মন্ত্রের ঋষি—'ইন্দ্র']।

৮। হে অভীষ্টদানকারী ইন্দ্র! তোমার অংশে মিলিত হ'তে ইচ্ছুক হয়ে আমরা (ঈশ্বরকামী জন) তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ স্তব করছি। হে কাম্যধন! আমাদের অভিপ্রায় অবগত হও এবং আমাদের প্রাপ্ত হয়ে আমাদের অজ্ঞানতা বিনাশ কর। [ভাব এই যে,—আমরা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হ'তে ইচ্ছুক হয়ে সেই দেবতার (পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রের) আরাধনা করছি; আমাদের অভিপ্রায় জেনে নিকটে এসে তিনি আমাদের অজ্ঞানতা বিনাশ করুন। হৃদয়ে জ্ঞানময় দেবের আবির্ভাব হ'লে তখন তাঁর সাথে মিলিত হওয়াই হলো। তখন সবই জ্ঞানময়, সবই জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। সেই-ই তো ঈশ্বর-প্রাপ্তি]। [এর চারটি গেয়গান ও গেয়গানের ঋষি সম্বন্ধে লিখিত আছে—'ধৃষতো মারুতস্য সাম', 'ভারদ্বাজ ঋষি, অদারসৃৎ', 'ধৃষৎ-ঋষি, অদারসৃৎ' এবং 'মারুতস্য ভরদ্বাজস্য ইমে অদারসৃতী']।

৯। যে জনগণ অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক, যে জনগণ যে সকল কার্যের আনুকূল্যে

অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ কার্য-সকলের আনুকূল্যে, অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক ব'লে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃকে প্রজ্বলিত করতে পারেন এবং কুশরূপ হৃদয়কে বিস্তৃত করতে পারেন বা করেন, তাঁদের এই সকল যজ্ঞে, শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহায়রূপে অনুসক্ত কবতে (প্রাপ্ত হ'তে পারেন)। [ভাব এই যে,—জ্ঞান উদ্দীপিত এবং সত্ত্বভাবে হৃদয় বিস্তৃত হলে জ্ঞানময় ভগবান্ সেখানে আবির্ভূত হন]। [মন্ত্রের ঋষি কণ্বগোত্রীয় 'ত্রিশোক'। এর তিনটি গেয়গান সম্বন্ধে লিখিত আছে—'ঐগ্গহানি বা']।

১০। হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদের অবিদ্যা-শত্রুদের আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সকল রকমে বিদূরিত করুন। তার পর, আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন দান করুন ; অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান-জন্মিয়ে দিন। [ভাব এই যে,—অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে কামনার নিবৃত্তি আসে, আর কামনাব অবসানে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়]। [গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে— 'অহেঃ পৈড্বস্য সামাহেশ্মো বা পৈড্বস্য পৈল্বস্য বা']।

●

তৃতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (১ মরুদ্গণ, ৪ বিশ্বদেবগণ ; ৫ ব্রহ্মণস্পতি ; ৭ সবিতা)॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষিঃ ১ কণ্ব ঘৌর, ২ ত্রিশোক কাণ্ব, ৩।৯ বৎস কাণ্ব, ৪ কুসীদী কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি কাণ্ব, ৬ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৭ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৮ প্রগাথ কাণ্ব, ১০ ইরিম্বিঠি কাণ্ব॥

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্ বদান্।
নি যামং চিত্রমৃঞ্জতে॥ ১॥
ইম উ ত্বা বি চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ।
পুষ্টাবন্তো যথা পশুম্॥ ২॥
সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ ৩॥
দেবানামিদবো মহৎ তদা বৃণীমহে বয়ম্।
বৃষ্ণামস্মভ্য মূতয়ে॥ ৪॥
সোমানাং স্মরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ॥ ৫॥
বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতি।
শৃণোতু শক্র আশিষম্॥ ৬॥

অদ্য নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম।
পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব॥ ৭॥
কৃতস্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ।
ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি॥ ৮॥
উপহ্বরে গিরীণা সঙ্গমে চ নদীনাম্।
ধিয়া বিপ্রো অজায়ত॥ ৯॥
প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ।
নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। সেই বিবেকরূপী মরুৎ-দেবগণের হস্তে আয়ত্তাধীনে অবস্থিত বিবেকরূপ তাড়নদণ্ড যে কঠোর উপদেশ-বাক্য প্রদান করে, ইহসংসারেও সে বাক্য শুনতে পাই। বিবেকের সেই উপদেশ, সংসার-সমরাঙ্গণে নানা-রকম শৌর্যকে বিভূষিত (জয়যুক্ত) করে। [ভাব এই যে,—সেই মরুৎ-দেবতাগণ বিবেক-রূপ দণ্ডের তাড়না দ্বারা নিয়ত আমাদের সতর্ক করছেন। যদি আমরা তাঁর তাড়না শ্রবণ ক'রি, তাহলে ইহসংসারেই জয়শ্রী লাভ করতে পারি]। অথবা—বিবেকরূপী দেববিভূতিসকলের হস্তস্থিত কশা অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধনহেতুক বাক্যসমূহ অথবা শাস্ত্রবাক্যসমূহ যে শিক্ষা প্রদান করে, অথবা বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌সংযমাদিবিরহিত লোকের প্রতি যে আত্মার উদ্বোধনের হেতুভূত নানা-রকম নিয়ম (কর্তব্যসমূহ) প্রকাশ করে ; তা এই সময়েই (যৌবনদশাতেই অর্থাৎ শক্তি থাকতে থাকতে) আমি যেন শুনি অর্থাৎ আমার শোনা উচিত। [ভাব এই যে,—আমি অত্যন্ত অসংযমী ; দেব বিভূতিগুলি আত্মার উদ্বোধনের জন্য যে সকল কর্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা শক্তি থাকতে থাকতেই পালন করা উচিত। নতুবা শেষকালে নিজের গাত্রও (শরীর) ভার হয়ে পড়বে, তখন আর কিছুই করতে সমর্থ হব না। —এই মন্ত্রে নিত্য-সত্য বিবেক-তত্ত্বই প্রখ্যাপিত আছে। মানুষ যদি ভগবানের নিকট হ'তে আগত বিবেক-বাণী স্মরণ করে, তার অনুসরণে কর্মপর হয়, তবে তাতে সংসার-সমরে তার জয় অবশ্যম্ভাবী]। [গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'ঐষম্']।

২। সংযোজিতপাশ ব্যাধ, তার আহরণীয় মৃগ প্রভৃতিকে যেমন আয়ত্ত মনে করে, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, এই সংসারী-মানবগণ (আমরা) শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন, অতএব তোমার সাহায্যলাভে যোগ্য হয়ে, তোমাকে তেমন আয়ত্ত মনে করে (ক'রি)। [ভাব এই যে,—পাশের দ্বারা মৃগের মতো, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা মানবগণ ভগবানকে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়]। [এর গেয়গানের ঋষি—'পৌষম্']।

৩। প্রবহমান নদীসকল, সমুদ্রের জন্য অর্থাৎ সমুদ্রের সাথে মিলনের জন্য প্রণত হচ্ছে অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রেরণ করছে ; তেমনই, আত্ম-উৎকর্ষসাধক বিশ্বাসী জনগণ, ব্যাপক সেই ভগবানের অর্চনা করবার জন্য অর্থাৎ তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য প্রণত হচ্ছে অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশে আত্ম-প্রেরণ করছে। [ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী-সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হচ্ছে ; অতএব হে মন! তুমিও সেই বিশ্বের অন্তর্গত হয়ে তাঁর প্রতি তেমনই প্রণত হও—আত্মনিবেদন কর]। [গেয়গান বিষয়ে লিখিত আছে—'মরুতাং সংবেশীয়ং সিন্ধুষাম বা']।

৪। আমাদের (সংসাবিদের) রক্ষার অর্থাৎ মুক্তির জন্য অভীষ্টবর্ষণশীল অর্থাৎ ইষ্টদাতা

দেবভাবসমূহের অর্থাৎ ভগবৎ-বিভূতি-সমূহের ব্যাপক অথবা সহনীয় (পূজনীয়), ইষ্টপ্রাপ্তিকারক অথবা সর্বজ্ঞ এবং রক্ষক, সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) দেবত্ব বা ঐশ্বর্যকে আমরা (সংসারিগণ) সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা ক'রি' [ভাব এই যে,—এই সংসারদুঃখ-নিবৃত্তির জন্য দুঃখবিনাশন সেই ভগবানকে আমরা প্রার্থনা ক'রি]। [এর ১ম ও ২য় এবং ৩য় ও ৪র্থ গেয়গান সম্বন্ধে যথাক্রমে উক্ত আছে—'হাবিষ্মতে দ্বে' এবং 'হাবিষ্কৃতে দ্বে']।

৫। হে বাঙ্ময়ের শাস্ত্রেব অথবা জ্ঞানের অধিপতে! আমি পাপী, আমার প্রতি সত্ত্বভাবের (সৎ-বৃত্তিসমূহের অথবা সৎ-জ্ঞানের) প্রকাশ (উদ্বোধ) করুন,—যে আমি উশিজের অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিদেবের (পরমাত্মার) অপত্য অর্থাৎ অংশস্বরূপ হই। [ভাব এই যে,—আমি সেই ব্রাহ্মণস্পতি দেবতার অংশভূত সন্তান হলেও এখন পাপে লিপ্ত হয়েছি; কৃপা করে তিনি আমাতে সত্ত্বভাব সংস্থাপন ক'রে পাপ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।—'কক্ষীবন্ত' অর্থে 'পাপবন্ত'; 'ঔশিজঃ' অর্থে 'উশিজ বা জ্ঞানাগ্নি' ইত্যাদি অর্থ সমীচীন]। **অথবা**—হে পবিত্রকারিণ! যে পাপাত্মা পরীক্ষার অনলে পুড়ে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধিকৃত হয়, সেই পাপীকে আপনি যেমন পরিত্রাণ করেন; তেমনই এই প্রার্থনাকারীকে (আমাকে) দেবানুগ্রহপ্রাপক (বিশুদ্ধ) করুন। [ভাব এই যে,—পাপাত্মা যেমন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধিকৃত হয়ে দেব-সন্নিকর্ষ লাভ করে, তেমনই, সেই ভগবান্ এই পাপী আমাকেও দেবভাব-সমন্বিত করুন। —'ব্রহ্মণাস্পতি' অর্থে 'পবিত্রকারী দেবতা', 'ঔশিজঃ' অর্থে 'পরীক্ষার অনলে সংস্কারজাত' বা 'জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত' ইত্যাদি অর্থই সমীচীন হয়েছে]। [যজুর্বেদ ৩ অধ্যায়; ২৮ কণ্ডিকা গেয়গান—কাক্ষীবতং]।

৬। অশেষ সত্ত্বভাবসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, বাহ্য ও আন্তর শত্রুনাশক, ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের আশাসন অর্থাৎ স্তব শুনুন, এবং আমাদের অভিপ্রায়-বোদ্ধা হোন। [ভাব এই যে,—সচ্চিদানন্দ, সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ সেই ভগবান্ আমাদের আবেদনস্তোত্রে আমাদের অভিপ্রায় বুঝে আমাদের বাহ্য ও আন্তর শত্রুকুল বিনাশ করুন]। [এই সামের গেয়গানের নাম—ঔষসম্]।

৭। হে জ্ঞানপ্রদাতা দ্যোতমান্ ভগবন্! আমাদের পুত্রের ন্যায় স্নেহে নিত্যকাল প্রজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন; স্বপ্নের ন্যায় দুঃখকে দূরে তাড়িয়ে দিন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ প্রজ্ঞানরূপ পরমধন দানে পুত্রের প্রতি পিতার মতো স্নেহে আমাদের প্রতিপালন করুন; নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যেমন দূরীভূত হয়ে যায়, প্রজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দুঃখ তেমনই দূরীভূত হোক]। [এর দুটি গেয়গানের প্রবর্তক বিষয়ে যথাক্রমে 'ভরদ্বাজস্য মৌক্ষম্, দক্ষণিধনং বা' এবং 'ভরদ্বাজস্য মৌক্ষম্' এমন প্রচারিত আছে]।

৮। সেই প্রখ্যাত অভীষ্টপ্রদ, চিরনূতন (চিরমঙ্গলময়), সর্বব্যাপক, সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমাত্মা—কোথায়? [ভাব এই যে, ভগবান্ সবত্র বিদ্যমান্ আছেন]। সেই ব্রহ্মাকে কোন স্তোতা (কেই বা) পূজা করে? [ভাব এই যে,—সকলেরই পূজা সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।—অথবা অন্যভাব এই যে,—পরমাত্মা সর্বব্যাপী; কিন্তু যে জন ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন, সে তাঁকে লক্ষ্য করে না; সুতরাং তার দ্বারা ব্রহ্মের স্থাননির্দেশও অসম্ভব এবং পূজাও অসাধ্য।—এই মন্ত্রের প্রশ্নে ও পরবর্তী মন্ত্রের উত্তরে অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষিত হবে]। [এর গেয়গান তিনটির বিষয়ে উক্ত আছে—'ভারদ্বাজানি আর্ষভাণি বা সৈন্ধুক্ষিতানি বা']।

৯। পাষাণসদৃশ অতি কঠোরস্বভাব হৃদয়ের মধ্যেও, সত্ত্বভাবের (ভক্তিপ্রবাহের) মিলনে, প্রজ্ঞার

দ্বারা (জ্ঞানোৎপত্তির সাথে) জ্ঞানময় ভগবান্ আবির্ভূত হন। [ভাব এই যে,—'অতিবিশুষ্ক পাষাণের মতো হৃদয়েও ভক্তিপ্রবাহের দ্বারা আর্দ্র হয়ে জ্ঞানময় ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়]। [গেয়গানের নাম—'শাক্ত্য সামনি']।

১০। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, সেই সাধকগণের মধ্যে সম্যক্ বিরাজমান, চির-নবীন, নেতৃস্থানীয়, শত্রুবিমর্দক, শ্রেষ্ঠদানশীল, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে বেদ মন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর। [ভাব এই যে,—হে জীব! সাধকবৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ কর ; তার দ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হবে।—এই আত্ম-উদ্বোধনা—মানুষের নিত্য কর্তব্য]। [এই মন্ত্রটির ১ম ও ২য় গেয়গানের নাম—'বার্ষন্ধরে' এবং ৩য় ও ৪র্থ গেয়গানের নাম—'কুশস্য প্রস্তীকৌ']।

●

চতুর্থী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৪ ইন্দ্র ও পূষা)॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদ শংযু বার্হস্পত্য), ৩ গৌতম রাহুগণ, ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৫ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস, ৬।৭ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৮ বৎস কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১০ শুনঃশেপ আজীগর্তি বা বামদেব॥

অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ।
ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ॥ ১॥
ইমা উ ত্বা পুরূবসোঽভি প্রনোনুবুর্গিরঃ।
গাবো বৎসং ন ধেনবঃ॥ ২॥
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥ ৩॥
যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বষন্তমঃ।
তত্র পূষা ভবৎ সচা॥ ৪॥
গৌর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্।
যুক্তা বহ্নী রথানাম্॥ ৫॥
উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে।
উপ নো হরিভিঃ সুতম্॥ ৬॥
ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধন্তো অধ্বরে।
অচ্ছাবভৃথমোজসা॥ ৭॥

অহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ।
অহং সূর্য্য ইবাজনি॥ ৮॥
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম॥ ৯॥
সোমঃ পূষা চ চেততুর্বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাম্ দেবত্রা রথ্যোর্হিতা॥১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। শ্রেষ্ঠশিরস্ত্রাণশোভিত (বিশ্বের অধিপতি) ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্মকারী সুদক্ষ সাধকের উপহার-প্রদত্ত অমৃতোপম শ্রেষ্ঠখাদ্য শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিসুধাকে) গ্রহণ করেন। [ভাব এই যে,—সৎকর্ম সম্পন্ন সাধকবর্গের হৃদয়স্থিত ভক্তিসুধাকেই ভগবান্ আদরের সাথে গ্রহণ ক'রে থাকেন]। [এর দু'টি গেয়গানের প্রবর্তক-বিষয়ে লিখিত আছে—'ঔপর্গবে, সৌশ্রবসে বা অথমখে বা মথাথে বা সৌমিত্রে বা শৈখণ্ডিনে বা']।

২। হে পরমৈশ্বর্যশালিন (অথবা—বহুজনের আশ্রয়-স্থল হে ভগবন্)! আপনার প্রতি একান্ত-অনুরাগী জ্ঞানপ্রভা (অথবা, ভক্তিপূর্ণ স্তুতিসমূহ) যেমন নিবাস-স্থান-স্বরূপ আপনাতে প্রধাবিত (সম্মিলিত হয়), অথবা সদ্য-প্রসূতা গাভীসমূহ যেমন আপন সন্তানের প্রতি ধাবমান হয় ; তেমন, আমাদের এই স্তোত্রসমূহ আপনাকে লক্ষ্য ক'রে প্রকৃষ্টরূপে আপনাকে প্রাপ্ত হোক। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ যেন তাঁর অনুকম্পায় আমাদের প্রার্থনাকে ভক্তিযুত করেন ; আর তা শ্রবণ ক'রে তিনি যেন আমাদের পরিত্রাণ করেন]। [গেয়গানের নাম—'তাষ্ট্রী সাম']।

৩। চন্দ্রমণ্ডলে (স্বচ্ছ হৃদয়ে) সূর্যরশ্মিসমূহ (ত্রাণকারক দেবতার প্রভা) আপনা-আপনিই প্রতিফলিত হয় ; এইরকমে আপনা-আপনি সঞ্চারিত জ্ঞানরশ্মি সমূহ আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হোক। [ভাব এই যে,—সূর্যরশ্মির সম্পাতে চন্দ্র যেমন আপনা-আপনিই স্নিগ্ধজ্যোতিঃ-সম্পন্ন হয়, পরিত্রাণকারী দেবতার কৃপায় আমার হৃদয় তেমনই জ্ঞানে উদ্ভাসিত হোক]। [গেয়গানের নাম—'তাষ্ট্রী সাম' 'ত্বষ্ট্ররাতিথ্যে' ইত্যাদি]।

৪। যখন পরমধন-প্রদায়ক ভগবান্ ইন্দ্রদেব মহান্ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে অবিরত এই সংসারে আনয়ন করেন, অর্থাৎ আমাদের প্রদান করেন ; তখন সৎ-ভাবের পোষক (পূষা) দেবতা মনুষ্যসমূহের অর্থাৎ আমাদের সহায় হন। [ভাব এই যে,—ভগবানের করুণার সঙ্গে সঙ্গেই সকল রকম সৎ-ভাব এসে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়]। [এই সামমন্ত্রের দুটি গেয়গানের নাম—'পৌষে']।

৫। মনুষ্যগণকে সৎপথে পরিচালনার জন্য সৎ-উপদেশ-রূপ ধনপ্রদাতা বিবেকরূপী মরুৎ-দেবগণের মাতা অর্থাৎ তাঁদের উৎপত্তি-কারণ-রূপ জ্ঞানকিরণ-নিবহ (অর্থাৎ জ্ঞানদেবতা); সংসারের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে মনুষ্যের কর্মসমূহের সংশোধক হন ; এবং মরুৎ-দেবগণের সাথে মিলিত হয়ে মনুষ্যগণকে পালন করেন। [ভাব এই যে,—আত্ম অঙ্গীভূত বিবেকসহ অভিন্নভাবে জগতের হিতসাধনে জ্ঞানদেব নিত্যকাল ব্রতী হয়ে রয়েছেন]। অথবা—হে মন্ত্ররূপিণি বাক্! আপনি সৎ-উপদেশ-রূপ ধনের অধিকারী বিবেকরূপী মরুৎ-দেবগণের মাতা অর্থাৎ উৎপাদিকা হন ; [ভাব এই যে,—সেবা-অর্চনা-মূলক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই বিবেকের উৎপত্তি হয়]। হে দেবি! তোমা হতেই আত্মমঙ্গল প্রচেষ্টা মনুষ্যগণের মধ্যে জাগরিত হয়, এবং তাদের কর্মসমূহের বাহক বা সংশোধক উৎপন্ন হয়ে থাকে। [ভাব এই যে,—দেবতার আরাধনায় মন্ত্র-প্রযুক্তির ফলে মানুষের আত্ম-উৎকর্ষ সাধিত

হয়]। অতএব, হে দেবি! আপনি সকলের পূজনীয়া হন। [এখানে 'গৌঃ' পদটিতে জ্ঞানকিরণ বা জ্ঞান অর্থ গ্রহণই সমীচীন। 'মরুৎ-দেবগণ' বিবেকরূপী দেবতা]। [গেয়গান—'শ্যাবাশ্বে']।

৬। হে আনন্দের অধিস্বামিন্ (পরমানন্দনিলয়)! আপনি জ্ঞানকিরণ-বিস্তারের সাথে আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মের প্রতি আগমন করুন ; এবং আগমন ক'রে, জ্ঞানকিরণ-বিস্তারের দ্বারা আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে বা সুকর্মকে পরিপোষণ করুন। [ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম জ্ঞানের সাথে মিলিত হোক ; তার দ্বারাই আমরা যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হই]। [গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'প্রজাপতেঃ সুতং রায়ষ্ঠীয়ে সহোরয়িষ্ঠীয়ে বা']।

৭। সৎ-সম্বন্ধে পরিপুষ্ট, ইষ্টসাধক হে আমার কর্মসমূহ! তোমরা ত্রুটিবিচ্যুতিনিবারক (পূর্ণতাসাধক) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি একান্তে আপনাদের সমর্পণ কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক, ভাব এই যে,—আমাদের শ্রেয়ঃ-সাধক সকল সৎকর্ম ভগবানে সমর্পিত হোক]। [এই সামের গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে,—'ইষ্টা হোত্রীয়ম্ অঙ্গরসং বা অপাংনিধির্বা']।

৮। লোকসমূহের পালক বা রক্ষক সৎ-স্বরূপ ভগবানের প্রজ্ঞান-রূপ স্বরূপ-শক্তিকে আমি হৃদয়ে পোষণ ক'রি ; তাহলে, হৃদয়ে সত্যভাব পোষণকারী আমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান্ হ'তে পারি। [ভাব এই যে,—ভগবানের স্বরূপশক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-বিভূতি লাভের দ্বারা আত্মপ্রকাশ হয়]। [গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে,—'প্রজাপতেঃ নিধনকামম্ সিন্ধুযাম বা']।

৯। পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্ ইন্দ্রদেবে প্রীতিযুক্ত হলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আনন্দ অনুভব ক'রি, আমাদের সেই শুদ্ধভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট) হোক। [ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতি-সাধনের কামনায় উদ্বুদ্ধমান আমরা আনন্দপ্রদ যে শুদ্ধসত্ত্বভাব লাভ ক'রি, তার সবই ভগবানে বিনিযুক্ত হোক]। [এর গেয়গানটি—'রেবত্যঃ বাজদাবর্য্যো বা']।

১০। সত্ত্বকর্মসমূহে অবস্থিত সৎকর্মকারী নরনারীর, হিতসাধক সাম ও পূষা দেবদ্বয় (সত্ত্বস্বরূপ সত্ত্বপোষক দেবদ্বয়) সকল রকম কর্মক্ষয়কর অবস্থার (মুক্তিসমূহের) বিষয় জ্ঞাপন করেন। [ভাব এই যে,—সৎকর্মে নিয়োজিত নরনারীগণ সৎকর্মের দ্বারাই নিজেদের মুক্তির উপায় প্রত্যক্ষ করেন]। [গেয়গান—'সোমপোষেয়ম্ গো অশ্বীয়ং বা']।

●

পঞ্চমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১।৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ২ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ মেধাতিথি কাণ্ব, প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৫ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬।১০ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ ত্রিশোক কাণ্ব, ৮ কুসীদী কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি॥

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত।
বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্॥ ১॥
প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত।
সখায়ঃ সোমপাব্নে॥ ২॥
বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।
কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে॥ ৩॥
ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ।
অর্কমর্চন্তু কারবঃ॥ ৪॥
অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি।
এহীমস্য দ্রবা পিব॥ ৫॥
সুরূপকৃৎনুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি॥ ৬॥
অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে।
তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্॥ ৭॥
য ইন্দ্র চমসেম্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ।
পিবেদস্য ত্বমীশিষে॥ ৮॥
যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে॥ ৯॥
আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্মকে) সর্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল রকম শত্রুর অভিভবকারী, অশেষ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সাধকগণের সর্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক্ আরাধনা কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পেয়েছে]। [ঋগ্বেদ ; গেয়গানগুলি যথাক্রমে— 'অধ্যর্দ্ধেডবৈতহব্যম্' 'ইহবদ্বামদেব্যম্', 'ওকোনিধনং বৈতহব্যম্' প্রভৃতি নামে পরিচিত]।

২। হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে অজ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানবিতরক) শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্বথা সমর্পণ কর। [আত্ম-উদ্বোধক মন্ত্রের ভাব এই যে,—সাধক-গায়কের সকল কর্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সন্ন্যস্ত হোক]। [মন্ত্রটির ছ'টি গেয়গানের ১ম ও ২য়টি 'শাক্তে সাবনী', ৩য় ও ৪র্থটি 'গৌরীবীতে' এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ গেয়গান যথাক্রমে 'শাক্তং সাম' ও 'গৌরীবীতম্' নামে অভিহিত। অথবা—'সর্বাণি শাক্তসামানি, সর্বাণি বা গৌরীবীতানি']।

৩। হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আমাদের অঙ্গীভূত সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ আপনাকে কামযমান

হোক ; [ভাব এই যে, আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবৎপরায়ণ হোক—এটাই আকাঙ্ক্ষা] ; অকিঞ্চন অতিক্ষুদ্র এই প্রার্থনাকারিগণ সেই উদ্দেশে আপনাকে স্তোত্রমন্ত্র সমূহের দ্বারা স্তব করছে। [ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎ-অনুসারিণী করবার জন্য এই প্রার্থনা জানাচ্ছি]। **অথবা**—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে পাবার অভিলাষী, আপনার স্তোত্রপরায়ণ (কেবল আপনারই সম্বন্ধীয় বাক্য উচ্চারণশীল) উপাসক আমরা, যখন আপনার সখিত্বলাভে সমর্থ (অর্থাৎ কর্মের দ্বারা সালোক্য ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত) হব ; তখন আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনগণও বেদমন্ত্রের দ্বারা (বেদমার্গ-অনুসরণে) মোক্ষের অধিকারী হবে। [ভাব এই যে,—স্তোত্রের ও কর্মের দ্বারা ভগবানের সখিত্বলাভে সমর্থ হলে আপনা-আপনিই মুক্তি অধিগত হবে]। [এর গেয়গান দুটি 'কাণ্বে ইমে' ইত্যাদিরূপে অভিহিত]।

৪। আনন্দস্বরূপ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম এবং স্তুতিবাক্যসমূহ সর্বথা প্রযুক্ত হোক ; এবং কর্মপরায়ণ আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সকলের অর্চনীয় জ্যোতিঃকে অর্থাৎ সেই ভগবানকে আরাধনা করুক। [ভাব এই যে,—আমাদের সকল কর্ম ও স্তোত্র পরমানন্দময় ভগবানে সমর্পিত হোক ; আমরা সর্বথা তাঁর অর্চনায় নিযুক্ত থাকি]। [এই মন্ত্রের প্রথম দু'টি গেয়গানের নাম—'গৌরীবীতে ইমে' এবং তৃতীয় গেয়গানের নাম—'ইদং শ্রৌতকক্ষ']।

৫। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই আপনা-আপনি সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার জন্য রিপুগণ কর্তৃক বিমর্দিত বা বিচ্ছিন্নীকৃত হৃদয়ে নিরন্তর কর্মের বা স্তোত্রের দ্বারা সকলরকমে পবিত্রীকৃত হোক ; এখন এই সত্ত্বভাবের প্রতি আপনি আগমন করুন ; এবং করুণা ক'রে তা গ্রহণ করুন। [ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হোক, আর ভগবান্ এসে তা গ্রহণ করুন]। [এর ১ম ও ২য় গেয়গান—'ইমে দ্বে সৌমিত্রে', এবং ৩য়টির নাম—'ইহ বদ্দৈবোদাসম্']।

৬। সৎকর্মের কর্তা (সৎকর্মের পোষক অথবা সৎকর্মের শ্রেষ্ঠ সম্পাদয়িতা) ভগবানকে আমাদের রক্ষার উদ্দেশে প্রত্যহ আহ্বান করছি (তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি) ; তিনি 'গোদুহে সুদুঘ্বার' ন্যায় (অর্থাৎ আপনা-আপনি বর্ষণকারী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার মতো, অথবা—সকল রত্নপ্রদা পৃথ্বীমাতার মতো, অথবা—সুদোহা গাভীর মতো) আমাদের নিকট আগমন করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্রকিরণ যেমন আপনা-আপনি বর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্বলোকের তৃপ্তিসাধক হে ভগবান্, তেমনভাবেই আপনি আমাদের প্রতি করুণা-পরায়ণ হোন]। [এই মন্ত্রের চারটি গেয়গান যথাক্রমে—'শাক্করবর্ণম্', 'বীঙ্কম্', 'ঐশ্ববে বৈণবে' বা 'ঔদলে' অভিধায়ে অভিহিত]।

৭। হে অভীষ্টপূরক ভগবন্! সর্বথা হৃদয় সত্ত্বসমন্বিত হ'লে, আপনাকে লক্ষ্য ক'রে আপনার গ্রহণের জন্য, শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্মকে সৃষ্টি ক'রি অর্থাৎ সম্পাদন করি ; [ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হ'লে, ভগবানের প্রীতির জন্য আমরা সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই] ; তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি সর্বথা প্রাপ্ত হোন ; [ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম আপনার সাথে সম্বন্ধযুত হোক—এটাই প্রার্থনা]। **অথবা**—হে অভীষ্টপূরক ভগবন্! আপনাকে লক্ষ্য ক'রে, সর্বতোভাবে আপনার পানের জন্য বা গ্রহণের জন্য, তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্মকে সৃষ্টি ক'রি ; [ভাব এই যে,—ভগবানের তৃপ্তির জন্য আমার যেন সৎকর্মের সাধনে প্রবৃত্তি হয়] ; আর, সেই সৎকর্মে বা শুদ্ধসত্ত্বে আপনি পরিব্যাপ্ত থাকুন ; [সাধক-গায়কের প্রার্থনা এই যে, তার কর্মসমূহ ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হোক। অর্থাৎ ভগবান্ যখন ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বে পরিব্যাপ্ত হবেন, তখনই তার সকল কর্ম সর্বথা সৎ ও ভগবৎ-সম্বন্ধে যুক্ত হবে। তখন সাধকের সব পাওয়াই সম্পূর্ণ হবে]।

[এর গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত-আছে—'আর্যভানি ত্রীণি সৈন্ধুক্ষিতানি বা বাধ্রাশ্বানি বা']।

৮। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত বা পবিত্রীকৃত প্রসিদ্ধ যে শুদ্ধসত্ত্বভাব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আমাদের হৃদয়-রূপ পাত্রসমূহে সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশ বা সারভাগকে আপনি গ্রহণ করুন ; যেহেতু আপনি ঈশ্বর হন, সেইজন্য সেই সবই আপনাকে নিবেদন করছি। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের তারতম্য অনুসারে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, ভগবান্ যেন কৃপা ক'রে তা সবই গ্রহণ করেন]। [এর দু'টি গেয়গান 'কৌৎসে পাঙ্কাবাজে বা দানাবাজে বা' এইভাবে অভিহিত হয়]।

৯। সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সখিসদৃশ-প্রিয়, আমাদের চিত্তবৃত্তিনিবহ অর্থাৎ তাঁর কৃপাই আমরা, আমাদের প্রত্যেক কর্মের আরম্ভকালে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে, আমাদের রক্ষা করবার নিমিত্ত, সেই অতি বলবান্ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আহ্বান ক'রি। [ভাব এই যে,—প্রতিটি কর্মের আরম্ভে সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলির সাথে দুষ্ট ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলির সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ; তা থেকে রক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান্ ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রি]। [এর তিনটি গেয়গান সম্বন্ধে এমন লিখিত আছে—'সৌমেধানি, পূর্বতিথানি বা পৌর্বাতিথানি বা']।

১০। স্তোমবাহক (স্তুতিকারক), সখিস্বরূপ (ভগবানের সাথে সখ্যভাবে মিলিত) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সত্বর আগমন কর ; (ভগবৎ-সামীপ্যগামী হও)। [এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক ; চিত্তবৃত্তি সর্বথা ভগবৎ-পরায়ণ হোক—এটাই অভিপ্রায়। এই জন্যই সাধক-গায়ক বলছেন—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরাই তো আমার হৃদয়ে মানসযজ্ঞে যাগ-উপকরণ-রূপে প্রস্তুত। তোমরাই স্তোমবাহ, তোমরাই সখা, তোমরাই সেই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ। তোমরাই তাঁর সাথে সখিত্ব স্থাপন করতে পার। এস, প্রস্তুত হও ; ভগবৎ-চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর]। [এই গেয়গানটি সম্বন্ধে 'দৈবাতিথং, মৈধাতিথং বা' এইরকম উক্ত আছে]।

●

ষষ্ঠী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৭ সদসম্পতি ; ১০ মরুদ্গণ)॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ গাথি বিশ্বমিত্র, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ কুসীদী কাণ্ব, ৪ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৫।৮ বামদেব গৌতম, ৬।৯ শ্রুবক্ষ বা সুবক্ষ আঙ্গিরস, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস॥

ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে।
পিবা ত্বা৩স্য গির্বণঃ॥ ১॥
মহাঁ ইন্দ্রঃ পুরশ্চ নো মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ॥ ২॥

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়।
মহাহস্তী দক্ষিণেন॥ ৩॥
অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
সূনুংসত্যস্য সৎপতিম্॥ ৪॥
কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ৫॥
ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্।
আ চ্যাবয়স্তূতয়ে॥ ৬॥
সদসস্পতিমদ ভূতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।
সনিং মেধামযাসিষম্॥৭॥
যে তে পন্থা অধো দিবো যেভির্ব্যশ্বমৈরয়ঃ।
উত শ্রোষন্ত নো ভুব॥ ৮॥
ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো।
যদিন্দ্র মৃড়য়াসি নঃ॥ ৯॥
অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ।
উত স্বরাজো অশ্বিনা॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। পরমার্থ-রূপ ধনের অধিপতি, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অর্চনীয় (হে ভগবন্)! আমাদের কর্মকে অনুসরণ ক'রে আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ অনুগ্রহ-পূর্বক এই কর্মের অর্থাৎ কর্ম হ'তে সঞ্জাত (কর্মের সারভূত অংশ) শুদ্ধসত্ত্বকে অবিলম্বে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন। [ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম সত্ত্বসমন্বিত হোক এবং ভগবন্ তাঁর আপন মাহাত্ম্যে তা গ্রহণ করুন]। [এই মন্ত্রের তিনটি গেয়গানের নাম প্রসঙ্গে উক্ত আছে—'আঙ্গিরসং মাধুচ্ছন্দসং বা', 'আঙ্গিরসং ক্রৌঞ্চং বা', 'আঙ্গিরসং ঘৃতশ্চুন্নিধনম্ প্রাজাপত্যং মাধুচ্ছন্দসং বা']।

২। শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বসম্পন্ন ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের আশ্রয় হোন ; আর, বজ্রধারী, শত্রুনাশক সেই দেবতায় আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত মহত্ত্ব বিদ্যমান্ হোক ; পার্থিব বস্তুর বা রিপুপ্রাধান্যের দ্বারা শবতুল্য শক্তিহীন জন (অকর্মণ্য এই প্রার্থনাকারী) স্ব..ব্যসার ন্যায় সৎকর্মপর হোক। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা আপন মহত্ত্বের প্রভাবে আমাদের আশ্রয়-স্বরূপ হোন এবং আমাদের, সর্বথা সমুন্নত সৎকর্মপর করুন]। [এই মন্ত্রের তিনটি গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'বাভ্রাণি, প্রৈয়মেধানি বা বৈয়শ্যানি বা আশ্বানি বা উগ্‌দাতৃদমনানি বা']।

৩। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের প্রতি আগমন করুন ; এবং আরাধনীয় অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় বৈচিত্র্যসম্পন্ন পরমার্থ-রূপ ধনকে আমাদের জন্য সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন ; আর, অনুকম্পাপূর্বক সেই ধন বিতরণের জন্য পরমদানশীল হোন ; অথবা,—আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ধনকে (আপনার গ্রহণীয় অর্চনাকে বা পূজাকে) আপনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন ; এবং

অনুকম্পা-পূর্বক আমাদের সম্বন্ধে পরম দানশীল হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি কৃপা ক'রে পরমধন (যে ধনের জন্য সংসার লালায়িত ; সেই বিচিত্র পরমার্থধন) গ্রহণপূর্বক আমাদের বিতরণের জন্য এই মর্ত্যলোকে আগমন করুন]। [ঋগ্বেদ ; গেয়গান— 'গৌরীবিতে', 'আপালবৈণবে, বৈণবে বা আপালে বা আকৃপরিবা পারবতে বা' এমন উক্ত আছে]।

৪। হে আমার মন! তুমি সেই পৃথ্বীপতি (অথবা জ্ঞানকিরণ সমূহের পালক বা রক্ষক), সত্য হ'তে উৎপন্ন (সত্যের অঙ্গীভূত অথবা সৎকর্মের দ্বারা জাত), সৎ-জনের পালক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে স্তুতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চনা কর ; এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও ; অথবা, যে রকমে তিনি জানতে পারেন—তেমন পূজা কর। [ভগবানের স্বরূপ অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে তাঁর পূজায় ব্রতী হও—মন্ত্র এমন আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ করছে]। [এর তিনটি গেয়গানের প্রথম দু'টি 'ধুরীঃ সামনী' এবং তৃতীয়টি 'মহাগৌরীবিতম্ গৌরীবিতং বা' নামে অভিহিত]।

৫। চিরনবীনত্বসম্পন্ন, অভিনবকর্মযুত, সুহৃৎস্থানীয় সেই দেবতা—কি রকম কর্মের দ্বারা আমাদের অভিমুখী হন? আর, প্রজ্ঞাসহ অনুষ্ঠীয়মান্ কোন কর্মের দ্বারাই বা তিনি প্রাপ্তব্য হন? [কোন্ কর্মের দ্বারা কি রকমে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন ; মন্ত্রে তাঁর সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে]। [যজুর্বেদ ২৬ অধ্যায়। ৪ কণ্ডিকা ; অথর্ববেদ ২০।১২৪।১ ; এবং এই সামবেদেও অপর স্থানে দৃষ্ট হয়। গেয়গান তিনটি—'বাচঃ সামনী' এবং 'মহাবামদেব্যং বামদেব্যং বা' নামে অভিহিত]।

৬। হে আমার মন! তোমাদের নিজেদের রক্ষার জন্য, শত্রুগণের অভিভবকারী, সকল স্তোত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ স্তোত্ররূপে অবস্থিত সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে উৎকর্ষের সাথে অভিমুখে আগমন করাও অর্থাৎ আনয়ন কর ; [আত্ম-উদ্বোধন-প্রকাশক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—হে মানুষ! তোমার কর্মের দ্বারা তুমি যাতে ভগবানের সামীপ্য লাভ কর, তার জন্য উদ্বুদ্ধ হও। মনে রেখো, সেই ভগবান্ শত্রুগণের অভিভবকারী। তিনি সকল স্তোত্রমন্ত্রের সাথে বিদ্যমান আছেন]। [দুটি গেয়গান—'ইন্দ্রস্য সত্রাসাহীয়ে', 'অজিতস্য আজিত্তী']।

৭। অপূর্বকর্মকারক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সখা অর্থাৎ অভিন্নরূপ, কমনীয়। ধনদাতা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানের পালক সদসস্পতি দেবতাকে প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রার্থনা করছি। [ভাব এই যে,— প্রজ্ঞালাভের জন্য আমি শ্রেষ্ঠজ্ঞানপালক দেবতার শরণ যাচ্ঞা করছি। [গেয়গানের নাম—'বামদেব্যম্']।

৮। হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধী অর্থাৎ আপনাকে, প্রাপ্তিমূলক প্রসিদ্ধ যে পথসকল (মনুষ্যের সৎকর্মরূপ) আছে এবং যে সকল পথের (কর্মের) দ্বারা জগৎ পরিচালিত হয় ; সেই পথের তত্ত্ব আমাদের বর্তমান নিবাসস্থান অর্থাৎ ইহজীবন জ্ঞাত হোক। [ভাব এই যে,—ভগবৎ-নির্দিষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক কর্মসমূহ ইহজীবনে একান্ত জ্ঞাতব্য ; প্রার্থনা—হে ভগবন্! সেই কর্মসমূহ আমাদের জানিয়ে দিন বা শিখিয়ে দিন]। [গেয়গানের নাম—'অশ্বিনীঃ সাম']।

৯। অশেষপ্রজ্ঞাবন্ (অশেষকর্মকারী) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের কর্ম লক্ষ্য ক'রে আপনি যদি আমাদের সুখী করেন অর্থাৎ আমাদের সুখের অভিলাষী হন, তাহলে আমাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ কল্যাণসাধক অভীষ্টবর্ষণ (অথবা অন্নদান) করুন, আর আমাদের বলপ্রাণ প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব,—হে ভগবন্! যাতে আমাদের পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তা-ই বিহিত করুন]। [গেয়গানের নাম—'গোতমস্য ভদ্রম্']।

১০। আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব থাকে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশকে স্বয়ং-দীপ্যমান্ (সর্বত্র প্রকাশশীল) মরুৎ-গণ (বিবেকরূপী দেবতারা) আপনা-আপনিই গ্রহণ করেন, এবং অশ্বিদেবদ্বয়ও (অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধিনাশক দেবতা দু'জনও) তা গ্রহণ করেন। [ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হ'লেই সেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হ'তে থাকে অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানেই অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি সকলরকম ব্যাধির শান্তি আনয়ন করে]। [এর গেয়-গানটি—'আশ্বিনোঃ সাম,' বা 'সোম-সাম' নামে অভিহিত হয়]।

●

সপ্তমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৪ অশ্বিদ্বয়, ১০ বায়ু)॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ ইন্দ্রমাতা দেবজামিগণ, ২ গোধা ঋষিকা, ৩ দধ্যঙ্ আথর্বণ, ৪ প্রস্কন্ব কাণ্ব, ৫ গৌতম রাহুগণ, ৬ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ বামদেব গৌতম, ৮ বৎস কাণ্ব, ৯ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ১০ উল বাতায়ন॥

ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে।
বণ্বানাসঃ সুবীর্যম্॥ ১॥
নকি দেবা ইনীমসি ন ক্যা যোপয়ামসি।
মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি॥ ২॥
দোষো আগাদ্ বৃহদ্গায় দ্যুমদ্ গামন্নাথর্বণ।
স্তুতি দেবং সবিতারম্॥ ৩॥
এযো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ॥
স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ৪॥
ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব॥ ৫॥
ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা॥ ৬॥
আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা গহি।
মহান্ মহীভিরূতিভিঃ॥ ৭॥
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ।
ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী॥ ৮॥

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্।

বচস্তচ্চিন্ন ওহসে॥ ৯॥

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।

প্র ন আয়ূংষি তারিষৎ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। ভগবানের অনুসারী, শুদ্ধসত্ত্বের অভিলাষী—চিত্তবৃত্তিসমূহ, সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, এবং নিজেদের শোভনকর্মনিঃসৃত ধন সেই দেবতা হ'তে প্রাপ্ত হয়ে সম্ভোগ করে। [ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত জনগণ নিজেদের কর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ ক'রে থাকেন]। [গেয়গানের নাম—'ত্বাষ্ট্র' বা 'ত্বাষ্ট্রী' সাম]।

২। হে দেবগণ (দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণের অভিব্যঞ্জক ভগবৎ-বিভূতি-সমূহ)! আপনাদের সম্বন্ধে যেন কোনরকম হিংসা অর্থাৎ বিপরীত কর্ম না ক'রি ; (আপনাদের বিরাগভাজন কোনও কর্ম করব না—মন্ত্র এমনই সঙ্কল্পে-প্রকাশক) ; আপনাদের সম্বন্ধে কোনরকম মোহগ্রস্ত না হই অর্থাৎ মোহজনক কর্ম সর্বথা পরিত্যাগ করব ; (আপনাদের কর্ম-সম্পাদনে সর্বথা অনুরাগসম্পন্ন হব—এই ভাব) ; আর যেন শাস্ত্রবিহিত কর্ম আচরণ ক'রি ; (কখনও অপকর্ম করব না—এই সঙ্কল্প)। [এর গেয়গানের নাম—'গোধা সাম']।

৩। শ্রেয়ঃপথের অনুসারী, দিব্যজ্ঞান-পিপাসু (অথবা—চঞ্চলগমনশীল) হে আমার মন! অপরাধ বা পাপ (ত্রুটি-বিচ্যুতি) তোমার কর্মের সাথে নিত্য সংঘটিত হচ্ছে ; অথবা, তোমার জীবনের শেষমুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে ; সে কারণ, অপরাধ পরিহারের জন্য, সর্বথা সর্বক্ষণ ভগবানের আরাধনা কর ; আর, দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট জ্ঞানপ্রদাতা (মঙ্গলপ্রেরক) সবিতৃদেবতাকে পূজা কর—তাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; উদ্বোধনার ভাব এই যে,—জীব! তুমি হেলায় দিন হারিয়ে এসেছ ; যদি শ্রেয়ঃ চাও, এখনও সাবধান হও।—প্রচলিত ভাষ্যে অথর্ব ঋষির পুত্রকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে ব'লে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'যে মঙ্গলের পথে গমন করতে চায় বা অনুসারী হয় সেই 'আর্থবণ'। সুতরাং এই মন্ত্রের সম্বোধন মনকেই উদ্দেশ ক'রে করা হয়েছে ধারণা করাই সমীচীন। লক্ষণীয়, 'চঞ্চলগমন' তো মনই। জ্ঞানের পিপাসা তো মনেই প্রকাশ পায়]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সবিতুঃ সাম'। বিবরণকারের মতে মন্ত্রের ঋষি—'বামদেব']।

৪। সেই (জ্ঞানিগণের দৃশ্যমানা) অভিনবত্বসম্পন্না, রমণীয়া, জ্ঞানোন্মেষকারিণী ঊষা দেবতা, যখন দ্যুলোক হ'তে এসে অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, তখন, হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়, আমি আপনাদের আরাধনা ক'রি। [আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হ'লে, আমরা দেবপূজা-পরায়ণ হই—এটাই ভাবার্থ]। [গেয়গানের নাম—'উষস সাম']।

৫। প্রত্যাখ্যান-শব্দরহিত (প্রার্থনাপূরক) ভগবান্ ইন্দ্রদেব, দেবভাব-রক্ষণের নিমিত্ত আত্মত্যাগ-পরায়ণ জনের ক্ষুদ্র শক্তিসমূহের দ্বারাই, নবনব-প্রভাব-বিশিষ্ট (অশেষ শক্তিসম্পন্ন) অজ্ঞানতাজনিত পাপসমূহকে নাশ ক'রে থাকেন। [হে জীব! তোমার শক্তি অল্প, আর পাপের প্রভাব ভীষণ ; কিন্তু সে জন্য ভয় করো না ; সৎকার্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ হ'তে পারলে, ভগবানই সহায় হয়ে তোমার পাপকে বিনষ্ট করবেন]। [এর গেয়গানের নাম—'তুষ্টুরাতিথ্যেহে']।

৬। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (আমাদের হৃদয়ে) আগমন করুন ; বিশ্ববাসী এই ভক্তজনের

(আমাদের) আপনার আরাধনা-রূপ যজ্ঞ-উৎসবে অর্থাৎ সৎকর্মে, ভক্তিরূপ অন্নের দ্বারা, মহান্ আপনি, পরিতুষ্ট হোন ; আর আপন প্রভাবে আমাদের শত্রুদের নিপাত করুন। [প্রার্থনার ভাব,—হে ভগবন্! আমাদের পূজায় (হৃদয়ের ভক্তিসুধায়) পরিতুষ্ট হোন ; আর, আমাদের অন্তরের মধ্যে স্থায়ী শত্রুকে এবং বহির্জগতের রাক্ষস নাস্তিক ইত্যাদি শত্রুকে অর্থাৎ সকলরকম শত্রুকে নাশ করুন]। [যজুর্বেদ ৩১।২৫ ; এর গেয়গানের নাম—'পৌষম্']।

৭। শত্রুনাশক (অজ্ঞানতানাশকারী) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের প্রতি শীঘ্র আগমন করুন ; মহত্ত্বসম্পন্ন আপনি মহতী রক্ষার সাথে আমাদের নিকট আগমন করুন। [ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন এবং আমাদের সর্বথা রক্ষা করুন।'—এটি একটি সরল প্রার্থনামূলক মন্ত্র।—পাপের জ্বালায় আমরা জর্জরীভূত ; আপনি পাপনাশক ; আমাদের পাপ নাশ করুন। আপনি কাছে এলেই পাপ পলায়ন করবে, আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হব।—বৃত্র বলতে কোনও দেহধারী অসুরকে বোঝায় না, অজ্ঞানতারূপ মানুষের শত্রুই বৃত্র-নামে অভিহিত হয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য মায়া']।

৮। এই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সেই প্রসিদ্ধবল সর্বদা প্রদীপ্ত অর্থাৎ প্রকাশিত আছে ; সেই বলের দ্বারা ইন্দ্রদেব দ্যাবাপৃথিবী উভয় লোককে চর্মের ন্যায় সম্প্রসারণ-সঙ্কোচন-দ্বারা সম্যক্-রূপে আবর্তিত (পরিচালিত) করেন। [মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রভাবের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সকলরকমে পরিচালিত হচ্ছে]। [গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য সংবর্ত্তস্য বা সংবর্ত্তে']।

৯। হে দেব! আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব—যার সাথে আপনার কপোত-কপোতীর ন্যায় সম্মিলন হয়, সেই ভাবসহযুত আমাদের স্তোত্র (সৎকর্ম) আপনি নিশ্চিতই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। [ভাব এই যে,—জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধযুত সৎকর্ম ও স্তোত্র নিশ্চয়ই ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করে]। [এর গেয়গানের নাম—'আঙ্গিরসস্য শৌনঃশেপম্ চ্যাবনং বা']।

১০। হে ভগবন্! আপনার কৃপায় বায়ু আমাদের হৃদয়ে ব্যাধিবিনাশক শান্তিপ্রদ ঔষধ আনয়ন করুন ; এবং আমাদের জীবনকালকে প্রবর্তিত করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—বায়ু (সর্বদেবময় ব্রহ্মের অন্যতম বিভূতি) যে ভেষজ এনে দেবেন, তা শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হোক—অর্থাৎ তাঁর কৃপায় আমাদের হৃদয় নির্মল হোক, হৃদয়ের কলুষকালিমা দূরে যাক, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করুক]। [এর গেয়গানের নাম—'প্রতীচীনেডং কাশীতম্']।

●

অষ্টমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ কণ্ব, ২।৩।৯ বৎস কাণ্ব (ঋগ্বেদে ২।৯ বশোঽশ্ব্য), ৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ বামদেব গৌতম, ৭ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৮ সত্যধৃতি বারুণি॥

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নকিঃ স দভ্যতে জনঃ॥ ১॥
গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বযোত রথয়া।
বরিবস্যা মহোনাম্॥ ২॥
ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্।
এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ॥ ৩॥
অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন্ পুরুষ্টুত।
যৎ সোমেসোম আভুবঃ॥ ৪॥
পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥ ৫॥
ক ইমং নাহুষীষ্বা ইন্দ্রং সোমস্য তর্পয়াৎ।
স নো বসূন্যা ভরাৎ॥ ৬॥
আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম॥ ৭॥
মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ।
দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ ৮॥
ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ।
স্মসি স্থাতর্হরীণাম্॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ— ১। করুণাবর্ষণশীল 'বরুণ' মিত্রের ন্যায় 'হিতকরী মিত্র', গতিকারক 'অর্যমা' প্রভৃতি প্রজ্ঞানসম্পন্ন দেবগণ যে জনকে আশ্রয়-দান করেন, আশ্রয়প্রাপ্ত সেইজন কারো কর্তৃক হিংসিত হয় না। [ভাব এই যে,—ভগবানের করুণাপ্রাপ্ত জন সর্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা ;—ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন নাম-রূপ-ক্রিয়ার দ্বারা পরিচিত। এখানে 'বরুণ' বলতে ভগবানের সেই বিভূতিকে বোঝায় যিনি মঙ্গল বর্ষণ করেন, সর্বদা সুমঙ্গল এনে দেন। 'মিত্র' বলতে ভগবানের সেই বিভূতি, যা বন্ধুর মতো, সুহৃদের মতো হিতকরী। 'অর্যমা' পদে গতিকারক অর্থাৎ মুক্তিপ্রদাতা ভগবৎ-বিভূতিকে বোঝাচ্ছে। তাঁদের কল্যাণেই গায়ক-সাধক মোক্ষপথের প্রতি অগ্রসর হ'তে চাইছেন। তাঁরা তাঁর মোক্ষপথের বাধা অপসারণ ক'রে দেবেনই]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রম্']।

২। হে ভগবন্! আপনি চিরকাল আমাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা এবং ব্যাপ্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা, আর উচ্চগতি প্রদানের উপযোগী যান-প্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা, পরিচালিত হয়ে ধনসমূহের শ্রেষ্ঠ অংশকে (মোক্ষকে) সর্বতোভাবে আমাদের প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব,—সেই ভগবান্ আমাদের অভিলাষের অনুরূপ ফল আমাদের প্রদান করুন।—আমরা যেন জ্ঞানলাভের-জন্য আকাঙ্ক্ষা ক'রি ; আমরা যেন ব্যাপ্তির অর্থাৎ সংসারের সকলকেই আপনার (নিজের) ব'লে মনে করতে পারি এবং আমরা যেন নিজেদের পরিত্রাণের (পাপ বা রিপু শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের দূরে রক্ষার)

উপযোগী সৎকর্ম-রূপ যান প্রস্তুত করতে পারি]। [ঋগ্বেদ ; গেয়গানের নাম—'শ্যাবাশ্বে']।

৩। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সম্বন্ধীয়, আপনা-আপনিই প্রকাশমান, সত্যের পরিবর্ধনকারী, জ্ঞানরশ্মিসমূহ,—সকলের অনুভাব্য জীবহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে দোহন ক'রে আনে—হৃদয়ে সঞ্চারিত করে। [ভাব এই যে,—ভগবানের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট সত্যের বৃদ্ধিকারী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে]। [এর গেয়গানের নাম—'শৈস্বাণ্ডিনম্']।

৪। বহুনামধারী, বহুজনের পূজিত (হে দেব)! যখন আপনি আমাদের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্মের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের সাথে সকল সত্ত্বভাবের মধ্যে আবির্ভূত হন, তখন আমরা আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অনুসারী বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে থাকি। [ভাব এই যে,—আমরা যখন সৎকর্ম-পরায়ণ হই, তখনই ভগবানের সম্বন্ধীয় জ্ঞান (মহাজ্ঞান) লাভ ক'রি,—সৎকর্মের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে—এটাই তাৎপর্য]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈতহব্যম্']।

৫। পতিতপাবনী (পবিত্রকারিণী), জয়প্রদায়িনী (অন্নবতী, অন্নপ্রদানকারিণী), কর্মফলবিধায়িনী (কর্মানুসারে ধনদাত্রী), দেবী সরস্বতী (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদের যজ্ঞ (আরব্ধ ধর্ম) জয়ের সাথে সম্পন্ন ক'রে দেন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃ দেবীর কৃপায় আমাদের কর্মানুষ্ঠান আমাদের জয়যুক্ত করুক,—আমাদের কর্মের সাথে আমরা যেন পরমধন (মোক্ষ) লাভ ক'রি]। [এর গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজং']।

৬। বন্ধনদশাগ্রস্ত লোক সমূহের মধ্যে কোন্ জন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা এই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে পূজা ক'রে থাকে? [ঘোর-বন্ধনদশায় আগ্রস্ত কেউই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের প্রীতিসম্পাদন করে না—এটাই ভাবার্থ] ; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব বন্ধনদশাগ্রস্ত আমাদের শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধনসমূহ প্রদান করুন, অথবা আমাদের কৃত কর্মে প্রীত হয়ে লোকসমূহকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। [ভাব এই যে,—বন্ধনদশাগ্রস্ত মানুষ শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হোক—অর্থাৎ ভগবান্ তাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করুন]। [গেয়গানের নাম—'অরুণস্য বৈতহব্যস্য সাম সৌভরং বা']।

৭। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের নিকট আগমন করুন ; আমরা মরদেহবিশিষ্ট মনুষ্য (অথবা, আপনার প্রভাবের দ্বারা আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হ'তে পারি, তা বিহিত করুন) ; অতএব, জন্মসহজাত এই যে অতি সামান্য শুদ্ধসত্ত্ব আছে, সর্বতোভাবে তা গ্রহণ করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়-রূপ দর্ভাসনে আসীন হোন। [সেই ভগবান্ কৃপা ক'রে আমায় সত্ত্বসম্পন্ন করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌভরম্']।

৮। মিত্রস্থানীয় 'মিত্রদেবতার', গতিকারক পথপ্রদর্শক 'অর্যমন্ দেবতার', করুণাবারি বর্ষক 'বরুণদেবতার'—এই তিন দেবতার শত্রুনাশক তেজঃ এবং মহৎ রক্ষণ আমাদের অধিগত হোক। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় তাঁর ঐ তিন বিভূতিধারী দেবতার তেজঃ ও রক্ষা আমাদের মধ্যে অবিচলিত থাকুক]। [যজুর্বেদ ৩।১১ ; এর গেয়গানের নাম—'ইমে দ্বে পাষ্ঠৌহে']।

৯। বহুধনবিশিষ্ট, সকল কর্মের উৎকর্ষসাধক, জ্ঞানকিরণসমূহের অধিষ্ঠাতা, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অর্চনাকারী আমরা আপনার অঙ্গীভূত অর্থাৎ আপনার সাথে মিলনাভিলাষী হয়েছি। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের আশ্রয় দান করুন ; আমরা তাঁর সাথে মিলনের অভিলাষী।—ইন্দ্র বহুধনবান্ কর্মপূরক। তিনি জ্ঞানকিরণসমূহের অধিষ্ঠাতা, তাঁরই কৃপায় আমরা জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, অথবা জ্ঞানের অভ্যন্তরে তিনি বিদ্যমান্। জ্ঞানই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পথ]। [গেয়গানের নাম—'সাকমশ্বং ধুরাং সাম বা']।

●

নবমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১ প্রগাথ কাণ্ব, ২ গাথি বিশ্বামিত্র, ৩।১০ বামদেব গৌতম, ৪।৫ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৭ গৃৎসমদ শৌনক, ৮।৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য॥

উত্বা মন্দন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ॥
অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি॥ ১॥
গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে।
ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ॥ ২॥
সদা ব ইন্দ্রশ্চর্কৃষদা উপো নু স সপর্যন্।
ন দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্রঃ॥ ৩॥
আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
ন ত্বামিন্দ্রাতিরিচ্যতে॥ ৪॥
ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত॥ ৫॥
ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভুং রয়িম্।
বাজী দদাতু বাজিনম্॥ ৬॥
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভীষদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ॥ ৭॥
ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ।
গাবো বৎসং ন ধেনবঃ॥ ৮॥
ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে।
হুমেব বাজসাতয়ে॥ ৯॥
ন কি ইন্দ্র ত্বদুত্তরং ন জ্যায়ো অস্তি বৃত্রহন্।
ন ক্যেবং যথা ত্বম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। অদ্রির ন্যায় দৃঢ় অচঞ্চল হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ (সৎকর্মনিবহ) আপনাকে আনন্দিত (বিচলিত) করে ; আপনি আমাদের পরমার্থরূপ ধন এবং রক্ষা প্রদান করুন ; আর আমাদের

রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ (ভগবানের প্রতি হিংসাপরায়ণ, সৎকর্মে বাধাপ্রদানকারী) শত্রুগণকে নাশ ক'রে আমাদের আশ্রয় দিন ও পরমার্থ (মোক্ষ) প্রদান করুন। মতান্তরে, আমাদের কাম-ক্রোধ ইত্যাদি যে রিপুগণ ভগবৎ-কার্যে বাধা প্রদান করে, ভগবান্ যেন সেই রিপু-শত্রুগণকে নাশ করেন। ইন্দ্রের কৃপাতেই ইন্দ্রিয়-বিজয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত]। [এর গেয়গানের নাম—'যামম্']।

২। স্তুতিমন্ত্রসেব্য (স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্য) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন ; যখনই আপনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হন, তখনই আপনার সম্বন্ধযুত (আপনার প্রদত্ত) শ্রেয়ঃ আমাদের প্রদান করেন। [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ তাঁর তৃপ্তিপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত ক'রে আমাদের শ্রেয়ঃসাধন করুন]। [গেয়গানের নাম—'আঙ্গিরসম্ হরিশ্রীনিধনম্']।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের সমীপে নিত্যবিদ্যমান্ (পরিভ্রাম্যমান্) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব তোমাদের সর্বদা সর্বতোভাবে সৎকর্মসাধনের জন্য আকর্ষণ করছেন ; শৌর্যসম্পন্ন সেই ইন্দ্রদেব তোমাদের কর্তৃক সম্পূজিত হ'লে তোমাদের দেবত্ববিধায়ক হবেন। [আত্ম-উদ্বোধক এই মন্ত্র। এর ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্বদা সৎকর্ম-সম্পাদনের জন্য তোমাদের উদ্বুদ্ধ করছেন ; সেই উদ্বোধনা শুনে তোমরা পূজাপরায়ণ হও ; তার দ্বারাই শ্রেয়ঃ হবে]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'বৈরূপম্']।

৪। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ অর্থাৎ আমাদের সকল কর্ম, নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ সাগরগামী নদীসকলের ন্যায়, আপনাতে সম্মিলিত হোক ; [ভাব এই যে,—নদী যেমন আপনা-আপনিই সাগর-সঙ্গমে অভিলাষিণী, আমার কর্মসমূহ তেমনই ভগবৎ-পরায়ণ (ঈশ্বরমুখী) হোক,—এটাই আকাঙ্ক্ষা] ; যেহেতু হে ভগবন্! আপনাকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। [ভাব এই যে,—সেই ভগবানই শ্রেষ্ঠ, তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই ; অতএব তাঁরই শরণ গ্রহণ করছি]। [এর গেয়গানের নাম—'আসিতং সিন্ধুষাম বা']।

৫। সামগানকারী উদ্গাতৃগণ মহৎ সামগানে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন ; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋক্-মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন ; যজুর্বেদীয় অধ্বর্যুগণ যজুঃ-মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন। [ভাব এই যে,—অর্চনাকারী সকলেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অর্চনা ক'রে থাকেন]। [এর গেয়গানের নাম—'যমস্য ইন্দ্রস্য বা অর্কঃ']।

৬। ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য আমাদের 'ঋভুক্ষণ' অর্থাৎ দেবত্বনিলয় (সাধুসঙ্গরূপ স্বর্গ), 'ঋভু' অর্থাৎ নরদেহে দেবত্ব, এবং পরমার্থ-রূপ ধন (মোক্ষ) প্রদান করুন ; আর, সৎকর্মরূপী সেই দেবতা আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। [ভাব এই যে,—সৎকর্মসমূহের দ্বারা যাঁরা দেবত্বপ্রাপ্ত, তাঁরাই ঋভুগণ ; ভগবানের অনুকম্পার দ্বারা আমরা ঋভুত্ব পাবার ইচ্ছা ক'রি ; ভগবান্ আমাদের সেই অবস্থায় নিয়ে চলুন]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রে']।

৭। দৃঢ়চেতা সর্বদ্রষ্টা সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব ভীষণ ভয়ের কারণকে নিশ্চয়ই শীঘ্র অভিভব করেন ও দূর করেন। [ভাব এই যে,—ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রভাবের দ্বারা ভীষণ ভয়ের কারণও দূর হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য অভয়ঙ্করম্']।

৮। স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্! বিশুদ্ধীকৃত অর্থাৎ সৎকর্মসহযুত হ'লে, আমাদের এই স্তুতিমন্ত্রসকল, ভগবানে একান্ত অনুরাগিণী জ্ঞানপ্রভা যেমন নিবাসস্থান ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই (অথবা—

সদ্যঃপ্রসূতা গাভীগণ যেমন আপন সন্তানের প্রতি ধাবমান্ হয় তেমন) আপনাকে সর্বথা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। [বিশুদ্ধভাবে অথবা সৎকর্মের সাথে উচ্চারিত বেদমন্ত্রগুলি নিশ্চয়ই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ আমাদের স্তোত্রমন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ সৎকর্ম সহযুত তথা ভক্তিযুত হোক এবং ত্বরায় ভগবানকে প্রাপ্ত হোক]। [এর গেয়গানের নাম—'ত্বাষ্ট্রিসাম']।

৯। শান্তিলাভের আশায় এবং সৎকর্মসাধনের নিমিত্ত শক্তিলাভের আশায়, শক্তি ও শান্তিপুষ্টিসাধক ইন্দ্র-পূষণ দেবদ্বয়কে, ত্বরায় সখ্যভাবে পাবার জন্য আমরা আহ্বান করছি। [যে দেবতা দু'জন শান্তিপুষ্টিবিধায়ক হন, সব-রকমেই তাঁদের আরাধনা করা কর্তব্য। —ইন্দ্র ভগবানের পরমৈশ্বর্যশালী বিভূতি; তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। পূষণ দেবতায় 'পুষ্টি' অর্থাৎ শান্তির ভাব পাওয়া যায়; অভাব পূরণই পুষ্টি; সুতরাং তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সেই বিভূতিই বিরাজমান]। [এর গেয়গানের নাম—'পৌষম্']।

১০। অজ্ঞানতা-নাশক হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনা হ'তে উৎকৃষ্টতর (ঐশ্বর্যসম্পন্ন) কেউ নেই; আপনার অপেক্ষা প্রশস্ততর (দাতা) কেউ নেই; আপনি যেমন যেমন গুণ-মহিমা-বিশিষ্ট, তেমন তেমন গুণ-মহিমা-সম্পন্নও কেউ নেই। [জগতে ভগবানের বিভূতিধারী পরমৈশ্বর্যশালী দেবতা ইন্দ্রের সমকক্ষ কেউ নেই]। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রাণ্যাঃ সাম']।

●

দশমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১।৪ ত্রিশোক কাণ্ব, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ বৎস কাণ্ব (ঋগ্বেদে অশ্বপুত্র বশ), ৫ সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৬।৯ বামদেব গৌতম, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৮ গোষূক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্ব, ১০ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস॥

তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ।
সমানমু প্র শংসিষম্॥ ১॥
অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।
সজোষা বৃষভং পতিম্॥ ২॥
সুনীথো ঘা স মর্ত্যো যং মরুত যমর্যমা।
মিত্রাস্পান্ত্যদ্রুহঃ॥ ৩॥

যদ্‌বীডাবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎ পর্শানে পরাভৃতম্।
বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ৪॥
শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধংচর্ষণীনাম্।
আশিষে রাধসে মহে॥ ৫॥
অরং ত ইন্দ্র শ্রবসে গমেম শূর ত্বাবতঃ।
অরং শক্র পরেমণি॥ ৬॥
ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্।
ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥ ৭॥
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ।
বিশ্বা যদজয় স্পৃধঃ॥ ৮॥
ইমে ত ইন্দ্র সোমাঃ সুতাসো যে চ সোত্বাঃ।
তেষাং মৎস্ব প্রভূবসো॥ ৯॥
তুভ্যং সুতাসঃ সোমাঃ স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো।
স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃড়য়॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের (সৎপথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে) এবং লোকসমূহের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশে, পরিত্রাণ-সাধক, শত্রুবিমর্দক, জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্মের প্রদাতা সেই দেবতাকে নিরন্তর প্রকৃষ্টভাবে পূজা করছি। [মন্ত্রটি আত্ম উদ্বোধক ; নিজের হিত সাধনের জন্য এবং জনগণের হিত সাধনের জন্য দেবতার আরাধনা কর্তব্য, আমি (সাধক-গায়ক) সেই বিষয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ]। [এর গেয়গানের নাম—'শ্যাবাশ্বং তারণং বা'। মতান্তরে মন্ত্রটির ঋষির নাম—'বিরূপ']।

২। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বেদমন্ত্রস্বরূপ যে বাক্য আমি উচ্চারণ করি, অভীষ্টপূরক প্রতিপালক আপনার সমীপেই তা গমন ক'রে থাকে, এবং আপনি সাদরে তা গ্রহণ ক'রে থাকেন। [মন্ত্রটি ভগবানের মহিমা-প্রকাশক। ভগবানের সৃষ্ট স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। —বলা বাহুল্য, বেদ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি ; কখনও কোন ঋষি নিজেকে বেদ-রচয়িতা ব'লে ঘোষণা করেননি। ঋষিবিশেষকে 'মন্ত্রদ্রষ্টা' বলা হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈরূপম্']।

৩। যে মনুষ্যকে বিবেকরূপী দেবগণ, মরুৎ-গণ রক্ষা করেন, যে মনুষ্যকে গতিকারক বা পথ-প্রদর্শক অর্যমণ-দেবগণ রক্ষা করেন এবং যাকে শান্তিবিধায়ক সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেবগণ রক্ষা করেন ; মরণধর্মশীল সেই মানুষ নিশ্চয়ই সুখস্থান স্বর্গলাভ করে। [দেবগণের কৃপাপ্রাপ্ত জন ইহজীবনে স্বর্গসুখের অধিকারী হয়ে থাকে—এটাই ভাব]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রম্ কৌৎসং বা']।

৪। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ় স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল রকম ধন আমাদের প্রদান করুন। [ভাব এই যে,—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান্ আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—এই-ই প্রার্থনা]। [এর গেয়গানের নাম—'তৌভম্']।

৫। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের জন্য (আমার আত্মহিত-সাধন উদ্দেশ্যে) এবং মনুষ্যগণের

হিতসাধনের নিমিত্ত (অথবা আত্মা-উৎকর্ষ-সাধক মহাত্মগণের পদাঙ্ক অনুসরণে) অজ্ঞানতানাশক সকল শক্তির আশ্রয়স্থল সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে মহৎ ধনের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে পূজা করি। [সধুগণের পদাঙ্ক অনুসরণে অথবা মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং আত্ম-উৎকর্ষ বিধানের জন্য সকল মঙ্গলকারণ ভগবানকে আরাধনা করছি]। [এর গেয়গানের নাম—'শ্রৌতং']।

৬। শৌর্যসম্পন্ন শক্তিমন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের এবং লোকসমূহের মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত, আপনার সাথে মিলনে অভিলাষী হয়ে (আপনার অঙ্গীভূত হয়ে) আপনার সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহে সর্বতোভাবে আমরা যেন মিলতে পারি, তারই বিধান করুন। [সেই ভগবান্ এমনই বিধান করুন—আমরা যেন নিখিল-মঙ্গল-সাধনের জন্য সব-রকমে তাঁর পূজাপরায়ণ হই]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'আভীষবম্']।

৭। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের উচ্চারিত আন্তরিক প্রীতিভক্তিযুত কেন্দ্রীভূতচিত্তবৃত্তিসমন্বিত স্তোত্রকে প্রথমে (কর্ম-প্রারম্ভে) আপনি গ্রহণ করুন। [সেই ভগবান্ আমাদের উচ্চারিত প্রীতিভক্তিসমন্বিত পূজাকে গ্রহণ করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'পৌষম্']।

৮। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনি শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহের দ্বারা পাপের প্রাধান্যকে নাশ করেন, তখন সকল শত্রুগণের স্পর্ধা নাশ প্রাপ্ত হয়। [মন্ত্রটি ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক ও প্রার্থনাসূচক। এর ভাব,—সেই ভগবান্ যখন পাপকে নাশ করেন, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন, তখন সকল অসৎবৃত্তি দূরীভূত হয়।—অথবা—সেই ভগবান্ আমাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন; তার দ্বারা আমার পাপকে নাশ করুন এবং অসৎ-বৃত্তির প্রভাবকে বিদূরিত করুন।—পৌরাণিক নমুচি দৈত্যের সাথে ইন্দ্রের যুদ্ধ, ইন্দ্র কর্তৃক জলের ফেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্নকরণ ইত্যাদি অবলম্বনে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃতার্থে এখানে 'অপাং ফেনেন' পদ দুটিতে 'শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'নমুচি' শব্দে পাপকে বোঝায়; যে সঙ্গ ত্যাগ করতে চায় না (ন+মুচ্), যে তোমাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হ'তে দেয় না, সেই নমুচি বা নমুচি অসুর। অতএব 'অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ' এই ব্যাকাংশের শব্দগত অর্থ 'জলের ফেনার দ্বারা নমুচির শিরকে' থেকে রূপক ভেঙ্গে 'শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহের দ্বারা পাপের প্রভাবকে' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত]। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য ক্ষুরপবি']।

৯। ত্রাণকারী প্রভূত ধনবন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বিশুদ্ধ (অবিমিশ্র) এবং সংশোধনযোগ্য (বিমিশ্র) আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত সর্বদা অনুভূত যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকল (ভক্তিসমূহ) আপনার জন্য বিদ্যমান্ আছে, তার অংশ গ্রহণপূর্বক আপনি পরিতৃপ্ত হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ তেমনই করুন, যাতে অবিমিশ্রা ও বিমিশ্রা যে ভক্তি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত হয়, তার সবই তিনি গ্রহণ করতে পারেন; আর সেই সঙ্গে তিনি যেন আমাদের পরিত্রাণ করতে পারেন]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রম্']।

১০। পরম-ধনের অধিকারী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ আমাদের হৃদয়ে বিস্তীর্ণ হোক; আর আপনি এই প্রার্থনাকারী আমাদের কৃপা করুন। [সেই ভগবানের কৃপায় আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হোক, আর তিনি আমাদের সুখী করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রং']।

●

একাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি—১ শুনঃশেপ আজীগর্তি, ২ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস, ৩ ত্রিশোক কাণ্ব, ৪।৯ মেধাতিথি কাণ্ব, ৫ গোতম রাহুগণ, ৬ ব্রহ্মাতিতি কাণ্ব, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র বা জমদগ্নি ভার্গব, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব॥

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্।
মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ॥ ১॥
অতশ্চিদিন্দ্রি ন উপা যাহি শতবাজয়া।
ইষা সহস্রবাজয়া॥ ২॥
আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছাদ্ব বি মাতরম্।
ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে॥ ৩॥
বৃবদুক্থং হবামহে সুপ্রকরস্নমূতয়ে।
সাধঃ কৃণ্বন্তমবসে॥ ৪॥
ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তি বিদ্বান্।
অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ॥ ৫॥
দূরাদিহেব যৎ সতোঽরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ।
বি ভাণুং বিশ্বথাতনম্॥ ৬॥
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ॥ ৭॥
উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা যজ্ঞেম্বত্নত।
বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে॥ ৮॥
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূঢ়স্য পাংসুরে॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ— ১। সৎকর্ম-সাধনেচ্ছু হে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ! তোমাদের অভ্যুদয়ের জন্য, প্রজ্ঞাসম্পন্ন সর্বব্যাপক ইন্দ্রদেবকে, ভক্তিসুধা দ্বারা, শস্যে জলসিঞ্চনের ন্যায়, সম্যকরূপে অভিসিঞ্চন করছি। [লোকে যেমন অন্নবৃদ্ধির জন্য জলসেচনের দ্বারা শস্যকে সিঞ্চন ক'রে থাকে, আমিও তেমনই শুদ্ধসত্ত্বভাব সমূহের পরিবৃদ্ধির জন্য ভক্তিরসের দ্বারা ভগবানকে উপাসনা করছি]। [এর গেয়গানের

নাম—'কৌৎসম্']।

২। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অশেষ সৎকর্ম-সহযুত পরিত্রাণোপায়ের সাথে অতঃপর (অথবা স্বর্গলোক থেকে) আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন অর্থাৎ উদ্ধার করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে, —সেই ভগবান্ আমাদের সৎকর্ম-সমন্বিত ক'রে পরিত্রাণ করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'ঔষসং']।

৩। শত্রুনাশক রিপুবিমর্দক দেবতা বা দেবভাব, হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে, আপন উৎপত্তি-স্থান ভগবানকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করে (অর্থাৎ কখনও বিপথগামী হয় না); এবং শত্রুনাশক আয়ুধ গ্রহণ ক'রে, কোন্ কোন্ শত্রুপ্রচণ্ডবলসম্পন্ন ও বীর্যে বিশ্রুত অর্থাৎ বীর্যবান্, তাদের সকলকে হনন করে, অথবা তাদের সকলের হন্তারক হয়; [ভাব এই যে, —সত্ত্বভাব ভগবানের পদাঙ্কের অনুসারী হয়ে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তর শত্রুগুলিকে উন্মূলিত করে]। [এর গেয়গানের নাম—'ঔষসং']।

৪। আমাদের রক্ষণের এবং পালনের জন্য সেই প্রসূতবাহু (সদাদানশীল) সাধুত্বপ্রদাতা মন্ত্ররূপ দেবতাকে আমরা আহ্বান ক'রি। [ভাব এই যে, —রক্ষণপালন সকলের মূলীভূত সাধুত্ব প্রদাতা ভগবানের শরণ যাচ্‌ঞা করছি]। [এর গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজম্']।

৫। কৃপাবারিবর্ষক বরুণদেব, সুহৃৎস্থানীয় হিতকরী মিত্রদেব, সমানপ্রীতি অর্থাৎ মিত্রবরুণের ন্যায় করুণাসম্পন্ন অর্যমণ্‌দেব, নেতব্য উত্তমস্থান জেনে, আমাদের সরলমার্গে অভিমত ফল প্রাপ্ত করেন। [যখন আমরা দেবগণের অনুকম্পালাভে সমর্থ হই, দেবগণ তখন মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন]। অথবা—করুণাবারিবর্ষক, সুহৃদের ন্যায় হিতসাধক, আপনা-আপনি করুণাপরায়ণ, গতিকারক পথপ্রদর্শক সেই দেবতা, আমাদের অর্থাৎ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি জেনে, সরল পথে আমাদের অভীষ্টস্থানে নিয়ে যান। [দেবগণ আপনা হ'তেই কৃপাপরায়ণ হয়ে আমাদের পরিত্রাণ করেন]। [এর গেয়গানের নাম—'কৌৎসম']।

৬। যখন জ্ঞানদ্যুতি (জ্ঞানের উন্মেষিকা দীপ্তি) অতি দূরস্থান হ'তে (অন্যালোক হ'তে) ইহলোকে আমাদের নিকটে সর্বথা প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ আমরা যখন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই; তখন সেই জ্ঞানপ্রভা বহুরকমভাবে প্রকাশ পায়; অর্থাৎ তখন নানা সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসে; [জ্ঞানোন্মেষ-সহকারে সকল সৎকর্মানুষ্ঠানে পরিবর্ধিত হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'ঔষসম্']।

৭। শোভনকর্মযুক্ত (সৎকর্মপ্রাপক) হে মিত্রবরুণ দেবতাদ্বয় (মিত্রস্থানীয় আর অভীষ্টপূরক সেই দেবদ্বয়) আমাদের জ্ঞানমার্গকে অথবা নিবাসস্থানকে শুদ্ধসত্ত্বের অথবা ভক্তিরসের দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চন করুন; আর রজোভাবসমূহকে অথবা পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহকে অমৃতের দ্বারা (মধুররসের দ্বারা) অভিসিঞ্চন করুন। [সেই ভগবান্ মিত্ররূপে করুণাবারি-বর্ষণের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের শান্তি দান করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'মিত্রাবরুণয়োঃ সংযোজনম্']।

৮। সেই প্রসিদ্ধ মরুৎ-দেবগণ (ভগবানের বিভূতিধারী বিবেকরূপী দেবগণ) শ্রেষ্ঠ বাক্যের উৎপাদক; তাঁদের গতিরূপে (কর্মপথে) দিক্-সমূহ বিস্তৃত রয়েছে, কাল তাঁদের অভিমুখেই প্রধাবিত রয়েছে। [দিক্-কাল-শব্দ সেই মরুৎ-দেবতাদের শাসনেই পরিচালিত অথবা বিবেকের অধীন আছে]। [এর গেয়গানের নাম—'ঋতুষাম']।

৯। বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যেপে আছেন; অতীত অনাগত বর্তমান—তিন কালেই তাঁর ঐশ্বর্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রয়েছে অথবা তিনি ধারণ ক'রে আছেন; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিল জগৎ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে। [এই

মন্ত্রে বিষ্ণুর স্বরূপ পরিবর্ণিত। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর প্রভুত্বে নিখিল জগৎ সদাকাল অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভূতিস্বরূপে অনুপরমাণুক্রমে সকলকে অধিকার ক'রে বিদ্যমান্ আছেন]। [এর গেয়গানের নাম— 'বিষ্ণোঃসাম']।

●

দ্বাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ঃ ১।৭।৮ মেধাতিথি কাণ্ব, ২ বামদেব গৌতম, ৩।৫ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৬ দুর্মিত্র বা সুমিত্র কৌৎস, ৯ গাথি বিশ্বামিত্র বা অভীগাদ্ উদ্দল, ১০ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস॥

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপেরয়।
অস্য রাতৌ সুতং পিব॥ ১॥
কদু প্রচেতসে মহে বচো দেবায় শস্যতে।
তদিধ্যস্য বর্ধনম্॥ ২॥
উক্থং চ ন শস্যমানং নাগোরয়িরা চিকেত।
ন গায়ত্রং গীয়মানম্॥ ৩॥
ইন্দ্র উক্থেভির্মন্দিষ্ঠো বাজানাং চ বাজপতিঃ।
হরিবান্ৎসুতানাং সখা॥ ৪॥
আ যাহ্যুপ নঃ সুতং বাজেভির্মা হৃণীযথাঃ।
মহাঁ ইব যুবজানিঃ॥ ৫॥
কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আ অব শ্মসা রুধদ্বাঃ।
দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায়॥ ৬॥
ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু।
তবেদং সখ্যমস্তৃতম্॥ ৭॥
বয়ং ঘা.তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ।
ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ॥ ৮॥

এন্দ্র পৃক্ষু কাসু চিন্নৃম্ণং তনূষু ধেহি নঃ।
সত্রাজিদুগ্র পৌংস্যম্॥ ৯॥
এবাহ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ।
এবা তে রাধ্যং মনঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে ভগবন্! আমাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ শত্রুকে (পাপের প্রবাহকে) আপনি অতিক্রম করুন (বিতাড়িত করুন); আর শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন (অর্থাৎ আমাদের প্রদান করুন); আর আমাদের অনুষ্ঠীয়মান্ সৎকর্মে শুদ্ধসত্ত্বকে (বিশুদ্ধা ভক্তিকে) গ্রহণ করুন। [সেই ভগবান্ রিপুগণকে বিমর্দন ক'রে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার-পূর্বক আমাদের কর্মসমূহে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হোন]। [এর গেয়গানের নাম—'কৌৎসম্']।

২। মহৎ, সর্বমত, দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত সেই দেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত অযোগ্য মন্ত্র (আমাদের উচ্চারিত বাক্য) দেবতার অনুগ্রহে প্রশস্ত অর্থাৎ দেবতার গ্রহণীয় হোক। তা-ই অর্থাৎ সেই মন্ত্রই প্রার্থনাকারী আমাদের প্রবৃদ্ধির কারণ অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক হোক। [ভাব এই যে,—মন্ত্র উচ্চারণের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিহার ক'রে ভগবান্ আমাদের পরিবর্ধন করুন অর্থাৎ আমাদের সুমঙ্গল দান করুন—এটাই প্রার্থনা]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'কাশ্যপম্ আপসরসং বা']।

৩। অভক্তের (অস্তোতার) শত্রু সেই ভগবান্, অভক্তের পঠ্যমান্ বা উচ্চারিত বেদমন্ত্রও গ্রহণ করেন না, এবং গীয়মান্ সাম-মন্ত্রও শ্রবণ করেন না। [হৃদয়ে যদি ভক্তি সঞ্জাত না হয়, তাহলে মন্ত্রের উচ্চারণে কোন ফলই নাই]। [এর গেয়গানের নাম—'বার্হদুক্থম্']।

৪। সৎকর্মকারিদের সৎকর্মের পালক, শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি অধিকারিদের (ভক্তিমান্‌দের) সখা, জ্ঞানাধার ভগবান্ ইন্দ্রদেব সেই তাঁদেরই (অর্থাৎ সৎকর্মকারিদের, ভক্তিমান্‌দের) স্তোত্র ও মন্ত্রে প্রীত হন। [যে জন সৎকর্মকারী, যে জন ভক্তিমান্, তাঁরই পূজা ভগবান্ গ্রহণ করেন]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'বার্হদুক্থম্']।

৫। হে দেব! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তির) সমীপে আপনি আগমন করুন; আমাদের অনুষ্ঠিত পূজাপ্রকরণসমূহের দ্বারা (সৎকর্মসমূহের দ্বারা) অপ্রীত হবেন না; পরন্তু যুবজানি (অর্থাৎ যার যুবতী পত্নী আছে, এমন জন) যেমন নিজের জায়ার প্রতি মহান্ অনুরক্ত হয়, তেমনই আপনি আমাদের আপনার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন করুন। [ভাব এই যে,—যুবতী পত্নীর প্রতি চরিত্রবান্ মানুষ যেমন একান্ত অনুরাগী হয়; সেই মহান্ দেবতা তেমনই তাঁর প্রতি আমাদের একান্ত অনুরক্ত করুন। অথবা,—যুবতী পত্নীর প্রতি যেমন তার পতি আপনা আপনিই অনুরক্ত হন, আমাদের প্রতি আপনি তেমনই অনুরাগসম্পন্ন হোন]। [এর গেয়গানের নাম—'কৌৎসম']।

৬। আশ্রয় প্রদাতা হে ভগবন্! কোন্‌কালে (কতদিনে) আমাদের উচ্চারিত মন্ত্র সর্বতোভাবে আপনাকে কামনা করবে? (অথবা, কোন্ কালে কতদিনে আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্র আপনার কাম্য হবে?); কবে কতদিনে অসৎ-বৃত্তি অবরুদ্ধ হবে? কবে কতদিনে সৎ-বৃত্তির প্রবাহ মুক্তগতি হবে? আর কতদিনে মহৎ শুদ্ধসত্ত্ব আপনার প্রতি প্রবাহ-রূপে প্রবাহিত হবে? [হে ভগবন্! আমার পাপপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি ক'রে আমাতে সত্ত্বের সমাবেশ করুন, এবং আমাকে ত্বরায় আশ্রয় দিন। এটাই

প্রার্থনার ভাব। —এখানে চার-রকম প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম—আমার স্তোত্র বা পূজা আপনার অভিলাষের অনুরূপ অর্থাৎ সত্ত্বসমন্বিত হোক ; দ্বিতীয়—আমার অসৎ-বৃত্তি অবরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্কুচিত হোক ; তৃতীয়—আমার হৃদয়ে সৎ-বৃত্তির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হোক ; চতুর্থ—আমার কর্মের দ্বারা মহৎ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হয়ে আপনাতে গিয়ে লীন হোক]। [এর গেয়গানের নাম—'ইমে শ্বে কৌৎসে']।

৭। হে ভগবন্! আপনি সকল ঋতুকে অনুসরণ ক'রে অর্থাৎ সদাকাল, ব্রহ্মপরায়ণ সাধকদের নিকট হ'তে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধনসমূহ (পূজা) গ্রহণ ক'রে থাকেন ; কেন-না, আপনার সখিত্ব সাধকের সাথে অবিচ্ছিন্ন। প্রার্থনা—আমাদের এই পূজা গ্রহণ করুন। [ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি ভক্তবর্গের সখা (তাদেরই পূজা সর্বদা গ্রহণ ক'রে থাকেন ; আমরা বিমূঢ় ভক্তিশূন্য ; কৃপা ক'রে আমাদের এই পূজা গ্রহণ করুন—আমাদের ত্রাণ করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'অর্দ্ধসদ্মনম্']।

৮। স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। প্রার্থনাকারী আমরাও অবিলম্বে যেন আপনার স্তবপরায়ণ হই ; আর, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারিন্! আপনি আমাদের সুখী করুন। [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের তাঁর পূজাপরায়ণ ক'রে আমাদের প্রতিপালন করুন]। অথবা—স্তুতিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ আরাধনার দ্বারা অধিগম্য হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি শুদ্ধসত্ত্বের গ্রহণকারী হন ; যাতে প্রার্থনাকারী আমরা আপনার উপাসক অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হ'তে পারি, তারই বিধান করুন ; আর আমাদের সুখী করুন অর্থাৎ পরিত্রাণ করুন। [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ যেহেতু শুদ্ধসত্ত্বের অনুসারী, সেই জন্যই আমরা প্রার্থনা ক'রি—তিনি আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী ক'রে আমাদের সাথে মিলিত হোন]। [এর গেয়গানের নাম—'অর্দ্ধসদ্মনম্']।

৯। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের সম্বন্ধীয় সব-রকম সংগ্রামেই (রিপুগণের সাথে আমাদের সংগ্রামে) আমাদের দেহে (প্রতি অঙ্গে) মনুষ্যোচিত বল সর্বদা স্থাপন করুন ; আর, হে তেজস্বিন্! বিশ্ববিজয়ী পারুষ্য (সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য) আমাদের প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুদমনে ও সৎকর্মের সাধনে আমাদের পুরুষোচিত শক্তি প্রদান করুন। —'সত্রাজিৎ' পদে সৎকর্মের দ্বারা বিশ্ববিজয়ের ভাবার্থ প্রকাশ পায়। দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী সত্রাজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সকল শত্রুকে জয় করা যায়। সৎকর্ম-অনুষ্ঠানে পরম পদলাভই সত্রাজিৎ যজ্ঞের সমাধানের ফল]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অভীপাদস্য ঔদলস্য সাম']।

১০। হে ভগবন্! আপনি নিশ্চিতই শত্রুদের হননের জন্য কাময়মান হন (অথবা উপাসকগণকে শৌর্যসম্পন্ন করতে অভিলাষী হন) ; যে হেতু আপনি সর্বতোভাবে শৌর্যসম্পন্ন এবং দৃঢ় আছেন ; আমাদের অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে আপনার আরাধনায় নিয়োজিত হোক। [ভাব এই যে,—শৌর্যপ্রদাতা স্বয়ং শৌর্যবান্ সেই দেবতা আমাদের অন্তরকে তাঁর অনুসারী করুন—এটাই প্রার্থনা।—এই মন্ত্রের প্রথম চরণ—ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক, দ্বিতীয় চরণ—তাঁর অনুগত প্রার্থনা—পরিজ্ঞাপক। তিনি তাঁর উপাসকদের শৌর্যসম্পন্ন করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন ; এটাই তাঁর প্রকৃতি। অতএব, আমরা যেন তাঁর উপাসক হ'তে পারি, উপাসক হয়ে শৌর্য বা রক্ষা লাভ ক'রি]। [এর গেয়গানের নাম—'আমহীয়বম্'। মন্ত্রের ঋষি 'সুকক্ষ' বলেও উক্ত আছে]।

— দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত —

সামবেদ-সংহিতা।

ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)।

প্রথমা দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৯ম ঋকের দেবতা মরুদ্‌গণ)॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১।৬।৯ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য, ৩ প্রস্কণ্ব কাণ্ব (বালখিল্য সূক্তমন্ত্র), ৪ নোধা গৌতম, ৫ কলি প্রাগাথ, ৭ মেধাতিথি কাণ্ব, ৮ ভর্গ প্রাগাথ, ১০ প্রাগাথ ঘৌর কাণ্ব॥

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১॥
ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ॥ ২॥
অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি॥ ৩॥
তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে॥ ৪॥
তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ ঊতয়ে॥
বৃহদ্ গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্॥ ৫॥
তরণিরিৎ সিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্॥ ৬॥
পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
আপির্নো বোধি সধমাদ্যে বৃধে৩ঽস্মাঁ অবন্তু তে ধিয়ঃ॥ ৭॥
ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্‌বাবৃষস্বমঘবন্ গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে॥ ৮॥
ন হি বশ্চরমং চ ন বসিষ্ঠঃ পরিমংসতে।
অস্মাকমদ্য মরুতঃ সুতে সচা বিশ্বে পিবন্তু কামিনঃ॥ ৯॥

মা চিদন্যদ্ বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। শৌর্যসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দৃশ্যমান জঙ্গমের ঈশ্বর এবং স্থাবরের ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে, ভক্তিসহযুত জ্ঞানিগণের ন্যায় অথবা ভক্তিশূন্য বৃথা তর্কপরায়ণগণের ন্যায় (অর্থাৎ চার্বাক-ধর্ম-অনুসারিগণের ন্যায়) আমরা আরাধনা করছি। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-চরাচর বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করতে মূঢ় আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]। [উত্তরার্চিক ১অ-৪খ-১১সূ-১সা দ্রষ্টব্য]। [এখানে এর গেয়গানের নাম—'ভরদ্বাজস্যার্কৌ দ্বৌ']।

২। হে ভগবন্! এই স্তোতৃগণ আমরা সৎকর্মেই (সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের) সম্ভজনার জন্য, আপনাকে যেন নিশ্চয় আরাধনা ক'রি। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সাধুগণের পালক আপনাকে নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ অর্থাৎ সাধুগণ অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুসমূহের মধ্যে (আপনাদের চারিদিকে) প্রতিষ্ঠাপিত রাখেন। [এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। এখানকার ভাব এই যে,—রিপুগণের প্রভাব অপসারণের নিমিত্ত সাধুগণ যেমন সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন, সৎকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আমরা যেন তা-ই ক'রি]। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য ভারদ্বাজে দ্বে']।

৩। পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন বহুধনবিশিষ্ট (বহুত্র বিদ্যমান্ অথবা বহু-রকমে আশ্রয়দাতা) যে দেবতা স্তোতৃগণকে (আমাদের) অশেষরকমে শিক্ষাদান করেন অর্থাৎ সত্যতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন (আমাদের মঙ্গলসাধন করেন) ; হে আমার মন! তোমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের নিজেদের হিতসাধননিমিত্ত, পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখ্যে যথাশাস্ত্র (স্বধর্ম-অনুসারে) প্রকৃষ্টরূপে পূজা কর—সম্যক্-রূপে তাঁর আরাধনা কর। [ভাব এই যে,—ভগবান্ অশেষ-রকমে আমাদের শিক্ষাদান করছেন ; যথাযথ উপদেশ অনুসারে তাঁর আরাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য]। [এর গেয়গান—'সান্নতে দ্বে' ও 'শ্যৈতম্']।

৪। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ অথবা হে আমার মন! তোমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের নিজেদের মঙ্গল-সাধনের জন্য, সত্যপ্রদর্শক, শত্রুনাশক, নিজের প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দিত, সেই ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে (তাঁর অভিমুখে) একান্ত-অনুরাগী ভক্তিমানের ন্যায়, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রে তাঁকে স্থাপন-পূর্বক, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। [আত্ম-উদ্বোধন-মূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—নিজের মঙ্গল-সাধনের জন্য ভগবানের আরাধনা কর্তব্য। সেই বিষয়ে সকলেরই সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া উচিত।]। [এর গেয়গানগুলির নাম—'প্রজাপতেঃ নাবিকম্', 'অভীবর্ত্তস্য ইন্দ্রস্য বা, অভীবর্ত্তম', 'অভীবর্ত্তস্য ভাগম্', 'অভীবর্ত্তঃ' এবং 'নোধসম্']।

৫। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের হিতসাধনের জন্য (আমাদের আত্মমঙ্গল-সাধনের জন্য) বাধাপ্রাপ্ত হয়েও (রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত তোমরা) আত্মরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্মে (হিংসারহিত-যাগে) সর্বথা স্তোত্রপরায়ণ হয়ে পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞাপক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অবিলম্বে (সত্বর) পূজা কর ; তার জন্য উপাসকগণের পালক সেই ভগবানকে আমি আহ্বান করছি। [সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে তাঁর অনুসারী করুন—এটাই ভাবার্থ]। [গেয়গান—'কালিয়ানি ত্রীণি', 'লৌশে দ্বে', 'ধানকম্', ইত্যাদি]।

৬। সংসার-সাগরে তরণীর ন্যায় উদ্ধারকারী কর্মনিবহ অর্থাৎ সংসার-সাগর-ত্রাণ-কারক ভগবান্, মহতী বুদ্ধির সাথে নিত্যকাল আমাদের কল্যাণ-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের সাথে সম্মিলিত হয়ে অথবা আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের সাথে সংযোজিত ক'রে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন ক'রে, অভীষ্টফল প্রদান করেন ; পরিত্রাণকারী দেবতার ন্যায়, সেই সৎকর্মনিবহ আমাদের পরিত্রাণ-সাধক জ্ঞানভক্তি সহযুত যানকে প্রাপ্ত করুন অর্থাৎ প্রদান করুন। আরও, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ (আত্মসম্বোধন)! তোমাদের হিতসাধনের জন্য অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণসাধন-কল্পে, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য জগৎপূজ্য সেই পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে ভক্তিসহযুত স্তুতির দ্বারা এবং সৎকর্মের দ্বারা, তোমাদের অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অবনমিত করছি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করছি। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। সংসার-সমুদ্রে সৎকর্মরূপ ভগবানই একমাত্র পরিত্রাণকারক। সৎ-ভাবে ও সৎকর্মের দ্বারাই তিনি একমাত্র প্রাপ্তব্য। তাঁর অনুগ্রহ-লাভের জন্য আমরা যেন সৎ-ভাব-সম্পন্ন এবং সৎকর্মপরায়ণ হই]। **অথবা**—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! সংসার-সাগর-ত্রাণকারক অর্থাৎ সদা-সৎ-কর্মপরায়ণ জনই মহতী পরমার্থবুদ্ধি-সহযুত হয়ে, অভীষ্টফলকে সম্ভজনা করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। পরিত্রাণকারক দেবতা যেমন জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্মরূপ যানকে প্রাপ্ত করান, তেমনই তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের উৎকর্ষ-সাধনের অথবা আমাদের নিজেদের মঙ্গল-সাধনের জন্য, জগৎপূজ্য পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসহযুত স্তুতির দ্বারা যেন আহ্বান করতে সমর্থ হই। [ভাব এই যে,—সৎকর্ম-পরায়ণ সাধকের মতো আমি যেন ভগবানের অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হই]। [গেয়গানগুলির নাম—'ঐশির' ও 'গৌশৃঙ্গ']।

৭। হে ইন্দ্র! ভক্তিরসযুত জ্ঞানকিরণসমন্বিত, আমাদের সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা সুসংস্কৃত শুদ্ধসত্ত্বকে পান (গ্রহণ) ক'রে আনন্দিত অর্থাৎ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ; আরও, হে ইন্দ্র! আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে বন্ধুরূপে সহায় হয়ে, আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য প্রবুদ্ধ হোন ; আরও, হে ইন্দ্র! আপনার সম্বন্ধীয় পরমার্থ-বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করুক অর্থাৎ পাপের প্রভাব হ'তে আমাদের রক্ষা করুক। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। আমাদের ভক্তিসুধা এবং শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে, সেই ভগবান্ আমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুন এবং আমাদের পাপের প্রভাব থেকে পরিত্রাণ করুন]। [গেয়গান 'পৃষ্ঠং', 'শ্লৌকং', 'জমদগ্নেঃ বা অমীবর্ত্তঃ']।

৮। হে ইন্দ্র! আপনি (আমাদের এই অনুষ্ঠিত সৎকর্মে অথবা হৃদয়ে) আগমন করুন ; এবং মোক্ষকামী সদা-সৎকর্ম-পরায়ণ অর্চনাকারী আমার জন্য পরমধন প্রদান করুন। হে মঘবন্ ইন্দ্র! প্রজ্ঞানকামী আমাকে প্রজ্ঞান প্রদান করুন। হে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেব! অশ্বের ন্যায় ত্বরিতগতিবিশিষ্ট সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য—কাময়মান অথবা সর্বব্যাপক ভগবানকে প্রাপ্তকামী আমাকে সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্যকে এবং ভগবানকে প্রদান করুন। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এখানে সাধক পরমধন প্রজ্ঞান এবং সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের সৎকর্ম-পরায়ণ করুন। দিব্যজ্ঞান এবং পরমধন (মোক্ষ) প্রদান করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'কৌল্মলবর্হিষ']।

৯। বিবেকরূপী হে দেবগণ! আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক চরম অবস্থাতেও অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষাতেও কখনও আপনাদের পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ, কখনও বিবেকহারা হন না ; সেই দেবগণ, অর্চনাকারী আমাদের সত্ত্বভাবে সম্মিলিত থেকে অথবা আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার

ক'রে। সত্ত্বকাময়মান অর্থাৎ সত্ত্বপ্রবর্ধক সকল দেবভাবের সাথে নিত্যকাল সেই সত্ত্ব গ্রহণ করুন—আমাদের মধ্যে অবস্থিত থাকুন। [বিবেকের উদয়ে আমাদের মধ্যে দেবভাবসমূহের বিকাশ হোক]। অথবা—হে জীবগণ! আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক অথবা কালচক্রে চিরবর্তমান বশিষ্ঠ-নামক ঋষি তোমাদের মধ্যে অতিহীন দুষ্কৃতপরায়ণকেও পরিত্যাগ করেন না ; (অর্থাৎ—তাঁরা নিজেদের আত্ম-উৎকর্ষের প্রভাবে পাপীদেরও উদ্ধার করেন)। মরুৎ-গণ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণ প্রার্থনাকারী আমাদের শুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার ক'রে, শুদ্ধসত্ত্ব—কাময়মান সকল দেবতার বা দেবভাবের সাথে আগমন ক'রে, নিত্যকাল তা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। [ভাব এই যে,—আমাদের মধ্যে দেবভাব উপার্জিত হোক ; বিশ্বের সকল দেবতারা আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে প্রীত হোন এবং আমাদের উদ্ধার করুন। —'সোম' শব্দে সর্বদা 'শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধা' সর্বত্রই নির্দিষ্ট। দেবতার পূজায় ভক্তির উপচারই সাধকের প্রধান অবলম্বন। মোক্ষকামী জন শুদ্ধসত্ত্ব-দানেই (মাদকের দ্বারা নয়) দেবতার পরিতৃপ্তি-সাধন ক'রে থাকেন। —মন্ত্রটির প্রথমাংশে সাধুগণের চরিত্রের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে—সৎ-সঙ্গী সাধুগণ হীনতাসম্পন্ন দুষ্কৃত-পরায়ণকেও রক্ষা করেন। তাছাড়া চরম দুঃখের অবস্থায় ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে পতিত হয়েও তাঁরা বিবেকহারা হন না। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিজেকে বিবেকের অনুবর্তী করার জন্য উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'বশিষ্ঠস্য জামিত্রে দ্বে']।

১০। মিত্রভূত হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদের চরম দশায়ও অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষায়ও কখনও বিরুদ্ধাচারের দ্বারা আমাদের শাসন করবেন না এবং আপনাদের হিংসক হবেন না অর্থাৎ আমাদের পরিত্যাগ করবেন না ; (কঠোর পরীক্ষাতেও যেন আমরা সৎ-ভাব-পরিশূন্য না হই, এটাই অভিপ্রায়)। হে দেবগণ! আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার ক'রে আপনারা তার সাথে সম্মিলিত হোন এবং সর্বাভীষ্টপূরক একমেবাদ্বিতীয় ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অর্চন করবার জন্য আমাদের নিত্যকাল উদ্‌বুদ্ধ করুন ; আরও, ভগবৎ-বিষয়ক স্তোত্রসমূহ গান করতে শিক্ষা প্রদান করুন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যেন সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হ'তে পারি—এই প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে]। অথবা—মিত্রভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা কখনও ভগবৎ-সম্বন্ধ-পরিশূন্য বাক্য উচ্চারণ করো না বা কর্ম অনুষ্ঠান করো না ; এবং নিজেদের হিংসক হয়ো না, অর্থাৎ ভগবৎ-বিদ্বেষী (বা নাস্তিক) চার্বাকধর্ম-অবলম্বিদের অনুষ্ঠিত অসৎ-অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেদের উপক্ষয়িতা হয়ো না ; [মন্ত্রের এই অংশটি আত্ম-উদ্বোধক ; ভগবানের প্রতি অবিচলিতমন হবার জন্য এখানে সাধক নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন)। আরও, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শুদ্ধসত্ত্ব (হৃদয়ের ভক্তিসুধা) সুসংস্কৃত হ'লে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় ক'রে, তোমরা অনন্যমন হয়ে অর্থাৎ একাগ্রভাবে সকল কামনার বর্ষক অর্থাৎ সর্বাভীষ্ট-পূরক চতুর্বর্গফল-প্রদাতা পরমৈশ্বর্যশালী অদ্বিতীয় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে স্তুতি অর্থাৎ অর্চন কর ; আরও, তোমরা সর্বকাল ভগবৎ-সম্বন্ধযুত স্তোত্রসমূহ সদাকাল উচ্চারণ কর ; [মন্ত্রের এই অংশটিও আত্ম-উদ্বোধক ; ভগবৎ-সম্বন্ধমূলক কর্মানুষ্ঠান সুফলপ্রদ। ভক্তিসহযুত মনে একাগ্রচিত্তে ভগবৎ-কর্ম-সাধনের জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করছেন।—প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তির দ্বারা এবং নির্মল চিত্তের দ্বারা ভগবানের কর্মসম্পাদনে ভগবানের প্রীতি-সাধনে আমরা যেন সমর্থ হই ; তিনি যেন কৃপাপূর্বক তারই বিহিত করেন]। [এর গেয়গানের নাম—'মেধাতিথং দেবাতিথং বা']।

দ্বিতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ২।৩ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৪ গাথি বিশ্বামিত্র, ৫ গোতম রাহুগণ, ৬ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৭-৯ মেধাতিথি বা মেধ্যাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধাতিথি), ১০ দেবাতিথি কাণ্ব॥

নকিষ্টং কর্মণা নশদ্ যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্ত-মৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥ ১॥
য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্যঃ।
জাতৃদঃ সন্ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরুবসুর্নিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ॥ ২॥
আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে॥ ৩॥
আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যেমুরিন্ন পশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি॥ ৪॥
ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ॥ ৫॥
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইৎ পুর্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ॥ ৬॥
ইন্দ্রমিদ্ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে॥ ৭॥
ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভিস্তোমৈরনূষত॥ ৮॥
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব॥ ৯॥
যথা গৌরো অপা কৃতম্ তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। যে ব্যক্তি আপন কৃতকর্মের অথবা ভগবানের প্রীতিসাধক কর্মের দ্বারা নিত্যবর্ধমান চিরনবীনত্বসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারিদের নিত্যবর্ধক, জগৎ-আরাধ্য, মহান্, শত্রুগণের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভব্য অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে নিজের অনুকূল করেছেন ; তিনি ভিন্ন অন্য

কেউই আপন কৃতকর্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও নিজের কৃতকর্মের দ্বারা নিজেকে বিনাশ করেন না। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক এবং নিত্যসত্যপ্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; আরও, নিজের কর্মের দ্বারা তিনি নিজে বিনষ্ট হন না। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে পাবার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হই]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈখানসম্', 'পৌরুহন্মনম্' অথবা 'প্রাকর্ষং']।

২। যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সংযোজনসাধক জ্ঞানভক্তিকর্মরূপ সন্ধানদ্রব্য ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিকর্মহীন-জনেও, হৃদয়-রূপ সন্ধিস্থান হ'তে সারভূত জন্মগত স্নেহকরুণা-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতির নিঃসারণে হৃদয়ের পীড়া জন্মাবার পূর্বেই সেই হৃদয়-রূপ সন্ধিস্থানের অর্থাৎ ভগবৎ-সম্মিলন-স্থানের সংযোজক হন ; অর্থাৎ তাতে উপজিত সংক্ষোভের উপশমকারী (নাশক) হন ; ধর্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গধন-প্রদাতা বহুধনযুক্ত পরমৈশ্বর্যচ্যুতসম্পন্ন সেই ইন্দ্রদেব বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধ অথবা ভগবান হ'তে দূরে নিপতিত হৃদয়ের সংস্কর্তা অর্থাৎ সৎপথে নিয়ামক অর্থাৎ আপনাতে সংযোজক হন। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের করুণা অপার। পতিত জনও তাঁর করুণায় পরাগতি লাভ ক'রে থাকে। প্রার্থনা এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপা-পূর্বক এই আমাকে উদ্ধার করুন—যে আমি পতিত, তাঁর করুণাপ্রার্থী, তাঁর থেকে দূরে পতিত হয়ে রয়েছি]। [গেয়গানের নাম—'সাত্যম্']।

৩। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণের নিমিত্ত অথবা আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহের সাথে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সম্মিলন জন্য, জ্ঞানরশ্মিযুক্ত অর্থাৎ সৎপথপ্রদর্শক, ব্রহ্মের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ ভগবানের সংন্যস্ত, নিখিল জ্ঞানকিরণ-সমূহ, হিরণ্যের ন্যায় আকাঙ্ক্ষণীয় সৎকর্মরূপ রথে যুক্ত হয়ে, আমাদের হৃদয়ে অথবা আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে আনয়ন করুক। [প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম জ্ঞানভক্তি-সহযুত ও শুদ্ধসত্ত্ব সমন্বিত হোক ; আরও, তেমন কর্ম আমাদের ভগবানে নিয়োজিত করুন]। [এর গেয়গানগুলির নাম—'ভরদ্বাজম্', 'কৃণ্ববৃহৎ', 'ভারদ্বাজ' ইত্যাদি]।

৪। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্মসাধক সদানন্দদায়ক ময়ূর-রোমের ন্যায় বিচিত্রদর্শন অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক অথবা বিচিত্রসামর্থ্যোপেত অর্থাৎ নানা রকমে অসৎ-বৃত্তির নাশক জ্ঞানকিরণ-সমূহের দ্বারা যুক্ত আপনি আমাদের কর্মে অথবা হৃদয়ে আগমন করুন ; [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! নিখিলজ্ঞান-কিরণ-সমূহ আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক। আপনার কৃপায় যাতে প্রজ্ঞান-সম্পন্ন হ'তে পারি এবং সেই প্রজ্ঞানের প্রভাবে যাতে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তা বিহিত করুন]। হে ইন্দ্র! পাশহস্ত ব্যাধ যেমন বন্ধনসাধক পাশের দ্বারা পক্ষিগণের গমন-প্রতিবন্ধক জন্মিয়ে তাদের নিহত করে, তেমন কোনও শত্রুই যেন আপনার গমন প্রতিবন্ধক উৎপন্ন ক'রে নিহত না করে ; পরন্তু, মরুপ্রদেশ প্রাপ্ত হ'লে পান্থ যেমন শীঘ্র তা অতিক্রম ক'রে আগমন করে, তেমনই আপনি গমনপ্রতিবন্ধক শত্রুগণকে অতিক্রম (অর্থাৎ পরাভূত) ক'রে, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মে, অথবা হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন। [এই মন্ত্রাংশে অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু-নাশের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা আমাদের সকল শত্রুকে নাশ ক'রে তাঁর সাথে সম্মিলিত করুন এবং আমাদের উদ্ধার করুন]। [এর গেয়গানগুলির নাম-সম্বন্ধে 'অগ্নেঃ বাম্রাণি ত্রীণিঃ' উক্ত হয়]।

৫। হে বলবত্তম! দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ আপনি, এই মানুষকে—অর্চনাপরায়ণ আমাকে—ত্বরায় আপনার উপাসনাপরায়ণতা হেতু প্রশংসনীয় করুন ; [প্রার্থনা এই যে আমি যেন আপনার উপাসনায় নিয়োজিত হয়ে প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ-গতি প্রাপ্ত হই]। হে পরমধনশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার অপেক্ষা অন্য কেউই সুখদাতা নেই ; অতএব, আপনার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করছি। [ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ হয়ে আমি যেন প্রশংসনীয় হই এবং ভগবানের উপাসনার প্রভাবে যেন সুখশান্তি লাভ ক'রি। সেই ভগবান্ তেমনই বিধান করুন]। [গানের নাম—'গুঙ্গোঃ সাম' অথবা 'গৌঙ্গবং']।

৬। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষকীর্তি-সম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চারক ও সকল শক্তির আধারভূত হন। আপনি অপ্রতিহত (অবাধগতি), অন্যের অপরাজেয়, নিখিলজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতারূপ শত্রুগণকে সম্যক্-রূপে বিনাশ করেন। আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণের নানারূপে ধারণকর্তা অর্থাৎ রক্ষক আপনি অদ্বিতীয় হন। [মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম্) ভগবান্ আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন, অসৎ-বৃত্তির প্রভাব নাশ করুন এবং আমাদের আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন]। [এর গেয়গানগুলির নাম—'ঐন্দ্রস্য যশঃ সাম', 'ইন্দ্রস্য যশঃ সাম', 'যৌক্ত প্রচম্' ইত্যাদি]।

৭। দেবপূজন-জন্য অর্থাৎ সকল সৎকর্মে, অদ্বিতীয় ভগবানকে আহ্বান ক'রি ; সৎ-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের কল্পনায় ভগবানকে আহ্বান ক'রি ; আরও, সৎ-অসৎ-বৃত্তির পরস্পর সংঘর্ষে অথবা কর্ম-সম্পূর্ণে সৎকর্মে ব্রতী আমরা ভগবানকে আহ্বান ক'রি (হৃদয়ে ধারণ ক'রি) ; এবং সৎকর্মের ফল চতুর্বর্গরূপে পরমধন লাভের নিমিত্ত ভগবানকে আহ্বান ক'রি। [মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক ও প্রার্থনাজ্ঞাপক। সকল কার্যে—কর্মের প্রারম্ভে কর্মের সম্পাদনকালে এবং কর্মসমূহের সম্পূর্ণে—সকল সময়ে ভগবানের অনুস্মরণ কর্তব্য। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হ'লে সুফললাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অনুষ্ঠিত সকল কর্মে আমরা ভগবানের প্রতি যেন সম্যক্-রূপে চিত্তকে ন্যস্ত করতে পারি—এমন সঙ্কল্প এখানে বিদ্যমান্ আছে]। [এর গেয়গানের নাম—'যাতস্রুচং']।

৮। হে পরমৈশ্বর্যশালিন্, হে বহুজনের আশ্রয়স্থল ভগবন্! আমার (উচ্চারিত) এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্ররূপ বাক্যসকল আপনাকে তৃপ্ত করুক অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজোযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা আপনার স্তব ক'রে থাকেন অর্থাৎ কোন্ কর্মের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার উপদেশ প্রদান করেন। [বিশুদ্ধভাবে অথবা সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে উচ্চারিত বেদ-মন্ত্রসমূহই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—সেই ভগবান্ আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন এবং সৎ-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা আমাদের তাতে সম্মিলিত করুন]। [গানের নাম—'বাস্ত্রাণি ত্রীণি বাসিষ্ঠানি বা']।

৯। হে ভগবন্! ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অতিশয়-মধুর অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিদায়ক বেদমন্ত্ররূপ স্তুতিসমূহ উচ্চারণ করেন ; সেই স্তুতিমন্ত্রসকল—সদা শত্রুনাশক, শ্রেষ্ঠধনসাধক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের প্রেরক, অখণ্ড-আশ্রয়প্রদাতা অর্থাৎ সর্বদা রক্ষাকারী, শুদ্ধসত্ত্বের সংবাহক রথসমূহের ন্যায় অর্থাৎ রথ যেমন অভীষ্টকে প্রাপ্ত করায় বা আনয়ন করে, তেমনই অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়। [মন্ত্রটি স্তোত্রমাহাত্ম্য প্রকাশক ভাবার্থ—সুবুদ্ধির এবং সৎকর্মের দ্বারা যখন আমরা ভগবানের অনুসারী হই, তখন আমাদের অশেষ শ্রেয়ঃ সাধিত হয় ; তখন আমাদের কর্মসমূহ আমাদের ভগবৎসামীপ্য লাভ করায়]। [গেয়গানগুলি সম্বন্ধে উক্ত আছে—'বাসিষ্ঠানি ত্রীণি, আত্রাণি বা']।

১০। গৌরমৃগ পিপাসিত হয়ে জলপরিপূর্ণ তড়াগের প্রতি যেমনভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হয় ; তেমনভাবে আপনার সাথে বন্ধুত্বে মিলনের জন্য অর্থাৎ আপনাতে আমাদের সন্ন্যস্ত করবার জন্য, হে ভগবন্! আপনি আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুন ; এবং আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের সাথে অভিন্নভাবে অর্থাৎ অভিন্ন হয়ে প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তি-সুধা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ; অকিঞ্চন আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি-সুধা গ্রহণ ক'রে আমাদের আপনার সাথে সম্মিলিত ক'রে নিন]। অথবা—চন্দ্র তৃষ্ণার্ত হয়ে অর্থাৎ সূর্যরশ্মিতে সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষী হয়ে, যে রকমে অপগতাবরক অর্থাৎ তেজসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ণতেজঃ সম্পন্ন সূর্যরশ্মির প্রতি গমন করে ; তেমনই, আপনার সখিত্বে অর্থাৎ আপনাতে সন্ন্যস্তচিত্ত হ'লে, হে ভগবন্! আপনি আমাদের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করেন অর্থাৎ আবির্ভূত হন ; এবং আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলিত হয়ে আমাদের হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করেন। [প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রটির ভাব,—আমাদের মতো অকিঞ্চনের শুদ্ধসত্ত্বকে বা ভক্তিসুধাকে গ্রহণ ক'রে আমাদের আপনাতে সম্মিলিত করুন, অথবা আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করুন। চন্দ্র যেমন কখনও সূর্যরশ্মির সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করেন না, সেই ভগবান্‌ও তেমনভাবেই আমাদের সাথে চিরসম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকুন]। [এর গেয়গানের নাম সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—'গৌরাঙ্গিরসস্য সামনী দ্বে ; গোতমস্য মনোজ্যে বা']।

●

তৃতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র ; ৩য় মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরুণ ও আদিত্যগণ॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১ ভর্গ প্রাগাথ, ২।৮ রেভ কাশ্যপ, ৩ জমদগ্নি ভার্গব, ৪।৯ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি কাণ্ব), ৫।৬ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৭ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ১০ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য)॥

শগ্ধ্যূ৩ষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি॥ ১॥
যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাং অসুরেভ্যঃ।
স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ॥২॥
প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে সচথ্যমৃতাবসো।
বরুথ্যো৩ বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং রাজসু গায়ত॥ ৩॥

অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্॥ ৪॥
প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত।
বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা॥ ৫॥
বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।
যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি॥ ৬॥
ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি॥ ৭॥
মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্ ভবা নঃ সধমাদ্যে।
ত্বং ন ঊতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরাবৃণক্॥ ৮॥
বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে॥ ৯॥
যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্ বা পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। নিখিল-কর্ম্মাধার হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সকলরকম রক্ষার সাথে অভীষ্টফল পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। হে সর্বশক্তির আধার ইন্দ্রদেব! ধনের ন্যায় অর্থাৎ রজত-কাঞ্চন ইত্যাদি ধনসমূহ যেমন লোকের অতি প্রিয় এবং কামনার সামগ্রী; আরও, লোকে সেই রজত-কাঞ্চন ইত্যাদি যেমন ভজনা করে—তেমনই, অশেষ-মহিমান্বিত অর্থাৎ সকলরকম যশের আধার এবং নিখিল ধনের প্রাপক আপনাকে যেন পরিচর্যা ক'রি—অনুসরণ ক'রি। [মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন, এবং আমাদের পরমার্থ ধন প্রদান করুন]। [এই ইন্দ্রদেবতার গানের নাম—'হারয়ণানি হারায়ণানি বা ত্রীণি']।

২। হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! সর্বসুখনিলয় অর্থাৎ সর্বসুখাত্মক আপনি অসুরগণকে নিহত ক'রে যে ধনসমূহ আহরণ করেন অর্থাৎ অন্তরের আসুরভাব নাশ ক'রে, শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ যে ধন উৎপাদন করেন; হে সর্বধনাধার! সেই ধনের দ্বারা অর্চনাকারী আমাদের বর্ধিত করুন; আরও, যাঁরা আপনার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন, তাঁদেরও সেই ধনের দ্বারা বর্ধিত করুন। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা আমাদের আসুরভাব নাশ ক'রে আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত করুন; আর তার দ্বারা যাতে আমরা তাঁতে সন্ন্যস্তচিত্ত হ'তে পারি, তার বিধান করুন]। [এর গেয়গানগুলি সম্বন্ধে উক্ত আছে—'বাভ্রাণি ত্রীণি']।

৩। হে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্ররূপে প্রকটিত সুহৃৎস্বরূপ দেবতার উদ্দেশে পরমপ্রীতিপ্রদ অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল অবশ্য উচ্চারিতব্য নিত্যসত্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ কর। মোক্ষসান্নিধ্যে গতিকারক দেবতার উদ্দেশে এবং সৎকর্মে সদা বিদ্যমান অর্থাৎ সৎকর্মের আধারভূত অভীষ্টবর্ষক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিসমূহ উচ্চারণ কর। হৃদয়ে দীপ্তিমান সুপ্রকাশ মিত্র ইত্যাদি

দেববর্গের উদ্দেশে, অভীষ্ট স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতি কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—সকল দেবভাব আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত করুক এবং পরমার্থ প্রদান করুক]। [এর গেয়গানগুলি সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—'বরুণসামাণি ত্রীণি']।

৪। হে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শ্রেয়ঃকামী অর্থাৎ দেবত্ব-অভিলাষী সাধুগণ চিরকাল ভক্তিসুধা গ্রহণের নিমিত্ত স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে অনুসরণ করছেন। সম্যক্ জ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বদর্শী মেধাবিগণ অর্থাৎ সংসার-সাগর-উত্তীর্ণ নরদেবগণ সম্যক্-রূপে আপনার স্তুতি করেছেন—অনুসরণ করেছেন; রৌদ্রভাবাপন্ন দেবগণ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণ (বিবেক-অনুসারী জনগণ) আদি-অন্ত-রহিত চিরনূতন আপনাকে স্তব করছেন। অতএব, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরাও ভগবৎপরায়ণ হও। [ভাব এই যে,—ভগবানের আরাধনা সকলেরই সুখদায়ক। অজ্ঞানতার দূরীকরণে জ্ঞানীকে, সৎপথ-প্রদর্শকে ধর্মমার্গ-অনুসারিগণকে, করুণা-বিতরণে নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্মসামর্থ্যহীন জনগণের পরিচালনায়, ভগবান্ সর্বদা নিরত আছেন। অতএব হে জীব! শ্রেয়ঃ-লাভের জন্য সদাই ভগবানের আরাধনা-পরায়ণ হও]। [এর গেয়গানের নাম—'প্রজাপতেঃ, বষট্‌কারনিধনম্']।

৫। বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় অর্থাৎ আপনাদের সাথে অভিন্নভাবে স্থিত, মহামহিমোপেত, পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের প্রীতির জন্য, ভগবদনুগ্রহপ্রাপক অর্থাৎ পাপ-ইত্যাদি-নাশক স্তোত্রকে প্রকর্ষের সাথে উচ্চারণ করুন, অর্থাৎ সৎকর্মের সাথে অনুধ্যান করুন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞ বিমূঢ় আমরা যে কর্মের দ্বারা মতিমান এবং বিবেকমার্গের অনুসারী হয়ে সেই ভগবানকে পেতে পারি, হে দেবগণ আপনারা তার বিধান করুন)। অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অর্থাৎ পাপের নাশক, বহুকর্মা অর্থাৎ অশেষ সৎকর্মস্বরূপ অশেষপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানস্বরূপ ইন্দ্রদেব, বহুমুখী অর্থাৎ পাপের বিবিধ প্রাধান্যনাশক আপন বজ্রায়ুধের দ্বারা অর্থাৎ তাঁর শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে অর্থাৎ পাপকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করুন অর্থাৎ সর্বতোভাব বিদূরিত করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কঠোর বজ্রের দ্বারা পাপকে বিচ্ছিন্ন করুন, আমাদের অজ্ঞানতা বিদূরিত করুন। তাতে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ প্রবাহিত হোক; এবং তার দ্বারা মহতী সিদ্ধি হোক, এবং আমাদের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হোক)। [এখানে 'মরুতঃ' পদে 'বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ', 'বৃত্রং' পদে 'অপামাবরকং বৃত্রাখ্যমসুরং'। 'শতপর্বণা বজ্রেণ' পদে 'শতসখ্যাকধারেণ বজ্রেণ এতন্নামকেনায়ুধেন' অর্থাৎ 'শতধারযুক্ত বজ্রনামক অস্ত্র' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রটির দ্বিতীয়াংশ নিত্যসত্যতত্ত্বজ্ঞাপক]। ['আরণ্যকে ১ম-২য়ে, ৫-৬, ৩য়ে, চ ২৭-২৮ দ্রে']। সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম 'ধৃষতো মারুতস্য সাম']।

৬। সত্ত্বভাবপ্রবর্তক সৎকর্মসমূহের প্রবর্তক অর্থাৎ সদা সৎকর্মপরায়ণ সাধুগণ, প্রাণশক্তি-সঞ্চারক যে স্তোত্রের বা কর্মের দ্বারা, দেবনশীল অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আধার, সৎকর্মে সদাপ্রবুদ্ধ, জ্ঞানকিরণকে বা কর্মসামর্থ্যকে উৎপাদন করেন; বিবেকরূপী হে দেবগণ! দেবভাবসমূহের প্রকাশের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্ত্বভাব উৎপাদনের জন্য, সর্বথা পাপবিনাশক অজ্ঞানতানাশক প্রাণশক্তিসম্পন্ন সেই স্তোত্রকে বা কর্মকে আমাদের মধ্যে ঝঙ্কৃত করুন, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে আমাদের দ্বারা সম্পাদিত করুন। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক বা প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের প্রভাবে আমরা হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রবৃত্ত হই; অপিচ, জ্ঞানের প্রভাবে যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই, এমন

সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি]। [আরণ্যকে প্র-১৬(দ্বি)। গেয়গান—'সংশ্রবসঃ বিশ্রবসঃ সত্যশ্রবসঃ শ্রবসঃ বা' এবং 'বাপ্যানাম, ইন্দ্রস্য বা' নামে অভিহিত]।

৭। হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান অথবা সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। অপিচ, যে প্রকারে পিতা পুত্রদের জন্য অর্থাৎ তাদের মঙ্গলের জন্য বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, তেমনই আপনি আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের দ্বারা পরমধন ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন। হে সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রদেব! আপনার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সৎকর্মে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা যেন প্রাণশক্তি-স্বরূপ জ্ঞানকিরণকে প্রাপ্ত হই। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। পিতার মতো আপনি আমাদের সৎপথে নিয়ে চলুন ; প্রজ্ঞানে উদ্ভাসিত সদ্ভাবমণ্ডিত চিত্তের দ্বারা যাতে আমরা পরমধন লাভ করতে পারি, আপনি তা বিধান করুন]। **অথবা**—হে ভূতগণের প্রকাশক, সর্বভূতাত্মন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পিতা যেমন আপন সন্তানবর্গের মঙ্গল কামনায় তাদের সৎপথ প্রদর্শন করেন, বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, তেমনই আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের পরমজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদের সৎপথে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। সকলের পূজনীয় বা সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকলের অভিলষিত বা প্রাপ্তব্য প্রকৃতি-ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতে স্থিত জীবনীশক্তির অভিলাষী আমরা যেন অহরহ প্রজ্ঞানরশ্মি অর্থাৎ পরম-জ্যোতিঃ সেবা করি অর্থাৎ প্রাপ্ত হই। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এখানে পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের জন্য সাধক-গায়ক উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। যে কর্মের দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব ভগবতত্ত্ব অধিগত হয়, সেই পরাজ্ঞান ও পরাতত্ত্ব লাভের জন্য সাধক-গায়ক প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সর্বভূতাত্মন্! আপনি পিতার ন্যায় আমাকে সৎপথে নিয়ে চলুন এবং আমাকে আত্মজ্ঞান পরাজ্ঞান প্রদান করুন। তাহলেই আমি পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হবো]। [গেয়গানের নাম—'ব্যাপানাম্ ইন্দ্রস্য বা ; সংশানানি, ব্রাভ্রাণি বাসিষ্ঠানি বা']।

৮। হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমাদের আপনি পরিত্যাগ করবেন না ; পরন্তু আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমাদের আপনার প্রীতিদায়ক (আমাদের পরমানন্দপ্রদ) কর্মে নিয়োজিত রেখে সর্বথা বিদ্যমান থাকুন,—আমাদের ভক্তিসুধাগ্রহণের জন্য আমাদের অনুষ্ঠিত সকল কর্মের সাথে অবস্থিতি করুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের রক্ষক ও প্রতিপালক হন ; অথবা, আপনি আমাদের আপনার সম্বন্ধযুত রক্ষাসমূহে স্থাপিত করুন ; অর্থাৎ, আমাদের রক্ষা করুন। আপনিই আমাদের বন্ধু ও আকাঙ্ক্ষণীয় ; অথবা, আপনাকেই আমরা প্রার্থনা করি। অতএব হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমাদের পরিত্যাগ করবেন না ; পরন্তু আমাদের উদ্ধার করুন। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ; প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের নিকট আগমন করুন এবং আমাদের সর্বথা রক্ষা করুন। অপিচ, আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন করে আমাদের সাথে মিলিত হোন। অথবা, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করে আমাদের সকল কর্মে অধিষ্ঠিত থাকুন। যাতে আপনার সাথে সখিত্ব সংস্থাপিত হয় এবং পরাজ্ঞানপ্রভাবে যাতে আপনার স্বরূপ জানতে পারি, হে ভগবন্, কৃপাপূর্বক তার বিধান করুন]। [ঋগ্বেদ ; গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'আঙ্গিগস্য অঙ্গিগস্য বা সামনি দ্বে']।

৯। বহিরন্তঃ শত্রুনাশক (অসুর বা বহির্ব্যাধি এবং কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তরের শত্রুনাশক) হে ভগবন্! আপনার প্রীতি-সাধনের জন্য আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিসুধাকে) নিশ্চিত যেন অভিযুত করি অর্থাৎ সঞ্চিত করি ; সাগরগামী জলের ন্যায় অর্থাৎ জলসমূহ যেমন

জলধারা বারিনিধির সাথে মিশবার জন্য তার অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমনই, আমাদের হৃদয়ে উপজিত শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তিসুধা) শুদ্ধসত্ত্বাধার আপনার সাথে সম্মিলিত হোক ; (ভাব এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, আমরা সাগরগামী জলের ন্যায় যেন আপনার সাথে সম্মিলিত হই ;—জল যেমন আপনা-আপনিই সাগর-সঙ্গম অভিলাষ করে, আমাদের কর্মসমূহ তেমনই ভগবৎপরায়ণ হোক—এটাই আকাঙ্ক্ষা)। আপনার সাথে সম্মিলনের আশায়, বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তিসুধার প্রস্রবণের মতো আপনা-আপনি প্রবহমান ও অপ্রতিহতগমন স্রোতের অভিমুখসমূহে আত্ম-উৎকর্ষের দ্বারা বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের অভিলাষী সাধকগণ বা উপাসকগণ আপনাকে অর্চনা করছেন—আপনাকে পাবার কামনায় নিজেদের প্রেরণ করছেন। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকলেই আত্ম-উৎকর্ষ-লাভের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হচ্ছে। হে আত্মা! বিশ্বের অন্তর্গত তুমিও তেমনই হও। নদীসমূহ যেমন বারিনিধির সাথে মিশবার জন্য আপন জলরাশি-রূপ আত্মাকে প্রেরণ করে ; তেমন ভগবানে আত্মসম্মিলনের জন্য তুমিও তোমার নিজেকে নিয়োজিত কর]। [গানের নাম—'আষকারনিধণং কাণ্ব', 'মহাবৈষ্টতং', 'আতিনিধনং কাণ্বং']।

১০। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি নিত্যকাল নিখিল পৌরুষ-সামর্থ্যের দ্বারা মনুষ্য-সমূহে শ্রেষ্ঠ বল ও হিতৈশ্বর্য প্রদান করুন। ইহলোক-সম্বন্ধীয় বন্ধনমূলক কর্ম-সমূহে সদ্ভাব-নাশক অন্তরস্থিত কামাদি রিপুশত্রুগণের প্রভাবকে এবং ঐহিক সুখমূলক পারত্রিক অমঙ্গলসাধক বিত্তৈশ্বর্যের আকর্ষণকে সংহরণ করুন ; অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকল জীবের শ্রেয়ঃসাধক যে প্রসিদ্ধ দ্যোতমান্ জ্ঞানরূপ অন্ন সে সকল আমাদের প্রদান করুন ; অথবা, বহিরাগত নানামুখী সৎ-বৃত্তিনাশক শত্রুর প্রভাবকে সংহার বা নষ্ট করুন। [এখানে দু'রকমের প্রার্থনা বিদ্যমান আছে। লৌকিক-পক্ষে ভোগৈশ্বর্য লাভের জন্য এবং আধ্যাত্মিক-পক্ষে ভোগৈশ্বর্য-পরিহারের জন্য কামনা এখানে পরিদৃষ্ট হয়। লৌকিক-পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! ইহজগতে আমাদের দারিদ্র্য-নাশ করুন,—আমাদের সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। আর আধ্যাত্মিক-পক্ষে সাধক-গায়ক প্রার্থনা করছেন,—হে ভগবন্! আমাদের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করুন এবং আমাদের নিজপদে (সাধক বা পুণ্যাত্মা শ্রেণীতে) প্রতিষ্ঠিত করুন]। **অথবা**—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যত্বসম্পন্ন অর্থাৎ সত্ত্বভাবসমন্বিত বন্ধনমুক্ত আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন জনসমূহে যে মোক্ষপ্রাপক শক্তি বা কর্মসামর্থ্য এবং পরমার্থ-প্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ধন বিদ্যমান আছে ; অপিচ, পরমার্থপ্রাপক ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ—মরুৎ-ব্যোম-সম্বন্ধীয় শ্রেয়ঃসাধক প্রজ্ঞান-রূপ দ্যোতমান্ যে অন্ন ; সে সকলই আমাদের প্রদান করুন ; অপিচ, হে ভগবন্! আমাদের শত্রুনাশের জন্য নিখিল পুরুষ সামর্থ্য বা শক্তিসমূহ আমাদের সর্বদা প্রদান করুন। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধক-গায়ক সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য এবং পরমার্থ-ধন (মোক্ষ) প্রার্থনা করছেন। হৃদয়ে সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হ'লে পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। জ্ঞান উদ্দীপিত হ'লে এবং হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হ'লে, জ্ঞানময় ভগবান্ সেখানে আপনিই আবির্ভূত হন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—যাতে আমাদের মধ্যে কর্ম-সামর্থ্য উপজিত হয়, যাতে কর্মপ্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের এবং তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়, অপিচ, তার দ্বারা যাতে আমরা পরমার্থ লাভ করতে পারি, হে ভগবন্, কৃপা ক'রে আপনি তার বিধান করুন]। [এই গানটির ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য']।

চতুর্থী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি কাণ্ব), ২ রেভ কাশ্যপ, ৩ বৎস (ঋগ্বেদে অশ্বপুত্র বশ), ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য), ৫ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৬ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ৭ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ১০ কলি প্রাগাথ॥

সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবিতা।
বৃষাহ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্বাবতি শ্রুতঃ॥ ১॥
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্।
অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাঁ আ বিবাসতি॥ ২॥
অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহাবিচেতসম্।
ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা॥ ৩॥
ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তয়ে।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ॥ ৪॥
শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম॥ ৫॥
ন সীমদেব আপ তদিষং দীর্ঘায়ো মর্ত্যঃ।
এতগ্বা চিদ্য এতশো যুযোজত ইন্দ্রো হরী যুযোজতে॥ ৬॥
আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম্॥ ৭॥
তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্।
সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি নকিষ্ট্বা গোষু বৃণ্বতে॥ ৮॥
ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ।
অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ॥ ৯॥
বয়মেনমিদা হ্যোঽপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে প্রভূতবল ইন্দ্র! আপনি সর্বাভীষ্টপূরক, এটা সত্য ; আপনি ইষ্ট কাময়মান আমাদের রক্ষক হোন। আপনি সত্যই সকল কামনার বর্ষণকারী (পূরক) ব'লে বিদিত আছেন ;

পরলোকে ও ইহলোকে আপনি অভীষ্টবর্ষণশীল মঙ্গলবিধায়ক ব'লে বিদিত হয়ে থাকেন ; প্রার্থনা— উভয়লোকেই আপনি আমাদের রক্ষক হোন। [মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভগবান্ সৎ-ভাবসম্পন্ন জনের রক্ষক ; তিনি ইহকালে ও পরকালে অভীষ্টপূরক ও মঙ্গলবিধায়ক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সৎ-ভাবসম্পন্ন করুন এবং ইহকালে ও পরকালে আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন]। অথবা—হে প্রভূতবল ইন্দ্র! সৎস্বরূপ আপনি সকল অভীষ্ট-পূরক হন ; এমন যে আপনি, শুদ্ধসত্ত্ব-অভিলাষী আমাদের রক্ষক হোন। আপনি অভীষ্টবর্ষণশীল ব'লে বিদিত ; সৎভাবসমন্বিত হৃদয়ে আপনি সর্বার্থসাধক এ তো স্বতঃসিদ্ধ (চিরপ্রমাণিত) ; কিন্তু সত্ত্বসংশ্রবশূন্য হৃদয়েও আপনি বর্ষণশীল অর্থাৎ সৎ-ভাবের জনয়িতা। [এই মন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। অতি অকিঞ্চন জনও যদি ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হয়, সর্বার্থদাতা ভগবান্ তাকে উদ্ধার করেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চন আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। অশেষ করুণাধার আপনি আমাকে সৎ-ভাবসমন্বিত ও সৎকর্মপরায়ণ করুন,— তার দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন]। [গেয়গানের নাম 'ইন্দ্রস্য, বৃষকং']।

২। শত্রুগণের নাশক হে ভগবন্! যদিও আপনি দূরে—হৃদয়ের বহিঃপ্রদেশে বিদ্যমান হন ; অথবা, জ্ঞানাবরক শত্রুগণের নাশক আপনি নিকটে হৃদয়-দেশে অবস্থিত হন ; হে পরমৈশ্বর্যশালিন্ ইন্দ্রদেব! সেই সকল স্থান থেকে, সকল অবস্থাতে, সকলের উদ্ভাসক জ্ঞানভক্তি-সহযুত সৎপথপ্রদর্শক স্তোত্রকর্মের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক, আপনাকে অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আনয়ন করেন—আকর্ষণ করেন। [মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশক ও আত্ম-উদ্বোধক। সৎ-ভাব-সমন্বিত ব্যক্তিই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ ক'রে থাকেন। তিনিই কেবল ভগবানের প্রীতিসাধক কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে পূজা করতে সমর্থ হন। উপাসক তাই আত্মাকে উদ্বোধিত ক'রে বলছেন—হে আত্মন্! তুমি ভগবানকে পূজা করবার উপযোগী সৎকর্মপরায়ণ হও]। [এর গেয়গানের নাম—'দ্যৌতে দ্বৈগতে বা']। [গেয়গানের ঋষি 'রেভ কাশ্যপ']।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের হিতের জন্য, তোমাদের মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্ব উৎপাদন বা সঞ্চার ক'রে, শত্রুগণের নাশক, রিপুগণের দমনকারী, বিশিষ্টপ্রজ্ঞ—চৈতন্যস্বরূপ, জগৎ-আরাধ্য, শক্তিমন্ত—সকল শক্তির আধার, পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, তাঁর প্রীতিসাধক স্তুতি অথবা তাঁর প্রতিসাধক কর্ম সমর্পণ কর ; এবং যে রকমে বিহিত আছে সেই রকমে মহৎ স্তোত্রের দ্বারা তাঁর মহিমা-গান কর—তাঁর অনুসরণ কর। [মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে, ভগবৎপ্রীতিসাধক কর্ম যে রকমে অনুষ্ঠিত হয়, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ, তোমরা তেমনই অনুষ্ঠান কর]। [গেয়গানের নাম—'কার্ত্তযশং' অথবা 'কার্ত্তবেশাং']।

৪। হে ভগবন্! আপনি আমাদের অবিনাশী অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য, কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি পরিশূন্য (অথবা বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রিধাতু-সম্বন্ধবিরহিত, অথবা—আধ্যাত্মিক—আধিভৌতিক আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখনাশক, অথবা—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনভূত) এবং জন্ম-জরা-মরণরহিত পরম সুখ ও পরমাশ্রয় আমাকে প্রদান করুন ; অপিচ, শুদ্ধসত্ত্বকাময়মান এই আমাদের নিকট হ'তে শত্রুগণের প্রেরিত শাণিত অস্ত্রকে দূরীভূত করুন। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব,— হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা পরম সুখ ও পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হই]। [গেয়গানের নাম— 'ইন্দ্রস্য শরণং']।

৫। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সদাশ্রিত জ্ঞানিজনের মতো অথবা সূর্যরশ্মিসকল যেমন সূর্যকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে তেমন, ভজন কর—অনুসরণ কর ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, তেমন বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর) ; সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হয়ে, পিতৃসম্পত্তির মতো যেন অধিকারী হই ; (ভাব এই যে—পিতৃসম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবানের বিভূতি সমূহে আমরা যেন তেমন অধিকারী হই)। [গেয়গানের নাম—'শ্রায়ন্তিয়ং' ; বিবরণ-কারের মতে এই মন্ত্রের ঋষি—'নৃমেধ' নন—'তৃমেধস্']।

৬। হে সনাতন পুরুষ! সত্ত্বভাববিরহিত অতএব আপনার অনুগ্রহবর্জিত মনুষ্য আপনার সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য-রূপ ধনকে কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রাপ্ত হয় না ; (ভাব এই যে,—সৎকর্মহীন মানুষ ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হয় না) ; যে সাধক বহুশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ কর্মকে নিজেতে যুক্ত করে অর্থাৎ একান্তে জ্ঞানযোগের দ্বারা ভগবানের কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয় ; বলৈশ্বর্যের অধিপতি ইন্দ্রদেব বলৈশ্বর্য-রূপ নিজের দুই বিভূতিকে সেই সাধকে যোজনা করে দেন ; (ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা মুক্তিমার্গ প্রশস্ত হয়ে আসে)। [এর গেয়গানের নাম—'বাভ্রং আক্ষীলং বা']।

৭। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসমূহের সাথে সকল রকম যুদ্ধে, সাধকগণ কর্তৃক আত্মরক্ষার্থ আহ্বানযোগ্য বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ ক'রে, আমাদের হৃদয়-প্রদেশে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকলকে সঞ্চয় কর। হে স্তবনীয়, হে শত্রুঘাতক, হে পাপবিধ্বংসিন্! আপনি আমাদের ত্রৈকালিক কর্মসমুদয়কে সত্ত্বসমন্বিত করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহকে দোষশূন্য করুন)। [কাম ইত্যাদি রিপুবৃন্দ সর্বদাই যজ্ঞধ্বংসী রাক্ষসের মতো অন্তরের শুদ্ধানুষ্ঠানগুলিকে গ্রাস করবার জন্য বীভৎসরূপে মুখব্যাদান ক'রে আছে। শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে উপচিত কেমন ভাবে হ'তে পারে? তাই ভগবানের বিশেষ বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হবার জন্য আপন অন্তরের কাছে সাধক-গায়কের প্রার্থনা—যদি অন্তর্যজ্ঞে জয়ী হ'তে ইচ্ছা কর, তাহলে শত্রুকুলের সব রকমের যুদ্ধে ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রার্থনা কর। তিনি 'বিশ্বাসু সমৎসু আহব্যং', সবরকম অসুরযুদ্ধে আহ্বানযোগ্য। আবার ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা—'আপনি আমাদের যজ্ঞকর্মসকলকে দোষশূন্য করুন।' এক কথায় বলতে গেলে, এই পরিদৃশ্যমান্ চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা কিছু সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা সমস্তই যজ্ঞ। সৎকর্মমাত্রই যখন যজ্ঞ, তখন যজ্ঞপতি ইন্দ্রদেবকেই তা রক্ষার জন্য আহ্বান করা হয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'শাক্রাণি বা, বাসিষ্ঠানি বা, বৈযশ্বানি বা, শৌল্কানি বা, আশ্বানি বা, সুম্নানি বা, দ্যুম্নানি বা, পৃষ্ঠানি বা, যৌক্তাশ্বানি বা, সোমসামানি বা, ইমানি ত্রীণি']।

৮। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! তমোগুণজাত বল ও ঐশ্বর্যের একমাত্র আপনিই কর্তা ; আপনিই রজোগুণ উৎপন্ন বলৈশ্বর্যের পালক ; এবং সমগ্র উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণজাত বলৈশ্বর্যসমূহেরও আপনিই ঈশ্বর ; এমন যে আপনাকে বলৈশ্বর্য-জ্ঞানাদি-বিষয়ে কাম ইত্যাদি রিপুগণ কেউই বাধা প্রদান করতে সমর্থ হয় না,—এটাই সত্য। (ভাব এই যে,—সকল বলৈশ্বর্যের আপনিই প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত প্রভু ; অতএব আমাদের পরিত্রাণ-সাধক বলৈশ্বর্য আপনি আমাদের প্রদান করুন—এই প্রার্থনা)। [এর গেয়গানের নাম—'প্রজাপতেঃ নিধনকামং']।

৯। রিপুগণের সাথে যুদ্ধের কর্তা, রিপুকুলের পুরবিদারক অর্থাৎ রিপুমূলবিধ্বংসী হে ভগবন্!

আপনি কোথায় গমন করেন,—কোথায়ই বা থাকেন! আপনার অন্তঃকরণ বহুবিষয়ে পরিব্যাপ্ত—এটা আমরা জানি ; কিন্তু অধুনা, আপনার স্তুতিগানশীল অর্থাৎ আপনার অনুসরণপরায়ণ আমাদের চিত্তবৃত্তিসকল, আপনাকে স্তব করছে—আপনার অনুসারী হয়েছে ; আপনি আগমন করুন। (ভাব এই যে,—যদিও দেবতার দৃষ্টি—বিশ্ববাসী সকলের প্রতি বিন্যস্ত ; ক্ষুদ্র আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সঞ্চালিত হোক—এটাই আকাঙ্ক্ষা)। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য', 'বশিষ্ঠস্য' বা 'প্রিয়াণি']।

১০। প্রার্থনাকারী আমরা, শত্রুনাশের নিমিত্ত বজ্রধারী এই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে, ইদানীং অর্থাৎ তাঁর মাহাত্ম্য অবগত হয়ে, এই যজ্ঞে (সকল সৎকর্মে) নিশ্চয়ই যেন আপ্যায়ন ক'রি—অনুসরণ ক'রি। হে আমার মন! সেই দেবতার জন্য, এই যজ্ঞে—নিত্যানুষ্ঠিত সৎকর্মে, সর্বতোভাবে সত্ত্বভাবকে সঞ্চয় কর ; আর হে আমার কর্মনিবহ! তোমরা অধুনা, দেবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে, বিখ্যাত সেই দেবতার উদ্দেশ্যে—দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য, সত্ত্বভাবের দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত কর। [এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; এই মন্ত্রে উপাসক নিজেকে ভগবানের অনুসারী সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করছেন]। [ঋগ্বেদের সাথে অবশ্য পাঠের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। এর গেয়গান সম্বন্ধে 'ইন্দ্রস্য বসিষ্ঠস্য বা বৈরূপে' এবং 'ইদঞ্চেন্দ্রস্য বসিষ্ঠস্য বা বৈরূপং'—এমন উক্তি পাওয়া যায়]।

●

পঞ্চমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৩ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র বা বাস্তোষ্পতি ; ৪ সূর্য, ৯ ইন্দ্রাগ্নী)॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষিঃ
১।৬ পুরুহন্মা আঙ্গিরস, ২ ভর্গ প্রাগাথ, ৩ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৪ জমদগ্নি ভার্গব,
৫।৭ দেবাতিথি কাণ্ব, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১০ মেধ্য কাণ্ব॥

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে॥ ১॥
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি॥ ২॥
বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাম্।
দ্রপ্সঃ পুরাং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা॥ ৩॥
বণ্‌মহাঁ অসি সূর্য বলাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্না দেব মহাঁ অসি॥ ৪॥
অশ্বী রথী সুরূপ ইদ্ গোমান্ যদিন্দ্র তে সখা।
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রৈর্যাতি সভামুপ॥ ৫॥

যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্‌ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী॥ ৬॥
যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ন্যগ্‌বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে॥ ৭॥
কস্তমিন্দ্র ত্বা বসবা মর্ত্যো দধর্ষতি।
শ্রদ্ধা হি তে মঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি॥ ৮॥
ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎ পদ্বতীভ্যঃ।
হিত্বা শিরো জিহ্বয়া রারপচ্চরৎ ত্রিংশৎ পদা ন্যক্রমীৎ॥ ৯॥
ইন্দ্র নেদীয় এদিহি মিতমেধাভিরূতিভিঃ।
আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিরা স্বাপে স্বাপিভিঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। যে দেবতা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের পালক রক্ষক হন, এবং যে দেবতা সৎকর্ম-রূপ যান-সমূহের দ্বারা সংবাহিত হন, এবং অপর অপকর্ম পরায়ণ জনগণের দ্বারা অপ্রাপ্য হন ; আর যে দেবতা সকল রিপু-রূপ শত্রুসেনাগণের তারক নাশক হন ; অপিচ, যে দেবতা অজ্ঞানতানাশকারী হন ; সেই মহান্ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে আমি স্তব ক'রি—স্তব করতে (অনুসরণ করতে) সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি। [এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; ভাব এই যে,—সাধুগণের পালক পাপিগণের বিমর্দক সেই ভগবানকে অনুসরণ করতে আমি যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই।—'যঃ' পদে 'দেব', 'রাজা' পদে 'রক্ষক পালক' ধরা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'চর্ষণীনাং' পদে কৃষকদের বুঝিয়ে থাকেন ; এখানে যথার্থভাবে 'আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন সাধক' ধরা হয়েছে।—ইত্যাদি]। [এর গেয়গানের নাম 'পৌরুহন্মনং' ও 'প্রকার্যং']।

২। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যা হ'তে আমরা ত্রাস প্রাপ্ত হই, সেই ত্রাসের কারণ হ'তে আমাদের ভয়শূন্য করুন—অভয়-দান করুন ; হে পরমধনশালিন্! আপনি অশেষ সামর্থ্যযুক্ত হন ; অতএব, আমাদের যারা দ্বেষ করে, সেই দ্বেষ্টৃগণকে অর্থাৎ রিপুশত্রুদের বিনাশ করুন, এবং আমাদের হিংসাকারী অপকর্মসকলকে নাশ করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের অভয় প্রদান করুন এবং আমাদের শত্রুগণকে নাশ করুন]। [গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য, অভয়ঙ্করং']।

৩। হে গৃহস্পতি (হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সংরক্ষক হে দেব)! আমাদের হৃদয়-রূপ গৃহের আশ্রয়-স্তম্ভকে অর্থাৎ জ্ঞানযুত কর্মকে আপনি অবিচঞ্চল সত্যময় করুন ; এবং সত্ত্বভাবসমন্বিত সাধকগণের সম্বন্ধযুত পরিত্রাণসাধক বলকে আমাদের প্রদান করুন ; সত্ত্বাপহারী কামাদি-রিপুবর্গের অপকর্ম-রূপ আশ্রয়স্থানকে বিদারণকারী যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিত্যসত্যের সম্বন্ধযুত আত্মদ্রষ্টা ঋষিগণের সখা হন, সেই তিনি আমাদের পরিত্রাণকারী সখা হোন—এই প্রার্থনা। [ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মশীল হয়ে সাধকোচিত শক্তি প্রাপ্ত হই, এবং ভগবানের সখিত্ব লাভ করতে সমর্থ হই]। [গেয়গানের নাম—'কাবষে দ্বে']।

৪। হে জ্ঞানাধার! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের অধিকারী হন—এটা সত্য ; অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেব! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত-সৎকর্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী হন—এটা সত্য ; মহৎ সৎস্বরূপ আপনার বলৈশ্বর্যপ্রদ মহত্ত্ব সাধকগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয় ; হে

দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত আপনি মহত্ত্বের দ্বারা—জীবের হিতসাধনের দ্বারা—মহান্ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন। [মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক ; এর অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—হে ভগবন্ আমাদের প্রতি আপনার সকল মহিমা প্রকট হোক]। [এর গেয়গানের নাম—'সূর্যসাম']।

৫। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যখন কোনও ব্যক্তি আপনার অনুসরণকারী হন, তখন তিনি ব্যাপক-জ্ঞানবিশিষ্ট, সৎকর্মসম্পন্ন এবং শোভনান্তঃকরণ হন ; সর্বদা জ্ঞানসম্পন্ন ও পরমধনযুক্ত হয়ে, তিনি আত্মশক্তিতে ভগবানের সমীপে গমন করেন ; এবং পরমানন্দযুক্ত হয়ে দীপ্তি (জ্ঞানসঙ্গ) প্রাপ্ত হন। [ভাব এই যে,—দেবতার অনুসারী জন জ্ঞান ও সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং পরমানন্দ লাভ করেন]। [গেয়গানের বিষয়ে উক্ত আছে—'বৈশ্বদেবে,আনূপে, বাধ্র্যশ্চে বা ইমে দ্বে']।

৬। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যদি দ্যুলোক অসংখ্য হয় এবং পৃথিবী অসংখ্যা হয়, তথাপি তারা আপনার পরিমাণ করতে অসমর্থ ; হে বজ্রধারিন্! অসংখ্য সূর্যও আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না ; পূর্বে উৎপন্ন কিছুই এবং স্বর্গমর্ত্যেও আপনার পরিমাণ নিরূপণ করতে সমর্থ হয় না। [ভাব এই যে,—ভগবান্ সকল হ'তে শ্রেষ্ঠ ; তাঁর সৃষ্ট কোনও বস্তু তাঁকে পরিমাণ করতে পারে না]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈরূপং']।

৭। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্বত্র নেতা মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হন ; তথাপি ঐকান্তিকতার সাথে সৎকর্মের দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হ'লে, আপনি সাধকের হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্য-বারক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন ; এবং সৎকর্মের প্রভাবে ভগবৎ-আশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন। [ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হন, তথাপি ভগবন্ সৎকর্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুবর্গের কবল থেকে উদ্ধার করেন]। **অথবা**—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! সর্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হন ; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সাথে সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্মের প্রভাবে ভগবৎ-আশ্রয়-প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তাঁর রিপুবিমর্দক হয়ে থাকেন। [ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হলেও ভগবান্ সৎকর্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হ'তে উদ্ধার করেন]। [গেয়গানের নাম 'নৈপাতিথে দ্বে']।

৮। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! ভগবৎগতপ্রাণ সাধককে কোন্ শত্রু পীড়া দিতে পারে? [ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিকে কেউই পীড়া দিতে পারে না]। পরমধনশালী হে দেব! সৎকর্মসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, রিপুনাশের জন্য এবং মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য (দ্যুলোকে) সৎকর্মসাধন করেন। [ভাব এই যে,—সাধক-গায়ক রিপুনাশের ও মোক্ষলাভের জন্য সর্বত্র সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।—এই মন্ত্রের প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যায় সোমরসের কথা টেনে আনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে সোমরসের গন্ধও নেই]।

৯। হে বলৈশ্বর্যাধিপ (ইন্দ্র) ও জ্ঞানদেব (অগ্নি)! আপনাদের কৃপায় নিরবয়বহেতু পদবিহীনা হয়েও চিরন্তনী সৎ-বৃত্তি জীবগণের উদ্ধারের জন্য হৃদয়ে আবির্ভূতা হন। [ভাব এই যে,—দেবতা জীবগণের উদ্ধারের জন্য হৃদয়ে সৎ-বৃত্তি প্রদান করেন]। নিরবয়বহেতু অশিরস্ক হয়েও সেই সৎ-বৃত্তি জীবমধ্যস্থিত বাক্-যন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের আরাধনা করেন ; মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করেন ; এবং অসংখ্য রিপুকে পরাজিত করেন। [ভাব এই যে,—হৃদয়স্থিতা সৎবৃত্তির দ্বারা মানুষেরা সৎপথে অনুবর্তন করেন এবং রিপুদের পরাজিত করতে সমর্থ হন]। **অথবা**—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে জ্ঞানদেব!

নিত্যা চিরন্তনী জ্ঞানবৃত্তি অস্থিরচিত্ত লোকগণের উদ্ধারের জন্য তাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূতা হন ; সেই জ্ঞানবৃত্তি লোকগণের সত্ত্বভাবকে বর্ধিত ক'রে, স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করেন ; চিত্তচাঞ্চল্যকারক অসংখ্য রিপুকে জ্ঞানকিরণের দ্বারা পরাজয় করেন। [ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা ক'রে লোকগণের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞানের দ্বারা মানুষেরা মোক্ষসাধনভূত সৎকর্ম-সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! পাদরহিতা এই উষা (প্রাণিবর্গের) শিরোদেশ উত্তেজিত ক'রে এবং তাদের জিহ্বা দ্বারা শব্দ করিয়ে পাদযুক্ত নিদ্রিত জীবগণের অভিমুখবর্তিনী হচ্ছেন এবং এইভাবে ত্রিশপদ (ত্রিংশৎমুহূর্ত) অতিক্রম করছেন।—এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, মন্ত্রটি ব্রাহ্মমুহূর্তে রচিত হয়েছিল, অথবা এটি প্রাতঃকালীন স্তোত্ররূপে পঠিত হতো। কিন্তু সূর্য ও ইন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে উষার মহিমা কীর্তন করা হয় কেন,—এ প্রশ্নের উত্তর ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার দেননি।—এখানে প্রকৃতার্থে বোঝানো হয়েছে—জ্ঞান ও সৎ-বৃত্তি মানুষকে নিজের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আর, এই জ্ঞান ও সৎ-বৃত্তি—ভগবানের অসীম কৃপার দান। তাই দেবতাকে সম্বোধন ক'রে জ্ঞানের ও সৎ-বৃত্তির মহিমা খ্যাপিত হয়েছে। এখানে ভগবানেরই দয়ার মাহাত্ম্য খ্যাপন করা হয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'বাচঃ সাম']।

১০। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞান ও সৎকর্মযুক্ত রক্ষা-কার্যের সাথে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; সুখদাতা হে দেব! প্রার্থনীয় সুখদানের জন্য আগমন করুন ; বন্ধুভূত হে দেব! আমাদের মোক্ষদানের জন্য আগমন করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন এবং আমাদের পরমমঙ্গলজনক মোক্ষ দান করুন।—ঈশ্বরকে পাওয়ার এই যে আকাঙ্ক্ষা, তা চিরন্তন নিজস্বধন। ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে, মহিমার মধ্য দিয়ে, তাঁকে পেয়ে সাধক তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না ; বরং ঈশ্বরের বিরাটত্ব ও সাধকের ক্ষুদ্রত্বের ব্যবধান সাধককে ভীত ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। তাই তাঁকে বন্ধুরূপে সখারূপে আহ্বান—সকল ব্যবধানকে ঘুচিয়ে সাধক-গায়ককে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়]। [এর গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'বাভ্রে,আশীলে বা ইমে দ্বে']।

●

ষষ্ঠী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৫ মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়)॥ ছন্দ বৃহতী। ঋষি ঃ ১ নৃমেধ আঙ্গিরস,
২।৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৪ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য (ঋগ্বেদে শংযু বার্হস্পত্য),
৫ পরুচ্ছেপ দৈবদাসি, ৬ বামদেব গৌতম, ৭ মেধ্যাতিথি কাণ্ব,
৮ ভর্গ প্রাগাথ, ৯।১০ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব॥

ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হোতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্রিয়াবৃধম্॥ ১॥
মো যু ত্বা বাঘতশ্চ নারে অস্মন্নি রীরমন্।
আরাত্তাদ্ বা সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি॥ ২॥
সুনোত সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
পচতা পক্তীরবসে কৃণুধ্বমিৎ পৃণন্নিৎ পৃণতে ময়ঃ॥ ৩॥
যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্।
সহস্রমন্যো তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে॥ ৪॥
শচীভির্নঃ শচীবসূ দিবা নক্তং দিশস্যতম্।
মা বাং রাতিরূপ দসৎ কদাচনাস্মদ্রাতিঃ কদাচন॥ ৫॥
যদা কদা চ মীঢ়ুষে স্তোতা জরেত মর্ত্যঃ।
আদিদ্ বন্দেত বরুণং বিপা গিরা ধর্তারং বিব্রতানাম্॥ ৬॥
পাহি গা অন্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে।
যঃ সম্মিশ্লো হর্যোর্যো হিরণ্যয় ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ॥ ৭॥
উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবান্ৎ সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ॥ ৮॥
মহে চ ন ত্বাদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দীয়সে।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ॥ ৯॥
বস্যাং ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! পাপকবল হ'তে তোমাদের রক্ষার জন্য, জরারহিত নিত্য, অপ্রতিহতপ্রভাব স্বাধীন, রিপুবিমর্দক, আশুশত্রুজয়ী, মুক্তিদাতা, শ্রেষ্ঠ সৎকর্মপ্রাপক, অজাতশত্রু, লোকহিতসাধক ভগবানের শরণ তোমরা গ্রহণ কর। [ভাব এই যে,—পাপ-কবল হ'তে রক্ষার জন্য এবং মুক্তিলাভের জন্য আমি যেন ঐকান্তিকতার সাথে সর্বশক্তিমান্ ভগবানের শরণ গ্রহণ ক'রি]। [গেয়গানের নাম—'গৌরীবীতে প্রহিতৌ দ্বৌ ; বাসুক্রে বা ইমে দ্বে']।

২। হে ভগবন্! আপনার উপাসকগণও যেন আমাদের নিকটে সুষ্ঠুভাবে আনন্দ উপভোগ করেন। [ভাব এই যে,—আমরা যেন সদা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ ক'রি] ; এবং দূর স্বর্লোক হ'তে আপনি আমাদের হৃদয়-রূপ যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, এবং আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। —এই মন্ত্রে ভগবানের প্রতি সাধকের অপূর্ব প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধক-গায়ক ভগবানের প্রেমে বিভোর হয়ে, ভগবানকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদেরও কাছে—আত্মীয়রূপে পেতে চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রেমাস্পদকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই ভক্তিপাত্র। তাঁদের সান্নিধ্যও সেই পরম প্রেমাস্পদের অনুভূতি হৃদয়ে জাগিয়ে দেয়]। [এর

গেয়গানের নাম—'আত্রে দ্বে']।

৩। হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! রক্ষাস্ত্রযুক্ত সত্ত্বভাবদাতা বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উদ্বোধন কর ; পাপ হ'তে রক্ষার জন্য সৎকর্মসাধন কর ; কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর ; তার দ্বারা প্রীত হয়ে দেবতা উপাসকদের পরমধন প্রদান করেন, এবং সাধকদের অভীষ্টপূর্ণ করেন। [ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধনের দ্বারা ও সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে ; আমি যেন হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদ্বোধন ও সৎকর্ম সাধনের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে পারি।—মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক]। [এর গেয়গানের নাম—'গৌরীবীতে দ্বে']।

৪। যিনি মহারিপুগণের নাশকারী, সর্বদর্শী সেই বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবকে আমরা যেন অনুসরণ ক'রি। [ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের অনুসরণপরায়ণ হই] ; শত্রুবিমর্দক মোক্ষদাতা সকলের পালনকারী হে দেব! আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদের জয় প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের রিপুনাশ করুন এবং আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন]। [এর গেয়গান—'বামদেব্যম্']।

৫। সৎকর্ম ও পরমার্থ-রূপ হে দেবদ্বয় (অথবা, জ্ঞান-ভক্তি রূপ হে দেবদ্বয়)! আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সমর্থ ক'রে, নিত্যকাল আমাদের অভীষ্ট ধন প্রদান করুন। আপনাদের দান কখনও যেন ক্ষীণ না হয় ; আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা-রূপ (অথবা—সর্বজীবকে সেবা-রূপ) দান আমাদের মধ্যে কখনও যেন ক্ষীণ না হয়। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন জ্ঞান-ভক্তিযুত হয়ে আপনারই নির্দেশিত কর্মে সদাব্রতী হই ; তাতে আপনার কৃপায় আমরা যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই।—প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে নিত্যকাল সকল লোককেই মোক্ষ-প্রদানের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা আছে, দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, ভগবানের এ দান যেন অপ্রতিহত-ভাবে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। তৃতীয় অংশে, আমরা যাতে মোক্ষ-লাভের উপযুক্ত হ'তে পারি, তারই জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানানো হয়েছে]। [এর গেয়গানের—'অশ্বিনোঃ সামঃ]।

৬। যখনই প্রার্থনাকারী জ্ঞান-বর্ষণের অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের জন্য স্তুতি করবেন, তখনই তিনি আত্মরক্ষাত্মক প্রার্থনা দ্বারা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-প্রদাতা অভীষ্টবর্ষক দেবকেই আরাধনা ক'রে থাকেন। [ভাব এই যে,—ভগবানই সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য এবং জ্ঞান প্রদান করেন, সুতরাং একমাত্র তিনিই আরাধ্য।—মানুষ যে দিক দিয়ে যে উপায়ে যে দেবতারই উপাসনা করুক কেন, সেই পূজা বিশ্বাত্মা ভগবানেরই চরণে পৌঁছায়।......বহুত্বের মধ্যে একের এই অনুভূতি আর্যধর্মের বিশেষত্ব]।

৭। হে জ্ঞানাধিপতি! বলৈশ্বর্যাধিপতি ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য, সত্ত্বভাবের আনন্দের মধ্যে আমাদের জ্ঞানসমূহকে প্রতিপালন করুন। [ভাব এই যে,—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের জ্ঞান শুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত হোক]। যে ভগবান্ জ্ঞানভক্তির আধারভূত, তিনি আমাদের হিতকারী ও রমণীয় হোন ; যে ভগবান্ রিপুবিমর্দনের জন্য বজ্রধারী, তিনি আমাদের নিকট হিরণ্যের ন্যায় আকর্ষণীয় হোন। [ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিপ্রদ রিপুবিমর্দক ভগবান্ সকল রকমে আমাদের প্রিয় ও আকর্ষণীয় হোন]। [সামবেদে 'মেধ্যাতিথি ঋষি' আর ঋক্‌বেদ সংহিতায় কণ্বগোত্রীয় 'প্রিয়মেধ ঋষি' এই মন্ত্রের ঋষি ব'লে উক্ত হয়েছেন। এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সৌভরে দ্বে']।

৮। বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা আমাদের অভিমুখী হয়ে, আমাদের কর্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন ; এবং সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন দেবতা আমাদের সৎকর্ম সাধক ক'রে আমাদের সত্ত্বভাব

প্রদান করবার জন্য আগমন করুন। [ভাব এই যে,—আমাদের সৎকর্ম সংযুত প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন। —ভগবান্ আমাদের বাক্যাত্মিকা অর্থাৎ হৃদয় হ'তে উৎসারিত স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন। তিনি আমাদের কর্মাত্মিকা প্রার্থনাও শ্রবণ করুন ; হৃদয়কে নির্মল করবার জন্য, রিপুদের পরাজিত বা দমন করবার জন্য, যে সকল সৎকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তা-ই কর্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক-গায়ক 'সোমপীতয়ে' অর্থাৎ তাঁর হৃদয়সঞ্জাত সত্ত্বভাব বা শুদ্ধসত্ত্বময় ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। সাধনার এই ক্রমটিই এই মন্ত্রে পরিস্ফুটিত]। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্য, বৈরশ্বম্']।

৯। পাপনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! মহৎ পার্থিব সম্পদলাভ করার জন্য আপনি আপনাকে পরিত্যাগ না করান, অর্থাৎ আপনাকে যেন আমি পরিত্যাগ না ক'রি ; শত্রুনাশে বজ্রধারী হে দেব! সহস্রসংখ্যক ধনের জন্য এবং অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও আমি যেন আপনাকে পরিত্যাগ না ক'রি ; হে বহুধনশালী দেব! আমি আপনাকে পার্থিব অপরিমিত ধনের জন্যও যেন পরিত্যাগ না ক'রি। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—জগতের যা কিছু কাম্য, যা কিছু সুন্দর সৎ মূল্যবান, সমস্ত তো সেই শ্রীভগবানের চরণ থেকেই এসেছে। তবে মানুষ সামান্য কাচের জন্য কাঞ্চন ত্যাগ করবে কেন? মোহ আসে, মায়া জ্ঞানকে আবৃত ক'রে রাখে ; তাই সাধক-গায়ক প্রার্থনা করছেন,—যেন কোনও প্রলোভনই তাঁকে ভগবানের চরণ থেকে বিচলিত করতে না পারে]। [এর গেয়গান—'সহস্রমুভিয়ে, প্রজাপতেঃ মহোবিলীলে বা']।

১০। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! সত্ত্বসম্বন্ধরহি এই আমার পিতা হ'তে এবং সহোদর হ'তে আপনি অধিকতর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; আশ্রয়প্রদাতা হে দেব! আপনি আমার জননী-সমান স্নেহশীল হয়ে, মোক্ষলাভের জন্য—পরাজ্ঞান লাভের জন্য, আমাকে কৃপা করুন অর্থাৎ আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। [ভাব এই যে, সর্বাপেক্ষা মানুষের অধিকতর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ মাতৃ-রূপে আমাদের তাঁর স্নেহশীল ক্রোড়ে আশ্রয় দিন, পিতৃরূপে তিনি আমাদের পালন করুন, রক্ষা করুন, পাপ-সংস্পর্শে এলে শাসন করুন, ভ্রাতৃরূপে সখা-রূপে মোহ-বিভ্রান্ত আমাদের হাত ধ'রে তিনি যেন নিয়ে যান]। [এর গেয়গান—'ইন্দ্রান্যাঃ সাম']।

●

সপ্তমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৭ মন্ত্রের দেবতা বহু)॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ২।৬।৭ বামদেব গৌতম, ৩ মেধাতিথি ও মেধ্যাতিথি কাণ্ব অথবা বিশ্বামিত্র, ৪ নোধা গৌতম,

৫ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মেধ্যাতিথি), ৮ শ্রুষ্টিগু কাণ্ব (বালখিল্য), ৯ মেধ্যাতিথি বা মেধাতিথি কাণ্ব, ১০ নৃমেধ আঙ্গিরস॥

ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
তাঁ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যোক আ॥ ১॥
ইম ইন্দ্র মদায় তে সোমাশ্চিকিত্র উক্থিনঃ।
মধোঃ পপান উপ নো গিরঃ শৃণু রাস্ব স্তোত্রায় গির্বণঃ॥ ২॥
আ ত্বাত্দ্য সবর্দুঘাং হুবে গায়ত্রবেপসম্।
ইন্দ্রং ধেনুং সুদুঘামন্যামিষমুরুধারামরঙ্কৃতম্॥ ৩॥
ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীডবঃ।
যচ্ছিক্ষসি স্তুবতে মাবতে বসু ন কিষ্টদা মিনাতি তে॥ ৪॥
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্ বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বি ভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ॥ ৫॥
যদিন্দ্রো শাসো অব্রতং চ্যাবয়া সদসস্পরি।
অস্মাকমংশুং মঘবন্ পুরুস্পৃহং বসব্যে অধি বর্হয়॥ ৬॥
ত্বষ্টা নো দৈব্যং বচঃ পর্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
পুত্রৈর্ভ্রাতৃভি রদিতির্নু পাতু নো দুষ্টরং ত্রামণং বচঃ॥ ৭॥
কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।
উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে॥ ৮॥
যুঙ্ক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ।
অর্বাচীনো মঘবন্ৎ সোম পীতয় উগ্র ঋষ্বেভিরাগহি॥ ৯॥
ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্ বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
স ইন্দ্রস্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমাগহি॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবসমূহ ভক্তিরসবিমিশ্রিত এবং অনন্যভাবাশ্রিত হোক; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! সত্ত্বভাব সমূহকে গ্রহণ করবার জন্য এবং আমাদের পরমানন্দ দানের নিমিত্ত আপনি জ্ঞানভক্তির সাথে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। [প্রার্থনা ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবকে রক্ষা করুন এবং আমাদের জ্ঞান-ভক্তি প্রদান করুন।—এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সান্নিধ্যলাভের—হৃদয়ে তাঁর অনুভূতি-লাভের ব্যাকুল কামনা দেখতে পাওয়া যায়]। [এর গেয়গান—'সৌভরম্']।

২। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনার প্রদত্ত আমাদের হৃদয়স্থিত প্রশংসনীয় সত্ত্বভাবসমূহ পরমানন্দ দানের জন্য আমাদের জ্ঞানদায়ক হোক; অমৃতের পানকারী—সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী স্তবনীয় হে দেব! আমাদের প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন, এবং উপাসককে অভীষ্ট ধন (মোক্ষ) প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবসমূহকে

জ্ঞানসমন্বিত ক'রে তুলুন, এবং আমাদের পরমধন প্রদান করুন।—'সোমঃ' পদে পূর্বাপর 'সত্ত্বভাব' অর্থই গ্রহণীয়, সোমরস বা মদ্য নয়। 'মধোঃ পপান' অর্থে 'অমৃতের পানকারী' অর্থই শ্রুতি-সঙ্গত]। [এর গেয়গান—'গৎ সমদম্']।

৩। হে দেব! সত্ত্বভাবপ্রদাতা আশুমুক্তিদায়ক আপনাকে আমি যেন এখন আরাধনা করতে পারি, অর্থাৎ আপনার অনুসরণ পরায়ণ হই; বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! মুক্তিদানসমর্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত জ্ঞান এবং বিশুদ্ধীকৃত (অথবা প্রভূতপরিমাণ) সৎকর্মসাধনসামর্থ্য আমাকে প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে মোক্ষদান-সমর্থ জ্ঞান প্রদান করুন।—মন্ত্রটির প্রথম অংশ আত্ম-উদ্বোধনমূলক এবং অপরাংশ প্রার্থনাময়]। [এর গেয়গানের নাম—'বাচঃ সাম']।

৪। বলৈশ্বর্যাধিপতে হে দেব! বলবান্ পাষাণকঠোর দৃঢ় শত্রুগণ আপনাকে পরাজিত করতে পারে না। [ভাব এই যে,—ভগবান্ অপরাজেয়]। প্রার্থনাকারী আমাকে যে পরমধন আপনি প্রদান করেন, আপনার সেই ধন কেউই যেন হিংসা না করে। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবানের প্রদত্ত পরমধন কোন রিপুর আক্রমণে যেন ক্ষয় না হয়।—মন্ত্রের প্রথমে একটি নিত্যসত্য প্রকাশিত—ভগবান্ অপরাজেয়। তাঁর বিশ্বমঙ্গল নীতি অনন্তকাল প্রবর্তিত থাকবে। জগতে পাপের যে প্রাধান্য তা পাপের ক্ষণিক জয়। তা ধ্বংস হবেই। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানই পূর্ণতেজে কাজ করেছে, করছে এবং করবে। তাই সাধক-গায়কের প্রার্থনা—আমি দুর্বল, আমি অজ্ঞান, তোমার দয়ার মর্যাদা যেন রক্ষা করতে পারি প্রভু।.....তোমার মঙ্গলময় নীতি আমার প্রতি কার্যকর হোক। আমি রিপুগণের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে তোমার দেওয়া অর্ঘ্যে তোমারই সেবায় যেন আত্মনিয়োগ করতে পারি। আমার জীবন ধন্য হোক]। [এর গেয়গান—'বার্হদুক্থম'। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের 'বীড়বঃ' পদের অন্তর দেখা যায়]।

৫। এই যে দেবতা আপন তেজে রিপুগণের আশ্রয়কে অর্থাৎ মোহপাপকে ধ্বংস করেন; সত্ত্বভাব-সন্নিধানে আনন্দবর্ধক এবং জ্যোতির্ময়, অর্থাৎ জ্ঞানদাতা হন, বিশুদ্ধ সৎকর্মে সম্মিলিত জ্ঞান-পানকারী অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট সেই দেবতাকে কে জানতে সমর্থ হয়? কোন্ দেবতাই বা সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন? [ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই তাঁকে জানতে সমর্থ হয় না। —মন্ত্রে বলা হয়েছে—'কঃ বেদ'? তাঁকে কে জানতে পারে? আবার পরক্ষণেই সেই জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে নানা বিশেষণ সংযোগ করা হয়েছে। অনেকে আপত্তি তুলেছেন—অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ত্বের মধ্যে আবার তাঁকে অজ্ঞেয়-রূপে কল্পনা করায় স্ববিরোধিতা দোষ লক্ষিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা হয়নি। এখানে এই জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, কে সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষ পরব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানতে পারে? অর্থাৎ কেউই পারেন না—যে পর্যন্ত না জ্ঞাতা সেই জ্ঞেয়ের সমভাবাপন্ন না হয়েছেন, যে পর্যন্ত না তিনি নিজের অসীমত্বের ও অনন্তত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করেছেন]। [এর গেয়গানের নাম 'বাশম্'। সামবেদ-সংহিতায় 'মেধাতিথি' এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় কণ্বগোত্রীয় 'প্রিয়মেধ' এই মন্ত্রের ঋষি ব'লে উক্ত আছে]।

৬। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যেহেতু আপনি রিপুবিমর্দক, সেই হেতু আমাদের হৃদয়স্থিত সৎকর্মবিরোধী রিপুদের দূরীভূত করুন; পরমধনশালী হে দেব! সর্বলোক-প্রার্থনীয় আমাদের জ্ঞানকিরণনিবহকে আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রবর্ধিত করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের রিপুসমূহকে বিনাশ করুন এবং আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন। —প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রের প্রথমভাগে মানুষের হৃদয়স্থিত কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুদের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, এবং

অপরাংশে জ্ঞানবর্ধনের জন্য প্রার্থনা আছে]। [এর গেয়গানের নাম—'তৌঃ শ্রবসম্']।

৭। সর্বজনতৃপ্তিদায় পরিত্রাণকারী জ্ঞানদেব আমাদের দেবভাবপ্রদ প্রার্থনান্বিক সৎকর্মনিবহকে প্রবর্ধিত করুন ; অখণ্ডনীয় অনন্তরূপ দেব নিত্যকাল সর্বগণের সাথে (অন্তরঙ্গ দেবভাব-সমূহের সাথে) আমাদের শত্রুগণ কর্তৃক অপরাজেয়, পরিত্রাণকারী, প্রার্থনান্বিক সৎকর্মগুলিকে (সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্যকে—ভগবৎ-অনুসরণকে) প্রবর্ধিত করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের মধ্যে দেবভাবপ্রদ সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রবর্ধিত করুন।—প্রথম অংশের প্রার্থনাতে ভগবানকে কয়েকটি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এখানেই জ্ঞান-দেবকে 'পরিত্রাণকারী' বলা হয়েছে, কারণ জ্ঞানদেবতার কৃপায় জ্ঞানলাভ না করলে মুক্তি সুদূরপরাহত। দ্বিতীয় অংশে ভগবানকে অনন্তদেব-রূপে বিশেষিত ক'রে নিত্যকাল আমাদের পরম-মঙ্গল বিধানের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়। অর্থাৎ সমগ্র মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে জ্ঞানলাভের, মুক্তিলাভের ও রিপুনাশের জন্যই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। দেবতা ও প্রার্থনীয় বস্তুর বিশেষণগুলি লক্ষ্য করলেই এ বিষয় জানা যায়]। [এর গেয়গানের নাম 'ত্বাষ্ট্রীসাম']।

৮। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি কখনও আমাদের প্রতি—এই জীবগণের প্রতি—স্নেহশূন্য হন না ; আপনি ত্যাগশীল সৎকর্ম-সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন ; পরমধনশালী হে দেব! জ্যোতির্ময়-রূপ আপনার প্রদত্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞান-রূপ দান ত্বরায় নিশ্চিতরূপে আমাদের প্রাপ্ত হোক। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন। আমাদের হৃদয়ের পাপমোহের অন্ধকার তাঁর কৃপার দান জ্ঞানের জ্যোতির সাহায্যেই দূরীভূত হবে]। [ঋগ্বেদ ; এর গেয়গানের নাম—'অদিতে সাম']।

৯। অজ্ঞানতা-নাশক (পাপনাশক) বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনিই জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহনদ্বয়কে আমাদের হৃদয়ে সংযোজিত করুন ; বীর্যবান পরমধনশালী হে দেব! সেই দূরদেশ হ'তে—দ্যুলোক হ'তে—আমাদের অভিমুখী হয়ে আমাদের সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য-আমাদের মধ্যে সম্মিলনের জন্য—জ্ঞানকিরণ সমূহের সাথে আগমন করুন; অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের সত্ত্বভাব ও জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'আজীগর্তং']।

১০। রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আপনার পূজাপরায়ণ সৎকর্মান্বিত সাধকগণ নিত্যকাল আপনাকে (আপনার সম্বন্ধীয় দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্ত হন। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! শ্রেষ্ঠ সেই আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের স্তোত্রসমূহ শ্রবণ করুন এবং আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে তাঁর বিভূতিময় দেবভাব উপজন করুন। —ভগবান্ মানুষকে নিরপেক্ষভাবেই শক্তিদান করেন সত্য, কিন্তু মানুষের কর্মও এই শক্তিলাভের কারণ। ভগবানের নিয়ম মান্য ক'রে তাঁর বিধিনিষেধ অনুসারে কর্ম করবার অধিকার তিনিই মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর দেওয়া এই অধিকারের সৎ-ব্যবহার না ক'রে ফলের আশা করা বৃথা। তাই বেদ বলছেন—'ভূর্ণয়ঃ নরঃ ত্বাং অপীপ্যন্'। সাধকেরাই ভগবানকে উপভোগ করতে পারেন। —মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানকে হৃদয়ে পাবার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সর্বথা সর্বত্র বিরাজমান হলেও আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর অনুভূতিকে কখনই না বিস্মৃত হই]। [ঋগ্বেদ ; উত্তরার্চিকেও মন্ত্রটি দ্রষ্টব্য। এর গেয়গানের নাম—'মাধুচ্ছন্দসং']।

অষ্টমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ১ উষা ; ২—৩ অশ্বিদ্বয় ; ৪—১০ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৪ মন্ত্রের দেবতা অশ্বিদ্বয়)॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ ১।২।৭।৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৩ বৈবস্বত অশ্বিদ্বয়, ৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৫ মেধাতিথি-মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬ দেবাতিথি কাণ্ব, ৯ নৃমেধ আঙ্গিরস, ১০ নোধা গৌতম॥

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যু৩চ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপো মহী বৃণুতে চক্ষুষা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী॥ ১॥
ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ॥ ২॥
কুষ্ঠঃ কো বামশ্বিনা তপানো দেবা মর্ত্যঃ।
ঘ্নতা বামশ্ময়া ক্ষপমাণোংশুনেত্থমু আদ্বন্যথা॥ ৩॥
অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু।
তমশ্বিনা পিবতং তিরো অহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে॥ ৪॥
আ ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং জ্যা।
ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ॥ ৫॥
অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি।
উপো নূনং যুযুজে বৃষণা হরী আ চ জগাম বৃত্রহা॥ ৬॥
অভীষতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ।
পুরূবসুর্হি মঘবন্ বভূবিথ ভরেভরে চ হব্যঃ॥ ৭॥
যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্ দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষম্॥ ৮॥
ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ॥ ৯॥
প্র যো রিরিক্ষ ওজসা দিবঃ সদোভ্যস্পরি।
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমতি বিশ্বং ববক্ষিথ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। জ্ঞানবৃত্তি আমার অজ্ঞানতা দূর ক'রে অজ্ঞান আমার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সেই জ্ঞানবৃত্তি জ্যোতিঃ দান ক'রে অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন, সেই

মোক্ষপথপ্রদর্শয়িত্রী (উষা) আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই অজ্ঞানতা তমঃ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। মানুষ ও অন্য সৃষ্ট পদার্থে সবচেয়ে বড় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে—এই জ্ঞান নিয়ে। মানুষ দেবত্বের—অমৃতের অধিকারী। ভগবানের কৃপায় মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে সেই অমৃত লাভ করে। তাই, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন এই আমি, আজ জ্ঞানবলে মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষী হয়েছি। সেই ভগবান্ আমার মধ্যে বিরাজিত অথচ সুপ্ত চৈতন্য-সত্ত্বাকে জাগ্রত করুন। তারই ফলে আমি পরাজ্ঞান লাভ ক'রে মোক্ষলাভের অধিকার অর্জন করব]। [এর গেয়গানের নাম—'উষসঃ']।

২। আশ্রয়দাতা আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়)! আমাদের হৃদয়স্থিত সৎ-বৃত্তিসমূহ নিত্যকাল আপনাদের অনুসরণ করে। [ভাব এই যে,—এরপর আমাদের সৎ-বৃত্তিগুলি ক্রিয়াপর হোক—এই আকাঙ্ক্ষা]। সৎকর্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই সমস্ত প্রার্থনাকারিদের নিকট গমন করেন, অর্থাৎ তাদের প্রাপ্ত হন ; পাপ হ'তে আমাকে রক্ষা করবার জন্য, পাপী আমি আপনাদের আহ্বান করছি। [যেহেতু জগতে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরমব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নেই, সুতরাং সব রকম সাধকের, নানা উপায়ের সাহায্যে যে পূজা, তা তিনিই পান। হৃদয়স্থিত সৎ-বৃত্তিই সেই উপাসনার প্রবর্তক। আবার, তিনি অসীম করুণাময়। তিনি নিজেই মানুষের দুয়ারে এসে—হৃদয় দ্বারে—আঘাত করেন। যারা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদেরই কাছে তিনি গমন করেন। তিনি যে বিশ্বের পিতা ও মাতা। এই ভরসাতেই সাধক-গায়কের প্রার্থনা—তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়-রূপে এসে কৃপা ক'রে আমাকে পাপ থেকে রক্ষা করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'আশ্বিনোঃ সাম']।

৩। আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (অশ্বিনীকুমার-যুগল)! কোন্ পৃথিবীতে বর্তমান কোন্ মনুষ্য আপনাদের প্রকাশয়িতা হ'তে পারে? অর্থাৎ কেউই সমর্থ হয় না। পাপের দ্বারা ক্ষীয়মান পতিত ব্যক্তি যেমন পাপবিনাশক সত্ত্বভাবের দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, আপনারা তেমনভাবেই পাপী আমাদের এই অবস্থা হ'তে উদ্ধার করুন। [অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বয়ং ভগবানেরই বিভূতিধারী (অন্তর্ব্যাধি ও মহির্ব্যাধির নিবারক দুই শক্তি বিশেষ)। সুতরাং সেই ভগবান্, যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন, যাঁর মধ্যে এই জগৎ-সংসার অবস্থিত, যাঁর মহিমা এই বিশ্ব গাইছে, সেই মহান্ বিরাট পুরুষকে কে প্রকাশিত করতে পারে? তিনি আপনিই প্রকাশমান্। যাঁর দ্বারা জগৎ শক্তি লাভ করে, কে তাঁকে শক্তি দিতে পারে? সেই অনন্ত মহান্ পুরুষের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বাক্য প্রতিহত হয়, চিন্তাশক্তি মূঢ় হয়ে যায়। অথচ, তিনিই আবার জীবের উদ্ধারের জন্য তাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হন—পাপীর পাপের কালিমা মুছিয়ে দিয়ে তাকে আবার নবজীবন দান করেন,—পতিত হতভাগ্যকে হাতে ধ'রে তোলেন। তাই সাধক-গায়কের প্রার্থনা—তুমি কি পাপী ব'লে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হবে না? তুমি দয়া ক'রে আমার হৃদয়ে তোমার আসন তৈরী ক'রে নাও—আমাকে জ্ঞানকর্ম-শক্তি প্রদান কর]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অশ্বিনোঃ সংযোজনং']।

৪। আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! অমৃতোপম, সৎকর্মসঞ্জাত বিশুদ্ধ আমাদের যে সত্ত্বভাব, দিনকৃত পাপনাশক সেই সত্ত্বভাবকে আপনারা গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আপনাদের সাথে আমাদের মিলন হোক ; আমাদের ন্যায় প্রার্থনাকারীকে পরমধন-রূপ রত্ন প্রদান করুন। সেই ভগবান্ যেন তাঁকেই প্রাপ্তির জন্য আমাদের পরমার্থ-রূপ জ্ঞানভক্তি ও সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন। তাতেই আমরা

মানবজীবনের পরম কাম্য—মোক্ষ অথবা নিঃশ্রেয়স লাভ করতে পারব]। ['দিবিস্টিষু' স্থলে ঋগ্বেদে 'ঋতাবৃধা' পাঠ আছে। এর গেয়গানের নাম—'অশ্বিনোঃ সাম']।

৫। হে দেব! জয়প্রদানকারিণী স্তুতি দ্বারা সত্ত্বভাবপ্রদাতা পরমপালক তোমাকে সর্বদা কাময়মান হয়ে, প্রার্থনাকারী আমি, সৎকর্মসাধনের দ্বারা তোমার প্রসন্নতা যেন লাভ করতে পারি ; কোন্ মনুষ্য পরমেশ্বরকে না কামনা করে? অর্থাৎ সকল লোকই ভগবানের করুণা কামনা করে। [এখানে সাধক-গায়কের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সেই ভগবানের চরণে পৌঁছবার উপযোগী সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারি। তিনি সত্ত্বভাবদাতা—আমাকে সত্ত্বভাব প্রদান করুন। কর্মশক্তি দান করুন—অর্থাৎ আমাকে তাঁর মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'সোমসাম'। ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের 'জ্যা' স্থলে 'গিরা' পাঠ দেখা যায়]।

৬। হে আমার মন! সৎকর্মের নেতা। তুমি আমাতে সত্ত্বভাব উপজন কর ; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা তা গ্রহণ করতে নিত্য ইচ্ছুক, অর্থাৎ তার সাথে মিলনাভিলাষী রয়েছেন ; অজ্ঞানতানাশক দেবতা আমাতে আগমন করুন ; নবজীবন দানকারী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় নিশ্চিতরূপে আমাদের সাথে মিলিত হোন, অর্থাৎ আমরা যেন জ্ঞানভক্তি লাভ ক'রি। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাপনাশক দেবতা আমাদের জ্ঞানভক্তি প্রদান ক'রে নবজীবনসম্পন্ন করুন]। অথবা—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করুন—সৎকর্মান্বিত ব্যক্তি যা গ্রহণ করতে নিত্যকাল ইচ্ছুক রয়েছেন ; পাপবিনাশক দেবতা আমাদের প্রাপ্ত হোন ; এবং অভিমত ফলবর্ষক তাঁর বাহনদ্বয় (জ্ঞানভক্তি) ক্ষিপ্র আমাদের সাথে মিলিত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবপ্রদানকারী সেই ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন)। [দু'টি অনুবাদেই 'সোমং' পদে যথারীতি 'সত্ত্বভাব' ধরা হয়েছে, সোমরস বা মদ্য নয়। প্রথমে 'অধ্বর্য্যো ত্বং' অর্থে 'সৎকর্মের নেতা' এবং দ্বিতীয়ে 'অধ্বর্য্যো' অর্থে 'সৎকর্মান্বিতজন' ধরা হয়েছে। 'বৃত্রহা' অর্থে যথাক্রমে 'অজ্ঞানতা নাশক দেব' এবং 'পাপবিনাশক দেব' ধরা হয়েছে। ইত্যাদি]। [এর গেয়গানের নাম—'আজমাম্বরং']।

৭। শ্রেষ্ঠ পূজার্হ বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! প্রার্থনাকারী দুর্বলাত্মা আমাদের পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন ; পরমধনসম্পন্ন হে দেব! আপনিই সর্বার্থপ্রদায়ক, এবং রিপুসংগ্রামে আপনিই শরণগ্রহণযোগ্য। [ভাব এই যে,—দেবতা আমাদের পরমার্থ-ধন প্রদান করুন এবং রিপুকবল হ'তে আমাদের রক্ষা করুন।—এখানে দুর্বল মানুষ সবল ঈশ্বরের কাছে, নির্ধন মানুষ অনন্ত ধনের অধীশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। কিছুটা যেন দাবী, কিছুটা যেন আবদার। বিরাট্ ঈশ্বরের তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের এই যে আত্মবোধ বা অনুভূতি, তা-ই মানুষকে তাঁর চরণে প্রার্থনায় নিয়োজিত করে,—সেই অসীমের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র তুচ্ছ সসীম সত্তাকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'সমুদ্রৈপ্রেষমেধং']।

৮। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি যে পরমধনের অধিকারী, প্রার্থনাকারী আমিও সেই ধনের অধিকারী যেন হই ; পরমধনদাতা হে দেব। প্রার্থনাকারী আমাকে আপনি যে জ্ঞান প্রদান করেন, তা যেন আমি পাপকার্যে কিছুই ক্ষয় না ক'রি, অর্থাৎ পাপীর সাথে যেন আমার কোনও সম্বন্ধ না হয়। [প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে পরমধনের পূর্ণ অধিকারী করুন ; আমি যেন পাপসম্বন্ধশূন্য হই]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈরূপে দ্বে']।

৯। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব। পূজ্য আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদের সকল রিপুগণকে বিনাশ করেন ;

পাপবারক হে দেব! শ্রেষ্ঠ আপনি অমঙ্গল নাশক, মঙ্গলময় এবং শত্রুগণের নাশক হন। (ভাব এই যে,—মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের অন্তরের ও বাহিরের সকল রিপুকে নাশ করেন ; এবং মোক্ষবিঘ্নসমূহকে নিবারণ করেন)। [এই মন্ত্রে ভগবানের দুটি রূপ যুগপৎ প্রকাশিত। তাঁর এক হাতে অগ্নি, অন্য হাতে জল ; এক হাতে ধ্বংস অন্য হাতে সৃষ্টি। রুদ্ররূপে তিনি পাপের অমঙ্গলের নাশয়িতা, আবার শান্তরূপে তিনি মঙ্গলের জনক—তিনি মঙ্গলময়]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বদেবং']।

১০। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! পূজ্য যে আপনি আপন তেজে দ্যুলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হন ; ইহলোকে সঞ্জাত অহঙ্কার ইত্যাদির মূল আপনাকে ব্যাপ্ত করতে অর্থাৎ স্পর্শ করতে পারে না ; আপনিই সমস্ত লোককে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ; তিনিই লোকগণকে রক্ষা করেন ; প্রার্থনা—কৃপা ক'রে আমাদের তিনি পরিত্রাণ করুন)। [মন্ত্রটি এক দৃষ্টিতে ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক ; পক্ষান্তরে প্রার্থনামূলক। সে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—মহান্ তিনি, বিরাট তিনি, আমাদের রক্ষা করুন। মহতো মহীয়ান্ তিনি বিশ্বের আশ্রয়দাতা তিনি, আমাদের রক্ষা করুন। বিনাশ থেকে, অধঃপতন থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করুন। তিনি আমাদের এমনভাবে তাঁর কাছে নিয়ে যান—যেন আর কখনও পাপমোহ দুঃখতাপের কবলে পড়ে যন্ত্রণা পেতে না হয়। ('প্র রিরিক্ষ'—প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন)—চিরশান্তিবিধান করুন, মোক্ষ প্রদান করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'পূরীবং']।

●

নবমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ঃ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৫ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ ; ৮ মন্ত্রের দেবতা বেন)॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্॥
ঋষিঃ ১।২।৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ৩ গাতু আত্রেয় অথবা গৃৎসমদ, ৪ পৃথু বৈন্য,
৫ সপ্তগু আঙ্গিরস, ৭ গৌরিবীতি শাক্ত্য, ৮ বেন ভার্গব,
৯ বৃহস্পতি বা নকুল, ১০ সুহোত্র ভারদ্বাজ॥

অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ।
বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব যজ্ঞৈর্বোধা ন স্তোমমন্ধসো মদেষু॥ ১॥
যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ পুরূহূত প্র যাহি।
অসো যথা নোঽবিতা বৃধশ্চিদ্দদো বসূনি মমদশ্চ সোমৈঃ॥ ২॥
অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্ বদ্ধধানাঁ অরম্ণাঃ।
মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্ বঃ সৃজদ্ধারা অব যদ্ দানবান্ হন্॥ ৩॥

সুষ্বাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সনিষ্যন্তশ্চিৎ তুবিনৃম্ণ বাজম্।
আ নো ভর সুবিতং যস্য কোনা তনা ত্মনা সহ্যামত্বোতাঃ॥ ৪॥
জগৃহ্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূয়বো বসুপতে বসূনাম্।
বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ॥ ৫॥
ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ ৬॥
বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যাতস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্॥ ৭॥
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্॥ ৮॥
ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্‌বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ॥ ৯॥
অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায় তবসে তুরায়।
বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যস্মৈ স্থবিরায় তক্ষুঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। দীপ্তিদানসম্পন্ন (দেবত্বপ্রাপক) জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোক; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেব আপনা-আপনিই সেই সত্ত্বের সাথে মিলিত হন; জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই; সত্ত্বভাবের পরমানন্দ আমাদের দান করবার জন্য আমাদের প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞানভক্তি ও সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। মন্ত্রটিতে নিত্যসত্য-খ্যাপন ও প্রার্থনা মিশ্রিতভাবে আছে। নিত্যসত্য-খ্যাপনে বলা হয়েছে—ভগবান্ আপনা থেকেই জ্ঞানের সাথে মিলিত হন। তার অর্থ এই যে, ভগবান্ জ্ঞানময়; জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি তাঁর নিত্যশক্তি। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং'—তিনি জ্ঞানময়। মন্ত্রের প্রার্থনাংশে বলা হয়েছে—দীপ্তিসম্পন্ন জ্ঞানযুক্ত সত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোক। জ্ঞানযুক্ত সত্ত্বভাব—দীপ্তিসম্পন্ন, 'দেবং'—দেবতাপ্রাপক, কেমন ক'রে হয়? মানুষ জ্ঞানবলেই দেবত্বের দাবী করতে পারে, জ্ঞান-বলেই মানুষ ভগবানের সামীপ্য লাভ করে। যা মানুষকে দেবতার আসন প্রদান করতে পারে, তা-ই দেবভাব-প্রাপক—'দেবং'। সুতরাং সত্ত্বভাবই দেবত্বপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বভাব তো দেবতাদেরও কাম্যবস্তু। এমন সত্ত্বভাব জ্ঞানের সাথে মিশ্রিত হ'লে, দেবতারও বাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাধকের প্রার্থনা—'দেবং গো-ঋজিকং অন্ধঃ অস্মিন্ অসাবি।' —ইত্যাদি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সোমরস' ও ইন্দ্রের 'হরি' নামক অশ্বদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তা সঙ্গতভাবেই গ্রহণ করা হয়নি]। [গেয়গানের নাম—'প্রাকর্ষং' এবং 'নিহসঃ']।

২। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনার জন্য হৃদয়ে যেন স্থান করতে পারি; সর্বলোকবরেণ্য হে দেব! সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের সাথে আমাদের হৃদয়ে আপনি আগমন করুন, যে রকমে অর্থাৎ যে কৃপা-প্রদর্শনে, আমাদের প্রবর্ধনের জন্য (আমাদের মোক্ষ-প্রদানের জন্য) আপনি আমাদের রক্ষক হন, সেই কৃপায় আমাদের পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন; এবং সত্ত্বভাব দান ক'রে আমাদের পরমানন্দিত

করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অপার করুণায় আপনি আমাদের রক্ষা ও পালন করছেন ; কৃপা ক'রে আমাদের মোক্ষলাভের জন্য সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটি চারভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগেই বিভিন্ন প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের প্রার্থনার শব্দ পৃথক হলেও তাদের অন্তর্নিহিত ভাব এক। প্রত্যেক অংশেই মানুষের চরম কাম্য-বস্তুর জন্য—মোক্ষলাভের জন্য—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [ঋগ্বেদ ; এর গেয়গানের নাম—'যোনিনী দ্বে']।

৩। হে দেব! আপনি রিপুগণকে বিনাশ করুন ; (আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি রত্ন উৎপাদন করুন ; অপরিস্ফুট সত্ত্বভাবসমূহকে পরিস্ফুট করুন ; বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি যখন আমাদের হৃদয়স্থিত রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, তখন সেই কঠোর পাষাণের ন্যায় আমাদের হৃদয়কে ভেদ ক'রে ভক্তি-প্রবাহ নির্গত হয়। (ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন, আমাদের রিপুনাশ করুন)। [এই মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা ও নিত্যসত্য প্রখ্যাপন আছে। আমাদের হৃদয়-খনির মধ্যে জ্ঞানভক্তি, সৎ-বৃত্তি প্রভৃতি রত্নরাজী বর্তমান আছে। এই সমস্ত রত্নের ব্যবহার করতে পারলেই মানুষ পরমধনের অধিকারী হ'তে পারে। ভগবান সেই খনির মালিক। সুতরাং খনি হ'তে রত্ন উদ্ধারের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর পরই তাঁর কাছে অপরিস্ফুট সত্ত্বভাব প্রভৃতিকে পরিস্ফুট ক'রে প্রদান করার প্রার্থনা। (যেমন, খনি মধ্যে স্থিত রত্নরাজি ধূলায় কাদায় মাখামাখি হয়ে অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে)। এই অংশের মধ্যে প্রার্থনা ও নিত্যসত্যও মিশ্রিতভাবে আছে। ভগবান্ শক্তি না দিলে সেই রত্নরাজীকে পরিষ্কৃত ক'রে ব্যবহার করা যায় না]। [এর গেয়গানের নাম—'ঔরুক্ষরে দ্বে']।

৪। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব। ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমরা আপনাকে আরাধনা করছি। পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব। আপনার কর্তৃক জ্ঞান ও সাধনমার্গের অনুকূল সামর্থ্য আমাদের প্রদত্ত হোক। [ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি আমাদের জ্ঞান ও সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন)। আমাদের পরমার্থ প্রদান করুন ; মোক্ষলাভের জন্য আমরা যে ধনের প্রার্থী, আপনার কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পরমার্থ-রূপ সেই ধন আমরা নিজেরাই যেন আপনার প্রসাদে লাভ করতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! পরমার্থ-রূপ (মোক্ষ) আমাদের প্রদান করুন এবং আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটির প্রার্থনার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, এটির শেষভাগে প্রার্থনা করা হয়েছে—'তনাত্মনা সহ্যাম ত্বোতাঃ'—আমরা যেন আপনার প্রসাদে নিজেরাই ধনলাভ করতে পারি ; আপনি আমাদের রক্ষা করবেন মাত্র। এখানেই ভগবৎ-প্রাপ্তির চাবিকাঠিটি আছে। এখানে সাধকের নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কেউ কাউকে দান করতে পারে না, এটা প্রত্যেকের নিজস্ব জিনিষ। নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত না হ'লে কেউ বাহির থেকে ভক্তি দিতে পারে না। ভগবানের কাছে আমরা যে প্রার্থনা ক'রি, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান্ এসে আমাদের পাকা-ফলটির মতো মুক্তি বা মোক্ষ প্রদান করবেন। ঐ সমস্ত প্রার্থনার মূলে রয়েছে—প্রবল আত্ম-উদ্বোধনের ভাব। সাধক, নিজশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করেন আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন,—যেন তিনি তাকে তার অভিলষিত মোক্ষপথে চলবার শক্তি দেন। তাই প্রত্যেক মানুষেরই প্রধান প্রার্থনা—'যস্য কোনা তনাত্মনা সহ্যাম ত্বোতাঃ—আমরা আপনার কর্তৃক রক্ষিত হয়ে নিজেরাই যেন সেই পরমধন লাভ করতে পারি]। [এর গেয়গানের নাম—'পার্থে দ্বে']।

৫। পরমধনদাতা বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! পরমধনকামী আমরা মোক্ষলাভের জন্য আপনার মঙ্গলস্বরূপকে যেন উপলব্ধি করতে পারি ; বীর্যবান্ হে দেব! জ্ঞানলাভের জন্য আমরা আপনাকেই জ্ঞানপ্রদায়ক জানি ; আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপ্রদ পরমধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা আপনার মঙ্গল-স্বরূপ যেন উপলব্ধি করতে পারি ; কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবানকে কেউ সত্যরূপে, কেউ শিবরূপে, কেউ সুন্দররূপে—নানা ভাবের মধ্য দিয়ে—পাবার চেষ্টা করেন। এখানে শিবপন্থী সাধক, ভগবানকে শিবভাবে পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌপর্ণে দ্বে' এবং 'বাণপ্রাণি ত্রীণি']।

৬। রিপুসংগ্রামে যখন রিপুনাশক প্রসিদ্ধ সৎকর্মসমূহ প্রয়োগ করা হয়, তখন সাধকগণ বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে আহ্বান করেন, অর্থাৎ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন ; হে দেব! বীর্যবান্ মানুষের পরমার্থদাতা আপনি, আমাদের পরম মঙ্গলের কামনাকারী হয়ে জ্ঞানসমন্বিত পথে আমাদের নিয়ে যান, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানসমন্বিত করুন। [ভাব এই যে,—ভগবানই সর্বতোভাবে রিপুসংগ্রামে মানুষের সহায় হন ; তিনি রিপু-বিনাশ ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান (মোক্ষলাভের উপায়ভূত জ্ঞান) প্রদান করুন]। [এর গেয়গান—'গৌরীবিতম্']।

৭। মোক্ষাভিলাষী, ভগবৎ-পরায়ণ, সৎকর্মসমন্বিত, প্রার্থনা-পরায়ণ জ্ঞানিগণ বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মান্বিত জ্ঞানীব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন)। হে দেব! আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন ; জ্ঞান-দৃষ্টি উন্মীলিত করুন ; মায়ামোহ-পাশের দ্বারা বজ্রতুল্য প্রার্থনাকারী আমাদের মুক্ত করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথমাংশে—নিত্যসত্য-খ্যাপনে—মুক্তিলাভের অধিকারী কে,—তাই ব্যক্ত হয়েছে। শেষাংশের প্রার্থনাও সত্য-খ্যাপনের অনুরূপ। সেই ভগবান্ ব্যতীত আমাদের অজ্ঞানতা কে দূর করবে, কে জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করবে, কে মায়ামোহের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করবে?] [এর গেয়গানের নাম—'বৈদন্বতম্']।

৮। হে দেব! সর্বান্তঃকরণে আপনাকে কাময়মান সাধকগণ যখন মুক্তিদাতা, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাসকারী, সর্বশক্তিমান্, দেবভাবপ্রদায়ক, সাধকদের আত্ম-উন্নয়নকারী, জগৎপালক, সর্বনিয়ন্তা, আপনাকে আরাধনা করেন, তখন আপনি—সেই সাধকদের প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ মোক্ষলাভ করেন)। [পূর্ব মন্ত্রে মুক্তিলাভের অধিকারীর সংজ্ঞা পাওয়া গেছে। এখানে ভগবানের কয়েকটি বিশেষণও রয়েছে। তিনি 'সুপর্ণ'—ঊর্ধ্বগমনই যাঁর প্রকৃতি, যিনি সাধকদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যান। তিনি 'হিরণ্যপক্ষ'—হিতকারক ও রমণীয় শক্তির অধিকারী তিনি। তিনি 'বরুণের দূত'—দেবভাবের মিলন-সাধক। তিনি 'শকুন'—সাধকদের আত্ম-উন্নয়ন-বিধায়ক। তিনি 'ভুরণ্যু'—জগৎপালক। তিনি 'যমস্য যোনৌ'—সর্বনিয়ন্তা, বিশ্বের নিয়ামক ; সেই পরমদেবতাকে কামনাকারী সাধকগণই তাঁকে প্রাপ্ত হন]। [এর গেয়গানের নাম—'যামম্']।

৯। জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবযুক্ত ভগবৎ-অভিলাষী সাধক নিত্যকাল অনাদিদেব জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মকে পূজা করেন ; জগতের উপাদানভূত মূলকারণসমূহ, সেই পরম দেবতা নির্মাণ করেছেন, এবং বিদ্যমান ও অবিদ্যমান অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর মূল-উপাদান সৃজন করেছেন। (ভাব এই যে, ভগবানই জগতের আদিকারণ, জ্ঞানিগণ তাঁকে পূজা করেন ; আমরাও যেন তাঁকে পূজা করতে পারি)। [যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, উৎপত্তির মূলে আমরা সেই অনন্ত ঈশ্বরকেই পাই।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় বেন-

নামক এক গন্ধর্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে-রকম অর্থের মর্ম ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার নিজেরাই উদ্ধার করতে পারেননি]। [অথর্ব-বেদ,—এর গেয়গানের নাম—'ঋত সামনী দ্বে']।

১০। মহৎ রিপুনাশক, সর্বশক্তিমান, আশুমুক্তিদায়ক, সর্বলোক-আরাধ্য আদিভূত, রক্ষাস্ত্রধারী, পরমদেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁকে পাবার জন্য, সাধকগণ অপূর্ব, প্রভূতপরিমাণ, সুখদায়ক, প্রার্থনা-রূপ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন। (ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে পাবার জন্য সর্বতোভাবে প্রার্থনা করেন)। [ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে, তাঁকে পাবার জন্য প্রার্থনা করা যাবে না ব'লেই এখানে তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি 'মহৎ'—'মহতো মহীয়ান'। তিনি 'রিপুনাশক'—মানুষের অন্তরের ও বাহিরের শত্রুকে বিধ্বংস করেন। তিনি 'সর্বশক্তিমান' ; যেখানে যা কিছু শক্তি দেখা যায় তা তাঁরই শক্তির প্রকাশ মাত্র। তিনি 'আশুমুক্তিদায়ক'। 'সর্বলোকের আরাধ্য' অর্থাৎ যখনই যেখানে যে দেবতারই আরাধনা করা হোক, তা তাঁতেই বর্তায়। তিনি 'স্থবির'—জগতের আদিকারণ। তিনি 'রক্ষাস্ত্রধারী'—জগতের পাপ-তাপের আক্রমণ থেকে মানুষের রক্ষাকারী।—ইত্যাদি]। [এর গেয়গানের নাম—'বারবন্তীয়ম্']।

●

দশমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ ১—৫, ৭—৯ ত্রিষ্টুপ্, ৬ বিরাট॥ ঋষিঃ ১।২।৪ দ্যুতান মারুত (ঋগ্বেদে তিরশ্চী আঙ্গিরস), ৩ বৃহদুক্থ, বামদেব্য, ৫ বামদেব গৌতম, ৬।৮ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৯ গৌরিবীতি শাক্য॥

অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং নৃমণা অধদ্রাঃ॥ ১॥
বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ।
মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি॥ ২॥
বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান॥ ৩॥
ত্বং হ ত্যৎ সপ্তভ্যো জায়মানো শত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।
গূল্হে দ্যাবাপৃথিবী অন্দবিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ॥ ৪॥
মেডিং ন ত্বা বজ্রিণং ভৃষ্টিমন্তং পুরুধস্মানং বৃষভং স্থিরপস্নুম্।
করোম্যর্য্যস্তরুষীর্দুবস্যুরিন্দ্র দ্যুক্ষং বৃত্রহণং গৃণীষে॥ ৫॥

প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চর চর্ষণিপ্রাঃ॥ ৬॥
শূনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃন্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানি॥ ৭॥
উদু ব্রহ্মাণ্যেরত অবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শ্রবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি॥ ৮॥
চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ।
পৃথিব্যামতিষিতং যদুধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ— ১। দ্রুত-অধঃপতনকারক জগৎ আক্রমণকারী অজ্ঞানান্ধকার অসংখ্য পাপ-অনুচরগণের সাথে জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আক্রমণ করে ; সর্বলোক-কর্তৃক বরণীয় বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা প্রজ্ঞাবলে জগৎবিনাশক সেই অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করেন, এবং হিংসাকারী তার সৈন্যগণকে বিনাশ করেন— দূরীভূত করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের হিতের জন্য অজ্ঞানতা দূর করেন)। [অজ্ঞানতা যেখানে, পাপ সেখানে। পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল—পতন। তাই অজ্ঞানতা দ্রুত-অধঃপতনকারী। অজ্ঞানতা—জগৎ আক্রমণকারী। পৃথিবীর সর্বত্রই অজ্ঞানতা তার প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। অজ্ঞানতা অনুচর অসংখ্য। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি, মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম, সৎ-অসৎ-বিচারের অভাব, আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার ইত্যাদি অজ্ঞানতারই সঙ্গী। অজ্ঞানতা জগৎ-বিনাশক। জ্ঞানেতে জগতের উৎপত্তি—অজ্ঞানেতে সংহার। এই ভীষণ অজ্ঞানতা থেকে জগৎকে রক্ষা করেন—মানুষকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'রে অজ্ঞানতার আধিপত্য বিনাশ করেন]। [এর গেয়গানের নাম—'ক্ষুরপবিণী দ্বে' এবং 'স্যৌমরশমে দ্বে']।

২। হে আমার মন! অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের প্রভাবে সকল দেবভাবসমূহ যখন তোমা হ'তে বিনির্গত হয়ে তোমাকে রিপুসংগ্রামে পরিত্যাগ ক'রে যান, তখন বিবেকরূপী দেবগণের সাথে তোমার সখ্যতা হোক অর্থাৎ তুমি বিবেকের অনুবর্তী হয়ো ; তারপর অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে, হে বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেব! আপনি আপনা-আপনিই হৃদয়ে উপস্থিত হয়ে, এই সকল অজ্ঞানতা-সহচর অসৎ-বৃত্তিসমূহকে অভিভব করেন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতার প্রভাবে বিভ্রান্তি এলে, বিবেকের অনুবর্তিতা প্রয়োজন ; তাতে ভগবৎ-প্রভাবেই রিপুগণ বিমর্দিত হয় এবং হৃদয়ে দেবভাব উপজিত হয়ে থাকে)। [এখানেও 'বৃত্রস্য' পদে 'অজ্ঞানতারূপস্য অসুরস্য', 'বিশ্বেদেবাঃ', পদে 'সর্বে দেবভাবাঃ', 'মরুদ্ভিঃ' পদে 'বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ' ইত্যাদি অর্থ যথাযথভাবেই গৃহীত হয়েছে]।

৩। রিপুসংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী জগতের (অথবা সৎকর্মের) বিধাতা নিত্যপুরুষকে পাপবশতঃ জীর্ণাত্মা আমি যেন আরাধনা করতে পারি ; হে আমার মন। ভগবানের মহত্ত্বপূর্ণ সৃজন ও রক্ষাসামর্থ্য উপলব্ধি কর ; যে জন এই মুহূর্তে পাপবশতঃ পতিত হয়, সে ভগবানের কৃপায় পরমুহূর্তে পাপ হ'তে মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করে। (ভাব এই যে,—ভগবানকে যেন আমি আরাধনা ক'রি ; তাঁর কৃপায় পাপীও পুণ্যজীবন লাভ করে ; আমিও পাপ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা করছি)। অথবা— সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী শক্তিমান্ যৌবনসম্পন্ন পুরুষকেও বার্ধক্য গ্রাস করে ; হে আমার

মন। ভগবানের মহত্ত্বযুক্ত সামর্থ্য উপলব্ধি কর ; সেই যুবা নিত্যকাল মরছে ও পুনরায় প্রাদুর্ভূত হচ্ছে। (ভাব এই যে,—এই জীবন যৌবন চঞ্চল ; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর হন)। [অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বীজ আমরা এই মন্ত্রে পাই। মানুষের মনের চিরন্তন প্রশ্ন—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, এই জীবনই বা কেন? আমরা কি তবে দু'দিনের জন্য এসে কালসাগরে জলবুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাব? আমি কি শুধু এই দেহ-প্রাণ-মন মাত্র? মানুষের অন্তরস্থ অমৃতের বীজ তাকে ব'লে দিল—না, তুমি অমৃতের অধিকারী, অনন্তের সন্তান। তোমার ক্ষয় নেই। মরণ নেই, ধ্বংস নেই—তুমি অজর, অমর ; শাশ্বত, নিত্য। অনুসন্ধান কর, সেই অমৃতের সন্ধান পাবে। আত্মার এই অবিনশ্বরত্ব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। মন্ত্রের প্রথম অর্থের (বঙ্গানুবাদে) তাই ব্যক্ত হয়েছে—আত্মা মরণহীন, ধ্বংসহীন। মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় (বঙ্গানুবাদে) পাপীকে উদ্ধারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যত বড় পাপী হোক না কেন—ভগবান্ কৃপা করলে সে-ও উদ্ধার পায়—চিরশান্তি লাভ করে]। [এর গেয়গানের নাম—'সোমসামনী দ্বে']।

৪। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনিই পরমব্রহ্ম ; সপ্তলোকের সাধকগণের জন্য আপনি প্রকটীভূত হন ; আপনি তাঁদের রিপুনাশক হন ; অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত দ্যুলোক ও ভূলোকে আপনি জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশিত হন, অর্থাৎ জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করেন ; মহত্ত্বযুক্ত লোকসমূহের জন্য আপনি আনন্দ প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সাধকদের হিতের জন্য ভগবান্ তাঁদের রিপুনাশ করেন ; তিনি জগতে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন)। [মন্ত্রে সেই বহুধা বিভক্ত এককে—মূলতঃ এক কিন্তু অবস্থাভেদে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিরাজিত পরমদেবতাকে দর্শন করা হয়েছে। আপনিই সেই পরমব্রহ্ম—'ত্বং হ ত্যৎ']। [এর গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রবজ্রে দ্বে']।

৫। হে দেব! লোকে যেমন বৃষ্টির জন্য বৃষ্টিপ্রদ বাক্যের স্তব করে, রক্ষাস্ত্রধারী, মহোচ্চ, বহুশত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, নিত্য, দ্যুলোকে বর্তমান, পাপনাশক, আপনাকে আমি যেন তেমনই আরাধনা ক'রি। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদের শত্রুজয়ী করুন। [ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের এমন সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমরা শত্রুজয়ী অর্থাৎ পাপজয়ী হয়ে উঠতে পারি]।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমধনদাতা মহত্ত্বসম্পন্ন দেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁকে পাবার জন্য, আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর ; পরাজ্ঞান লাভের জন্য সৎকর্মাত্মিকা প্রার্থনা বিশেষরূপে সম্পন্ন কর ; হে দেব! সাধকদের আত্ম-উন্নয়নকারী আপনি, প্রার্থনাকারী আমাদের প্রাপ্ত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে প্রাপ্ত হবার উদ্দেশ্যে আমরা যেন সৎকর্মসাধনে সমর্থ হই ; তিনি কৃপা ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [মন্ত্রটির তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগে আত্ম-উদ্বোধন এবং শেষ ভাগে প্রার্থনা আছে। প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের আরাধনা অর্থ, চিত্তবৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরাভিমুখী করা। ভগবানকে পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় পরাজ্ঞান লাভ। সুতরাং তারই উপায়ভূত সৎকর্মাত্মিকা প্রার্থনায় আত্মনিবেশ। আর এর পিছনে থাকা চাই—সৎসঙ্কল্প, সাধু উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা]। [এর গেয়গানের নাম—'অঙ্কুশে দ্বে']।

৭। আমাদের হৃদয়স্থিত, আত্মশক্তিবিধায়ক রিপুসংগ্রামে,—সুখদায়ক সৎপথে পরিচালক পরমধনদাতা বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে আমরা যেন আহ্বান ক'রি অর্থাৎ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা ক'রি ; আমাদের পাপ কবল হ'তে রক্ষা করবার জন্য, লোকদের প্রার্থনা শ্রবণকারী রিপুসংগ্রামে শত্রুজয়ী

অজ্ঞানতা ইত্যাদি পাপ-নাশক পরমধনপ্রদাতা আপনাকে, আমরা যেন আরাধনা ক'রি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের রিপু-কবল থেকে রক্ষা করুন, এবং সৎপথে পরিচালিত করুন)। [এখানে 'বৃত্রাণি ঘ্নন্তং' পদদ্বয় লক্ষণীয়। বৃত্রাসুর অর্থে, অজ্ঞান বা পাপ, 'ঘ্নন্তং' অর্থে 'বিনাশকং']। [গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজম্']।

৮। হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! রিপু-সংগ্রামে আত্মশক্তি লাভের জন্য বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতার প্রতি স্তোত্র-সমূহ উচ্চারণ কর, অর্থাৎ তাঁর সাহায্যলাভের জন্য প্রার্থনা কর ; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রার্থনা দ্বারা দেবতাকে প্রাপ্ত হন ; যে দেবতা আপন শক্তিতে সকল লোক ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তিনি প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনার শ্রবণকারী হোন ; অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্য ভগবানকে যে আমি আরাধনা ক'রি, তিনি কৃপা ক'রে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন)। [আত্ম-উদ্বোধন ও প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির মধ্যে, সাধনার ও সিদ্ধিলাভের একটা ক্রম দেখা যায়। প্রথমে নৈতিক-জীবনে প্রতিষ্ঠা ও পরে তাকে ধর্ম-জীবনে পরিণত-করণ, এবং সবশেষে ভগবানের চরণে আশ্রয় লাভ—সাধনার এই ক্রমই এই মন্ত্রের মধ্যে ব্যক্ত]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্ব দৈবং']। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বশিষ্ঠ']।

৯। ভগবানের যে রক্ষাশক্তি দ্যুলোকে সর্বতোভাবে মোক্ষদানের জন্য ব্যাপ্ত আছে, সেই রক্ষাশক্তি এই জগতের লোককেও মোক্ষ প্রদান করে ; জগতে জ্ঞানে ও মোক্ষে যে অমৃত বর্তমান আছে, সেই অমৃত ভগবান্ প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের রক্ষাশক্তি সর্বত্র বিদ্যমান, তিনিই কৃপা ক'রে লোকদের মোক্ষ প্রদান ক'রে থাকেন]। [মোক্ষলাভ প্রকৃতপক্ষে অমৃতত্ব লাভ। মোক্ষলাভের অর্থ—ভগবানের চরণে আত্ম-বিসর্জন—সেই অমৃত-সাগরে তলিয়ে যাওয়া]। [এর গেয়গানের নাম—'পুরীষম্'। এর ঋষি—'গৌরিবীতি']।

●

একাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ১ তার্ক্ষ্য, ২—৬।৮ ১০ ইন্দ্র, ৭ পর্বত ও ইন্দ্র, ৯ যম বৈবস্বত॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ॥
ঋষিঃ ১ অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য, ২ ভরদ্বাজ (ঋগ্বেদে গর্গ ভারদ্বাজ),
৩ বিমদ ঐন্দ্র, বসুকৃৎ বা বাসুক (ঋগ্বেদে প্রাজাপত্য),
৪-৬।৯ বামদেব গৌতম (ঋগ্বেদে ৯ যম বৈবস্বত),
৭ গাথি বিশ্বামিত্র, ৮ রেণু বৈশ্বামিত্র,
১০ গোতম রাহুগণ॥

ত্যমু ষু বাজিনং দেবজূতং সহোবানং তরুতারংরথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম॥ ১॥
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবঃ শুরমিন্দ্রম্।
হুবে নু শক্রং পুরুহুতমিন্দ্রমিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ॥ ২॥
যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যাং৩বিব্রতানাম্।
প্র শ্মশ্রুভির্দোধুবদূর্ধ্বয়া ভুবদ্ বি সেনাভির্ভয়মানো বি রাধসা॥ ৩॥
সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং বৃষভং সুবজ্রম্।
হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘাত্রি মঘবা সুরাধাঃ॥ ৪॥
যো নো বনুষ্যন্নভিদাতি মর্ত উগণা বা মন্যমানস্তুরো বা।
ক্ষিধী যুধা শবসা বা তমিন্দ্রাভী ষ্যাম বৃষমণস্ত্বোতাঃ॥ ৫॥
যং বৃত্রেষু ক্ষিতয় স্পর্ধমানা যং যুক্তেষু তুরয়ন্তো হবন্তে।
যং শূরসাতৌ যমপামুপজ্মন্ যং বিপ্রাসো বাজয়ন্তে স ইন্দ্রঃ॥ ৬॥
ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আবহতং সুবীরাঃ।
বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরিলয়া মদন্তা॥ ৭॥
ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রৈরয়ৎ সগরস্য বুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্॥ ৮॥
আ ত্বা সখায়ঃ সখ্যা ববৃত্যুস্তিরঃ পুরূ চিদর্ণবাঁ জগম্যাঃ।
পিতুর্নপাতমাদধীত বেধা অস্মিন্ ক্ষয়ে প্রতরাং দীধ্যানঃ॥ ৯॥
কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্।
আসন্নেষামপ্সুবাহো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ॥. ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। সৎকর্মবিধায়ক, সর্বশক্তিমান্, দেবভাবপ্রদায়ক, সৎকর্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, রিপুবিমর্দক, আশুমুক্তিদায়ক, জ্যোতির্ময়, সেই অনন্তস্বরূপ দেবতাকে আমরা পরম মঙ্গল-লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে যেন আহ্বান ক'রি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [এর গেয়গানের নাম—'তার্ক্ষ্য সামনি দ্বে'। ঋষির নাম—'তার্ক্ষ্যপুত্রে অরিষ্টনেমি']।

২। রিপুকবল হ'তে অথবা সংসার-সাগর হ'তে উদ্ধারকারী বলৈশ্বর্যাধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন আহ্বান ক'রি—অনুসরণ ক'রি ; অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন অনুসরণ ক'রি—আহ্বান ক'রি ; রিপুসংগ্রামে জয়প্রদাতা শক্তিদায়ক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সর্বথা আমি যেন অনুসরণ ক'রি ; সর্বলোকের আরাধ্য সর্বশক্তিমন্ত ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন আহ্বান ক'রি ; আমার এই পূজা (সর্বকর্ম) পরমধনদাতা ভগবান্ ইন্দ্রদেব গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—আমি সর্বাভীষ্ট-পূরক ভগবানকে অনুসরণ করতে যেন সমর্থ হই ; তিনি আমার পূজা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রটির বিশেষত্ব এই যে, এখানে পুনঃপুনঃ 'ইন্দ্র' (ভগবানের বলৈশ্বর্যের বিভূতিধারী দেবতা) শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সাধক-গায়কের হৃদয়ে আগ্রহাতিশয্য ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। যাতে জীবনের প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক চিন্তায় ভগবানেরই চিন্তা জাগে, তার জন্যই সাধকের ব্যাকুলতা]। [এর

গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রস্প চ তাতম্']।

৩। বিবিধ সৎকর্মের ও জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির পালয়িতা, অর্থাৎ জ্ঞানভক্তি ও সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য-প্রদাতা রক্ষাস্ত্রধারী বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে আমরা যেন পূজা ক'রি ; তিনি লীয়মান অনিত্যবস্তুসমূহ দূর ক'রে পূর্ণ দেব-মহিমায় আমাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হোন ; বিবেকজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা রিপুগণকে পরাজিত ক'রে প্রার্থনাকারী আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা ভগবানকে যেন অনুসরণ ক'রি—সৎপথাবলম্বী হওয়াই ভগবানের অনুসরণ ; তিনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন—মোক্ষই পরমধন)। [মন্ত্রটির মধ্যে দেবতাকে আহ্বান করার পরই তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করা হয়েছে—'সেনাভিঃ ভয়মানঃ রাধসা বি'—তোমার সৈন্য দ্বারা (অন্তর ও বাহিরের) শত্রুদের দূরীভূত কর, আমাদের পরমধন দান কর। ভগবানের সৈন্য যারা পাপ-মোহ ইত্যাদি অসুরগণকে বিনাশ করে। বলা বাহুল্য, জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতিই সেই সৈন্য।—এই মন্ত্রের সমস্যামূলক পদ 'শ্মশ্রু'। ভাষ্যের ভাবে ও প্রচলিত ব্যাখ্যায় তার অর্থ করা হয়েছে—'গোঁপদাড়ি'। ইন্দ্র যেন গোঁপ কাঁপাতে কাঁপাতে বিস্তর সেনা ও অস্ত্র নিয়ে বিপক্ষ সেনা সংহার করতে ঊর্ধ্বে গমন করছেন। হাস্যকর ভ্রান্তিমূলক এই অর্থের চেয়ে 'শ্মশ্রুভিঃ' পদে 'শ্মশ্রূন, লীয়মানানি, অনিত্যবস্তূনি' অর্থ গ্রহণই সমীচীন ও নিরুক্তসম্মত]। [এই সাম মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'বার্ত্রাতুরং']।

৪। নিঃশেষে রিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রধারী, রিপুবিমর্দক, মহান্, নিত্য, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে যেন আমরা আরাধনা ক'রি ; যে দেবতা অজ্ঞানতানাশক, শক্তিপ্রদাতা, অপিচ, পরমধনদাতা, সেই পরমধনশালী সুষ্ঠুধনসম্পন্ন দেবতা আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে অনুসরণ ক'রি ; তিনি আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। এই মন্ত্র যেন বলছেন—ভয় নেই মানব! ভগবান্ অসুরদলন, তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তোমাদের বিপদ থেকে—সকল রকম শত্রুর আক্রমণ থেকে—রক্ষা করবার জন্য তিনি রক্ষাস্ত্র-হাতে বিরাজিত আছেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ করো ; পরমধনলাভে—অনন্ত ঐশ্বর্য লাভে—ধন্য হবে, কৃতার্থ হবে—সর্বাভীষ্ট লাভ করতে পারবে]। [ঋগ্বেদ ; এর গেয়গানের নাম—'ধৃবতো মারুতস্য সামনী দ্বে']।

৫। যে শত্রু আমাদের অধঃপতন কামনা ক'রে আমাদের আক্রমণ করে, অথবা যে আত্মাভিমানী বা শক্তিশালী হিংসক অধঃপতনকারক উপায়ের দ্বারা এবং বলের সাথে আমাদের আক্রমণ করে, বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনার কর্তৃক রক্ষিত হয়ে, শক্তিলাভ ক'রে, আমরা যেন সেই রিপুকেই অভিভব করতে পারি। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুজয়ের জন্য আমাদের সকল রকম শক্তি প্রদান করুন)। [প্রকৃত সাধকের এটাই প্রার্থনা। শক্তি ভগবানের কাছ থেকেই পাব ; কিন্তু নিজে সেই শক্তির অধিকারী না হ'লে, সেই শক্তির চালনা না করলে, আমি তো মুক্তি পাব না—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। তাই সাধকের প্রার্থনা—'ইন্দ্র, দ্যোতাঃ বৃষমণঃ অভীষ্যাম।' দুর্বল আমি, আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন নিজে শত্রুজয় করতে পারি]। [এই মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'আত্রং' এবং ঋষির নাম—'বামদেব']।

৬। অজ্ঞানতার মধ্যে অর্থাৎ রিপুকবলগত ব্যক্তিগণ জয়াভিলাষী হয়ে যে দেবতাকে আরাধনা করেন ; রিপুনাশকামনাকারী ব্যক্তিগণ সংগ্রামে যে দেবতাকে আহ্বান করেন, রিপুসংগ্রামে মানুষ যে দেবতাকে আহ্বান করে অর্থাৎ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে, জ্ঞানবারিলাভের জন্য যে দেবতার সমীপে

মানুষ প্রার্থনা করে, জ্ঞানিগণ যে দেবতাকে মোক্ষলাভের জন্য আরাধনা করেন, তিনি বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেব। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্বলোকের আরাধ্য ; তিনি মানুষের রিপুনাশক এবং অভীষ্টপূরক)। [এই মন্ত্র যেন বলছেন—মানুষ, সাবধান! তাঁকে ভুলো না, তাঁর অসীম স্বরূপ সম্বন্ধে ও তোমার নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত থেকো। এই ধারণার কোন বিভ্রান্তি রেখো না। নিজের ভাগ্যে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মার শোচনীয় পরিণাম ডেকে এনো না। মনে রেখো, আপাতঃদৃষ্টিতে তুমিই কাজ করছ বটে, তুমি শক্তিলাভের অধিকারীও বটে, কিন্তু পশ্চাতে শক্তির আধার সেই ভগবান্ না থাকলে তুমি কিছুই করতে সমর্থ নও]। [এই মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'গাং সমদে সাম'। এর ঋষি—'বসিষ্ঠ']।

৭। বলৈশ্বর্যাধিপতি ও অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! মহৎ সৎকর্মের সাথে আমাদের সম্বন্ধযুত ক'রে, প্রার্থনীয় রিপুনাশসমর্থ সিদ্ধি প্রদান করুন ; পরমানন্দদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম-রূপ আরাধনা গ্রহণ করুন ; এবং আমাদের স্তুতিসমূহে বা অনুসরণে প্রীত হয়ে আত্মশক্তি দান ক'রে আমাদের প্রবর্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের জ্ঞান ও আত্মশক্তি প্রদান করুন ; অজ্ঞান আমাদের পূজা গ্রহণ করুন)। ['ইন্দ্রাপর্বতা' অর্থাৎ ইন্দ্র ও পর্বত দেবতা—বলৈশ্বর্যাধিপতি তথা অভীষ্টপূরক দুই দেবতা—ভগবানের বিশেষ বিভূতিময় দুই দেবসত্তা। পর্বত-শব্দের ব্যুৎপত্তি ধ'রে (পর্ব্ব্-পূরণ করা) অর্থ ধরলে 'অভীষ্টপূরক দেব' বোঝা যায়]। [ঋগ্বেদ ; এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বামিত্রং']।

৮। হে মম মন! বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা কর ; ভগবান্ স্বর্গ হ'তে অমৃত আমাদের জন্য প্রেরণ করুন ; অক্ষ যথা রথচক্রকে ধারণ করে, তেমনই যে দেবতা আপন শক্তিতে সর্বতোভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ ক'রে আছেন, সেই দেবতা আমাদের অমৃতত্ব প্রদান করুন এবং আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের অমৃত্ব প্রদান করুন এবং আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন)। [এর গেয়গানের নাম—'সাবিত্রং'। মন্ত্রটির গেয়গানের ঋষি—'রেণু']।

৯। হে দেব। সখ্যভাবাপন্ন উপাসকগণ অর্থাৎ একনিষ্ঠ সাধকগণ সখিত্বের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হন ; পরিত্রাতা আপনি তাঁদের অসীম জ্ঞান-সমুদ্র প্রাপ্ত করান ; জ্যোতির্ময় সর্বনিয়ন্তা দেব ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের কৃপা ক'রে পরাজ্ঞান দান করুন)। [প্রার্থনার দ্বারাই মানুষ দেবতার সখ্যতা অর্জন করে। এই প্রার্থনার জন্ম হয়—মনুষ্যত্বের স্ফুরণে। পরাজ্ঞান—প্রকৃষ্ট জ্ঞান—দেবত্ব]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'কুতীপাদ বৈরূপস্য সাম'। এর ঋষি—'বামদেব']।

১০। সত্যের বা সৎকর্মের সম্পাদনে, কোন্ জন, নিত্যকাল প্রতিপাল্য কর্মসমূহের দ্বারা যুক্ত, তেজঃসমন্বিত, রিপুগণের লজ্জাপ্রদ, এই হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবসমূহের বাহক সত্যবাক্যবিশিষ্ট, সুখসাধক অদৃষ্টের কারয়িতা, জ্ঞানকিরণসমূহকে হৃদয়ে সংযুক্ত করতে সমর্থ হয়? (ভাব এই যে,—স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন কোনও মনুষ্যই হৃদয়ে প্রজ্ঞান সঞ্চরণে সমর্থ হয় না)। যে জন জ্ঞানকিরণ-সমূহের অনুসরণ ক'রে নিজেতে তাদের উৎকর্ষসাধন করে, সেই ব্যক্তিই জীবিত থাকে অর্থাৎ পরাগতি লাভ করে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের অনুসারী জনই চতুর্বর্গ ফলের অধিকারী হয়)। [প্রচলিত ভাষ্যে বা ব্যাখ্যায় 'যুঙ্‌ক্তে' ও 'ধুরি' পদ দু'টির সাথে 'গাঃ' শব্দের প্রয়োগ উপলক্ষে শকট ইত্যাদির যে অংশের

দ্বারা গরুর বা ঘোড়ার সংযোজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে আরও কতকগুলি পদে ভিন্নতর অর্থ করায় মন্ত্রটিকে প্রহেলিকাময় ক'রে তোলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'গাঃ' পদে জ্ঞানকিরণসমূহকে লক্ষ্য করে। 'ধুরি' অর্থে 'নির্বাহে বা সম্পাদনে', 'যুঙ্‌ক্তে' অর্থে 'শক্নোতি,—হৃদি ইতি শেষঃ' এরকম ব্যাখ্যাই যুক্তিগ্রাহ্য]।

●

দ্বাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (দ্বিতীয়)। তৃতীয় অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্॥ ঋষি ১ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ২ জেতা মাধুচ্ছন্দস,
৩।৬ গৌতম রাহূগণ, ৪ অত্রি ভৌম, ৫।৮ তিরশ্চী আঙ্গিরস,
৭ নীপাতিথি কাণ্ব, ৯ বিশ্বামিত্র গাথিন,
১০ শংযু বার্হস্পত্য অথবা তিরশ্চী আঙ্গিরস॥

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্‌বংশমিব যেমিরে॥ ১॥
ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্॥ ২॥
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে॥ ৩॥
যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর॥ ৪॥
শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি।
সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাঁ অসি॥ ৫॥
অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি।
আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ॥ ৬॥
এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো॥ ৭॥

আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভি ত্বা সমনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ॥ ৮॥
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং সুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্ মমত্তু॥ ৯॥
যো রয়িং বো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। প্রজ্ঞাস্বরূপ হে ভগবন্! সামগায়িগণ সামগানে আপনারই মহিমা গান করেন, ঋক্-মন্ত্র উচ্চারণকারী হোতৃগণ আপনারই অর্চনা করেন, স্তোত্রপাঠক ঋত্বিক-গণ উচ্চবংশের ন্যায়— আপনাকেই উন্নত করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণগান করেন। (ভাব এই যে,—সামগানে, ঋক্-মন্ত্রে এবং সব রকম স্তোত্রে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়)। [যে কোন মন্ত্রে বা স্তোত্রে, যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের অর্চনা করা যাক না কেন, সে সব অর্চনাই সর্বস্বরূপ সেই একেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। [এই মন্ত্রটির গায়ক-ঋষি—'মধুচ্ছন্দা']।

২। সেই সমুদ্রব্যাপক অর্থাৎ সর্বব্যাপী, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, ধনাধিপতি, সজ্জনরক্ষক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি প্রযুক্ত বিশ্ববাসী জনগণের উচ্চারিত সকল স্তোত্রমন্ত্র, লোকসমূহকে বর্ধিত ক'রে থাকে, অর্থাৎ তার দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। (ভাব এই যে,—সেই সর্বব্যাপী সৎ-জন-পালক ধরাধিপতি ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত স্তোত্রমন্ত্রে মানুষ শুভফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে)। [এর গেয়গান সাতটি ; তার মধ্যে প্রথম তিনটি 'শৈখণ্ডিনানি ত্রীণি', চতুর্থটি 'পূর্বনাদংষ্ট্রম', পঞ্চমটি 'উত্তরসাদংষ্ট্রম্' এবং ষষ্ঠ ও সপ্তমটি 'মহাবশ্বামিত্রে দ্বে' নামে প্রখ্যাত। এর গেয়গানের ঋষি—'জেতা মাধুচ্ছন্দস']।

৩। হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! এই প্রশংসনীয় (সকলের শ্রেষ্ঠস্থানীয়) অমারক অর্থাৎ আমাদের রক্ষাকর, আনন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন, সত্যের (সৎকর্মের) অনুষ্ঠান-স্থানে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বের ধারা (প্রবাহ) আপনাকে লক্ষ্য ক'রে গমন করে— আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে সেই রক্ষাপ্রদ পরমানন্দদায়ক আপনার প্রতি আপনা-আপনিই প্রবাহিত শুদ্ধসত্ত্বকে সঞ্চার ক'রে দিয়ে তা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রের প্রথম চরণে 'সুতং' ও 'মদং' এবং দ্বিতীয় চরণে 'ধারাঃ' ও 'অক্ষরন্' পদ থেকে প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব দেখানো হয়েছে—'হে ইন্দ্র! তুমি মদকর সোমরস পান কর ; সোমরসের ধারাসমূহ যজ্ঞক্ষেত্রে ক্ষরিত হচ্ছে।' এইভাবে কল্পনা অবশ্যই বিভ্রান্তিমূলক এবং অপব্যাখ্যা। 'মদং' অর্থে 'আনন্দপ্রদ', 'সুতং' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব', 'ধারা' অর্থে 'প্রবাহ' ইত্যাদির প্রয়োগ কত যথার্থ তা বিবেচনা করলেই বোঝা যায়]। [এর গেয়গানের নাম— 'বসিষ্ঠস্য প্রিয়াণি চত্বারি'। এর ঋষি—'গৌতম']।

৪। পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করবার যোগ্য যে পরমধন আমি পাইনি ; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন— পরাজ্ঞান, আমাদের প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান

করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা রয়েছে, তা অনাদি অনন্ত-ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অন্তরস্থ অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন—যা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরমধন পরাজ্ঞান আমি তো পাইনি। আমাকে দাও, তৃষ্ণার্ত আমাকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে—চরম দানে—আমাকে ধন্য কর]। [এর গেয়গানের নাম—'বীকে দ্বে', 'আকুপার মনা দেশম্' ও 'বীঙ্কম্'। এই গানের ঋষি—'অত্রি']।

৫। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! দিগ্‌ভ্রান্ত (বিপথগামী) আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন; যে জন আপনাকে আরাধনা করে—আপনার অনুসরণ করে, আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান দান ক'রে আপনি তাকে প্রবর্ধিত করেন; আপনি মহান্ হন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! এই প্রার্থনাকারী দিগ্‌ভ্রান্ত (পতিত) আমাকে 'গোমতঃ রায়ঃ'—পরাজ্ঞান দাও, যা পেলে আমি আমার গন্তব্যস্থলের পথে চলতে পারব। [ঋগ্বেদ; এর গেয়গানের নাম—'তৈরশ্চে দ্বে']।

৬। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হোক। অতিশয় বলবন্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন; আমাদের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত করে তেমন (অথবা জ্ঞানদেবতা (সূর্য) যেমন নিজের জ্যোতির দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কার ইত্যাদি জন্মকারণকে নাশ করেন, তেমন) সর্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সকল শক্তি আপনাতে বিনিবিষ্ট হোক—আমাদের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ থাকুক; আর আপনি আমাদের মধ্যে বিরাজমান্ থাকুন)। [এখানেও প্রচলিত ব্যাখ্যার বিভ্রান্তি কাটিয়ে 'সোমঃ' পদে 'মাদক-লতা সোম' না ধ'রে সঙ্গতিপূর্ণ 'শুদ্ধসত্ত্ব'-কে গ্রহণ করা হয়েছে। 'সূর্য্য' যে ভগবানের 'জ্ঞানদায়ক বিভূতি' তা তো গৃহীত হয়েছেই]। [ঋগ্বেদ; এর গেয়গানের নাম—'মহা বৈশ্বামিম্']।

৭। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানভক্তি ইত্যাদির সাথে অজ্ঞানান্ধ আমার প্রার্থনার প্রতি আপনি আগমন করুন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হোন বা আমার নিকট আপনি প্রাপ্ত হোন; দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেব-ভাব আমাকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞান আমার প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করুন, আমাকে সকলরকমে সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'কণ্বস্য' পদে মন্ত্রের ঋষি কণ্বকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে সর্বদিক বিচার ক'রে 'কণ্ব' পদে 'অতি ক্ষুদ্র অভাজন' অর্থ গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও প্রচলিত ব্যাখ্যায় কতকগুলি পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার ক'রেও দু'রকম অর্থ কল্পনা করা হয়েছে। ফলে ঐসব ব্যাখ্যায় খুব অর্থ-সঙ্গতিও রাখা যায়নি]। [এর গেয়গানের নাম—'কাণ্বে দ্বে']।

৮। স্তবনীয় হে দেব! সৎকর্মান্বিত জন যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপন্ন হ'লে প্রার্থনা আপনার অভিমুখে গমন করে; হে দেব! মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন ভগবানের অনুসারী জনকে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়, তেমনই ভাবে আপনাকে পাবার জন্য সাধকগণ সম্যক্ রূপে প্রধাবিত হন। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাব ও সৎকর্মের দ্বারা সাধক ভগবানের কৃপা লাভ করেন; সর্বতোভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সাধকগণ প্রধাবিত হন)। [মন্ত্রটিতে নিত্যসত্য খ্যাপিত হয়েছে। সৎকর্মের দ্বারা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন

হলেও তেমন ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। সৎকর্ম ও শুদ্ধসত্ত্বভাব—এই দুটিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। আবার একটি অন্যটির অনুসঙ্গীও বটে।—'সুতেষু' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সোমরসেষু' বলা হলেও এখানে যথাযথ 'শুদ্ধসত্ত্বভাবেষু' অর্থই গৃহীত হয়েছে]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'বৈশ্বামিত্রং']।

৯। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শীঘ্র জাগরিত হও। অপাপবিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে পবিত্র স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন আরাধনা ক'রি; বিশুদ্ধ স্তোত্রসমূহের দ্বারা মহান্ দেবতাকে আমরা যেন আরাধনা ক'রি; পবিত্র অপাপবিদ্ধ সে দেবতা শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের দ্বারা আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা ক'রি; তিনি আমাদের সকল রকম শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় অবান্তরভাবে কোনরকমে সোমরসকে টেনে আনা হয়েছে। সেইসঙ্গে আবার একটা আখ্যায়িকার অবতারণা ক'রে ভ্রান্তিমূলক কল্পনাকে সত্য ব'লে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপার রয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'শুদ্ধাশুদ্ধীয়ম্' এবং 'শুদ্ধাশুদ্ধীয়োত্তরং']।

১০। বলৈশ্বর্যাধিপতে হে দেব! যে শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন, যে আপন তেজে প্রকাশমান্, সেই সত্ত্বভাব আপনার স্তোতৃগণকে (আমাদের) পরম ধন মোক্ষ প্রদান করুক; সত্ত্বভাবপ্রদাতা হে দেব! আপনার প্রদত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দদায়ক হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [এখানে সত্ত্বভাবকে তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবকে কয়েকটি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সত্ত্বভাব—শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন; যে ধনের দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক সকল অভাব নিঃশেষে দূরীভূত হয়—যার দ্বারা মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। মোক্ষ-অর্থে 'নিঃশ্রেয়স্' 'নির্বাণ' 'মুক্তি' ইত্যাদি। যার অপেক্ষা শ্রেয়ঃসাধক আর কিছু নেই,—তা-ই নিঃশ্রেয়স্'। 'নির্বাণ' লাভের অর্থও আদি শুদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসা। 'সত্ত্বভাব' আপন তেজে প্রকাশমান্; অর্থাৎ সূর্যের যেমন অন্য কোন আলোক-উৎসের সাহায্য ব্যতিরেকেই দীপ্তি দান করে। তেমনই সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হলে তাঁর হৃদয়ে আপনা—আপনিই পাপমলিনতা দূরীভূত হয়। সাধক-গায়ক এই সত্ত্বভাব পাবার জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন]। [ঋগ্বেদ; এর গেয়গানের নাম—'রয়িষ্ঠে দ্বে'। সাম-মন্ত্রের ঋষির নাম—'শংযুবার্হস্পত্য']।

— তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত —

সামবেদ-সংহিতা।

ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)।

প্রথমা দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১-৪/৬/৮ ইন্দ্র, ৫ মরুদ্‌গণ, ৭ দধিক্রাবা॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্॥ ঋষি ১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ২ বামদেব গৌতম বা শাকপূত, ৩ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ৪ প্রগাথ কাণ্ব, ৫ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৬ শংযু বার্হস্পত্য, ৭ বামদেব গৌতম, ৮ জেতা মাধুচ্ছন্দস॥

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽ পশ্চাদধ্বনে নরঃ॥ ১॥
আ নো বয়ো বয়ঃশয়ং মহান্তং গহ্বরেষ্ঠাম্ মহান্তং পূর্বিনেষ্ঠাম্।
উগ্রং বচো অপাবধীঃ॥ ২॥
আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি।
তুবিকুর্মিমৃতীষহমিন্দ্রং শবিষ্ঠ সৎপতিম্॥ ৩॥
স পূর্ব্যো মহোনাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে।
যস্য দ্বারা মনুঃ পিতা দেবেষু ধিয় আনজে॥ ৪॥
যদী বহন্ত্যাশবো ভ্রাজমানা রথেষ্বা।
পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাংসি কৃণ্বতে॥ ৫॥
ত্যমু বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্।
ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরং শবিষ্ঠং বিশ্ববেদসম্॥৬॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥৭॥
পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥৮॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে আমার মন! সত্ত্বভাবের সাথে মিলতে ইচ্ছুক, সর্বজ্ঞ, মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্মের নেতৃস্থানীয় সেই দেবতার জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার

কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যে ভগবানের অনুসারী হয়।) [আত্ম-উদ্বোধন-মূলক এই মন্ত্রটিতে সাধক-গায়ক ভগবানে আত্মসমর্পণ করছেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চিত্তবৃত্তি-সমূহকে উদ্বোধিত করছেন। ভগবান্ পাপী মানুষের সাথেও মিলিত হ'তে ইচ্ছুক —যদি সে, সেই মিলনের অধিকার লাভ করতে সমর্থ হয়। এই বাণীর মধ্যেই মহান্ সত্য নিহিত আছে। দ্বৈতের মধ্যে যে অদ্বৈতের সাড়া পাওয়া যায়, সসীমের মধ্য যে অসীমের স্পন্দন অনুভূত হয়, তা-ই আমাদের গৌরবময় অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।—এখানে 'নরঃ' অর্থে 'নরায়, সৎকর্মণাং নেতৃস্থানীয়ায় দেবায়' ধরা হয়েছে, এবং সেটিই যথার্থ]। [এর গেয়গানের নাম—'কীল্মণবর্হিষে দ্বে' এবং 'নানদম্'। এর ঋষি—'ভরদ্বাজ']।

২। হে জগৎ-বন্ধো! শ্রেষ্ঠ, মোক্ষলাভে প্রথম-সহায়ভূত, হৃদয়ের কন্দরে সুপ্ত আমাদের আত্মশক্তিকে আপনি উদ্বোধিত করুন ; এবং পরমশ্রেষ্ঠ মোক্ষলাভের জন্য আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা চিরতরে নিবারণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের মহানির্বাণ প্রদান করুন)। [মানুষের মধ্যে সমস্ত শক্তিব বীজই নিহিত আছে। উপযুক্ত যত্ন ও সাধনার বলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও প্রবর্ধিত করতে হয়। অথবা হৃদয়স্থিত সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করতে হয়। শক্তির উদ্বোধনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। আমাদের মধ্যে আছে সমস্তই—আমরা বিশ্বশক্তির সসীম ক্ষুদ্র প্রতিরূপ মাত্র। সেই শক্তিকে হঠযোগীদের ভাষায় কুলকুণ্ডলিনীকে—জাগরিত করতে পারলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। শক্তিই মোক্ষলাভের প্রথম সহায়। আর একদিক দিয়ে দেখলে—ওটাই চরম সহায়। জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সেই আত্মশক্তিকে জাগরিত করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—নির্বাণলাভের জন্য। মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা—তীব্র পিপাসা। প্রচলিত ভাষ্যে এই পিপাসাকে মানুষের পার্থিব ক্ষুধাতৃষ্ণা ব'লে বর্ণনা ক'রে দেখানো হয়েছে—আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার অর্থ—দেবত্বলাভ ; কারণ দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'শাকপূতং']।

৩। হে দেব! আমাদের পরিত্রাণের জন্য সৎকর্ম যেমন কার্যকরী হয় ; তেমনি আমাদের পরমসুখসাধনের জন্য অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আপনি সুখস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত করান। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে পাইয়ে দেন। হে সর্বশক্তিমান্ দেব! বহুকর্মা, রিপুবিমর্দক, সজ্জনের রক্ষক, বলৈশ্বর্যাধিপতি আপনাকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রটির প্রথম অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রার্থনার সঙ্গে, ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ স্বরূপ দু'টি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে—পাপকবল থেকে রক্ষা ও পরমানন্দ লাভ। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'সংপতিং' পদটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থ—'সতাং পালকং, রক্ষকং'। ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত বিশেষণের সার ঐ একটি পদের মধ্যেই নিহিত আছে]। [এর গেয়গানের নাম—'কৌল্মবলহিংযে দ্বে']।

৪। দেবভাবসমূহের অধিকারী মানব, যে দেবতাকে প্রাপ্তির উপায়ভূত সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেন, জ্যোতির্ময় আদিভূত সেই দেবতা সাধকদের কর্মের দ্বারা প্রীত হয়ে আগমন করেন, অর্থাৎ সাধকদের প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম-সমূহের দ্বারা প্রীত হয়ে, ভগবান্ সাধকদের প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁদের মোক্ষপ্রদান করেন)। [এই মন্ত্রে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। সৎকর্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়—এই সত্যটিই এখানে রয়েছে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে

যে, সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সৎকর্ম সাধনের পূর্বে অথবা তার সঙ্গেই হৃদয়কে পবিত্র করা চাই। হৃদয়ে দেবভাবের উপজন হ'লে সাধক অনায়াসেই কর্মমার্গ অবলম্বন ক'রে নিজের লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন। আবার, হৃদয়ে দেবভাবের উপজন হ'লেও তার পরেও সাধককে সৎ-সর্ম সম্পাদনে রত থাকতে হয়, অথবা তখনই মোক্ষলাভের উপায়ভূত কর্মযোগ সাধনের প্রকৃত অধিকার জন্মে। শুদ্ধ পবিত্র হৃদয় নিয়ে সাধক আদিভূত জ্যোতির্ময় (বেনঃ) সেই পরম দেবতার আরাধনায় মগ্ন হবেন]। [এর গেয়গানের নাম—'মধুশ্চুন্নিধনং']।

৫। হে দেব! যখন সৎকর্মসমূহের মধ্যে দীপ্যমান হয়ে, পরমানন্দদায়ক অমৃতপানকারী সাধকগণ আপনাকে প্রাপ্ত হন, তখন পরমমঙ্গল (বিশ্বমঙ্গল) সাধিত হয়। (ভাব এই যে,—সকর্মের সাধনের দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; তাঁদের সৎকর্মগুলির দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়)। [সৎকর্মের দ্বারা সাধকগণই যে মুক্তিলাভ করেন, নিজেদের চরম মঙ্গল সাধন করেন, তা-ই নয়,—তার দ্বারা জগতেরও মঙ্গল সাধিত হয়। বাস্তবিক যাঁরা সৎভাবে সৎকার্যে সৎ-চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁরা 'দীপ্যমান'—অর্থাৎ তাঁদের অন্তর-বাহির দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যে শুধু বাহিরের বা অন্তরের জ্যোতি, তা নয়—এ ভগবৎ-প্রদত্ত তাঁদের বিজয়-চিহ্ন]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'উষঃ সাম']।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভক্তবৎসল, সর্বশক্তিমান্, রিপুবিমর্দক, সৎকর্মের নেতা, সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, সর্বজ্ঞ সেই বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে আরাধনা কর। (ভাব এই যে—আমি যেন ভগবৎ-অনুসারী হই)। [ঋগ্বেদ ; এর গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজং']।

৭। জগৎ-ধারণকারী রিপুজয়ী আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্মের সম্বন্ধীয় ব্যাপক-জ্ঞান লাভের জন্য আমরা যেন তার উপযোগী কর্ম ক'রি ; সেই কর্ম আমাদের সৎ-বৃত্তি-সমূহকে শক্তিসম্পন্ন করুক এবং আমাদের সৎকর্মসাধন সামর্থ্যকে প্রবর্ধিত করুক। (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রের দেবতা 'দধিক্রাবণ্' অর্থাৎ এই বিভূতিতে ভগবানের আরাধনা করা হয়েছে। প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে অশ্বরূপী অগ্নিকে উদ্দেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধাতুগত অর্থ অনুসারে এই পদটির অর্থ—'জগৎ-ধারণকারী'-ই যথাযথ]। [এর গেয়গানের নাম—'দধিক্রাবণম্']।

৮। সেই ইন্দ্রদেব রিপুশত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্মের পরিপোষক, অনুগতজনের রক্ষার জন্য সর্বদা বজ্রধারী, সর্বজন কর্তৃক স্তুত এবং সৎকর্মের সাথে প্রকাশমান্। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব বহুকর্মশালী বহুগুণোপেত ; কর্মের উদ্দেশ্যে স্তুত হয়ে কর্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হন ; তাঁর অর্চনার দ্বারাই মানুষ তাঁর মতো গুণযুত হয়)। [রিপুশত্রুপরিবৃত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়—এর চেয়ে শত্রুর দুর্গ আর কি হ'তে পারে? ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হ'লে, সে দুর্গ ভঙ্গ হয়। সেই জ্ঞানরশ্মির প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে লোকরক্ষাকর সজ্জন-পালন-রূপ কর্মের জন্যই তাঁর স্তুতি-বন্দনা প্রবর্তিত হয়। আর, তেমনই কর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশিত আছেন]।

●

দ্বিতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১-৭ ইন্দ্র (ঋগ্বেদে ৬ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি), ৮ উষা, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ ঋক্ ও সাম॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্॥ ঋষি ১।৩।৫ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস, ২।১০ বামদেব গৌতম, ৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৭ অত্রি ভৌম, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, ৯ ত্রিত আপ্ত্য॥

প্র প্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং বন্দদ্বীরায়েন্দবে।
ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি॥ ১॥
কশ্যপস্য স্বর্বিদো যাবাহুঃ সযুজাবিতি।
যযোর্বিশ্বমপি ব্রতং যজ্ঞং ধীরা নিচার্য্য॥ ২॥
অর্চত প্রার্চতা নরঃ প্রিয়মেধাসো অর্চত।
অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরমিদ্ ধৃষ্ণ্বর্চত॥ ৩॥
উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্ষিধে।
শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎ সখ্যেষু চ॥ ৪॥
বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য শবসঃ।
এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্॥ ৫॥
স ঘা যন্তে দিবো নরো ধিয়া মর্তস্য শমতঃ।
ঊতী স বৃহতো দিবো দ্বিষা অংহো ন তরতি॥ ৬॥
বিভোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।
অথা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্নং সুদত্র মংহয়॥ ৭॥
বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপাচ্চতুষ্পাদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি॥ ৮॥
অমী যে দেবা স্থন মধ্য আরোচনে দিবঃ।
কদ্ ব ঋতং কদমৃতং কা প্রত্না ব আহুতিঃ॥ ৯॥
ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্মাণি কৃণ্বতে।
বি তে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু বক্ষতঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সাধকগণ-কর্তৃক আরাধনীয় ঐশ্বর্যসম্পন্ন দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানযুক্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধি কর ; সেই দেবতা সৎকর্মসাধনের জন্য প্রজ্ঞাযুক্ত

কর্মশক্তি দান ক'রে তোমাদের প্রবর্ধিত করবেন। (ভাব এই যে,—সাধকদের ভগবান্ শক্তিদান ক'রে মোক্ষলাভে সহায়তা করেন)। [যেদিক দিয়েই হোক না কেন, সাধককে নিজের শক্তির উদ্বোধন করতে হবে। তাতেই তাঁর নিঃশ্রেয়স্ লাভ ঘটে]। [এর গেয়গানের নাম—'বামদেব্যং']।

২। সর্বজ্ঞ দেবতার সহচর ভক্তি ও জ্ঞান ; জ্ঞানভক্তিসমন্বিত ব্যক্তির সমস্ত কর্মই ভগবানের আরাধনা, এটা জেনে জ্ঞানীব্যক্তিগণ তা জগতে প্রখ্যাপিত করেন। (ভাব এই যে,—সাধকগণই ভগবানের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন)। [যিনি জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করেছেন, যাঁর মন জ্ঞান ও ভক্তিলাভের ফলে রজঃ ও তমের ঊর্ধ্বে উঠেছে, তিনি পাপ-কার্যে রত হ'তে পারেন না ; তাঁর কর্ম-প্রেরণার মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব থাকে ব'লে তিনি অন্যায় অসৎকার্য সম্পাদন করতে পারেন না। —এখানে 'কশ্যপ' অর্থে 'সর্বজ্ঞ দেবতা' ধরাই সঙ্গত]। [এর গেয়গানের নাম—'কশ্যপং']।

৩। হে তোমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা নেতা হয়ে অভীষ্টপূরক দেবতাকে সর্বতোভাবে আরাধনা কর ; সৎকর্মপ্রিয় হয়ে তাঁকে প্রকৃষ্টরূপে (সৎকর্মসাধনের দ্বারা) পূজা কর ; তোমরা রিপুবিমর্দক দেবতাকে আরাধনা কর ; অপিচ, সর্বজীব সেই দেবতাকে যেন ভগবানের আরাধনা করে। (প্রার্থনাটির ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবানের অনুসারী হই ; সমস্ত লোকও যেন ভগবানের অনুসারী হয়)। [এখানে প্রার্থনার ব্যাকুলতা ও সার্বজনীনতা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু আমিই নয়, সেই সঙ্গে বিশ্ববাসী সকলেই ভগবানের আরাধনা ক'রে মুক্তিলাভ করুক]। [এর গেয়গানের নাম—'প্রেয়মেধম্']।

৪। যেহেতু সেই পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেব আমাদের ভক্তিসহযুত সখিত্বে অতিশয় প্রীত হন (অথবা, সেই হেতু, বহুশত্রুবিনাশকারী পরমৈশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে, স্তোত্র ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয়)। (ভাব এই যে,—আমাদের ভক্তিসহযুত সখ্যতার সাথে তাঁর বিদ্যমানত্ব হেতু শত্রুনাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেবে তৃপ্তিপ্রদ কর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য)। [সায়ণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এখানে উচ্চৈঃস্বরে সামগানের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান ক'রে সোমরস পান করিয়েছেন। তাঁর 'সুতেষু' শব্দে সোমরস মাদক-দ্রব্য অর্থ পরিগ্রহণ ক'রে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। সায়ণ ঐ শব্দে 'পুত্রেষু' অর্থ ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঋকের অন্তর্নিহিত ঐ 'সুতেষু' আর 'সখ্যেষু' শব্দ দু'টিতে যথাক্রমে 'বিশুদ্ধা ভক্তি' ও 'সখ্যভাব' ধরাই সঙ্গত। ভক্তিমিশ্রিত সখ্য—সে এক উচ্চস্তরের সাধনা। সখ্যের পরই আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনে সাধ্য-সাধকে অভিন্ন মিলন]। [এর গেয়গানের নাম—'বাহ দুক্থং' এবং এটির গায়ক-ঋষি—'মধুচ্ছন্দা']।

৫। হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! শত্রুজয়কারিণী, অপরাজেয়া শক্তির আধারভূত দেবতাকে তোমরা আরাধনা কর ; ভগবৎপ্রীতি সাধনের দ্বারা আত্ম-উৎকর্ষ-বিধায়ক সৎ-বৃত্তিসমূহের এবং সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের রক্ষার জন্য আমি যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের ও সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্য লাভের জন্য আমি যেন ভগবানের আরাধনা ক'রি)। [ভগবান্ 'শবসঃ পতিঃ'—তিনি শক্তির অধিকারী। এই পূর্ণশক্তিস্বরূপের ধ্যানে,—'অহং' বা 'ত্বং' যে কোন অবলম্বনেই হোক না কেন—মানুষের মধ্যে সেই শক্তি জাগরিত হয়। লক্ষণীয়—এখানে শক্তির 'শত্রুজয়কারিণী' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধক পরোক্ষভাবে আত্ম-উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে, রিপুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বানরস্য সামনী দ্বে'। এর গেয়গানের ঋষি—'প্রিয়মেধ']।

৬। সৎকর্মানুষ্ঠানে শান্তচিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রার্থনা দ্বারা দেবভাবসম্পন্ন আপনার মিত্রভূত উপাসক হন, তিনি মহৎ দেবতার—আপনার—রক্ষাশক্তি দ্বারা রিপুতুল্য পাপকে পরাজয় করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসারী জন দেবতার কৃপায় পাপের কবল থেকে মুক্ত হন)। [মন্ত্রটিতে নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হয়েছে। ভগবানের প্রিয় উপাস্য—সখ্যভাবের সাধক—তাঁর সাথে অভিন্নরূপে মিলিত হন ব'লে পাপের আক্রমণ থেকে মুক্তিলাভ করেন]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'শাকপূতে দ্বে'। এটির ঋষির নাম 'ভরদ্বাজ']।

৭। সর্বশক্তিমান্ বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! পরম ধনের মহৎদান আপনার-ই ; অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনি-ই পরমধন দান করেন ; অতএব সর্বজ্ঞ পরমমঙ্গলদাতা হে দেব! আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরম-কল্যাণপ্রদ ধন প্রদান করুন)। [পরমধন—মোক্ষ। একমাত্র সর্বশক্তিমান্ ভগবানই সেই ধন প্রদান করতে পারেন]। [এর গেয়গানের নাম—'বরুণান্যাঃ সাম। এর গেয়গানের ঋষি—'অত্রি']।

৮। সংস্কারকারিণি (সত্ত্বভাবপ্রদায়িনী) জ্ঞান-উন্মেষিণী হে দেবি (উষা)! আপনার আগমন অনুসরণ করলে, মনুষ্য পশু ও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ বল প্রাপ্ত হয় ; আরও, তারা সকলে স্বর্গলোকের সীমান্তভাগে (কাছে) প্রকৃষ্টরূপে প্রয়াণ করে। (ভাব এই যে,—সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানদেবতার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় ; জ্ঞানের প্রভাবে প্রাণিগণ উর্ধ্বগতি লাভ ক'রে)। ['অর্জ্জ' ধাতু থেকে উৎপন্নপদ 'অর্জ্জুনি'। ধাতুর অর্থ—সংস্কার বা পরিষ্কার। পাপের ক্লেদ যার অঙ্গে অঙ্গে সংলিপ্ত আছে, তার সেই ক্লেদকে জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবী উষা অপসারণ ক'রে দেন। তাই তাঁর নাম—'অর্জুনি' অর্থাৎ 'শ্বেতবর্ণা'। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হ'লে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভা বিস্তার করে, তার সম্বন্ধেই ঐ পদটি প্রযুক্ত]। [এর গেয়গানের নাম—'উষসম']।

৯। হে দেবগণ! (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ)! অন্তরীক্ষলোকে প্রসিদ্ধ আপনারা যেখানে অবস্থিতি করেন, স্বর্গের প্রভায় সে স্থান দীপ্তিমান থাকে ; (ভাব এই যে,—যেখানে দেবত্ব বর্তমান থাকে, সেই স্থানই স্বর্গ ব'লে অভিহিত হয়) ; হে দেবগণ! আপনাদের সম্বন্ধীয় সত্য কোথায়? আর কোথা হ'তেই বা অসত্য এলো? আরও, আপনাদের সম্বন্ধীয় সনাতন নিত্য সৎকর্ম কোথায় গেল? (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ইহজগতে অসত্যের ও অপকর্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে ; আমাকে সত্যের ও সৎকর্মের তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন)। ['দেবাঃ' পদটিতে 'দেবগণ' অর্থে দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণবিশিষ্টকে বোঝাচ্ছে। 'ঋতং' পদটিতে 'সত্য' এবং 'যজ্ঞ' অর্থাৎ 'সৎকর্ম' অর্থ পাওয়া যায়। সমগ্র মন্ত্রটির ভাব এই যে,—যেখানেই দেবগণের আবির্ভাব হয়, সেইস্থানই স্বর্গের নন্দনকানন। অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হলেই স্বর্গ লাভ হয়। নানা পাপময় প্রলোভনে ও রিপুর তাড়নে এ সংসার অসত্যের ও অপকর্মের ক্ষেত্র ব'লে প্রতিভাত হয়। আমাদের সর্বদাই জর্জরিতকারী রিপুগণের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাতে সত্যের ও সৎকর্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'তে পারি, দেবগণ যেন তারই উপায় বিহিত করেন]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'দেবানাং রুচিঃ']।

১০। ঋক্‌সামরূপ যে স্তোত্রের দ্বারা সাধকগণ মোক্ষপ্রাপক প্রার্থনা ইত্যাদি কর্মসমূহ করেন, সেই স্তোত্রসমূহের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা ক'রি (অথবা ঋক্‌সাম-রূপ স্তোত্রকে আমরা পূজা ক'রি) ; সৎকর্মকে স্তোত্রসমূহ দীপ্তি প্রদান করে এবং সৎকর্মকে স্তোত্রসমূহ দেবভাবের অভিমুখী করে। (ভাব এই যে,—সৎকর্মসমন্বিত প্রার্থনার দ্বারা মানুষ দেবভাব লাভ করে)। [কর্মের সাথে

প্রার্থনার যোগ থাকলে, সেই কর্মগুলি দেবতার অভিমুখী হয়। সাধক সৎকর্ম সাধন করছেন ; প্রার্থনা ও বৈদিক মন্ত্র তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সৎকর্ম-সম্পাদনের মহৎ উদ্দেশ্য—ভগবৎ-প্রাপ্তি। ভগবানের উদ্দেশেই স্তোত্রসমূহ উচ্চারিত হয় ; তাই তা আমাদের তাঁর বিরাট মহিমার—অনন্ত গৌরবের—কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ; আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হয়, আমাদের কর্মকে ভগবানের উদ্দেশে পরিচালিত করে। বেদ সেই স্তোত্ররাজির অনন্ত আকর, বেদই মানুষের ভগবৎ-চরণে পৌঁছাবার উপায় বিধান ক'রে দিয়েছেন। জগতের আদিভূত অনন্তজ্ঞানের সন্ধান মানুষ এই অপৌরুষেয় অনাদি বেদের সাহায্যেই লাভ করে]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'ঋক্‌সাম্নোঃ সামনী দ্বে']।

●

তৃতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র, ২ দ্যাবাপৃথিবী॥ ছন্দ জগতী, ১ অতি জগতী, ১০ মহাপংক্তি॥ ঋষি ১ রেভ কাশ্যপ, ২ সুবেদা শৈরীষি বা শৈলূষি, ৩ বামদেব গৌতম, ৪।৭।৮ সব্য বা সত্য আঙ্গিরস, ৫ বিশ্বামিত্র গাথিন, ৬ কৃষ্ণ বা কৃষ্ট আঙ্গিরস, ৯ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ১০ মেধাতিথি কাণ্ব (ঋগ্বেদে মান্ধাতা যৌবনাশ্ব), ১১ কুৎস আঙ্গিরস॥

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তরসং তরস্বিনম্॥ ১॥
শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেহহন্যদ্দস্যুং নর্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্ত্বা রোদসী ধাবতামনুভ্যসাতে শুষ্মাৎ পৃথিবী চিদদ্রিবঃ॥ ২॥
সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো য এক ইদ্ ভূরতিথির্জনানাম্।
স পূর্ব্যো নূতনমাজিগীষং তং বর্তনীরনুবাবৃত এক ইৎ॥ ৩॥
ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব প্রতি তদ্ধর্য নো বচঃ॥ ৪॥
চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যাতমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত।
বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্যং জরমাণং দিবেদিবে॥ ৫॥
অচ্ছা ব ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্যু বঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত পরি ষ্বজন্ত।
জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে॥ ৬॥

অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্।
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষং ভুজে মংহিষ্ঠমভিবিপ্রমর্চত॥ ৭॥
ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভুবঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমিন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ॥ ৮॥
ঘৃতবতী ভুবনা-নামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥ ৯॥
উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ১০॥
প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখায় হুবেমহি॥ ১১॥

মন্ত্রার্থ— ১। সাধকগণ মিলিত হয়ে সর্বব্যাপী রিপুসংগ্রাম-জয়কারী বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে অর্থাৎ দেবতার নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং আত্মজ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে হৃদয়ে জাগরিত করেন ; সুতরাং, বিশ্বমঙ্গল-সাধনের জন্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, রিপুনাশক, বীর্যবন্ত, ও জস্বিতম, বলবান্, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে পরমধন-লাভের জন্য আমরা যেন আরাধনা ক'রি। (ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য আমরা যেন ভগবানের অনুসারী হই)। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'ত্রৈশোকং']।

২। পাপনাশে পাষাণ-কঠোর হে দেব! যেহেতু আপনি রিপুগণকে নিঃশেষে বিনাশ ক'রে জগতে অমৃত প্রদান করেন, এবং যেহেতু দ্যুলোক-ভূলোক আপনাকে পূজা করে এবং আপনার প্রভাবে ত্রিলোক ভয়ে কম্পিত হয় ; সেই হেতু আপনার আদিভূত জ্ঞানাত্মিকা শক্তিলাভের জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। (প্রার্থনাটির ভাব এই যে,—সর্বলোকের আরাধনীয় হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে জ্ঞান-শক্তি প্রদান করুন)। [ভগবানের সাহায্য ব্যতিরেকে মোক্ষলাভের অন্তরায়ক অজ্ঞানতারূপ শত্রুর বিনাশ হয় না।—শক্তির আদি, শক্তির বিকাশই এই জগৎ। সেই আদিশক্তি জ্ঞান। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ। এই জ্ঞান-শক্তির বলেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এবং জগৎ বর্তমান আছে।.....বিশ্বের মূলে আছেন—চৈতন্যসত্তা। এই চৈতন্যসত্তার দৃষ্টিতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয় ; আবার সেই—দৃষ্টির অপসারণেই সৃষ্টি বিলয়প্রাপ্ত হয়। সাধক-গায়ক সেই আদিশক্তি মূলশক্তি লাভের জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন]। [এর গেয়গান আটটির নাম—'শৈখণ্ডিনে দ্বে', 'আত্রের্বিবর্তৌ দ্বে', 'মহাসাবেতসে দ্বে', 'মহাশৈরীষে দ্বে']।

৩। হে আমার কর্মপ্রবৃত্তিসমূহ বা চিত্তবৃত্তিসমূহ! দ্যুলোকে স্বামীকে সৎকর্মসাধনের ও প্রার্থনার দ্বারা অনুসরণ কর অর্থাৎ তাঁকে প্রাপ্ত হও। একমাত্র যে দেবতা লোকসমূহের অতিথির ন্যায় প্রিয় হন, আদিভূত সেই দেবতা একমাত্র বিজয়-পথ-স্বরূপ হয়ে রিপুজয়েচ্ছু স্তোতাকে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—ভক্তবৎসল বিশ্বপতি ভগবানকে আমি যেন পূজা ক'রি)। [ভগবান্ তাঁর সবল দুর্বল সকল সন্তানকেই নিজের ক্রোড়ে তুলে নেবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে আছেন। মানুষ একটুখানি অগ্রসর

হ'লে—অগ্রসর হবার জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করলে তিনিও অগ্রসর হয়ে তাকে গ্রহণ করেন।—এই মন্ত্রের মধ্যে 'অতিথিঃ' পদটি অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ অতিথির মতো প্রিয় হন। এর মধ্যে আর্যধর্মের সেই বিশেষত্ব—আতিথেয়তা—দেখা যায়। এই মন্ত্র থেকে ইতিহাসবেত্তাগণ প্রাচীন আর্যসমাজের উচ্চ সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পেয়ে থাকেন]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ইন্দ্রায় প্রিয়ায় ত্রীণি']।

৪। প্রকৃষ্টধনসম্পন্ন, সকলের পূজ্য, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা যে সকল প্রার্থনাকারী আমরা আপনাকে অবলম্বন ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হই ; সে আমরা সকলেই আপনার অঙ্গীভূত, (আশ্রয়প্রাপ্ত) হয়ে থাকি। স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্! আপনার ভিন্ন কোনও স্তুতি ইহজগতে নেই ; অর্থাৎ যে কোনও স্তুতিমন্ত্রই আমরা উচ্চারণ ক'রি না কেন, সবই আপনাকে প্রাপ্ত হয় ; অতএব সকলের ধারণকর্ত্রী পৃথ্বীমাতার ন্যায়, আমাদের উচ্চারিত স্তুতিলক্ষণ বাক্যকে, আপনি গ্রহণ (শ্রবণ) করুন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-কর্মে আমাদের আসক্তি হোক এবং ভগবান্ আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন)। [প্রথম প্রার্থনা—আমরা যেন ভগবানেরই কর্মে (সৎকর্মে) জীবন ন্যস্ত করতে পারি। দ্বিতীয় প্রার্থনা—যেখানে যার উদ্দেশ্যে কিছু স্তুতিমন্ত্র উচ্চারিত সবই তো সেই একতম ঈশ্বরেই বর্তায় ; সুতরাং আমাদের স্তুতিমন্ত্রও যেন তাঁর উদ্দেশেই বিহিত হয়। তৃতীয় প্রার্থনা—আমাদের শত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ভগবান্ যেন আমাদের পূজা গ্রহণ করেন]। [এটির গেয়গানের নাম—'বৈরূপাণি ত্রীণি']।

৫। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! অভীষ্টদায়ক, পরমধনসম্পন্ন স্তবনীয়, প্রবর্ধমান, সর্বলোকের আরাধ্য, নিত্য, পূজনীয়, বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে তোমরা মহনীয় বাক্য এবং সৎকর্মসমন্বিত প্রার্থনার দ্বারা অনুক্ষণ আরাধনা কর। (ভাব এই যে,—আমি যেন সর্বতোভাবে ভগবানের অনুসারী হই)। [কিভাবে ভগবানের আরাধনা করলে তাঁর কৃপা লাভ হয়, তার উত্তর মন্ত্রের মধ্যে 'দিবে দিবে' পদে পাওয়া যায়। অনুক্ষণ তাঁর আরাধনা করবে, প্রত্যেক কার্য তাঁর আরাধনা মনে ক'রে সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন তাঁর মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়, তবেই তাঁর কৃপালাভ করা যায়]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম 'বার্হদুক্থম্']।

৬। মোক্ষদায়ক মুক্তিবিধায়ক ভগবানে সঙ্গত সর্বব্যাপী স্তুতিসমূহ সর্বতোভাবে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। জায়া যেমন তার মরণধর্মশীল পতিকে আলিঙ্গন করে, আমার উচ্চারিত সেই স্তুতিসমূহ, আমাদের মোক্ষদানের জন্য, পরমধনস্বামী ভগবানকে প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,—কর্মের প্রভাবে যেন আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। ['জনয়োঃ পতিং মর্যং'—এই উপমা বাক্যের অর্থে—'জায়া যেমন তার মরণধর্মশীল পতিকে আলিঙ্গন করেন'। এর দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষে পতির সাথে চিতারোহণ প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়]। [এর গেয়গানের নাম—'ত্রাসদস্যবে দ্বে']।

৭। হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তেজস্বী (শত্রুস্তম্ভনকারী), সকলের পূজনীয়, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তূয়মান, সকল ধনের আধারস্থান, সেই ভগবানকে তোমরা স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে আনন্দ দান কর। যে ভগবানের অনুকম্পায় মনুষ্যগণের হিতসাধক কর্মসমূহ, হিতকর সূর্যরশ্মির ন্যায়, সর্বত্র প্রবর্তিত রয়েছে ; আপনার এবং অপর সকলের সুখের নিমিত্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞানের আধারকে তোমরা সর্বতোভাবে আরাধনা কর। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক ; ভাব এই যে,—ভগবানের আরাধনা সকলের সুখদায়ক ; অতএব, হে জীব! তুমি সদাকাল ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও)। [প্রচলিত

ব্যাখ্যায় যজমান অথবা পুরোহিতের কণ্ঠে ঋত্বিকদের সম্বোধন ক'রে বিষয়-ভোগের জন্য ইন্দ্রের পূজা করতে বলা হয়েছে। আবার, 'মেষং' পদে পুরাণের একটি উপাখ্যানকে টেনে আনা হয়েছে ; মেধাতিথির যজ্ঞে মেষের আকার ধারণ ক'রে ইন্দ্রের সোমপান—এমন গল্প বর্ণনা করা হয়েছে। 'মেষং' পদের অর্থ এখানে 'স্পর্ধমান, তেজস্বী, শত্রুস্তম্ভনকারী' সমীচীন]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানটির নাম—'সোম সাম']।

৮। হে আমার মন! যে ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য স্তোতা সর্বদা স্তব করছে ; শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, স্বর্গ-প্রদাতা সেই ভগবানকে সর্বতোভাবে আরাধনা কর ; আত্মরক্ষার জন্য—পরিত্রাণলাভের জন্য, ক্ষিপ্রগতিশীল শব্দের ন্যায় (অথবা, সৎকর্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যেমন অতিত্বরায় ভগবানের সান্নিধ্য প্রদান করে, তেমনই ভাবে) সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্ব-ক্ষরণশীল কর্মরূপ যানের প্রতি অথবা হৃদয়ে সেই ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) ত্বরায় আনয়ন কর। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক ; মনকে সম্বোধনসূচক। ভাব এই যে,—হে মন! তুমি আলস্য পরিত্যাগ কর ; শীঘ্র সৎকর্মপরায়ণ হও ; তোমার সৎকর্ম থেকে জাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান্ শীঘ্রই তোমাকে সকল পাপ-পতন থেকে রক্ষা করবেন)। ['মেষং'—'মহাপ্রভাবসম্পন্নং'। মন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন এমন ভাবের সাত্ত্বিকপূজায় ব্রতী হ'তে পারি, যে পূজার ফলে আমাদের হৃদয় বা কর্মসকল শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং সেই হৃদয় বা কর্মের মধ্যে যেন ভগবান্ এসে বিরাজ করেন]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌভরম্']।

৯। দীপ্তিমান্ বিস্তীর্ণ প্রসিদ্ধ অমৃতপূর্ণ সৌন্দর্যশালী নিত্য বহুবীর্যশালী দ্যুলোক-ভূলোক অভীষ্টবর্ধক দেবতার ধারণশক্তির দ্বারা বিশেষভাবে ধৃত হয়ে সর্বলোকের আশ্রয়ভূত হয়েছে। (ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তির দ্বারা সমস্ত লোক বিধৃত আছে)। [এর গেয়গানের নাম—'বরুণসামনী দ্বে']।

১০। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, তেমনই আপনিও দ্যুলোক-ভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন ; সেইজন্য দেবভাবপ্রদাতা, আত্ম-উৎকর্ষ-সাধকদের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোক-ভূলোক অনুসরণ করে ; দেবভাব-উৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকদের দেবভাব প্রদান করেন ; মঙ্গল-উৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকদের মঙ্গল প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সর্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরম-মঙ্গল প্রদান করেন)। [আগের মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোক অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী ও সৌন্দর্যশালী বলা হয়েছে। এই মন্ত্রে সেই দীপ্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। জগৎ তাঁর শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপী তাঁর উন্মেষ হ'লে মানুষের এবং দেবতারও হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে ; অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। জগতের প্রতি যখন ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হয়ে যায়। মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—দ্যুলোক-ভূলোক সর্বলোক আপনার (ভগবানের) অনুসরণ করে। আবার, যাঁরা তাঁর দিকে অগ্রসর হ'তে ইচ্ছা করেন, তাঁদের হাতে ধ'রে তিনি কোলে তুলে নেন, যাতে তাঁরা পথভ্রান্ত না হন, পাপের দ্বারা আক্রান্ত না হন। অন্তরের সাথে যাঁরা মুক্তিকামনা করেন, তাঁরা ভগবানের কৃপায় অবশ্যই অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারেন। তাই তিনি—'চর্ষণীনাং সম্রাজং']। [এই সাম-মন্ত্রটির নাম—'শ্যেনম্']।

১১। যে দেবতা সরলপথ-অবলম্বী সৎ-মার্গ-অনুসারী সাধুজনের দ্বারা অর্থাৎ সাধুহৃদয়ে আবির্ভূত

হয়ে, অজ্ঞানতার উৎপাদক বা মূলীভূত অসৎ প্রবৃত্তিসমূহকে নিরন্তর নাশ করছেন ; হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সেই স্তোতব্য দেবতার উদ্দেশে শ্রেষ্ঠস্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) প্রকর্ষের সাথে উচ্চারণ কর অর্থাৎ সৎকর্ম সাধনার সাথে অনুধ্যান কর ; আত্মরক্ষায় অভিলাষী হয়ে আমরা, অভীষ্টপূরক, আমাদের হিতসাধনের নিমিত্ত রিপুবিমর্দক আয়ুধধারী, বিবেকরূপী দেবগণের সাথে মিলিত, সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য যেন আহ্বান ক'রি—অনুসরণ ক'রি। (ভাব এই যে,—দেবশক্তি অসৎপ্রবৃত্তির নাশক ও সর্বদা শ্রেয়ঃসাধক ; সুতরাং সেই শক্তি অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় বীভৎস দেবচরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। সেখানে ঋজিশ্বনা রাজার সাথে কৃষ্ণের (ঐ নামধারী এক অসুরের) গর্ভবতী ভার্যাদের হত্যাকারী হৃষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের সাথে স্তুতি অর্পণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ঋষিরা যেন রক্ষা পাবার ইচ্ছায় সেই অভীষ্টদাতা দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎ-গণের সাথে তাঁদের সখা হবার জন্য আহ্বান করছেন।—এমন অর্বাচীন ও অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।—এখানে 'ঋজিশ্বনা' অর্থে 'সরলপথগামী বা সৎ-মার্গ অনুসারী' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' অর্থাৎ 'অজ্ঞানতায়াঃ উৎপাদয়িত্রীঃ মূলীভূতা বা—অসৎপ্রবৃত্তীন' এমন অর্থই সমীচীন। 'মরুৎ' যে 'বিবেকরূপী দেবতাগণ' তা আমরা প্রতি সামেই দেখিয়েছি]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'বৈরূপম্']।

●

চতুর্থী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র॥ ছন্দ উষ্ণিক্॥ ঋষি ১ নারদ কাণ্ব, ২।৩ গোযূক্তি ও অশ্বসুক্তি কাণ্বায়ন, ৪ পর্বত কাণ্ব, ৫-৭।১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৮ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৯ গৌতম রাহূগণ॥

ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উক্থ্যম্।
বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহাঁ হি ষঃ॥ ১॥
তমু অভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ইন্দ্রং গীভিস্তবীষমা বিবাসত॥ ২॥
তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষু সাসহিম্।
উ লোককৃৎনুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্॥ ৩॥
যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্ বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে।
যদ্ বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ॥ ৪॥

এদু মধোর্মদিন্তরং সিঞ্চ্যধ্বর্যো অন্ধসঃ।
এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ॥ ৫॥
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু।
প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা॥ ৬॥
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায়ঃ স্তোম্যং নরম্।
কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ॥ ৭॥
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ ৮॥
য এক ইদ্ বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ৯॥
সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে।
স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়ে সৎ-ভাব সঞ্জাত হ'লে, সৎ-ভাব-বর্ধক মোক্ষপ্রাপ্তি-সামর্থ্য প্রদানের জন্য আপনি—সৎ-ভাব-সহযুত সৎকর্মকে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—সৎ-ভাব-সমন্বিত সৎকর্ম ভগবানকেই প্রাপ্ত হয় ; আবার, সৎ-ভাবের সঞ্চার ক'রে ভগবান্ সাধককে ও তার কর্মকে পবিত্র করেন)। সেই ভগবান্ নিশ্চয়ই মহান্। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশক ; সৎ-ভাব-সমন্বিত সাধক অবিলম্বে সৎ-ভাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাকে সৎ-ভাব-সমন্বিত ক'রে মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করুন)। ['সুতেষু' অর্থে 'বিশুদ্ধেষু', 'সোমেষু' অর্থে 'সত্ত্বভাবেষু', 'বৃধস্য' অর্থে 'সদ্ভাব-বর্ধকস্য, মোক্ষপ্রাপকস্য', ইত্যাদিই সমীচীন]। [এই সাম-মন্ত্রের নাম—'কৌশং' 'অনুক্রোমাং' এবং 'কৌসং'। এর ঋষি—'নারদ']।

২। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সর্বলোকপূজনীয়, সর্বলোক-আরাধনীয় বলৈশ্বর্যাধিপতি ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা করে প্রার্থনা দ্বারা সেই দেবতাকেই সম্যকরূপে পূজা করো (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমি যেন সর্বতোভাবে ভগবানের আরাধনা ক'রি)। [তিনি 'তবিষং'—মহান্ তিনি। তাই তাঁর কৃপালাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'দৈবোদাসে দ্বে' এবং 'প্রহিতোঃ সংযোজনং'। এর ঋষি—'গোযুক্তি ও অশ্বসুক্তি']।

৩। পাপনাশে বজ্রের ন্যায় পাষাণকঠোর হে দেব! আপনার অভীষ্টবর্ষক রিপুসংগ্রামে শত্রুজয়কারী লোকসমূহের রক্ষক এবং জ্ঞানভক্তি সঞ্চারকারী, মোক্ষদায়ক সেই পরমানন্দ আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের মোক্ষসাধক পরমানন্দ প্রদান করুন)। [ভগবান্ পরমানন্দের উৎস, অর্থাৎ ভগবানকে পাওয়া বা তাঁর কৃপা-লাভই মানুষের পরমানন্দ। এই মন্ত্রের মধ্যে সেই আনন্দের স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে। পরমানন্দই মুক্তি—মোক্ষ। এই পরমানন্দকে যিনি লাভ করেছেন তাঁর অন্তরের ও বাহিরের সকলশত্রুই বিধ্বংস হয়ে যায়]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'হারিবর্ণানি চত্বারি']।

৪। পরমৈশ্বর্যশালিন হে ভগবন্! আপনি ভগবৎপরায়ণ জনে, অপিচ, ত্রিগুণসাম্যপ্রাপ্ত আত্মদর্শী

জনে এবং বিবেকসম্পন্ন জনে পরমার্থসাধক শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার ক'রে দেন ; আপনি আমাদের জ্ঞানরশ্মি ও শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি দ্বারা সম্যক দীপ্ত করুন এবং পরমানন্দ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। বিবেকী জন বিবেকের প্রভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অকিঞ্চন আমরা, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে অপিচ, সৎ-ভাব ইত্যাদির দ্বারা আমাদের স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)। [জটিল মন্ত্রটিকে কোন কোন ভাষ্যকার অনেক কষ্ট-কল্পনা ক'রে আরও জটিল ক'রে তুলেছেন। এমনই একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে পাওয়া যায়—হে ইন্দ্র! বিষ্ণু অথবা আপ্তত্রিত অথবা মরুৎগণ (আগত হ'লে) যে সোম (পান ক'রে) প্রমত্ত হয় সেই সোমরসের সাথে আগমন কর। —কিন্তু 'বিষ্ণবি' অর্থে 'ভগবৎপরায়ণে জনে', 'ত্রিত আপ্তে' অর্থে 'ত্রিগুণসাম্যপ্রাপ্তে আত্মদর্শনে', 'সোমং' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্বং'—ইত্যাদি বোঝাই সঙ্গত]। [এই মন্ত্রটির ঋষি—'পর্বত']।

৫। সৎকর্মের নেতা হে আমার মন! তুমি সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দদায়ক মোক্ষপ্রাপক বিশুদ্ধ জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চয় কর। সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা চিরবর্ধনশীল আত্মশক্তিসম্পন্ন সাধকই কেবল ভগবানের পূজায় সমর্থ হন। (ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য আমি যেন ভগবানের আরাধনা ক'রি)। [যিনি মোক্ষলাভে অভিলাষী তিনিই ভগবানের উপাসনায় রত হন। তিনি 'সদাবৃধঃ'—সত্ত্বাদির দ্বারা চিরবর্ধনশীল। ভগবানের উপাসক—সৎকর্মে রত সাধক—ক্রমশই—উচ্চ থেকে উচ্চতর সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করেন, অবশেষে ভগবৎ-পদে আত্মলীন হয়ে যান ; অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন]। [এর গেয়গানের নাম—'সুরাধসে দ্বে']।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজন কর ; তিনি সেই অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণ করুন এবং কৃপা ক'রে তোমাদের পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে পরমধন মোক্ষ প্রদান করুন)। [মোক্ষ বা মুক্তি লাভের অর্থই স্বরূপ অবস্থায় ফিরে আসা। একেই বলে 'স্বপদে' প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যে শুদ্ধসত্ত্বভাব থেকে মানুষ এসেছে, সেই পূর্বভাবে ফিরে যাওয়াকেই বলে মুক্তি—মোক্ষ—মায়া মোহ অজ্ঞানতা ইত্যাদি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে বুদ্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন বা ঈশ্বরে লীন হওয়া]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মারুতং'। এটির ঋষি—'বিশ্বমনা বৈয়শ্ব']।

৭। সৎকর্মে মিত্রস্বরূপ হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা একাগ্রভাবে আগমন কর—সৎকর্মে উদ্বোধিত হও। অদ্বিতীয় যে ভগবান্ রিপুশত্রুদের বিনাশ করেন (অথবা আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধককে উদ্ধার করেন), সকলের আরাধনীয়, সকল সৎকর্মে নেতৃস্থানীয়, পরমৈশ্বর্যশালী সেই ভগবানকে আমরা যেন পূজা ক'রি। (ভাব এই যে,—আমি যেন একাগ্রভাবে ভগবৎপরায়ণ হই)। [চিত্তবৃত্তিগুলি যখন সৎকর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন তারাই মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মানুষকে মোক্ষের পথে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সৎ-ভাবপূর্ণ চিত্তবৃত্তি ভিন্ন অন্য বন্ধু সংসারে আর নেই। তাই তো তারা 'সখায়ঃ']। [এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বমনসং']।

৮। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! মেধাবী মহত্ত্বপূর্ণ বা মহত্ত্বসম্পন্ন সর্বজ্ঞ সকলের স্তবনীয় পরমব্রহ্ম বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সৎ-ভাব সৎকর্ম-সহযুত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ কর। [ভাব এই যে,—আমি যেন পরমব্রহ্মের অনুসারী হই]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রাণি ত্রীণি']।

৯। সকল জগতের পতি, না-প্রতিশব্দরহিত, অভীষ্টপূরক, অদ্বিতীয় লোকহিতসাধক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তিনি এই মরণধর্মশীল উপাসককে শীঘ্রই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ধন বিশেষভাবে প্রদান

করেন। (ভাব এই যে,—সকলের অভীষ্টপূরক ভগবান্ উপাসককে শীঘ্রই পরিত্রাণ ক'রে থাকেন)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদে ইন্দ্রকে কেবলমাত্র হব্যদাতা ঋত্বিককে অথবা হব্যদাতা যজমানকে ধন প্রদানকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষে আবার তাঁকে জগতের প্রভু বা সমস্ত জগতের নির্বিরোধী স্বামী বলা হয়েছে। জগৎ-প্রভু কি এমন পক্ষপাতপূর্ণ হ'তে পারেন?]। [এই গানের ঋষি—'গোতম'। গেয়গানের নাম—'ত্রেকুভানি ত্রীণি']।

১০। রিপুনাশে বজ্রের ন্যায় কঠোরস্বভাব, সর্বলোকের নেতৃস্থানীয় বলৈশ্বর্যাধিপতি পরমব্রহ্মের উদ্দেশে আমরা সর্বতোভাবে স্তোত্র উচ্চারণ ক'রি। (ভাবার্থ—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রকৃষ্টভাবে প্রার্থনা ক'রি)। সৎকর্মে মিত্রস্বরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরাও সেই দেবতাকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর। (ভাব এই যে,—আমি যেন সকলরকমে ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [তিনি রিপুনাশক। দেবতার কঠোরতার বিকাশ হয়—রিপুদলনে, পাপের উচ্ছেদসাধনে। সাধকের প্রতি তিনি যেমন কৃপাপরায়ণ, পাপের বিনাশ কল্পে তেমনি তিনি বজ্রকঠোর। তিনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি—একদিকে মাতার স্নেহ, অপরদিকে রুদ্রের ভীষণ সংহারমূর্তি। মন্ত্রে সেই অপূর্ব রুদ্রমূর্তিরই পরিচয় রয়েছে]। [এটির ঋষি—'বিশ্বমনা'। এর গেয়গানের নাম—'ঔক্ষো নিয়ানানিত্রীণি']।

●

পঞ্চমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১-৪।৮ ইন্দ্র, ৫।৭ আদিত্যগণ, ৬ অগ্নি॥ ছন্দ উষ্ণিক্, ৮ বিরাট্ উষ্ণিক্॥ ঋষি ১ প্রগাথ ঘৌর কাণ্ব, ২ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৩ নৃমেধ আঙ্গিরস, ৪ পর্বত কাণ্ব, ৫।৭ ইরিম্বিঠি কাণ্ব, ৬ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব, ৮ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি॥

গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমাং দেবতাতয়ে।
যদ্ধংসি বৃত্রমোজসা শচীপতে॥ ১॥
যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ন্।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব॥ ২॥
এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দিবঃ॥ ৩॥
য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি।
যেনা হংসি ন্যাতত্রিণং তমীমহে॥ ৪॥

তুচে তুনায় তৎ সু নো দ্রাঘীয় আয়ুজী বসে।
আদিত্যাসঃ সুমহসঃ কৃণোতন॥ ৫॥
বেখা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্।
অহরহঃ শুন্ধ্যঃ পরিপদামিব॥ ৬॥
অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্মতিম্।
আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ॥ ৭॥
পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুযতো নার্বা॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ— ১। সকল সৎকর্মের নেতা পরমৈশ্বর্যশালী হে ভগবন্! আপনার বলেব অন্ত নেই। (ভাবার্থ—ভগবান্ শ্রেষ্ঠবলসম্পন্ন, সকল শক্তির আধারভূত)। অপিচ, আপনি বলের দ্বারা সৎ-ভাবের বিনাশক অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করেন। যেহেতু আপনি সর্ববলের আধার, সেই জন্য সৎকর্ম-সাধনের জন্য আপনাকে স্তুতি ক'রি। (ভাব এই যে,—হে ভগবান্, আপনি শক্তি-স্বরূপ ; আমাকে শত্রুনাশের সামর্থ্য প্রদান করুন ; সৎকর্মে নিয়োজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করুন)। [এখানে সাধক-গায়ক পাপ-কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা না ক'রে নিজে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করছেন]। [এর গেয়গানের নাম—'প্রযস্বৎ', 'আক্ষারম্' এবং 'প্রযস্বৎ']।

২। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! দেবভাবসম্পন্ন জনের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অপিচ, সৎ-ভাব-জনিত পরমানন্দ-দানের উদ্দেশ্যে আপনি শুদ্ধসত্ত্বনাশক সৎ-ভাবের রোধক অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করেন ; আমাদের হৃদয়-নিহিত এমন সব শুদ্ধসত্ত্ব অভিযুত—উৎকর্ষ প্রাপ্ত—হয়েছে ; আপনি (তা) গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে নিহিত বা সুপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মোক্ষলাভের উপায়ভূত সমস্ত সৎকর্মের, সৎ-চিন্তার ও সৎ-ভাবের বীজ নিহিত আছে। অজ্ঞানতা, মোহ, প্রভৃতির দ্বারা তা যতক্ষণ পর্যন্ত আবৃত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। জ্ঞানের উৎকর্ষের দ্বারাই সেই আবরণ উন্মোচিত হ'তে পারে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উন্মেষ হ'লে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়]। [এর গেয়গানের নাম—'দৈবোদাসানি চত্বারি']।

৩। সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্বতের ন্যায় স্থির অটল, অপিচ, বিশ্বব্যাপী সর্বলোকের অধিপতি হন। আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [এর গেয়গানের নাম—'সম্বর্ত্তে দ্বে']।

৪। সর্বশক্তিমান্ পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধসত্ত্বের গ্রহীতা হন ; (আপনার অনুগ্রহে) হৃদয়ে যে সৎ-ভাব-জনিত পরমানন্দ উপজিত হয় ; অপিচ, যে শুদ্ধসত্ত্বজনিত পরমানন্দের প্রভাবে (অথবা, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে) আপনি কাম ইত্যাদি অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করেন ; আমরা সেই সৎ-ভাব-জনিত পরমানন্দ লাভের প্রার্থনা ক'রি। (প্রার্থনাটির ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের শুদ্ধসত্ত্বজনিত পরমানন্দ (মোক্ষ) প্রদান করুন)। [ভগবানই একমাত্র আনন্দধারা, আনন্দদাতা—এই

সত্য উপলব্ধি করেই সাধক গায়ক সেই অনন্ত অবিনশ্বর আনন্দের জন্য প্রার্থনা করছেন]। [গেয়গানের নাম—আক্ষারম্']।

৫। দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ হে দেবগণ! সৎকর্মের সম্পাদনের জন্য ও পরমধন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (অথবা, আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদির এবং আমাদের অনন্তজীবন-লাভের জন্য)। সৎকর্ম-সাধনশীল, শ্রেষ্ঠ জীবন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ যেন আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করেন)। [মন্ত্রটির মধ্যে সাধক-গায়ক শুধু নিজেরই জন্য অনন্তজীবনের কামনা করছেন না, পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সকলেই যাতে সেই পরম সম্পদ লাভের অধিকারী হ'তে পারে, তার জন্যও প্রার্থনা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। সৎ-মানুষ চান যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন সকলেই ভগবৎ-পরায়ণ হোক ; সকলেই সেই পরমধন প্রাপ্ত হোক]। [এর গেয়গানের নাম—'দীর্ঘায়ুষ্যং']।

৬। পাপনাশে বজ্রকঠোর হস্ত হে ভগবন্! সদাকাল সূর্য যেমন পক্ষীদের ইতস্ততঃ পরিচালিত করেন ; অথবা, সূর্যের উদয় হ'লে পক্ষিগণ যেমন ইতস্ততঃ গমন করে, তেমনই আপনিই কেবল অন্তঃশত্রুদের পরিবর্জন অর্থাৎ বিনাশের উপায় অবগত আছেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ রিপুনাশক সৎ-ভাব-সঞ্চারক হন)। [আলোক ও অন্ধকারের মতো দেবত্ব ও পশুত্ব এক সময়ে একই স্থান অধিকার করতে পারে না, অর্থাৎ একাধারে থাকতে পারে না। দেবত্বের আবির্ভাব হলেই পশুত্ব পলায়ন করে। তাই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা—তাঁর আবির্ভাবে আমার অজ্ঞানতা দূর হোক। সেই পরমানন্দের একমাত্র অধিস্বামীর কৃপায় আমি যেন পরমানন্দ লাভে সমর্থ হই]। [এর গেয়গানের নাম—'শুদ্ধ্যঃ সাম']।

৭। জ্যোতিস্বরূপ হে দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদের পাপপ্রবৃত্তি নিবারণ করুন ; রিপুগণকে বিনাশ করুন ; অসৎ-বৃত্তি দূর করুন ; আমাদের পাপকবল হ'তে উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সৎ-বৃত্তির সঞ্চার ক'রে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন)। [এই গেয়গানের নাম—'অপামীবং']।

৮। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণ করুন ; আপনাকে প্রাপ্ত হয়ে সেই সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুক ; জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! বল্গা দ্বারা যেমন অশ্ব সংযত হয়, তেমনই সাধকের জ্ঞানভক্তি দ্বারা সংযত কঠোর তপ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য এই সত্ত্বভাব উৎপাদন করে। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদনপূর্বক কৃপা ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [ভগবানকে লাভ করবার উপায় তপস্যা। জ্ঞানভক্তি-সহযুত যে সৎকর্ম তা সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপাদন করে। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হ'লে সাধক শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন, অর্থাৎ সৎকর্মের সাহায্যেই সেই সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়। শুধু কর্ম করলেই হয় না, তাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করবার জন্য জ্ঞান চাই। জ্ঞানই কর্মকে মোক্ষসাধকরূপে পরিণত করতে পারে। আবার যেখানে প্রকৃত জ্ঞান থাকে, সেখানে ভক্তিরও উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিই মানুষকে সেই পরমপুরুষের প্রতি আকর্ষণ করে। ভক্তিবশেই মানুষ তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে। তাই জ্ঞান ও ভক্তিই সাধককে মোক্ষমার্গ-অনুসারী কর্মে নিয়োজিত করে। ফলতঃ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম তিনের সম্মিলনেই মানুষ মোক্ষলাভ করে।—প্রচলিত বঙ্গানুবাদে ইন্দ্রকে সোমপান করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। (সোম) যেন তাঁকে মত্ত করুক এমন প্রার্থনা করা হয়েছে। ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি—এমন সব পাওয়া যায়]। [গেয়গানের নাম—'সহোদৈর্ঘতমসং']।

ষষ্ঠী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ইন্দ্র (৩।৬ মরুদ্‌গণ)॥ ছন্দ ককুপ্॥ ঋষি ১-৬, ৯।১০ সৌভরি কাণ্ব ;
৭।৮ নৃমেধ আঙ্গিরস॥

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্ব-মিচ্ছসে॥ ১॥
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু বঃ স্তষে।
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে॥ ২॥
আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপ স্থাত সমন্যবঃ।
দৃঢ়া চিদ্‌যময়িষ্ণবঃ॥ ৩॥
আ যাহ্যয়মিন্দবেঽশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে।
সোমং সোমপতে পিব॥ ৪॥
ত্বয়া হ স্বিদ্ যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি।
সংস্থে জনস্য গোমতঃ॥ ৫॥
গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ।
রিহতে ককুভো মিথঃ॥ ৬॥
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে!
আ বীরং পৃতনাসহম্॥ ৭॥
অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে।
উদেব গ্মন্ত উদ্ধভিঃ॥ ৮॥
সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে।
অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ॥ ৯॥
বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ ভরন্তোঽবস্যবঃ।
বজ্রিং চিত্রং হবামহে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! আপনি অজাতশত্রু এবং স্ব-তন্ত্র হন ; আপনি অনাদিকাল হ'তে স্ব-তন্ত্র ; চিরকাল যে জন রিপুসংগ্রামে আপনাকে আহ্বান করে, তাকে আপনি বন্ধু করেন। (ভাব এই যে,—অজাতশত্রু অনাদি দেব চিরকাল রিপুসংগ্রামে সাধকের সহায় হন)। [সর্বকালেই ভগবান্

স্ব-তন্ত্র (অনা)। তিনিই জগতের প্রভু। তিনিই জগতের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতির মূলকারণ। তিনি অজাতশত্রু (অভ্রাতৃব্যঃ)। তিনি জগৎ-বন্ধু, সুতরাং কেউই তাঁর শত্রু নয়। তথাপি রিপু সংগ্রামে ভক্ত-সাধকের পরিত্রাণের জন্য বা জগতকে পাপের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তাকে অগ্রসর হ'তে হয়। তাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'শাক্করে দ্বে']।

২। সৎকর্মের মিত্রস্বরূপ হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে দেবতা নিত্যকাল আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন প্রদান করেন, পাপকবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য তোমরা সেই পরমৈশ্বর্যশালী দেবতাকেই স্তুতি কর। (ভাব এই যে,—পাপের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি যেন পরমধনদাতা দেবতার আরাধনা ক'রি)। [যিনি মানুষকে পরমধন—পরাশান্তি দান করেন, তিনিই তাকে পাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। তিনি যদি তাঁর মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত না করেন, তাহলে মানুষের সাধ্য নেই যে, ভীষণ শক্তিশালী রিপুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে]। [এর গেয়গানের নাম—'বৃহৎ কম্']।

৩। রিপুনাশক জ্যোতির্ময় হে ভগবন্! আমাদের আপনারা প্রাপ্ত হোন ; আপনারা আগমন ক'রে আমাদের রিপুকবল হ'তে রক্ষা করুন ; কঠোর রিপুদেরও শাসনকারী আপনারা আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপাপূর্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের রিপুসমূহ বিনাশ করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'প্রস্থাবানঃ' পদে 'শত্রূণামুপরি যুদ্ধার্থ গন্তারঃ বা রিপুনাশকাঃ' না ধ'রে 'প্রস্থাতারঃ প্রগন্তারঃ মরুতঃ' অর্থ ধরা হয়েছে। ফলে, প্রস্থানশীল মরুৎগণকে উদ্দেশ করা হয়েছে। —এটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা]। [এর গেয়গানের নাম—'বৃহৎকম্']।

৪। পরাজ্ঞানদাতা, জ্ঞানাধীশ, সকল সৎ-ভাবের অধিপতি হে দেব! সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সত্ত্বভাবদাতা হে দেব! আপনার প্রদত্ত আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আমাদের সাথে মিলিত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন, আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [সোম—সত্ত্বভাব। হৃদয়ের এই সত্ত্বভাবই ভগবানের সাথে মিলিত হবার যোগসূত্র। তিনিই এই সত্ত্বভাব মানুষকে দিয়েছেন। এই সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ তাঁকে লাভ করে এবং মিলিত হ'তে আহ্বান জানায়। কিন্তু তিনি যখন আসেন, তখন মানুষ তাঁকে কি দেবে? মানুষের নিজস্ব তো কিছুই নেই। তাই সে তাঁকে হৃদয়ের ঐ শুদ্ধসত্ত্বভাবই উৎসর্গ করবে]। [এর গেয়গানের নাম—'সৈয়বসানি ত্রীণি']।

৫। অভিমতফলবর্ষক হে দেব! রিপুগণের সংগ্রামে আপনার কৃপায় প্রার্থনাকারী আমরা জ্ঞানলাভ ক'রে রিপুদের নিশ্চয়ই যেন পরাজয় করতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমরা জ্ঞানলাভ ক'রে যেন রিপুজয়ী হই)। [এই মন্ত্রেও সাধক-গায়ক প্রার্থনার মাঝে আত্মশক্তিলাভের সুর ধ্বনিত করেছেন। মানুষের অন্তরস্থিত যে শক্তিবীজ আছে, তিনি তাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করুন, তখন মানুষ নিজের সেই শক্তিতেই সকল রিপুশত্রুকে বিনাশ করতে সমর্থ হবে]। [গেয়গানের নাম—'ধেনুসাম']।

৬। জ্যোতির্ময় বিবেকরূপী হে দেবগণ! জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনাদের হ'তে উৎপন্ন হেতু, বন্ধুভূত হয়ে সকল উপাসকদের নিশ্চিতভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—বিবেকশীল ব্যক্তিতে জ্ঞান নিশ্চিতভাবে আপনা-আপনিই উৎপন্ন হয়)। [বিবেক, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানুষ যদি নিজের অসৎ-কর্মের দ্বারা নিজেকে অধঃপাতিত না করে, যদি বিবেকের উপর পাপের মলিন

ছাপ না পড়ে, তবে একমাত্র বিবেকের পরিচালনাতেই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে পারে।—প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'মরুৎ' অর্থে 'বিবেকরূপী দেবতা' না ধ'রে বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। ঐ বঙ্গানুবাদে আছে—হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ। গো-সমূহ একজাতি ব'লে সমান বন্ধুযুক্ত হয়ে চারিদিকে পরস্পর লেহন করছে।—এ কি বেদমন্ত্র? 'গাবঃ' অর্থে 'জ্ঞানরশ্মি' না ধ'রে 'গরু' ধরায় প্রচলিত বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এমন বিপর্যয় দেখা যায়]। [গেয়গানের নাম—'সবেশীয়ম্']।

৭। সর্বশক্তিমন্ সর্বজ্ঞ পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব। আপনি আমাদের আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন; বীর্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [সীমার মধ্যে থেকে অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরম-লক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্য্যন্ত ভেদ থাকে, শেষ পর্যন্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও আছে]। [এর গেয়গানের নাম—'আভরে দ্বে']।

৮। আরাধনীয় পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! সম্প্রতি পরমধনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করছি; সত্ত্বভাবযুক্ত সাধক যেমন সত্ত্বভাব-প্রবাহের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই আমরা আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি)। [ভগবান্ বিশুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আধার। তাই মুক্তিকামী সাধক নিজেকে সবরকম অবিশুদ্ধ, অসৎ কর্মের ও চিন্তার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন। যে ভাবধারার সাহায্যে সাধক 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' সেই পরমেশ্বরের চরণে পৌঁছাতে পারেন, সেই ভাবধারা লাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে রয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'ঐবিরাণি ত্রীণি']।

৯। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হেদেব! সৎকর্মের সাধক যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হন, তেমনই আপনার প্রদত্ত জ্ঞানযুক্ত পরমানন্দদায়ক মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাবে অবস্থিত হয়ে থাকেন; আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—হে দেব! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হ'তে পারি)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে (মদ্যে) পক্ষীসমূহের ন্যায় নিবণ্ণ হয়ে আমরা তোমারই স্তব করছি। —সোম (মদ্য)-এর বিশেষণগুলিও অপব্যাখ্যাত।—'মধৌ' অর্থে 'সত্ত্বভাবে, অমৃতে'; 'মদিরে' অর্থে 'পরমানন্দদায়কে'; 'গোশ্রীতে' অর্থে 'জ্ঞানযুক্তে' এমন বোঝাই সঙ্গত]। [গেয়গানের নাম—'সীদান্তীয়ে দ্বে']।

১০। রক্ষাস্ত্রধারী আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন ভগবান্ আপনাকে আহ্বান করেন, তেমন রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে আমরাও যেন বিচিত্র-শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুর কবল হ'তে রক্ষার জন্য আরাধনা ক'রি। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-অনুসারী হই)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ভাষ্যকার সায়ণের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক হয়নি।—সে সবই আমাদের মন্ত্রার্থে পরিত্যাগ করা হয়েছে]। [গেয়গানের নাম—'পকৃথসাম ও 'সৌভরম্']।

সপ্তমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১-৮ ইন্দ্র, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ অশ্বিদ্বয়॥ ছন্দ পঙ্‌ক্তি॥ ঋষি ১-৮ গোতম (বা সম্মদ) রাহূগণ, ৯ ত্রিত আপ্ত্য অথবা কুৎস আঙ্গিরস, ১০ অবস্যু আত্রেয়॥

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধোঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সয়াবরীবৃর্ষ্ণা মদন্তি শোভথা বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥ ১॥
ইত্থা হি সোম ইন্মদো ব্রহ্ম চকার বর্ধনম্।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃতিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ২॥
ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ॥৩॥
ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোঽনুত্তং বজ্রিন্ বীর্যম্ যদ্ধ ত্যং মায়িনং।
মৃগং তব ত্যন্মায়য়া বধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৪॥
প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রোনি যংসতে।
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপোর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৫॥
যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধীয়তে ধনম্।
যুঙ্‌ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ॥৬॥
অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৭॥
উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্ মা তথা ইব।
কদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর ইদর্থয়াস ইদ্ যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৮॥
চন্দ্রমা অপ্‌স্বাংঽন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৯॥
প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।
স্তোতা বামশ্বিনাবৃষিঃ স্তোমেভির্ভূষতি প্রতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোবৃত্তিসমূহ, অর্থাৎ সাধুগণ, ভগবানের অথবা সৎকর্মের সাথে মিলিত হয়ে, স্বাদুভূত মধুরসের সারস্বরূপ অমৃতকে পান করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ নিজেদের কর্মের দ্বারা নিরন্তর পরমানন্দ উপভোগ করেন)। যে সৎ-বৃত্তিসমূহ অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সাথে গমনশীল অর্থাৎ নিত্য-সম্মিলিত আছে, সেই সৎ-বৃত্তিসমূহ ভগবানের সামীপ্যকে

লক্ষ্য ক'রে নিবাসকারী অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য প্রদায়ক হয়, এবং উপাসকগণকে শোভনীয় স্থান স্বর্গ ইত্যাদি পাইয়ে আত্মানন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকে—অথবা উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—সৎ-বৃত্তির প্রভাবে এবং সৎ-জ্ঞানের সহায়ে ভগবানের সান্নিধ্যযুত হয়ে মানুষ পরমানন্দস্থানকে—মোক্ষকে—লাভ করেন)। [গেয়গানের নাম—'যামং']।

২। বিধিক্রমে অর্থাৎ যথাশাস্ত্র, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বে বা সৎকর্মের সম্পাদনে, যখন উপাসক পরিমগ্ন থাকেন, তখন বিধাতা নিশ্চিতই উপাসকের শ্রীবৃদ্ধিসাধন শ্রেয়ঃবিধান ক'রে থাকেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ উপাসকের মঙ্গল ভগবানই বিধান করেন)। অমিত বলশালী শত্রুবিনাশী হে ভগবন্! আপনার বলের দ্বারা (আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশের দ্বারা) ইহলোক হ'তে সর্পপ্রকৃতি ক্রূরস্বভাব রিপুকে (সর্পের ন্যায় হিংস্রপ্রকৃতির পাপকে) নিরন্তর শাসন করুন—নিঃশেষে বিতাড়িত করুন; এইভাবেই আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবৎপ্রাধান্য পূজিত হোক—ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জগতের জনগণ সৎকর্মের অনুষ্ঠানে, শুদ্ধসত্ত্বের অনুধ্যানে, রত হোক; তার ফলে ভগবান্ সংসার থেকে পাপকে দূর করুন; আর সংসার স্বর্গতুল্য হয়ে উঠুক)। [গেয়গানের নাম—'গৃৎসমদস্য মদৌ দ্বৌ']।

৩। অজ্ঞানতানাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব শ্রেষ্ঠ নরগণ কর্তৃক অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হয়ে সেই সাধকগণের আনন্দবর্ধনের জন্য এবং সেই সাধকগণের বলবৃদ্ধির জন্য আত্মবিস্তার করেন, অর্থাৎ সেই সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠান ক'রে থাকেন; প্রবল বিষম সংগ্রামসমূহে এবং এই অল্প সংগ্রামে অর্থাৎ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠিত পাপকর্মে, সেই ইন্দ্রদেবতাকেই আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করছি; সেই ইন্দ্রদেব সকলরকম সংগ্রাম সমূহে আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকেরা নিজেদের কর্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু এই অসাধু আমাদের উপায় কি হবে? প্রার্থনা—এই প্রবল সংসার-সংগ্রামে সেই ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন)। [গেয়গানের নাম—'আভীকে দ্বে', 'আভীশবে দ্বে', 'বার্হদিগবাণি দ্বে']।

৪। পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণসদৃশ কঠোর, পাপনাশে বজ্রধারী, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুগণ কর্তৃক অজেয় আপনার যে প্রসিদ্ধ বীর্য আছে, তার দ্বারা সেই মায়াবী কপটচারী পাপকে (অথবা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে) আপনার প্রাধান্য-বিস্তারের দ্বারা আপনি বিনাশ করুন; এই রকমে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কঠোর বজ্রের দ্বারা পাপকে ছেদন করুন, তার দ্বারা ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক)। [ভগবানের কৃপাই সবরকম পাপনাশের মূলীভূত কারণ। এই কৃপা জ্ঞানরূপে কৃপার্থীর উপরে বর্ষিত হয়। তার দ্বারাই অন্তর ও বাইরের শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; সেই পরিত্রাণ-লাভেরই নামান্তর—স্বরাজ লাভ]। [এর গেয়গানের নাম—'স্বরাজ্যং']।

৫। হে আমার মন (অথবা হে আমার আত্মা)! তুমি প্রকৃষ্টভাবে গমন কর, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কর্মের সাথে ভগবানের অভিমুখী হও; এবং অভিমুখ্যে তাঁকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্য লাভ কর; আর রিপুবর্গকে বা শত্রুগণকে অভিভব কর, অর্থাৎ ভগবানের প্রভাবে রিপুবর্গের প্রভাব খর্ব হোক; তোমার রক্ষণের জন্য ভগবানের নিকট হ'তে এসে শত্রুনাশক আয়ুধ যেন শত্রুগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ শত্রুনাশে অপ্রতিহতগতি হোক। (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রতি অনুরাগের দ্বারা আমাদের উচ্চগতি প্রাপ্তি হোক, এবং সে পথের সকলরকম বাধা অপসৃত হোক)। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!

আপনার বল আমাদের অভিভাবক হোক, অর্থাৎ শবের ন্যায় যে আমরা, সেই আমাদের মধ্যে বিকসিত হয়ে আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠান্বিতা হোক ; তার দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে হনন করুন এবং আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন, অথবা আপনার করুণাধারাসমূহকে ইহজগতে প্রেরণ করুন,—বর্ষণ করুন ; আর এইরকমে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-মহিমা) জগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে আপনার শক্তির উন্মেষণ হোক ; তার দ্বারা রিপুগণ সংযত হোক, এবং শুদ্ধসত্ত্বের সাথে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক)। [মন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে মনঃসম্বোধনে প্রযুক্ত হওয়ায় 'তে' পদের প্রতিবাক্যে 'তুভ্যং' বা 'তব রক্ষণায়' ভাব গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের 'শবঃ' পদে যে 'বল' অর্থ গৃহীত হয়েছে, তার মর্ম—মৃতদেহে শক্তিসঞ্চয়। 'অপঃ' পদে—শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ এবং 'বৃত্রং' পদে 'অজ্ঞানতা-রূপ-শত্রু' অর্থই সঙ্গতিপূর্ণ]। [গেয়গানের নাম—'সবেশীয়ম্']।

৬। যখন সংগ্রাম অর্থ সৎ ও অসৎ-বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন শত্রুধর্ষণকারীকে অর্থাৎ রিপুদমন-সমর্থ জনকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ ধন ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। হে ভগবন্! শত্রুগণের গর্বের খর্বকারী অর্থাৎ রিপুনাশক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সংযোজন করুন ; তাদের যোজনা ক'রে কোনও শত্রুকে নাশ করুন, কোনও শত্রুকে বা ধনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসক আমাদের পরমার্থ-রূপ ধনে স্থাপিত অর্থাৎ সম্বন্ধযুত করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যখন রিপুদমনে প্রবৃত্ত হই, জয়শ্রী তখন আমাদের অধিগত হয় ; হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে জ্ঞানভক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে আমাদের জয়শ্রীযুক্ত অর্থাৎ পরমধনের অধিকারী করুন)। [এখানে লক্ষণীয়—এক শত্রুকে বা রিপুকে হনন, আর শত্রু বা রিপুকে আশ্রয় দান করার প্রার্থনার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যেন বৈপরীত্য বা ঈশ্বরের একদেশিকতার পরিচয় পরিব্যক্ত হয়েছে। আসলে, এখানে বুঝতে হবে, যে রিপু আমাদের অনিষ্টসাধক, তারাই আবার সময়ে সময়ে আমাদের মঙ্গল ক'রে থাকে। যেমন, হিংসা। হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ বহু অপকর্ম সাধন করে। সেইজন্যই হিংসাকে পরিবর্জন ও অহিংসাকে পরিগ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু ঐ হিংসাই আবার সৎ-সহযোগে লোকের হিতসাধক হয়ে থাকে। দস্যু যখন গৃহস্থকে আক্রমণ করে, তখন দস্যুর প্রতি হিংসা না করলে গৃহস্থের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। সে অবস্থায় হিংসা অবশ্যই বরণীয়। আত্মরক্ষা অবশ্যই ধর্মনীতির অন্তর্গত। এইভাবে হিংসাও ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হ'লে সেই রিপুকে ভগবান্ অবশ্যই আশ্রয় দান করেন। রক্ষকরূপী হিংসা যেমন আদরণীয়, মানুষকে বিভ্রান্তকারী হিংসা তেমনই পরিত্যাজ্য। তাই প্রার্থনা—'কং হনঃ কং বসৌ দধঃ'। হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকের যোজনা ক'রে দিয়ে ভগবান্ আবশ্যক অনুসারে কোনও রিপুকে বা বিমর্দিত করুন, কোন রিপুকে বা আত্মকার্যে নিয়োজিত রাখুন]। [গেয়গানের নাম—'সংবেশীয়ম্']।

৭। অমৃত ভক্ষণ ক'রে অর্থাৎ ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হয়ে তৃপ্তিপ্রাপ্তি পূর্বক ভগবৎপ্রীতিপরায়ণ উপাসকগণ অথবা ভগবানের প্রিয় সাধকগণ অকম্পিত অবিচলিত রক্ষাকে অর্থাৎ মোক্ষকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন ; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মেধাবীগণ অর্থাৎ জ্ঞানী সাধকগণ অভিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন স্তুতির দ্বারা ভগবানকে স্তব করেন—পূজা করেন ; অতএব, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার তৎকর্মসাধক জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে সংযোজনা করুন—প্রতিষ্ঠাপিত রাখুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্মের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ আনন্দ অধিগত হয় ; অতএব হে ভগবন্! আমাদের কর্মসমূহকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত করুন)। [মন্ত্রটি শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে ব্যবহৃত

হয়। সে দৃষ্টিতে মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে,—তাঁরা (পিতৃগণ) সূক্ষ্মদেহে অমৃত ভক্ষণ ক'রে ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হয়ে তৃপ্তিলাভপূর্বক অবিচলিতভাবে অবস্থিত আছেন ; আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সেই তাঁদের (আমাদের পিতৃপুরুষদের) চিরনূতন স্তুতি ভগবানে নিত্য সমর্পিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় ভগবানের পূজাপরায়ণ হয়ে—ভগবানে লীন হয়ে—আছেন। আমাদের কর্ম তাঁদের অনুসারী হোক—তাঁরা গ্রহণ করুন]। [এর গেয়গানের নাম—'যামং']।

৮। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আমাদের স্তুতিসমূহ অর্থাৎ এই প্রার্থনাসকল, সমীপে প্রাপ্ত হয়ে, সম্যক-রূপে শ্রবণ করুন—গ্রহণ করুন ; আর বিপরীত বা বিরূপ হবেন না ; আমাদের যখন প্রিয়সত্যবাক্যযুক্ত অর্থাৎ আপনার স্তুতিপরায়ণ করেন, তখন আমাদের দ্বারা প্রযুক্ত স্তুতিসমূহ স্বীকার করেন—গ্রহণ ক'রে থাকেন। অতএব, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বা কর্মসমূহে সংযোজনা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তি সমন্বিত স্তুতির বা কর্মের দ্বারা আমরা যেন আপনার সামীপ্য লাভ ক'রি, তার বিধান করুন)। [এর গেয়গানের নাম—'যামং']।

৯। সত্ত্বভাবসমূহের মধ্যে বর্তমান, শোভনগতিশীল অর্থাৎ ঊর্ধ্বনয়ন-সমর্থ, স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণ,—দ্যুলোকে, সত্ত্বনিলয় স্বর্গে, সর্বতোভাবে গমন করে,—মনুষ্যগণকে নিয়ে যায়। পরমহিতসাধক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ। আপনাদের গমনাগমনের তত্ত্বকে অর্থাৎ আপনাদের প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্মকে আমাদের ইন্দ্রিয়সকল অবগত নয়। হে দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধীয় দেবগণ! আমার অজ্ঞানতারূপ এই দুঃখের কারণকে আপনারা অবগত হোন—অবগত হয়ে এই দুঃখকে দূর করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম-সহজাত জ্ঞান পরিত্রাণসাধক হয় ; এ তত্ত্ব বিমূঢ় ইন্দ্রিয়সকল অনুভব করে না। হে দেবগণ! আপনাদের প্রাপ্তির উপায় আমাদের জানিয়ে দিন, অর্থাৎ আমাদের দেবভাবে ভাবান্বিত করুন)। ['বিদ্যুতঃ' অর্থে 'জোতিঃস্বরূপ দেবগণ']। [এর গেয়গানের নাম—'ত্রৈতানি ত্রীণি' এবং 'সৌপর্ণে দ্বে']।

১০। ভবব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (নাসত্য ও দ্রস্য নামধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়—আপনারা যারা অন্তর্ব্যাধি কামক্রোধ ইত্যাদি এবং বহির্ব্যাধি রোগ-শোক অসুর ইত্যাদির আক্রমণ হ'তে জীবকে রক্ষা করেন)। আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক আপনাদের অতি-প্রিয়, অভীষ্টবর্ষণশীল পরমধন-প্রাপক সৎকর্মরূপ বাহনকে সৎ-ভাব-সমন্বিত স্তোত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করছেন। (ভাবার্থ—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন এবং সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করছেন)। অমৃতপ্রদানকারী (জরা-মরণ-ব্যাধি ইত্যাদি থেকে রক্ষাকারী) হে দেবদ্বয়! আপনাদের কর্মে নিযুক্ত আমার প্রার্থনা আপনারা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান ক'রে আমাকে উদ্ধার করুন)। [ভবব্যাধিনাশক অশ্বিনীকুমারযুগল স্বতন্ত্র কোন দেবতা নন, স্বয়ং ভগবানের বিভূতিধারী দুই দেবতা—অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ ইত্যাদির মতো তাঁদেরই রূপ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ।—'রথং', কাঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত যান নয়। এটি ভগবানের 'প্রিয়তমং'। সৎস্বরূপ ভগবানের প্রিয় কি হ'তে পারে? মানুষের সৎকর্মই তাঁর অতিশয় প্রিয়। সুতরাং এই 'রথ' মানুষের সৎকর্ম, সৎ-ভাবনা। এই রথ—'বৃষণং'—অভীষ্টবর্ষণশীল ; অর্থাৎ এই সৎকর্মের সহায়তাতেই মানুষ সেই ঈশ্বরে মিলিত হ'তে পারে, মোক্ষলাভ করতে পারে। সে রথ আমাদের 'বসুবাহনং'—পরমধনপ্রাপক]। [গেয়গানের নাম—'ত্বৌশম্']।

অষ্টমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১।২।৭ অগ্নি, ৩ উষা, ৪ সোম, ৫।৬ ইন্দ্র, ৮ বিশ্বদেবগণ॥ ছন্দ ১-৭ পঙ্‌ক্তি, ৮ উপরিষ্টাদ্ বৃহতী॥ ঋষি ১।৭ বসুশ্রুত আত্রেয়, ২।৪ বিমদ ঐন্দ্র, বা প্রাজাপত্য বা বাসুক বসুকৃৎ, ৩ সত্যশ্রবা আত্রেয়, ৫।৬ গোতম রাহূগণ, ৮ অংহোমুক বামদেব্য বা কুল্মল শৈলুষি॥

আ তো অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী।
সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ১॥
আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
শীরং পাবকশোচিষং বি বো মদে যজ্ঞেষু স্তীর্ণবর্হিষং বিবক্ষসে॥ ২॥
মহে নো অদ্য বোধযোযো রায়ে দিবিৎমতী।
যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৩॥
ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্।
অথা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণা গাবো ন যবসে ব্বিক্ষসে॥ ৪॥
ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃতে শবঃ।
শ্রিয় ঋষ্ব উপাকযোর্নি শিপ্রী হরিবান্ দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্॥ ৫॥
স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদম্।
যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্রা চিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৬॥
অগ্নি তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশাবোহস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৭॥
ন তমংহো ন দূরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যম্।
সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়তি বরুণো অতি দ্বিষঃ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ— ১। দীপ্তির আধারভূত জ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সেই প্রসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানদ্যুতি কেবল সৎ-ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই দীপ্তি প্রাপ্ত হয় ; (অর্থাৎ সৎ-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানের জ্যোতিঃ লাভ করেন) ; দীপ্তিমান্ আত্মপ্রকাশক চিরনবীন আপনার স্বভূত (আত্মস্বরূপ), সেই

জ্ঞানকিরণ যেন সর্বতোভাবে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়। অতএব হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [জ্ঞান—নিত্য; জ্ঞান—অনন্ত ; তাই জ্ঞান চিরনূতন। জ্ঞানের সীমা নেই, আদি নেই। অন্ত নেই। জ্ঞান সত্য—কখনও পুরাতন হ'তে পারে না। জ্ঞানজ্যোতির কাছে জগতের সমস্ত আলোক হীনপ্রভ। সেই জ্যোতির বলেই মানুষ নিজের স্বরূপ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞানজ্যোতিই ঈশ্বর ; সুতরাং জ্ঞানজ্যোতি-লাভই ঈশ্বরপ্রাপ্তি। তাই সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানজ্যোতিকে লাভের জন্য আত্ম-উদ্বোধনা এই মন্ত্রের মধ্যে পরিব্যক্ত]। [এর গেয়গানের নাম—'সঞ্চয়ে দ্বে]।

২। অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দেবভাবসমূহের উৎপাদক অনুষ্ঠিত সৎকর্মসমূহের দ্বারা সকলরকমে জ্ঞানদেবতার আরাধনা ক'রি ; আরও হে জ্ঞানদেব (অগ্নি)! সৎকর্মসাধনজনিত পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য সর্বব্যাপী পবিত্রতাসাধক সদা সৎকর্মে প্রবর্তক আপনাকে বিশেষভাবে যেন আরাধনা ক'রি। (ভাব এই যে,—কৃপা ক'রে আমাদের সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্য ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [অগ্নি—ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি। জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানই কৃপা ক'রে মানুষকে জ্ঞানদান করেন। সেই জ্ঞানে যে আনন্দলাভ হয়, সেটাও তাঁরই বিধান। তবে ঈশ্বর যাকে-তাকে এই পরমধন জ্ঞান দান করেন না। একমাত্র সৎকর্ম সাধনকারী সাধকই তা লাভ করেন]। [গেয়গানের নাম—'নিষেধম্']।

৩। সৎকর্মসমুদ্ভূত সৎকর্মের অধিষ্ঠাত্রি জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি! দীপ্তিমতি আপনি যেভাবে আত্মশক্তিসম্পন্ন সত্যশীল ব্যক্তিতে নিজেকে নিত্যকাল প্রকাশিত করেন, সেভাবে পরমধনলাভের জন্য আমাদের উদ্বোধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [দেবী ঊষা—স্বয়ং 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'—স্বরূপ ঈশ্বরেরই বিভূতি। ভগবান্ যেমন সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—ঊষার মধ্যে সেই বিভূতিতেই তিনি প্রকাশিত]। [গেয়গানের নাম—'সত্যশ্রবসশ্ব বায়াস্য সাম্']।

৪। হে দেব! আপনি মহান্ হন ; আমাদের প্রকৃষ্ট সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য ও পরমমঙ্গল প্রদান করুন ; অপিচ, জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন শুদ্ধ-অন্তঃকরণে (প্রীত) অধিষ্ঠিত হয়, তেমনই আমাদের মনও সত্ত্বভাবের পরমানন্দে, আপনার সখিত্বলাভে প্রীত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন, আমরা যেন আপনার পূজাপরায়ণ হই)। [মানুষ জানে যে, সে যতই হীন পতিত হোক না কেন, 'মহতো মহীয়ান্' পরম করুণাময় ভগবান্ তাকে উপেক্ষা করবেন না, ঘৃণা করবেন না। তিনি জগতের সকলকে উদ্ধার করবার জন্য মানুষকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করেন। তাই সৎকর্ম (ভগবানের নীতি অনুসরণ) করার সামর্থ্য লাভের জন্য সখিত্বের বা বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদ্বোধনে এই প্রার্থনা]। [গেয়গানের নাম—'পৌষং]।

৫। সৎকর্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য, সাধকগণের সম্বন্ধে মহত্ত্বযুক্ত এবং শত্রুগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর, সেই ভগবান্—স্বধার অনুসারী (অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ) শবের (মৃতের) ন্যায় জনকে (শক্তিহীন উপাসককে) সর্বতোভাবে শক্তিসম্পন্ন করেন। (ভাব এই যে—শবের ন্যায় শক্তিহীন জন যদি ভগবানের অনুসারী হন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কৃপায় শক্তিলাভ করেন)। সকলের দর্শয়িতা দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা জ্যোতির্ময় জ্ঞানভক্তির সাথে সম্বন্ধযুত সেই ভগবান্ সমীপবর্তী উপাসকের বাহু

দুটিতে অতিকঠোর শত্রুনাশক অস্ত্রকে স্থাপন করেন। (ভাব এই যে,—উপাসকদের শক্তিদানের জন্য ভগবান্ নিজের বলকে নিরন্তর তাঁদের মধ্যে ধারণ ক'রে আছেন)। ['ক্রত্বা' পদে 'সৎকর্মের দ্বারাই ভগবান্ প্রাপ্তব্য' এই অর্থই সুসঙ্গত। 'মহান্' ও 'ভীমা' অর্থাৎ ঈশ্বরের কোমল ও কঠোর দু'ভাব প্রকাশ করছে। ভগবান্ সকলের দর্শয়িতা, তিনি যে প্রদর্শক, 'ঋষ্বঃ' পদে সেই অর্থ পাওয়া যায়। জ্ঞানভক্তির সাথে ভগবান্ যে সম্বন্ধযুত হয়ে আছেন, 'হরিবান্' পদে তারই দ্যোতনা রয়েছে। 'উপকয়োঃ' পদে সমীপবর্তীর অর্থাৎ উপাসকের অর্থ পাওয়া যায়।—ইত্যাদি]। [এর গেয়গানের নাম—'ঔষসং']।

৬। পরমৈশ্বর্শালিন্ হে ভগবন্! সৎকর্মস্বরূপ যে রথ প্রজ্ঞানসহযুত সত্ত্বভাবসমন্বিত হৃদয়রূপ আধারকে বিজ্ঞাপিত অর্থাৎ প্রদীপ্ত করে, অভীষ্টবর্ষণশীল জ্ঞান-উন্মেষক সেই রথে আপনি অধিষ্ঠিত হোন। তারপর হে ভগবন্! সেইভাবে রথারূঢ় আপনি সৎকর্মসাধক জ্ঞানভক্তিরূপ বাহক দুটিকে শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে সংযোজিত করুন—প্রতিষ্ঠাপিত রাখুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্মের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ আনন্দ অধিগত হয় ; অতএব ভগবান্ আমাদের সকল কর্মকে জ্ঞানভক্তির দ্বারা সমন্বিত করুন—এই প্রার্থনা)। অথবা—যে পরমৈশ্বর্যশালী দেবতা জ্ঞানভক্তিযুক্ত সত্ত্বভাবপূর্ণ সৎকর্মকে (অথবা, হৃদয়কে) জগতে বিজ্ঞাপিত করেন (অথবা, জানেন), সেই দেবতাই প্রসিদ্ধ অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানযুক্ত সৎকর্মসাধন সামর্থ্যে (অথবা, হৃদয়ে) অধিষ্ঠান করেন ; পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব! আপনার জ্ঞানভক্তি শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান্ অধিষ্ঠান করেন ; সেই দেবতা আমাদের জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন)। [নানা অন্বয়ে মন্ত্রে দু'রকম ভাবের বিকাশ দেখা যায়। প্রথম অন্বয়ে সৎকর্মপ্রসূত সৎ-জ্ঞানে হৃদয় আলোকিত হোক, আর সেই সৎকর্মস্বরূপ রথে আরোহণ ক'রে ভগবান্ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন—মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় অন্বয়ে—ভগবান্ জ্ঞানভক্তির সঞ্চার করুন, মন্ত্রে এইভাব দ্যোতিত হচ্ছে। আসলে, দুরকম অন্বয়েই মন্ত্রের লক্ষ্য অভিন্ন]। [এর গেয়গানের নাম—'লৌশম্']।

৭। প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ সকলের পরম আশ্রয়ভূত ; সকলের আধারভূত প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবানকে আশ্রয় ক'রে জ্ঞানকিরণসমূহ অবস্থিতি করে ; অপিচ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবানকে সদাসৎকর্মপরায়ণ আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধুগণ আশ্রয় করেন এবং সদাসৎকর্মশীল আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন জ্ঞানিগণ সকলের আশ্রয়ভূত যে ভগবানকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যাঁতে আত্মশীল করেন, জগতের আধারভূত জগৎকারণ প্রজ্ঞানাধার সেই ভগবানকে আমরা স্তুতি ক'রি অর্থাৎ আশ্রয় ক'রি। সেই সকল গুণসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার আশ্রয়প্রার্থী আমাদের অভীষ্টফল প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ সাধুরাই ইহসংসারে অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন। সেই কর্মের দ্বারাই ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত তাঁরা পরমপদ লাভ করেন। অতএব সেই ভগবান্ আমাদের পরমপদ সিদ্ধি প্রদান করুন)। [ভগবানই সর্বলোকের পরম আশ্রয়স্থল। তাঁর থেকেই জগতের উৎপত্তি, তাঁতেই জগৎ বিধৃত, তাঁতেই জগতের বিলয়। জগতের আধার—তিনি ; মানুষের একমাত্র গতি—তিনি। শুধু তাঁকে পাবার জন্যই সাধকের সাধনা, তাঁর উদ্দেশেই সামগান উচ্চারিত, তাঁর উদ্দেশেই ঋত্বিকদের যজ্ঞসম্পাদন। তাঁর পদপ্রাপ্ত থেকে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়ে মানুষকে শান্তির পথ প্রদর্শন করে, আবার তাঁতেই সেই জ্ঞান পুনরাবর্তন করে। জ্ঞানস্বরূপ তিনি, তাঁর কৃপাতেই জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'নিষেধঃ সাম']।

৮। সকলের প্রতি সমান প্রীতিযুক্ত হে আমার অন্তর্নিহিত দেবভাবসমূহ (দেবাসঃ)! মিত্রস্থানীয় গতিকারক সর্বশত্রু-নাশক জ্ঞান-উন্মেষক ভগবান্ যে ব্যক্তিকে অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হ'তে (অতিদ্বিষঃ) রক্ষা করেন অর্থাৎ ঊর্ধ্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, সেই সাধককে পাপ এবং অসৎকর্ম প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে না। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সাধক পাপের কবল থেকে মুক্ত হন)। [এই মন্ত্রে মিত্র, অর্যমা, বরুণ—তিনটি পদ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে ঐ তিন পদে তিন দেবতাকে বোঝাচ্ছে এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানেও মূলতঃ সেইভাবেই ব্যাখ্যাত। তবে, সকলেই বা সব দেবতাই যে সেই এক বিরাট্ পুরুষেরই অভিব্যক্তি ; মিত্র বা অর্যমা বা বরুণ—সকলই যে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বিভূতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে, প্রত্যেক দেবতাতেই ভগবানের এক এক মহিমা বিঘোষিত ব'লেই ঐসব দেবতার নামগুলিকে ঈশ্বরের বিশেষণরূপেও গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় না। যখন দেখা যায় 'মিত্র'-রূপে তিনি আমাদের অশেষ হিতসাধন করছেন, তখন তাঁকে 'মিত্রদেব' ব'লে আহ্বান ক'রি ; যখন দেখতে পাই তিনি আমাদের তাঁর নিকট পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের মধ্যে আবেগের বা গতির বা শক্তির সঞ্চার ক'রে দিচ্ছেন, তখনই তাঁকে 'অর্যমা' ব'লে আহ্বান ক'রি · আবার যখন দেখতে পাই, তিনি 'বরুণ'-রূপে আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করছেন,—আমাদের মোক্ষের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, তখনই তাঁকে 'বরুণদেব' বলে সেই সেই ভগবানেরই পূজায় ব্রতী হই। সকলই তিনি—সকলই তাঁর নামরূপ গুণবিভূতি]। [এর গেয়গানের নাম—'গৌরাঙ্গিরসস্য সাম']।

●

নবমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১-৬।১০ পবমান্ সোম, ৭ মরুদ্গণ, ৮ অগ্নি, ৯ বাজিগণ॥ ছন্দ ১।৩-৫।৭।১০ দ্বিপদা পঙ্ক্তি, ৮ পদপঙ্ক্তি, ৯ পরোষ্ণিক্, ২।৬ ত্রিপদা অনুষ্টুপ্ পিপীলিকামধ্যা॥ ঋষি ১।৩-৫।১০ অগ্নি ধিষ্ণ্য দেবগণ, ২।৬ ত্র্যরুণ ত্রাসদস্যু, ৭ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, ৮ বামদেব গৌতম, ৯ বাজি স্তুতি॥

পরি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায়॥ ১॥
পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে॥ ২॥
পবস্ব সাম মহান্ৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম॥ ৩॥
পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায়॥ ৪॥
ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায়॥ ৫॥

অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্য্যরাজ্যে।
বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ৬॥
ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীড়া রুদ্রস্য মর্য্যা অথা স্বশ্বাঃ॥ ৭॥
অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্র হৃদিস্পৃশম্।
ঋধ্যামা ত ওহৈঃ॥ ৮॥
আবির্মর্য্যা আ বাজং বাজিনো অগ্মন্ দেবস্য সবিতুঃ সবম্।
স্বর্গাং অর্বন্তো জয়ত॥ ৯॥
পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহাঁ অবীনামনুপূর্ব্যঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)! অমৃতোপম (স্বাদুঃ) তুমি, মিত্রস্থানীয় দেবতা, সৎ-ভাব-পোষক দেবতা ও ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে [অথবা মিত্রস্থানীয় (মিত্রায়) সৎ-ভাব-পোষক (পূষ্ণে) ঐশ্বর্যাধিপ দেবতাকে (ভগায়) প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে সর্বতোভাবে উপজিত হও। (ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভ করবার জন্য আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হোক)। [সামবেদে এই মন্ত্রের ঋষির নাম সম্বন্ধে উক্ত আছে—'ঋণত্রসদস্যুসহিতৌ'। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ঋষি—'অগ্নি' নামক ঋষিগণ। এর গেয়গানের পাঁচটির নাম—'ইন্দ্রস্য সঙ্ক্রমে দ্বে', 'স্বার্ণধনং সৌহাববং', 'বাঙ্‌নিধনং সৌহাবষং']।

২। হে ভগবন্! সুষ্ঠুরূপে সৎকর্মসাধনের জন্য আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত করুন; ক্ষমাপ্রবণ আপনি সত্ত্বভাব-অপরোধক অজ্ঞানতারূপ পাপসমূহ বিনাশ করুন; আরও, আমাদের সঞ্চিত কর্মফল নাশক আপনি আমাদের রিপুশত্রুদের বিনাশ করবার জন্য প্রবৃত্ত হোন। (ভাব এই যে,—রিপুনাশক ভগবান্ রিপু বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার ক'রে দিন)। [সুকর্ম বা দুষ্কর্ম—সব রকম কর্মের ফলই মানুষকে আবদ্ধ করে; ফলে মুক্তিযাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। দুষ্কর্মের ফলে অবশ্যই পতন। সুকর্মের ফলে স্বর্গ ইত্যাদি লাভ হয়; কিন্তু তা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বরং ঐটি সেই লক্ষ্যসাধনের বিঘ্ন পদবাচ্য কারণ স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তি চিরস্থায়ী নয়। সুকর্মের ফলভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্যের পাপমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অথচ মানুষকে কর্ম করতেই হয়, সুতরাং ফলও ভোগ হয়। তাই কর্ম-শৃঙ্খল বিনাশের জন্য ভগবানকে আহ্বান]। [গেয়গানের নাম—'বাকাণি ত্রীণি']+

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)। তুমি মহত্ত্বাদিসম্পন্ন; তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য ক'রে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পরিপূরিত হোক)। [সোমলতার রস (মদ্য) নয়—সোম—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব। সেই সত্ত্বভাবে বিশ্বপূর্ণ হোক—অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হোক। নরনারী সেই অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হয়ে ধন্য হোক। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জগতের পাপমোহ অপসৃত হলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখা যায়]। [এর গেয়গানের নাম—'ধাম সাম' এবং 'ধর্ম সাম']।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)। ব্যাপকজ্ঞানের তুল্য বিশুদ্ধ, মোক্ষপ্রাপক তুমি মহতী আত্মশক্তি-সঞ্চয়ের

জন্য, এবং পরমধন প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক)। ['সোম' অর্থে সোমরস (মাদক লতার রস বা মদ্য) ধ'রে বহু মন্ত্রের অপব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! ঘোটকের ন্যায় প্রক্ষালন করা হয়েছে, তুমি আমাদের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।'—পাঠকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে এই সব অপব্যাখ্যা অবশ্যই কার্যকরী। 'সোম' প্রকৃতপক্ষে 'হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব'-ই]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌয়বসানি ত্রীণি']।

৫। মঙ্গলময় সর্বজ্ঞ সকলের জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ সত্ত্বভাবসম্পন্নদের হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদনের জন্য এবং তাঁদের পরমধন দান করবার জন্য আবির্ভূত হন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবজনিত পরমানন্দ লাভ ক'রি)। [সেই দেবতা আমাদের পরাশান্তি দান করুন, আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের ধন্য করুন। সেই শুদ্ধসত্ত্বময়ের আগমনে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হয় এবং হৃদয়ে আনন্দের প্রস্রবণ বইতে থাকে ; কারণ তিনি তো আবার আনন্দস্বরূপ]। [ঋগ্বেদের ঋষি—'অগ্নি' নামক ঋষিগণ। এর গেয়গানের নাম—'ভাগম্']।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)। বিশুদ্ধভাবপ্রাপক তোমাকে আমরা প্রার্থনা করছি (হৃদয়ে উৎপন্ন ক'রি)। হে অমৃতপ্রাপক! মহৎ সমস্তলোকের মধ্যে তুমি সৎকর্মসাধকদের সম্যক্ প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধকেরা সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। অথবা,—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতাপ্রদানকারী তোমাকেই প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। হে অমৃতপ্রাপক! তুমি মহান্ ; সমস্ত লোককে উদ্ধার করবার জন্য, সৎকর্মসমূহ লক্ষ্য ক'রে অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মসাধক ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—আমরা সকলে যেন সত্ত্বভাবসম্পন্ন এবং সৎকর্মসাধক হই)। [সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে—ভগবানের চরণে পৌঁছিয়ে দেয়। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্ত্বভাব তাঁরই গুণ। সুতরাং যাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়েছে, তিনি অনায়াসেই ভগবানের চরণ লাভ করতে পারেন]। [এর গেয়গানের নাম—'বাজিনাং সাম']।

৭। সৎকর্মের নেতা, জগতের আশ্রয়ভূত, সংসার-সংগ্রামে রুদ্রভাবের বিনাশকারী অর্থাৎ মৃত্যুভয়-অপহারক এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপক প্রজ্ঞানস্বরূপ, এমন সব কারা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হন? (কে সেই পরমপুরুষ? মন্ত্রটি এইরকম জিজ্ঞাসামূলক। ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সকল গুণের আকর)। [মানুষের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা আছে, যে জিজ্ঞাসা না থাকলে মানুষ প্রকৃতভাবে মানুষ হ'তে পারত না, যে জিজ্ঞাসার জন্য মানুষ নিজের জীবনের চরম সম্পদ-লাভ করতে পারে, সেই জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।—জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নানারকম বিভিন্নমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে মানুষ যখন বিহ্বল হয়ে যায়, তখন তার অন্তর থেকে প্রশ্ন ওঠে—কে তিনি? অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীরণকারী কে তিনি? মায়ের স্নেহে বিগলিত হয়ে যায়, পিতার শাসনে রক্ষা করেন—তিনি কে? কে তুমি, বসন্তের আনন্দ, আবার প্রলয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে প্রাণের আতঙ্ক, বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্যের পরিচায়ক, শিশুর হাসিতে ও জননীর চুম্বনে স্বর্গীয় মাধুর্য লহরী—কে তুমি? সেই অনন্ত অসীম—তাঁর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র মানুষের মন যতটুকু ধারণা করতে পেরেছে ততটুকুই বলেছে—কিন্তু তাতে তো অনন্তের পরিচয় অসম্পূর্ণই থেকে গেছে]। [এর গেয়গানের নাম—'হিকং সাম', 'বিকং সাম', 'নিকং সাম']।

৮। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানভক্তির ন্যায় কল্যাণদায়ক

অথবা দীপ্তিমন্ত এবং সৎ-ভাব প্রাপক সৎকর্মের ন্যায় অতিশয় প্রিয়তম তোমাকে আমরা সদাকাল ভগবৎপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা ক'রি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল সর্বতোভাবে যেন ভগবানের অনুসারী হই)। [ঋষি—'বামদেব'। এর গেয়গানের নাম—'আশ্বে দ্বে']।

৯। দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন লোকহিতকারক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি জগৎকারণ পরিত্রাণকারক দেবতার অনুগ্রহে সত্ত্বভাব এবং সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হন। অতএব হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব এবং জ্ঞানলাভ কর। (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ জন পরাজ্ঞান এবং সৎকর্মসাধনসামর্থ্য লাভ করেন)। [এখানে 'স্বর্গং' পদে 'দেবভাব' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'স্বর্গং জয়ত'—স্বর্গজয় কর,—এর সঙ্গত অর্থ এই যে, স্বর্গলাভের উপযোগী দেবভাব হৃদয়ে সঞ্চার কর। 'সবং' পদের অভিধানিক অর্থ যজ্ঞে প্রস্তুত 'আসব'—'সোম'। তথাপি এখানে সোমরস বা মদ্য না ধ'রে যথারীতি 'সত্ত্বভাব' অর্থ গৃহীত হয়েছে]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম 'বাজিনাং সাম']।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)! দিব্যজ্যোতিঃ সম্পন্ন সৎ-মার্গ-প্রদর্শক মহত্ত্বপ্রাপক অনাদি তুমি শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও। (ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। [এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা সত্ত্বভাব লাভের জন্য। 'সোম' অর্থাৎ 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' অনাদি। অনন্ত ভগবানের সত্যসঙ্গী ব'লে সত্ত্বভাবও অনাদি। ভগবান্ সত্ত্বভাবময় ; সুতরাং ভগবানের অনাদি অনন্তত্ব তাঁর গুণ-সত্ত্বভাবের প্রতিও প্রযোজ্য]। [ঋষি—এই দশতির ১ম সামের মতো। তবে সামবেদে উক্ত আছে 'ঐশ্বরয়োর্বিঞ্চ্যা ঋষয়ঃ'। ঋগ্বেদের ঋষি—'অগ্নি' নামক ঋষিগণ। এর গেয়গানের নাম—'পবিত্রং']।

●

দশমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১-৫।৮-১০ ইন্দ্র, ৬ বিশ্বদেবগণ, ৭ উষা॥ ছন্দ দ্বিপদা বিরাট্ (কোন কোন গ্রন্থে ১।৬।৯ পঙ্‌ক্তি বিরাট্ বা গায়ত্রী) ; ২ দ্বিপদা অনুষ্টুপ্, ৩।৪ ত্রিষ্টুপ্, ৫ বৃহতী ১০ জগতী বা গায়ত্রী॥ ঋষি ১।২।৪-৬।৮-১০ বসিষ্ঠ বা মতান্তরে বামদেব গৌতম ৩ ত্রসদস্যু পৌরকুৎস্য, ৭ সম্পাত (সংবর্ত আঙ্গিরস)॥

বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আ ভর যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে॥ ১॥
এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে॥ ২॥
ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ॥ ৩॥
অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষুস্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূতং দ্যুমন্তম্॥ ৪॥
শং পদং মঘং রয়ীষিণে ন কামমব্রতো হিনোতি ন স্পৃশদ্রয়িম্॥ ৫॥

সদা গাব৹ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ সদা দেবা অরেপসঃ॥ ৬॥
আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্তনিং যদূধভিঃ॥ ৭॥
উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম রয়িং ধীমহে ইন্দ্র॥ ৮॥
অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কাঃ আ স্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ॥ ৯॥
প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং গায়ত যং জুজোষতে॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। পরমদাতা হে দেব! আপনি সকলরকমে আমাদের সর্বাভীষ্ট প্রদান করুন ; (কেন না) সর্বশক্তিমান্ আপনারই নিকটে আমরা পরমধন প্রার্থনা করছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! কৃপা ক'রে আমাদের পরমধন—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ পরমধন—প্রদান করুন)। [এর গেয়গানের নাম—'আভরে দ্বে']।

২। পরমৈশ্বর্যশালী যে ভগবান্ সত্যস্বরূপ, যিনি লোকসমূহের বিধাতা অর্থাৎ সর্বাভীষ্টপূরয়িতা, যিনি বিশ্ববিশ্রুত, অকৃতজনের উদ্ধারকর্তা, সেই ভগবানকে যেন আরাধনা ক'রি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎ-অনুসারী হই)। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান—'বাসুমন্দে দ্বে' এবং 'কাবয্যাণি ত্রীণি']।

৩। সর্পপ্রকৃতি রিপুকে বিনাশ করবার জন্য সৎকর্মপরায়ণ তত্ত্বদর্শী সাধকগণ স্তোত্রসমূহের দ্বারা পরমৈশ্বর্যশালী দেবতাকেই আরাধনা করেন। (ভাব এই যে,—রিপুনাশের জন্য সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করেন)। [এর গেয়গানের নাম—'শ্লোকে দ্বে']।

৪। হে ভগবন্! আত্মদর্শী সাধকগণ আপনার সম্বন্ধী পরাজ্ঞান লাভের জন্য (আপনার সংবাহনযোগ্য) সৎকর্মরূপ যানকে প্রস্তুত করেন। অতএব সর্বলোকের আরাধনীয় হে দেব! ত্রাণকারক আপনি, লোকসমূহকে পাপ হ'তে রক্ষার নিমিত্ত, দীপ্তিমন্ত (তথা শক্তিমন্ত) বজ্রের ন্যায় কঠোর সৎ-ভাব-রূপ অস্ত্রকে উৎপাদন করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা সৎ-জ্ঞান লাভ হয় ; আর সেই জ্ঞান লোকসমূহকে পাপ হ'তে রক্ষা করে)। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'আনুশ্লোকং']।

৫। ভগবৎপ্রাপ্তিকাম ভগবৎ-অনুসারী ব্যক্তিগণ পরমসুখ, পরমপদ এবং পরমধন লাভ করেন ; কিন্তু সৎকর্মরহিত দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় না এবং পরমধনও লাভ করে না। (ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন ; সৎকর্ম ভিন্ন কেউই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না)। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'আনুশ্লোকং']।

৬। প্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিত্যকাল নির্মলচিত্ত, পরমশক্তিসম্পন্ন এবং নিত্যকাল তাঁরা দেবভাবসম্পন্ন ও পাপরহিত হন। (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিত্যকাল ভগবৎগুণসম্পন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হন)। ['ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের সমস্ত গুণ ও শক্তি লাভ করেন। সাধক যখন পরাজ্ঞান লাভ ক'রে নিজের স্বরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান, পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি তাঁতে অধিষ্ঠিত হয়]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বাচঃ সাম']।

৭। হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানজ্যোতির সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। আপনার সম্বন্ধী যে জ্ঞানকিরণসমূহ সত্ত্বভাবপ্রবাহের দ্বারা সৎ-মার্গকে বা হৃদয়রূপ রথকে অভিসিঞ্চিত করে ; সেই জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে

আমাদের সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে উষা! চমৎকার তোমার তেজের সাথে তুমি এস ; এই দেখ গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন (স্তন) হয়ে পথে চলেছে।' অনুবাদটি অনেকাংশে ভাষ্যের অনুগত। দু'টি ক্ষেত্রেই উষাকে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু মন্ত্রটির মধ্যে উষা দেবতার সম্বোধনমূলক কোন পদই নেই। বরং ভগবানকে সম্বোধন করাতেই সঙ্গতি দেখা যায়]। [এর গেয়গানের নাম—'বাচঃ সাম']।

৮। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়রূপ পাত্র জ্ঞানভক্তিযুক্ত হ'লে পাপের প্রভাবে ক্ষীণ আমরা যেন তোমার পরমৈশ্বর্য লাভ করতে পারি ; অপিচ, হে ভগবন্! আমরা যেন তোমাকে আরাধনা করতে সমর্থ হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের জ্ঞানভক্তিসমন্বিত এবং পরমৈশ্বর্য প্রদান করুন)। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মাধুচ্ছন্দসং']।

৯। স্তোত্রপরায়ণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে আরাধনা করতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ চিরনবীন সর্বগুণময় সেই পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ প্রকৃষ্টরূপে সাধকদের শত্রুসমূহকে বিনাশ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল ভগবৎ-পূজা জানেন ; ভগবৎ-অনুগ্রহে তাঁরা পাপবিনির্মুক্ত হন)। [মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধক ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তার একটি দিক মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।—মানুষের হৃদয়ে ভগবানের বাণী—বিবেক। সুতরাং যাঁর হৃদয়ে বিবেকরূপী ভগবৎশক্তির বিকাশ হয় তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য অনুধাবন ক'রে পূর্ণবিশ্বাসে ভগবৎ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। এইভাবে তিনি ভগবানের দ্বারাই রক্ষিত হয়ে নিরাপদে চরম অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মারুতং']।

১০। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাপনাশক প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে লাভ করবার জন্য, যে স্তোত্রে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন কর, সেই স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর। (ভাব এই যে,—ভগবানের জন্য যেন আমি উপাসনাপরায়ণ হই)। [ভগবানের প্রীতি সম্পাদনই তাঁর আরাধনা। কিন্তু মুখে ভগবানের একটু গুণগান, দু'টি স্তোত্র আবৃত্তি করলেই ভগবানের আরাধনা হয় না। প্রার্থনার সাথে হৃদয়ের যোগ থাকা চাই, তাঁকে পাবার আকুলতা চাই, সৎকর্মসাধন করা চাই। সৎকর্মসমন্বিত হৃদয়-উত্থিত যে প্রার্থনা তা-ই প্রকৃত প্রার্থনা—তা-ই প্রকৃত আরাধনা]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'উদ্বাংশং সাম']।

●

একাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১।২ অগ্নি, ৩।৪।৮।১০ ইন্দ্র, ৫ উষা, ৬।৭।৯ বিশ্বদেবগণ॥ ছন্দ ১।২।৫।৭ দ্বিপদা পঙ্‌ক্তি, ৩।৪ পঞ্চদশাক্ষরা আসুরী গায়ত্রী, ৬।৮।৯ দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্, ১০ একপদা অষ্টাক্ষরা

গায়ত্রী॥ ঋষি ১ পৃযধ্র কাণ্ব বা সম্পাত, ২-৪ বন্ধু সুবন্ধু বিপ্রবন্ধু গোপায়ন, ৫ সংবর্ত আঙ্গিরস, ৬ ভৌবন আপ্ত্য, ৭ কবষ ঐলূষ, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ আত্রেয়, ১০ বাসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি॥

অচেত্যগ্নিশ্চিকিতির্হব্যবাড় ন সমুদ্রথঃ॥ ১॥
অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবো বরূথ্যঃ॥ ২॥
ভগো ন চিত্রো অগ্নির্মহোনাং দধাতি রত্নম্॥ ৩॥
বিশ্বস্য প্র স্তোভ পুরো বা সন্ যদি বেহ নূনম্॥ ৪॥
উষা অপ স্বসুষ্টমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সজাততা॥ ৫॥
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ৬॥
বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্যন্তু রাতয়ঃ॥ ৭॥
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥ ৮॥
ঊর্জা মিত্রো বরুণঃ পিন্বতেডাঃ পীবরীমিষং কৃণুহী ন ইন্দ্র॥ ৯॥
ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি॥১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। সাধন-সামর্থ্যপ্রদাতা সকল সৎকর্মের আধার সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেব সকলই অবগত আছেন। (ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সর্বজ্ঞ)। ['অগ্নি' অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি—জ্ঞানদেব]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'শাম্যে দ্বে']।

২। হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধন-নাশক পরম-আশ্রয়স্বরূপ পরমমঙ্গলময় ; আপনি আমাদের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের মিত্রস্বরূপ হয়ে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং সংসার-বন্ধন নাশ করুন)। [সমগ্র বিশ্ব তাঁর মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তা আমাদের অসম্যক্ দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। ভগবানের বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যেত। আমাদের এই সাময়িক দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে উচ্চতর লোকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমাদের প্রস্তুত বা উপযুক্ত ক'রে তোলেন। ব্যথাহারী ভগবান্ ব্যথা দিয়ে ভববাধা দূর করেন, যেমন পিতা শাসনের দ্বারা অর্থাৎ প্রহারের যন্ত্রণা দিয়ে পুত্রকে সৎপথে নিয়ে যান। ব্যথা না পেলে মানুষ সেই ব্যথাহারীকে স্মরণ করে না। তাই সাধকের প্রার্থনা—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং'। এমন যে পরমদেবতা—তাঁর তুল্য নিকটতম আর কে হ'তে পারে? তাই তাঁকে বন্ধুরূপে পাবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। দূরে নয়—ভগবানের সাথে একাত্মতা হওয়াই সাধকজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য]। [এর গেয়গানের নাম—'গূদং', 'অতর্দঃ', 'গূর্দঃ', 'অত্যর্দ']।

৩। মহত্ত্বসম্পন্নদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়, সূর্যের ন্যায় বিচিত্রগুণোপেত পরমশক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানদেব (অগ্নি) মোক্ষরূপ রমণীয় ধন ধারণ ক'রে আছেন অর্থাৎ প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানই লোকসমূহকে পরমপদ প্রদান ক'রে থাকেন)। [ভগবানের জ্ঞানশক্তি মানুষের হৃদয়ে

আবির্ভূত হয়ে তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী করে। মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য। অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ যখন আকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তখন তিনি কৃপা ক'রে নিজের দিব্যজ্যোতিঃ (জ্ঞান) বিকাশ করেন। তখন এক মুহূর্তে মানুষের মনের যুগযুগান্তের জমাটবাঁধা অন্ধকার (অজ্ঞানতা) পলায়ন করে]। [এর গেয়গানের নাম—'সাতনিকে দ্বে']।

৪। বিশ্বের সকল শত্রুর স্তম্ভনকারী হে ভগবন্! আপনি যদি ইহজগতে থাকেন, অথবা যদি স্বর্গলোকে থাকেন, আপনি যেখানেই থাকুন, সেখান হ'তে সত্বর আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে আমাদের ত্রাণ করুন)। [মানুষ-অবোধের মতো যত্রতত্র তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। মনে করে, এখানে তিনি ; অথবা এখানে নয়, ওখানে তিনি। কিন্তু যখন আত্মদৃষ্টি লাভ করে, তখন সে বুঝতে পারে সর্বময় তিনি এবং সবই তন্ময়। সুতরাং তিনি সেই সাধকেরও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত]। [ঋষি—'বিপ্রবন্ধুঃ'। এর গেয়গানের নাম—'ধনসাম' ও 'ধর্মসাম']।

৫। জ্ঞানের উন্মেষিণী দেবী অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন ; এবং আপন তেজের দ্বারা সেগুলিকে নিজের স্বপ্রকাশক ও সৎ-মার্গ প্রাপ্ত করান। (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে লোকসমূহকে জ্ঞান প্রদান করেন ; সেই জ্ঞানের দ্বারা লোক-সকল সৎ-মার্গের অনুসারী হয়)। [অন্ধকারের মধ্যে এই যে আলোক-বিকাশ, দিগভ্রান্ত পথিককে যে এই পথ-নির্দেশ, তা ভগবানেরই করুণার পরিচায়ক। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকশিত হ'লে মানুষ-আপনি থেকেই সৎপথের পথিক হয়]। [এর গেয়গানের নাম—উষসং সাম']।

৬। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদের কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনও সুখই দিতে পারে না ; পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে (অথবা, শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানই পরমসুখদাতা)। [ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটে ওঠে, সে দেখতে পায়—সব ক্ষণিক স্বপ্ন, সব মায়া। মিথ্যার পিছনে ছুটে সে মিথ্যা পরিশ্রম করেছে। কোথায় অনন্ত সুখ, কোথায় অনন্ত শান্তি? তখন সে ভগবানের কাছেই জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে—তুমিই ব'লে দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নেই?—আছে—নিশ্চয় আছে। সত্য সত্যই সেই অবিনশ্বর সুখের সন্ধান সে পায়, যখন তার অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তাকে সেই সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সেই ভূমানন্দের (সত্যের) সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই অনাদি অবিনশ্বর আনন্দস্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাতেই ভূমানন্দ লাভ করবে—পরমশান্তি প্রাপ্ত হবে]। [এর গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজং']।

৭। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! রাজমার্গ হ'তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথসমূহ যেমনভাবে নির্গত হয়, তেমনভাবে আপনার নিকট হ'তে মোক্ষ প্রবাহিত হোক, অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। **অথবা**—পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! ক্ষুদ্রমার্গসমূহ যেমন রাজমার্গকে আশ্রয় করে ; তেমনি আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আপনার সমীপে প্রবাহিত হোক অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন)। [ভগবান্ কল্পতরু, কিন্তু তাঁর দান গ্রহণ করবার মতো শক্তি থাকাও চাই। মোক্ষলাভের জন্য শুধু প্রার্থনা করলেই তো হয় না—হৃদয়-মন মোক্ষলাভের উপযোগী হওয়া চাই। ভগবানের কাছে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করার অর্থই এই যে, ভগবান্ যেন আমাদের তাঁর পরমদান মোক্ষ লাভ করবার শক্তি দেন, আমরা যেন তাঁর অভিমুখে চলবার, সৎ-ভাবে জীবনযাপন

করবার শক্তি লাভ ক'রি। বলা বাহুল্য, ভগবানই কৃপা ক'রে মানুষকে তাঁর দান গ্রহণ করবার উপযোগী শক্তি দান করেন। তবে তার জন্য সাধক-মনের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। মন্ত্রের অপর ভাব— 'রাতয়ঃ'—পরমদান মোক্ষ ইত্যাদি অথবা শুদ্ধসত্ত্বসকল—কেবল যে ভগবানেরই দান, তা নয়। প্রার্থীও দাতাকে কোনও বিশেষ সামগ্রী দান করতে সমর্থ। ভগবানের কাছে যেমন সৎ-ভাব প্রার্থনা কর যায়, তেমনি আবার তাঁকে সৎ-ভাব (শুদ্ধসত্ত্ব) প্রদান করাও চলে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র পথ যেমন বৃহৎ পথে মিশে যায়, তেমনি আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র সৎ-ভাবটুকু বিরাট তোমাতেই গিয়ে মিলিত হোক, তোমাকেই আশ্রয় ক'রে তোমাতে আত্মলীন হয়ে যান]। [এর গেয়গানের নাম—'রাতি সাম']।

৮। ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবৎপ্রদত্ত সৎকর্মসাধনসামর্থ্য লাভ করতে পারি ; সৎকর্মসাধক হয়ে আমরা যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সৎকর্মসমন্বিত হয়ে আমরা যেন অনন্তজীবন লাভ ক'রি)। [ঐকান্তিক ব্যাকুলতার সাথে প্রার্থনা করলে, নিজের যতকিছু অপরাধ, তাঁর চরণে নিবেদন করলে, ভগবান্ কৃপা ক'রে মানুষকে তার অভীষ্ট প্রদান করেন]। [গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজং']।

৯। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! মিত্রস্বরূপ দেব (মিত্রঃ), অভীষ্টবর্ষণশীল দেব (বরুণঃ) এবং আপনি (ইন্দ্র) আমাদের আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। হে ভগবন্! আমাদের সাধন-শক্তি প্রবৃদ্ধ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন)। [সাধক নিজের শক্তিতে তাঁর অন্তরস্থ শক্তিকে জাগরিত ও বিকশিত ক'রে সেই শক্তির সাহায্যে, নিজের অভীষ্টলাভ করতে চাইছেন। প্রকৃত প্রার্থনাই এই]। [ঋষির নাম—'আত্রেয়'। এর গেয়গানের নাম—'ঐষম্']।

১০। পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ সকল ভুবনের ঈশ্বর হন। (ভাব এই যে,—ভগবানই জগতের একমাত্র প্রভু)। [তিনিই জনক, পালক, রক্ষক। তিনি সর্বত্র। এই অনন্ত জগৎ তাঁরই মহিমা প্রকাশ করছে। সুতরাং যে রূপে যেখানে তাঁকে ভাববে, সেই রূপে সেখানেই তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈরাজ দ্বে']

●

দ্বাদশী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। ঐন্দ্র পর্ব (তৃতীয়)। চতুর্থ অধ্যায়।

দেবতা ১।৩।৪।১০ ইন্দ্র, ২ সূর্য ৫ বিশ্বদেবগণ, ৬ মরুদ্‌গণ, ৭ পবমান সোম, ৮ সবিতা, ৯ অগ্নি॥ ছন্দ ১।৩।৫।৭।৯ অত্যষ্টি (কোন কোন পুস্তকে ১ অষ্টি), ২।৪।৬ অতি জগতী, ৮।১০ অতিশক্করী (কোন কোন গ্রন্থে ৮ অত্যষ্টি)॥ ঋষি ১।১০ গৃৎসমদ শৌনক,

২ গৌরাঙ্গিরস, ৩।৫।৯ পরুচ্ছেপ দৈবদাসি, ৪ রেভ কাশ্যপ, ৬ এবয়ামরুৎ আত্রেয়,
৭ অনানত পারুচ্ছেপি, ৮ নকুল॥

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎ সোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যং ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্॥১॥
অয়ং সহস্রমানবো দৃশঃ কবীনাং মতির্জ্যোতির্বিধর্ম।
ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ সমৈরয়দরেপসঃ সচেতসঃ স্বসরে মন্যুমন্তশ্চিতা গোঃ॥ ২॥
এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানবি সৎপতিরস্তা রাজেব সৎপতিঃ।
হবামহে ত্বা প্রযস্বন্তঃ সুতেষ্বা পুত্রাসো ন পিতরং বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে॥ ৩॥
তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শ্রবাংসি ভূরি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্ত রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী॥ ৪॥
অস্তু শ্রৌষট্ পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আ নু ত্যচ্ছর্ধো দিব্যং বৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে।
যদ্ধ ক্রাণা বিবস্বতে নাভা সন্দায় নব্যসে।
অধ প্র নূনমুপযন্তি ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছ ন ধীতয়ঃ॥ ৫॥
প্র বো মহে মতয়ো যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজা এবয়ামরুৎ।
প্র শর্ধায় প্রযজ্যবে সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায় শবসে॥ ৬॥
অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি সযুগ্বভিঃ সুরো ন সযুগ্বভিঃ।
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
বিশ্বা যদ্রূপা পরিয়াস্যৃক্বভি সপ্তাস্যেভির্ঋক্বভিঃ॥ ৭॥
অভি তং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্।
ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণি রমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ॥ ৮॥
অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।
য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্য কৃপা।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ॥ ৯॥
তব ত্যং নর্যং নৃতোহপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্।
যো দেবস্য শবসা প্রারিণা অসু রিণন্নপঃ।
ভুবো বিশ্বমভ্যদেবমোজসা বিদেদূর্জং শতক্রতুর্বিদেদিষম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। কর্মভক্তিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করবার জন্য, মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান্ আত্মতৃপ্ত ভগবান্ সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসংস্কৃত পোষণ শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব যথানুক্রমে (যথাযথরূপে) গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর সাথে সম্মিলিত হন) ; আর সেই ভগবান্ মহৎ, সাধকের মঙ্গল সাধনভূত, প্রসিদ্ধ পতিত-উদ্ধার-রূপ কর্ম করতে আনন্দ লাভ করেন ; (তাই) সত্যপ্রাপক দীপ্তিযুক্ত সেই সত্ত্বভাব, সত্যস্বরূপ দীপ্তিমন্ত

মহত্ত্বসম্পন্ন সর্বত্রপ্রকাশমান্ পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সত্যস্বরূপ সত্ত্বভাবময়)। ['ত্রিকদ্রুকেষু'—কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধনার্থে ; 'মহিষঃ'—মহিমান্বিত ; 'বিষ্ণুনা'—সাধকের হৃদয়স্থিত ; 'সুতং'—বিশুদ্ধ বা সুসংস্কৃত ; 'যবাশিরং'—পোষণশক্তিসম্পন্ন ; 'সোমং'—সত্ত্বভাব—ইত্যাদি অর্থই সঙ্গত]। [গেয়গানের নাম—'বাজাজন্']।

২। জগতে প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ সকলের দ্রষ্টা জ্ঞানিগণের মননীয় জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের বিধাতা মহান্ ব্রহ্ম, নির্মলা অজ্ঞানতানাশিকা জ্ঞানপ্রদায়িকা জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবীকে (অর্থাৎ সৎ-বৃত্তিসমূহকে) লোকের হৃদয়ে সম্যক্ প্রকারে প্রেরণ করেন ; ভগবানের কৃপায় জ্ঞানকিরণের দ্বারা আলোকিত হ'লে সকল লোক দীপ্তিমন্ত ও জ্ঞানবন্ত হয়। (ভাব এই যে—ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা লোক জ্ঞানবান্ হয়)। ['উষসঃ'—উষা, জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবী, তথা ভগবানের সৎবৃত্তিরূপ বিভূতি]। [গেয়গানের নাম—'গৌরাঙ্গিরসস্য সামনী দ্বে']।

৩। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকট আগমন করে, সৎ-জনের পালক যেমন জ্ঞানিগণকে প্রাপ্ত হয়, জগতের অধীশ্বর আপনি যেমন সাধকদের হৃদয়ে আগমন করেন, তেমনই আপনি স্বর্গ হ'তে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; পুত্রস্থানীয় সাধক সৎকর্মসাধনশক্তি লাভ করবার জন্য মহত্ত্বসম্পন্ন আপনাকে যেমন আহ্বান করেন, তেমন আমরাও সত্ত্বভাবসম্পন্ন হয়ে বিশুদ্ধ সৎকর্মসাধনের জন্য আপনাকে যেন প্রকৃষ্টরূপে আহ্বান করতে পারি ; হে ভগবন্! পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণসাধনে তৎপর হন, তেমনি আপনিও আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মসমন্বিত ভগবৎপরায়ণ হই)। [এর গেয়গানের নাম—'অক্ষর্যম']।

৪। প্রভূতধনসম্পন্ন (সকল ঐশ্বর্যের আধার সকল শক্তির আধার সত্যস্বরূপ সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন বিবিধরকমে শ্রেয়ঃপ্রদানকারী অর্থাৎ প্রভূত মঙ্গলবিধায়ক অতএব পরমধনপ্রদানে কার্পণ্যরহিত অর্থাৎ না-প্রতিশব্দরহিত সর্বগুণময় পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রি ; অপিচ, বিশ্বের সকলের আরাধনীয় অর্থাৎ বিশ্বের পরমমঙ্গলবিধায়ক সকলের পূজ্য পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ আমাদের স্তুতির দ্বারা (অথবা, আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে) পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; তারপর শত্রুনাশে বজ্রায়ুধধারী সেই ভগবান্ আমাদের পরমধনদানের জন্য সকলরকম সুপথের বিধান করুন অর্থাৎ আমাদের সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (ভাব এই যে,—ভগবানই একমাত্র পরমমঙ্গলের বিধায়ক। আমাদের সৎকর্ম তাঁকে আমাদের মধ্যে আনয়ন করুক, তাতে আমরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হব। আর তাতে আমরা সৎপথে পরিচালিত হ'তে পারব)। [এর গেয়গানের নাম—'অক্ষর্যং']।

৫। সৎকর্মপ্রভাবে প্রজ্ঞা-স্বরূপ ভগবানকে হৃদয়রূপ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রি। (ভাবার্থ—সৎকর্মের সাধনে ভগবানকে যেন পরিতুষ্ট করতে পারি) ; তারপর ভগবৎ-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ বল হৃদয়ে সঞ্চয় ক'রি। (ভাবার্থ—আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান্ আমাদের সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন) ; (এইভাবে সামর্থ্য উপজিত হ'লে) আমরা জ্ঞানভক্তি-রূপ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার প্রার্থনায় সমর্থ হই। (ভাবার্থ—সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হ'লে, ভগবানকে ডাকবার সামর্থ্যও লাভ করা যায়)। (প্রার্থনার সামর্থ্য উপজিত হ'লে) আমরা সত্ত্বসমন্বিত হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে চিরনবীন পরমানন্দপ্রাপক পরমধনবিধাতা নিত্যতরুণ ইন্দ্র-বায়ু দেবতাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। হে

ভগবন্! আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন। তারপর, আমাদের সৎ-ভাবরাশি প্রকৃষ্টরূপে আমাদের ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত করুক ; এবং দেবভাবকামী আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ আমাদের ভগবানের সমীপে নিয়ে যাক। (ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের এবং সৎকর্মের দ্বারা আমরা যেন নিত্য ভগবানকে অনুসরণ ক'রি)। [মন্ত্রে একদিকে যেমন প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভগবানের কাছে তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনার ভাব সূচিত হয়েছে। এই মন্ত্রে 'অগ্নিং' পদে আহবনীয় বা অন্য কোন অগ্নি কল্পিত হয়নি। এখানে 'অগ্নিং' পদে ভগবানের সেই বিভূতিকে লক্ষ্য করা উচিত, যাঁর প্রভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'যাজ্ঞতুরম্']।

৬। বিবেকরূপী হে ভগবন্ (মরুৎ-দেবতা—যাঁরা ভগবানের বিশেষ বিভূতি—বিবেকরূপে আবির্ভূত)! হৃদয়সঞ্জাত অথবা কর্মের দ্বারা সমুদ্ভূত প্রসিদ্ধ স্তুতিসমূহ অথবা সৎ-ভাবসমূহ আমাদের সম্বন্ধী বিবেকসম্বন্ধযুত সর্বব্যাপী আপনার উদ্দেশে নিত্যকাল গমন করুন। (আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা নিত্যকাল ভগবানকে প্রাপ্ত হোক অর্থাৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হোক)। অপিচ, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রকৃষ্টরূপে যষ্টব্য সুখপ্রদ সকল শক্তির আধার মহিমান্বিত পরমধনপ্রদাতা কল্পিতকর্মা (অর্থাৎ শত্রুনাশক ও সকল সৎকর্মের আধারভূত, শবস্বরূপ আমাদের রক্ষক মহান্ ভগবানের উদ্দেশ্যে হৃদয়সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব নিবেদন কর ; তাই ব্রত বা সৎকর্ম-সাধন। (সাধক এখানে নিজেকে উদ্বোধিত করছেন। ভাব এই যে,—ভগবানে সর্বস্বসমর্পণরূপ ব্রতই মোক্ষ-বিধায়ক)। [ভাষ্যের মতে এই মন্ত্রের ঋষি—'এবয়ামরুৎ'। তিনি যেন স্তোত্রসমূহ প্রণয়ন করছেন, ভাষ্যকারের 'গিরিজাঃ' পদে তা-ই উপলব্ধি হয়। কিন্তু বেদমন্ত্র কোনও নরদেহধারী পুরুষের বা রমণীর লিখিত নয়, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মানলে একথা স্বীকার করতেই হয়। 'গিরিজাঃ' পদে 'হৃদয় সঞ্জাতাঃ' অথবা 'কর্মণা সমুদ্ভূতাঃ' অর্থই সঙ্গত। 'বিষ্ণবে' অর্থে 'সর্ব্বব্যাপিনে ভগবতে তুভ্যং ইতি ভাবঃ'-ই সঙ্গত]। [এর গেয়গানের নাম—'এবযামরুতঃ সামঃ']।

৭। সূর্য যেমন আপন কিরণের দ্বারা আবরক অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, তেমনই পবিত্রতাপ্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব তেজঃপ্রদীপ্ত ও দীপ্তিমন্ত তেজপূর্ণ শক্তির দ্বারা এবং আত্মজ্ঞান-উন্মেষণের দ্বারা বিশ্বের সকল শত্রুকে নাশ করেন। (ভাবার্থ—সূর্য যেমন রশ্মির দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, তেমনই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ নিজের অমিত প্রভাবের দ্বারা আত্মজ্ঞান-উন্মেষ ক'রে অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করেন)। এরপর (শুদ্ধসত্ত্ব প্রদীপ্ত হ'লে) পবিত্রকারক জগৎ-উদ্ধারক সেই ভগবানের তেজোরাশি অর্থাৎ করুণাধারা সাধকগণকে উদ্ভাসিত অর্থাৎ অভিসিঞ্চিত করে। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে সৎ-ভাব সঞ্জাত হ'লে ভগবানের করুণাধারা আপনিই বিগলিত হয়)। আরও, ভগবান্ যখন দেহ ইত্যাদি সপ্তসংজ্ঞক সৎকর্ম-সাধনের উপাদানসমন্বিত তেজঃসমূহের দ্বারা বিশ্বের ভূতজাতসমূহকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করেন, তখন শুদ্ধসত্ত্বের গ্রাহক পবিত্রকারক ভগবান্ আপন তেজের দ্বারা আপনিই প্রকাশমান হন। (ভাব এই যে,—সূর্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে)। [সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্তজিহ্বা একত্রে মিলিত হয়ে শ্বেতবর্ণের সৃষ্টি করে, তেমনই সত্ত্বভাব-উন্মেষের পক্ষে সপ্ত উপাদান হলো—পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। এগুলি যখন ভগবানে সংন্যস্ত হয়, তখন দেহ সত্ত্বভাবে বা দেবভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ভাবটাই 'সপ্তাস্যেতিঃ' পদে উপলব্ধ হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'বিষমাণানি ত্রীণি']।

৮। দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্বত্র বর্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অথবা অশেষ প্রজ্ঞানসম্পন্ন সত্যস্বরূপ অথবা অর্চনাকারিদের সৎপথে নয়নকর্তা, সৎকর্মের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠ রত্নের ধারক ও পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চনাকারিদের সুমতিবিধায়ক, ক্রান্তদর্শী (সর্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে অর্চনা ক'রি অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্ম-উদ্বোধনসূচক)। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্বপ্রকাশশীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ (নিখিল সৎ-ভাবের জননের নিমিত্ত) গগনাভিমুখী অর্থাৎ সাধকদের উচ্চ-হৃদয়াভিমুখী হয়ে, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাব ইত্যাদি উৎপন্ন করে ; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্য-সদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্ত হস্ত, শোভনক্রতু-সম্পন্ন অথবা সৎকর্মমণ্ডিত সেই সবিতৃদেব, লোকসমূহের হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হন, অর্থাৎ কল্পনায়ও তাঁর শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাঁর স্বরূপ পরিব্যক্ত হয়েছে)। [এই মন্ত্রটি যজুর্বেদেও দৃষ্ট হয়। সেইসঙ্গে আরও যে তিনটি মন্ত্র আছে, ভাষ্যমতে সেগুলি সবই সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। সেখানেও প্রকাশ, শেষভাগ গ্রহণ ক'রে, তৃতীয় মন্ত্রে, সোমকে উষ্ণীষের দ্বারা বন্ধন করবার বিধি আছে। তাতে মন্ত্রে অর্থ দাঁড়িয়েছে—'হে সোম! প্রজাগণের উপকার জন্য তোমাকে বন্ধন ক'রি।' কিন্তু প্রকৃত অর্থে সকল পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে বোঝা যায়, এই মন্ত্র যেন বলছেন—ভগবান্ প্রজ্ঞানের স্বরূপ, সৎকর্মমণ্ডিত। সুতরাং হে মানব! তুমিও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সৎকর্মের অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানমিশ্রিত সৎকর্মেই ভগবান্ পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ, তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, তেমনই প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও। তিনি যেমন সৎকর্মমণ্ডিত, তুমিও তেমনই সৎকর্মপর হও। হও—জ্ঞানবান, হও—সৎকর্মের সাধক ; সঞ্চয় কর জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর সৎকর্ম। তাহলেই প্রজ্ঞানরূপী সৎকর্মমণ্ডিত ভগবানের করুণা-কণা-লাভে সমর্থ হবে,—তাহলেই তোমার গতিমুক্তির পথ সুগম হয়ে আসবে]। [এর গেয়গানের নাম—'সবিতুঃ সাম'। যজুর্বেদ সংহিতায় এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়]।

৯। দেবগণের আহ্বানকারী অর্থাৎ দেবভাবসমূহের জনক, অতিশয়িতরূপে দানবন্ত অর্থাৎ পরমধন-প্রদাতা, সকলের নিবাসহেতুভূত, সকল শক্তির আধার অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রজননকারী, তত্ত্বদর্শী আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের ন্যায় সর্বতত্ত্বজ্ঞ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে স্তুতি ক'রি। পূর্বোক্ত প্রভাবসম্পন্ন সেই ভগবান্, সৎকর্মসমূহে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করবার জন্য, সাধক-হৃদয়ে শক্তি-সামর্থ্য উৎপাদন করেন ; এবং সেই ভগবান্ প্রদীপ্ততেজস্ক জ্ঞানভক্তি-সহযোগে দীয়মান ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বের অনুক্রমে গ্রহীতা হন অর্থাৎ গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসরণ জ্ঞানপ্রাপ্তিমূলক। এই জন্যই সাধুগণ সৎ-জ্ঞানলাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করেন। তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসরণে আমরা যেন জ্ঞানার্থী হই। হে ভগবন্! আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন করুন ; তাতে আমাদের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হোক)। [অগ্নি—প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্। ভগবান্ সকল শক্তির আধার। তাঁর শক্তিমত্তার তুলনা নেই। তাঁর বিভূতিস্বরূপ এই অগ্নিদেবতার শক্তিমত্তার পরিচয় যেমন রয়েছে জড়জগতে, তেমনি এর পরিচয় রয়েছে অধ্যাত্ম-জগতেও। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, তাড়িত শক্তি, বিমান-বিহার প্রভৃতিতেও যেমন তাঁর শক্তির নিদর্শন মেলে, তেমনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনগণের পরমপদ-প্রাপ্তিতে—অধ্যাত্মজগতেও সে পরিচয় বিদ্যমান। ফলতঃ কি আত্মতত্ত্ব-লাভের পথে, কি

কর্মসাফল্যের জন্য—আবশ্যকানুরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন]। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের কিছুটা পাঠান্তর দেখা যায়। এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজে দ্বে', 'অবভৃথং সাম' এবং 'প্রবগ্যং সাম']।

১০। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি লোকসমূহের পরমানন্দদায়ক অথবা সৎকর্মে প্রবর্তক হন ; অতীত-বর্তমান সর্বকালেই বিদ্যমান আপনার সম্বন্ধি আপনার মহিমাব্যঞ্জক পতিত-উদ্ধারণের জন্য শত্রুনাশের দ্বারা সৎ-ভাবের জননরূপ কর্ম (অথবা অজ্ঞানতার নাশে জ্ঞানের উন্মেষণ) সকল লোকে প্রশংসিত হয়। (ভাবার্থ—ভগবানের মহিমা সর্ববিদিত)। সেই ভগবান্ আপনার বলের দ্বারা দেবভাব সমূহের অবরোধক অজ্ঞানতামস বিদূরিত ক'রে (সাধকগণের হৃদয়ে) সত্ত্বভাব-প্রবাহ প্রকৃষ্টরূপে প্রেরণ করেন। (ভাবার্থ—ভগবানের অনুগ্রহেই হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়)। তারপর সেই ভগবান্ সর্বব্যাপী তমোরূপ অসুরকে বলের দ্বারা অভিভূত করেন ; এইভাবে শত্রুনাশে হ'লে সর্বকর্মাধার ভগবান্ সাধকদের মধ্যে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য প্রেরণ করেন এবং তাদের অভীষ্ট পূরণ করেন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের শত্রু-সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করুন অর্থাৎ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি, পাপ, অজ্ঞানতা ইত্যাদি এবং ব্যাধি ও ভৌতিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন ; এবং জ্ঞানভক্তি-সহযুত সত্ত্বভাবসম্পন্ন ক'রে আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [উপসংহারে ভগবানের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হচ্ছে। তাঁরই অনুগ্রহে যে জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হয়, এখানে তা বিঘোষিত হচ্ছে। স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃষ্ট-সামগ্রী যে সেই মহৎ-ব্রহ্মে পর্যবসিত এবং সবই যে তাঁরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি,—মন্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। উল্লেখনীয়—এই মন্ত্রের সাথে দেবাসুরের সংগ্রামের কল্পনা ক'রে 'দেবস্য' পদে 'অসুরস্য' অর্থ নেওয়া হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, 'দেব' শব্দ বেদে 'অসুর' বোঝাতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানে 'অদেবং' পদে তমোরূপ অসুরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আবার ঐ পদের 'ভগবৎ-সম্বন্ধ বিরোধী সব রকম অনাচার বা ধর্মহীনতা' অর্থও নিষ্পন্ন হ'তে পারে। যা দেবভাবের বিরোধী, যা ধর্মবিরুদ্ধ—ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ, তা-ই 'অদেবং'। এইভাবে মন্ত্রের প্রার্থনা হয়—আমাদের অন্তঃশত্রুর নিপীড়ন থেকে মুক্ত ক'রে আমাদের মুক্তিদান করুন। পতিত আমরা ; আপনার চরণে শরণ নিচ্ছি। আপনি কৃপা ক'রে সদয় হোন]। [এর গেয়গানের নাম—'ঐষং সাম']।

— চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত —

সামবেদ-সংহিতা।

পবমান পর্ব।

প্রথমা দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ১।৪ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৩ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ কশ্যপ মারীচ, ৭ জমদগ্নি ভার্গব, ৮ দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য, ৯।১০ কাশ্যপ অসিত বা দেবল॥

উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে।
উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ॥ ১॥
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥ ২॥
বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ।
বিশ্বা দধান ওজসা॥ ৩॥
যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা।
দেবাবীরঘশংসহা॥ ৪॥
তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ।
হরিরেতি কনিক্রদৎ॥ ৫॥
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ।
অর্কস্য যোনিমাসদম্॥ ৬॥
অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ।
শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ॥ ৭॥
পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে।
মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ॥ ৮॥
পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।
মদেষু সর্বধা অসি॥ ৯॥
পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ।
স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্বর্গলোকে তোমার সম্বন্ধীয় রসের জন্য ; অর্থাৎ সত্ত্বভাব দেবলোকজাত ; স্বর্লোকে অবস্থিত হয়ে আমাদের ন্যায় পাপীদের তেজোময় কল্যাণ এবং মহতী শক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম কল্যাণলাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই)। [সত্ত্বভাব দেবতার করুণারূপে মানুষের মস্তকে নেমে আসে। দেবতার ধন, দেবতাই কৃপা ক'রে মানুষকে সেই স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদ দেন। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকেই সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় (ভাষ্যকারের মতানুযায়ী) কল্পিত সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটা মাদকদ্রব্য, যা মানুষকে অধঃপতনের দিকে টেনে আনে, তা যে কেমন ক'রে শক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে, তা বোঝা দুষ্কর। শুধু তাই নয়, সোমকে সেখানে স্বর্গজাত বলা হয়েছে, অর্থাৎ সোম দিব্যশক্তিসম্পন্ন।—আমরা পূর্বাপর 'সোম' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ ক'রে আসছি, এখানেও তা-ই করা হয়েছে এবং এটাই সঙ্গতিপূর্ণ। সত্ত্বভাবই দেবভাব, দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও কল্যাণদায়ক। তা-ই মানুষকে অনন্ত কল্যাণের পথে নিয়ে যায় ; তা-ই মানুষকে অসীম শক্তির অধিকারী করতে পারে। সত্ত্বভাবই পরমব্রহ্মের শক্তি (মাদকদ্রব্য 'সোম' নয়), যে ভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হ'লে মানুষ ব্রহ্মের শক্তি লাভ করে]। [এর তেরটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'আজীগম্', 'আভীকম্', 'ঋষভ পাবমানম্', 'ব্রাভ্রবে দ্বে', 'ইন্দ্রণ্যাঃসাম' 'শৈশবে দ্বে', 'দোহসাম', 'দোহীয়সাম' 'আমহীয়বম্',]।

২। হে আমার হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের ভগবৎ-সমীপে নিয়ে যাবার জন্য প্রীতিজনক পরমানন্দদায়ক ধারারূপে প্রবাহিত হও। (ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের জন্য আমাদের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব উদ্বোধিত হোক)। [সত্ত্বভাব সকলের হৃদয়েই বর্তমান আছে। সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হ'লে তা মানুষকে মোক্ষলাভের পথে প্রেরণ করে]। [এর আটটি গেয়গানের নাম—'আজীগম্', 'সুরূপম্', 'সুরূপোত্তরম্', 'জমদগ্নে শিল্পে দ্বে', 'উহুবাই', 'সংহিতম্', 'শকুলং', 'গম্ভীরম্']।

৩। অভিমতফলবর্ষক অথবা অভীষ্টপূরক হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আনন্দদায়ক হয়ে বিবেকজ্ঞান-প্রদানের জন্য ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। অপিচ, আত্মশক্তি দ্বারা পরমধন আমাদের প্রদান কর। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাবসমন্বিত হয়ে যেন পরমধন মোক্ষ প্রাপ্ত হই)। [সত্ত্বভাব মানুষের অভিমত-ফলবর্ষক—অভীষ্টপূরক। মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য—মুক্তিলাভ। সেই পরম আকাঙ্ক্ষার ধন মুক্তি বা মোক্ষ দিতে পারে—শুদ্ধসত্ত্বভাব। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হ'লে মানুষ পাপপঙ্কিলতার হাত থেকে নিস্তার পায়] [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান ন'টি। তাদের নাম—'সোমসাম', 'বৈশ্বদেবম্', 'ইন্দ্র সাম', 'যৌক্তাস্বম্' ইত্যাদি]।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাতে দেবভাবপ্রদায়ক পাপনাশক সর্বলোক বরণীয় সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরমানন্দদায়ক যে রস আছে, সেই রসের—অমৃতের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ; ভাব এই যে—আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হোক)। [মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আছে। সেইজন্য মানুষের মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্বের মিলন হয়েছে। সত্ত্বগুণ দেবভাবের পরিচালক এবং রজঃ ও তমঃ পশুত্ব নির্দেশ করে। সাধনার বলে যখন মানুষ এই রজঃ ও তমের ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, তখনই তার মধ্যে প্রকৃত দেবভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ বিহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবই দেবভাব।—শুদ্ধসত্ত্বকে পাপনাশক বলা হয়েছে ; কারণ রজঃ ও তমের বিনাশে পাপনাশ অবশ্যম্ভাবী। পাপের জনক রজঃ ও তমের বিনাশে পাপের অস্তিত্বও নষ্ট হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব পাপনাশক

হৃদয় থেকে পাপ দূরীভূত হ'লে মানুষ বিমল আনন্দ লাভ করে। সকলেরই প্রার্থনীয় সেই আনন্দকে লাভ করলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না। তাই এই আনন্দের মূলীভূত কারণ শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা]। [এর গেয়গানের নাম—'ভাসম্', 'সোমসাম', 'প্রব্যোপত্যম্']।

৫। ঋক-যজুঃ-সাম মন্ত্রের দ্বারা আমরা প্রার্থনা করছি। তার দ্বারা জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত হোক ; অপিচ, জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করুক ; পাপহারক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবসমন্বিত জ্ঞান আমাদের পরমধন প্রদান করুক)। ['গাবঃ' ও 'ধেনবঃ' পদদু'টিতে সঙ্গতভাবেই যথাক্রমে 'জ্ঞানকিরণ' ও 'জ্ঞানরশ্মি' অর্থ গৃহীত হয়েছে। দু'টি পদই একার্থক, কেবলমাত্র প্রার্থনার দৃঢ়তা বোঝাবার জন্য দু'টি বিভিন্ন পদের ব্যবহার]। [এই সাম-মন্ত্রের ছ'টি গেয়গান আছে। তাদের নাম—'বৈষ্টম্ভে দ্বে', 'পার্ষ্টৌহে দ্বে', 'ক্ষুল্লকবৈষ্টম্ভম্', 'পার্ষ্টৌহম্']।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্ব। বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও ; অপিচ, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্টপূরক হয়ে করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হোক)। [হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদ দু'টিতে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। হৃদয়ই সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎসস্থানীয়। হৃদয় নির্মল হ'লে, পবিত্র হ'লে সেখানে বিবেক জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন করা হয়েছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন]। [এর আটটি গেয়গানের নাম—'ইষবৃধীয়ম্', 'ইন্দ্রসাম', 'বৈশ্বদেবে দ্বে', 'আগ্নেয়ং দ্বে', 'বৈশ্বদেবম্', 'আগ্নেয়ং']।

৭। আমাদের পরমানন্দ দানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপ্রাপক জ্ঞানকিরণ পবিত্র এবং শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিত হয়ে অনন্তশক্তিবিধায়ক হোক এবং শ্যেনের মতো ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল হয়ে আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হোক)। [ভাষ্যকার 'অংশুঃ' পদে 'সোম' অর্থ ধরেছেন, তারফলে সোমকে গিরিষ্ঠা পর্বতে জাত বলা হয়েছে, কিংবা, সোমকে আকাশে গিয়ে বসানো হয়েছে। এখানে 'অংশু' পদে জ্ঞান, জ্ঞানকিরণ অর্থেরই সঙ্গতি রয়েছে। 'গিরিষ্ঠা' পদে 'শ্রেষ্ঠতম, যথা—ভক্তদের অভীষ্টপ্রাপক' অর্থই সঙ্গত।—জ্ঞান যখন সত্যভাবের সাথে মিলিত হয়, তখনই তা বিশুদ্ধ মোক্ষদায়ক হয়]। [এর গেয়গান আটটি। সেগুলির নাম—'শৈশবানি চত্বারি' 'চ্যাবনানি চত্বারি']।

৮। হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব। আত্মশক্তি-সাধক পরমানন্দদায়ক তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বিবেকরূপী দেবগণের এবং আশুমুক্তিদায়ক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হও। (এ মন্ত্রও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের জন্য সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক)। [এখানে 'হরে' পদে 'হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব', 'মদঃ' পদে 'পরমানন্দদায়ক', ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'হরে' পদে সোমকে লক্ষ্য ক'রে তাকে হরিৎবর্ণ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—সে মদকর, দেবগণের ও মরুৎগণের ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হয়। অথচ 'মরুদ্ভ্যঃ'—'বিবেকরূপী দেবতা', 'বায়বে'—আশুমুক্তিদাতা দেবতার—এমন অর্থই সমীচীন]। [এর গেয়গানের নাম—'প্রাজাপত্যে দ্বে']।

৯। শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন হৃদয়ে

আপনা-আপনি সঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব-অভীষ্টের পূরক হও। (নিত্যসত্য-প্রকাশক এই মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন)। [নির্মল স্ফটিকেই সূর্যকিরণ যেমন প্রতিবিম্বিত হয় পবিত্র সাধুর হৃদয়েই তেমনি পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হ'লে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না ; মানুষ ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথেই অগ্রসর হ'তে থাকে। এই জন্যই সত্ত্বভাবকে সকল অভীষ্টের পূরক বলা হয়েছে]। [এই সাম-মন্ত্রের ছ'টি গেয়গান আছে ; সেগুলির নাম—আদ্যং বৈদস্যতম্', 'দ্বিতীয়ং বৈদস্যতম্', 'তৃতীয়ং বৈদস্যতম্', 'চতুর্থং বৈদস্যতম্', 'আঙ্গিরসস্য পদস্তোতৌ দ্বৌ']।

১০। প্রজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎকর্মসাধনের দ্বারা দ্যুলোকের প্রিয় শক্তি আত্মশক্তি অর্থাৎ নিত্যকাল প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ; ভাব এই যে,—জ্ঞানী এবং সৎকর্মের সাধকগণই আত্মশক্তি লাভ করেন)। অথবা—মেধাবী ক্রান্তপ্রজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব (ভগবান) সাধকদের হৃদয়ে সর্বদা বর্তমান আছেন। হৃদয়রূপ দ্যুলোকের প্রিয়শক্তিসমূহ সৎকর্মসাধনের দ্বারাই উদ্বোধিত হয়ে থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক' সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যকাল বিরাজিত। সৎকর্মের সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সে শক্তি উদ্বোধিত হয়ে থাকে)। [জ্ঞান ও কর্ম এই উভয় পন্থার অনুসরণেই মানুষ আত্মশক্তির অধিকারী হন। জ্ঞান-সাধনের সাথে কর্ম-সাধনেরও সাদৃশ্য আছে। সৎকর্মের সাধনা দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। শাস্ত্রনির্দিষ্ট সৎ-মার্গে নিজেকে চালিত করলে, সৎ-ভাবে জীবন-যাপন করলে, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুও হীনবল হয়। এই সৎকর্মজনিত শক্তির কাছে তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তাই সৎকর্ম-সাধনের দ্বারাই সাধক বিনা আয়াসে আত্মশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সৎকর্মের প্রেরণাই তাঁকে উর্ধ্বমুখে পরিচালিত করে। সাধক পরিণামে মুক্তিলাভ করেন]। [এই সাম-মন্ত্রের ঋষির নাম—'কাশ্যপ অসিত'। এর গেয়গানের নাম—'পূর্বমৌর্ণায়বম্' এবং 'উত্তরমৌর্ণায়বম্']।

●

দ্বিতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ১ কবি মেধাবী, ১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয়, ৩ ত্রিত আপ্ত্য, ৪।৮ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ৫ ভৃগু বারুণি, ৬ কাশ্যপ মারীচ, ৭ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৯।১০ কাশ্যপ অসিত বা দেবল॥ (এই দশতির মন্ত্রগুলির দেবতা বিষয়ে মতান্তর আছে)।

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্।
সুতা বিদথে অক্রমুঃ॥ ১॥

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্ত ঊর্ময়ঃ।
বনানি মহিষা ইব॥ ২॥
পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসোজনে।
বিশ্বা অপ দ্বিষোজহি॥ ৩॥
বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে।
পবমান স্বর্দৃশম্॥ ৪॥
ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতিঃ।
সৃজদশ্বং রথীরিব॥ ৫॥
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।
শুক্রাসো বীরয়াশবঃ॥ ৬॥
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।
বায়ুমা রোহ ধর্মণা॥ ৭॥
পবমানো অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্।
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ॥ ৮॥
পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।
মধো অর্ষন্তি ধারয়া॥ ৯॥
পরিপ্রাসিষ্যদৎ কবিঃ সিন্ধোরূর্মাবধি শ্রিতঃ।
কারুং বিভ্রৎ পুরুস্পৃহম্॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্মসাধনশীল আমাদের সৎকর্ম-সাধনে সিদ্ধিপ্রদানের জন্য আমাদের প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনে সিদ্ধিলাভের জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হই)। [সৎকর্ম সাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র না হ'লে, হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার না হ'লে, সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। সৎকর্ম-সাধনের পরিণতি—মোক্ষলাভ। তাই সেই মোক্ষ বা পরাগতি প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনা]। [এর গেয়গানের নাম—'সৌভরম্']।

২। অপের (জলের) ঊর্মিমালা যেমন সকল সময়ে আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়, অথবা বনসমূহ যেমন আপনা-আপনিই প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকে ; তেমনই পরাজ্ঞানসম্পন্ন আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনশীল সাধকদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়ে থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশ করছেন। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই সঞ্জাত হয়)। [মন্ত্রের 'অপঃ ঊর্ময়ঃ' উপমার দ্বারা বোঝাচ্ছে—'হৃদয় পবিত্র কর। সত্ত্বভাব আপনিই জাগরিত হবে।' দ্বিতীয় উপমা 'বনানি মহিষা ইব'—তেও একই ভাব দ্যোতনা করে। প্রকৃতির প্রভাবে তরুগুল্মলতা প্রভৃতি যেমন আপনা-আপনিই পরিবর্ধিত হয়, তেমনই আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আপনা-আপনিই প্রবর্ধিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের ভাব মূলতঃ একই। দুই ক্ষেত্রেই সৎ-ভাব আহরণের উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। 'সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক'—কি ভাবে? বন্য পশুগণ যেমন বনের দিকে

ধাবিত হয়, তেমন ভাবে। পশুগণ বনে থাকে, সুতরাং অন্য স্থানে থাকলেও তারা শেষপর্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বনেই চলে যায়। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাবের আবির্ভাবও তেমন স্বাভাবিক। অসৎকর্ম পরিত্যাগ করলে, কিংবা সৎ-সাধনের ফলে মানুষের মধ্যে পুনরায় সত্ত্বভাবের উপজন হবে। এইদিক দিয়ে 'বনানি মহিষা ইব' উপমার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। 'অপঃ ঊর্ময়'—অমৃতের প্রবাহ সদৃশ। এই উপমা সত্ত্বভাবের স্বরূপ নির্দেশ করছে। অমৃতপানে মানুষ অমর হয়। সত্ত্বভাবের উপজনেও মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে]। [এই সাম-মন্ত্রে গেয়গানের নাম—'সৌভরম্']।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ অভিমতফলবর্ষক তুমি আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও অর্থাৎ ভগবানের করুণাধারারূপে ক্ষরিত হও; এবং তুমি আমাদের ইহজগতে সৎকর্মপরায়ণ কর; এবং তুমি আমাদের সবরকম রিপুশত্রুদের বিনাশ কর। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আমরা যেন রিপুশত্রুবর্গকে জয় করতে পারি)। [মন্ত্রটির প্রার্থনা বিশ্বপ্রেমের দ্যোতনা করে। শুধু নিজের জন্য এই প্রার্থনা নয়—এই প্রার্থনা বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গলের জন্য। অন্য দিক দিয়েও এই বিশ্বজনীন প্রার্থনার সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্ব ভগবানেরই বিকাশ। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে অবহেলা ক'রে সেই বিশ্বপ্রভুর সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি এই বিশ্বের মধ্যেও আছেন। মন্ত্রে যে 'নঃ' পদ পরিদৃষ্ট হয়, সেই পদেই বিশ্বভাব দ্যোতনা করছে]। [এর গেয়গানের নাম—'বৃষকম্']।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান্! আপনি নিশ্চয়ই অভিমতফলবর্ষক হন। পবিত্রকারক হে দেব! সর্বজ্ঞ তেজোময় আপনাকে প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই। ভগবান্ আমাদের পরিত্রাণ করুন)। [ভগবান্ কল্পতরু—তিনি সকলের সকল অভীষ্টপূর্ণ করেন। মানুষের এমন যে হিতৈষী, কার মন না তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়? কিন্তু মোহমায়ায় আচ্ছন্ন মানুষ তাঁকে ভুলে থাকে। তাই প্রার্থনা—যাতে সেই পরম দেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, রিপুগণ আমাদের যাতে পথ ভুলিয়ে না দেয়, ভগবান্ যেন তেমন ব্যবস্থা ক'রে দেন]। [এর গেয়গানের নাম—'বৃষকাণি ত্রীণি']।

৫। জ্ঞানদায়ক চৈতন্যস্বরূপ দেবতাগণের প্রিয় সত্ত্বভাব আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্নদের স্তুতির দ্বারা ক্ষরিত হন অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে উপজিত হন। রথী যেমন সজ্জীকৃত অশ্বসমূহের গতিবেগ-উৎপাদনে আপনা-আপনিই ঊর্মিসমূহের সৃষ্টি করেন, তেমনই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে দেবভাবসমূহের সৃষ্টি ক'রে থাকেন। (ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনা-পরায়ণ হয়ে সত্ত্বভাব লাভ করেন; আমরাও তেমনি ভগবৎকৃপায় যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [এখানে 'ঊর্মি' পদের বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য স্পষ্টীকৃত হ'তে পারে। উপমার অর্থে, 'ঊর্মি' শব্দের অর্থ 'সজ্জীকৃত অশ্বসমূহের গতিতরঙ্গ'। (গতিবিশিষ্ট হ'লে তরঙ্গের উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক)। অশ্বের গতিবেগ থেকে উৎপন্ন তরঙ্গের সাথে শুদ্ধসত্ত্ব থেকে উৎপন্ন দেবভাবের তুলনা করা হয়েছে। অথবা ভগবানের প্রতি গতিবিশিষ্ট হলেই হৃদয়ে সৎ-ভাবের সমাবেশ আপনা-আপনিই হয়ে থাকে]। [এর গেয়গানের নাম—'কৌত্তস্য সামানিত্রীণি']।

৬। জ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, এবং কর্মসামর্থ্য লাভের জন্য বীর্যবন্ত বলবন্ত আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সাধকগণ-কর্তৃক হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদিত হয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা সাধকগণ অভীষ্টপূরক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সত্ত্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানেরও উন্মেষ হয়। তা মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। তাই সত্ত্বভাব আশুমুক্তিপ্রদ। মানুষের চরম কামনা

যে মোক্ষলাভ—সত্ত্বভাবের দ্বারা সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মোক্ষলাভ হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'বার্তবেশস্য ত্রীণি']।

৭। হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদের হৃদয়ে উদ্ভূত হও ; অপিচ তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হোক ; এবং তুমি বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাব লাভ ক'রে তার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি)। [এর গেয়গানের নাম—'শান্মনে দ্বে']।

৮। পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক-সম্বন্ধি বিচিত্র, মহাতেজসম্পন্ন, অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ, মহৎ, বিশ্বব্যাপক জ্ঞানালোক সৃষ্টি করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের হিতের জন্য মুক্তিদায়ক জ্ঞান-আলোক জগতে বিচ্ছুরিত করেন)। [জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ থেকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞান নিখিল বিশ্বে অনুস্যূত হয়ে আছে। জ্ঞানই শক্তি। ভগবৎ-প্রদত্ত সেই শক্তির বলে মানুষ নিজের অসীম উন্নতি সাধন করতে পারে—নিজেকে ব্রহ্মপদে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সৃষ্টির মূলে এই জ্ঞান বিদ্যমান। ভগবান ও মানুষের মিলন-সেতু এই জ্ঞান। ভগবান্ কৃপা ক'রে জগতের কল্যাণের জন্য এই স্বর্গীয় সম্পদ—জ্ঞান—জগতে প্রকাশিত করেন]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'জনিত্রে দ্বে']।

৯। মধুর ন্যায় আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ দানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদের হৃদয়ে ক্ষরিত হচ্ছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকবর্গ সৎকর্মের প্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সঙ্ক্রীড়ম', 'নিক্রীড়ম্']।

১০। সত্ত্বসমুদ্রের প্রবাহে আশ্রয়প্রাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণান্বিত প্রাজ্ঞজন সর্বলোক-প্রার্থনীয় জ্ঞান ধারণ ক'রে তা জগতে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবান্বিত জ্ঞানিজন জগতে পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। অথবা—ঊর্মিসমূহ যেমন সিন্ধুকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে অথবা সিন্ধু যেমন আপন আশ্রিত ঊর্মিসমূহকে স্যন্দিত করে ; তেমনই ক্রান্তপ্রজ্ঞ সাধকগণ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান আশ্রয় ক'রে কৃতার্থম্মন্য হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাবার্থ—আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক সাধনার প্রভাবে পরাজ্ঞান বা মুক্তিলাভ করেন)। [সত্ত্বগুণান্বিত জন বিশ্বকে ভালবাসেন ব'লে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করেন। 'প্রতিটি মানুষের মঙ্গল হোক, সকলে সেই দুর্লভ পরাজ্ঞান লাভ করুক'—এই বিশ্বজনীন ভাব হৃদয়ে পূর্ণবিকশিত হ'লে 'ত্বং' ও 'অহং'-এর পার্থক্য ঘুচে যায়।—মন্ত্রের উপমাবাক্য—'সিন্ধোরূর্মাবধিশ্রিত'। এর তাৎপর্য—ঊর্মিসমূহ সিন্ধুকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে, সিন্ধুতেই তার উৎপত্তি, তাতেই তার লয়। উভয়ের যেমন আধার ও আধেয় সম্বন্ধ, সাধকের ও পরাজ্ঞানের সম্বন্ধেও তা-ই বুঝতে হবে। আত্ম-উৎকর্ষের ফলে, হৃদয়ে আপনা-আপনি জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে, সিন্ধুতে ঊর্মিমালার মতো, হৃদয়েও জ্ঞানের তরঙ্গ খেলতে থাকে। আর সেই তরঙ্গে ভেসে সাধক জ্ঞানাধারের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন।—এখানে উল্লেখ্য—'কারুং' পদের 'গৌঃ' অর্থ নিরুক্তসম্মত। 'গো' অর্থে 'জ্ঞান'। সুতরাং 'কারুং' পদে 'জ্ঞানং' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'সিন্ধোঃ' পদে 'সত্ত্বসমুদ্রস্য' অর্থ নেওয়া হয়েছে। এইগুলি সবই সঙ্গত]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ঔশনম্']।

●

তৃতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ১।৮।৯ অমহীয়ু আঙ্গিরস, ২ বৃহন্মতি আঙ্গিরস, ৩ জমদগ্নির্ভাগবঃ, ৪ প্রভুবসু আঙ্গিরস, ৫ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, ৬।৭ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ১০ উচথ্য আঙ্গিরস॥

উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্।
ইন্দুং দেবা অযাসিযুঃ॥ ১॥
পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ।
শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ॥ ২॥
আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্যন্নভি শ্রিয়ঃ।
ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥ ৩॥
অসর্জি রথ্যো যথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ।
কার্ষ্মন্ বাজী ন্যক্রমীৎ॥ ৪॥
প্র যদ্ গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অযাসো অক্রমুঃ।
ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপত্বচম্॥ ৫॥
অপ ঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ।
নুদস্বা দেবয়ুং জনম্॥ ৬॥
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ।
হিন্বানো মানুষীরপঃ॥ ৭॥
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে।
বব্রিবাংসং মহীরপঃ॥ ৮॥
অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা।
অবাহন্ নবতীর্নব॥ ৯॥
পরি দ্যুক্ষং সনদ্ রয়িং ভরদ্বাজং নো অন্ধসা।
স্বানো অর্ষ পবিত্র আ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। সৎকর্ম ও সৎ-ভাবের দ্বারা পূর্ণবিকশিত সৎকর্মসঞ্জাত অমৃতসদৃশ, রিপুনাশক, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবকে দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,— দেবভাবান্বিত ব্যক্তিগণ সৎকর্ম সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। ['অপ্' শব্দে 'অমৃত' বোঝায়,

তাই এখানে ঐ পদে 'অমৃতসদৃশ' ব্যাখ্যা গৃহীত হয়েছে। 'দেবা' পদে 'ইন্দ্রদেব' নয়, 'দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ' অর্থই সঙ্গত।—দেবভাব ও সত্ত্বভাবের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। একটির আবির্ভাবে অন্যটির উপস্থিতি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'যামাণি ত্রীণি']।

২। সর্বজ্ঞ পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব সমস্ত রিপুকে পরাজিত করেন। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হ'লে হৃদয়-গত সমস্ত রিপু বিদূরিত হয়ে যায়)। তখন ভগবান্ সৎ-বৃত্তির দ্বারা সেই মেধাবী ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করেন। (ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক রিপুজয়ী হন ; তিনি ভগবানের কৃপায় শুভবুদ্ধি লাভ করেন)। [যাঁর যেমন ভাবনা তিনি তেমনই ফল লাভ ক'রে থাকেন। যিনি নিজেকে সবরকমে পবিত্র রাখতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ তাঁকে তারই উপযুক্ত শক্তি দান করেন। যিনি আত্ম-উৎকর্ষ সাধনে তৎপর, তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হন]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বৈরূপম্']।

৩। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সকল সম্পদ ধারণ ক'রে আমাদের হৃদয়রূপ আধারে অধিষ্ঠিত হয়ে (সেই সত্ত্বভাব) ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আমাদের অভিসিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—পরমসম্পদদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানকে লাভের জন্য আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রে ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ে সৎ-ভাব উন্মেষণের সঙ্কল্প পরিদৃষ্ট হয়। এখানে 'কলশ' শব্দে আধার বোঝাচ্ছে ; সত্ত্বভাব ধারণের সবচেয়ে উপযোগী আধার বা পাত্র—আমাদের হৃদয়]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ঔশনে দ্বে']।

৪। অশ্ব যেমন রথে যুক্ত হয়, তেমনই সর্বত্র বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পবিত্র হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন ; শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব রিপু-সংগ্রামে শত্রুদের পরাজয় করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—পবিত্র-হৃদয় সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন এবং রিপুজয়ী হন)। [হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সাধক যে অপূর্ব শক্তিসমন্বিত হন, তার সাহায্যে তিনি রিপুদের পরাজিত করতে সমর্থ হন। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তির কথাই বলা হয়েছে। —'রথ্যো যথা' উপমার ভাব এই যে,—অশ্ব যেমন রথে যুক্ত হয়, তেমনই সৎভাবগুলি পবিত্র হৃদয়ে সঞ্জাত হয়ে থাকে।। 'চম্বোঃ'—দ্যাবাপৃথিবীতে, দ্যুলোকে ভূলোকে, সর্বত্র বিদ্যমান]। [এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

৫। জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন জ্যোতির দ্বারা অজ্ঞজনের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে, অথবা স্তুতিবাক্য যেমন ক্ষিপ্রতার সাথে স্তুত্যকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তোতৃদের পোষক, জ্যোতিষ্মান, আশুমুক্তিদায়ক অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশকারী যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাব আমাদের সৎকর্মে মোক্ষপথে প্রবর্তিত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের সাহায্যে আমরা যেন মোক্ষলাভ ক'রি)। [আলোকের আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, জ্ঞানের বিকাশে তেমন অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানুষ মোক্ষের পথে অগ্রসর হ'তে পারে। সুতরাং আমরাও পরিণামে মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হব। এখানে 'গাবঃ'—'জ্ঞান', (গরুসকল নয়)]। [এর গেয়গানের নাম—'কার্ষ্ণে দ্বে']।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্ব। পরমানন্দদায়ক তুমি রিপুশত্রুগণকে বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও ; জ্ঞানদায়ক তুমি পাপরূপ শত্রুদের আমাদের নিকট হ'তে বিদূরিত করো। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব আমাদের রিপুজয়ী ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক এবং পাপিদের পাপ বিনাশ করুক)। [মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন সে পাপ-পথ, পাপ-জীবন ত্যাগ ক'রে নূতন জীবন

পায়। তাই প্রার্থনা—জগতে পাপিদের রক্ষা করো প্রভু! তোমার অমৃতময় সত্ত্বভাব বিতরণে পাপীর পাপজীবন ধ্বংস ক'রে দাও, তোমার অমৃত-প্রবাহে জগৎ অভিষিক্ত হোক]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বদেবম্']।

৭। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যগণের হিতজনক অমৃত-সম্বন্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত করো, সেই প্রবাহের সাথে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও। (ভাব এই যে,—অমৃত স্বরূপ জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক)। [এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবজনিত জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হ'লে মানুষ সহজেই অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হয়]। [এর গেয়গানের নাম—'বৈশ্বদেবঃ সূর্যসাম']।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব। তুমি অমৃতপ্রবাহ-নিরুদ্ধকারী পাপকে নাশ করবার জন্য বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে রক্ষা করো অর্থাৎ তাঁর শক্তিস্বরূপ হও ; তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পাপনাশিকা শক্তি আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'বৃত্র' নামক অসুরের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে সোমকে (অর্থাৎ মাদককে) উদ্দেশ ক'রে বলা হচ্ছে—'হে সোম। যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ ক'রে রেখেছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহাররূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলো। সেই তুমি এখন ক্ষরিত হও।' অর্থাৎ 'সোমপানে প্রমত্ত হয়ে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন।' কিন্তু এতসব গালগল্পের অবতারণার প্রয়োজন হতো না, যদি 'বৃত্র' অর্থে পাপ, অর্থাৎ 'বৃত্রায় হন্তবে' অর্থে 'পাপকে নাশ করবার জন্য' এমন সঙ্গত ভাব বোধগম্য হতো]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বার্ত্রঘ্নম্']।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দ দানের জন্য (অথবা, রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ করি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'নবতীর্নব' পদের সাথে শম্বরপুরী বা শম্বর নামক অসুরের সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টেনে আনার কোনই সার্থকতা নেই। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন্' পদ দুটিতে অসংখ্য শত্রুর বিনাশ বোঝায়। চারিদিকে অসংখ্য যে-সব শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে, সেই রিপুদের জয় ক'রে মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে এই সব রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হয়েছে—কোনও দৈত্য বা অসুরের কথা বলা হয়নি। ভাষ্যকার (সায়ণাচার্য্য মন্ত্রের) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে ইন্দ্রকে একজন মদ্যপায়ী ব'লেই অনুমান হয়। —অর্থাৎ সোমরস পান ক'রে মত্ত হয়ে ইন্দ্রদেবতা নাকি নবনবতি শম্বরপুরী ধ্বংস করেছিলেন। ভগবানের ভাববিকাশে এমনতর ব্যাখ্যার কোনও সার্থকতা আছে কি? সঙ্গত অর্থেই 'ইন্দ্র' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করা উচিত ; এবং 'সোম' বলতে তাঁরই বিভূতিরাজি শুদ্ধসত্ত্ব বোঝা উচিত]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সোমগামানী ত্রীণি']।

১০। দেবতা আমাদের সত্ত্বভাবের সাথে আত্মশক্তি এবং নিত্যধন প্রদান করুন ; হে সত্ত্বভাব। বিশুদ্ধ তুমি আমাদের পবিত্র ক'রে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের আত্মশক্তি এবং সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [মন্ত্রের ভগবৎ-সম্বোধনের, সাথে তাঁরই শক্তি সত্ত্বভাবের সম্বোধন একই সূত্রে গ্রথিত। ভগবানের শক্তিকে সম্বোধন

করায় ভগবানকে সম্বোধন করা হয়। এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাবের কাছেই প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজম্']।

●

চতুর্থ দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ গায়ত্রী॥ ঋষি ১ মেধাতিথি কাণ্ব, ২।৭ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব, ৩ উচথ্য আঙ্গিরস, ৪ অবৎসার কাশ্যপ, ৫।৬ নিধ্রুবি কাশ্যপ, ৮।৯ কাশ্যপ মারীচ, ১০ অসিত কাশ্যপ বা দেবল, ১১ কবি ভার্গব, ১২ জমদগ্নি ভার্গব, ১৩ অয়াস্য আঙ্গিরস, ১৪ অমহীয়ু আঙ্গিরস॥

অচিক্রদদ্ বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ।
সং সূর্যেণ দিদ্যুতে॥ ১॥
আ তে দক্ষং ময়োর্ভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।
পান্তমা পুরুস্পৃহম্॥ ২॥
অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়।
পুনাহীন্দ্রায় পাতবে॥ ৩॥
তরৎ স মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।
তরৎ স মন্দী ধাবতি॥ ৪॥
আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যম্।
অস্মে শ্রবাংসি ধারয়॥ ৫॥
অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ।
রুচে জনন্ত সূর্যম্॥ ৬॥
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ।
সীদন্ যোনৌ বনেষ্বা॥ ৭॥
বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ।
বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে॥ ৮॥
ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ।
ইন্দো রুচাভি গা ইহি॥ ৯॥
মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবয়ুঃ।
অব্যা বারেভিরস্ময়ুঃ॥ ১০॥

অয়া সোম সুকৃত্যয়া মহান্‌ৎসন্নভ্যবর্ধথাঃ।
মন্দান ইদ্ বৃষায়সে॥ ১১॥
অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেতন্তি।
হিন্বান আপ্যং বৃহৎ॥ ১২॥
প্র ন ইন্দো মহে তুন ঊর্মি ন বিভ্রদর্যসি।
অভি দেবাঁ অয়াস্যঃ॥ ১৩॥
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ— ১। সর্বাভীষ্টপূরক পাপহারক মহত্ত্ব ইত্যাদিসম্পন্ন ও সকলের বরণীয়, সখির ন্যায় পরমপ্রিয় এবং সকলের প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব সকলের জ্ঞান-উন্মেষণ করে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমজ্যোতিঃর সাথে অন্তরকে সম্যকরূপে উদ্ভাসিত করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি প্রকটন করছেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লোকসকল জ্ঞানের জ্যোতিঃ লাভ করে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। অথবা—জ্ঞানদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক পূজ্য মিত্রতুল্য সর্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানকিরণের সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [প্রথম অন্বয়ে 'অচিক্রদৎ' অর্থে 'সকলের জ্ঞান-উন্মেষণ করে' এমন ভাব গৃহীত। দ্বিতীয় অন্বয়ে ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রকাশক' বা জ্ঞানদায়ক ভাব নেওয়া হয়েছে। তেমনি প্রথম অন্বয়ে 'বৃষা' পদে 'অভীষ্টবর্ষক' বা 'সর্বাভীষ্টপূরক' অর্থ গৃহীত এবং দ্বিতীয় অন্বয়েও ঐ একই ভাব গৃহীত। এই মন্ত্রের 'মিত্রঃ ন' পদদুটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ মানুষের মিত্রতুল। বন্ধু যেমন বন্ধুকে সাহায্য করে, বিপথে চললে যেমন তাকে হাত ধ'রে সুপথে আনে, ভগবানও তেমনি মানুষকে তাঁর জ্ঞানের আলোক প্রদান ক'রে প্রকৃত গন্তব্যপথে (মুক্তির পথে, মোক্ষের পথে) পরিচালিত করেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বার্ষাহরম্']।

২। হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষভাবে প্রার্থনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ নিজের অভীষ্ট সম্পাদন করতে পারে। সেই শক্তিলাভের জন্যই ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানানো হয়েছে]। [এর গেয়গানের নাম—'বার্ষাণি ত্রীণি']।

৩। সৎকর্মে নিয়োজিত হে আমার মন! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত করো ; তারপর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবের প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সৎভাবের প্রভাবে সৎকর্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। অথবা—সৎকর্ম-সাধন-সমর্থ হে আমার মন! কঠোর সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র ক'রে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও ; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবের

গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক ; ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপোপরায়ণ হই)। [মনই কর্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সমস্ত কার্য নির্বাহ ক'রি বটে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই দু'রকম অন্বয়ে 'অধ্বর্যো' পদে 'সৎকর্মসাধনসমর্থ হে আমার মন!' অর্থ গৃহীত হয়েছে। কারণ মনই সৎকর্মের বা অসৎকর্মের সম্পাদক। মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে হ'লে, সৎকর্মসাধন প্রয়োজন। কঠোর তপস্যাপরায়ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তার দ্বারা হৃদয় পবিত্র হ'লে, মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করতে সমর্থ হয় এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করে। তাই জীবনের সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সাধক নিজের মনকে সৎকর্মপরায়ণ করতে চেষ্টিত হচ্ছেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বৈরূপে দ্বে']।

৪। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতৃদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয় ; সেই সত্ত্বপ্রবাহ স্তোতৃদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশক। আদরার্থে পুনরুক্তি ; ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদের পাপনাশক হয়)। [সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। 'তরৎস মন্দী ধাবতি'—মন্ত্রে দু'বার উক্ত হয়েছে। এটা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নেই। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হ'লে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয়, সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'তরন্তঃ']।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রভূতপরিমাণে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন আমাদের প্রদান কর ; অপিচ, আমাদের শ্রেয়স্কর বল প্রদান কর। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলকর সত্ত্বভাব (মাদকরস সোম নয়) আবির্ভূত হোক)। [সত্ত্বভাব লাভ হ'লে মানুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সে যে জাগতিক মোহমায়ার অতীত পরম চৈতন্য-সত্তা তা বুঝতে পারে। সুতরাং তার নিজের অসীম শক্তিরও সন্ধান পায়, মেষের বৃত্তিধারী সিংহ আপন পরিচয় জানতে পারে। তখন সে মোহনিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে আপন স্বকার্য-সাধনে তৎপর হয়। স্বরূপতঃ মানুষের যে অসীম শক্তি, তা-ই তিনি লাভ করেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

৬। সনাতন ঊর্ধ্বগতিদায়ক দেবভাবসমূহ লোকদের নূতন জীবন প্রদান করেন ; এবং দিব্যজ্যোতিঃ প্রদানের জন্য জ্ঞানের আলোক সৃজন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকসমূহকে নবজীবন প্রদান করবার জন্য তাঁদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এখানে রূপকের সাহায্যে সোমরসের স্তুতি করা হয়েছে। কিন্তু সেই রূপকমূলক ব্যাখ্যাও পরিষ্কার হয়নি। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্যকে দীপ্ত করে।' বলা বাহুল্য ঐ ব্যাখ্যা ভাষ্যের চেয়েও দুর্বোধ্য।—এখানে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছে—হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হ'লে মানুষ নবজীবন লাভ করে—মানুষ দেবতা হয়। 'নবীয়ঃ পন্থা' পদ দু'টিতে এই নবজীবনকেই লক্ষ্য করেছে। অজ্ঞান মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান ক'রে তাদের মোক্ষপথে চালিত করবার জন্যই ভগবান্ তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক সৃষ্টি করেন। 'রুচে অনন্ত সূর্যং'—বাক্যাংশে এই সত্যই বিধৃত হয়েছে। 'সূর্য' পদে 'জ্ঞানং' 'জ্ঞানালোকং' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। যার-দ্বারা বিশ্বের অজ্ঞানতাতমস দূরীভূত হয়, যার

দ্বারা মানুষ প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে, সেই পরমবস্তু জ্ঞানকেই 'সূর্যং' পদে লক্ষ্য করে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

৭। হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃসম্পন্ন তুমি পরাজ্ঞান প্রদান করবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগমন করো ; স্ব-স্বরূপে আমাদের স্থাপন করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হই)। [এই পর্বের এই অধ্যায়ের এই খণ্ডের ১ম সাম-মন্ত্রে 'অচিক্রদৎ' পদ সম্পর্কে যা ব্যক্ত হয়েছে, এখানে 'রোরুবৎ' পদ সম্পর্কে তা-ই প্রযোজ্য। 'বন' শব্দে 'জ্যোতিঃ' অর্থাৎ 'বনেষু যোনৌ' পদ দু'টিতে জ্যোতিঃর পরম উৎপত্তি স্থান বা ভগবৎ-চরণকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সেই স্থানে পৌঁছালে মানুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়। তাই ঐ পদ দু'টিতে 'স্ব-স্বরূপে' অর্থই সঙ্গত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'দাঢ়ে চ্যুতানি ত্রীণি']।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব! দীপ্তিমান্ আপনি লোকদের অভীষ্টবর্ষক করেন ; হে ভগবন্! অভীষ্টপূরণশীল আপনি আমার প্রতি অভীষ্টবর্ষক হোন ; কামনাপূরক আপনি সকলের মঙ্গল ধারণ করেন অর্থাৎ আপনিই সর্বমঙ্গলের নিদান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরম-অভীষ্ট পূর্ণ করুন)। [এই মন্ত্রের প্রথম দু'ভাগে জীবনের পরম অভীষ্ট পূরণের অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা রয়েছে। শেষ অংশে ভগবানের মঙ্গল স্বরূপ প্রখ্যাপিত হয়েছে। তিনি কল্পতরু—অভীষ্টবর্ষক। মানুষের যা কল্যাণকর, পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, মোক্ষ, তা ভগবানের কৃপাতেই লাভ হয়ে থাকে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বৃষকম্']।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! সাধকগণের সৎকর্মের দ্বারা বিশুদ্ধ তুমি আমাদের শক্তিদান করবার জন্য ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও ; এবং জ্যোতিঃর সাথে জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের প্রাপ্ত করাও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ঐষম্']।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক তুমি আনন্দদায়ক অমৃতধারারূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তুমি রিপু-নিবারক অস্ত্রের—জ্ঞানের দ্বারা আমাদের রক্ষা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি, এবং রিপুজয়ী হই)। [মানুষের মধ্যে ভগবৎ-প্রদত্ত দেবভাবগুলি বীজ-অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত সাধন-প্রভাবে তা ফলফুলসমন্বিত সুশোভন শান্তিদায়ক বৃক্ষে পরিণতি লাভ করে। মানুষ ভগবানের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সূত্র—সত্ত্বভাব। তাই মন্ত্রের সত্ত্বভাবকে 'দেবয়ুঃ' ও 'অস্ময়ুঃ' বলা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'শ্যাবাশ্বম্']।

১১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমাদের সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে বর্ধিত হও ; আমাদের আনন্দদায়ক হয়ে আকাঙ্ক্ষণীয় তুমি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবের সাথে পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞানের একত্র মিলনই পরমানন্দ লাভের—অমৃত লাভের—উপায়। আর এই অমৃতের সন্ধানেই মানুষ ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়। সত্ত্বভাব আনন্দ দান করে, সেই আনন্দ নিত্য ও শাশ্বত, তা-ই মানব-জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু। মন্ত্রের মধ্যে সেই অমৃতলাভের জন্যই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অয়ামোমীয়ম্']।

১২। পবিত্রকারক আত্ম-উৎকর্ষ-বিধায়ক আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব আমাদের জ্ঞান প্রদান করে ; সেই সত্ত্বভাব অমৃতজাত মহৎ ধন আমাদের প্রদান করুক। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব আত্ম-উৎকর্ষ-সাধক এবং জ্ঞানদায়ক ; তার দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাবের বিশেষণ 'বিচর্ষণিঃ' পদের 'আত্ম-উৎকর্ষ-বিধায়ক' অর্থই সঙ্গত। বাস্তবিক পক্ষে সত্ত্বভাবের নিজের উৎকর্ষসাধন বললে কোন অর্থ সঙ্গতি থাকে না। যাঁরা প্রার্থনা করেন তাঁরা আত্মার উৎকর্ষের জন্যই প্রার্থনা করেন। সত্ত্বভাব সেই উৎকর্ষ প্রদান করতে সমর্থ]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'আগ্নেয়ম্']।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহৎ ধন প্রদান করবার জন্য আমাদের প্রাপ্ত হও ; ঊর্ধ্বগমনশীল সাধকের ন্যায় তোমার প্রবাহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রবাহ ধারণ ক'রে আমরা যেন ভগবানের উদ্দেশে গমন করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভ ক'রে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'আয়াস্যম্', 'আয়াস্যমুত্তরম্']।

১৪। হিংস্রকশত্রুদের বিনাশ ক'রে, এবং লোভ-মোহ ইত্যাদি অপসরণ ক'রে সত্ত্বভাব সাধকদের হৃদয়ে উপজিত হয় ; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎ-পদ প্রাপ্ত হয়)। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজম্']।

●

পঞ্চমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ বৃহতী॥ ঋষি ঃ এই দশতির মন্ত্রগুলির সপ্তঋষিগণ যথাক্রমে ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গোতম রাহুগণ, অত্রিভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নিভার্গর, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি॥

পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ॥ ১॥
পরীতো যিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাঁ যো নর্যো অপ্স্বন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ॥ ২॥
আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধ্রিষে॥ ৩॥

প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্॥ ৪॥
সোম উষ্মাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া॥ ৫॥
তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে।
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীঁ রতি তাঁ ইহি॥ ৬॥
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি॥ ৭॥
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপে মনীষিণো মৎসরাসো মদচ্যুতঃ॥ ৮॥
পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যা বারৈঃ পরিপ্রিয়ঃ।
ত্বং বিপ্রো অভরোঽঙ্গিরস্তম মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ ণঃ॥ ৯॥
ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমীং মৃজন্ত্যায়বঃ॥ ১০॥
পবস্ব বাজসাতমোঽভি বিশ্বানি বার্যা।
ত্বং সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ॥ ১১॥
পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া।
মরুত্বান্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভিপ্রয়াংসি চ॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি অমৃত প্রদান করবার জন্য ধারারূপে আমাদের প্রাপ্ত হও ; জ্যোতির্ময় লোকের পরম হিতসাধক, শ্রেষ্ঠধনের উৎসস্বরূপ, পরমধনদাতা, সত্ত্বস্বরূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্যস্বরূপ পরমধনদাতা সত্ত্বভাবকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। [প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম (মাদকরস)! তুমি শোধিত হ'তে হ'তে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধারার আকারে যাচ্ছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দেবে ব'লে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছ।' সোমকে মাদকরসরূপে কল্পনা ক'রে তার কত স্তুতি! আমাদের প্রাচীন ঋষিবর্গকে 'ধেনোপানকারী' বলে অঙ্কিত করার কতই প্রয়াস। 'সোম' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্বভাব'—এমন ধারণাই সঙ্গত। 'ঋতস্য যোনিং'— 'সৎকর্মসমূহের উৎপত্তিস্থল' বা 'সত্যস্বরূপ']। [এই সামমন্ত্রের ষোলটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'আয়স্যম্', 'মাণ্ডবম্ দ্বে', 'আপদাসম্' 'সোমসাম', 'ঐড়মায়াস্যম্', 'উদ্বৎ প্রাজপত্যম্', 'ত্রীণিধনমায়াস্যম্', 'কণ্বরথন্তরম্', 'তিবশ্চীনিধনমায়াস্যম্', 'সদোবিশীয়ম্', 'স্ববাসিনী দ্বে', 'প্লব', 'রৌরবম্' 'যৌধাজয়ম্']।

২। হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজার উপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করো ; কঠোর তপঃ-সাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতসাধক যে সত্ত্বভাব,

সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম সাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [সায়ণাচার্যের ভাষ্যে এই মন্ত্রটি 'ঋত্বিকদের উদ্দেশে উচ্চারিত' বলা হয়েছে। সেখানে 'সোম' অর্থে 'মাদকরস' বোঝানো হয়েছে। কিন্তু 'উত্তমং হবিঃ' অর্থাৎ 'দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ'-কে মাদকরস মনে করা কেমন যুক্তিযুক্ত বোঝা দুষ্কর ; বরং ভক্তহৃদয়ের সত্ত্বভাবকেই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ মনে করাই সঙ্গত ; অর্থাৎ 'সোম'—'শুদ্ধসত্ত্ব'। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ('সুতং') ভাব দিয়েই ভগবানের প্রকৃত পূজা হ'তে পারে]। [এই সামমন্ত্রের পনেরটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'অছিদ্রম্', 'রয়িষ্টম্', 'ভারদ্বাজে দ্বে', 'আভীশবম্', 'উত্তরমাভিশবম্', 'মাত্তবম্', 'মাত্তবমুত্তরম্', 'অভীবাসঃ সাম', 'পরিবাসাঃ সাম', 'বৈণবম্', 'সৌমক্রতবীয়ম্', 'গর্দা', 'প্রতোদঃ', 'মহাযৌধাজয়ম্']।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! কঠোর সৎকর্মের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতযুক্ত, অবিনাশী তুমি আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও ; লোক যেমন নগরে প্রবেশ করে, তেমনি দ্যুলোক ও ভূলোকে স্থিত পাপের হারক তুমি, জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ক'রে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করো। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞান-সমন্বিত পাপনাশক সত্ত্বভাবকে লাভ ক'রি)। [এই পর্বের ৪র্থ খণ্ডের ৩য় সামের মতো এখানেও 'অদ্রিভিঃ' পদে 'কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনৈঃ' বা 'কঠোরসৎকর্মসাধনৈ' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'অব্যয়া' পদের আভিধানিক অর্থ তো 'নিত্য, অবিনাশী' বটেই। সত্ত্বভাব চিরবিদ্যমান, অক্ষয়, অব্যয়। ভগবৎ-শক্তির বিনাশ নেই। ধ্বংস নেই। নিরুক্তসম্মতভাবেই 'তীর্ণং কুরু' অর্থে 'অভিভূত করো' অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে হৃদয়কে পরিপ্লুত করো—এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পর্বের ৩য় খণ্ডের ৪র্থ সামের মতো এখানেও 'চম্বো' পদে 'সর্বত্র বিদ্যমানঃ' অর্থ গৃহীত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'আশম্', 'সোমসাম']।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্ব! সমুদ্র যেমন জলের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ করে, তেমনই তুমি ভগবানের আরাধনার জন্য অমৃতের দ্বারা আমাদের পূর্ণ করো ; চৈতন্যস্বরূপ পরমানন্দদায়ক তুমি নিত্যকাল জ্ঞান-অমৃতের সাথে অমৃতধারণে সমর্থ আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হোক)। [এই পদে 'সোম' শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি পদের প্রতি এবং সেগুলির প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলেই 'সোম' শব্দে কি বস্তু নির্দেশ করে, তার সুন্দর মীমাংসা পাওয়া যাবে। 'সোম' পদের বিশেষণ 'জাগৃবিঃ'। তার ভাবার্থ—'জাগরণশীল' অর্থাৎ সর্বদা সচেতন থাকাই যার স্বভাব। 'মদিরা (সোম)' যা মোহকারক অচেতনকারী, তা কেমন ক'রে জাগরণশীল হ'তে পারে? এ থেকেই বোঝা যায়, ভাষ্যকার এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমের সত্যস্বরূপ ধরতে পারেননি। তাঁরা এক সঙ্গেই সোমকে মত্ততা-উৎপাদক ও জাগরণশীল—দুই বিশেষণেই বিশেষিত করেছেন। এতে অসঙ্গতি দোষ অবশ্যই প্রকটিত হয়েছে। এখানেও 'জাগৃবিঃ' পদে 'জাগরণশীল' অর্থই গৃহীত হয়েছে আর সত্ত্বভাব সম্বন্ধে এই বিশেষণ সম্পূর্ণ উপযোগী। 'সোম' নামক মদিরা নয়, সত্ত্বভাবই মানুষের মনে অনন্ত চৈতন্যের জাগরণ এনে দেয়, মানুষ পরম চৈতন্য সত্তার সন্ধান পায়। তাই বেদে উল্লিখিত 'সোম' অবশ্যই 'সত্ত্বভাব' এবং সত্ত্বভাবই চিরজাগরণশীল। 'সিন্ধু ন' উপমার দ্বারাও সত্ত্বভাবের বিশেষত্ব প্রখ্যাপিত হয়েছে। অসীম অনন্ত সমুদ্র স্বরূপ এই সত্ত্বভাব বিশ্ব ব্যেপে আছে। এর আদি নেই, অন্ত নেই। সত্ত্বভাবের উৎপত্তি নেই, বিলয় নেই—কারণ তা ভগবানেরই শক্তি। এই সত্ত্বভাবামৃত

লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম—'ত্রীণিধনমাগ্নেয়ম্', 'অগ্নের্বৈশ্বানরস্য সাম', 'দ্বিহিঙ্কারংবামদেব্যম্', 'উৎসেধঃ', 'নিষেধঃ']।

৫। পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক জ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে সত্ত্বভাব নিশ্চিতই তাঁদের প্রাপ্ত হন ; ব্যাপকজ্ঞান যেমন সাধককে প্রাপ্ত হয়, তেমনই সত্ত্বভাব পাপহারক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হন ; তিনি আনন্দদায়ক ধারারূপে সাধককে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [এখানে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রচলিত ব্যাখ্যাকে পরিহার ক'রে 'সোতৃভিঃ' পদে 'পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ', 'অবীনাং স্নুভিঃ' পদে 'জ্ঞানস্য প্রবাহৈঃ'—এমন অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'উ' অব্যয় এখানে নিশ্চয়ার্থক। ঐ অর্থেই এখানে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়]। [এই সামমন্ত্রের ঋষির নাম—'অত্রিভৌম'। এর গেয়গানের নাম—'সোমসামানিষট্']।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রার্থনাকারী আমি তোমার সখিত্ব নিত্যকাল যেন প্রার্থনা ক'রি ; হে আশ্রিতপালক সত্ত্বভাব! রিপুগণ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি সেই শত্রুদের বিনাশ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করুন, আমরাও রিপুজয়ী হ'তে পারি)। [অনাদিকাল থেকে মানুষের অন্তরে বাহিরে অসুরকুলের, মানুষের ভীষণ শত্রুর তাণ্ডব চলেছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—সহায়হীন দুর্বল মানুষ। জগতের কোথাও কেউ নেই যে, তাকে এই ভীষণ দৈত্যদের হাত থেকে উদ্ধার করবে। তাই মানুষ জগতের একমাত্র আশ্রয়, সর্বশক্তিমান্ ভগবানের চরণে নিজের দুর্বলতার কথা নিবেদন ক'রে করুণা ভিক্ষা করে]। [এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম—'বৈষ্ণবম্', 'দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবম্', 'আঙ্গিরসানি ত্রীণি']।

৭। হে পরমদাতা! পবিত্রতাস্বরূপ আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হৃদয়-প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন ; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের প্রভূতপরিমাণ সর্বলোক-প্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন)। [এখানে 'সমুদ্র' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গান আটটি। সেগুলির নাম—'স্বারমৌক্ষ্ণেরন্ধ্রম্', 'ঔক্ষ্ণোরন্ধ্রম্', 'আগ্নেয়ানি ত্রীণি', 'ঐড়মৌক্ষ্ণোরন্ধ্রম্', 'বাজজিৎ']।

৮। আশুমুক্তিদায়ক প্রজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দজনক, পরমানন্দ-প্রদায়ক সত্ত্বভাব পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ হৃদয়ের পরম পবিত্র প্রদেশে আনন্দজনক অমৃতের স্রোত প্রবাহিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রখ্যাপন করছে। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে)। [তথাপি মন্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে প্রার্থনার ভাবও বিদ্যমান রয়েছে। 'ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হয়ে আমাদের পরমানন্দ দান ক'রে—সেই চিদ্‌ঘন চিদানন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে—সর্বার্থসিদ্ধি বা অমৃতত্বের অধিকারী করুক'—মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাবও বিদ্যমান]। [এই সামমন্ত্রের আটটি গেয়গানের নাম—'বৈশ্বদেবে দ্বে', 'ইন্দ্রসামনো দ্বে', 'স্বঃ পৃষ্ঠম্', 'ইন্দ্রসামানি ত্রীণি']।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্বলোকপ্রিয় চিরজাগরণশীল (অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ) পবিত্রতাস্বরূপ আপনি জ্ঞানামৃতের সাথে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন ; হে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাধার! সর্বজ্ঞ আপনি সর্বভূতে নিত্য-বর্তমান রয়েছেন ; আপনি আমাদের সৎকর্ম আপনার সম্বন্ধি অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞান-সমন্বিত হয়ে সত্ত্বভাব লাভ

ক'রি ; আমাদের সকল রকম কর্ম অমৃত-লাভের জন্য নিয়োজিত হোক)। [সত্ত্বভাব—ভগবানের বিভূতি, ভগবৎশক্তি। সুতরাং এটি নিত্যকাল বর্তমান। আদিতে ছিল, বর্তমানে আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শুদ্ধসত্ত্বই সত্য। সত্য চিরকালই সত্য। মিথ্যা কখনও সত্যকে চির-আবৃত করে রাখতে পারে না। সত্য অক্ষয় অব্যয়—ভগবানেরই স্বরূপ]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

১০। প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত পরমানন্দদায়ক পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোক ; তারপর সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমমঙ্গলপ্রদ হয়ে জ্ঞানপ্রদীপ্ত আধারভূত হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক ; আরও, আয়ুঃ—কাময়মান অর্থাৎ সৎকর্মময় চিরজীবন অভিলাষী সাধকগণ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আত্মশোধনের নিমিত্ত সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। শুদ্ধসত্ত্বই পরমানন্দদায়ক এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই ভগবানকে পাওয়া যায়। অতএব ভগবানের প্রীতিকামী ব্যক্তির শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করা কর্তব্য। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানে সম্মিলিত হবার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। **অথবা**—বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে এবং বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য, আনন্দদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক ; জ্ঞানযুক্ত সেই সত্ত্বভাবকে নিশ্চিতই ঊর্ধ্বগমনশীল সাধকগণ তাঁদের হৃদয়শুদ্ধির জন্য লাভ করেন ; বহুকল্যাণপ্রদ সেই সত্ত্বভাব আমাদের প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,—সাধুগণের দ্বারা সেবিত বহু কল্যাণপ্রদ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [সত্ত্বভাব লাভ করলে হৃদয় ভগবৎ-অভিমুখী হয়—মানুষ বিবেকজ্ঞান লাভ করে। হৃদয় থেকে হীন কামনা-বাসনা দূরীভূত হয়, তখন মানুষের মনে যে সব আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় তা ঈশ্বরের বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং সেই আকাঙ্ক্ষা অনায়াসেই পূর্ণ হয় ;—কামনার অপূর্ণতার জন্য নৈরাশ্যজনিত দুঃখ পেতে হয় না। সুতরাং হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হয়। তাই সত্ত্বভাবকে আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। হৃদয়-বিশুদ্ধকারক এই বহুকল্যাণপ্রদ সত্ত্বভাবের জন্য মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গান তিনটির নাম—'স্ব রাষ্টমাঙ্গিরসম্', 'সোমসাম']।

১১। হে শুদ্ধসত্ত্ব। সৎকর্ম-সামর্থ্য-দায়ক তুমি আমাদের সকল রকম স্তোত্ররূপ সৎকর্মকে লক্ষ্য ক'রে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—আমাদের স্তোত্রসমূহ সত্ত্বভাব-সমন্বিত হোক)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক আশ্রিতপালক সমুদ্রের ন্যায় সমুন্দনশীল অর্থাৎ সকলের ধারক তুমি দেবভাব প্রাপ্তির জন্য আমাদের সৎকর্মে পরিক্ষরিত হও অর্থাৎ আগমন করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের সৎকর্ম সত্ত্বভাবান্বিত হোক)। [এই সামমন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

১২। বিবেকজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দদায়ক দেবগণের প্রিয় সৎকর্মাধিপতি পরমপবিত্র সত্ত্বভাবসমূহ, প্রার্থনাকারীদের প্রজ্ঞা এবং আত্মশক্তি প্রদানের জন্য ধারারূপে সাধকের পবিত্র হৃদয়কে পরিপ্লাবিত ক'রে ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পরমানন্দদায়ক এবং পরম শক্তি প্রদায়ক ; সৎ-ভাব-সমন্বিত সৎ-কর্ম-পরায়ণ সাধকেরা সেই সৎভাবের দ্বারা ভগবানকে অর্চনা করেন)। [যেখানে সত্ত্বভাব বিদ্যমান থাকে, সেখানে সৎ ছাড়া অসৎ থাকতে পারে না। সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে নিয়োজিত করে। তাই সত্ত্বভাবকে সৎকর্মের অধিপতি বলা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

●

ষষ্ঠী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্॥ ঋষি ১।৯ উশনা কাব্য, ২ বৃষগণ বাসিষ্ঠ, ৩।৭ পরাশর শাক্ত্য, ৪।৬ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ৫।১০ প্রতর্দন দৈবদাসি, ৮ প্রস্কণ্ব কাণ্ব॥

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভিবাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হীরশনাভির্নয়ন্তি॥ ১॥
প্র কাব্যমুশনেব বুব্রাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্॥ ২॥
তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ॥ ৩॥
অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্ মিতেব সদ্ম পশুমন্তি হোতা॥ ৪॥
সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥ ৫॥
অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধুর্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি॥ ৬॥
অক্রানুৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ॥ ৭॥
কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গোমতো মতিং জনয়ত স্বধাভিঃ॥ ৮॥
এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণঃ পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।
সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ॥ ৯॥
পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে।
অব দ্রোণানি ঘৃতবন্তি রোহ মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রপানঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! শীঘ্র আগমন করুন ; এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন ; সৎকর্মকারী জনের দ্বারা পবিত্রতাসম্পন্ন আপনি শক্তি প্রদান করুন ; আত্ম-হৃদয় পবিত্রকারী সাধকগণ অশ্বের ন্যায় মার্জনে প্রবৃদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন ও পবিত্র আপনাকে প্রার্থনাদ্বারা পূজা করছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের আত্মশক্তি প্রদান করেন ; সাধকেরাও ভগবৎ-পরায়ণ হন)। [মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানকে পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং দ্বিতীয় অংশে সাধকের সাধনার

চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম—'অশনম্', 'বৃষোশনং সাম', 'জানস্যতীবর্তৌ দ্বে', 'ত্রিষ্টুব্ত্রৌশনম্']।

২। ভগবৎ-কর্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্ম-উৎকর্যসম্পন্ন সাধকদের ন্যায় অর্থাৎ তাঁরা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, তেমনই প্রার্থনা উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্মসমূহ অথবা উৎপত্তির কারণসমূহ কীর্তন করেন ; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্মকারী স্তুতিপরায়ণ হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মকারীজন সর্বদা প্রার্থনাপরায়ণ হন ; তাঁরা দেবভাবসমূহের উৎপত্তির প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্মের প্রভাবে মানুষ মোক্ষলাভ ক'রে থাকেন)। ['জনিমা' পদের অর্থ হয়েছে—'উৎপত্তিপ্রকারাণি'। কিভাবে, কেমন সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সৎ-ভাবের উদয় হয়, ভগবৎ-পরায়ণ জনই সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়ে থাকে। এইজন্য সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা। পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে, তেমনই অসৎ পাপী জনও সৎ-জনের সহবাসে সৎ-প্রসঙ্গের আলাপনে সৎ-চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হয়ে সৎ-স্বরূপের সামীপ্য লাভের অধিকারী হয়]। [এই সামমন্ত্রের ঋষির নাম—'বৃষগণ বাসিত'। এর চারটি গেয়গানের নাম—'বাজসনৌ দ্বে', 'বাজজিৎ সাম', 'বারাহম্']।

৩। অগ্নিপ্রতিম সৎকর্মসাধক ঋক্-যজুঃ-সামাত্মিকা স্তুতি উচ্চারণ করেন অর্থাৎ দেবমার্গের অনুসরণে ভগবানকে আরাধনা করেন, এবং সত্যের ধারণকারী ভগবানের প্রার্থনা উচ্চারণ করেন (অথবা সত্যের ধারণকারী বেদোক্ত কর্ম সম্পাদন করেন) ; জ্ঞানরশ্মি যেমন জ্ঞানীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই জ্ঞানার্থী মোক্ষাভিলাষী স্তোতাগণ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক বেদমার্গ অনুসরণ ক'রে ভগবানের আরাধনা করেন, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেন ; প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্মের সাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [বেদই জ্ঞান, বেদই মানুষের মুক্তিপথের আলোক-বর্তিকা। অনন্ত রত্নের আকর বেদই মানুষকে পরাশান্তির পথ প্রদর্শন করছেন। যিনি প্রকৃত সাধক, যিনি নিজের জীবনকে পূর্ণ ও সফল ক'রে তুলতে চান, তিনি বেদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেদ-প্রদর্শিত পন্থায় চললেই মানুষের চরম অভীষ্ট লাভ হয়, এটা জেনে তিনি বেদমার্গেরই অনুসরণ করেন। তিনি বেদ অনুযায়ী প্রার্থনা করেন, বেদ অনুযায়ী সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। দুঃখ-তাপ ইত্যাদি ভবরোগের মহৌষধ সেই পরম পূজ্য সনাতন জ্ঞানভাণ্ডার-স্বরূপ বেদের মহিমা কীর্তনই এই মন্ত্রের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের তিনটি গেয়গানের নাম—'সশচক্রাশান্তেয়ঃ', 'চয়ণার্বিশালে দ্বে']।

৪। পরমধনদানে পবিত্রকারক ভগবান্ তাঁর অমৃতকে লোকগণের হিতের জন্য দেবভাবের সাথে সংযোজিত করেন। (ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে)। অপাপবিদ্ধ দেবতা যেমন পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন, তেমনই প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্মসাধক রিপুগণকে বিনাশ করবার জন্য সৎকর্মের সাধনস্থল প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা রিপুনাশ হয়)। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অগস্ত্যস্য যমিকে দ্বে']।

৫। সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোন ; তিনি বুদ্ধিবৃত্তির উৎপাদক, দেবভাবের জনক, পৃথিবীস্থিত সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা, তিনি জ্ঞানের উৎপাদক, জ্ঞানকিরণের প্রকাশক, আত্মশক্তির মূল-কারণ ; অপিচ, অখিল দেশের ধারণকর্তা। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের

শক্তি যে সত্ত্বভাব, তা থেকে নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে)। [এই মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের পরোক্ষে ভগবানের মহিমা কীর্তন উপলক্ষে এটিকে জগতের সৃষ্টির মূল কারণ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে।—সব কিছু—সৃষ্টিস্থিতিলয়—ভগবানেরই লীলা। আদিতে তিনি, অন্তে ও মধ্যে তিনি। তিনিই বিশ্বরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। দেশ ও কাল তাঁতেই অপরিচ্ছিন্নরূপে বর্তমান। তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানামৃত পানেই মানুষ অমর হয়। তাঁরই শক্তি ঐ সত্ত্বভাব। তাঁর যা মহিমা, তা সবই সত্ত্বভাবে প্রযোজ্য।—ভাষ্যকার সেই 'সোম' অর্থে 'মদিরা' ধরেই ব্যাখ্যা করেছেন। যাস্ক 'সোম' পদে 'সূর্য' এবং 'আত্মা' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বেদোক্ত 'সোম' অর্থে 'সত্ত্বভাব' বোঝা সম্পূর্ণ সঙ্গত]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'কালক্রাবন্দৌ', 'জনিত্রে দ্বে']।

৬। সর্বলোকপূজিত অভীষ্টবর্ষক শক্তিপ্রদাতা স্তুতিদ্বারা আরাধিত দেবতাকে কামনাকারী আমাদের প্রার্থনা, সেই দেবের অভিমুখে গমন করুক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের স্তুতিপরায়ণ হই)। কারুণ্যরূপ দেবতার তুল্য জ্যোতিঃধারণকারী, পরমধন দাতা, অভীষ্টপূরক দেবতা বরণীয় ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা পূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [সর্বলোকপূজিত সেই পরমদেবতার চরণে যেন আমরা প্রার্থনাপরায়ণ হই। তিনিই মানুষের অভীষ্ট প্রদানকারী। তাঁর চরণ থেকেই অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে মানুষকে বিমল শান্তি প্রদান করে। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ করুণানিধান]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানর নাম—'অঙ্গিরসাং ব্রতোপোহঃ']।

৭। বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা লোকদের সৃজন করেন ; আদিভূত সমুদ্রের ন্যায় অসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হন। (ভাব এই যে,—সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন) ; কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণের ন্যায় কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্রহৃদয়ে বর্ধিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে;—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়)। [ভগবান্ অনন্ত। জগতে এমন কিছুই নেই যার সাথে তাঁর তুলনা হ'তে পারে—তিনি অতুলনীয়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁরই সৃজিত এবং এ-সবই তাঁর প্রতিরূপ। নিজে অসীম হয়েও তিনি এই সান্তবিশ্বের মধ্য দিয়েও নিজেকে প্রকাশ করছেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাব লাভের উপায় কীর্তিত হয়েছে। সেই উপায়—হৃদয়ের পবিত্রতা। মানুষের কাম্যবস্তু মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয়—এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানর নাম—'সামসামানি দ্বে']।

৮। বিশেষভাবে আরাধনায়, পবিত্রকারক, পাপহারক দেবতা জ্যোতির্ময় সাধকের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে তাঁর চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করেন। (ভাব এই যে,—সাধকদের হৃদয় ভগবৎ-পরায়ণ হয়)। যে সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা সৎকর্মসাধক জ্ঞানকে বিশুদ্ধ করেন, সেই সত্ত্বভাব লাভ ক'রে মানুষ প্রার্থনার দ্বারা সৎ-বুদ্ধি হৃদয়ে উৎপন্ন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় এবং হৃদয়ে সুবুদ্ধি উৎপাদিত হয়)। [ভগবানই ভাগ্যবানের সহায়। যিনি সুকৃতির বলে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন, ভগবানই তাঁকে পথ প্রদর্শন ক'রে থাকেন। তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান্ সাধকের সকল চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বমুখী করেন]। [এই মন্ত্রে গেয়গানের নাম—'সোমসামনি দ্বে']।

৯। বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! কামনাপূরক আপনাকে পাবার জন্য এই অভীষ্টবর্ষক অমৃতস্বরূপ

সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে পবিত্র ক'রে যেন সমুদ্ভূত হন ; অসীম দানশীল, শক্তিমান্ তিনি নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [ভগবানের দানশীলতা বিশেষভাবে ব্যক্ত করবার জন্যই একার্থবাচক 'শতদাঃ', 'সহস্রদাঃ', 'ভূরিদাবা' এই তিন পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পরম দানশীল ভগবানের কাছ থেকে সত্ত্বভাব নামক পরম কল্যাণদায়ক বস্তু লাভ করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ঐষম্']।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! মধুযুক্ত অমৃতময় অভীষ্টবর্ষণশীল আপনি সত্য এবং জ্ঞান প্রদান করবার জন্য আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন ; অমৃতযুক্ত, পরমানন্দদায়ক, আনন্দস্বরূপ, ভগবানের গ্রহণযোগ্য পূজার উপহারস্বরূপ আপনি আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমানন্দদায়ক অমৃতময় সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [হৃদয়ের সত্ত্বভাবই ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান। জপ, তপ, যোগ, আরাধনা প্রভৃতির মূলে যদি পবিত্র হৃদয় ও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তা হ'লে সকল পূজা বিফল হয়, হৃদয়ের দেবতা বিমুখ হয়ে ফিরে যান—সকল বাহ্যিক অনুষ্ঠান ভস্মে ঘৃতাহুতি হয় মাত্র। শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ আনন্দেরও জনক। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে হৃদয়ের দীনতা, হীনতা কালিমা দূরীভূত হ'লে কোনই অপ্রাপ্তির জন্য দুঃখ বা অপূর্ণতা থাকে না। ফলে, হৃদয় পূর্ণতাজনিত পরমানন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। তাই সত্ত্বভাব মধুযুক্ত ও অমৃতময়।—'সোম'—শুদ্ধসত্ত্ব। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মাধুচ্ছন্দসম]।

●

সপ্তমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

মন্ত্রগুলির দেবতা—'পবমান সোম। ছন্দ—'ত্রিষ্টুপ্'। ঋষি ১ প্রতর্দন দৈবদাসি, ২।১০ পরাশর শাক্ত্য ৩ ইন্দ্রপ্রমতি বাসিষ্ঠ, ৪ বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ৫ কর্ণশ্রুৎ মৃড়ীক বা বাসিষ্ঠ, ৬ নোধা গৌতম, ৭ কণ্ব ঘৌর, ৮ মন্যু বাসিষ্ঠ, ৯ কুৎস আঙ্গিরস, ১১ কশ্যপ মারীচ, ১২ প্রস্কণ্ব কাণ্ব॥

প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা।
ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবান্ৎসখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে॥ ১॥
প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্ বারং যৎ পূতো অত্যেষ্যব্যম্।
পবমান পবসে ধাম গোনাং জনয়ন্ৎসূর্যমপিন্বো অর্কৈঃ॥ ২॥
প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ৎসোমং হিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবতামতিবারমব্যমা সীদতু কলশং দেব ইন্দুঃ॥ ৩॥
প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো রথো ন বাজং সনিষন্নয়াসীৎ।
ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ॥ ৪॥

তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্ জ্যেষ্ঠস্য ধর্মং দ্যুক্ষোরনীকে।
আদীমায়ান্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইন্দুম্॥ ৫॥
সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো না বাজী॥ ৬॥
অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধন্তে ধিয়ঃ সুরে ন বিশঃ।
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ান্ ব্রজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম॥ ৭॥
ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতিং বরিবস্কৃণ্বন্ বৃজনস্য রাজা॥ ৮॥
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্রধন্ব।
ব্রধ্রশ্চিদ্যস্য ঝাতো ন জুতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ॥ ৯॥
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্‌গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যে জ্যোতীরিন্দুঃ॥ ১০॥
অসর্জি বক্বা রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমা মনীষা।
দশ স্বসারো অধি সানো অব্যে মৃজন্তি বহ্নিং সদনেষ্বচ্ছ॥ ১১॥
অপামিবেদূর্ময়স্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ।
নমস্যন্তী রুপ চ যন্তি সং চা চ বিশন্ত্যুশতীরুশন্তম্॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ— ১। রিপুসংগ্রামে সেনানায়ক, শত্রুনাশক, স্তোতাদের জ্ঞানপ্রদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্মের প্রারম্ভে স্তোতৃদের প্রাপ্ত হন্ ; এই সত্ত্বভাবের সৎ-ভাবরূপ সৈন্যগণ পরমানন্দ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে সত্ত্বভাবের অধিনায়কত্বে সৎ-ভাবসমূহ বর্ধিত হয়)। সত্ত্বভাব ভগবৎ-আরাধনাকে মঙ্গলজনক করেন ; তিনি সখিস্থানীয় প্রার্থনাপরায়ণ আমাদের আশুমুক্তিদায়ক সৎ-ভাবসমূহ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হ'য়ে আমরা যেন তার সহায়তায় মোক্ষলাভ করতে পারি)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'এই দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদের গোধন হরণ করবার জন্য রথের অগ্রে যাচ্ছেন, এঁর সেনা এঁকে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা এঁর সখা, তারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাদের সেই কার্য সুসম্পন্ন করেন, যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখে ইন্দ্র শীঘ্র আসবেন, ইনি সেই বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন।' জিজ্ঞাস্য—সোমরস নামক মাদকদ্রব্য কেমন সেনাপতি এবং তার সেনাই বা কারা? আর তিনি বিপক্ষের গোধনই বা হরণ করবেন কিভাবে ও কেন?—প্রকৃত অর্থে 'সোম' বেদোক্ত 'সত্ত্বভাব'—মাদক বা মদিরা নয়। হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয় তখন অন্যান্য সৎ-ভাবরাজিও শক্তিলাভ করে, তারা সত্ত্বভাবকে সেনাপতিরূপে গ্রহণ ক'রে রিপুনাশে (কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুদের ধ্বংসে) ব্রতী হয়। সেই মহাশক্তির কাছে রিপুগণ মাথা নত করতে বাধ্য হয়। সৎ-ভাবের শিবিরে আনন্দের কল্লোল ওঠে। সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রার্থনা পরম কল্যাণজনক। কারণ পবিত্রতা থেকে উৎপন্ন পবিত্র প্রার্থনা অনায়াসেই সেই পবিত্রস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছতে পারে। [এর গেয়গানের নাম—'কুৎস্যাধিরথীয়াণি ত্রীণি']।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্র আপনি যখন জ্ঞানপ্রবাহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত হন, তখন আপনি আপনার অমৃতযুক্ত প্রবাহ জগতে বিতরণ করেন ; পবিত্রকারক আপনি জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সাধকের হৃদয় অভিমুখে ক্ষরিত হন। (ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন)। সাধকগণের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়ে আপনি আপনার তেজের দ্বারা জ্ঞানকে পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা সাধকের জ্ঞান পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়)। [জ্ঞান ও পবিত্রতা পরস্পরের অনুগামী। যেখানে একটির আবির্ভাব হয়, সেখানে অন্যটিও উপস্থিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই উভয় বস্তুকেই ধারণ করবার উপযোগী হৃদয় থাকা চাই। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সৎকর্ম সাধনের দ্বারা সেই হৃদয় প্রস্তুত হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব উভয় একত্র সম্মিলিত হ'লে, সাধক অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে পারেন। একটি অন্যটির সহকারী]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বৈয়শ্বজ্যোতিষানি ত্রীণি']।

৩। হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহ! ঐকান্তিকতার সাথে ভগবানের আরাধনা করো ; আমরা যেন ভগবানের অনুসরণ করি। (ভাব এই যে, —আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। শ্রেষ্ঠ পরমধন লাভের জন্য সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করো ; অমৃতোপম সত্ত্বভাব জ্ঞানপ্রবাহের সাথে আমার হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; জ্যোতির্ময় সত্ত্বভাব আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন অমৃতোপম সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। মন্ত্রটি উদ্বোধন ও প্রার্থনামূলক। ভগবৎপরায়ণ হবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে দেখা যায়। সত্ত্বভাব লাভ ক'রে হৃদয়কে ভগবৎ-অভিমুখী করবার জন্য প্রার্থনা আছে। —হে আমার মন! তুমি ভগবানের গুণকীর্ত্তনে তন্ময় হও, তাঁকে লাভ করবার উপায়ভূত সত্ত্বভাব পাবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করো। পরাশান্তি লাভ করবে, জীবন ধন্য হবে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'সোমসাম']।

৪। দ্যুলোক-ভূলোকের উৎপাদনকারী সত্ত্বভাব, সৎকর্ম যেমন আত্মশক্তি প্রদান করে, তার মতোই আত্মশক্তি প্রদান ক'রে আমাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হোন ; তিনি ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সৎ-ভাবসমূহকে সম্যক্ প্রকারে বিকশিত ক'রে সকল ধন অর্থাৎ পরমধন আমাদের দান করবার জন্য হস্তে ধারণ ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আত্মশক্তিপ্রদ সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান্ থেকেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়েছে, তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোক-ভূলোকের জনয়িতা বলা হয়েছে। যখন মানুষ এই মহান্ সত্ত্বভাবকে লাভ করে, তখন তার হৃদয়ে ঐশীশক্তির আবির্ভাব হয়। এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তার সাথে ভগবানের যোগ অনুভব ক'রে সে অসীম শক্তি লাভ করে। আবার, সত্ত্বভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরস্থিত সৎভাবসমূহও বিকশিত হয়। রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করবার প্রধান অস্ত্র এই সৎ-ভাবরাজী]। [এই সামমন্ত্রের একটি গেয়গান আছে। নাম অনুল্লেখিত]।

৫। রিপুসংগ্রামে যখন জ্যোতির্ময় অন্তঃকরণ হ'তে সৎ-ভাবযুক্ত সাধকের স্তুতি দেব-অভিমুখে গমন করে, তখন শ্রেষ্ঠ, দেব সেবিত, সকলের পালক এই সত্ত্বভাবকে কামনাকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকের হৃদয়ে আগমন করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনাপরায়ণ সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হয়)। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বাচ সামন্ত্রি দ্বে']।

৬। সৎ-বৃত্তির বর্ধনকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে ; প্রাজ্ঞ জনের সমস্ত সৎকর্ম

মোক্ষপ্রদ হয়। (ভাব এই যে, —জ্ঞানিগণ মোক্ষ লাভ করেন)। পাপহারক দেবতা জ্ঞানশক্তি আমাদের প্রদান করুন ; আত্মশক্তি তুল্য ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক জ্ঞান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [মহাপুরুষদের হৃদয়বৃত্তিই এমনভাবে বিশুদ্ধ হয় যে, তা কখনও বিপথে চালিত হয় না। তাঁরা যা করেন, তা-ই তাঁদের মোক্ষলাভে সাহায্য করে ; তাঁরা যা চিন্তা করেন তা-ই তাঁদের ঊর্ধ্বপথে নিয়ে যায় ; তাঁদের বাক্যমাত্রই ভগবানের স্তুতিতে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের বলেই এই অবস্থা লাভ সম্ভবপর হয়। তাই সেই পরমকল্যাণদায়ক জ্ঞান লাভের জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ নানাভাবে এই মন্ত্রেরও গবেষণা করেছেন। প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদে দেখা যায়—'দশ ভগ্নী অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি একসঙ্গে জল সেচন করতে করতে সোমকে শোধন করছে, সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালিয়ে দিচ্ছে। হরিৎ-বর্ণ ধারণ পূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবিত হচ্ছিল, বেগবান ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করলেন।' ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য 'সূর্য্যস্ব জাঃ' পদদু'টিতে দিক্ অর্থ করেছেন। বিবরণকার ঐ পদদু'টিতে 'সূর্য্যস্ব অপত্যং' বা 'সূর্যের দুহিতা' অর্থ করেছেন। ব্যাখ্যাকারের টীকায় আছে — 'আমরা জানি বেদে সোম-অর্থে সোমরস। তবে তার সাথে সূর্যের দুহিতার বিবাহের প্রকৃত মৌলিক অর্থ কি? ....সূর্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্যকিরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্যার সোমের সঙ্গে বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত উৎপত্তি?'—এতসব উদ্ভট কল্পনার প্রয়োজনই হতো না, যদি 'সূর্য্যস্য জাঃ' পদ দু'টির প্রকৃত অর্থ 'জ্ঞানের জায়া' বা 'জ্ঞানের শক্তি' বোঝা যেত। তালের বা খেঁজুর রসের মতো সোমলতার রসকে সূর্যের কিরণে মাদকতা দানের ইতিকথার দরকার ছিল কি? এখানে 'স্বসারঃ' পদের 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' এবং 'ধীরস্য' পদের 'প্রাজ্ঞজনের' অর্থ নিরুক্ত-সম্মত]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'দাশস্পত্যে দ্বে]।

৭। আত্মশক্তিতে যেমন মঙ্গল বর্ধিত হয়, এবং জ্ঞানলাভ ক'রে যেমন সাধকগণ আনন্দিত হন, তেমনই যখন সাধকের হৃদয়ে প্রজ্ঞা অধিষ্ঠিত হয়, তখন রক্ষণীয় পশু ইত্যাদি, বৃদ্ধির জন্য যেমন আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্তোতাদের পেতে অভিলাষী অমৃতসংযুক্ত সত্ত্বভাব সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সাধকেরা সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [মন্ত্রটির মধ্যে একসঙ্গে তিনটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে ; এবং বিভিন্ন ধরনের উপমার একত্র সংযোগে মন্ত্রটির জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম উপমা 'বাজিণীর শুভঃ'—'আত্মশক্তি লাভ করলে যেমন পরম মঙ্গল সাধিত হয়'। আত্মশক্তির ফল—রিপুজয়। রিপুজয় হ'লে মানুষ আপনা থেকেই মঙ্গলের পথে চালিত হয়। সুতরাং এই উপমা পরোক্ষভাবে সত্ত্বভাব জনিত মঙ্গলকে নির্দেশ করছে। দ্বিতীয় উপমা, 'সূরে ন বিশঃ' —'সাধকগণ যেমন জ্ঞানলাভে আনন্দিত হন'। 'সূরঃ' অর্থ দ্যোতনশীল। 'সূরে' পদে দ্যোতনশীলের শক্তি—জ্যোতিঃ, জ্ঞানকে বোঝাচ্ছে। সাধকগণ এই পরম প্রার্থনীয় বস্তুটি লাভ করলে তাঁর আর আনন্দের সীমা থাকে না। এখানে এই উপমা সত্ত্বভাব জনিত আনন্দকে লক্ষ্য করছে। তৃতীয় উপমা, 'ব্রজং ন পশুবর্দ্ধনায়'—পশুগণ যেমন বৃদ্ধি হেতু, পোষণের জন্য, আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হয়।' পশুর আশ্রয়স্থান প্রাপ্তির সাথে সত্ত্বভাবের সাধকদের হৃদয় প্রাপ্তির তুলনা করা হয়েছে। সত্ত্বভাব 'কবীয়ান্' অর্থাৎ সাধককে পেতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ ভগবান্ মোক্ষাভিলাষী সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'কাশ্যপস্য চ শোভনম্']।

৮। শক্তিদায়ক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন ; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করবার

জন্য বলদায়ক ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক জ্ঞানকিরণনিবহ আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক ; পরমানন্দলাভের জন্য সত্ত্বভাব উৎপন্ন হোন ; তিনি শত্রুদের বিনাশ করুন, রিপুগণকে সম্যক প্রকারে সংহার করুন ; পরমশক্তিমান্ তিনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই ; রিপুনাশক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [এই মন্ত্রটি পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই জ্ঞান অথবা সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোন্যোঘাঃ' পদের 'গো' শব্দে ভাষ্যকার 'গমনশীল' অর্থ গ্রহণ করেছেন। অন্যত্র 'গাভী' অর্থ দেখা যায়। প্রচলিত বঙ্গানুবাদে 'গাভী' অর্থ গৃহীত হলেও 'গাভীদুগ্ধে পরিতুষ্ট' অর্থ কেমন ক'রে গৃহীত হয়েছে, বোঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে 'গোন্যোঘাঃ' পদে 'ঊর্ধ্বগতিপ্রাপকাঃ' 'জ্ঞানকিরণনিবহা' অর্থই সঙ্গত। 'বাজী' অর্থে 'ঘোটক' নয়, 'শক্তিমান, শক্তিদায়ক' এমন বোঝাই সঙ্গত। 'সোমঃ' তো 'সত্ত্বভাব'-ই]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'দাশস্যত্যানি চত্বারি']।

৯। হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সাথে পরমধন প্রদান করো ; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্মের নেতাকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন)। [এই সাম-মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'শ্রৌষ্ঠানি ত্রীণি']।

১০। হে মহান তেজঃ সম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃত উৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাবসমূহের সাথে মিলিত হন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের পরমশক্তি ; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হ'তে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ)। [সত্ত্বভাবের শক্তিতে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে। এরই কল্যাণে মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয়, তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতের জনয়িতা বলা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্বের সাথে ভগবানের সম্বন্ধ অতি নিকট। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হ'লে মানুষ দেবভাব লাভ করে। এই মহাশক্তির বলেই মানুষের অন্য সবরকম শক্তি লাভ হয়। জ্ঞানও পূর্ণজ্যোতিতে বিকশিত হয়, কর্মশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্ত্বভাবের বলে মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হয়—তার দ্বারা তিনি নিজের চরম লক্ষ্যের অভিমুখে চলতে সমর্থ হন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অত্রিম্']।

১১। সৎকর্মের সাধনে যেমন জ্ঞান উৎপাদন হয়, তেমন রিপুসংগ্রামে প্রার্থনার দ্বারা দেবভাবপ্রাপক, শ্রেষ্ঠ, ধীশক্তিদায়ক জ্ঞান সৃষ্ট হয় ; দশ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধ্য অভীষ্টবর্ষণশীল যে জ্ঞানকিরণনিবহ, মোক্ষপথপ্রাপক সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ সাধকগণ জ্ঞানদায়ক সৎকর্মের সাধনস্থলে অর্থাৎ সৎকর্মের সাধনের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে, —সাধকেরা প্রার্থনা এবং সৎকর্মের সাধনের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন)। [মানুষের কর্মশক্তি ও ভগবানের অনুগ্রহ এই দু'রকম উপায়েই জ্ঞান লাভ হ'তে পারে। ভগবান্ মানুষকে কিছু পরিমাণ কর্ম-স্বাধীনতা দিয়েছেন। কর্মশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে ভগবৎ-নিয়মের পরিচালনাধীন থেকে মানুষ জ্ঞানলাভ করতে পারে। অথবা ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে সাধককে সাধনসিদ্ধ বলে, দ্বিতীয় রকমের সাধককে কৃপাসিদ্ধ বলে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বাসিষ্ঠম্']।

১২। অমৃতের প্রবাহ যেমন আশুমুক্তি প্রদান করে—তেমন আশুমুক্তি কামনাকারী সাধকগণ নিশ্চিতভাবে সত্ত্বভাব পাবার জন্য সম্যক্ প্রকারে ভগবৎ-স্তুতি প্রেরণ করেন। (ভাব এই যে,—সাধকেরা সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করেন)। এবং সাধকদের সৎকর্মযুক্ত সত্ত্বভাবকামনাকারী প্রার্থনা, সাধক-কামনাকারী সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়, এবং তার সাথে সম্মিলিত হয়, তাতে প্রবিষ্ট হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা সাধকেরা সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটি উপমা আছে। অমৃতের প্রবাহে অভিষিক্ত হ'লে মানুষ যেমন আশুমুক্তি লাভ করে, তেমনই আশুমুক্তি পাবার জন্য সাধকেরা প্রার্থনা ক'রে থাকেন। দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা আছে। সাধক যেমন সত্ত্বভাব কামনা করেন, সত্ত্বভাবও তেমনই সাধককে পেতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রেরণ ক'রে তাঁকে মোক্ষপথে চলতে সমর্থ করেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অপাঙ্ক সাম']।

●

অষ্টমী দশতি।

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্, ৭ বৃহতী ॥ ঋষি ১ অন্ধীগুঃ শ্যাবাশ্বি, ২ নহুষ মানব, ৩ যযাতি নাহুষ, ৪ মনু সাংবরণ, ৫/৮ অম্বরীষ বার্ষাগির ও ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৬/৭ রেভ ও সূনু কাশ্যপ, ৯ বাক্ বা বিশ্বামিত্র পুত্র প্রজাপতি।

পুরোজিতীবো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ ১॥
অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে॥ ২॥
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ॥ ৩॥
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ॥ ৪॥
অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্॥ ৫॥

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।
বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ ॥ ৬॥
আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুষ্টন্বন্তি পৌংস্যম্।
শুক্রা বিযন্ত্যসুরায় নির্ণিজে বিপামগ্রে মহীযুবঃ ॥ ৭॥
পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্ বিশ্বাঁ ইৎ পরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ৮॥
প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্‌বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ— ১। সৎকর্মের সাধনে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! রিপুসংগ্রামে জয়প্রদানকারী সত্ত্বভাবের বিশুদ্ধ পরমানন্দ লাভের জন্য তোমরা সৎ-ভাবের নাশক রিপুনিবহকে বিনাশ করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য যেন আমি রিপুজয়ী হই)। [মানুষ-নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কর্ম-সম্পাদন করে। এই ইচ্ছাশক্তির প্রেরয়িতা চিত্তবৃত্তি। সৎ-কার্য বা অসৎ-কার্য যাই করা হোক না কেন, তার মূলে থাকে এই চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তিগুলি যখন মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে, তখন তারা মানুষের পরম উপকারী বন্ধু। অর্থাৎ মানুষের জীবনের যা প্রকৃত কাম্যবস্তু, যা পেলে মানুষ আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সেই পরমধন মোক্ষকে লাভ করবার জন্য যখন চিত্তবৃত্তিগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, তখন তাদের মতো উপকারী বন্ধু আর কে হ'তে পারে? তাই সৎ-কার্যের সাধনে সহায়ভূত চিত্তবৃত্তিগুলিকে 'সখায়ো' বা সখা ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। —ভাষ্যকার 'শ্বানং' পদে 'রাক্ষস' বলেছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার 'কুকুর' অর্থ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'শ্বানং' পদে 'হৃদয়স্থিত পশুকেই' বোঝানো হয়েছে। তার দীর্ঘজিহ্বা, আমাদের হৃদয়ের সকল সৎ-বৃত্তি, সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রভৃতি বিনষ্ট করে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গান ছ'টি। সেগুলির নাম— 'প্রঞ্জৌ দ্বৌ', 'কার্তয়সম্', ঔর্ধ্বসন্মনম্', 'শাবাশ্বম', 'আন্ধীগবম্']।

২। সকলের পোষক, পরমধনদায়ক, পবিত্রকারক এই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধনদাতা সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। সকল সৃষ্টবস্তুর পালক তিনি দ্যুলোক-ভূলোককে আপন জ্যোতিঃতে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ)। ['পূষা'—সকলের পোষক। — সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে যখন আভ্যন্তরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে সত্ত্বভাব প্রাধান্য লাভ করে, তখনই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা হয়, কারণবারিতে বুদ্বুদের উদ্ভব হয়। বিশ্বকারণে সংলীন বীজগুলি থেকে সৃষ্টির পত্তন আরম্ভ হয়। তাই সত্ত্বভাব বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ। এই সত্ত্বভাবের জ্যোতিঃতে নিখিল বিশ্ব জ্যোতিঃ পায়, এই মহান জ্যোতিঃ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র আলোক পেয়ে চন্দ্র-সূর্য জ্যোতিষ্মান্ হয়। তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'উভে রোদসী ব্যখ্যৎ'।—সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন মোক্ষ—এই সত্ত্বভাবের দ্বারা লভ্য। তাই সত্ত্বভাবকে পরমধনদাতা বলা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ক্রৌঞ্চানি ত্রীণি']।

৩। অমৃতোপম বিশুদ্ধ পরমানন্দপ্রদ পবিত্রকারক সত্ত্বভাবসমূহ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে ক্ষরিত হোন। (ভাব এই যে, —আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি) ; হে সত্ত্বভাব! আমাদের হৃদয়স্থিত আপনাদের পরমানন্দদায়ক রস ভগবানের অভিমুখে ঊর্ধ্বগমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রটির প্রথম অংশে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজননের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে প্রত্যক্ষভাবে সত্ত্বভাবকে সম্বোধন ক'রে তার সাহায্যে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের সংখ্যা আটটি। সেগুলির নাম—'ত্বাষ্ট্রী সাম', উর্ধ্বেউত্বাষ্ট্রি', 'বাসিষ্টম্', 'আক্কারণিধনং ত্বাষ্ট্রী', 'বাসিষ্টম্', 'স্বারত্বাষ্ট্রী', 'দ্বিরভ্যস্তত্বাষ্ট্রী', 'বাসিষ্টম্']।

৪। সৎ-মার্গের প্রাপক সৎ-কর্মের সাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্বজ্ঞ হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন পরমধনপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাব মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' —সৎ-মার্গ-প্রদর্শক বলা হয়েছে। যিনি আমাদের এমনতর কল্যাণসাধনের উপায় বিধান করেন তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম প্রার্থনীয় সত্ত্বভাবকে তাই 'মিত্রাঃ' বলা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম 'ক্রৌঞ্চে দ্বে']।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের আত্মশক্তিপ্রদায়ক, সর্বলোকবরণীয় সকলের পোষক জ্যোতির্ময়, শত্রুনাশক ধন প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, — আমরা যেন আত্মশক্তিদায়ক পরমধন লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাব মানুষকে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পরে, কাজেই সকলে তা পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই সত্ত্বভাবকে 'শতস্পৃহম্' বলা হয়েছে। [এই সামমন্ত্রটির গেয়গান পাঁচটি। সেগুলির নাম—'সোম সামাণি ত্রীণি, 'ক্রৌঞ্চং', 'সোমসাম']।

৬। মাতা যেমন প্রথম বয়সে জাত সন্তানকে আদর করেন, তেমনই রিপুজয়ী ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রিয় সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানকে আদরের সাথে গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —রিপুজয়ী সাধকগণ পরম আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হন)। [মা সব সন্তানকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তার মধ্যে আবার প্রথমজাত সন্তান সব চেয়ে বেশী প্রিয় হয়। জীবনের এই প্রথম অপূর্ব অনুভূতি, স্নেহের মূর্তিমান বিগ্রহের আবির্ভাব, মায়ের হৃদয়কে অভিভূত ক'রে ফেলে। এই নবসৃষ্টির আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে যান। যার দ্বারা এই পরম শান্তি ও তৃপ্তি আসতে পারে। যার দ্বারা (সন্তানহীনদের জন্য নির্দিষ্ট) পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়, সেই সন্তানের প্রতি মায়ের আনন্দের সীমা থাকে না। এই উপমাটির দ্বারা সাধকের হৃদয়ের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। সাধক তেমনি আগ্রহে, তেমনি ব্যাকুলতার সাথে, জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট হন ; যেমনভাবে মা তাঁর প্রিয়তম সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন]। [এই সামমন্ত্রটির গেয়গানের নাম—'আঙ্গিরসানি ত্রীণি']।

৭। সৎকর্মনিরত ব্যক্তি সর্বলোক-বরণীয় রিপুবিমর্দক দেবতাকে লাভ করবার জন্য আত্মশক্তি উৎপাদন করেন ; শ্রেষ্ঠ সাধক তমোগুণাত্মক রিপু বিনাশের জন্য বিশুদ্ধতা হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য রিপুজয়ী এবং পবিত্র-হৃদয় হন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'এই সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য

ধনুকে গুণ যোজনা করছে। পূজা করবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করছেন, দেবতারা দেখছেন।' এই ব্যাখ্যাকার 'শুক্রা' পদে 'শুভ্রবর্ণ বস্ত্র' অর্থ গ্রহণ করেছেন। ভাষ্যকার ঐ পদে শুভ্রবর্ণ দুধের সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। মন্ত্রটির মূলে না থাকলেও দু'টি ক্ষেত্রেই সোমরসের কথা আনবার কোন প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। 'শুক্রা' পদে বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণের চরমোৎকর্ষ, হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই লক্ষ্য করে। ঐ বাংলা অনুবাদে অথবা ভাষ্যে 'যোজনা করছে' কর্মের কর্তার উল্লেখ নেই। বিশেষত প্রথমাংশের ব্যাখ্যা মোটেই পরিষ্কার হয়নি। সেটির কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। অসুর শব্দে ভাষ্যকার 'বলবান' অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং বাংলা অনুবাদকেরও ঐ মত দেখা যায়। কিন্তু অসুরের প্রকৃত অর্থ সুরবিদ্বেষী অর্থাৎ দেবভাববিদ্বেষী। যা দেবভাবের প্রতিকূল, তা-ই 'অসুর'। তাই এখানে 'অসুর' পদের 'রিপবে'—'রিপু বিনাশের জন্য' অর্থই সঙ্গত। এই রিপু কেমন? —'নির্ণিজে', অর্থাৎ 'তমোগুণাত্মকায়']। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'গৃৎসমদস্য সূক্তানি চত্বারি']।

৮। সাধককে পরমানন্দ দেবার জন্য যে সত্ত্বভাব-সমস্ত দেবভাবকে নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাদের সাথে মিলিত হন, সেই পাপহারক, সর্বলোকের স্পৃহণীয়, সৎ-জন-পালক সত্ত্বভাবকে অমৃতের দ্বারা সাধকগণ সর্বতোভাবে শোধন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বভ্রুং' পদের অর্থ করেছেন—'বভ্রুবর্ণ' অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ। অন্যত্র তাঁর মত অনুসারেই সোমরস হরিৎবর্ণ। একই জিনিষ, একই অবস্থায়, দু'টি বর্ণ হয় কেমন ক'রে? প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'বভ্রুং' পদ সোমরসের বিশেষণরূপে গৃহীত হয়েছে। পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'বভ্রু' শব্দে পালক, সৎজনের পালক প্রভৃতি ভাবকেই লক্ষ্য করে। এটাই সঙ্গত]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'দ্বিরভ্যস্তমাকূ পারম্']।

৯। সাধক যেমন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান গ্রহণ করেন এবং সাধকগণ যেমন সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তেমনই হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সাধনবিঘ্নকারী রিপুবর্গকে বিনাশ করো, অর্থাৎ বিনাশ ক'রে জ্ঞানসম্পন্ন এবং সৎকর্মের সাধনে রত হও। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে, —আমরা যেন সৎকর্মান্বিত এবং জ্ঞানসম্পন্ন হই]। [এখানে দু'টি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি—'মর্ত্তঃ ন' অর্থাৎ সাধকেরা যেমন জ্ঞান-গ্রহণে আগ্রহান্বিত থাকেন অথবা যেমন জ্ঞান লাভ করেন, তেমনভাবে জ্ঞানলাভে আমরা যেন সচেষ্ট হই—এটাই উপমাটির মর্মার্থ। দ্বিতীয় উপমা—'ভৃগবঃ ন মখং'। সাধকগণ যেমন সৎকর্ম সাধন করেন, তেমন সৎকর্ম-সাধনের জন্য আত্ম-উদ্বোধনই এই উপমার লক্ষ্য। প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে এই দ্বিতীয় উপমার ব্যাখ্যায় এক আখ্যানের অবতারণা দেখা যায়। —'মখ নামক সাধনকর্মরহিত এক ব্যক্তিকে ভৃগুগণ নিহত করেছিলেন'। এই উপাখ্যান কোথা থেকে এল, জানা যায় না। —আমরা 'ভৃগু' পদে 'সৎকর্মসাধনশীল' অর্থ পূর্বাপর গ্রহণ করেছি, এখানেও সেই অর্থই গৃহীত হয়েছে। 'মখং' শব্দ নিরুক্তে 'যজ্ঞ' 'সৎকর্ম' ইত্যাদিবাচক পর্যায়ভুক্ত। তা হঠাৎ 'অরাধসং' অর্থাৎ 'সাধনকর্মরহিতং' হলো কেমন ক'রে বোঝা যায় না]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বৈরূপম্']।

●

নবমী দশতি।

ছন্দ আর্চিক। কোথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ জগতী ॥ ঋষি ১/২, ৩/৫ কবি ভার্গব, ৪/৬ সিকতা নিবাবরী, ৭ রেণু বৈশ্বামিত্র, ৮ বেন ভার্গব, ৯ বসু ভারদ্বাজ, ১০ বৎসপ্রি ভালন্দন, ১১ অত্রি ভৌম, ১২ পবিত্র আঙ্গিরস ॥

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথ বিষ্বঞ্চমরুহদ্ বিচক্ষণঃ॥ ১॥
অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ প্র স্বানাসো বৃহদ্দেবেষু হরয়ঃ।
বি চিদশ্নানা ইষয়ো অরাতয়োঽর্যো নঃ সন্তু সনিষন্তু নো ধিয়ঃ॥ ২॥
এষ প্র কোশে মধুমাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টমঃ।
অভ্যৃতস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সা চ ধেনবঃ॥ ৩॥
প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযামনা পথা॥ ৪॥
ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুসে নদীষ্বা ॥ ৫॥
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ।
প্রাণা সিন্ধুনাং কলশাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ মনীষিভিঃ॥ ৬॥
ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥ ৭॥
ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরিস্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ।
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ সনিত্বিন্দবঃ ॥ ৮॥
অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ॥ ৯॥
প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনাবন্ত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে॥ ১০॥
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাহভ্যঞ্জতে ॥
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥ ১১॥

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রানি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্ বহন্তঃ সং তদাশত॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ—১। আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহ অভিমুখে ক্ষরিত হন। (ভাব এই যে, —সত্ত্বভাব অমৃতের প্রবাহের সাথে মিলিত হন)। অমৃতপ্রবাহে এই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হন ; মহান্ সর্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্মরূপ ধনকে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্মের সাথে মিলিত হন। মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক)। [সত্ত্বভাব অমৃত-প্রাপক। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হ'লেই তিনি অমৃতের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সুতরাং আপনা থেকেই হৃদয় সৎকর্মের প্রতি আসক্ত হয়। তাঁর বাক্য চিন্তা ও কর্মের বাহিরে চলে যায় যত অসৎ। সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হ'লে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার মতো আর কিছুই থাকে না। যা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন। —কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সেই সোমকে সেই মাদকরূপে চিহ্নিত করার অভিপ্রায় দেখা যায়। যেমন—'সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি প্রবল হয়ে জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করলেন।'—এই কি বেদবাক্য?]। [এই সামমন্ত্রের ছ'টি গেয়গানের নাম—'কাবম্', 'ঐড়কাবম্', 'বাজসান', 'বাজজিৎ', 'বাজজিৎসাম', 'স্বারকাবম্']।

২। স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ পাপহারক সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের বিশেষভাবে প্রাপ্ত হোন, আমাদের সত্ত্বগুণবর্জিত রিপুগণ শক্তিহীন হোক ; আমাদের চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি ভগবানকে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি, রিপুজয়ী হই, তারপর ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হ'তে পারি)। [মন্ত্রটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ সত্ত্বলাভ। হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চার হ'লে মানুষের অন্তরস্থিত রিপুগণ আপনা থেকেই দূরে পলায়ন করে। সাধক-হৃদয়ের অপূর্ব তেজ তারা সহ্য করতে পারে না, ব'লে আলোকের আগমে পেচকের মতো নরকের অন্ধকারে আত্মবিলোপ করে। হৃদয় থেকে রিপুর উপদ্রব দূরীভূত হ'লে মানুষ নিরুপদ্রবে সাধনমার্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সহজেই ভগবৎ-চরণে পৌঁছাতে পারে। সাধনা ও সিদ্ধির এই ধারাই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে। অথচ প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাবে মন্ত্রটিকে দেখা হয়েছে। যেমন—'যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত-স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের নিকট আগমন করুক, আমাদের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হোক, আমাদের শত্রুরাও নষ্ট হোক, আমাদে সৎকর্মগুলি দেবতারা গ্রহণ করুন।' প্রাচীন ঋষিগণ সোমরসের জন্য ব্যাকুল, তাঁরা তাঁদের অন্ন রক্ষার জন্য ব্যাকুল, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যাকুল, এমন ব্যাখ্যা বেদ থেকে উদ্ধার করার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায় বোঝা যায় না]। [এই সামমন্ত্রের ছ'টি গেয়গানের নাম—'অঙ্গিরসানি ত্রীণি', 'সামরাসম্' 'সোমরাসম্', 'সামরাজন্', সিমানাং নিষেধঃ']।

৩। পরমরিপুনাশক, অমৃততুল্য দীপ্তিমান্ হ'তে পরম দীপ্তিমান্ এই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন ; অমৃতকামনাকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন অমৃত-প্রবাহের সাথে মিলিত হয়, তেমনই সত্যজ্ঞানবর্ধক অমৃতস্রাবী সত্ত্বভাব আমাদের সাথে মিলিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব এবং পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাবকে 'ইন্দ্রস্য বজ্রঃ'

বলা হয়েছে। এই বজ্রশক্তি মানে আকাশ থেকে পড়া বজ্র নয়, বজ্রের মতো শক্তি। ভগবান্ যে শক্তির দ্বারা জগতের শত্রু নাশ করেন, অমঙ্গল বিদূরিত করেন, সেই বজ্রশক্তি কখনও মদিরা সোমের থাকতে পারে না—তা অবশ্যই সত্ত্বভাব। সত্ত্বভাবেরই শক্তিতে পাপ কালিমা বিদূরিত হয়, সত্ত্বভাবের প্রবাহেই তমোজনিত মলিনতা অপবিত্রতা দূরে চলে যায়। তাই এই অমোঘশক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাবকে ভগবানের রিপুনাশক মহাস্ত্র (বজ্র) বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়। সত্ত্বভাব বজ্রের চেয়েও কঠোর এবং কুসুমের চেয়েও কোমল। এটি মধুমান্—অমৃততুল্যও বটে। যাঁরা সৎকর্মান্বিত সাধক, তাঁদের পক্ষে এটি পরম মঙ্গলের নিধান। যারা দুর্বলহৃদয়, ক্ষীণশক্তি তাদের পক্ষেও এটি অমৃততুল্য সঞ্জীবনী সুধা। তাদের মধ্যে এই সত্ত্বভাবের উন্মেষ হ'লে তাঁরা অমিতবলসম্পন্ন হন, জড়তা-হীনতা তাঁদের কাছ থেকে দূরে পলায়ন করে। সত্যভাব 'ঋতস্য সুদুঘঃ' —তা থেকে সত্য ক্ষরিত হয়। সত্ত্বভাবের সঙ্গে সত্য জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বাসিষ্ঠম্']।

৪। সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদের প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন ; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না ; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্মিণীর সাথে সম্যক্ প্রকারে মিলিত হয়, তেমনই ভাবে সত্ত্বভাব সকল রকমে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদের সাথে সম্যক্ প্রকারে মিলিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ ক'রি)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁর বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদের সাথে মিলিত হয়, তেমনই ইনি শতছিদ্র পথ দিয়ে নির্গত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছেন।' পেটে মদিরা (সোম) পড়লে তা যে কেমন অনিষ্ট করে না, তা জানা নেই। যুবতীদের সাথে মিলনও কি সুরার অবদান? —যাই হোক, এই মন্ত্রের দু'টি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি 'ইন্দুর' পদের বিশেষণ 'সখা'। সত্ত্বভাব আমাদের পরম বন্ধুর মতো উপকারী। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু —মুক্তি। সত্ত্বভাব সেই মুক্তি দান করতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র। দ্বিতীয়টি 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানুষের পরম বন্ধু। তাঁর কৃপাতেই মানুষ বেঁচে আছে, জীবনের যা পরম বস্তু, তা-ও পাচ্ছে। সকল সময়ে সকলেরই বন্ধু তিনি]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি —'ঋষিগণ' (মতান্তরে 'সিকতা নিবাবরী')। এর পাঁচটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'লৌশম্', 'উত্তরলৌশম্', 'প্রবদ্ভার্গবম্', 'তন্ত্রম্', 'যামম্']।

৫। সকলের ধারণকর্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদের শক্তিদায়ক, সাধকদের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকবর্গের প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (ভাব এই যে,— আমরা যেন পরম মঙ্গলজনক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। সৎকর্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে, তেমন মানুষবর্গের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে পাপহারক সত্ত্বভাব আপনা-আপনিই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসের (মদিরার) সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্রটির উভয় অংশেই সোম অর্থাৎ সত্ত্বভাবের মহিম প্রখ্যাপিত হয়েছে। এবং প্রথমাংশে বিশেষ ভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকেরই নয়, তা সর্বলোকের ধারণকর্তা। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে দিব্যশক্তি তথা স্বর্গীয় শক্তি দান করে। তারই নাম দেবভাব। এই শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ অমৃতস্বরূপ ভগবানের চরণ লাভ করতে পারেন]। [এই মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বাৎসশিরসী দ্বে']।

৬। স্তোতাদের অভীষ্টবর্ষক, সর্বজ্ঞ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী (ঊবষাং) এবং দেবভাবের বর্ধনকারী হন ; অমৃতপ্রবাহের কর্তা সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে ধারারূপে প্রবেশ করুন ; তিনি আমাদের স্তুতির সাথে ভগবানের নিকটে গমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ ক'রি)। সত্ত্বভাব জ্ঞানের বর্ধনকারী। জাগতিক জ্ঞানকে বিশুদ্ধ পরাজ্ঞানে পরিণত করতে পারে সত্ত্বভাব। শুদ্ধসত্ত্বই দেবভাবকে ডেকে আনে, মানুষকে দেবতা করে। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'ঋষিগণ' (মতান্তরে 'সিকতা নিবাবরী')। এর গেয়গানের নাম—'ঐড্যাসম্', 'যামম্']।

৭। দ্যুলোকে স্থিত সত্ত্বভাবকে পাবার জন্য অর্থাৎ তার সাথে মিলিত হবার জন্য সমস্ত জ্ঞানরশ্মি যথার্থ লোকদের আশ্রয়স্বরূপ শত্রুকে দোহন করে। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান সত্যাশ্রয়ী হয়)। যখন সত্ত্বভাব সত্যের দ্বারা প্রবর্ধিত হন, তখন তিনি তমোগুণাত্মক অমঙ্গলকে বিনাশ করবার জন্য সকল ভুবনকে অর্থাৎ বিশ্বকে মঙ্গলপূর্ণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সত্যজ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব জগতের হিত সাধন করেন)। [মন্ত্রটি অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যে বা ব্যাখ্যা ইত্যাদিতেও মন্ত্রার্থ খুব স্পষ্ট হয়নি। কেউ কেউ 'ত্রিসপ্ত' পদে (৩×৭=২১) একুশ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'একুশটি গাভী' এই বাক্যাংশের দ্বারা কি অর্থ সূচিত হ'তে পারে, তা বোঝা যায় না। গাভীসমূহের সংখ্যাই বা নির্দিষ্ট হবে কেন? ভাষ্যকার অবশ্য দ্বিতীয় অর্থের ব্যাখ্যায় একটি রূপকমাত্রের অনাবশ্যক অবতারণা করেছেন। কিন্তু এমন স্থলে অর্থাৎ 'ত্রিসপ্ত'-এর মতো সংখ্যাবাচক শব্দে বহ্বর্থে অর্থাৎ 'বহুসংখ্যক বা সর্ব' অর্থই গ্রহণ করা সমীচীন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মরুতাঙ্ধেনুসাম']।

৮। হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। ভবব্যাধি রিপুদের সাথে নিরাকৃত হোক। কপটচারী ব্যক্তিগণ অমৃত লাভে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় না ; সত্ত্বভাবসমূহ আমাদের হৃদয়ে অমৃতস্রাবী হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা সত্ত্বভাব লাভ ক'রে যেন রিপুজয়ী হই, যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই ; পাপীব্যক্তি সত্ত্বভাব লাভ করতে সমর্থ হয় না)। [বাহিরে খুব সত্ত্বভাবের আড়ম্বর দেখিয়ে মানুষের কাছে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, কিন্তু ভগবানের সেই সহস্র চক্ষুকে, যা অনিমেষে বিশ্বকে পরিদর্শন করছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। মানুষকে প্রতারণা করতে গিয়ে স্বভাবতঃই সর্বনাশকারী আত্ম-প্রতারণা এসে পড়ে। সেটি ক্রমশঃই আলেয়ার আলোর মতো মানুষকে গভীর থেকে গভীরতম পাপপঙ্কে পতিত করে। ভগবৎসাধনা অন্তরের কাজ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা না থাকলে এই পূজা সার্থকতা লাভ করে না। মন্ত্রের প্রথম অংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য, দ্বিতীয়ভাগে রিপুনাশ ও ভবব্যাধি নাশের জন্য প্রার্থনা আছে। তৃতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত আছে এবং শেষাংশে আছে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ও রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অপাপীবম্', 'বায়োবভিদঃ'ন]।

৯। অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরম রমণীয়, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত হোন ; পবিত্রকারক তিনি অমৃতের প্রবাহকে প্রাপ্ত হন ; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হন, তেমনভাবে সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে অমৃতময় ক'রে প্রাপ্ত হোন।

(মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ ক'রি)। ['শেনঃ ন' পদ দু'টির দ্বারা প্রার্থনাকারীর মনের একটা ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষিপ্রগতিশীল, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ভগবানে আত্মসমর্পিত, সৎকর্মান্বিত সাধক যেমন আশুমুক্তি প্রাপ্ত হন, 'ঊর্ধ্বগতিশীল' সাধক যেমন ভগবানের চরণে শীঘ্রই আত্মবিলয় করেন, তেমনি ভাবে, তেমনি ক্ষিপ্রতার সাথে অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক, আমাদের হৃদয়কে অমৃতের প্লাবনে অভিষিক্ত করুক।—মন্ত্রের প্রার্থনায় এই সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে হৃদয় অমৃতময় হয়]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'যামানি ত্রীণি']।

১০। জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন সাধককে আশ্রয় করে, তেমনই জ্ঞানযুক্ত, অমৃতময়, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানকে লাভ ক'রি)। আমাদের হৃদয়স্থিত জ্ঞানদায়ক জ্যোতিঃকণাসমূহ অমৃতের প্রবাহের দ্বারা পরিষ্কৃত—বিশুদ্ধীকৃত হয়ে সত্ত্বভাবকে ধারণ করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান আছে; যেমন সর্ব ভূতে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। আমাদের প্রকার ভেদে সেই সত্ত্বভাব প্রকাশের পার্থক্য হয় মাত্র। সুতরাং বীজের আকারে আমাদের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিকশিত ক'রে তোলবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধক প্রার্থনা ও আরাধনা করেন—হৃদয়কে পবিত্র ক'রে নির্মল ক'রে তাতে ভগবানের শক্তিবিকাশের জন্য। এই মন্ত্রে সেই অন্তরস্থায়ী শক্তিবীজের বিকাশের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। —এখানে 'ধেনয়ঃ ন আ' অর্থে 'জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন সাধককে আশ্রয় করে, তেমন' বোঝাই সঙ্গত। 'গাবঃ'—জ্ঞানাগ্নি, জ্ঞানযুক্ত। 'মধুমন্তঃ' —অমৃতময়। 'ইন্দবঃ' —সত্ত্বভাব, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব। 'উদভিঃ' —অমৃতপ্রবাহের দ্বারা]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'মরুতাঞ্চেনু']।

১১। সাধকগণ সত্ত্বসমুদ্রের তরঙ্গে পতনশীল, অর্থাৎ সত্ত্বভাবের প্রাপক, অভীষ্টের বর্ষক সৎকর্ম সম্যক্‌প্রকারে সম্পাদন করেন, অমৃতের সাথে মিশ্রিত করেন। (ভাব এই যে,—সাধকেরা সত্ত্বভাবের প্রাপক অমৃতময় সৎকর্মগুলি সাধন করেন); পবিত্রহৃদয় সাধকগণ অজ্ঞানতাকে অমৃতের প্রবাহে নিয়ে যান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকেরা অমৃতের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করেন)। [সাধকগণ সৎকর্মগুলি সম্পাদন করেন। সাধনার ঐকান্তিকতা বোঝাবার জন্য 'অঞ্জতে' 'ব্যঞ্জতে' 'সমঞ্জতে' প্রভৃতি পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধকেরা কেবল বাহ্য আড়ম্বরের জন্য সৎকর্মপরায়ণ হন না, পরন্তু তাঁদের সমস্ত হৃদয়-মন তাতে ঢেলে দেন। তাঁদের প্রত্যেক নিঃশ্বাস পতনেও সৎকর্মের চিন্তা জাগরূক থাকে। সেই সত্ত্বভাবের স্বরূপ বোঝাবার জন্যই কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তং'—সত্ত্বসমুদ্রের তরঙ্গে পতনশীল অর্থাৎ সত্ত্বভাবপ্রাপক। সৎকর্ম স্বভাবতঃই সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হয়। সাধকের পবিত্রহৃদয়ে অর্থাৎ সত্ত্বভাব-উপজিত হৃদয়ে অজ্ঞানতা থাকতে পারে না। অজ্ঞানতা তাঁদের হৃদয়ের অমৃতময় পবিত্রতায় ডুবে যায়, অজ্ঞানতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'শার্গনি ত্রীণি']।

১২। হে পরমব্রহ্ম! আপনার পবিত্রতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে; সকলের অধীশ্বর আপনি সর্বতোভাবে আমাদের (অথবা বিশ্ববাসী সকলকে), প্রাপ্ত হোন। (ভাব এই যে,—সকল লোক ভগবানকে প্রাপ্ত হোন)। অপরিপক্কমতিজন শান্তিদায়ক আপনাকে লাভ করে না; সত্যশীল জ্ঞানীবর্গ আপনাকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —সত্যের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়)।

[ব্রহ্মণস্পতি—জ্ঞানাধিপতি, পরমব্রহ্ম। তিনি এই বিশ্ব ব্যেপে রয়েছেন। এই বিশ্ব তাঁরই বিভূতির বহিঃপ্রকাশমাত্র। যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে বা হবে—সমস্তই তাঁর বিভূতি। সত্যশীল জ্ঞানিবর্গ সেই বিশ্বাধীশ্বর জগৎ-নিয়ন্তা পরম পুরুষকে লাভ করতে সমর্থ হন ; কারণ তিনি জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য। অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ, জ্ঞানের অভাবের জন্যই, আপাতমনোহর সুখের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে সেই পরম বস্তু লাভ করতে পারে না। —এই মন্ত্রের মধ্যে একটি বিশ্বজনীন ভাবও আছে। এখানে বিশ্বের সকলেই যাতে মোক্ষলাভ করতে পারে, তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'অঙ্কপুষ্পম্', 'অঙ্কপুষ্পোত্তরম্']।

●

দশমী দশতি।

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

দেবতা পবমান সোম ॥ ছন্দ উষ্ণিক্। ॥ ঋষি ১।৭।১১ চাক্ষুষ অগ্নি, ২ মানব চক্ষু, ৩।১০ পর্বত ও নারদ কাণ্ব (শিখণ্ডিনী ও অপ্সরা কাশ্যপা), ৪।৯ পর্বত ও নারদ কাণ্ব, ৫ ত্রিত আপ্ত্য, ৬ আপ্সব মনু, ৮/১২ দ্বিত আপ্ত্য।

ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ॥ ১॥
প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব।
দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর স্বর্বিদম্॥ ২॥
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।
শিশুং ন যজ্ঞৈ পরিভূষত শ্রিয়ে॥ ৩॥
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।
হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ॥ ৪॥
প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্।
বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা॥ ৫॥
পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা।
আ কলশং মধুমান্ৎসোম নঃ সদঃ॥ ৬॥
সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং বারং বি ধাবতি।
অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ॥ ৭॥

প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উচ্যতে।
ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে॥ ৮॥
গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধনিব।
শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয়॥ ৯॥
অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত।
গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি॥ ১০॥
পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা।
অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্ যশঃ॥ ১১॥
পরি কোশং মধুশ্চুতং সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
অভি বাণীর্ঋষীণাং সপ্তানূষত॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ—১। আশুমুক্তিদায়ক, সর্বজ্ঞ, আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়ে অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [এই সামমন্ত্রটির পাঁচটি গেয়গানের নাম—'পদে দ্বে', 'অনুপদে দ্বে', 'পৌষ্কলম্']।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! চৈতন্যস্বরূপ আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; হে সত্যভাব! আপনি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; এবং আমাদের দীপ্তিযুক্ত পরাজ্ঞানসমন্বিত রিপুনাশক বল প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেন পরাজ্ঞানসমন্বিত রিপুনাশক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [মন্ত্রের প্রথম ভাগে সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু সত্ত্বভাব প্রাপ্তিই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপই যেন বলা হয়েছে 'ইন্দ্রায় পরিস্রব'—ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ক্ষরিত হও—আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও। সত্ত্বভাব অবশ্যই কাম্যবস্তু, কিন্তু সেটি সেই পরম অভীষ্টের অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় মাত্র ; কারণ হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারিত হলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। মন্ত্রে সাধনা ও সিদ্ধির এই ধারারই পরিচয়—পাওয়া যায়। আবার সত্ত্বভাব উপজিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানজ্যোতিঃও এসে পড়ে—রিপুগণ দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রের শেষাংশে তা-ই প্রখ্যাত হয়েছে]। [এই মন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম—'ঐষিরাণি']।

৩। সৎকর্মে সম্বিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা করো ; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও ; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, তেমনভাবে সৎকর্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত করো, অর্থাৎ তাঁকে পূজা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমি যেন ভগবানকে লাভ করার জন্য পূজাপরায়ণ হই)। [যিনি মনকে জয় করেছেন, তিনি জগৎকে জয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে নিয়ে যায়। যখন মন মানুষকে সৎপথে নিযুক্ত করে, তখন সে মানুষের পরম বন্ধু। কারণ এই সৎকর্মের সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। আবার মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কাজ নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই মঙ্গলকর ব'লে বিবেচিত হয়। মন্ত্রের উপমা 'শিশুকে

যেমন মানুষ (অথবা তার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, তেমনভাবে আমরা যেন সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত ক'রি।' মর্মার্থ এই যে,—[শিশুকে যেমন স্নেহের সাথে, আনন্দের সাথে, মানুষ উপহার প্রদান করে। তেমনি আনন্দ ও ভক্তির সাথে আমরা যেন ভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি]। এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানেরই নাম—'শৌক্তানি']।

৪। সৎকর্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা পরমানন্দলাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা করো ; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীর ইত্যাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, তেমন ভাবে সৎকর্ম সাধন ও প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্মসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [এই সামমন্ত্রের তিনটি গেয়গানেরই নাম —'কার্ণশ্রবসামি']।

৫। মহত্ত্বসম্পন্ন সৎকর্মসাধনকর্তা সত্যের জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত করেন ; এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বর্তমান সকল প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —সৎকর্মসাধক সকল অভীষ্ট লাভ করেন)। [ভগবানের কৃপাধন্য মহাপুরুষদের জীবনে ভগবানের অসামান্য করুণার পরিচয় পেয়ে সাধারণ মানুষ ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণত হয়,—সেই পরম করুণাময়ের কৃপা লাভ করার জন্য আত্মনিয়োগ করে। তিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাঁর সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন—ভগবান্ তাঁর কোন কামনাই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে ও পরলোকে স্বর্গে ও মর্ত্যে, কোথাও তাঁর কামনা করবার কিছু থাকে না]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'ত্রিত'। এর গেয়গানের নাম—'বাচঃ সামনী দ্বে', 'ইন্দ্রাসামনী দ্বে', 'মরুতাং প্রেঙ্খম্']।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আত্মশক্তির সাথে প্রভূত পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময় আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আবির্ভূত হোন)। [সত্ত্বভাব অমৃতপ্রাপক। এই শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হ'লে মানুষ অমর হয়। দেবতাগণ এই সত্ত্বভাবের অধিকারী—তাই তাঁরা অমর]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'প্রাজাপত্যে দ্বে']।

৭। পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ধারারূপে জ্ঞানপ্রবাহকে বিশেষভাবে প্রাপ্ত হন ; অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে মিলিত হন ; পবিত্রকারক তিনি আমাদের স্তোত্র লাভ ক'রে আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব ও জ্ঞানের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান আছে। আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [ভগবানের দুই শক্তি—জ্ঞান ও সত্ত্বভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব—একত্র অবস্থিতি করে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাবের কাছে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে—তিনি কৃপা ক'রে, আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন। সত্ত্বভাবসমুদ্ভূত যে জ্ঞান, তাই পরাজ্ঞান। তার দ্বারাই মানুষ মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। এই মন্ত্রে সেই পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। —প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে—'ক্ষরণশীল সোম (অবশ্যই মদিরা) শব্দ করেছেন, তাঁর সামনে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে ; তিনি শোধিত হ'তে হ'তে তরঙ্গের আকারে মোষের লোম অতিক্রম করছেন।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সামমন্ত্রের ছ'টি গেয়গানের নাম—'সুজ্ঞানে দ্বে', 'দ্যৌতে দ্বে', 'অতিবাদীরে দ্বে']।

৮। হে আমার মন! পবিত্রকারক সৎকর্মের বিধাতা সত্ত্বভাবকে লাভ করবার জন্য তোমার কর্তৃক প্রার্থনা উচ্চারিত হোক। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য আমি যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)। মানুষ

যেমন উপকারী কর্মসাধককে পুরস্কার প্রদান করে, তেমনভাবে স্তুতির দ্বারা প্রীত দেবতাকে স্তুতি প্রেরণ করো অর্থাৎ আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে, —ভগবানকে লাভ করবার জন্য আমি যেন সর্বতোভাবে পূজাপরায়ণ হই)। [ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীতি লাভ করেন। প্রার্থনাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রার্থনার শক্তিতে মানুষ নিজে যেমন উন্নত হয়, ভগবানও তেমনি সাধকের দিকে অগ্রসর হন। প্রার্থনার শক্তির মধ্য দিয়েই মানুষ সেই সকলশক্তির উৎস ভগবানের সাথে মিলিত হয়]। [এই সামমন্ত্রের চারটি গেয়গানের নাম—'সোমসামানি চত্বারি']।

৯। মহাশক্তিসম্পন্ন হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদের ব্যাপকজ্ঞানযুক্ত পরাজ্ঞানরূপ ধন প্রদান করুন ; তারপর আমাদের জ্ঞানযুক্ত হৃদয়ে পবিত্র অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের অমৃতত্ব প্রাপ্ত করান)। [মন্ত্রের মধ্যে সিদ্ধিলাভের যে ক্রম বিধৃত হয়েছে, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা। সত্ত্বভাবের কাছে প্রার্থনার দ্বারা তা বোঝা যায়—প্রথমে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি, তারপর পরাজ্ঞান লাভ। জ্ঞানলাভের পর অমৃতত্বের প্রাপ্তি। মন্ত্রে সাধনার এই ক্রমই বর্ণিত হয়েছে। —অথচ 'সোম'কে মাদকরূপে চিহ্নিত ক'রে প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে—'হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার ; তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে ; তুমি আগমন করো এবং গো-অশ্ব সঙ্গে নিয়ে এস।—প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের 'ভাঙখোর' রূপে প্রতিপন্ন করবার পক্ষে এই অনুবাদ খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

১০। হে ভগবান্! আমাদের পরমধন দান করবার জন্য পরমধনদাতা আপনাকে আমাদের বাক্যসমূহ স্তুতি করছে অর্থাৎ আমরা স্তুতি করছি ; আপনি জ্ঞানের সাথে আপনার অমৃত আমাদের প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদের কৃপা পূর্বক জ্ঞানামৃত প্রদান করুন)। [ভগবান্ পরমধনদাতা। তাঁর ধনরাশি জগতে অবিরত বর্ষিত হচ্ছে। তাঁর সেই অসীম দান অধিকারী ও অনধিকারী সকলেই পেতে পারে, কেউই প্রত্যাখ্যাত হয় না। তবু এই ধনলাভের জন্য প্রার্থনা কেন? প্রার্থনা, —তাঁর দান ধারণ করবার উপযোগী শক্তিলাভের জন্য]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

১১। হে ভগবন্! পরম আকাঙ্ক্ষণীয় পাপহারক সত্ত্বভাব ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের কুটিল হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন পাপনাশক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের আত্মশক্তিদায়ক সৎকীর্তি অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানের কৃপায় আত্মশক্তি এবং সৎকর্মসাধনের সামর্থ্য লাভ ক'রি)। [মানুষ কর্ম করতে পারে বটে, কিন্তু ফললাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই সৎকর্ম সম্পাদনের উপযোগী শক্তিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবানের কৃপা না হ'লে মানুষ সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। চারিদিকের ভীষণ রিপুকুল, অন্তরের কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুদল, পদে পদে মানুষকে সৎকর্মের সাধনে, সৎ-চিন্তার ধারণে বাধা দেয়। দুর্বল মানুষ। পদে পদে তার পা পিছলিয়ে যায়। এই দুর্বলতা, এই রিপুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে তাঁর চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত উপায় নেই। তিনি কৃপা করলে মানুষের হৃদয়ে ঐশীশক্তির সঞ্চার করতে পারেন। সেই শক্তি লাভ করলে, তবেই মানুষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারে, মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হয়। তাই সেই

পরমশক্তির আধার ভগবানের চরণে আত্মশক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'যশাংসি ত্রীণি']।

১২। পবিত্রকারক সত্ত্বভাবের অমৃত আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক ; সেই অমৃতকে জ্ঞানিগণের বহুবিধ প্রার্থনা (অথবা সপ্তছন্দ) আরাধনা করছে, অর্থাৎ জ্ঞানিগণ অমৃত প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —জ্ঞানিগণের প্রার্থনীয় অমৃত আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [মূলতঃ মানুষ ও দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অমৃত লাভে মানুষও দেবতা হ'তে পারে। জ্ঞানিগণ ভগবানের সেই পরম চরণামৃত লাভ করে অমর হন,—দেবত্ব প্রাপ্ত হন। জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সাধারণ মানুষও সেই দেবত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হয়, —মন্ত্রের মধ্যে এইরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। —ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বভাবজনিত অমৃতলাভের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজম্']।

●

একাদশী দশতি।

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। পবমান পর্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

একাদশ খণ্ড ঃ মন্ত্র সংখ্যা ৮ ॥ দেবতা পবমান সোম॥ ছন্দ ককুপ্, ৫ যবমধ্যা গায়ত্রী॥
ঋষি ১ গৌরিবীত শাক্ত্য, ২ ঊর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস, ৩/৮ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ৪ কৃতযশা আঙ্গিরস, ৫ ঋণঞ্জয় রাজর্ষি আঙ্গিরস, ৬ শক্তি বাসিষ্ঠ, ৭ ঊরু আঙ্গিরস॥

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ।
মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ॥ ১॥
অভি দ্যুম্নং বৃহদ্ যশ ঈষস্পতে দীদিহি দেব দেবযুম।
বি কোশং মধ্যমং যুবঃ॥ ২॥
আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্।
বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্॥ ৩॥
এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবোদুহম্।
বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্॥ ৪॥
স সুন্বে যো বসুনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।
সামো যঃ সুক্ষিতীনাম্॥ ৫॥

ত্বং হ্যাতঙ্গ দৈব্যং পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ।
অমৃতত্বায় ঘোষয়ন্॥ ৬॥
এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যা বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ।
ক্রীড়ন্নূর্মিরপামিব॥ ৭॥
য উস্রিয়া অপি যা অন্তরশ্মনি নির্গা অকৃন্তদোজসা।
অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ॥ ৮॥

মন্ত্রার্থ—১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময়, পরমানন্দদায়ক, সৎকর্মপ্রাপক, (অথবা প্রজ্ঞাদায়ক) মহান্, পরমদীপ্তিমান্ আপনি আমাদের পরমানন্দদায়ক হয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [ভগবান্ তো পরমানন্দদায়কই, তবে তাঁকে আবার পরমানন্দদায়ক হবার জন্য প্রার্থনা কেন? তার উত্তর এই যে, সূর্যের আলোকে তো জগৎ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তাতে কি অন্ধের কোন উপকার হয়! ভগবান্ তো 'আনন্দং অমৃতরূপং'—তাঁর আনন্দের প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন আপনা-আপনি অনুভূত হয়? সত্ত্বভাব ঈশ্বরেরই অপর এক রূপ। এই সত্ত্বভাবও আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হ'লে আমরা সেই আনন্দ লাভ করব কেমন ক'রে? তাই বলা হয়েছে—'পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দদায়ক হয়ে....' ইত্যাদি। অমৃতময় সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত করে ; সুতরাং তা অমৃততুল্য উপকারী]। [এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম—'বাসিষ্ঠম্ দ্বে', 'সফম্ দ্বে' ইত্যাদি]।

২। সিদ্ধিপ্রদাতা হে দেব! আপনি আমাদের দেবপ্রাপক দ্যোতমান্ মহান্ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন ; এবং আপনার অমৃতময় করুণার প্রবাহ বর্ষণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্মসাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন ; আমরা যেন আপনার করুণামৃত লাভ ক'রি)। [ভগবানের করুণার উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করে। তাঁর দয়া না হ'লে মানুষ কেবল ইচ্ছা করলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। ভগবানের কাছ থেকে শক্তি না পেলে মানুষ চারদিকের ভীষণ রিপুদের সঙ্গে সংগ্রামে কিছুতেই জয়লাভ করতে পারবে না। তাই প্রার্থনা—কৃপা ক'রে আমাদের তোমার অসীম শক্তিভাণ্ডারের একটু শক্তিকণা দান ক'রে দয়া করো]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম —'ঐষিরাণি চত্বারি']।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ব্যাপকজ্ঞানতুল্য আশুমুক্তিদায়ক প্রার্থনীয় অমৃতপ্রাপক (অথবা ত্রাণকারক) শক্তিদায়ক জ্যোতির্ময় অমৃতময় সত্ত্বভাবকে তোমরা হৃদয়ে উৎপাদন করো এবং তাকে বিশুদ্ধ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য-সাধনের উপায়ভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করবার জন্য আত্ম-উদ্বোধন আছে। সাধক-গায়ক যেন নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলছেন—ভগবান্ কৃপা ক'রে তোমাকে মানব-জন্ম দিয়েছেন, তার সার্থকতা সম্পাদন করবার জন্য যত্নবান্ হও]। [এই সামমন্ত্রের ছ'টি গেয়গানের নাম—'কাণএষানি ত্রীণি', 'বাচঃ সামানি ত্রীণিঃ]।

৪। ভগবৎপরায়ণ সাধক পরমানন্দদায়ক অভীষ্টবর্ষক সর্বধনপ্রদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাবকে প্রভূতপরিমাণে নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ মোক্ষদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [ভাষ্যকার 'ত্যং' পদে 'সোমরস' অর্থ করেছেন ; এবং প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারই তাঁর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু 'দিবঃ' অর্থাৎ, তাঁরই ব্যাখ্যানুযায়ী, 'দেবান্ কাময়মানাঃ' ঋষিবর্গ সোমরস চাইবেন অথবা পাবেন কেন? এখানে 'ত্যং' পদে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে ব'লে মনে করলে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষা হয়]। [এই মন্ত্রের ছ'টি গেয়গানের নাম— 'কৌল্মলবর্হিষে দ্বে', 'শঙ্ক', 'কৌল্মলবর্হিষাণি ত্রীণি']।

৫। যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদের দ্বারা স্তুত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হয়েছে। সেই সত্ত্বভাব কেমন? —তিনি পরমধন-প্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পেলে মানুষের আর চাইবার মতো কিছু থাকে না, তিনি সেই পরমধনের দাতা। যে ধন লাভ করলে সাম্রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান হয়, যা লাভ করলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করবার মতো শক্তি আছে? চারদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রয়েছে। তারা তো সেই ধন লুণ্ঠন বা বিনষ্ট ক'রে দিতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতাই নন, তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্তাও বটেন। সুতরাং তাঁর শরণাপন্ন হ'লে আমাদের ভয়ের কারণ নেই। —ভাষ্যকার 'ইডানাম্' পদের ব্যাখ্যা করেননি। এখানে ঐ পদের অভিধান-সম্মত 'ধেনুনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং' অর্থ-গ্রহণই সঙ্গত]। [এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম—'দীর্ঘম্', 'লোমোসাম', 'সোমসামাণি ত্রীণি']।

৬। পবিত্রকারক হে সত্ত্বভাব! পরমদীপ্তিসম্পন্ন আপনিই দেবতাদের জানেন ; আপনিই শীঘ্র অমৃতলাভের জন্য লোকদের আহ্বান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা লোকগণ আশুমুক্তি লাভ করেন)। [সত্যভাব লাভ করলে মানুষ পরাজ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ সত্ত্বভাব দেবতাকে জ্ঞাত আছেন। দেবতা অথবা দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব থেকে উৎপন্ন। সুতরাং সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভ করলে মানুষ দেবভাবের অধিকারী হয়। দেবগণ যে অমৃত পান করেন, তা সত্ত্বভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। —ভাষ্যকারের অনুসরণে মাদক সোমরসকে এনে প্রচলিত ব্যাখ্যাকার অর্থান্তর ঘটিয়েছেন, অর্থবিকৃতি ঘটিয়েছেন। যেমন,—'হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নেই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা-বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দেবার নিমিত্ত আহ্বান করতে থাক।' মদিরার নেশায় বুঁদ হ'লে হয়তো এমনই মনে হয়]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম— 'শৌতস্নানি চত্বারি]।

৭। অমৃততরঙ্গতুল্য আনন্দময়, পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধ এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞানপ্রবাহের সাথে ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —জ্ঞানসমন্বিত পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [এই সামমন্ত্রের পাঁচটি গেয়গানের নাম— 'গায়ত্রপার্শ্বম', 'সন্তনি', 'সোমসামানি ত্রীণি']।

৮। হে পরমদেব! আপন শক্তিতে পাষাণের ন্যায় কঠোর হৃদয়ে দ্যুলোকজাত প্রবহমান (অথবা জ্যোতিঃকণাসমূহকে এবং) জ্ঞানকিরণসমূহকে উৎপাদন করেন, হে ভগবন্! সেই আপনিই পরাজ্ঞান

আমাদের হৃদয়ে প্রদান করুন ; হে শত্রুধর্ষণশীল দেব! আপনি অপরাজেয় যোদ্ধার ন্যায় আমাদের রিপুবর্গকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আপনি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদের রিপুজয়ী করুন)। [মন্ত্রের প্রথমভাগে বিবৃত নিত্যসত্যের মধ্যে দুর্বল মানুষের জন্য কি আশার বাণীই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পাষাণের মতো কঠোর হৃদয়ধারী, পাপমোহে কলঙ্কিত নরনারীর হৃদয়েও জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রদান করেন, মোক্ষলাভের পথ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় ভাগে রিপুনাশ করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা আছে। —এখানে উল্লেখ্য এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। অর্থবিকৃতিও বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তুমি আকাশ থেকে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য থেকে নির্গত করেছিলে, সেই তুমি দুর্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার করো।' প্রচলিত এই রকম ব্যাখ্যা অনুসারে, আকাশ থেকে জল নির্গত করা, ইন্দ্রের কাজ ব'লে ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এই মন্ত্রে সেই বিশেষত্ব সোমরসের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে,—সোমরস আকাশ থেকে জল নির্গত করে কেমন ক'রে কিভাবে এবং গো-অশ্বকে রক্ষা করেই বা কেমন করে? প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে তার কোনও কারণও উল্লেখিত হয়নি। অথচ প্রায় সর্বত্রই সোমরসকে নানারকম ঐশ্বরিক শক্তির আধাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে ও সামবেদে সোমের স্থান অতি উচ্চে। মন্ত্রের সংখ্যা হিসেবে ঋগ্বেদে সোমের স্থান তৃতীয়ে, সামবেদেও তা-ই। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—বৈদিক আর্যগণ কি এতই অপদার্থ ছিলেন যে, সামান্য একটা মাদক দ্রব্যকে এত উচ্চস্থান দিয়ে গেছেন? এই প্রশ্নের সহজ ও সঙ্গত উত্তর এটাই মনে হয় যে, সোম বলতে কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করে না ; ওটি ভগবানের ঐশ্বরিক শক্তি। নতুবা আর্য হিন্দুগণ কখনও সোমকে এত উচ্চাসন দিতেন না। আমরা সর্বত্রই 'সোম' শব্দে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করেছি এবং কোথাও এই অর্থে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়নি। —ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাঃ' পদে 'জল' অর্থ করেছেন, যদিও অন্যত্র প্রায়ই 'গরু' অর্থ দৃষ্ট হয়। 'ব্রজং' পদেও এখানে 'সমূহ' অর্থ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থলে 'গরুর মাঠ' অর্থই গ্রহণ করেছেন। আমরা পূর্বানুসারেই 'গাঃ' পদে 'জ্ঞানকিরণান' এবং 'ব্রজং' পদে 'অস্মাকং হৃদি' অর্থ গ্রহণ করেছি। এতে নিঃসন্দেহভাবে মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানটির নাম উল্লেখিত নেই]।

— পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত —

সামবেদ-সংহিতা।

আরণ্যক পর্ব।

প্রথমা দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আরণ্যক পর্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চিক। আরণ্যক পর্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়। মন্ত্রের দেবতা— ১-৩ ইন্দ্র, ৪ বরুণ, ৫।৭।৮ পবমান সোম, ৬ বিশ্বদেবগণ, ৯ অন্ন। ছন্দ—১ বৃহতী, ২।৫।৯ ত্রিষ্টুপ্, ৩।৪।৭।৮ গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ অথবা চতুষ্পদা গায়ত্রী, ৬ একপাৎ জগতী বা গায়ত্রী।

ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পুপুরি শ্রবঃ।

ঋষি ১ ভরদ্বাজ, ২।৫ বসিষ্ঠ, ৪ শুনঃ শেপ, ৭ অমহীয়ু এবং অন্য মন্ত্রগুলির ঋষির নাম অনুল্লেখিত।

ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পুপুরি শ্রবঃ।
যদ্ দিধৃক্ষেম বজ্রহস্ত রোদসী উভে সুশিপ্র পপ্রাঃ॥ ১॥
ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধিক্ষমা বিশ্বরূপং যদস্য।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্রাধ উপস্তুতং চিদর্বাক্॥ ২॥
যস্যেদমা রজোযুজস্তুজে জনে বনং স্বঃ।
ইন্দ্রস্য রন্ত্যং বৃহৎ॥ ৩॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥ ৪॥
ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৫॥
ইমং বৃষণং কৃণুতৈকমিন্ মাম্॥ ৬॥
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।
বারিবোবিৎ পরি স্রব॥ ৭॥
এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্।
সিষাসন্তো বনামহে॥ ৮॥
অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য পূর্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য নাম।
যো মা দদাতি স ইদেবমাবদহমন্নমদন্তমদ্মি॥ ৯॥

মন্ত্রার্থ—১। বলাধিপতি হে দেব! যে কল্যাণ আমরা পেতে ইচ্ছা ক'রি, এবং যে কল্যাণ আপনি দ্যুলোক-ভূলোকে পূর্ণ ক'রে রেখেছেন, রক্ষাস্ত্রধারী, শ্রেষ্ঠজ্ঞানকারক হে দেব! আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তিদায়ক তৃপ্তিপ্রদ কল্যাণ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমকল্যাণ প্রদান করুন)। [মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলময় নীতিতেই বিশ্ব পরিচালিত হয়। মানুষের হৃদয়ে তাঁর এই নীতির আভাষ প্রকাশিত হয়। মানুষ তাঁর অংশ। সুতরাং তার মধ্যে দেবত্বের বীজও আছে। যে অমৃতের, যে কল্যাণের স্বাদ মানুষ একদিন পেয়েছিল ; এই মর্ত্যলোকে আসবার আগে সে যে গৌরবময় অনন্ত সত্তায় অবস্থিত ছিল, সেই কল্যাণের, সেই মহিমার স্মৃতি, মানুষের মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। সেই স্মৃতি কারো জীবনে বিদ্যুতের মতো একবার মুহূর্তের জন্য ঝলকিয়ে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু যিনি সৌভাগ্যবান্, তিনি এই স্বর্গীয় স্মৃতির চাঞ্চল্যকে, পারমার্থিক অতৃপ্তিকে আঁকড়ে ধরেন, একে পূর্ণ তৃপ্তিতে পরিণত করেন। এই মন্ত্রের মধ্যে 'যদ্দিধৃক্ষেম্' পদ দু'টিতে তা-ই প্রকাশিত হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানটির নাম উল্লেখিত নেই]।

২। বলাধিপতি দেব বিশ্বের সকল আত্ম-উৎকর্ষশীল সাধকদের প্রভু হন ; অপিচ, বিশ্বে যে সকল ধন আছে, তিনি সেই ধনেরও ঈশ্বর হন ; তিনি সেই ধন হ'তে ত্যাগশীল সাধককে পরমধন প্রদান করেন ; তিনি আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় ধন নিশ্চিতরূপে প্রদান করুন' (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল বিশ্বের অধিপতি ; তিনি কৃপা ক'রে আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সৃষ্টি স্থিতি বিলয়—দৃশ্য বা অদৃশ্য সব কিছুর মূলেই তিনি, সব কিছুরই ধারক তিনি। সকল কর্মেরও তিনিই প্রভু। তিনি কেবল সত্তামাত্র নন। তিনি অসীম করুণারও আধার। সাধকগণ তাঁরই কৃপায় পরমধন মোক্ষের অধিকারী হন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

৩। অত্যন্ত তেজস্বী যে দেবতার স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় মহৎ প্রসিদ্ধ পরমরমণীয় দান ত্যাগশীল সাধক লাভ করেন, সেই ভগবানের পরমদান আমরা যেন লাভ করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। যিনি নিজের সর্বস্ব ভগবানের চরণে অর্পণ করতে পারেন, ভগবান্ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তখন তাঁর অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। অর্থাৎ তাঁর কামনা-বাসনাও তিরোহিত হয়ে যায়। কোন কর্মের ফলভোগের জন্যও তাঁর তৃপ্তি বা অতৃপ্তি কিছুই থাকে না। এরই নাম পরমা প্রাপ্তি—পরাশান্তি, অবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র সুখ, যার ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই—যা অনন্তকাল পূর্ণভাবে বর্তমান থাকে। সুতরাং যিনি সমস্ত ত্যাগ করেন, তিনি সকল পাওয়ার শ্রেষ্ঠ পাওয়া—মোক্ষ লাভ করেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানটির নাম উল্লেখিত নেই]।

৪। দ্যোতমান্ হে বরুণদেব অর্থাৎ অভীষ্টপূরণকারী হে ভগবন্! উত্তম মধ্যম অধম (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) তিনরকমের দুঃখ-রূপ আমাদের (ইহসংসারের) বন্ধন শিথিল ক'রে দিন। প্রার্থনাকারী আমরা যেন নিষ্পাপ হয়ে আপনার কর্মে আপনার সেবায় (আপনার শাসনাধীনে) উত্তম গতি লাভ করতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে পরমেশ্বর! আমাদের সকলরকম পাপ থেকে মুক্ত করুন। নিষ্পাপ ক'রে আমাদের মুক্তি—মোক্ষ—দান করুন)। [এই

ঋকে তিনরকমের বন্ধন শিথিল ক'রে দেওয়ার প্রার্থনা আছে। তা থেকে ভাষ্যকারেরা বলির জন্য উৎসর্গীকৃত ঋষিকুমার শুনঃশেপের কটিদেশ, গলদেশ এবং পাদদেশ বন্ধনের প্রতি নির্দেশ করেছেন। এখানে সেই উপাখ্যানের ব্যাপার অবাঞ্ছিত। এখানে ত্রিতাপের, তিনরকম দুঃখের, তারতম্যের বিষয়ই প্রকাশ পেয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানটির নাম উল্লেখিত নেই]।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনার সাহায্যে আমরা যেন রিপুসংগ্রামে রিপুজয় ইত্যাদি সৎকর্ম সম্পাদন ক'রি ; সেই হেতু মিত্রস্থানীয় দেবতা, অভীষ্টবর্ষক দেবতা, অনন্তস্বরূপা দেবী স্নেহপরায়ণ দেবতা, দ্যুলোক-ভূলোকে অবস্থিত সকল দেবতা আমাদের যেন পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['সোম'—শুদ্ধসত্ত্ব। 'মিত্রঃ' মিত্রস্থানীয় দেবতা। 'বরুণঃ'—অভীষ্টবর্ষক দেবতা। 'অদিতিঃ'—অনন্তস্বরূপা দেবী! 'সিন্ধুঃ —স্যন্দনশীল, স্নেহপরায়ণ দেবতা। 'পৃথিবী উত দ্যৌ'—দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবতা। এঁরা স্বতন্ত্র কোন দেবতা নন। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন বা যথাযথ বিভূতিসম্পন্ন রূপ বা বৈশিষ্ট্য বা অভিব্যক্তি। ভগবান্ জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্বত্র বিদ্যমান্। তাঁর এই বিভিন্ন বিকাশকে উপাসনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। সেই একতম পরমদেবতার কাছেই মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গান দু'টির নাম উল্লেখিত নেই]।

৬। হে দেবগণ! দানকর্মে অদ্বিতীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে আমার জন্য নিশ্চিতভাবে মোক্ষপ্রাপক করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে মোক্ষ প্রদান করুন)। [বহুবচনান্ত 'কৃণুত' ক্রিয়াপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যই 'হে দেবাঃ!' পদ অধ্যাহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ 'হে দেবগণ!' পদে সেই 'একমেব অদ্বিতীয়ং' পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করে]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

৭। পরমধনদাতা হে সত্ত্বভাব! আপনি আমাদের আরাধনীয় বলাধিপতিদেবতাকে, অভীষ্টবর্ষকদেবতাকে এবং বিবেকরূপী দেবগণকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন)। [এই মন্ত্রেও বহুদেবতার উল্লেখ দেখা যায়। এক পরমদেবতার নানা বিভূতিকেই বিভিন্ন নাম দিয়ে আরাধনা করা হয়ে থাকে। অ-নাম অ-রূপ সেই দেবতাকে মানুষ তার সসীম বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাই তাঁর যে ভাব, যে বিভূতি সাধকের হৃদয়গত হয়, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হয়ে ভগবানের পূজায় রত হন। বস্তুতঃ বেদে তাঁর বহুত্ব কল্পনা করা হয়নি। তাঁর যে বিভূতি বলৈশ্বর্যের পরিচায়ক, সেই ভাবকে 'ইন্দ্রদেবতা' ব'লে ডাকা হয়। যে ভাবে তিনি সাধকদের অভীষ্টপূর্ণ করেন, সেই ভাবকে 'বরুণ' ব'লে অভিহিত করা হয়। যে ভাবে তিনি সাধকের হৃদয়ে বিবেকরূপে অভ্যুদিত হন, সেই ভাবকে 'মরুৎ-দেবগণ' বলে চিহ্নিত করা হয়। ভগবানের প্রত্যেক বিভূতিই মানুষের অভীষ্টবর্ষক হলেও তাঁর দানাত্মক বিভূতির বিশেষ নাম—'বরুণ']। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানটির নাম উল্লেখিত নেই]।

৮। হে ভগবন্! সাধকদের প্রার্থিত সকল জ্ঞান কামনাকারী, প্রার্থনাপরায়ণ আমরা আপনাকে বিশেষভাবে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক

আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [সাধকদের প্রার্থিত যে সকল জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি ব'লে প্রার্থনা করা হয়েছে, তা কেমন জ্ঞান? যাতে ত্রিতাপজ্বালা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, যাতে অশান্তি দূরীভূত হয়ে, সাধকেরা এমন জ্ঞানেরই কামনা করছেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানটির নাম উল্লেখিত নেহ]।

৯। প্রার্থনাকারী আমি যেন পরমদেবভাবসম্পন্ন, এবং সত্যস্বরূপ অমৃতস্বরূপ ভগবানের শ্রেষ্ঠসাধক নিশ্চিতভাবে হ'তে পারি ; যে দেবতা লোকদের আত্মশক্তি প্রদান করেন, সেই ভগবানই আমাকে রক্ষা করুন ; এইভাবে রক্ষিত হয়ে আমি যেন আত্মশক্তিলাভে বিঘ্নস্বরূপ রিপুগুলিকে বিনাশ করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ হয়ে আমি যেন রিপুজয়ী হ'তে পারি)। [শুধু ভগবৎপরায়ণ নয়, সাধকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠসাধক হবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। শুধু গতানুগতিক প্রার্থনা বা উপাসনা ক'রে, সাধক-গায়ক সন্তুষ্ট নন। তিনি 'দেবেভ্যঃ পূর্বং'—যাঁরা দেবভাবসম্পন্ন, তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চস্থান লাভ করতে চান ; শুধু তাই নয়, 'অমৃতস্য প্রথমজা'—অমৃতস্বরূপ ভগবানের প্রথম সন্তান, শ্রেষ্ঠ সাধক হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। —ভাষ্যকার মন্ত্রটির সম্পূর্ণ অন্যরকম অর্থ কল্পনা করেছেন। অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন এই মন্ত্রটির বক্তা, ভাষ্যে এমন ভাবই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে 'অন্ন' পদে 'আত্মশক্তি' বোঝাচ্ছে। দু'মুঠো অন্ন নয়,—এই মন্ত্রে সাধকদের সেই আত্মশক্তি লাভ করবার জন্য উদ্বোধিত করা হচ্ছে, যা লাভ করলে তাঁরা ভগবৎপরায়ণ হ'তে পারবেন]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

●

দ্বিতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আরণ্যক পর্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেবতা— ১।৩।৪।৭ ইন্দ্র, ২ পাবমান সোম, ৫ বিশ্বদেবগণ, ৬ বায়ু।। ছন্দ— ১।৩।৪।৬ গায়ত্রী, ২ জগতী, ৫ ত্রিষ্টুপ্, ৭ অনুষ্টুপ্।। ঋষি ১ শ্রুতকক্ষ আঙ্গিরস, ২ পবিত্র আঙ্গিরস, ৩।৪ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৫ প্রথ বাসিষ্ঠ, ৬ গৎসমদ শৌনক, ৭ নৃমেধ ও পুরুমেধ আঙ্গিরস।।

ত্বমেরদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ।।
পরষ্ণীষু রূশৎ পয়ঃ।। ১।।
অব্রুরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ।। ২।।

ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ॥ ৩॥
ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ॥ ৪॥
প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুশ্চ বিষ্ণো রথন্তরমাজভারা বসিষ্ঠঃ॥ ৫॥
নিযুত্বান্ বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়াভি তে।
গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্॥ ৬॥
যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায়।
তৎ পৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ—১। হে ভগবন্! আপনি মলিনহৃদয় জনে, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিতে এবং সাধকগণের মধ্যে আপনার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ময় অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক এবং পাপীও ভগবানের কৃপায় অমৃত প্রাপ্ত হন)। [ভগবানের কৃপায় সকলেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেউই তাঁর কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় না। তাঁর করুণাধারা অবিরত মানুষের মাথায় বর্ষিত হচ্ছে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের আধার। তাঁর পদপ্রান্ত থেকেই পূত মন্দাকিনী-জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়ে জগৎকে শান্ত শীতল করেন]। [এই সামমন্ত্রের তিনটি গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

২। জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবীর মুখ্য জ্যোতিঃ মানুষের হৃদয়কে জ্ঞানালোকিত করেন; সকল লোকের হৃদয়ে আত্মশক্তিপ্রদায়ক, কামাভিবর্ষক দেব মানুষকে আত্মশক্তিসম্পন্ন করেন; ভগবানের শক্তি দ্বারা দেবগণ জগতের উৎপত্তিবীজ ধারণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানই জগতের মূল কারণ; তাঁর থেকে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়; তিনিই লোকগণের অভীষ্টপূরক এবং জ্ঞানদায়ক হন)। [ঋগ্বেদের নারদীয় সূক্তে উক্ত হয়েছে—'কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা-মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। .....সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হলো, তা থেকে সর্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হলো—রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হলেন, মহিমাসকল উদ্ধব হলেন।' জগৎপতি সম্বন্ধে এর চেয়ে সুন্দর মীমাংসা হয় না। দেখা যায়, পাশ্চাত্য দার্শনিক মতও অনাদি বেদের অস্ফুট প্রতিধ্বনি বা অনুকরণ মাত্র। ভগবান্ থেকেই জগতের উৎপত্তি হয়েছে' তিনি জগতের পিতামাতা ও পালক। এই বিশ্ব তাঁরই বিকাশ মাত্র। বর্তমান মন্ত্রের শেষভাগে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একই সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের শক্তির দ্বারা দেবতাগণ সৃষ্ট হন, তাঁদের মধ্যে যাবতীয় বস্তুর বীজ নিহিত থাকে। অথবা, বলা যায়, এই জগৎ ভগবানের প্রজ্ঞা থেকে সৃষ্ট; সেই প্রজ্ঞা অনাদি অনন্ত। —বেদই প্রজ্ঞা; এই প্রজ্ঞা থেকে দেবগণের উৎপত্তি। দেবগণ থেকে (অথবা জগতের বীজাধার থেকে) জগতের উৎপত্তি]। [এই সামমন্ত্রের দু'টি গেয়গানের নাম উল্লেখিত হয়নি]।

৩। ভগবানের বাক্য-অনুরূপ (শাস্ত্র অনুযায়ী) কর্মের দ্বারা যুক্ত (প্রাপ্ত) জ্ঞানশক্তিরূপ-দিব্যকিরণ

সহ ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিশ্চয়ই সম্মিলিত হন ; তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর ; তিনি সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় (স্নেহশীল)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে, —সৎকর্মের সাথে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। তিনি দুর্জনের দমনকারী এবং সৎজনের প্রতিপালক)। [এর গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

৪। বলাধিপতি হে দেব! পরমশক্তিশালী আপনি আত্মশক্তি লাভের জন্য এবং অসংখ্য রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য আপনার পরম রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের আত্মশক্তিসম্পন্ন এবং রিপুজয়ী করুন)। [ভগবানই মানুষের বন্ধু, তিনিই তাঁর রক্ষাস্ত্র দ্বারা দুর্বল মানুষের রিপুদের বিনাশ ক'রে থাকেন ব'লেই মানুষ তার চরম গন্তব্য পথে চলতে সমর্থ হয়। তাই সেই পরমদেবতার চরণেই শক্তিলাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৫। প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ময় জ্ঞানীব্যক্তির যে ভগবৎ-পূজোপকরণ বিখ্যাত এবং ভগবৎ-প্রাপক হয়, জ্ঞানীব্যক্তি সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ-রূপ সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যই জ্যোতির্ময় জগৎ প্রসবিতা এবং জগৎ-ধারণকারী জগৎ-ব্যাপক দেব হ'তে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবান্ থেকেই ভগবান্-প্রাপক সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হন)। [এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য কোথা থেকে বাসিষ্ঠের পুত্র প্রথ এবং ভরদ্বাজের পুত্র সপ্রথকে এনে উপস্থিত করেছেন। মন্ত্রের কোথায়ও তাঁদের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই, এবং এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য তাঁদের কোন আবশ্যকতাও নেই। 'প্রথ' পদের ধাতুগত অর্থ 'বিখ্যাতঃ'। 'সপ্রথঃ' প্রসঙ্গেও তা-ই। 'বসিষ্ঠ' পদের 'জ্ঞানী' অর্থ পূর্বাপরই গৃহীত হয়েছে]।

৬। হে আশুমুক্তিদায়ক দেব! অসীম শক্তিশালী আপনি আমার হৃদয়ে আগমন করুন ; আপনাকে পাবার জন্য, আপনাতে বর্তমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমার হৃদয়ে উৎপন্ন হোক ; আপনি পবিত্রতাসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হোক)।

৭। অনাদি পরমদাতা হে দেব! আপনি যখন বিশ্বশত্রু নাশের জন্য প্রাদুর্ভূত হন, তখন পৃথিবীস্থিত লোকদের শত্রুজয়ক্ষম করেন ; অপিচ, প্রসিদ্ধ স্বর্গহেতুভূত সত্ত্বভাব মানুষকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ই কৃপাপূর্বক মানুষের রিপুনাশ করেন এবং মোক্ষপ্রাপ্তি জন্য তাদের সত্ত্বভাব প্রদান করেন)। [মঙ্গলময় ভগবান্ মানুষকে কেবলমাত্র রিপুকবল থেকে রক্ষার জন্য, অর্থাৎ দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্যই রক্ষাস্ত্র নিয়ে যুগে যুগে আবির্ভূত হন না, ধর্মের সংস্থাপনও করেন, মানুষকে পবিত্র উন্নত করেন। যখন মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ে সত্ত্বভাব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই প্রকৃত ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়]। [এই মন্ত্রের সতেরোটি গেয়গান আছে, কিন্তু নাম উল্লেখিত নেই]।

তৃতীয়া দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আরণ্যক পর্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়।

মন্ত্রগুলির দেবতা— ১ প্রজাপতি, ২।৩ সোম, ৪।৫।৮।১৩ অগ্নি, ৬ অপাংনপাৎ, ৭ রাত্রি, ৯ বিশ্বদেবগণ, ১০ লিঙ্গোক্ত, ১১ ইন্দ্র, ১২ আত্মা বা অগ্নি।
ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পুপুরি শ্রবঃ।

ছন্দ— ত্রিষ্টুভ্, ১।৭ অনুষ্টুভ্, ৪ গায়ত্রী, ৮।৯ জগতী, ১০ মহাপঙ্ক্তি।
ঋষি— ১।৫।৭।১০ বামদেব গৌতম, ২।৩ গৌতম রাহুগণ, ৪ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, ৬ গৃৎসমদ শৌনক, ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, ৯ ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ, ১১ হিরণস্তূপ আঙ্গিরস, ১২।১৩ বিশ্বামিত্র গাথিন।

ময়ি বর্চো অথো যশহথো যজ্ঞস্য যৎ পয়ঃ।
পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দিবি দ্যামিব দৃংহতু॥ ১॥
সং তে পয়াংসি সমু যন্ত বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ।
আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব॥ ২॥
ত্বমিনা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ।
ত্বমাতনোরুর্বাহন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ॥ ৩॥
অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতম্॥ ৪॥
তে অমন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্।
তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভূবন্নরূণীর্যশসা গাবঃ॥ ৫॥
সমন্যা যন্ত্যুপয়ন্ত্যান্যাঃ সমানমূর্বং নদ্যস্পৃণন্তি।
তমু শূচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপান্নপাতমুপ যন্ত্যাপঃ॥ ৬॥
আ প্রাগাদ ভদ্রা যুবতিরহ্নঃ কোতূন্ৎসমীৎর্সতি।
অভূদ্ ভদ্রা নিবেশনী বিশ্বস্য জগতো রাত্রী॥ ৭॥
প্রক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ মহঃ প্র নো বচো বিদথা জাতবেদসে।
বৈশ্বানরায় মলির্নব্যসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে॥ ৮॥
বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞমুভে রোদসী অপাং নপাচ্চ মন্ম।
মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষ্বিদ্ বো অন্তমা মদেম॥ ৯॥

যশো মা দ্যাবাপৃথিবী যশো মেন্দ্রবৃহস্পতী।
যশো ভগস্য বিন্দতু যশো মা প্রতিমুচ্যতাম্ যশসাত
স্যাঃ সংসদোঽহম্ প্রবদিতা স্যাম্॥ ১০॥
ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্॥ ১১॥
অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
ত্রিধাতুরর্কো রজসো বিমানোঽজস্রং জ্যোতির্হাবরস্মি সর্বম্॥ ১২॥
পাত্যগ্নির্বিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যহ্বশ্চরং সূর্যস্য।
পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পাতি দেবানামুপমাদমৃষ্বঃ॥ ১৩॥

মন্ত্রার্থ—১। স্বর্গস্থ, লোকদের পালক, ভগবান্ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তুল্য ব্রহ্মতেজ এবং সুখ্যাতি, অপিচ, সৎকর্মজাত যে অমৃত, তা আমার হৃদয়ে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আপনার পরমজ্যোতিঃ আমাকে প্রদান করুন)। [প্রার্থনার প্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ, স্বর্গীয়শক্তি। যে জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করলে মানুষ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয়, যে শক্তি লাভ করলে মানুষ অনায়াসে ব্রহ্মসাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সেই জ্যোতিঃ সেই শক্তি লাভ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভ করলে, মানুষের হৃদয়ের যত অন্ধকার চিরতরে দূরীভূত হয়। অনন্ত অক্ষয় জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়কে চির উজ্জ্বল ক'রে রাখে। [এই সামমন্ত্রের এবং এর পরবর্তী সব মন্ত্রেরই এক বা একাধিক গেয়গান আছে ; কিন্তু সেগুলির নাম উল্লেখিত নেই]।

২। হে দেব! আপনি শত্রুনাশক রিপুবিমর্দক হন ; আপনার সম্বন্ধীয় রূপসমূহ (অমৃতত্ব) সর্বতোভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক ; এবং আপনা হ'তে উদ্ভূত সৎকর্মসমূহ সর্বতোভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক। আর আপনার অভীষ্টবর্ষক করুণাস্রোতসমূহ সর্বতোভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের অমৃতত্বের—অমরগণের জন্য, আমাদের মধ্যে বর্ধমান হয়ে—আমাদের আনন্দপ্রদ হয়ে, স্বর্গে উৎকৃষ্ট রক্ষাসমূহকে (ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গের ফলসমূহকে) ধারণ করুন—আমাদের প্রাপ্ত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের সৎকর্মে নিয়োজিত করুন, আমাদের জন্য মোক্ষ বিধান করুন)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকদের হৃদয়ে বর্তমান সকল মোক্ষপ্রাপিকা অবস্থা উৎপাদন করেন, এবং আপনিই অমৃত উৎপাদন করেন ; অপিচ, আপনি জ্ঞান উৎপাদন করেন, মহান্ স্বর্লোককে আপনি ধারণ করেন এবং আপন তেজে আপনি অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্যক্ রকমে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ)। [এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। ভাষ্যকার অবশ্য যথাপূর্ব সোমরসের মহিমাই কীর্তন করেছেন। কিন্তু এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রের 'সোম' পদে একমাত্র ভগবানের শক্তি ব্যতীত অন্য কোন অর্থেই অর্থের বা ভাবের সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সামান্য মাদকদ্রব্য সোমরস কিভাবে স্বর্গলোকের সৃষ্টিকর্তা হ'তে পারে অথবা (ভাষ্যকারের মতে) পশু ইত্যাদিই বা কিভাবে উৎপাদন করতে পারে? তাঁর জ্যোতির

দ্বারাই বা অন্ধকার কিভাবে তিরোহিত হয়? তাই, এখানেও, পূর্বাপর বর্ণনার মতোই, 'সোম' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব' বা 'সত্ত্বভাব' গৃহীত হয়েছে। এই শুদ্ধসত্ত্বের মাদকতায় অবশ্য মানুষ ভগবৎ-চরণ প্রাপ্ত হয়, তার জীবনের ত্রিতাপ জ্বালা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়]।

৪। সৎকর্মকারক—মনুষ্যবর্গের হিতসাধক, সৎকর্মের দেবতা অর্থাৎ সৎকর্ম-সঞ্জাত দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণস্বরূপ, সর্বদা সৎকর্মে নিয়োজক, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ পরমধনের বিধাতা, জ্ঞানদেবতাকে—সেই চৈতন্যস্বরূপকে, আমি স্তব ক'রি—যেন অনুসরণ ক'রি। (এই মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক অথবা প্রার্থনা-জ্ঞাপক। আমি জ্ঞানদেবতার অনুসরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি ; অথবা, —হে ভগবন্! আমায় জ্ঞানের অনুসারী করুন—এটাই তাৎপর্যার্থ)। [বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে সব বেদ-মন্ত্রেরই মতো, বিশেষভাবে এই মন্ত্রেরও, অর্থ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রের প্রধান বাক্য 'অগ্নি ঈলে'। এর সাধারণ অর্থ—'অগ্নিকে স্তব ক'রি।' কিন্তু অগ্নি কে? কেউ মনে করেন—জ্বলন্ত অনল। কেউ সিদ্ধান্ত করেন অগ্নিনামক কোন ঋষিকে এখানে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মত—আর একটু স্বতন্ত্র রকমের। বেদে অগ্নি শব্দের প্রয়োগ যেখানে যখন দেখা যায়, সেখানেই বুঝতে পারা যায়, লক্ষ্য—অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি। সে অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি ; সে অগ্নি—চৈতন্যরূপ অগ্নি। সেই অনুসারে প্রথম আগ্নেয় পর্ব থেকেই 'অগ্নি' শব্দের প্রতিবাক্যে 'জ্ঞানাগ্নি, জ্ঞানদেবতা' প্রভৃতি পদ গৃহীত হয়েছে। 'জ্ঞানাগ্নি'—একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমব্রহ্মের জ্ঞানরূপ বা জ্ঞানদাতারূপ বিভূতি। —এই মন্ত্রে অগ্নিদেবের যে কয়েকটি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে, সব দিক থেকে সে বিষয় অনুশীলন করলে এখানে (আমাদের) গৃহীত সিদ্ধান্তের সমীচীনতা প্রতিপন্ন হবে। —'অগ্নি' যজ্ঞের পুরোহিত। কে হ'তে পারেন? যিনি পুরের হিতসাধনকারী। সুতরাং পুরোহিত ঋত্বিক প্রভৃতি বিশেষণে সাধারণতঃ অগ্নিকে মানুষ ব'লেই মনে আসে। আবার অপর অগ্নিই (দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অগ্নিই) বা কিভাবে পুরোহিত বা ঋত্বিক হ'তে পারেন?—অগ্নিকে যজ্ঞের দেবতা বলা হয়েছে। অগ্নি স্বপ্রকাশ, দীপ্তিমান্। কিন্তু তিনি দানাদিগুণযুক্ত কেমন করে? 'অগ্নি' অর্থে যদি আগুন হয় তবে তিনি তো সমস্ত ভস্মসাৎ করেন। তাঁর মধ্যে আবার দাতৃত্ব গুণ কোথায়? হ'তে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই অগ্নি থেকে বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, বিমান-বিহার, তড়িৎ-শক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নির এই দাতৃত্বশক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তবে কি, আত্মতত্ত্ব-লাভের পথে, কি কর্মসাফল্য (বৈজ্ঞানিক কর্মসাফল্যও) লাভের পথে, দুই দিকেই আবশ্যক মতো জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্যবহারের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করেন ব'লেই কর্মজ্ঞানী সাফল্য পান। তত্ত্বজ্ঞানী আপনা-আপনিই পরমপদ মুক্তি লাভ করেন। 'অগ্নি'—'রত্নধাতমম্', অর্থাৎ ধনরত্নের অধিকারী। অগ্নির ব্যবহারে মানুষ ধনরত্নের অধিকারী হয়েছে, এ-কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী। মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন কি? পরাগতি বা মোক্ষ। সাধারণ জ্বলন্ত অগ্নিকে উদ্দেশ ক'রে কি এমন বিশেষণ প্রয়োগ করা যায়? তার উপরে আবার তিনি শ্রেষ্ঠ দাতা। এইসব বিশেষণে ভগবানের প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করাই প্রাচীন ঋষিদের লক্ষ্য ব'লে মনে করা অসঙ্গত হয় না। তিনি যে করুণার সাগর—দয়াল প্রভু। ঋষিদের মাধ্যমে ভগবানই তাঁর উদ্দেশ্য প্রকটিত করেছেন যে, —জ্বলন্ত অগ্নির কাছ থেকে সাধারণ ধনের প্রত্যাশায় তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে, ক্রমশঃ মানুষ যেন তাঁতে শ্রেষ্ঠ ধন দেখতে পায়। যখনই তা দেখতে পাবে, তখনই বুঝতে পারবে,—তিনি কি অগ্নি। তখনই বুঝবে,—তিনি তেজোময় চৈতন্যস্বরূপ। সেই বিষয়টি বুঝতে পারলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ ফলের মোক্ষের অধিকারী হবে। তখন আর তার তুচ্ছ ধনরত্নের

কামনা থাকবে না ; তখন সে পরম ধনের আশ্রয় পাবে। —কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই যে জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হ'তে পারি, এখানে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। ভক্ত সাধক-গায়ক যখন অগ্নির রূপ দেখে ভক্তিভরে তাঁর অর্চনায়—প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁর হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁর হৃদয়রূপ আকাশ আলোকিত হ'তে থাকে ; যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁর হৃদয় ঘিরে বসেছিল ; তখন ক্রমশঃ তা অপসৃত হয়ে যায়। তখন আর আত্মা-পরমাত্মায় ভেদাভেদ থাকে না। অগ্নিই যে সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ, অগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁরই উদ্দেশে যে আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিস্তোত্র বিহিত হয়েছে, জ্ঞানী তা-ই বুঝে থাকেন। —বেদে 'অগ্নি' -শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র সকল অর্থের সামঞ্জস্য রাখতে হ'লে, বেদের 'অগ্নি' শব্দে যে জ্ঞানাগ্নির প্রতি লক্ষ্য রয়েছে, তা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানই যে হোতা, জ্ঞানই যে পুরোহিত, তার আর বিশ্লেষণের আবশ্যক হয় না। এইভাবে 'অগ্নিং' শব্দের লক্ষ্যস্থল নির্ণীত হ'লে (অর্থাৎ এই অগ্নিদেবতা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমব্রহ্মেরই জ্ঞানরূপ বিভূতি ব'লে বুঝতে পারলে), তারপর বোঝবার প্রয়োজন হয় 'ঈলে' পদে কি ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ঐ পদের অর্থ—'আমি স্তব ক'রি—উপাসনা ক'রি।' কিন্তু 'আমি অগ্নির স্তব ক'রি'—এমন উক্তির মর্ম কি? মর্ম কি এই নয় যে,—আমি যেন জ্ঞানদেবতার অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ থাকি,—দেবতা যেন আমায় জ্ঞানের অনুসারী করেন। জ্ঞানের অনুসারিতাই—জ্ঞানের পূজা। দেবত্বের অনুসরণই—দেবতার উপাসনা]।

৫। হে ভগবন্! সাধকগণ জ্ঞানরশ্মির মূলকারণ-স্বরূপ আপনার প্রার্থনা জানেন ; তাঁর বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট স্তোত্র জানেন ; সেই প্রার্থনায়-অভিজ্ঞ সাধকগণ জ্ঞানরশ্মি প্রার্থনা করেন ; সেইজন্য সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের সাথে জ্যোতির্ময় জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সাধকেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। ['হে জ্যোতির্ময়! দিশাহারা পথভ্রান্ত আমাকে তোমার আলোকবর্তিকা প্রদান করো, যেন তার সাহায্যে আমি তোমার চরণে পৌঁছাতে পারি। ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! তোমার একটুখানি জ্যোতিঃ দাও, সর্বধ্বংসী এই (অজ্ঞানতার) অন্ধকার দূরীভূত হোক।—তমসো মা জ্যোতির্ময়।' আলোকের জন্য মানুষের হৃদয়ের এই চিরন্তন প্রার্থনাই তাকে মুক্তি পথে নিয়ে যায়]।

৬। জ্ঞানিগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; এবং সৎকর্ম-সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; সত্ত্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরমপুরুষকে প্রীত করেন অর্থাৎ তাঁর কৃপা লাভ করেন ; পবিত্র অমৃতপ্রবাহ, বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ময়, প্রসিদ্ধ মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হয়। (এই মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—বিভিন্ন মার্গ অনুসারী সাধকেরা ভগবানকেই প্রাপ্ত হন ; অমৃতের প্রবাহ জ্ঞানাগ্নির সাথে মিলিত হয়)। [যিনি যে পন্থারই অনুসরণ করেন না কেন, হৃদয়ের ঐকান্তিকতা থাকলে তিনি ভগবৎ-চরণে পৌঁছাতে সমর্থ হন]।

৭। হে ভগবন্! কল্যাণদায়িনী আত্মশক্তি আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন, জ্ঞানরশ্মির সাথে মিলিত হোন ; অজ্ঞানতারূপা রাত্রিও আপনার কৃপায় সকল জগৎবাসী প্রাণীদের শান্তিদায়িনী এবং কল্যাণপ্রদা হোক। (প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করতে পারি ; ভগবান্ আমাদের অজ্ঞানতা বিনাশ ক'রে আমাদের শান্তি প্রদান করুন)। [এই প্রার্থনার বিশেষত্ব—'অজ্ঞানতারূপা রাত্রিও....শান্তিদায়িনী এবং কল্যাণপ্রদা হোক।' আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে—এ কেমন প্রার্থনা? অজ্ঞানতা কল্যাণপ্রদ হয় কেমন ক'রে? কিন্তু একটু প্রণিধান ক'রে দেখলেই প্রার্থনার

অন্তর্নিহিত ভাব স্পষ্ট হবে। যাঁর কৃপায় বোবাও কথা বলে, পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করে, তাঁর দয়ায় কি না সম্ভব হয়? সেই পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মানুষের প্রতি অসীম করুণায় ঘনান্ধকার অমানিশাকেও পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মধুযামিনীতে পরিণত করতে পারেন। আর তিনি তা-ই করছেন। ঘোর অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ কোথা থেকে জ্ঞানের জ্যোতিঃ পায়? দুর্বল মানুষ কোথা থেকে শক্তিলাভ ক'রে রিপুর আক্রমণ প্রতিহত করে?—সে শক্তি ভগবানেরই দেওয়া—ভগবৎশক্তি। এই শক্তি (আত্মশক্তি) লাভ করলে সাধকের জীবনে সবই পাওয়া হয়ে যায়—সব অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়]।

৮। হে ভগবন্। বিশ্বব্যাপক জ্যোতির্ময় অভীষ্টবর্ষক আপনার প্রার্থনীয় শক্তি ক্ষিপ্রলাভ করবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের আপনার মোক্ষপ্রাপিকা শক্তি প্রদান করুন)। জ্ঞানদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে সৎকর্মে মিলিতা হোক; সত্ত্বভাব যেমন সাধকদের হৃদয়কে পবিত্র করে, তেমনই নবশক্তিপ্রদায়ক বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্তির জন্য কল্যাণদায়িনী পবিত্রা নির্মলাত্মিকা সৎ-বৃত্তি আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎ-বৃত্তির প্রভাবে আমরা যেন জ্ঞানলাভ করতে পারি)।

৯। মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানদেব এবং দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবতা আমার মননীয় অর্থাৎ সঙ্কল্পিত পূজা গ্রহণ করুন; হে দেবগণ! আপনাদের অপ্রিয় বাক্য আমরা যেন না ব'লি; আপনাদের আশ্রিত হয়ে আমরা যেন আপনাদের প্রদত্ত সুখই উপভোগ ক'রে পরমানন্দ লাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎদত্ত পরমানন্দ লাভ ক'রি)। ['বিশ্বের সকল দেবতার চরণে আমি প্রণিপাত ক'রি।'—প্রশ্ন হ'তে পারে, তবে কি জগতে বহু দেবতা বর্তমান?—হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে দ্যুলোকে; ভূলোকে, অন্তরীক্ষে এক পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নেই,—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এ-ও সত্য যে, বিভিন্ন দেবতা (তথা অনুমেয় সত্তা) তাঁরই বিভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'।—আবার প্রশ্ন, এই সমস্তই যদি তাঁর প্রকাশ, এই 'বহু'র পশ্চাতে যদি সেই 'এক'-ই থাকেন, তবে এক সঙ্গে এই 'বহু'র আহ্বান কেন?—এর কারণস্বরূপ বলা যায়—'বহু'-র সবের মধ্যে তিনি আছেন, তবে এই 'বহু'-র পূজাও কি তাঁর পূজা নয়? তিনি অনিলে আছেন, তবে অনিলের পূজাও কি তাঁর পূজা নয়? তিনি অনলে আছেন, তবে অনলের পূজাও কি তাঁর পূজা নয়? এই নিখিল বিশ্বে তাঁর প্রকাশ দেখে ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণতঃ হওয়া অবশ্যই উচ্চতর সাধনার পরিচায়ক। হৃদয়ে ভগবৎ-ভক্তি, পরাজ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'লে মানুষ বিশ্বে ব্রহ্ম দর্শন করতে সমর্থ হয়। এদিক দিয়ে বলা যায়,—দেবতা বহু। শুধু তেত্রিশ কোটী নয়, অনন্ত কোটী কোটী দেবতা আছেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অঞ্জলির সব পুষ্পই সেই 'এক'-এর চরণে গিয়ে পৌঁছাবে]। [এই সামমন্ত্রের ঋষির নাম—'ভরদ্বাজ']।

১০। দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত দেবগণ আমাকে সৎকর্মসাধনশক্তি প্রদান করুন; বলাধিপতিদেব এবং মহৎ দেবভাবসমূহের রক্ষক দেবতা আমাকে সৎকর্মসাধনশক্তি প্রদান করুন; ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতার শক্তি আমাকে প্রাপ্ত হোক; সৎকর্মসাধনশক্তি যেন আমাকে ত্যাগ না করে; সৎকর্মপরায়ণ সৎ-জনমণ্ডলের সাধনশক্তি যেন ক্ষয় না হয়; প্রার্থনাকারী আমি যেন জ্ঞানী হ'তে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে সৎকর্ম সাধনের শক্তি এবং

পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবানের প্রত্যেক বিভূতির কাছেই ব্যাকুলভাবে সাধনশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাঁর যে শক্তির কথা মনে হয়েছে, তাঁর কাছেই প্রার্থনা রয়েছে]।

১১। বজ্রধর (ভগবান্) যে সকল মুখ্যকর্ম (সৃষ্টিরক্ষার জন্য) সম্পাদন করেন, তাঁর (ভগবান্ ইন্দ্রদেবের) সেই সকল অলৌকিক কার্যের বিষয় আমরা নিত্যই কীর্তন (প্রত্যক্ষ) ক'রে থাকি। মেঘ বিদারণ ক'রে তিনি ভূতলে জলধারা সেচন করেন (রিপুশত্রুকে নিহত করে তিনি হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবলি বিস্তার করেন) ; গিরিকন্দরে তিনি প্রবহনশীলা নদী প্রবাহিত করেন (পর্বতের ন্যায় কাঠিন্য-সম্পন্ন হৃদয়ে তিনি স্নেহকারুণ্য ইত্যাদির নির্ঝর-ধারা উন্মুক্ত ক'রে দেন)। (ভগবানের মহিমা আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! শত্রু নাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব নিত্য প্রবাহিত করুন)। [মন্ত্রে একদিকে, বাহ্য-প্রকৃতি-পক্ষে মেঘ-বিদারণ-পূর্বক-বারিবর্ষণরূপ কল্যাণ-সাধন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক-পক্ষে শত্রু-বিমর্দন-পূর্বক হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সংরক্ষণ, প্রকাশ পাচ্ছে। সকল কালে সকল অবস্থাতেই এভাব প্রকাশ পেতে পারে। মন্ত্রের অপরাংশেও এমন, একপক্ষে, পাষাণ-বিদারণ-পূর্বক নির্ঝরিণীর উৎপত্তি-রূপ স্নিগ্ধতা-বিস্তারের ভাব, এবং অন্য পক্ষে রিপুসঙ্কুল পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ে স্নেহকারুণ্য ইত্যাদির সঞ্চারভাব প্রকাশ পেয়েছে। দেখাযায়, সকল কালে সকল অবস্থাতেই এই ভাব পরিগৃহীত হ'তে পারে। প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে,—হে ভগবন্! আপনার শক্তি ও করুণার পরিচয় নিয়তই প্রাপ্ত হচ্ছি। আমার এই রিপুসঙ্কুল পাষাণ-হৃদয় বিগলিত ক'রে আপনি প্রেমের পীযূষ-ধারা প্রবাহিত ক'রে দিন]।

১২। যেহেতু আমি ভগবান্ হ'তে উৎপন্ন, সেইহেতু আমিও সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেব হই ; আমার জ্ঞানদৃষ্টি সর্ববিশ্বদর্শনক্ষম ; অমৃত আমার বদনে বর্তমান ; আমিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তি এবং জ্যোতিঃপ্রদাতা ; আমি নিত্য তেজস্বরূপ, ভগবৎপূজোপকরণও আমি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ থেকে উৎপন্ন হেতু মানুষ আমিও ব্রহ্ম শক্তির অধিকারী হই)। অথবা,—যেহেতু আমি ভগবান্ হ'তে এসেছি সেইহেতু আমি যেন সর্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানময় হ'তে পারি ; আমার জ্ঞানদৃষ্টি প্রদীপ্ত হোক ; এবং আমার বাক্য অমৃতময় হোক ; আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তি জ্যোতির উপভোক্তা হোক ; আমি যেন পরম জ্যোতির্ময় এবং সর্ব রকমে ভগবৎপূজাপরায়ণ হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই ; আমি যেন ভগবৎপূজাপরায়ণ হই)। [অতি উচ্চভাবপূর্ণ এই মন্ত্রের ভিন্ন অন্বয় অবলম্বনে দু'টি মন্ত্রার্থ উদ্ধৃত হলো। প্রথমটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক, দ্বিতীয়টি প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকারও এই মন্ত্রের দু'টি অর্থ করেছেন—তবে তা আমাদের অনুসরণীয় হয়নি। তিনি একটি অগ্নিপক্ষে, অন্যটি ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এক জায়গায় এই মন্ত্রটি যেন স্বয়ং অগ্নি উদ্গীত করছেন, অপরটায় স্বয়ং ব্রহ্মা যেন এর উদ্গাতা। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের অনুবাদ করেছেন—'আমি অগ্নি, জন্ম থেকেই জাতবেদা, ঘৃত আমাদের চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে, (আমার) প্রাণ ত্রিবিধ, (আমি) অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, (আমি) অক্ষয় উত্তাপ, (আমি) হব্যস্বরূপ।' বোঝা যায়, এই ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্যের দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন, যদিও তাঁর মতে অগ্নিপক্ষে (অর্থাৎ 'আমি অগ্নি') ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। তাঁর মতে, ঋকে পরব্রহ্মের কোন উল্লেখ নেই, অগ্নির উল্লেখ আছে, অগ্নিই ঋকের বক্তা। তিনি বলেন,—ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটির ঋষি 'ব্রহ্মা'। তবে ব্রহ্মপক্ষে অর্থটি পরে আরোপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অন্ধ অনুসরণকারী এই ব্যাখ্যাকার মহাশয়ের ধারণা—প্রাচীন ভারতে নাকি ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয়নি।—আরও বলা বাহুল্য—

কোন কোন বেদ-ব্যাখ্যাকার এইভাবেই বেদকে সাধারণের কাছে অনেক নীচু ক'রে ধরেছেন।— প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সাধনা ও সাধকের দিক থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণই সঙ্গত। মন্ত্রটি সাধকের উক্তি। এখানে উদ্ধৃত দু'টি ব্যাখ্যার একটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক, অন্যটি প্রার্থনামূলক। দু'টি ব্যাখ্যারই কেন্দ্রশক্তি 'জন্মনা' পদে পাওয়া যায়। 'যেহেতু আমরা ভগবান্ থেকে এসেছি, সেই হেতু আমরা তাঁর শক্তি লাভের অধিকারী' এই ভাবটিই মন্ত্রের মূলসূত্র]।

১৩। জ্ঞানদেবতা সমগ্র জগতের মুখ্য আশ্রয়স্থল অর্থাৎ সত্ত্বভাব রক্ষা করেন ; পরমদেবতা জ্ঞানালোকের কিরণ জগতে প্রদান করেন ; জ্ঞানের অধিপতি দেব সমগ্র বিশ্বকে পরাজ্ঞান দান ক'রে ধ্বংস হ'তে রক্ষা করেন ; জ্ঞানদাতা দেব দেবতাদের আনন্দদায়ক পরাজ্ঞান জগতে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতে পরাজ্ঞান এবং সত্ত্বভাব প্রদান করেন, বিশ্বকে রক্ষা ও পালন করেন)। [ভগবানই জগতের রক্ষার উপায়। তিনি নিজের শক্তিবলে জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন ও পালন করছেন। জ্ঞানস্বরূপ ('অগ্নি' অর্থে 'জ্ঞানদেবতা') ভগবান্ জগৎকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে রক্ষা করবার জন্য জগতে জ্ঞান বিতরণ করছেন। জ্ঞানই জীবন, অজ্ঞানতাই মৃত্যু। সেই মৃত্যু— ধ্বংস থেকে ভগবান্ জগৎকে রক্ষা করেন—তাঁর জ্ঞানশক্তির প্রদানে। তিনিই আনন্দবিধাতা, মানুষের পরম মঙ্গলদাতা]। [এই সামমন্ত্রের গেয়গানের নাম আগেরগুলির মতোই অনুল্লেখিত]।

●

চতুর্থী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আরণ্যক পর্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়।

মন্ত্রগুলির দেবতা—১।২ অগ্নি, ৩—৭ পুরুষ, ৮ দ্যাবাপৃথিবী, ৯—১১ ইন্দ্র, ১২ গোগণ (রশ্মিগণ)। ছন্দ—অনুষ্টুভ্, ১—২ পঙ্‌ক্তি, ৮।১১।১২ ত্রিষ্টুভ্। ঋষি—মন্ত্রার্থের মধ্যেই উল্লেখিত॥

ভ্রাজন্ত্যগ্নে সমিধান দীদিবো জিহ্বা চরত্যন্তরাসনি।
স ত্বং নো অগ্নে পয়সা বসুবিদ্ রয়িং বর্চো দৃশেঽদাঃ॥ ১॥
বসন্ত ইন্নু রন্ত্যো গ্রীষ্ম ইন্নুরন্ত্যঃ।
বর্ষাণ্যনুশরদো হেমন্তঃ শিশির ইন্নু রন্ত্যঃ॥ ২॥
সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥ ৩॥
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদাহস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তথা বিষ্বঙ্-ব্যক্রামদশনানশনে অভি॥ ৪॥

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৫॥
এ তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ৬॥
ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥ ৭॥
মন্যে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ যে অপ্রথেথামমিতমভি যোজনম্।
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ॥ ৮॥
হরী তে ইন্দ্র শ্মশ্রুণ্যুতো তে হরিতৌ হরী।
তং ত্বা স্তুবন্তি কবয়ঃ পুরুষাসো বনর্গবঃ॥ ৯॥
যদ্‌বর্চো হিরণ্যস্য যদ্ বা বর্চো গবামুত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মা সংসৃজামসি॥ ১০॥
সহস্তন্ন ইন্দ্র দদ্ধযোজ ঈশে হ্যস্য মহতো বিরপ্‌শিন্।
ক্রতুং ন নৃম্ণং স্থবিরং চ বাজং বৃত্রেষু শত্রূন্‌ৎসহনা কৃধী নঃ॥ ১১॥
সহর্ষভাঃ সহবৎসা উদেত বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীর্দ্ব্যূধ্নীঃ।
উরুঃ পৃথুরয়ং বো অস্তু লোক ইমা আপঃ সুপ্রপাণা ইহ স্ত॥ ১২॥

মন্ত্রার্থ— ১। প্রজ্বলিত জ্যোতির্ময় হে জ্ঞানাগ্নি। তমোনাশক আপনার জ্ঞান আমাদের মুখে প্রকাশিত হোক অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক; পরমধনপ্রাপক হে জ্ঞানাগ্নি! সেই আপনি আমাদের অমৃতের সাথে পরমধন এবং জ্ঞানদৃষ্টি লাভের জন্য দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন)। [এই সামমন্ত্রের ঋষির নাম—'বামদেব'। এর এবং এর পরের গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

২। হে ভগবন্! বসন্ত ঋতুই পরমানন্দদায়ক হোক; গ্রীষ্ম ঋতুও পরমানন্দদায়ক হোক; বর্ষা ঋতু অনুক্রমে শরৎ হেমন্ত শীত প্রভৃতি প্রত্যেক ঋতুই আমাদের পরমানন্দদায়ক হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—নিত্যকাল আমরা যেন পরমানন্দ লাভ ক'রি)। [মানুষ নিজের সুবিধার জন্য কালকে বিভিন্ন নামে বিভক্ত করেছে। সেই বিভাজিত কালের প্রত্যেক অংশের উল্লেখ ক'রে, সেই নির্দিষ্ট অংশে আনন্দ লাভের প্রার্থনা করার অর্থ—সেই অবিভাজিত সমগ্র নিত্যকালে পরমানন্দলাভ। প্রত্যেক অংশের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়াতে প্রার্থনার ঐকান্তিকতাই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, এই প্রার্থনার মধ্যে, বিভিন্ন ঋতুর নামোল্লেখ করাতে আরও একটি ভাব প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবন একভাবে চলে না। জীবনে বিপদ, রিপুর আক্রমণ, উন্নতি, পতন প্রভৃতি নানারকম অবস্থা উপস্থিত হয়, এবং আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দেয়। জীবনের বসন্তকালে ভগবানের একটুখানি সাড়া হয়তো হৃদয়ে জেগে ওঠে, আবার দারুণ শিশিরে তা সঙ্কোচিত হয়ে যায়। ভগবানের করুণাবারি বর্ষণে জীবনক্ষেত্রে একটু সরলতা কোমলতা আসে, আবার ভীষণ গ্রীষ্মের অনলতাপে তা শুষ্ক হয়ে

যায়—হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষ চায়—অসীম অখণ্ড আনন্দ। তাই নিত্যকাল (অবিচ্ছিন্নভাবে) সেই পরমানন্দ উপভোগের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সাম-মন্ত্রের ঋষির নাম ও গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

৩। ভগবান অনন্তশক্তিশালী অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, সর্বব্যাপক হন ; সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বভাবে সকলদিকে পরিবেষ্টন ক'রে ব্রহ্মাণ্ড হ'তে অধিকস্থান অতিক্রম ক'রে বর্তমান আছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত ; তিনি সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ)। [মন্ত্রটি ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষ-সূক্তের ১মা ঋক্। এই মন্ত্রের মধ্যে যে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে, তার ছায়ার অনুকরণ ক'রে জগতের সকল দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মবিজ্ঞান রচিত হয়েছে।—ভগবান্ 'সহস্রশীর্ষ'। এটা অবশ্য-রূপক। ভগবানের সত্যসত্যই এক হাজার মস্তক নেই। ওটা তাঁর অনন্তশক্তির পরিচায়ক মাত্র। —তিনি 'সহস্রচক্ষু'। সর্বত্রব্যাপী তাঁর দৃষ্টি। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, আদি অন্ত মধ্য, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সমস্তই তিনি দিব্যনেত্রে প্রতিমুহূর্তে অবলোকন করছেন। জগৎ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত।—তিনি 'সহস্রপাৎ'। তিনি সর্বব্যাপক এবং সর্বত্র তাঁর গতি। শুধু সর্বব্যাপক নন, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যেই অবস্থিত এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও তিনি বৃহত্তর, মহত্তর। তিনি ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশাঙ্গুলি বেশী ভূমি ব্যেপে আছেন,—এ কথার অর্থ এই যে, তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ড মাত্রই নন, তিনি তারও চেয়ে বৃহৎ ও বহু উঁচে অবস্থিত।—এই মন্ত্র যে দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা তা স্বীকার করেছেন ; অর্থাৎ ভগবান্ জগতে বর্তমান আছেন এবং তিনি জগতের অতীতও বটেন। এই মতবাদের পোষণকারী দার্শনিকেরা যুক্তিবাদী ব'লে অভিহিত, এবং বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই মতবাদের অনুসরণ ক'রে থাকেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত জগতে যে সব দার্শনিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার কোনটিই ভারতীয় সভ্যতাকে অতিক্রম ক'রে তো যেতে পারে-ই নি, অধিকন্তু সেইসব সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা থেকেই উৎপন্ন]। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ঋষি—'নারায়ণ' (নামধারী মানব)। সামমন্ত্রের গায়ক-ঋষির নাম এবং গেয়গানের নাম উল্লেখিত নেই]।

৪। ভগবান্ ত্রিগুণাতীত হয়ে বর্তমান আছেন, আবার তাঁর অংশ ত্রিগুণাত্মক জগতে বর্তমান আছে ; এবং তিনি চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট বস্তু অধিকার ক'রে সর্ববিশ্ব ব্যেপে অবস্থিত আছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানের সত্তা বিশ্বে অনুস্যূত আছে ; আবার, ভগবান্ বিশ্বকে অতিক্রম ক'রে করেও বর্তমান আছেন)। [সত্ত্ব-রজ-তমঃ এই ত্রিগুণের সমবায়ে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। যখন ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রলয় হয়। সমস্ত বিশ্ব ভগবানে লীন হয়—তিনি তখন নিজেতে নিজে বর্তমান থাকেন, তখন তিনি বিশুদ্ধ সত্তা মাত্র হন। তাই এই মন্ত্রে তাঁর ক্রিয়াশীল এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে—'তিনি চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তুতে বর্তমান আছেন।' এখানে 'চেতন অচেতন' বলায় বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়েছে মাত্র। বস্তুতঃ অচেতন ব'লে কোন বস্তু নেই—কারণ সমগ্র বিশ্বে সেই অনন্ত চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান আছেন। গাছে, পাথরে, ধূলিকণাতেও চৈতন্য বর্তমান—সেই চৈতন্য অবিনাশী অক্ষয়]। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ঋষি—'নারায়ণ'। সামমন্ত্রের গায়ক-ঋষির নাম ও গেয়গানের নাম অনুল্লেখিত]।

৫। ভগবান্ই উৎপন্ন জগৎ এবং অনুৎপন্ন অর্থাৎ কারণাবস্থায় লীন সমগ্র বিশ্ব ; সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ভগবানের ত্রিগুণাত্মক অংশ, এবং তাঁর অমৃতস্বরূপ ত্রিগুণাতীত অংশ স্ব-রূপে অবস্থিত আছে।

(মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—এই বিশ্ব ভগবানের আংশিক প্রকাশ মাত্র)। [এই প্রকাশমান জগৎ তাঁরই প্রকাশ, তা ছাড়া ভবিষ্যৎ জগৎও তাঁতে কারণাবস্থায় বর্তমান আছে। তিনি জগতের মূলকারণ। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ তাঁতেই ছিল, এবং প্রলয়ের পরেও তাঁতেই থাকবে। সেই আদি কারণ (ভগবান্) থেকে জগৎ কার্যরূপে প্রকাশিত হয়। এই সত্যের উপর নির্ভর করেই ভারতে 'কার্যকারণভেদ' এই দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতেও এই মতবাদ সাদরে গৃহীত। চৈতন্যবাদী দার্শনিকদের মতে, বিশ্বের মধ্য দিয়ে ভগবানই নিজেকে প্রকাশ করছেন।—শুধু তাই নয়। বিশ্ব-অতিরিক্ত তাঁর অমৃতময় সত্তা আছে। তিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। ক্রিয়াশীল হ'লে ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন, আবার, প্রলয়ের কালে আত্মলীন হয়ে অবস্থিতি করেন। দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মের এই শেষোক্ত অবস্থাকে 'কুটস্থ লক্ষণ' বলা হয়েছে। তিনি জগৎ, তিনি জগৎ-অতীত, তিনি ত্রিগুণাত্মক, তিনি ত্রিগুণের অতীত]। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ঋষি—'নারায়ণ']।

৬। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান রূপে অবস্থিত জগৎসৃষ্টিরূপ কার্যসমূহ ভগবানের মহিমা বিশেষ ; কিন্তু ভগবান্ এই মহিমা হ'তেও মহত্তর ; অপিচ, যিনি আপন শক্তির দ্বারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন সেই ভগবানই অমৃতের অধীশ্বর অর্থাৎ অমৃতপ্রদাতা। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ অসীমশক্তিসম্পন্ন ; তাঁর মহিমার একাংশ মাত্র বিশ্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়)। [ভগবান্ অমৃতপ্রাপক—তিনি অমৃতের অধীশ্বর। তাঁর কৃপাতেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—তাঁর মহিমার তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এটাই তাঁর মহিমার শেষ নয়। তিনি অমৃত-স্বরূপ,—তাঁর সন্তানদেরও অমৃতত্ব প্রদান করেন। সৃষ্টি—এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি,—তাঁর খেলা ; আবার সেই ত্রিগুণের বেড়াজালের মধ্য থেকে মানুষকে বাহির ক'রে নিয়ে তাঁর অমৃতময় কোলে স্থান দেওয়াও তাঁর খেলা। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব প্রকটিত। মানুষ এই অমৃতের আশাতেই তাঁর পানে তাকিয়ে থাকে। একফোঁটা অমৃতের বর্ষণে মানুষের অনন্ত পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়। তাঁর এই মুক্তিদায়ক মূর্তিই এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে]। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ঋষি—'নারায়ণ']। সেই আদিপুরুষ হ'তে ব্রহ্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডদেহে আত্মা উৎপন্ন হন, অর্থাৎ পরমাত্মা বিশ্বাত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রবেশ করেন ; সেই বিরাট পুরুষ দেবতা, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতিরূপ হন ; তারপর পৃথিবী সৃজন করেন, তারপর জীবগণের আশ্রয়স্থান দেহ সৃজন করেন। (এই মন্ত্রে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হয়েছে। ভাব এই যে, ভগবান্ থেকেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় সৃষ্টিক্রম বোঝাতে অতীত কাল ব্যবহৃত হলেও এখানে বর্তমান কাল ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ, ভগবানের কাছে সমস্ত কালই নিত্যবর্তমান। অনন্তের দিক দিয়ে একমাত্র বর্তমান ছাড়া অন্য কাল নেই। বিশেষতঃ সৃষ্টি ও প্রলয় প্রতি মুহূর্তেই সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং সৃষ্টিক্রমও অনন্তকাল ধ'রে চলছে।—সেই পরমপুরুষ ভগবান্ নিজের মহিমায় অবস্থিত। তাঁর ইচ্ছায় প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড—এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বের মধ্যে তাঁর চৈতন্যশক্তি প্রবেশ করে। তাঁর থেকে ক্রমশঃ দ্যুলোক ভূলোক স্থাবর জঙ্গম সমস্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায়—এই বিশ্ব তাঁরই বিকাশ মাত্র। এই বিশ্বের প্রতি অনু-পরমাণুতেও তাঁর শক্তি বর্তমান]। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ঋষি—'নারায়ণ']।

৮। হে দ্যুলোক-ভূলোক! আপনারা উত্তম পালনকারী তা আমি জানি ; আপনারা অক্ষয় পরমধন আমাদের প্রদান করুন ; হে দ্যুলোক-ভূলোক! আপনারা আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন ; এবং আমাদের পাপ হ'তে মোচন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক

আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন এবং পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করুন)। [চন্দ্র সূর্য তারা বা প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের শক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশমান। সুতরাং তাঁর এই বিভিন্ন প্রকাশকে যদি মানুষ বিভিন্নভাবে আরাধনা করে, তাহলে সেই আরাধনা, সেই পূজা ভগবানের চরণেই পৌঁছায়। অবশ্য এই প্রকাশকে তাঁরই প্রকাশ হিসাবে পূজা করতে হবে—শুধু একটা বিচ্ছিন্ন বস্তু ভাবে নয়। উল্লেখ্য এই যে, পাশ্চাত্য মূর্তিপূজা ও ভারতীয় প্রতীক-উপাসনা এক নয়। বিভিন্ন বা প্রতিটি বস্তুতে ভগবানের এই বিকাশের দিক দিয়েই ভূলোক-দ্যুলোকের কাছে অথবা দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রের ঋষির নাম—'বামদেব']।

৯। বলাধিপতি হে দেব! আপনার জ্যোতিঃ পাপনাশক ; অথবা আপনার শক্তি মায়ামোহ ইত্যাদির নাশক হয় ; অপিচ, আপনার জ্ঞানভক্তিরূপ বাহনদ্বয় পাপনাশক ; জ্ঞানজ্যোতিঃসম্পন্ন সাধকগণ প্রসিদ্ধ আপনাকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবৎশক্তি পাপনাশিকা মোক্ষপ্রাপিকা হন। সাধকবর্গ ভগবৎপরায়ণ হন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'শ্মশ্রূণি' পদের 'দাড়ীগোপ' অর্থ করেছেন। কিন্তু সোমপানে দাড়ীগোপ কি সমস্তই হরিৎ-বর্ণ হয়ে যায়? আবার সাধকদের স্তুতির সাথে হরিৎ-বর্ণ দাড়ীরই বা কি সম্বন্ধ, বোঝা যায় না।—এখানে ঐ পদের নিরুক্ত-সম্মত অর্থ 'মুখশ্রীঃ, জ্যোতিঃ' গৃহীত হওয়াই সঙ্গত। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বামদেব'। এর গেয়গানটির নাম অনুল্লেখিত]।

১০। পরম মঙ্গলদায়ক সৎকর্মের যে জ্যোতিঃ এবং জ্ঞানের যে জ্যোতিঃ, অপিচ, সত্যস্বরূপ ভগবানের (অথবা বেদজ্ঞানের) যে জ্যোতিঃ, তাদের সাথে আমাকে যেন আমি সংযোজিত করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য এবং পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [ভাষ্যকার 'হিরণ্য' পদের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ করেছেন। বর্তমান মন্ত্রে 'হিরণ্য' পদে স্বর্ণ ইত্যাদি ধনকে লক্ষ্য করেছেন ব'লে মনে হয়। কিন্তু 'হিরণ্য' পদে, যা মানুষের প্রকৃত হিতকারক ও প্রার্থনীয়, সেই সম্পদকেই লক্ষ্য করাই সঙ্গত। 'হিরণ্য' পদে এই মন্ত্রে সৎকর্মকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ঐ অর্থে মন্ত্রের প্রার্থনার সঙ্গতিও রক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে অর্থাগমের কোন সঙ্গতি আছে ব'লে মনে করা যায় না। 'গো' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' ধরতে পারলে স্বীকার করতেই হয় যে, পশুলাভের সাথে ব্রহ্মজ্ঞানের বা বেদজ্ঞানের কোন সম্পর্ক সংসূচিত হয় না]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বামদেব'। এর দশটি গেয়গান আছে ; কিন্তু সেগুলিরও নাম উল্লেখিত নেই]।

১১। জয়প্রাপক বলাধিপতি হে দেব! আপনার শত্রুনাশিকা শক্তি আমাদের প্রদান করুন ; আপনিই মহান্ শক্তির অধীশ্বর ; হে দেব! সৎকর্মের দ্বারা যেমন ধন লাভ হয়, তেমন পরমধন এবং প্রভূত শক্তি আমাদের প্রদান করুন ; অপিচ, পাপনাশের জন্য আমাদের রিপুজয়ী করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের রিপুজয়ের শক্তি এবং পরমধন মোক্ষ প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রে 'বৃত্রেষু' পদে ভাষ্যকার 'আবরকেষু উপায়েষু' অর্থ গ্রহণ করেছেন। এবার বৃত্রাসুর প্রভৃতির আখ্যান আনা হয়নি। আমাদের মন্ত্রার্থেও পূর্বাপর 'বৃত্র' বলতে 'আবরক' বোঝানো হয়েছে। যা আমাদের দৃষ্টি আবরণ করে, যা আমাদের পবিত্রতা আবরণ করে, সেই মহা অসুর—অজ্ঞানতা, পাপ ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। ভগবান্ সেই পাপ অজ্ঞানতা দূরীভূত ক'রে অমৃতধারায় আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অভিষিক্ত করেন, তাই তাঁর আর এক নাম—'বৃত্রঘ্ন']। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বামদেব']।

১২। অভীষ্টবর্ষক সৎকর্মপ্রাপক সকল সৃষ্টবস্তু ধারণকারী হে অমৃতপ্রবাহসমূহ! আপনারা

আমাদের প্রাপ্ত হোন ; বিস্তীর্ণ মহান্ এই বিশ্ব আপনাদের কৃপাধীন হোক। (ভাব এই যে,—সকল লোক অমৃত প্রাপ্ত হোক)। আপনাদের সম্বন্ধীয় অমৃতের প্রবাহ অর্থাৎ আপনারা আমাদের জন্য অনায়াসলভ্য হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃত প্রাপ্ত হই)। ['সহবৎসা'—'সৎকর্ম্মরূপসন্তানসহিতাঃ', 'সৎকর্মপ্রাপকাঃ'। কিন্তু ভাষ্যকার গাভীকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন—যদিও মূলে গাভীর কোন উল্লেখ নেই। 'বৎস' শব্দ থাকলেই কি গাভীর সম্বন্ধ কল্পনা করতে হবে? যদি গাভীর সম্বন্ধেই মন্ত্রটি প্রযুক্ত হয়, তাহলে 'বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীঃ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকত না]। [এই সামমন্ত্রের ঋষি—'বামদেব']।

●

পঞ্চমী দশতি

ছন্দ আর্চিক। কৌথুমী শাখা। আরণ্যক পর্ব। ষষ্ঠ অধ্যায়।

মন্ত্রগুলির দেবতা—১ পবমান সোম ও অগ্নি, ২।১৪ সূর্য (৪—৬ সূর্য ও আত্মা) ছন্দ—১।৪।১৪ গায়ত্রী, ২ জগতী, ৩ ত্রিষ্টুভ্। ঋষি—১ শত বৈখানস্, ২ বিভ্রাট্ সৌর্য, ৩ কুৎস আঙ্গিরস, ৪।৬ সর্পরাজ্ঞী, ৭।১৪ প্রস্কণ্ব কাণ্ব॥

অগ্ন আয়ূংসি পবস আসুবোর্জভিষং চ নঃ।
আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্॥ ১॥
বিভ্রাড় বৃহৎপিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্তি বহুধা বি রাজতি॥ ২॥
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তথুষশ্চ॥ ৩॥
আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রযন্ৎস্বঃ॥ ৪॥
অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।
ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্॥ ৫॥
ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে।
প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ॥ ৬॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥ ৭॥
অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা॥ ৮॥

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্॥ ৯॥
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে॥ ১০॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি॥ ১১॥
উদ্ দ্যামেষি রজঃ পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য॥ ১২॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্র্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ॥ ১৩॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ— ১। হে জ্ঞানদেব (অগ্নি)! সৎকর্মসাধনশক্তি আমাদের প্রদান করুন ; এবং শক্তিপ্রদায়ক সিদ্ধি প্রদান করুন। রিপুবর্গকে আমাদের নিকট হ'তে দূরে প্রেরণ করুন এবং তাদের বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী এবং সৎকর্মসমর্থ করুন)। [মন্ত্রে সাধনশক্তি লাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথমে শক্তি লাভ ও পরে সিদ্ধি। শক্তিলাভের জন্য সাধনা ও প্রার্থনা প্রয়োজন। মুক্তিলাভের জন্য (সিদ্ধিলাভের জন্য) শক্তির বিকাশ করতে হবে। সেই শক্তিও সেই ভগবানই মানুষকে প্রদান করেন।—মানুষের আয়ু অথবা জীবনীশক্তির পরিমাণ সময়ের উপরে নির্ভর করে না। হাজার বছর বেঁচেও যে আহার নিদ্রা মৈথুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাজেই জীবন কাটিয়ে দেয়, তার জীবনমৃত্যু সবই সমান। তাই 'আয়ুংষি' পদে 'সৎকর্মের শক্তি' অর্থ গৃহীত হয়েছে। এর এবং এর পরের মন্ত্রগুলির এক বা একাধিক গেয়গান আছে ; কিন্তু সেগুলির নাম উল্লেখিত হয়নি]।

২। পরমজ্যোতির্ময় দেব সৎকর্মের সাধককে নিষ্কণ্টকে সৎকর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করেন ; তিনি আমাদের হৃদয়স্থিত মহান্ সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন ক'রে তা গ্রহণ করুন)। আশুমুক্তিদায়ক ভগবান্ আত্মশক্তির দ্বারা লোকবর্গকে রক্ষা করেন এবং পালন করেন ; অপিচ, তিনি বিশেষভাবে লোকদের জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ই লোকদের রক্ষক এবং পালক হন)। [ভগবানই অপার করুণাবশে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান করেন, আবার তিনিই সেই সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। বস্তুতঃ, তাঁর জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি এই বিশ্বকে আত্মশক্তিতে রক্ষা করেন—তিনিই পালন করেন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রদান ক'রে তাকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করেন।

৩। দেবগণের (দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণসমূহের) বিচিত্র যে তেজঃ,—মিত্রদেবতার, বরুণদেবতার, অগ্নিদেবতার প্রকাশক যে তেজঃ—ঊর্ধ্বে দেবলোকে বিদ্যমান রয়েছে ; সেই তেজের দ্বারাই পরমাত্মরূপ সূর্যদেব স্বর্গমর্ত্যকে, গগনমণ্ডলকে স্থাবরসমূহে জঙ্গমসমূহে অথবা গতিশীল সমগ্র

জগৎকে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন। (ভাব এই যে,—দেবসমূহে,—সূর্যে (পরমাত্মারূপ ঐশ্বরিক বিভূতিতে), বরুণে (ঈশ্বরের অভীষ্টবর্ষণশীল বিভূতিতে) ও অগ্নিতে (জ্ঞানদেবরূপী ঈশ্বরের বিভূতিতে),—খণ্ড খণ্ড ভাবে যে তেজঃ পরিলক্ষিত হয় সে তেজঃ পরমাত্মারই ; সেই তেজঃ, খণ্ডভাব পরিত্যাগ ক'রে পুঞ্জীভূত হলেই পরমাত্মা)। [বহুত্বের মধ্য দিয়েই একত্বকে লক্ষ্য করেই এই মন্ত্র প্রবর্তিত। এই মন্ত্র ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে সূর্যোপস্থানের জন্য স্থান পেয়েছে। কিন্তু সে কোন্ সূর্য? আকাশের সূর্য হ'লে কেবলমাত্র প্রাতঃকালে ব্যবহৃত হ'লেই তো হতো। ত্রিসন্ধ্যায় এটা পাঠের আবশ্যকতা কেন? আসলে, এই মন্ত্র আকাশের ঐ সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে প্রবর্তিত হয়নি। এটি পরমাত্মাকে লক্ষ্য ক'রেই নির্দিষ্ট হয়েছে। সকল খণ্ড খণ্ড তেজের আধার সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ড অনির্বচনীয় তেজের—পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতে, পুনঃ পুনঃ মনন করতে, পুনঃ পুনঃ নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করতে এই মন্ত্রটি সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় পঠিত হয়ে থাকে। যদি এইভাবে মহাভাবটি ফুটে ওঠে—এটাই বৈদিক মন্ত্রের লক্ষ্য। —দেখা যায়, মন্ত্রের মধ্যে 'সূর্যঃ আত্মা' পদ দুটির মাধ্যমে যে সূর্যকে লক্ষ্য করা হয়েছে, সে সূর্য আকাশের সূর্য নয়—তা পরমাত্মাই]।

৪। জ্যোতির্ময় পরাজ্ঞান জগতে ব্যাপ্ত হয়ে সাধককে আপন মাতৃস্থানীয় ভগবৎশক্তিকে (অথবা, ভক্তিতে) প্রাপ্ত করায়, এবং পিতৃস্থানীয় ভগবানকে (অথবা, সৎকর্মকে) প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করায়। মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক জ্ঞানকর্মভক্তি লাভ করেন)। ['গৌঃ' পদে 'জ্ঞান' 'জ্ঞানকিরণ' প্রভৃতি অর্থের পরিবর্তে ভাষ্যকার সহসা 'গমনশীলঃ' অর্থ গ্রহণ ক'রে মন্ত্রটির ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, (যদিও ঐ পদে অন্যত্র 'গাভী' অর্থ গ্রহণ করে একইরকম জটিলতা ঘটিয়েছেন)। 'মাতরং' 'পিতরং'-এর ব্যাখ্যায় বলা যায়—ভগবান্, ও ভগবৎশক্তিই জীবের পিতামাতা। অথবা ভক্তিই মাতৃস্নেহে মানুষকে ভগবানের চরণে পৌঁছিয়ে দেন, এবং সৎকর্মের প্রভাবে মানুষ পাপ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের হাত থেকে রক্ষা পায়। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হ'লে মানুষ ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হয়]।

৫। ভগবানের জ্যোতির্ময়ী শক্তি সৃষ্টিকালে বিশ্বের মধ্যে বিসর্পিত হয়, —ব্যাপ্ত হয় ; মহান্ দেব বিশ্বকে প্রকাশিত করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন ; প্রকাশের পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপন দেহে বিশ্বকে সম্বরিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্‌ই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলকারণ)। [এই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যে সূর্যের উদয়াস্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে কিন্তু আমরা ঋগ্বেদীয় নারদীয় সূক্তের উক্তিটি স্মরণ করছি— 'তিনিই আদিতে ছিলেন, এবং অনন্তকাল ধ'রে বিরাজ করছেন। তাঁর থেকেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে।' সুতরাং প্রলয়কালে বিশ্ব তাঁতেই অন্তর্হিত হবে। —একই ভগবান্ ব্রহ্মারূপে সৃজন করছেন, বিষ্ণু রূপে পালন করছেন এবং মহেশ্বর রূপে প্রলয় সাধন করছেন। প্রলয়ের পর সবই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'—এ লীন হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় তিনিই ঐ ত্রিমূর্তিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। এইভাবেই অনাদিকাল থেকে চলছে]।

৬। পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোক ; তারপর আমাদের হৃদয় হ'তে উত্থিত স্তুতি জ্ঞানসমন্বিত হয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উচ্চারিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি, ভগবৎপরায়ণ হই)।

৭। সূর্যের উদয়ে রাত্রি অপগত হ'লে নক্ষত্রসকল যেমন অদৃশ্য হয়, সর্বদ্রষ্টা জ্ঞানসূর্যের উদয়ে অজ্ঞানতার মধ্যগত অসৎ-বৃত্তি প্রভৃতি রূপ প্রসিদ্ধ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) তেমনই অপসৃত হয়ে থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে যায়)। [রাত্রির সাথে

নক্ষত্রের অপগমনের উপমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক পক্ষে, 'ত্যে তায়বঃ' বলতে কাদের বুঝিয়ে থাকে? সেই প্রসিদ্ধ দস্যু কারা? পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বলা যায়—অন্তরের সৎ-ভাব অপহারক অজ্ঞানতা বা অসৎ-বৃত্তি প্রভৃতিরূপ দস্যুগণ। আবার আর এক দিক দিয়েও উপমাটির বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্র দীপ্তি পায়। সূর্যের উদয়ে তাদের আর দেখা যায় না। তেমনই হৃদয় যতক্ষণ অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ অসৎ-বৃত্তি প্রভৃতি-রূপ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) প্রবল হয়েই ওঠে। নৈশ অন্ধকারে তারাগুলি যেমন ঝিকিমিকি করে, অজ্ঞান অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রিপুরও চাকচিক্য অনুভূত হয়, উপযোগিতার বিষয়ে ভ্রান্তি আসে। কিন্তু ভগবান্ যখন মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ করেন অর্থাৎ যখন মানুষের জ্ঞানোদয় হয় (যখনই জ্ঞান-সূর্য হৃদয়ে আলোক বিতরণ ক'রে দেয়) তখনই সব দস্যু অন্তর্হিত হয়—পলায়ন করে। —এই উপমার মধ্যে আর একটি ভাবও আসে। সূর্যের উদয়ে নক্ষত্র আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে আর তখন আপন দীপ্তি প্রকাশ করতে পারে না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও অদৃশ্য হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু একেবারে লয়প্রাপ্ত হয় না; নিস্তেজ হয়ে থাকে। মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। বৃত্তির একেবারে ধ্বংস হয় না—একেবারে তারা মরে না। অবসর পেলে আবার তারা সতেজে জেগে উঠতে পারে, যেমন পুনরায় রাত্রির আগমনে নক্ষত্রগুলি ফুটে ওঠে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—সাবধান! অজ্ঞানতারূপ রাত্রি যেন আর না আসে। একেবারে তাকে দূর ক'রে দাও। হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করো। পদস্খলন যেন আর না হয়]।

৮। দীপ্যমান অগ্নিশিখাসমূহ যেমন পদার্থসকলকে প্রকাশ করে, তেমন সেই জ্ঞানের আধার পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে অনুক্রমে প্রকাশ করে (অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উত্তরণ করে)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, পরমাত্মার বিভূতিসমূহ তেমনই মানুষদের অজ্ঞানতা দূর ক'রে থাকে)। অথবা,—দীপ্তিশীল অগ্নির ন্যায় এই পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক বিভূতিসকল অজ্ঞানপ্রযুক্ত সংসারে বদ্ধ জীবগণের হৃদয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে; অথবা উৎপত্তিশীল মহৎ-ইত্যাদি তত্ত্বসমূহকে ক্রমে প্রকাশ ক'রে থাকে। অথবা, অগ্নি যেমন উৎপন্ন হয়ে আশ্রয়স্থিত তৃণকাষ্ঠ ইত্যাদি বিনষ্ট ক'রে নিজে প্রকাশ পায় ও অপরাপর বস্তুগুলিকে প্রকাশ করে, তেমনই ভগবৎ-বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান জীবের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে সেখানকার কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলিকে সমূলে ধ্বংস ক'রে স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশ ক'রে দেয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। এর ভাব এই যে, —তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হ'লে সকল জীবের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়ে পরমৈশ্বর্যশালী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের দ্বারা মুক্তি হয়ে থাকে)। [পূর্ব-সম্বন্ধ অনুসারে 'অস্য' পদে 'জ্ঞানাধার পরমাত্মাকে' লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রকাশক রশ্মিসমূহ বা বিভূতিসমূহ বলতে, অবশ্যই দেবভাব-নিবহকে (সত্ত্বভাব ইত্যাদিকে) বোঝায়। দেবভাবের বা সত্ত্বভাবের উদয়ে অজ্ঞানতা দূর হয়, জ্ঞানময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। একপক্ষে উপমায় এখানে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। মন্ত্র ভগবানের মহিমা-প্রকাশক নিত্যসত্য তত্ত্ব প্রকাশ করছেন। পক্ষান্তরে আবার অন্যরকম অর্থের বিষয় বিচার করা যেতে পারে। —প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন আশ্রয়স্থিত তৃণদারু প্রভৃতিকে দগ্ধ ক'রে স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনই মন্ত্রস্থিত 'কেতবঃ রসময়ঃ' পদ প্রতিপাদ্য ভগবৎ-বিভূতি বা তত্ত্বজ্ঞান-রূপ উপমেয় জীব-হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে মুক্তিপথের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ কাম ইত্যাদি রিপুসমূহকে বিনষ্ট ক'রে স্বয়ং প্রকাশ পায় ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দেয়। এর দ্বারা উপমানের ধর্ম যে উপমেয়ে বিদ্যমান আছে, তা স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে। অতএব জ্ঞানী

তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে এবং ভক্ত ভক্তিরসের প্রতিদান-স্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহে ভগবানের বিভূতি লাভ করে দুর্জয়—কাম ইত্যাদি শত্রুদের জয় ক'রে অত্যজ্য সংসার-বাসনা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির মায়াকে পরিত্যাগ ক'রে ভগবানের সামীপ্যলাভে পরমানন্দ উপভোগ ক'রে থাকেন। দ্বিতীয় মন্ত্রার্থে (অর্থাৎ 'অথবা' কল্পে) যে অর্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে প্রথমটিই একটু পরিবর্তন ক'রে প্রকাশিত। প্রথম পক্ষে, অগ্নি ও জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হয়ে থাকে,—এই অর্থ করা হয়েছে। আবার, অন্য প্রকাশকত্ব ধর্মও তাতে আছে ব'লে, পরিশেষে পরমাত্মার প্রকাশক ব'লে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ ভগবানের বিভূতিরই বিশেষক ব'লে বোধ হলেও তার দ্বারা ভগবানই বিশেষিত হয়েছেন। পরবর্তী সামের দ্বারা এই দ্বিতীয় অর্থই স্পষ্টীভূত হয়। অতএব সারার্থ এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, ভগবানের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবৎ-বিভূতি লাভ ক'রে, জীব অনায়াসে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারবে। এর দ্বারা দেখা যায়, যদিও এখানে বিভিন্নভাবে অর্থ করা হয়েছে, কিন্তু সব দিকেই এখানে উদ্ধৃত মন্ত্রার্থের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই যে বোঝাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই]।

৯। হে সূর্য (সর্বান্তর্যামিত্ব হেতু সকলের প্রেরণকর্তা হে পরমাত্মা)! তুমি এই ভবসাগরে একমাত্র উদ্ধারকর্তা, মুক্তিলিপ্সু জীবগণের দর্শনযোগ্য, জ্যোতিষ্কগণের সৃষ্টিকর্তা ; তুমিই দৃশ্যমান্ সকল পদার্থকে প্রকাশ করছ। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—হে পরমাত্মন! তুমিই এই জগতের স্রষ্টা, প্রকাশক ও উদ্ধারকর্তা)। [মন্ত্রটির সব পদই আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু রুচিবৈচিত্র্যে ভিন্নভাবে পরিণত। ভাষ্যকার অনুকূল পদ প্রয়োগ করেছেন ; কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেননি। তিনি লিখেছেন—'হে সূর্য! তুমি খুব বেগশালী ; যে পথে অপরে যেতে পারে না, তুমি সেখানে যেতে পারো।' সূর্যের বেগগামিত্ব যে সম্ভব নয়, এখানে তা তিনি লক্ষ্য করতে পারেননি। ভৌগোলিক দৃষ্টান্তে—সূর্য জড় ও স্থির, পৃথিবী গতিশীলা। উপনিষদ্‌চিন্তায় সকল বস্তুই এক চেতনের স্পন্দনে স্পন্দিত। সে পক্ষে 'তরণিঃ' পদের লক্ষ্য—আত্মা বা চেতন। কারণ, বেগগামিত্ব আত্মারই সম্ভব ; তাছাড়া অপরের এটি অসম্ভব। উপনিষদেই বলা হয়েছে—'তাঁর হাত নেই, কিন্তু সকল কর্মই যথানিয়মে সম্পন্ন করছেন ; তাঁর পা নেই, কিন্তু প্রবলবেগে অনন্ত বিশ্বে পরিভ্রমণ করছেন ; তার চক্ষু নেই তাহলেও তিনি বিশ্বদ্রষ্টা ; তাঁর কর্ণ নেই, তবু কিন্তু তিনি সর্বশ্রোতা।' সূর্য বলতে এখানে সেই আত্মাকেই বোঝাচ্ছে। আত্মা 'চেতন' বা 'অন্তর্যামী' এবং 'তরণিঃ' অর্থে বেগগামী, এটা স্বীকার করলেই ভাষ্যকারের ভাবের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু ভাষ্যকার তা লক্ষ্য করেননি এবং আত্মজ্যোতিঃ ভিন্ন যে জ্যোতিঃ নেই, তা চিন্তা করেননি। —'ন তত্র সূর্যো ভাতি.......'—সেখানে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারকা নেই, বিদ্যুৎ নেই, অগ্নি নেই, কেবল তাঁর দীপ্তি। তাঁর দীপ্তিতেই সকল দীপ্ত। আর তাঁর বিভায় নিখিল জগৎ বিভাত। —এ কি আকাশের সূর্য হ'তে পারে? এ মন্ত্র সেই ভূমারই লক্ষ্যস্থল। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিনরকম পীড়াকেই ; যেহেতু, মানুষ প্রতিনিয়ত এই ত্রিবিধ এই তিনরকম পীড়াকেই ; যেহেতু, মানুষ প্রতিনিয়ত এই ত্রিবিধ সন্তাপে সন্তপ্ত। একদিকে জন্মজরামৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ ; অপরদিকে সর্পভীতি, ব্যাঘ্রের দারুণ শঙ্কা ; আবার অন্যত্র ঝড়ঝঞ্ঝা ও বজ্রপাতের তীব্র শিহরণ। অতএব, তাপত্রয়ক্লিষ্ট ও সংসারযন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্তে সন্দহ্যমান মানব-হৃদয়ে আত্মবিকাশের অভিব্যক্তি দ্বারা চিরতরে নির্বেদলাভের জন্যই এ মন্ত্র 'আত্মাকে' লক্ষ্য ক'রে ধ্বনিত হচ্ছে। ঋকের সম্বোধ্য,—সর্বান্তর্যামিন্ সর্বপ্রেরক পরমাত্মন! —মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে—হে ভগবন! তুমি ভবব্যাধিরূপ দুস্তর সংসার-

সাগরের নিস্তারক! তুমি পর জ্যোতিঃ! তুমি সর্বপ্রতিষ্ঠাতা! তোমা হ'তেই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ পূর্ণদীপ্ত। তোমা হ'তেই এ বিশ্ব প্রকাশিত। তুমি হৃদয়-গগনে প্রকাশিত হও। জড়জগতের অন্ধকার যেমন সূর্যদীপ্তির ভয়ে কোন এক অতলস্পর্শী পর্বতগহ্বরে লুকিয়ে পড়ে, হে জ্যোতির্মূর্তে, তোমার পবিত্র প্রভায় আমার হৃদয়ে অজ্ঞান-অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূরীভূত হোক। পথের অনুসরণ করতে সামর্থ্য পাই। আলোকময়! —আলোক বিতরণ করো]।

১০। হে পরমাত্মন! যদিও আপনি বিশ্বব্যাপক ; তথাপি সত্ত্বভাবসম্পন্নের প্রতি গমন ক'রেই আপনি নিজের রূপ প্রকাশ করেন, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের প্রতি গমন করেই আপনি প্রকাশমান হন, এবং বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোকের (সত্ত্বভাবনিলয়ের) প্রতি গমন ক'রে সকলের প্রত্যক্ষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হন। (এই মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—যদিও ভগবান্ সমগ্র বিশ্ব ব্যেপে বিরাজমান, তথাপি সত্ত্ব-ভাব-সান্নিধ্যেই তিনি প্রকটীভূত হয়ে থাকেন)। [এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, 'বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোক' বলতে কি বোঝায়? সেই উপলক্ষ্যেই 'স্বঃ' পদের প্রতিবাক্য 'সত্ত্বভাবনিলয়ঃ' গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কি স্বর্গ নয়, যা সত্ত্বভাবের নিবাসস্থান? যেখানেই সত্ত্বভাব আছে, যেখানেই সত্যের জ্যোতিঃ স্ফূরিত হচ্ছে, যেখানেই সৎ ভিন্ন অসতের অস্তিত্ব নেই, সেই কি স্বর্গ নয়? সেই স্বর্গই বিশ্বব্যাপ্ত ; সে স্বর্গ কখনও সীমাবদ্ধ হ'তে পারে না। তোমার আমার সকলের হৃদয়ই স্বর্গ হ'তে পারে, যদি তা অসতের সংশ্রব পরিশূন্য হয়। —সর্বত্র সকলের সামনেই তিনি আছেন বটে, কিন্তু সর্বত্র সকলে তো তাঁকে দেখতে পায় না। এই মন্ত্র তাই অঙ্গুলি-নির্দেশে তাঁকে, তাঁর স্বরূপে আত্মপ্রকটের স্থানকে দেখিয়ে দিচ্ছে]।

১১। হে পবিত্রকারক! প্রাণিগণের ধারণ-পোষণকারী এই সংসারকে যে রকম প্রকাশ-শক্তির প্রভাবে যথাক্রমে প্রকাশ ক'রে আছেন, করুণা-বারিবর্ষক হে পরমাত্মন্, আপনার সেই প্রকাশ-শক্তিকে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার দিব্যজ্যোতিঃ এই প্রার্থনাকারী আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হোক)। [যাঁর সম্বোধনে মন্ত্রটি প্রযুক্ত, এই সামে তাঁকে 'পাবক' ও 'বরুণ' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। তাতে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বিষম সমস্যায় পড়েছেন। যদি ঐ দৃশ্যমান সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে মন্ত্র প্রবর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে তিনি 'পাবক' ও 'বরুণ' হবেন কিভাবে? ফলে তাঁরা 'পাবক' পদের অর্থ 'সর্বস্য শোধক' ও 'বরুণ' পদের অর্থ 'অনিষ্টানিবারক' ক'রে কোনরকমে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এরকম কল্পিত অর্থেও মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হয়নি। দৃশ্যমান সূর্য সম্পর্কে ঐ দু'টি সম্বোধনই যথাপ্রযুক্ত ব'লে মনে করা যায় না। বরং ব্রহ্ম-সম্বন্ধে, পরমাত্মা-সম্বন্ধে, ঐ দুই সম্বোধন প্রযোজ্য ব'লে মনে করলে ভাবসঙ্গতি অব্যাহত থাকে। তাঁকে সবরকম সম্বোধনেই সম্বোধন করা যায়। তিনি পাবক, তিনি বরুণ, তিনি সূর্য, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি আকাশ, তিনি বিশ্বমূর্তি, তিনি বিশ্বরূপ। তিনি—পাবক—পাপনাশক—পবিত্রকারক। তিনি—বরুণ-করুণাবারিবর্ষক। মন্ত্রের শেষভাগে প্রার্থনার একটু নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। এখানে ভগবানের সাকার ও নিরাকার দুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে। কিন্তু স্থূলশরীরী স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা, সহসা তাঁর সেই অপ্রকাশ অদৃশ্য নিরাকার অব্যক্ত অবস্থার ধারণা করতে পারি না। সাকারের মধ্য দিয়েই তাঁর নিরাকার ভাবের দিকে আমাদের অগ্রসর হ'তে হয়। এখানে তাই যেন বলা হচ্ছে—হে ভগবন্! আপনার প্রকাশ-শক্তি ভক্তরূপ আমাদের দেখাও। সেই রূপের ধারণা করতে করতে আমরা যেন তোমার দিব্যজ্যাতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত ক'রে দিতে পারি ; প্রাণ ভ'রে তোমায় দেখে নিতে পারি]।

১২। হে সর্বান্তর্যামিন্! তুমি এই বিস্তৃত রজোগুণাত্মক মর্ত্যভূমিকে, অন্তরীক্ষলোককে, এবং রাত্রির সাথে দিবাকে নিয়মিত ক'রে এবং সকল প্রাণীকে লক্ষ্য ক'রে দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত রয়েছ। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! তুমিই সর্বজগতের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা)। [সাধারণতঃ ত্রিগুণ ও ত্রিলোক। সত্ত্বগুণে স্বর্গ, রজোগুণে মর্ত্য, তমোগুণে পাতাল। যেখানে নিয়ত সুখ-শান্তি বিরাজিত তাই সত্ত্বভূমি বা স্বর্গলোক। যেখানে রাগদ্বেষ, অভাব ও লালসা, সেখানেই রজঃ বা মর্ত্যলোক। আর যেখানে বিষয়-স্পৃহা নেই, কার্য বা অকার্য নেই, কেবল জড়তা, তা-ই পাতাল বা অধোলোক বা নিম্ন অধম বা জড় অবস্থা। অতএব এই মন্ত্রের 'রজঃ' পদে রজোগুণাত্মক মর্ত্যলোক ও 'দ্যাং' পদে 'স্বর্গলোক' —এমন স্বতন্ত্রভাবে দু'টি অর্থ পরিগৃহীত হওয়াই উচিত]।

১৩। জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা, আমাদের কর্মরূপ যানের অথবা হৃদয়ের সৎ-ভাব-রক্ষয়িত্রী বহু বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তিকে অথবা কর্মশক্তিকে হৃদয়ে সংযুক্ত রেখেছেন ; সেই সকল কর্মশক্তির অথবা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান উন্মেষণের সাথে মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুকম্পায় আমরা যে বিশুদ্ধ কর্মশক্তিকে বা ইচ্ছাশক্তিকে লাভ ক'রি, সেই শক্তিই আমাদের ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে দেয়)। [এখানে 'সপ্ত' পদটি লক্ষ্যণীয়। যদিও ঐ পদে এই মন্ত্রে 'বহ্বীঃ' (বহু) প্রতিবাক্য প্রযুক্ত হয়েছে এবং তাতে কোনও আপত্তির কথা উঠতে পারে না, তথাপি ঐ পদে পূর্বের মন্ত্রে (৪র্থ অধ্যায়/১২শী দশতি/৭ম সাম) কথিত সেই দেহ ইত্যাদি সপ্ত উপাদানের প্রতিও লক্ষ্য আছে ব'লে মনে করা যেতে পারে। ভাব এই যে, দেহ ইত্যাদি সেই যে সাতটি 'শুন্ধ্যুবঃ' অর্থাৎ পরীক্ষায় বিশুদ্ধীকৃত সেই যে সাতটি মনুষ্যত্বের উপাদান—সেই সাতটিকে ভগবানই প্রদান করেন। ভগবানের অনুকম্পার প্রভাবেই আমাদের পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিশুদ্ধ হয়, ভগবানের অনুকম্পাতেই আমাদের পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিশুদ্ধতা লাভ করে ; ভগবানের অনুকম্পাতেই আমাদের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাঁর অনুকম্পা ভিন্ন শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নেই। অতএব 'অযুক্ত' থেকে 'নপত্র্যঃ' পর্যন্ত অংশের ভাব এই যে, 'ভগবান্ আমাদের দেহ ইত্যাদিকে যে বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রদান করেন, তার দ্বারা আমাদের কর্ম ও হৃদয় অব্যাহত থাকে—পতনের পথ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে।' মন্ত্রের শেষ পাদের 'তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ' অংশের ভাব এই যে,—ভগবানের অনুকম্পাপ্রাপ্ত সেই ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তিই আমাদের ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়]।

১৪। জ্ঞানময় (সর্বপ্রকাশ) দ্যোতমান্ (স্বপ্রকাশ) হে পরমাত্মন্! তেজঃস্বরূপ (দীপ্তিমান্) আপনাকে, জগৎসম্বন্ধকারক দেহ ইত্যাদি সপ্ত-উপাদান হৃদয়ে (কর্মমধ্যে) বহন ক'রে আনে। (ভাব এই যে,—সূর্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্য সম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে)। [মন্ত্রের যা প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তার ভাব এই যে,—'সাতটি ঘোড়ার রথে সূর্যকে বহন করে।' এইরকম অর্থে বেদমন্ত্রের যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তার মর্ম কিছুই অনুধাবন হয় না। 'সপ্ত হরিতঃ' পদ দু'টির অর্থ নিষ্কাষণ করতে হ'লে পূর্বাপর সামের 'সূর্য' পদটির লক্ষ্যস্থল জানতে হয়। এই সূর্য আকাশের সূর্য হ'লে তার আবার ছয় ঘোড়ার রথ কি? রূপকের অর্থ ধরলেও 'সূর্য' অর্থে আকাশের সূর্যই বা বলা হবে কেন? এবং 'পরমাত্মা'-ই বা বোঝা যাবে না কেন? বরং 'সূর্য' অর্থে 'পরমাত্মা' বুঝলে পূর্বাপর মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য থাকে। বুঝতে পারা যায়, রূপকালঙ্কারে এক সুষ্ঠু উপমার দ্বারা, এখানে পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে]।

— ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত —

●

কৌথুমী শাখা।

মহানাম্নী আর্চিক

এই মন্ত্রগুলির ঋষি—প্রজাপতি ॥ দেবতা—ত্রৈলোক্য-আত্মা ইন্দ্র॥ মন্ত্রসংখ্যা—১০ ॥

বিদা মঘবন্ বিদা গাতুমনুশংসিষো দিশঃ।
শিক্ষা শচীনাং পতে পূর্বাণাং পুরূবসো ॥ ১॥
আভিষ্টমভিষ্টিভিঃ স্বাহংতর্নাংশুঃ।
প্রচেতন প্রচেতয়েন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষে॥ ২॥
এবা হি শক্রো রায়ে বাজায় বজ্রিবঃ।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জস মংহিষ্ঠঃ বজ্রিন্নৃঞ্জস।
আ যাহি পিব মৎস্ব॥ ৩॥
বিদা রায়ে সুবীর্যং ভুবো বাজানাং পাতবর্শা অনু।
মংহিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জসে যঃ শবিষ্ঠঃ শূরানাম্॥ ৪॥
যো মংহিষ্ঠো মঘোনামংজুর্ন শোচিঃ।
চিকিত্বো অভি নো নযেন্দ্রো বিদে তমু স্তুহিঃ॥ ৫॥
ঈশে হি শক্রস্তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।
স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহৎ॥ ৬॥
ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।
স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ॥ ৭॥
পূর্বস্য যত্তে অদ্রিবোংশুর্মদায়।
সুম্ন আ ধেহি নো বসো পূর্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে।
বশী হি শক্রো নূনং তন্নব্যং সন্যসে ॥ ৮॥
প্রভো জনস্য বৃত্রহন্ৎসমর্যেষু ব্রবাবহৈ।
শূরো যো গোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ॥ ৯॥
(পঞ্চ পুরীষদপদ)॥
এবাহ্যেংহ৩ইং৩ইং৩ব।
এবা হ্যগ্নে। এবাহীন্দ্র।
এবা হি পূষন্।
এবা হি দেবাঃ। ওঁ এবাহি দেবাঃ॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ—১/২/৩ পরমধনদাতা হে দেব! আপনি সর্বজ্ঞ ; আপনার জন্য উচ্চারিত আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন, আমাদের সৎ-মার্গ প্রদর্শন করুন ; প্রভূত সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-প্রদাতা পরমধনদাতা হে দেব! আমাদের কৃত প্রার্থনায় প্রীত হয়ে আপনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন ; সর্বজ্ঞ হে দেব! দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন আপনি আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন করুন ; আপনিই নিশ্চিতরূপে ধনদানে সমর্থ, আমাদের দিব্যজ্যোতিঃ এবং সিদ্ধি প্রদান করুন ; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদের ধনদান এবং শক্তিদানের জন্য প্রসন্ন হোন ; মহাশক্তিসম্পন্ন রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদের পরমধনপ্রদানে সমৃদ্ধ করুন ; পরমধনদাতা রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদের পরমধন প্রদান করুন ; হে দেব! প্রীত হয়ে আগমন করুন এবং আমাদের হৃদয়স্থিত সৎ-ভাব-রূপ অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আপনি আমাদের সৎকর্মসাধনসমর্থ করুন ; আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমধন মোক্ষ দান করুন)। [মহানাম্নী আর্চিকের মোট দশটি মন্ত্র চারভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনভাগে তিনটি ক'রে ন'টি এবং চতুর্থ ভাগে একটি মন্ত্র আছে। প্রথম তিনটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি মন্ত্রকে একটি বৃহৎ মন্ত্র বলা যেতে পারে। তিনটির ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক করা যায় না। ভাষ্যকারও তিনটি মন্ত্রকে একত্র ব্যাখ্যা করেছেন। মন্ত্রটি শফরী ছন্দে গ্রথিত। এ সম্বন্ধে যে বিবাদ বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে, তা সায়ণ-ভাষ্যে উল্লেখিত আছে।—তিনটি মন্ত্রই প্রার্থনামূলক ; তিনটিই একসুরে বাঁধা। পরাজ্ঞান লাভের জন্য, সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য লাভের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনাই এ তিন মন্ত্রের মর্মার্থ। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্য ইত্যাদির সাথে আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটেনি। ভগবান্ পরমধনদাতা, তিনি সর্বজ্ঞ তিনি মানুষের সৎ-মার্গ-প্রদর্শক ও রিপুর আক্রমণ হ'তে রক্ষাকারী—এই সত্যই মন্ত্রে প্রকটিত হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতই মানুষ ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হ'তে চায়—'পিব' পদে ঐ ভাবেরই দ্যোতনা দেখতে পাই। অন্যান্য বিষয় মন্ত্রার্থেই প্রকটিত। —মহানাম্নী-আর্চিক, ছন্দ-আর্চিক বা উত্তর-আর্চিকের মধ্যে পাওয়া যায় না। সর্বত্রই মহানাম্নী আর্চিক একটু স্বতন্ত্রভাবে ছন্দার্চিকের শেষ এবং উত্তরার্চিকের পূর্বে পরিদৃষ্ট হয়। আরণ্যগানেও এটি পরিশিষ্টভাবে প্রদত্ত হয়েছে]। [এই তিনটি মন্ত্রের একটি গেয়গান আছে]।

৪/৫/৬—হে ভগবন্! সর্বশক্তিসম্পন্ন আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের পরমধন লাভের জন্য আত্মশক্তি প্রদান করুন ; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! যিনি পরমধনদাতা, সর্বশক্তিমান্ সেই আপনি আমাদের পরমধন দানে প্রবৃদ্ধ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। হে আমার মন! পরমজ্যোতির্ময় যে বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা ধনসম্পন্নদের পরমধনদাতা, যিনি সর্বজ্ঞ সেই দেবতাকেই আরাধনা করো। সর্বজ্ঞ হে ভগবন্! আপনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। শত্রুনাশক দেবতাই সকলের প্রভু হন ; চিরজয়ী অপ্রতিহতশক্তি সেই দেবতাকে শত্রুর কবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য আমরা যেন আরাধনা ক'রি ; সেই পরমদেবতা আমাদের রিপুদের বিনাশ করুন ; আমাদের সৎকর্ম প্রার্থনা ইত্যাদি সত্যজ্ঞান মহৎ হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী করুন, আমাদের পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করুন)। [চতুর্থ মন্ত্রটি সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদের সাথেও আমাদের বিশেষ কোন

অনৈক্য নেই। ভগবান্ পরমধনদাতা। তাঁর কৃপাতেই মানুষ নিজের কাম্যবস্তু লাভ করতে পারে। তা লাভ করবার জন্য ভগবানের চরণে একান্তভাবে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তিনি 'শূরাণাং শবিষ্ঠঃ'। তাঁর তুল্য শক্তিশালী আর কেউ নেই। আর থাকবেই বা কিভাবে? তাঁর শক্তির কণা পেয়ে অন্য সকল শক্তিশালী হয়। সুতরাং শক্তির সেই আদি প্রস্রবণের সাথে শক্তির প্রতিযোগিতায় কে সমর্থ হবে? ভগবানের এই সর্বশক্তিমত্তা মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হয়েছে। তাঁর ইচ্ছায় বিশ্ব পরিচালিত হয়, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষকে পরমধনের অধিকারী করতে পারেন। সেইজন্য তাঁর চরণে প্রার্থনা করা হয়েছে। —পঞ্চম মন্ত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে—আত্ম-উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে প্রার্থনা। প্রথমে সাধক নিজের হৃদয়কেই ভগবৎপরায়ণ হবার জন্য উদ্বোধিত করছেন। তাই আমরা একবচনান্ত 'স্তুহি' পদ দেখতে পাই। তারপরেই প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় বিশ্বজনীন ভাব পরিদৃষ্ট হয়। আত্ম-উদ্বোধনের পরেই সাধক বিশ্ববাসী সকলের জন্য প্রার্থনা করছেন। বিশ্বের সকলেই যেন পরমধনের অধিকারী হয়, কেউই যেন ভগবানের কৃপায় বঞ্চিত না হয়। তিনিই একমাত্র ধনদাতা। তাঁরই কুবেরভাণ্ডার হ'তে মানুষ নিজের অভীষ্ট ধন লাভ করে। সূর্যের আলোক পেয়ে যেমন চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ উপগ্রহ আলোকময় হয়, তেমনি জগতে যাঁরা জ্ঞানী অথবা পরমার্থপরায়ণ তাঁরা সেই অসীম ধনসম্পন্ন ভগবানের কৃপাতেই সেই ধনের অধিকারী হন। তাই তিনি 'মঘোনাং মংহিষ্ঠো'। সেই পরম দেবতার কাছেই মহাধন লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। —ষষ্ঠ মন্ত্রটি চারভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য, দ্বিতীয় ভাগে আত্ম-উদ্বোধনমূলক প্রার্থনা এবং শেষ দু'টি অংশে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ শত্রুনাশক। তাঁর শত্রু? তিনি তো অজাতশত্রু। দুর্বল মানুষকে রিপুকবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য তাঁকে রিপুসংগ্রামে অগ্রসর হ'তে হয়। তাঁর কৃপায় মানুষের রিপুগণ পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের এই শত্রুনাশী সত্যই পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সেই শত্রুনিসূদন দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য আত্ম-উদ্বোধনা আছে। 'আমরা যেন পাপতাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সেই পরমদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রি, তাঁর চরণে যেন আমাদের কামনা-বাসনা নিবেদন করতে পারি। তিনিই মানুষের একমাত্র বন্ধু, তাঁর কৃপাতেই মানুষ ভীষণ রিপুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তাঁর গুণগানে আমরা যেন আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হই।' এই আত্ম-উদ্বোধনের পরেই আছে প্রার্থনা। —সেই মহান্ দেবতা কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন এবং আমাদের রিপুদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমাদের হৃদয়কে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করুন—যেন আমরা সব কিছু পরিত্যাগ ক'রে তাঁরই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি। তাঁর কৃপায় যেন আমরা মহৎ থেকে মহত্তর, উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন লাভ করতে পারি]। [এই ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রের একটি গেয়গান আছে]।

৭/৮/৯—চিরজয়ী অপ্রতিহতশক্তি বলাধিপতি দেবতাকে পরমধন লাভের জন্য আমরা আরাধনা করছি ; তিনি আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক প্রার্থনাকারী আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন)। রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব। আদিভূত আপনার যে জ্ঞানজ্যোতিঃ তা পরমানন্দলাভের জন্য আমাদের প্রদান করুন ; সর্বশক্তিমান্ হে দেব। আপনার ধনদানকে সকলে প্রার্থনা করে ; আমাদের পরমধন প্রদান করুন ; শত্রুনাশক দেবতা নিশ্চিতই সকলের নিয়ন্তা হন ; চিরনবীন সেই দেবতাকে আমরা যেন ভজনা করি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; ভগবান্ আমাদের পরমধন

প্রদান করুন)। সর্বলোকের স্বামী পাপনাশক হে দেব! সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আমি যেন আপনার সাথে মিলিত হ'তে পারি ; অদ্বিতীয় পরমশক্তিসম্পন্ন যে দেবতা জ্ঞানদানে সাধককে প্রাপ্ত হন, সেই দেবতা আমাদের পরমসুখদায়ক সখীভূত হয়ে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবান্‌কে লাভ করতে পারি ; তিনি কৃপাপূর্বক আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [৭ম মন্ত্রটি পূর্ব (অর্থাৎ ষষ্ঠ) মন্ত্রেরই অনুরূপ। এই মন্ত্রে পরমধনলাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রের শেষাংশে রিপুজয়ের প্রার্থনা দু'বার উক্ত হয়েছে। এই পুনরুক্তি সাধক-অন্তরের ব্যাকুলতার পরিচায়ক মাত্র। ৮ম মন্ত্রটির মধ্যে প্রার্থনা, উদ্বোধন এবং নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক—এই তিনেরই সমাবেশ ঘটেছে। ভগবানই বিশ্বের নিয়ন্তা, তাঁর আদেশে চন্দ্র-সূর্য জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। বায়ু মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ; তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। তিনিই অনন্ত ; তিনি চিরনবীন, তিনি চিরপুরাতন। সেই পরমদেবতার কাছেই পরমধন ও মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ সাধক নিজের হৃদয়কে ভগবৎপরায়ণ হবার জন্য উদ্বোধিত করছেন। এই আত্ম-উদ্বোধনের পর প্রার্থনা। 'ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের রিপুনাশ করুন, আমাদের তাঁর অমৃতের অধিকারী করুন।' এটাই প্রার্থনার সারমর্ম। ৯ম মন্ত্রে ভগবানের সাথে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সৎকর্ম সাধনের দ্বারা ভগবানের চরণে পৌঁছাতে পারি। মানুষ তাঁর কাছ থেকে এসেছে। আবার তাঁর চরণেই বিলয় প্রাপ্ত হবে। যতদিন-পর্যন্ত সে নিজের চারদিকের মোহমায়ার বেড়াজাল ছিন্ন করতে না পারে, সেই পর্যন্ত সে নিজেকে ভ্রান্তপথে চালনা ক'রে ভগবান্ থেকে দূরে চলে যায়। মোহের উপর মোহ আসে, মায়ার বন্ধন দৃঢ়তর হয়। অজ্ঞানতার বশে সে এই পান্থনিবাসকেই নিজের চিরস্থায়ী আবাসরূপে কল্পনা ক'রে নিজের মুক্তি সুদূর পরাহত ক'রে তোলে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন তাঁর হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার হয়, যখন সে নিজের ভ্রম ক্রমশঃ বুঝতে আরম্ভ করে, তখন সেই চিরস্থায়ী আবাস-গৃহে (ঈশ্বর সন্নিধানে) যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই ভগবান্‌কে ডাকে, 'ওগো দয়াময়। আর কতদিন এই প্রবাসে রাখবে? এবার নিজের আলয়ে ফিরিয়ে নাও, তোমার কোলে তুলে স্থান দাও। আর কতদিনে তোমার কোলছাড়া হয়ে এই বিপদসঙ্কুল পুরবাস থেকে তোমার স্নেহনীড়ে ফিরে যাব? তা কত দিনে?—প্রতীক্ষা। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় মানুষের চিত্ত অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ভব-কাণ্ডারীর কৃপালাভ না হ'লে তো মানুষ নিজের ইচ্ছায় তাঁর চরণে পৌঁছাতে পারে না। তাই প্রতীক্ষা! তাই এ ব্যাকুল প্রার্থনা]। [এই ৭ম, ৮ম ও ৯ম সামের একটিমাত্র গেয়গান আছে]।

১০। হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; হে জ্ঞানদেব! আগমন করুন ; হে পরমৈশ্বর্যশালী দেবতা! আগমন করুন ; হে দেবভাবসমূহ! আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [পূর্ব (অর্থাৎ ৯ম) মন্ত্রের মতো এই মন্ত্রের সাধকের আন্তরিক ব্যাকুলতা তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাধক-গায়ক বিভিন্ন নামে ভগবান্‌কে ডাকছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, পূষণ, সর্বদেবাঃ—সকলেই এক দেবতাকে লক্ষ্য করে। এই ক্ষেত্রে ভাষ্যকারও স্বীকার করেছেন যে, এই সব বিভিন্ন নামধারী দেবতা সেই একই ইন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের মতে, —এই ইন্দ্র আবার সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই প্রতীক। এখানে মা-হারা শিশুর মাকে অন্বেষণের ব্যাকুলতা সাধকের ঈশ্বরাহ্বানের সাথে একীভূত হয়ে গেছে]। [এই মন্ত্রটির একটি গেয়গান আছে]।

সামবেদ
সংহিতা
হরফ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চিক—প্রথম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৩/৮-১০/১৫-১৯, পবমান সোম ; ৪/২০/২১/ অগ্নি ; ৫ মিত্র ও বরুণ ; ৬/১১-১৪/২২/২৩ ইন্দ্র ; ৭ ইন্দ্র ও অগ্নি॥
ছন্দ—১-৮/১২/১৫/২১ গায়ত্রী ; ৯/১১/১৪/২০ বৃহতী প্রগাথ ; ১০ ত্রিষ্টুপ ; ১৩ প্রাগাথ ; ১৬/২২ কাকুভ প্রগাথ ; ১৭ উষ্ণিক্ ; ১৮ অনুষ্টুপ ; ১৯ জগতী ; ২৩ উষ্ণিক, ককুপ্, পুর উষ্ণিক্॥
ঋষি—১ অসিত কাশ্যপ বা দেবল ; ২ কশ্যপ মারীচ ; ৩ শত বৈখানস আঙ্গিরস ; ৪/২১ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৫ বিশ্বামিত্র গাথিন অথবা জমদগ্নি ভার্গব ; ৬ ইরিম্বিঠি কাণ্ব ; ৭ বিশ্বামিত্র গাথিন ; ৮ অমহীয়ু আঙ্গিরস ; ৯ সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, কশ্যপ মারীচ, গৌতম রাহুগণ, অত্রি ভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব এবং বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি) ; ১০ উশনা কাব্য ; ১১ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ১২ বামদেব গৌতম ; ১৩ নোধা গৌতম ; ১৪ কলি প্রাগাথ ; ১৫ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ; ১৬ গৌরবীতি শাক্ত্য ; ১৭ অগ্নিচাক্ষুষ ; ১৮ আন্ধীগু শ্যাবাশ্বি ; ১৯ কবি ভার্গব ; ২০ শংযু বার্হস্পত্য ; ২২ সৌভরি কাণ্ব ; ২৩ নৃমেধ আঙ্গিরস॥

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১).

উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে।
অভি দেবান্ ইয়ক্ষতে॥ ১॥
অভি তে মধুনা পয়োঽথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ।
দেবং দেবায় দেবয়ু॥ ২॥
স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে।।
শং রাজন্নোষধীভ্যঃ॥৩ ॥

(সূক্ত ২)

দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা।
সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ॥ ১॥
হিন্বানো হেতৃভির্হিত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ।
সীদন্তো বনুষো যথা॥ ২॥
ঋধক্‌সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবা কবে।
পবস্ব সূর্যো দৃশে॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

পবমানস্য তে কবে বাজিন্‌ৎসর্গা অসৃক্ষত।
অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ॥ ১॥
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে।
অবাবশন্ত ধীতয়ঃ॥ ২॥
অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ।
অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—সৎকর্মের নেতা হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহ! দেবভাবপ্রাপক, পবিত্রকারক, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রার্থনা করো। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। [চিত্তবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম বা অসৎকর্ম সম্পাদন করে। যার চিত্তবৃত্তি যেমনভাবে গঠিত, সে সেই অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। সৎকর্মের পথে চলবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিই প্রধান সহায়। তাই চিত্তবৃত্তিকে সৎকর্মের নেতা বলা হয়েছে। আর এই চিত্তবৃত্তি কর্মের নেতা ব'লেই তাকে উদ্বোধিত করা হয়েছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হলেই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, পবিত্রতা লাভ করে। এই পবিত্রতা মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। তাই মন্ত্রে পবিত্রতার প্রধান কারণস্বরূপ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। [এই মন্ত্রটি উত্তরার্চিকেরই ২য় অধ্যায়ের ৫ম দশতির ১৮শ সূক্তের ৩য় সাম]।

১/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দেবভাবযুক্ত, দেবত্বপ্রাপক আপনাকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অমৃতের সাথে সংমিশ্রিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অমৃত লাভ করেন)। [সত্ত্বভাব হৃদয়ে জাগরিত হ'লে মানুষ অমৃতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে এবং হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ হওয়ায় দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করে। সত্ত্বভাবের সাথে অমৃত প্রাপ্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। মানুষ যখন বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারেন, তখন তাঁর পক্ষে অমৃতত্ব লাভ আয়াসসাধ্য হয় না, অর্থাৎ সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই অমৃতত্বের পথে মানুষকে পরিচালনা করে। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সেই পন্থাই গ্রহণ করেন]।

১/৩—হে বিশ্বস্বামিন (অথবা, হে জ্যোতির্ময় দেব!) আপনি আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন ; আপনি আমাদের জ্ঞানলাভের জন্য মঙ্গলকর হোন ; বিশ্ববাসী সকলের হিতের জন্য মঙ্গলকর হোন ; আমাদের পাপ নাশের জন্য মঙ্গলকর হোন এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মঙ্গলকর হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের সর্বমঙ্গল সাধন করুন)। [ভগবান্ মঙ্গলময়।

তাঁর মঙ্গলময় বিধানে বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বিশ্বের অধীশ্বর, তাঁর বিশ্বমঙ্গলনীতি বশেই জগৎ বিধৃত আছে, ধ্বংস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তিনি 'শিবং'। তাঁর মঙ্গলময় প্রভাবে মানুষ মঙ্গলের পথে চরম কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়। তাই সেই মঙ্গলময়ের চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামের একটি গেয়গান আছে]।

২/১—ভগবানের কৃপায় এবং শক্তিসমন্বিত ঐকান্তিক প্রার্থনায় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পরাজ্ঞানযুক্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তি পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [এই মন্ত্রটির একটি প্রচলিত ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অন্য রূপ পরিগ্রহ করেছে, দেখা যায়।—'শুক্লবর্ণ সোমরসসকল অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপ পরিগ্রহ পূর্বক এবং ধারা সহযোগে শব্দ করতে করতে ক্ষীরের সাথে গিয়ে মিলিত হচ্ছে।' কিন্তু ভাষ্যকার ও অপর অনুবাদকার যে কৈফিয়ৎ-ই দিন না কেন, 'শুক্রাঃ' পদের অর্থ শ্বেতবর্ণ হ'লেও, এই শ্বেতবর্ণ অর্থে বিশুদ্ধতাই বোঝায় এবং 'সোমাঃ' কখনই সোমরস (মাদকদ্রব্য) হ'তে পারে না ; কারণ সোমরসকে তো কোথাও শুক্লবর্ণ বলা হয়নি! আসলে, মূলেই গলদ রয়েছে। বেদে উল্লেখিত 'সোম' বলতে কোন মাদক দ্রব্য বোঝায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ তাই নানারকম কৈফিয়ৎ দিয়েও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি]।

২/২—দুর্বল মানুষ প্রার্থনার দ্বারা যে আত্মশক্তি লাভ করে, পরমশক্তি সম্পন্ন দেবতা প্রীতিযুক্ত এবং হিতকারক হয়ে দুর্বল আমাদের সেই আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক প্রার্থনাকারী আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেও অনৈক্য দেখা যায়। আমাদের ব্যাখ্যার সাথেও কারও সম্পূর্ণ মিল হয়নি। প্রচলিত একটি অনুবাদ—'যেমন যোদ্ধারা (বিপক্ষদের দর্শন পরিহারের জন্য) বসতে বসতে (গুড়ি মেরে) গিয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করে, তেমনই দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করলেন, কারণ যাঁরা তাঁকে প্রস্তুত করেন তাঁরা তাঁকে চালিয়ে দিলেন।' প্রধানতঃ 'সীদন্ত বনুষঃ যথা' পদ তিনটি থেকেই অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষ্যেও যুদ্ধের উপমার একটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদ সেই ক্ষীণ আভাষকে অনেক দূর অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। অথচ তাঁদের ব্যাখ্যা মতোই সোমরসের কল্পনা করলেও, সেই সোমরস কার সাথে কেমনভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপর ঐ ব্যাখ্যায় 'দ্রুতগামী' এবং 'সতর্কভাবে' পদ দু'টি কোথা থেকে এল, তা-ও বোঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এত কষ্ট-কল্পনার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। দুর্বল মানুষ ভগবানের কাছে শক্তি প্রার্থনা করছেন—এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ। 'বনুষঃ' এবং 'অক্রমীৎ' পদ দু'টি একবচনান্ত। তাই 'বনুষঃ' পদের বিশেষণে 'সীদন্তঃ' পদের একবচনান্ত অর্থ করাই সঙ্গত]।

২/৩—সর্বজ্ঞ হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্ব-তন্ত্র (অথবা দীপ্তিমান্) সর্বত্র বিদ্যমান্ পরমজ্যোতির্ময় আপনি আমাদের দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য এবং পরম কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট হ'তে আগমন ক'রে আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা যেন পরমকল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি অনেকস্থলে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রকৃত অর্থে—ভগবানের নিকট হ'তেই সত্ত্বভাব আসে। সেই সত্ত্বভাব লাভ করলে মানুষের দিব্যভাব বিকশিত হয়, —পরম কল্যাণের পথে মানুষ অগ্রসর হয়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মাহাত্ম্য কীর্তন ও তা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্র গ্রথিত একটি গেয়গান আছে]।

৩/১—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিসম্পন্ন হে দেব! আত্মশক্তিকামী সৎকর্মসাধকগণ যেমন তাঁদের হৃদয়ে

অমৃতধারা সৃজন করেন, তেমনই পবিত্রকারক আপনার অমৃতধারা আপনি আমাদের হৃদয়ে উৎপাদন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতত্ব প্রদান করুন)। অথবা—

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমন্ হে দেব! আত্মশক্তিকামী পাপী যেমন পাপমার্গ পরিত্যাগ করে, তেমন আপনি পবিত্রকারক আপনার অমৃতের ধারা পরিত্যাগ করুন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [এখানে দু'টি ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে ; দু'রকম অন্বয়ে দু'রকম অনুবাদেই মূলভাব এক। দু'টিতেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেমন,—'হে সৎকর্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এমনভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকে, যেমন, ঘোটকগণ অন্ন-আহরণ করবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হয়ে থাকে।' এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যেরও ঐক্য নেই। যেমন,—'........ ঘোটকগণ অন্ন-আহরণ..........ধাবিত হয়ে থাকে'—অর্থ ভাষ্যানুগত নয়, সঙ্গতও নয়]।

৩/২—ধীসম্পন্নব্যক্তিগণ অমৃতপ্রবাহ তাঁদের হৃদয়ে কামনা করেন ; তাঁরা নিত্যজ্ঞান লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সাধকেরা অমৃত এবং পরাজ্ঞান লাভ করেন। [যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরাই মঙ্গলের পথে নিজেকে পরিচালনা করেন। তাঁদের হৃদয়ে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা পূর্ণ করবার উপায়ও অবলম্বন করেন। নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত করেন, সৎপথে চলেন, সৎ-চিন্তায় নিজের হৃদয়কে মনকে পবিত্র করেন। সুতরাং তাঁদের সেই পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। যিনি যেমন ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁর হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের মূলনীতির বিরোধী না হ'লে ভগবান্ তা পূর্ণ করেন। যাঁরা সাধক, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা চরম মঙ্গলজনক অমৃত প্রার্থনা করেন এবং ভগবানের কৃপায় তা প্রাপ্ত হন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হয়েছে]।

৩/৩ জ্ঞানপ্রবাহ যেমন অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, এবং জ্ঞান যেমন সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়, তেমন সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [এই মন্ত্রের মধ্যে দু'টি উপমা পরিদৃষ্ট হয়। 'গাবঃ' এবং 'ধেনবঃ' পদ দু'টি একার্থক। সুতরাং 'গাবঃ ন ধেনবঃ' পদে একটি মাত্র উপমা বোঝায় না। ভাষ্যকার ঐ পদগুলির দ্বারা একটি উপমা প্রকাশ করতে গিয়ে কষ্ট কল্পনার অবতারণা করেছেন। কিন্তু 'গাবঃ ন' এবং 'ধেনবঃ ন' এই দু'টি উপমা স্বীকার করলে এত কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না। সাধক নিজের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছেন এবং সেই প্রাপ্তির স্বরূপ বোঝাবার জন্য দু'টি উপমা ব্যবহার করেছেন। 'জ্ঞান প্রবাহ যেমন অমৃত সমূহকে প্রাপ্ত হয়'—এটি জ্ঞান ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। সেই জ্ঞানধারা সাধকের হৃদয়কেও শীতল ও সরস করে। তাই যাতে প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে এই উভয় ভাবের মিলন হ'তে পারে, তিনি সেই জন্যই প্রার্থনা করেছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিণতিবশেই জ্ঞান যেন তাঁর হৃদয়ে উপজিত হয়। মন্ত্রে এই প্রার্থনাই দেখা যায়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একটি গেয়গান আছে]।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ১॥
তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি।
বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠয়॥ ২॥
স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা দেব বিবাসসি।
বৃহদগ্নে সুবীর্যম্॥ ৩॥

(সূক্ত ৫)

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥ ১॥
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা॥ ২॥
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্।
পাতং সোমমৃতাবৃধা॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
এদং বর্হিঃ সদো মম॥ ১॥
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা।
উপ বহ্মাণি নঃ শৃণু॥ ২॥
ব্রহ্মাণস্ত্বা যুজা বয়ং সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ।
সুতাবন্তো হবামহে॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্।
অস্য পাতং ধিয়েষিতা॥ ১॥
ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ।
অয়া পাতমিমং সুতম্॥ ২॥
ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে।
তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্বব্যাপিন্ হে জ্ঞানদেব। আমাদের কর্তৃক স্তুত হয়ে অর্থাৎ অনুসৃত হয়ে যজ্ঞাংশ-গ্রহণের নিমিত্ত—আমাদের কর্মের সাথে মিলনের জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের কর্মসকলকে দেবভাব-সমন্বিত করবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন ; দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বাতা হয়ে, বিস্তীর্ণদর্ভে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে উপবেশন করুন—অবস্থান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি সর্বব্যাপী ; আমাদের মধ্যে প্রকটিত হোন ; আমাদের দেবভাবসমন্বিত করুন)। [বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে সব সামমন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হ'তে পারে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রে ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাবও পৃথক ভাবে এবং একযোগে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পেতে পারে। —তিন শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তিন ভাবে এই মন্ত্রের মর্ম গ্রহণ করতে পারেন। কেউ মনে করতে পারেন, অগ্নি একজন ঋষি ছিলেন ; দেবগণের কাছে তাঁর গতিবিধি ছিল ; তাঁকে হোতৃপদে বরণ করলে তাঁর দ্বারা যজমানের প্রার্থনা দেবসমীপে পৌঁছাতে পারত। কোনও রাজার সাথে বা কোনও বড়লোকের সাথে পরিচিত হ'তে হ'লে এবং তাঁর অনুগ্রহ পেতে হ'লে, সময় সময় যেমন একজন মধ্যস্থের প্রয়োজন হয়, অগ্নিদেব যেন সেই মধ্যস্থ-স্থানীয় ছিলেন। মন্ত্রে তাই তাঁর উপাসনা। —সাধারণ যাজ্ঞিকগণ মনে করতে পারেন,—তাঁদের সামনে যে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিকুণ্ড, তারই মধ্যে অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান হয়েছে ; ঐ অগ্নিদেব পৌঁছিয়ে দেবেন। এ ক্ষেত্রে অগ্নিদেব যে কখনও মূর্তিমান প্রকাশ পেয়েছিলেন, তা অনুভব ক'রে নিতে হয়। কারণ, তাঁর সেই প্রকাশের বিষয় পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত থাকলেও কলির মানুষ কেউ দেখেছেন ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে ভাব অনুভাবনার বিষয় মাত্র। —অন্য এক শ্রেণীর সাধক অগ্নিদেবকে আর এক মূর্তিতে দর্শন ক'রে থাকেন। সায়ণ যে 'অগ্নে' শব্দের প্রতিবাক্যে 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট' পদ প্রয়োগ ক'রে গেছেন, তাঁদের অনুভাবনায় ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। তাঁরা দেখতে পান, বুঝতে পারেন—সত্যই অগ্নিদেব 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট'। যিনি সর্বত্রগতিশীল, অর্থাৎ যাঁতে সর্বব্যাপকত্ব ভাব আসে, ঐ পদে তাঁকেই বুঝতে পারা যায়। জ্যোতিরূপে, তেজোরূপে, অগ্নিরূপে প্রকাশমান ভগবৎ বিভূতি যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সে দৃষ্টিতে তা-ই প্রতিপন্ন হয়। 'বিতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। মনুষ্যভাবে ভাবতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহারের বিষয় মনে আসে ; যজ্ঞপক্ষে দেখতে গেলে, চরুপুরোডাশ ইত্যাদি ভক্ষণের ভাব মনে উদয় হয় ; আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করতে গেলে, বুঝতে পারা যায়, তাঁদের ভক্তিসুধা পান করবার জন্য যেন তাঁরা ভগবানকে আহ্বান করছেন। এ পক্ষে আমাদের ভাব এই যে, কর্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করার আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। 'হব্যদাতয়ে' পদেও ঐরকম নানা ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম পক্ষের সম্বন্ধে মনুষ্যরূপ বা ঋষিরূপ দেবমধ্যস্থকারীকে পূজোপহার প্রদান অর্থ সূচিত করে। যাজ্ঞিক বিশ্বাস করেন, তাঁর প্রদত্ত আহবনীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমুখেই দেবসমীপে সংবাহিত হচ্ছে। তৃতীয় স্তরের সাধক বুঝছেন,—'ভগবানের অনুগ্রহের উপর সবই নির্ভর করছে। আমরা যে দেবতার উদ্দেশে হবিষ্য ইত্যাদি প্রদান ক'রি, সে সামগ্রীর গ্রহণ ইত্যাদির কর্তাও তিনি, প্রদানের কর্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁরই উপর। তিনি এসে যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন ; তা হ'লেও সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেউ নেই, হবিঃ-দানকর্তাও কেউ নেই।' তাই দীনতা

জানিয়ে সাধক যেন বলছেন —হে দেব! এস ; আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ ক'রো ; আর আমার হৃদয়-সঞ্জাত ভক্তিসুধা গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতকৃতার্থ করো। জানি, তুমি এক, তুমিই অনন্ত। কিন্তু দেখতে পাই, তুমি অসংখ্য অনন্ত রূপে বিরাজমান। তাই এক ভেবেও পূজা করছি। আবার বহুর পূজাও তুমি প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সৎ-গুণ ও সৎ-ভাবরূপ কুশ-আসন আস্তীর্ণ ক'রে রেখেছি। এস, তার উপরে উপবেশন করো।'—'বর্হিষি নিসৎসি' পদদু'টিতে, সাধারণ দৃষ্টিতে কুশ-আসনে উপবেশন ; যজ্ঞপক্ষে মানসনেত্রে যজ্ঞস্থলে কুশ-আসনে উপবেশন, দর্শন ; এবং সাধনার পক্ষে হৃদয়দেশে সৎ-বৃত্তির মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান—বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের ব্যাখ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, কর্মকে জ্ঞানসমন্বিত বা দেবভাবমণ্ডিত করবার কামনাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের প্রথম অধ্যায়ের (আগ্নেয়পর্বের) প্রথমেই আছে, অর্থাৎ এটি সামবেদের প্রথম মন্ত্র। উত্তরার্চিকে এই খণ্ডের দ্বাদশটি মন্ত্রের কোন গেয়গান নেই]।

৪/২—জ্যোতির্ময় হে দেব! প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যেন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই ; নবজীবনপ্রদাতঃ হে দেব! আপনি অমৃতের সাথে সর্বতোভাবে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [দু'ভাগে বিভক্ত এই মন্ত্রটির উভয় অংশেই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথম প্রার্থনাটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। সৎকর্মসাধনের দ্বারা হৃদয়-মন পবিত্র হ'লে সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তাই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন সৎকর্মসাধনে সমর্থ হই এবং তার দ্বারা যেন আমাদের হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রস্তুত করতে পারি। —কিন্তু মানুষের ইচ্ছা দ্বারাই সকল কার্য সম্পাদন হয় না। তার জন্য তাঁর কৃপা চাই। সেই কৃপা লাভের জন্য, মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এটি শুক্লযজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় কণ্ডিকাতেও আছে]।

৪/৩—হে জ্ঞানদেব! আপনি মহৎ আকাঙ্ক্ষণীয় আত্মশক্তিকারক প্রভূত পরিমাণ পরমধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে দেব অগ্নি! তুমি আমাদের প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি সহকারে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান করো।' মূলমন্ত্রে পুত্রপৌত্রাদির কোন উল্লেখ নেই। —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৫/১—শোভনকর্মযুক্ত (সৎকর্মপ্রাপক) হে মিত্রবরুণ দেবতাদ্বয়! (মিত্রস্থানীয় আর অভীষ্টপূরক সেই দেবদ্বয়) আমাদের জ্ঞানমার্গকে অথবা নিবাসস্থানকে শুদ্ধসত্ত্বের অথবা ভক্তিরসের দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চন করুন ; আর রজোভাবসমূহকে অথবা পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহকে অমৃতের দ্বারা (মধুর রসের দ্বারা) অভিসিঞ্চন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! মিত্ররূপে করুণাবারিবর্ষণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আমাদের শান্তি দান করুন)। [এই মন্ত্রের মিত্র ও বরুণ যুগ্ম দেবতার সম্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। দেবতা মিত্র ; দেবতা বরুণ। ভাব এই যে,—দেবতা মিত্ররূপে আসুন—দেবতা অভীষ্টপূরক হোন। (মিত্র বা বরুণ স্বতন্ত্র দুই দেবতা নন। মানুষের কাছে মিত্ররূপে আবির্ভূত বা মানুষের অভীষ্টপূরণকারী রূপে আবির্ভূত সেই এক ও অদ্বিতীয় ভগবানেরই দুই বিভূতি)। তিনি কেমন? না—শোভন-কর্মকারী বা সুকর্ম প্রাপক। অর্থাৎ সেই মিত্র-বরুণ নামধারী

ঈশ্বরীয় বিভূতি সৎকর্মের নিয়ন্তা। এখন, তাঁদের কাছে কোন সামগ্রী প্রার্থনা করা হচ্ছে? প্রথমে বলা হয়েছে—'নঃ গব্যূতিং ঘৃতৈঃ আ উক্ষতম্।' তার পর বলা হয়েছে,—'রক্ষাংসি মধ্বা উক্ষতং।' প্রার্থনা—বিবিধ সামগ্রী। কিন্তু প্রচলিত অর্থসমূহে প্রার্থিতব্য সেই সামগ্রী অতি হেয় সামগ্রীর মধ্যেই পরিগণিত হয়ে আছে। কেন না 'গোব্যূতিং' পদে সাধারণতঃ 'গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং' অর্থাৎ গাভী চলাচলের পথ বা গরুর গৃহ (গোয়াল) অর্থ গ্রহণ করা হয়। গরুর পথকে বা গরুর গৃহকে ঘৃতের দ্বারা সিঞ্চিত করো—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই অর্থই সিদ্ধ হয়। যদিও তা নিরর্থক, কিন্তু তা থেকে ভাব গ্রহণ করা হয়ে থাকে,—'আমাদের দুগ্ধবতী গাভীদান করুন।' তার পর 'রজাংসি' পদে পরলোক-সংক্রান্ত বাসস্থানসমূহ অর্থ গ্রহণ ক'রে সেই বাসস্থানকে দুগ্ধের দ্বারা (মধ্বা) সেচন করা হোক—এইরকম প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইভাবে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে,—'হে মিত্র-বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা আমাদের কতকগুলি গাভী দান করো। আর, আমাদের পরলোকের আবাসস্থান-সকল যেন দুগ্ধ দ্বারা সিঞ্চিত হয়, অর্থাৎ সেখানে গিয়েও যেন পর্যাপ্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হই।'—যার যতটুকু আকাঙ্ক্ষা, বেদমন্ত্র তার পক্ষে ততটুকু সামগ্রী প্রদানের ভাব দ্যোতনা করে। তাই, পক্ষান্তরে দেখতে গেলে এই মন্ত্রে পরমার্থের পরমতত্ত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হই। 'গোব্যূতিং' পদে দু'রকম অর্থ গ্রহণ করতে পারি। 'জ্ঞানমার্গ' অথবা 'নির্বাণস্থান' এই দুই অর্থ ঐ পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ঘৃতৈঃ' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা' অথবা 'ভক্তিরসের দ্বারা' অর্থ এসে থাকে। তাহ'লে এই মন্ত্রের প্রথমাংশের, 'ন' থেকে 'উক্ষতং' প্রভৃতি পদ কয়েকটির প্রার্থনার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, —'হে দেবগণ! আমাদের জ্ঞানমার্গ ভক্তিরসের দ্বারা আর্দ্র হোক; অর্থাৎ, আমরা যেন শুষ্ক জ্ঞানের বৃথা বিতর্কে কালাতিপাত না ক'রি।' আর এক অর্থে—'আমাদের নিবাসস্থানকে অর্থাৎ এই পৃথ্বীলোককে শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা সিঞ্চিত করুন; ইহলোকে যেন আর অসতের প্রাধান্য—পাপের প্রকোপ বৃদ্ধি না পায়, সকলেই যেন সত্ত্বসম্পন্ন হয়।' ফলতঃ মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায় ঐ দুই সুষ্ঠুভাবই সঙ্গত হয়। —মন্ত্রের 'রজাংসি' পদে 'রজোভাবসমূহ' অথবা 'পারলৌকিক অবস্থানসমূহ' অর্থ গ্রহণ করতে পারি। সে পক্ষে 'মধ্বা' পদে 'মধুররসের দ্বারা' বা 'অমৃতের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা যায়। মানুষের রজোভাব নাশ করার পক্ষে মধুররসের একান্ত আবশ্যক। আবার পারলৌকিক আবাসস্থানে অমৃতই পরম বাঞ্ছনীয়। স্বর্গ ইত্যাদির পর যে মোক্ষের স্থান, সেই স্থান পাবার কামনাই 'রজাংসি মধ্বা সিঞ্চতং বাক্যে প্রকাশ পায়। এইসব বিষয় বিবেচনা করলে, এই মন্ত্রে ইহলোকে ও পরলোকে শক্তিলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পেয়েছে, বুঝতে পারা যায়]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ২অ-১১দ-৭সা রূপেও পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২—পবিত্রকারক হে দেবদ্বয়! পরম মহিমান্বিত, প্রভূত প্রার্থনার দ্বারা আরাধনীয় আপনারা আত্মশক্তির মহত্ত্বে বিরাজ করেন (অথবা বিশ্বের প্রভু হন)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ সকলের আরাধিত পরম-শক্তিসম্পন্ন বিশ্বস্বামী হন)। [ভগবান্ নিজের মহিমায় নিজে বিরাজ করেন। তিনি শক্তির আধার, তাঁর থেকেই জগৎ শক্তি লাভ করে। জগৎ তাঁর চরণে প্রণত হয়। বিশ্ববাসী নিজের পরম মঙ্গলের জন্য, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই পরমমহিমাময় দেবতার শরণ গ্রহণ করে। —তিনি জগতের মিত্রভূত, এবং মানুষের অভীষ্টবর্ধক। ভগবানের এই দুই স্বরূপকে লক্ষ্য করেই মন্ত্র তাঁর মহিমাখ্যাপন করেছেন। সেই জন্যই দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি একামেবাদ্বিতীয়ম্]।

৫/৩—হে দেবদ্বয়! পরাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা আরাধিত হয়ে আপনারা তাঁর হৃদয়কে প্রাপ্ত

হন ; সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা কৃপাপূর্বক অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন ক'রে তা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে, আমাদের মোক্ষলাভসমর্থ করুন)। [জ্ঞানীর হৃদয়ই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিবাস স্থান। প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নি সাধকের হৃদয়ের সকল আবর্জনা পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দেয়। হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্মল হ'লেই তাতে ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত হয়। বিশুদ্ধ হৃদয় জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করতে পারেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হয়েছে। কিন্তু যারা জ্ঞানসম্পন্ন নন, যাদের সাধনা ইত্যাদি প্রখর উজ্জ্বল নয়, তাদের উপায় কি? তারা কি চিরদিনই পতিত থাকবে? তারা কি মুক্তি পাবে না? পাবে। তাদের মুক্তির উপায়—ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা]।

৬/১—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের নিকট আগমন করুন। আমরা সত্ত্বদেহ বিশিষ্ট মানুষ (অথবা, আপনার প্রভাবের দ্বারা আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হ'তে পারি, তা বিহিত করুন) ; অতএব জন্মসহজাত এই যে অতি সামান্য শুদ্ধসত্ত্ব আছে, সর্বতোভাবে তা গ্রহণ করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়রূপ দর্ভাসনে আসীন হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে সত্ত্বসম্পন্ন করুন এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুষুমা' 'সোমং' এবং 'বর্হি' —এই তিনটি পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে আছে। 'সুষুমা' পদে 'আমরা সোমরস অভিযুত ক'রে রেখেছি' —এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়। এ অর্থ যে সম্পূর্ণ কষ্টকল্পনাপ্রসূত, তা সহজেই বোঝা যেতে পারে। 'সোমং' পদের সাথে ঐ পদের প্রয়োগ রয়েছে ব'লেই এখানে অভিষব-ক্রিয়াকে টেনে আনা হয়েছে নচেৎ নির্ঘন্টু-নিরুক্ত অনুসারেও ঐ পদের অর্থ সিদ্ধ হয় না ; আবার, যুক্তি অনুসারেও ঐ পদের অন্য অর্থ সিদ্ধান্তিত হ'তে পারে। 'সুষুমাঃ' পদ মনুষ্য নাম মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয়। সে অর্থের অনুসরণ করলে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'বয়ং মনুষ্যাঃ মরদেহবিশিষ্টাঃ' এমন অর্থ গ্রহণ করতে পারি। 'সোমং' পদে যথাপূর্ব শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ-ই সঙ্গত হয়। তাহলে প্রার্থনার ভাব পাওয়া যায়—'হে ভগবন্! আমরা মরদেহধারী, আপনি অশরীরী, সুতরাং আমাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ মিলন সম্ভবপর নয়। আরও, আমরা এমন কোনও সৎকর্ম করতে পারিনি, যার দ্বারা আপনাকে লাভ করতে পারি। তাই প্রার্থনা—জন্মসহজাত স্বতঃসঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু হৃদয়ে আছে, তা আপনি গ্রহণ করুন ; আর এই হৃদয়ে এসে সমাসীন হোন।' —কিন্তু প্রচলিত অর্থের ভাব,—'হে ইন্দ্র! তুমি এস। তোমার জন্য সোমরস প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। তা পান করো, আর এই কুশের উপর উপবেশন করো।' ভাবের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়াল, তার কারণ—মন্ত্রের অন্তর্গত পদ কয়েকটির মর্মপরিগ্রহণেই উপলব্ধ হবে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৮দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৬/২—বলাধিপতি হে দেব! প্রার্থনাসমন্বিত সুপথপ্রদর্শক পাপহারক ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধকহৃদয়ে প্রাপ্ত করায় ; হে দেব! আমাদের প্রার্থনা, পূজা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তিসমন্বিত প্রার্থনার দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হন)। [জ্ঞান ও ভক্তি—এই দু'য়ের প্রত্যেকটিই সাধককে মোক্ষমার্গে নিয়ে যেতে পারে। যদি সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির একত্র মিলন হয় এবং তার উপরে প্রার্থনার সংযোগ ঘটে, তাহলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। তাই বলা হয়েছে—'প্রার্থনাসমন্বিত ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত করায়।' ভক্তি ও জ্ঞানই মানুষের মোক্ষমার্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। —একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র! মন্ত্রদ্বারা

যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনয়ন করুক, তুমি (যজ্ঞে) এসে আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করো।' —'হরী' পদে ভাষ্যকার 'হরণশীলৌ বা অশ্বৌ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার উভয়দিক রক্ষা ক'রে 'পাপনাশক অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অশ্ব 'হরণশীল' অথবা 'পাপনাশক' অথবা 'ব্রহ্মযুজ্য' হয় কেমন করে? ঐ সব ব্যাখ্যার দ্বারা কি কোন সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমরা পূর্বাপরই 'হরী' পদে 'পাপহারকৌ' (পাপহারক দুই শক্তি) অর্থ গ্রহণ ক'রে আসছি। এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষিত হয়। জ্ঞানভক্তিই পাপহারক ; 'হরী' পদে 'জ্ঞান-ভক্তি' অথবা জ্ঞান ও সৎকর্মকে লক্ষ্য করে]।

৬/৩—বলাধিপতে হে দেব! প্রার্থনাকারী সত্ত্বভাবকামী আমরা বিশুদ্ধ হৃদয় হয়ে সত্ত্বভাবদাতা আপনাকে যেন আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবদায়ক ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রটির মধ্যে আত্ম-উদ্বোধনের ভাবও আছে। ভগবানই সত্ত্বভাবের আধার; তাঁর কাছ থেকেই মানুষ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাই, তাঁকে আরাধনা করা হয়েছে এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। যাঁরা সত্ত্বভাব পেতে কামনা করেন, তাঁরা সেই কল্পতরুমূলেই কামনা নিবেদন করেন। আর ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করলে তা কখনও বিফল হয় না]।

৭/১— হে বলাধিপতিদেব এবং জ্ঞানদেব! আপনারা সাধকের প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে দ্যুলোক হ'তে আগমন করেন এবং আত্মশক্তিদ্বারা এর বরণীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব রক্ষা করেন (অথবা গ্রহণ করেন)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, ভগবান্ সাধককে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন)। ['সুতং' পদটি দেখেই প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে। যেমন একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্তুতিদ্বারা (আহুত হয়ে) স্বর্গ হ'তে অভিষুত ও বরণীয় (এই সোমের উদ্দেশে) আগমন করো। আমাদের ভক্তি হেতু আগত হয়ে (এই সোম) পান করো।' মূলে সোমরসের উল্লেখ নেই, তা ঐ বঙ্গানুবাদিত ব্যাখ্যার বন্ধনী চিহ্ন থেকেই উপলব্ধ হবে]।

৭/২— হে বলাধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাকারীদের মোক্ষলাভে সহায়ভূত, জ্ঞানদায়ক, সৎকর্ম আপনাদের প্রাপ্ত হয় ; সাধকের প্রার্থনা দ্বারা আগত হয়ে আপনারা সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করেন (অথবা রক্ষা করেন)। [জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিন সাধনের উপায়ের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারাই ভগবানের সামীপ্য লাভ করা যায়। কর্মের দ্বারা মানুষ হৃদয়কে বিশুদ্ধ করতে পারে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সাধক রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুযায়ী যে কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সাধনমার্গে অগ্রসর হ'তে পারেন। ভগবান্ আমাদের হৃদয় দেখেন। সেখানে যে ব্যাকুলতা থাকে, তা-ই সাধকের উন্নতির সহায়ক হয়। সাধক হৃদয়ে ভগবানের যে সাড়া পান, তা-ই তাঁকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করে]।

৭/৩—সাধকবর্গের মোক্ষদাতা বলাধিপতি দেব এবং জ্ঞানদেবকে আমি আরাধনা করছি ; তাঁরা সৎকর্মের সাধনভূত আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা তৃপ্ত হোন। (প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—আমাদের সৎকর্মের দ্বারা প্রীত হয়ে ভগবান্ আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [আমরা দুর্বল, আমরা অক্ষম। আমাদের জন্মসহজাত তাঁরই দেওয়া যে সত্ত্বভাব রয়েছে, তা-ই আমাদের সৎকর্মে প্রেরণা দেয়। তাঁরই দেওয়া সেই উপহারে তাঁকেই অর্ঘ্য প্রদান করছি। তা-ই তিনি গ্রহণ করুন, তাতেই তিনি তৃপ্ত হয়ে যেন আমাদের পরম ধন মোক্ষ প্রদান করেন]।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৮)

উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি সদ্ ভূম্যাদদে।
উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ॥ ১॥
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।
বরিবোবিৎ পরিস্রব॥ ২॥
এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্।
সিষাসন্তো বনামহে॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেবো হিরণ্যয়ঃ॥ ১॥
দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ।
আপৃচ্ছ্যং ধরুণ বাজ্যর্ষসি নৃভির্ধৌতো বিচক্ষণঃ॥ ২॥

(সূক্ত ১০)

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি॥ ১॥
স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুরশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ।
পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ॥ ২॥
ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন।
স চিদ্ বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যাওং গুহ্যং নাম গোনাম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৮সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্বর্গলোকে তোমার সম্বন্ধীয় রসের জন্ম ; অর্থাৎ সত্ত্বভাব দেবলোকজাত ; স্বর্লোকে অবস্থিত হয়ে আমাদের ন্যায় পাপীবর্গকে তেজোময় কল্যাণ এবং মহতী শক্তি প্রদান করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —পরমকল্যাণ লাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই)। [সত্ত্বভাব দেবতার করুণাধারারূপে পৃথিবীর মানুষের মস্তকে নেমে আসে। দেবতার ধন, দেবতাই কৃপা ক'রে মানুষকে সেই স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদ দেন। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকেই সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হোক এবং তার আনুসঙ্গিক পরম কল্যাণ আমরা লাভ ক'রি—এটাই প্রার্থনার সারমর্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যায় (ভাষ্যকারের ভাষ্য অনুসারে) সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উদ্গীত হয়েছে। একটা মাদকদ্রব্য কিভাবে মানুষকে শক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে, তা বুঝতে পারা যায় না। শুধু তাই

নয়,সোম নামক মাদকদ্রব্য কিভাবে স্বর্গজাত বা দিব্যশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, তাও বোঝা দুষ্কর। আমরা পূর্বাপরই 'সোম' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করেছি। এখানেও 'সোম' পদে ঐ অর্থের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। সত্ত্বভাবই দেবভাব, দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও কল্যাণদায়ক। সত্ত্বভাব পরমব্রহ্মেরই শক্তি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-১সা) প্রাপ্তব্য]। [বর্তমান সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত বাইশটি গেয়গান আছে]।

৮/২—পরমধনদাতা হে সত্ত্বভাব! আপনি আমাদের আরাধনীয় বলাধিপতি দেবতাকে, অভীষ্টবর্ষকদেবকে এবং বিবেকরূপী দেবগণকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন)। [ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উপজন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আরাধনায়, ভগবৎপূজায় প্রধান উপকরণ—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান মানুষের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে মানুষ ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। —এই মন্ত্রে বহুদেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমদেবতার বহু বিভূতিকেই বিভিন্ন নাম দিয়ে আরাধনা করা হয়। অ-নাম অ-রূপ সেই পরমদেবতাকে মানুষ তার সসীম বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাই তাঁর যে ভাব, যে বিভূতি সাধকের হৃদয়গত হয়, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হয়ে ভগবানের পূজায় রত হন। বস্তুতঃ তাঁর বহুত্ব কল্পনা করা হয়নি। তাঁর যে বিভূতি বলৈশ্বর্যের পরিচায়ক, তাঁকে ইন্দ্রদেবতা ব'লে অভিহিত করা হয়। যে ভাবে তিনি সাধকদের অভীষ্টপূর্ণ করেন, সেই ভাবকে 'বরুণ' ব'লে ডাকা হয়। ভগবানের যে বিভূতি সাধক-হৃদয়ে বিবেকরূপে আবির্ভূত হন, তাঁরা 'মরুৎ' নামে অভিহিত হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক অদ্বিতীয়, অ-রূপ—আবার তিনিই বহু, তিনিই নাম-রূপ ধারণ ক'রে জগতে প্রকাশিত হন]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৬অ-১দ-৭সা) প্রাপ্তব্য]। [এই মন্ত্রের পৃথক একটি গেয়গান আছে]।

৮/৩—হে ভগবন্! সাধকদের প্রার্থিত সকল জ্ঞান-কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা আপনাকে বিশেষরূপে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান প্রদান করুন)। [সাধকদের প্রার্থিত সকল জ্ঞান যেন আমরা লাভ করতে পারি—এটাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার সারমর্ম। সাধকগণ কেমন জ্ঞান কামনা করেন? যাতে ত্রিতাপজ্বালা (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জ্বালা) থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, যাতে অশান্তি দূরীভূত হয়, তাঁরা এমন জ্ঞানেরই কামনা করেন। সেই জ্ঞান—পরাজ্ঞান। মন্ত্রে এই পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনাই আছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৬অ-১-দ-৮সা) প্রাপ্তব্য। এই মন্ত্রের একটি গেয়গান আছে]।

৯/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি অমৃত প্রদান করবার জন্য ধারারূপে আমাদের প্রাপ্ত হও; জ্যোতির্ময় লোকের পরম হিতসাধক, শ্রেষ্ঠধনের উৎসস্বরূপ, পরমধনদাতা, সত্যস্বরূপ তুমি, আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্যস্বরূপ পরমধনদাতা সত্ত্বভাবকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত হলেও উভয় ভাগেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির সাথে শুধু আমাদেরই নয়, ওগুলির একের সাথে অপরেরও যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। যেমন একটি প্রচলি অনুবাদ—'হে সোম! তুমি শোধিত হ'তে হ'তে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধারার আকারে যাচ্ছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম বস্তু দেবে ব'লে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছ।' বলা বাহুল্য, এই অনুবাদটি

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাকেও অতিক্রম করেছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৫-দ-১সা) প্রাপ্তব্য]।

৯/২—অমৃতময়, সকলের আনন্দদায়ক, দ্যুলোকজাত, সনাতন, অমৃতদাতা সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক ; শক্তিশালী (অথবা শক্তিদায়ক) সর্বদর্শী সত্ত্বভাব সাধকগণকর্তৃক বিশুদ্ধ হয়ে বিশ্বের অবলম্বনভূত বিশ্বরক্ষক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের প্রসাদে ভগবানকে লাভ করেন ; আমরা সেই অমৃতদায়ক সত্ত্বভাবকে যেন প্রাপ্ত হই)। [দু'টি ভাগে বিভক্ত এই মন্ত্রটির প্রথম ভাগে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে এবং দ্বিতীয় ভাগে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত আছে। —বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হয়েছে ব'লে অবধারণ করা যায়। সাধকগণ তাঁদের সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উপজন করেন। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের কল্যাণে তাঁরা ভগবৎ-চরণে পৌঁছাতে সমর্থ হন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রকটিত হয়েছে।— যে বস্তুর সাহায্যে মানুষের চরম কল্যাণ সাধিত হয়, যে পরম ধন লাভ করতে পারলে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য সাধক প্রার্থনা করছেন। —মন্ত্রের অন্তর্গত 'অর্ষসি' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'হে সোম' পদ অধ্যাহার করেছেন। কিন্তু তাতে মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হয়]।

১০/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! শীঘ্র আগমন করুন ; এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন ; সৎকর্মকারীবর্গের দ্বারা পবিত্রতাসম্পন্ন আপনি শক্তি প্রদান করুন ; আত্মহৃদয়-পবিত্রকারী সাধকগণ—অশ্বের ন্যায় মার্জনে প্রবৃদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন ও পবিত্র আপনাকে প্রার্থনার দ্বারা পূজা করছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের আত্মশক্তি প্রদান করেন, সাধকেরাও ভগবৎপরায়ণ হন)। [মন্ত্রটির প্রথম দু'ভাগ প্রার্থনা-মূলক এবং শেষাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপন আছে। ভগবানকে পাবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রার্থনাংশে লক্ষিত হয়। যাঁদের হৃদয়ে সৎকর্মসাধনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান আছে, অথচ শক্তির অভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ নন, তাঁদের একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। যাদের হৃদয় কলুষিত, অথচ দুর্বলতার জন্য হৃদয়কে পবিত্র করতে পারছে না, ভগবানের করুণাবারিই তাদের একমাত্র সম্বল। তাই ভগবানের সেই কৃপা ও করুণার জন্যই প্রার্থনা। —দ্বিতীয়াংশে সাধকের সাধনার চিরন্তন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাধক ভগবৎপরায়ণ হন ; সেই চির-পবিত্র সর্বশক্তিমান দেবতার চরণে নিজের প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁরা নিজেকে উন্নত করতে চান, তাঁরা ভগবানের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রে আমরা এই চিত্রই দেখতে পাই]।

১০/২—দ্যুতিমান্, অমঙ্গলনাশক, বিপদ হ'তে রক্ষাকারী, দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক, শক্তিসম্পন্ন, দ্যুলোকের ধারণকারী, ভূলোকের রক্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক, বিপদ থেকে রক্ষাকারী। মানুষের সর্বাপেক্ষা অমঙ্গল-পাপের পথে পদার্পণ—অধঃপতন। সর্বাপেক্ষা ভীষণ বিপদ—রিপুর আক্রমণ। কিন্তু যাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তাঁর এই বিপদের, এই অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। তাই সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক। —সত্ত্বভাবের প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট ও রক্ষিত হচ্ছে। ত্রিগুণের মধ্যে যখন সত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে, তখনই জগৎ স্থৈর্যলাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোক-ভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী বলা হয়েছে। —সত্ত্বভাব—দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক। মানুষের হৃদয়ের সমস্ত সৎ-বৃত্তি সত্ত্বভাবের উপজননের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয় ও স্ফূর্তিলাভ করে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের জন্যই

পাপতাপ মানুষকে আক্রমণ করতে পারে না—আলোকের আগমে অন্ধকারের মতো, মোহ অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করে—সত্ত্বভাবের এই জ্যোতিঃই তার রক্ষাস্ত্র। তাই সত্ত্বভাব রক্ষাস্ত্রধারী]।

১০/৩—যিনি তত্ত্বদর্শী, মেধাবী, ধীমান্ লোকদের সৎকর্মে অধিনায়ক, মোক্ষাভিলাষী সাধক তিনিই জ্ঞানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দুর্লভ যে অমৃত, তা প্রার্থনার দ্বারা লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী প্রার্থনাপরায়ণ সাধক অমৃত লাভ করেন)। [মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। কিরকম সাধক অমৃত লাভের অধিকারী, তা-ই মন্ত্রে বিবৃত হয়েছে। অমৃতলাভের জন্য কিরকম কঠোর সাধনার প্রয়োজন, সাধককে কেমন ভাবে নিজের জীবন গঠন করতে হবে, মন্ত্রে তার একটা উজ্জ্বল আভাষ পাওয়া যায়। —প্রথমতঃ অমৃতলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা না থাকলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আবার শুধুমাত্র ব্যাকুলতাটাই যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে অভীষ্ট সাধনের উপযোগী সৎকর্মেও আত্মনিয়োগ করা চাই। জ্ঞানলাভ করতে হবে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করা চাই। শুধু বিদ্যা-অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা আত্মলাভ হয় না। অমৃতলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী হ'তে হবে। ধীরভাবে, অন্তরের সমগ্র শক্তির সাথে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা চাই। —জ্ঞানের মধ্যে যে অমৃত লুক্কায়িত আছে, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তা লাভ করা যায় না। যে পর্যন্ত পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকে, সেই পর্যন্ত শুধু পাণ্ডিত্যই লাভ হয়, পরাজ্ঞান বা অমৃতত্ব লাভ হয় না। তাই অমৃতকে 'জ্ঞানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দুর্লভ' বস্তু বলা হয়েছে। সকলের ভাগ্যে এই বস্তুলাভ ঘটে না। যিনি ভগবৎপরায়ণ একনিষ্ঠ-সাধক, সৎকর্ম ও প্রার্থনার বলে তিনিই তা লাভ করতে পারেন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়]।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১১)

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১॥
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে॥ ২॥

(সূক্ত ১২)

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শবিষ্ঠয়া বৃতা॥ ১॥
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ২॥

অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্।
শতং ভবাস্তূতয়ে॥৩॥

(সূক্ত ১৩)

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে॥ ১॥
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্॥
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষু গোমন্তমীমহে॥ ২॥

(সূক্ত ১৪)

তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ উতয়ে।
বৃহদ্ গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্॥ ১॥
ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদেষু শিপ্রমন্ধসঃ।
য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্‌থ্যম্॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম—শৌর্যসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দৃশ্যমান্ জগতের ঈশ্বর এবং স্থাবরের ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে, ভক্তিসহযুত জ্ঞানিগণের ন্যায় অথবা ভক্তিশূন্য বৃথা-তর্কপরায়ণগণের ন্যায় (অর্থাৎ চার্বাক-ধর্মানুসারিগণের ন্যায়) আমরা আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর-বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করতে মূঢ় আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' উপমাংশ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিতে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে —'অকৃতদোহা গাবঃ আদরেণ বৎসান প্রতি হম্বারবং কুর্বন্তি'........ইত্যাদি। তা থেকে ভাব পরিগৃহীত হয়ে থাকে—'সোমরসপূর্ণ চমসের সাথে বিদ্যমান্'। দুগ্ধবতী গাভীসকলকে যেমন লোকে আদর করে, সোমরসপূর্ণ চমস-পাত্র-বিশিষ্ট মনুষ্যকে ইন্দ্রদেব তেমন আদর ক'রে থাকেন। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে ঐ উপমাংশে এমন ভাবই পরিগৃহীত হ'তে দেখি। এই অনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনায় ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্বক যেন বলা হচ্ছে—'হে শূর ইন্দ্র! স্থাবরসমূহের ঈশ্বর এবং জঙ্গমসমূহের ঈশ্বর যে আপনি, সেই আপনার জন্য চমসে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত রেখে আমরা নমস্কার করছি।' ভাব এই যে,—'আমরা সোমরসের প্রস্তুতকারী ; সোমরস প্রস্তুত ক'রে রেখেছি ; আপনি এসে তা গ্রহণ করুন।'—এই একমাত্র স্থানে আমাদের মতান্তর—'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' উপমার অর্থ-বিষয়ে। 'অদুগ্ধাঃ' পদে আমরা দু'রকম ভাব গ্রহণ করতে পারি। যাতে দুগ্ধ নেই ; আবার যাতে দুগ্ধ আছে। সেই অনুসারে এই বাক্যাংশে 'দুগ্ধবতী ধেনুসমূহের ন্যায়' অথবা 'দুগ্ধহীন গাভীসমূহের মতো' দুই অর্থই পেতে পারি। মন্ত্রার্থে সেই দু'রকম ভাবেরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। তা থেকে 'দুগ্ধবিশিষ্ট গাভীর মতো আমরা' অথবা 'দুগ্ধশূন্য গাভীর ন্যায় আমরা' এই দু'রকম অর্থই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বুঝে দেখতে হবে—এমন বাক্যের তাৎপর্য কি? সেই তাৎপর্যের অনুসরণেই ভাষ্য ইত্যাদিতে চমসের ও সোমরসের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। কিন্তু এমন সামগ্রীর পরিকল্পনা করবার কোনই কারণ দেখা যায় না। দেবতার আরাধনায় বা ভগবানের পূজায়—প্রয়োজন কোন্ সামগ্রীর? হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব—

জ্ঞানসমন্বিতা ভক্তি—তা-ই হবিঃ—তা-ই পূজোপকরণ—তা-ই ভগবানের প্রীতির আস্পদ। এখানে প্রার্থনাকারী বলছেন—'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' আমরা। এতে কি ভাব সহসা অন্তরে উপস্থিত হয়? প্রধানতঃ, এখানে দু'রকম ভাব অধ্যাহার করা যায়। এক ভাবে—নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ পায় ; অর্থাৎ, 'অতি-নীচ অতি হেয় আমরা'—এই অর্থ ব্যক্ত হয়। অন্য ভাব—ভক্তিযুত জ্ঞানসমন্বিত হয়ে যেন (অর্থাৎ আপনার উপাসনার যোগ্যতা লাভ ক'রে যেন) আমরা আপনার পূজায় ব্রতী হ'তে পারি—এরকম অর্থও আমনন করা যায়। অতএব এই মন্ত্রার্থে 'অদুগ্ধাঃ' পদে 'ভক্তিহীন' বা 'ভক্তিযুত' এই দুই অবস্থারই পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'ধেনবঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা 'একান্ত অনুরাগী' অর্থও পেতে পারি। ফলতঃ, এই উপমায় 'ভক্তিসহযুত জ্ঞানী হয়ে অথবা একান্ত অনুরাগী হয়ে আমরা যেন আপনার উপাসনায় ব্রতী হ'তে পারি'—এই এক ভাব প্রকাশ পায়। আর এক ভাবে, 'বৃথা তর্কপরায়ণ চার্বাকধর্মী আমরা যেন আপনার পূজায় ব্রতী হ'তে পারি'—এমন অর্থেরই সঙ্গতি দেখা যায়। মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রার্থনাকারী সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছেন। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৩য় অধ্যায়ের ১মা দশতির ১ম সাম রূপেও পরিদৃষ্ট হয়]। [এখানে এই সূক্তের দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে]।

১১/২—পরমধনদাতা বলাধিপতি হে দেব! আপনার ন্যায় দ্যুলোকজাত আর কেউই নেই ; ভূলোকজাত কেউও নেই ; আপনার সদৃশ কেউই সৃষ্ট হয়নি এবং কেউ হবেও না ; (ভাব এই যে,—ভগবান্ দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম ক'রে বর্তমান আছেন)। হে দেব! ব্যাপকজ্ঞানকামী আত্মশক্তিলাভার্থী পরাজ্ঞান প্রাপ্তিকামী আমরা আপনাকে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম ভাগে, ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে তাঁর কাছে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। —ভগবান্ দেশ-কালের অতীত। দেশ ও কাল তাঁতেই অবস্থিত আছে। বিশ্ব তাঁর থেকেই সমুদ্ভূত হয়েছে, সুতরাং দ্যুলোক-ভূলোকে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে তাঁর সমান কেউই নেই এবং থাকতেও পারে না। তাঁর শক্তি পেয়ে জগৎ শক্তি লাভ করে, তাঁর কৃপায় বিশ্ব বেঁচে আছে। তাঁর জ্যোতি পেয়েই চন্দ্রসূর্য জ্যোতিষ্মান হয়, তাঁর শক্তিতে সকলে শক্তি লাভ করে। তিনি বিশ্ববিধাতা, বিশ্বের রক্ষা কর্তা ও পালন কর্তা। সুতরাং তাঁর সমান কে থাকতে পারে?—সেই পরম পুরুষের কাছেই পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১২/১—চিরনবীনত্বসম্পন্ন, অভিনব কর্মযুক্ত, সুহৃৎস্থানীয় সেই দেবতা—কি রকম কর্মের দ্বারা আমাদের অভিমুখী হন? আর, প্রজ্ঞা-সহ অনুষ্ঠীয়মান্ কোন্ কর্মের দ্বারাই বা তিনি প্রাপ্তব্য হন? (কোন্ কর্মের দ্বারা কি রকমে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন ; মন্ত্রে তাঁর সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে)। [মন্ত্রটি পাঠ করলে এবং এর প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখলেই সহসা মনে হয়—এই মাত্র যেন কেউ কারও কাছে ভগবানের পূজার পদ্ধতি শিক্ষা করতে চাইছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি আত্মজিজ্ঞাসা। কোন্ কর্মের দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর কোন্ কর্মের দ্বারা তিনি নিকটে আসেন,—এমন আত্ম-অনুসন্ধানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। —মন্ত্রে প্রশ্নমূলক দু'টি 'কয়া' পদ আছে। সেই দুই পদের সাথে যথাক্রমে 'উতী' ও 'বৃতা' পদ দু'টির সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। ....যে কর্মে আত্মরক্ষা হয়, তা-ই 'উতী' পদের লক্ষ্য। আর যা নিত্য-অনুষ্ঠিত, তা-ই 'বৃতা' পদে নির্দেশ করছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৭দ-৫সা) পাওয়া যায়। এটি যজুর্বেদ

এবং অথর্ববেদেরও মন্ত্র]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে]।

১২/২—আনন্দদায়ক বস্তুগুলির মধ্যে কোন্ বস্তু আপনাকে আনন্দ প্রদান করে? নিশ্চয়ই সাধকদের হৃদয়স্থিত সত্যভূত সত্ত্বভাবজাত শ্রেষ্ঠ ধন আপনাকে আনন্দ প্রদান করে। হে দেব! কঠোর রিপুদের সম্যক্‌রূপে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —সাধকদের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হন)। [সন্তানকে উন্নত ও পবিত্র দেখলে পিতা যেমন আনন্দিত হন, তেমন আর কিছুতেই নয়। জগৎপিতা ভগবানও তেমনই তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিশুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার দেখলে আনন্দলাভ করেন। বিশ্ব তাঁরই প্রতিচ্ছবি। তাই, এই বিশ্ব যত তার উৎপত্তিনিলয়ের দিকে অগ্রসর হয়, ততই আনন্দের বিষয়। তাই, 'কোন্ বস্তু আপনাকে আনন্দদান করে'? —প্রশ্নটির অবিসংবাদী উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে—'সাধক হৃদয়ের সত্ত্বভাব'। মঙ্গলময় ভগবান্ এটাই ইচ্ছা করেন যে, বিশ্ববাসী সকলেই মঙ্গলের পথে চলুক! তাই সাধকের এই ঊর্ধ্বগ হ'তে তাঁর আনন্দ]।

১২/৩— হে ভগবন্! আপনার সখীভূত সাধকদের রক্ষক আপনি বহু রক্ষাশক্তির সাথে আমাদের সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [সাধকগণ ভগবানের মিত্রভূত—অতিশয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভক্তগণকে তিনি নিজের প্রাণের তুল্য মনে করেন। মানুষের একমাত্র রক্ষক সেই ভগবানের কাছেই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৩/১— হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ অথবা হে আমার মন। তোমাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের মঙ্গল-সাধনের জন্য, সত্যপ্রদর্শক, শত্রুনাশক, নিজেদের প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দিত, সেই ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে (তাঁর অভিমুখে) একান্ত অনুরাগী ভক্তিমানের মতো, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রে তাঁকে স্থাপন-পূর্বক, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আত্মহিতসাধনের জন্য ভগবানের আরাধনা কর্তব্য। এই বিষয়ে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি)। [কয়েকটি পদের অর্থ উপলক্ষে ভাষ্য অনুসারে মন্ত্রটির প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে —'হে ঋত্বিগ্-যজমানগণ! তোমাদের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই দর্শনীয়, শত্রুর অভিভবকারী, পাত্রস্থিত অথবা দুঃখনাশক সোমরসপানে প্রমত্ত, ইন্দ্রদেবের অভিমুখে, নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের অনুসরণে হম্বারব ক'রে গোষ্ঠ-অভিমুখে বা দিবসে ধাবিত হয়, আমরা সেইরকমভাবে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিমন্ত্রে স্তব করি।' এ পক্ষে 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে' অথবা 'দুঃখনাশক' এবং 'স্বসরেষু' পদে 'গোষ্ঠে' বা 'দিবসে' অর্থ গৃহীত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রচলিত বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেমন বৎসকে আহ্বান করে, তেমন দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর করো। সোমরস-পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা আমরা আহ্বান করছি।' বলা বাহুল্য এখানে 'স্বসরেষু' পদের অর্থ 'দিবসে' এবং 'গোষ্ঠে' দুই-ই রাখা হয়েছে। —আমরা মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক মনে ক'রি। সেই অনুসারে মন্ত্রের সম্বোধন চিত্তবৃত্তিসমূহ বা মন। 'বঃ' পদে 'তোমাদের জন্য' অথবা 'আমাদের আপনার হিতসাধনের জন্য' —এই ভাব গ্রহণ ক'রি। পূর্ব-মন্ত্রেও এই অর্থে 'বঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তিত হয়েছে। 'বসোঃ' ও 'অন্ধসঃ' পদ দু'টিতে আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'মন্দানং' পদে শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে আনন্দের গ্রহণে ভাব আসে। ....আনন্দময়ের আনন্দ-নিবাস হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে—এখানে তাই পরিকীর্তিত। 'বসোঃ' 'অন্ধসঃ' 'মন্দানং' পদ তিনটিতে দেবতার সেই আনন্দের অবস্থাই

প্রকাশ পায়। এরপর 'বৎসং ন ধেনব' উপমার তাৎপর্য অনুধাবনীয়। তাতে একান্ত-অনুরাগিতার ভক্তিমত্তার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৎসের অভিমুখে গাভীর অনুসরণের উপমার ভাব গ্রহণ করলে, সেই একান্ত-অনুরাগিতার অর্থই সিদ্ধ হয়ে থাকে। আমরা যেন একান্ত অনুরাগের সাথে সর্বদা ভক্তিমান্ হয়ে ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হই, এইরকম আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। 'স্বসরেষু' পদে হৃদে হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে তাঁকে স্থাপন করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে আমরা যেন একান্তে তাঁর পূজায় ব্রতী হই,—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১দ-৪সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ন'টি গেয়গান আছে]।

১৩/২—জ্যোতির্ময় পরমধনদাতা বিশ্বপালক পর্বততুল্য মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌কে আমরা আরাধনা করছি ; তিনি আমাদের জ্ঞানযুক্ত, প্রভূতপরিমাণ পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তি নিত্যকাল প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [জগতের সকল প্রাণীকেই সেই বিশ্বপালক বিধাতা অপার করুণায় পালন করছেন। তাঁর কৃপা লাভেই মানুষ বেঁচে আছে। তিনি পর্বততুল্য মহাশক্তিসম্পন্ন। পর্বত যেমন অচল অটল জগতের যে-কোন শক্তিই যেমন তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, ভগবানও তেমন অনন্ত অপ্রতিহত শক্তির আধার। অবশ্য পর্বত বা জাগতিক কোন শক্তির সাথেই তাঁর তুলনা হয় না। কিন্তু সসীম মানুষ তার সান্তজ্ঞানের দ্বারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সাহায্যেই, সেই অসীম অনন্তের স্বরূপ নিরূপণ করতে চায়। তাই জাগতিক বস্তুর সাথে তাঁর তুলনা করে। সেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' দেবতার কাছেই পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৪/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের হিতসাধনের জন্য (আমাদের আত্মমঙ্গল সাধনের জন্য) বাধাপ্রাপ্ত হয়েও (রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত তোমরা) আত্মরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্মে (হিংসারহিত-যাগে) সর্বথা স্তোত্রপরায়ণ হয়ে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অবিলম্বে (সত্বর) পূজা করো ; তার জন্য উপাসকগণের পালক সেই ভগবান্‌কে আমি আহ্বান করছি। (সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সেই অনুসারী করুন,—প্রার্থনার এটাই ভাবার্থ)। [মন্ত্রের অন্তর্গত 'সবাধঃ' পদ ভগবানের প্রতি অগ্রসর হবার পথে যেসব বাধা আছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদের বাধাই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'ঊতয়ে' পদে আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পায়। 'সুতসোমে' ও 'অধ্বরে' পদ দু'টিতে সত্ত্বভাব-সমন্বিত সৎকর্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' পদ দু'টিতে প্রকৃষ্টরূপে অর্চনার ভাব প্রাপ্ত হই। 'তরোভিঃ' পদে সত্বর অর্থাৎ অবিলম্বে ভগবানের কার্যে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে—এমন ভাব প্রকাশ পায়। 'ভরং ন কারিণম্' বাক্যাংশে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারিদের রক্ষক ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনি 'কারিণং' অর্থাৎ সৎকর্মকারীকে 'ভরং' অর্থাৎ পোষণ করেন—এই ভাব ঐ বাক্যাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপমার ভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে বলা যায়, সৎকর্মকারিদের তিনি যেমন পোষণকর্তা, আমাদেরও তেমনই পোষণকর্তা হোন। তাঁরই গুণে গুণান্বিত সেই তাঁকে, তাঁর কৃপা পাবার জন্য, আমি অর্চনা করছি]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১দ-৫সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে]।

১৪/২—জ্যোতির্ময় যে দেবতাকে দুর্ধর রিপুগণ সংগ্রামে পরাজিত করতে পারে না, দেবগণ

এবং মনুষ্যগণও বারণ করতে পারে না, যে দেবতা সত্ত্বভাবের পরমানন্দের জন্য আদরপূর্বক ভগবৎপরায়ণ পবিত্র হৃদয় প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনীয় ধন প্রদান করেন, সেই দেবতাকেই আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলময় ভক্তবৎসল ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [ভগবানের শক্তি অপ্রতিহত। তাঁর মঙ্গলময় শক্তির প্রভাবেই জগতে অমঙ্গল স্থায়ী অধিকার বিস্তার করতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু তা আমাদের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফলমাত্র। অমঙ্গল, পাপ আমাদের অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক স্বাধীনতার ফল। যখন আমরা সেই অসম্পূর্ণতাকে জয় করতে পারি, যখন আমাদের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনন্তমুখী হয়, তখন সূর্যের উদয়ে শিশিরকণিকার মতো তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। ভগবৎশক্তির বলেই তা সম্ভবপর হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে—দেবাসুর-মানব কেউই ভগবানের শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না। —তিনি শুধু পূর্ণশক্তি বা পূর্ণমঙ্গলের অধিকারীই নন—সেই শক্তি, সেই পরমানন্দ তিনি মানুষকেও বিতরণ করেন। তাঁর প্রিয় সন্তানকে তাঁর পরমধন থেকে বঞ্চিত করেন না। তাই মানুষ তাঁর কাছে পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করে এবং অভীষ্ট ধনও লাভ ক'রে ধন্য হয়]।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৫)

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥ ১॥
রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভিযোনিমযোহতে।
দ্রোণে সধস্থমাসদৎ॥ ২॥
বরিবোধাতমো ভুবো মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ।
পর্ষি রাধো মঘোনাম্॥ ৩॥

(সূক্তঃ ১৬)

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ।
মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ॥ ১॥
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীত্বা স্বর্বিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ॥২॥

(সূক্ত ১৭)

ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ॥ ১॥

অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায় পবতে সুতঃ।
সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে॥ ২॥
অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।।
বজ্রং চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ॥৩॥

(সূক্ত ১৮)

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥১॥
যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যন্দতে সুতঃ।
ইন্দুরশ্বো ন কৃত্ব্যঃ॥ ২॥
তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া।
যজ্ঞায় সন্ত্বদ্রয়ঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্ বিচক্ষণঃ॥ ১॥
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যাং৺ নাম তৃতীয়মধি রোচনং দিবঃ॥ ২॥
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদন্নৃভির্যেমাণঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
অভী ঋতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজসি॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ---১৫সূক্ত/১সাম—হে আমার হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের ভগবানের সমীপে নিয়ে যাবার জন্য প্রীতিজনক পরমানন্দদায়ক ধারারূপে প্রবাহিত হও। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, —ভগবৎ-লাভের জন্য আমাদের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব উদ্বোধিত হোক)। [সত্ত্বভাব সকলের হৃদয়েই বর্তমান আছে। সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হ'লে তা মানুষকে মোক্ষলাভের পথে প্রেরণ করে। মানুষের হৃদয়ের সুপ্ত দেবভাব যখন জাগরিত হয়, সাধনার দ্বারা মানুষ যখন অন্তরের সুপ্ত চৈতন্যকে নিজের বশীভূত ক'রে ঊর্ধ্বমুখে প্রেরণ করতে সমর্থ হয়, প্রকৃতপক্ষে তখনই তার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। সেই দেবভাবকে জাগাবার জন্য সাধনার ও প্রার্থনার প্রয়োজন। হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে উদ্বোধিত করবার প্রার্থনাই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। —ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন। হৃদয়ের ভক্তি দিয়েই তাঁর আরাধনা করতে হয়। ভগবান্ যখন আমাদের হৃদয়ের সেই ভাবপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, তখনই আমাদের পূজা আরাধনা সার্থক হয়। প্রকৃত পূজা পুষ্পবিল্বদল দিয়ে নয়—এটা তো একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত পূজা হৃদয়ের পূজা। এখানে সেই মহাপূজারই প্রচেষ্টা দেখা যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-২সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তেরটি গেয়গান আছে]।

১৫/২—রিপুনাশক সর্বজ্ঞ দেবতা সাধকদের পরম বিশুদ্ধ হৃদয়ে আগমন করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সত্ত্বভাবের উৎপত্তিস্থান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে

ভগবন! আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [মন্ত্রটিতে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও ব্যাখ্যাকারগণ তাঁদের সোমরসকে টেনে এনেছেন। যেমন,—'রাক্ষসহন্তা সকল দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হয়ে দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিষ্ট হ'লেন।' ভাষ্যকার আবার 'অয়ঃ' শব্দে 'হিরণ্য' অর্থ গ্রহণ করেছেন—কিন্তু উপরের ব্যাখ্যায় ঐ পদে 'লৌহ' অর্থ গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'হিরণ্ময় দ্রোণ' সাধকের বিশুদ্ধ হৃদয়কে লক্ষ্য করে। সর্বদর্শী ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন]।

১৫/৩—হে ভগবন্! আপনি শ্রেষ্ঠধনদাতা এবং পরমরিপুনাশক হন ; সর্বধনদাতা আপনি সাধকগণ যে পরমধন লাভ করেন, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠতম দাতা ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [ভগবান্ একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।—সাধকদের দ্বারাই ধর্মরাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে থাকে। তাঁরা যে হৃদয়ের পবিত্রতা, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন, তা প্রত্যেক মানুষেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাই সাধকদের বাঞ্ছিত সেই পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময়, পরমানন্দদায়ক, সৎকর্মপ্রাপক, (অথবা প্রজ্ঞারহিত) মহান্, পরমদীপ্তিমান্ আপনি আমাদের পরমানন্দদায়ক হয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি)। [যিনি পরমানন্দদায়ক, তাঁকে পরমানন্দদায়ক হবার জন্য প্রার্থনা কেন? তার উত্তর এই যে, সূর্যের আলোকে তো জগৎ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তাতে কি অন্ধের কোন উপকার হয়? ভগবান্ তো 'আনন্দং অমৃতরূপং'—তাঁর আনন্দের প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকারে আবৃত কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করলেও হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাতে পারে? যার উপভোগ করবার শক্তি নেই, যার গ্রহণ করবার অধিকার নেই, তার কাছে বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখলেও তা তার কোন কাজে লাগে না।—সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হ'লে আমরা সেই আনন্দ লাভ করব কিভাবে? তিনি যদি দয়া ক'রে আমাদের তাঁর ধন উপভোগ করবার শক্তি ও অধিকার দেন, তবেই আমরা তা উপভোগ করতে পারি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১১দ-১সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ন'টি গেয়গান আছে]।

১৬/২—যে সাধকের সত্ত্বভাব গ্রহণ ক'রে অভীষ্টবর্ষক দেব তার অভীষ্ট প্রদান করেন, হে সত্ত্বভাব। সর্বজ্ঞ তোমার সেই অমৃত লাভ ক'রে জ্ঞানবান্ হয়ে, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান যেমন আত্মশক্তি লাভ করে, তেমনই সেই সাধক আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মোক্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ করা যায়)। [মন্ত্রটি একটু জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যকার 'যস্য' 'তে' পদ দু'টির বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার ক'রে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সাথেও এই ব্যাখ্যার মিল দেখা যায় না। আমাদের মন্ত্রার্থে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকৃত হয়নি। অর্থ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে 'সত্ত্বভাবঃ' পদটি অধ্যাহার করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসকে আনা হয়েছে। সেখানে প্রায়ই লুণ্ঠন ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র কিংবা অন্য কোন দেবতা শত্রুদের গো-মহিষ ইত্যাদি এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করছেন—এমন বর্ণনা প্রায়ই দৃষ্ট

হয়। এইসব ব্যাখ্যা থেকে আবার প্রাচীন ভারতের অবস্থাও চিত্রিত হয়ে থাকে। অথচ মূলবেদে এসব অপকর্মের কোন উল্লেখ নেই]।

১৭/১—আশুমুক্তিদায়ক, সর্বজ্ঞ, আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়ে অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [ভগবান্ অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরুমূলে যে যা প্রার্থনা করে, সে তা-ই পায়। অবশ্য সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ পেতে হবে। সাধকদের চিত্ত নির্মল, তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং তাঁদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামী হয়। তাঁদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।—সত্ত্বভাব সর্বত্রই সকলের হৃদয়েই বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ ও বিকশিত করতে পারলেই তার দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাকে ব্যবহারে লাগাতে হ'লে পরিষ্কৃত ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১০দ-১সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত বারটি গেয়গান আছে]।

১৭/২—রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনীয়, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন ; লোক যেমন বস্তুজ্ঞান লাভ করে, তেমনভাবে সত্ত্বভাব জয়শীল ভগবানকে জানেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি, তারপর সত্ত্বভাবের সহায়ে ভগবানকে যে প্রাপ্ত হই)। [সত্ত্বভাব মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। ভগবৎচরণপ্রাপ্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব'লেই সত্ত্বভাব মানুষের এমন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু।—সাধারণ মানুষ যেমন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সত্ত্বভাবসম্পন্ন মানুষ তেমনই পরম পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ শক্তি মন্ত্রে বিঘোষিত হয়েছে।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'জৈত্রস্য' পদে দ্বিতীয়ান্ত 'জয়শীলং' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।

১৭/৩—মোক্ষদানের জন্য বলাধিপতি দেবই সাধকের সম্ভজনীয় গ্রহণীয় সত্ত্বভাব সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করেন এবং অমৃতপ্রাপক সেই দেবতা অভীষ্টবর্ষক রক্ষাস্ত্র সাধকরক্ষার জন্য ধারণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের পূজা গ্রহণ ক'রে তাঁকে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করেন)। [ভগবানের পূজার জন্যই মানুষের যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন। তিনি কৃপা ক'রে গ্রহণ করবেন ব'লেই তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সত্ত্বভাব লাভের জন্য সাধনা। তিনি যখন সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই জপতপ প্রভৃতি উদ্যোগ আয়োজন সার্থক হয়]।

১৮/১—সৎকর্মের সাধনে সখীভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! রিপুসংগ্রামে জয়-প্রদানকারী সত্ত্বভাবের বিশুদ্ধ পরমানন্দ লাভের জন্য তোমরা সৎ-ভাব-নাশক রিপুনিবহকে বিনাশ করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য যেন আমি রিপুজয়ী হই)। [মানুষ যে ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার দ্বারা কর্মসম্পাদন করে, তার প্রেরয়িতা—চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি যখন মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে, তখন তারা মানুষের পরম উপকারী বন্ধু।......তাই সৎকার্যসাধনে সহায়ভূত চিত্তবৃত্তিগুলিকে সখা ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। —এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্বানং' পদে 'হৃদয়স্থিত পশুকেই' লক্ষ্য করা সঙ্গত। (ভাষ্যকার এর অর্থ করেছেন 'রাক্ষস' এবং অপর এক ব্যাখ্যাকার অর্থ

করেছেন 'কুকুর')। আমাদের হৃদয়স্থিত এই রিপুরূপী পশুগণ দীর্ঘজিহ্বা, আমাদের সকল সৎ-বৃত্তি সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রভৃতি বিনষ্ট করে। আমাদের যা কিছু পরমার্থপ্রদ, তা সমস্তই এই পশুগণ নষ্ট করে। তাই 'শ্বানং' পদে 'রিপুনিবহ' অর্থ গৃহীত হয়েছে]। [এই সাম-মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৮দ-১সা) প্রাপ্তব্য]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত সাঁইত্রিশটি গেয়গান আছে]।

১৮/২—ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্মসাধক বিশুদ্ধ যে সত্ত্বভাব পবিত্রকারক ধারারূপে সাধকগণের হৃদয়ে উপজিত হয়, সেই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সর্বতোভাবে উপজিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃদয়শুদ্ধিকারক সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [যা সৎকর্মসম্পাদনে সাহায্য করে, তাই-ই 'কৃত্ব্যঃ'। এই পদের সাথে 'অশ্বঃ' অর্থাৎ ব্যাপকজ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। ব্যাপকজ্ঞান লাভ করলে মানুষের সৎকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, মানুষ সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ঘটলেও মানুষ তেমনই সৎকর্মপরায়ণ হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'পাবকয়া ধারয়া' —পবিত্র ধারারূপে হৃদয়ে উপজিত হয়]।

১৮/৩—সাধকগণ সৎকর্মসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁরা প্রসিদ্ধ পাপনাশক সত্ত্বভাবকে লাভ করবার জন্য অভীষ্টপূরণকারিণী বুদ্ধির দ্বারা (অথবা প্রার্থনার দ্বারা) ভগবানকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মোটেই পরিষ্কার হয়নি। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির মধ্যেও পরস্পরের সাথে ঐক্য নেই। প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'তিনি দুর্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্বক তাঁকে চালিয়ে দিচ্ছে।' —'তিনিই যজ্ঞ' 'প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্বক' প্রভৃতি বাক্যাংশে কোথা থেকে এই ব্যাখ্যায় এল, তা বোঝা যায় না]।

১৯/১—আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহের অভিমুখে ক্ষরিত হন ; (ভাব এই যে, —সত্ত্বভাব অমৃতপ্রবাহের সাথে মিলিত হন) ; অমৃতপ্রবাহে এই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হন ; মহান্ সর্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্মরূপ যানকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্মের সাথে মিলিত হন)। [সত্ত্বভাব অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হ'লে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার মতো আর কিছুই থাকে না। যা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন। এই নিত্যসত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে মন্ত্রটি সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৯দ-১সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গান আছে]।

১৯/২—ভগবৎ-প্রাপিকা বুদ্ধির (অথবা প্রার্থনার অধিপতি), জ্ঞানদায়ক সত্যপ্রাপক সত্ত্বভাব, কল্যাণকর অমৃতকে আমাদের হৃদয়ে প্রদান করুন ; রিপুজয়ী সাধক পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষের এবং ভূর্ভুবর্স্বর্লোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় স্বর্লোকের নিগূঢ় জ্যোতির্ময় অমৃত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —সাধক অমৃত লাভ করেন ; ভগবৎ-কৃপায় আমরাও যেন অমৃত প্রাপ্ত হই)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটির মর্ম সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন,— 'সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ ; সেই জিহ্বা হ'তে অতি চমৎকার মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হচ্ছে।

তিনি শব্দ করতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্তা, তাঁকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হ'লে পুত্রের এমন একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যা তার পিতামাতা জানতেন না।' —'বাবা-মা পুত্রের নাম জানতেন না' এর অর্থ কি? 'নূতন' শব্দই বা কোথা থেকে এল? ভাষ্যকার 'নাম' পদে পূর্বে 'পয়োলক্ষণং রস' (উঃ আঃ ১অ-৩খ-৩সূ-৩সা) অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান মন্ত্রে তার বিপরীত এক অর্থ করেছেন]।

১৯/৩—সাধকগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে জ্যোতির্ময় সত্ত্বভাব তাঁদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন ; সত্যসাধকগণ বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে প্রার্থনা করেন। হে সত্ত্বভাব! সর্বব্যাপক আপনি জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তীকে উদ্বোধিত ক'রে বিশেষভাবে দীপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —প্রার্থনাপরায়ণ সত্যব্রত সাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন, সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [মন্ত্রটি তিন ভাগে বিভক্ত। সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের হৃদয় বিশুদ্ধ, সুতরাং সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়। এবং সেই সঙ্গে পরাজ্ঞানের জ্যোতিতেও তাঁদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষে মানুষের সকল উচ্চবৃত্তিগুলি জাগরিত হয়ে ওঠে ; অর্থাৎ মানুষের সকল সুপ্ত সৎ-বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি জেগে উঠে নিজেদের কর্তব্যের সন্ধান পায়। সেই জাগরণে মানুষ দিব্যজ্যোতিঃর অধিকারী হয়। সত্ত্বভাবে অধিকারী মানব নিজেকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করতে পারেন। সেই শক্তি, সেই উদ্দীপনা, মানুষ সত্ত্বভাব থেকেই লাভ করেন]।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ২০)

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্॥ ১॥
ঊর্জো নপাতং স হিনায়মস্ময়ুর্দাশেম হব্যদাতয়ে।
ভুবদ্ বাজেষ্ববিতা ভুবদ্ বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্॥ ২॥

(সূক্তঃ ২১)

এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।
এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ॥ ১॥
যত্র ক্ব চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে॥ ২॥
ন হি তে পূর্তমক্ষিপদ্ ভুবন্নেমানাং পতে।
অথা দুবো বনবসে॥ ৩॥

(সূক্তঃ ২২)

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং কচ্চিদ্ ভরন্তোঽবস্যবঃ।
বজ্রিং চিত্রং হবামহে॥ ১॥
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্॥ ২॥

(সূক্ত ২৩)

অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে।
উদেব গ্মন্ত উদভিঃ॥ ১॥
বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি।
বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে॥ ২॥
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথযোরৌ রথ।
উরুযুগে বচোযুজা ইন্দ্রবাহা স্বর্বিদা॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—২০সূক্ত/১সাম—হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চনাকারিগণ, কর্মসামর্থ্য-লাভের নিমিত্ত এবং জ্যোতিস্বরূপ জ্ঞান লাভের জন্য, স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা নিত্যমিত্রের ন্যায় অনুকূল সর্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করতে সমর্থ হই। [মন্ত্রের মধ্যে 'বঃ' পদ আছে ব'লে, ভাষ্যকার, অন্বয়মুখে 'হে স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করেছেন ; এবং 'দক্ষসে' 'অগ্নয়ে' পদ দু'টির অর্থ 'অগ্নিদেবকে বর্ধিত করবার নিমিত্ত' ব'লে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্ধিত করবার জন্য সকল যজ্ঞের স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তব করো।' মন্ত্রের 'চ' শব্দটিরও ভিন্নক্রম ব'লে 'বঃ' পদের পরেই অন্বয় করেছেন। তাতে অপরাংশের অর্থ হয়, 'তোমরা স্তব করো এবং আমরাও সেই অগ্নিকে প্রশংসিত ক'রি'। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদটিতে হৃদয়নিহিত দেবভাবকেই বোঝাচ্ছে। 'দক্ষসে' পদের অর্থ —কর্মসামর্থ্যলাভের জন্য, এবং 'অগ্নয়ে' পদের অর্থ অগ্নির ন্যায় জ্ঞানলাভের জন্য,মন্ত্রের 'চ' পদেরও এ পক্ষে সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। তাতে এই মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে, —হৃদয়ে দেবভাবসমূহ পরিস্ফুট হ'লেই সাধক তার প্রতি কর্মেই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মাকে স্তব করতে সমর্থ হয়। তার প্রভাবে সৎকর্মসাধনে যুগপৎ সামর্থ্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মায়। তখনই দেবতা মিত্রের ন্যায়, সাধকের সৎকর্ম-সাধনে অনুকূল হন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৪দ-১সা) প্রাপ্তব্য]। [এখানে এই সূক্তের দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গান আছে]।

২০/২—হীনপ্রজ্ঞ আমরা ভগবানকে যেন আরাধনা ক'রি ; শক্তিদায়ক, আমাদের প্রতি 'কৃপাপরায়ণ, সেই ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাদের জ্ঞান প্রদান করুন ; তিনি আমাদের আত্মশক্তিলাভে রক্ষক হোন, সর্বপ্রাণীর পরিত্রাণদাতা অপিচ, শক্তিদায়ক হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সর্ববিপদ হ'তে রক্ষা করুন এবং আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [সমস্ত মন্ত্রটিতেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এই প্রার্থনার একটি বিশেষত্ব এই যে,—কেবল মানুষের জন্য নয়, সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য প্রার্থনা এতে পরিদৃষ্ট হয়। 'বিশ্ববাসী সকলেই যেন শক্তিলাভ করে, বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পায়,—সকলেই যেন অন্তিমে ভগবানের চরণে

স্থান পায়।' —এমনই সর্বমাঙ্গল্যের প্রার্থনাই এই মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়]।

২১/১—হে জ্ঞানদেব! আসুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন ; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হই ; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয়, তথাপি কৃপা ক'রে সে স্তব গ্রহণ করুন ; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রসকল নিশ্চিত সর্বসিদ্ধিপ্রদ ; উচ্চারণের বৈকল্য হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন ; আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন ; আমাদের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হোন)। [এই উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্রে ভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্য সাধকের ভক্তের যাজ্ঞিকের আকুল আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে। —উচ্চারণের ত্রুটিতে মন্ত্রফল পণ্ড হয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে। এ মন্ত্রের লক্ষ্য, সেই বিঘ্ন দূর করার প্রার্থনা ; ভগবান্ যেন ভক্তকে সেই শক্তি দেন, যার ফলে ভক্ত যেন সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে ভগবানের প্রীতিপ্রদ ক'রে (ত্রুটিহীনভাবে) মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন। আর যদি বা কোনরকম অঙ্গ-বৈকল্য হয়, মন্ত্র দোষ-দুষ্ট হয়, তাহলেও ভগবান্ যেন তাঁকে ক্ষমা করেন—মন্ত্র গ্রহণ করেন। কারণ ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য আকুলতা, ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় কোন ফাঁকি নেই। এগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ভগবান্ যেন তাঁর পূজা গ্রহণ করেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। তাদের নাম—'সাকুমশ্বম্']। [ছন্দার্চিকেও (১অ-১দ-৭সা) প্রাপ্তব্য]।

২১/২—কোনও সাধকের হৃদয়ে আপনার অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি বর্তমান থাকলে অথাৎ আপনি তার প্রতি কৃপাপরায়ণ হ'লে, তাঁর হৃদয়ে আপনি আসন পরিগ্রহ করেন ; এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবৎকৃপাতেই সাধক পরমধন লাভ করতে সমর্থ হন)। [মানুষ কিছু পরিমাণে কর্মসাধনের অধিকারী ; কিন্তু ফললাভের অধিকার তার নেই। ভগবানের কৃপার উপর ফল-লাভ নির্ভর করে। আবার, সেই কর্মসাধনের শক্তিলাভও ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। তিনি কৃপা ক'রে যদি সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তবেই সাধকের জীবন ধন্য হয়। নতুবা মানুষের এমন শক্তি নেই, যার দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে। এই মন্ত্রে সেই কথাই বিবৃত হয়েছে। —প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রে অগ্নিকে আহ্বান করা হয়েছে ; কিন্তু তার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না। এটি ভগবান্ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত]।

২১/৩—সর্বপ্রাণীদের পালক হে দেব! আপনার পূর্ণত্ববিধায়ক জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টিদায়ক হয় ; সেই জন্য অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-প্রদানের নিমিত্ত, আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করুন)। [ভগবানের জ্যোতিঃ থেকেই জগৎ আলোকিত হয়। তাঁর জ্যোতিঃ-কণা পেয়েই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তিমান্ হয় ; তাঁর দিব্য আলোকেই মানুষের হৃদয় আলোকিত হয়,—অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। —এই পরম জ্যোতিঃ-লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

২২/১—রক্ষাস্ত্রধারী অথাৎ সর্বশক্তিমান্ আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন আপনাকে আহ্বান করেন, তেমনই রিপু সংগ্রামে প্রবৃত্ত আমরাও যেন বিচিত্র শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুর কবল হ'তে পরিত্রাণ লাভের জন্য আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানের অনুসারী হই)। [হে প্রভো! সাধক যেমনভাবে আপনাকে আহ্বান করেন, আপনাকে আমরা যেন ঠিক তেমনিভাবে আহ্বান করতে পারি, তেমনিভাবে যেন আপনার অভিমুখে ছুটে যেতে

পারি। রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে আপনার কৃপালাভ ক'রে যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। আপনিই মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও বিপদ থেকে ত্রাণকারী। আপনিই মানুষকে রিপুজয়ের শক্তি প্রদান করেন। আমরা যেন কখনও আপনার চরণ ভুলে না থাকি। আমাদের কর্ম চিন্তা ও বাক্য যেন আপনার মঙ্গলনীতির অনুবর্ত্তী হয়। আমাদের জীবন যেন আপনার সেবায় উৎসর্গ করতে পারি।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখতে পাওয়া যায়। —একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—' হে অপূর্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ ক'রে রক্ষালাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি নানারূপধারী।' এই ব্যাখ্যায় যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তার সার্থকতা কি? সাধক বলছেন, তিনি দেবতাকে হোঁতকা চেহারা করিয়েছেন (অর্থাৎ পালোয়ান তৈরী করার উপযুক্ত খাবার খাইয়েছেন)। কারণ? কারণ সাধকের সাথে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে (অর্থাৎ দেবতাকে) লড়িয়ে দেবেন। —এইসব ব্যাখ্যা দৃষ্টেই ভিন্ন দে

শবাসী ভিন্নধর্মাবলম্বী (এবং তথাকথিত কিছু স্বদেশীয়) জনগণ বেদ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ ক'রে থাকেন। কিন্তু এ-সব ব্যাখ্যাও যে পাশ্চাত্যের অনুকারী তা বলাই বাহুল্য। —ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৬দ-১০সা) পাওয়া যায়]। [এখানে এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রে একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম যথাক্রমে— 'সৌভরম্' এবং 'কালেয়ম্']।

২২/২—হে দেব! সৎকর্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করবার জন্য আপনাকে আরাধনা করছি (অথবা হে সৎকর্মে! পাপকবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য যেন তোমাকে সম্পাদন করতে পারি)। যে দেবতা শত্রুনাশক নবজীবনদায়ক মহাতেজসম্পন্ন, সেই দেবতা আমাদের প্রাপ্ত হোন। বলাধিপতি হে দেব! আপনার স্নেহকামী আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনীয়, সকলের রক্ষক, আপনাকেই যেন আরাধনা করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; সেই দেবতা আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [মন্ত্রটিতে আত্ম-উদ্বোধনমূলক প্রার্থনা রয়েছে। উপরে মন্ত্রের প্রথম পাদে দু'টি ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। একটি ভগবানকে সম্বোধন ক'রে এবং অপরটি সৎকর্মকে সম্বোধন ক'রে। ভাষ্যকার কেবলমাত্র দেবতাকে সম্বোধন ক'রে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাতে অবশ্য বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করতে হয় এবং আমাদের মন্ত্রার্থে তা স্বীকৃতও হয়েছে। এতে ঐ ব্যাখ্যায় অর্থসঙ্গতিও রক্ষিত হয়েছে। বিবরণকার 'কর্মন্' শব্দকে সম্বোধন পদরূপে গ্রহণ ক'রে এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হয় মাত্র। —সৎকর্মসাধনসামর্থ্য ও ভগবানের শক্তি, এবং তাকে সম্বোধন করেই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র! যজ্ঞরক্ষার্থ তোমার নিকট যাচ্ছি। এই ইন্দ্র শত্রুদের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করছি।' অথচ এই মন্ত্রবিধৃত প্রার্থনার মর্মার্থ এই যে, আমরা যেন সর্বদা কায়মনোবাক্যে ভগবানেরই অনুসরণ করতে পারি ; ভগবান্ যেন আমাদের সেই শক্তি প্রদান করেন, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন]।

২৩/১—আরাধনীয় পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! সম্প্রতি পরমধনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করছি ; সত্ত্বভাবযুক্ত সাধক যেমন সত্ত্বভাব প্রদানের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি)। ['শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' সেই পরমদেবতাকে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায়।

হৃদয় যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ না হয়, কর্মে বাক্যে চিন্তায় সাধক যে পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবে চলতে না পারেন, সে পর্যন্ত ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয় না। সমস্তই পরস্পর মিলনের মধ্যে যোগসূত্র। অসম কখনও অসমের সাথে মিলিত হ'তে পারে না। ভগবান্ বিশুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আধার। সুতরাং মুক্তিকামী সাধক নিজেকে সকলরকম অবিশুদ্ধ, অসৎ কর্মের ও চিন্তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন। যে ভাবধারার সাহায্যে সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছাতে পারেন, সেই ভাবধারা লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখতে পাই। —প্রচলিত ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যার একটি বঙ্গানুবাদ —'হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেমন (ক্রীড়ার্থে নিকটবর্তী ব্যক্তিদের প্রতি) জল বিসৃষ্ট করে, তেমন আমরা সম্প্রতি তোমার সাথে মিলিত হবো।' এই উপমার মর্মার্থ-গ্রহণে আমরা অসমর্থ। এমন প্রার্থনার অর্থও বোধগম্য হয় না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৬দ-৮সা) প্রাপ্তব্য]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে]।

২৩/২—মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব! সমুদ্রতুল্য আপনাকে সাধকবর্গ ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন ; রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! আপনি নিত্যকাল আমাদের প্রবর্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [প্রার্থনার বলেই ভগবান্ সাধকের নিকট আগমন করেন—অবশ্য সেই আন্তরিক হওয়া চাই। অন্তরের অন্তর থেকে উদ্ভূত না হ'লে সেই প্রার্থনা, প্রার্থনাই নয়। তাই সাধক নিজেকে প্রার্থনার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান, তাঁর অস্তিত্ব প্রার্থনায় পর্যবসিত হয়। —ভগবানের কৃপায় মানুষের রিপুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ভববন্ধন টুটে যায়। ভগবানই এই রিপুগণকে বিনাশ করেন ; সেইসঙ্গে ভক্ত সাধকদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান বিতরণ ক'রে চিরদিনের জন্যই রিপু আক্রমণের ভয় নিবারণ করেন। তাই সেই পরাজ্ঞান লাভ করবার জন্য মন্ত্রের শেষে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]।

২৩/৩—অভীষ্টসাধক মহৎ সৎকর্মে, সাধকগণ প্রার্থনা-সমন্বিত স্বর্গপ্রাপক ভগবৎপ্রাপক পাপহারক ভক্তিজ্ঞানকে নিত্যকাল স্তোত্রের দ্বারা সম্মিলিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা কর্ম ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন)। [ভগবানকে প্রাপ্তির তিনটি পন্থা অথবা সাধন-উপায় আছে। তারা—কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান। এই তিনটির যে কোন একটির অবলম্বনে সাধক সাধনের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটির উপস্থিতিতে, উপযুক্ত সাধনায় অন্য দু'টির আবির্ভাব অনুমান করা যায়। প্রার্থনাপরায়ণ সাধক এই তিনের সম্মিলন সাধন ক'রে মোক্ষলাভে সমর্থ হন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, একটি বঙ্গানুবাদ—'গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎ রথে তাঁর বাহনভূত এবং বচনমাত্রেযোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।' —স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা কিভাবে যোজনা করবেন? 'রথ' শব্দে পূর্ব-অনুসারে এখানেও আমরা 'সৎকর্ম' অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য ক'রি। 'হরী'—পাপহারক জ্ঞানভক্তি, সাধক প্রার্থনার দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বয় সাধন করেন। জ্ঞানভক্তি ভগবৎপ্রাপক—জ্ঞানভক্তির সাহায্যেই স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভবপর। মন্ত্রে প্রার্থনাপরায়ণ সাধকের জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সাহায্যে মোক্ষলাভের তথ্যই বিবৃত হয়েছে]।

— প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে) — ১-১২ ইন্দ্র ; ১৩ অগ্নি ; ১৪ উষা ; ১৫ অশ্বিদেবদ্বয় ; ১৬-২২ পবমান সোম।

ছন্দ—১ (২/৩), ২-১১, ১৬-১৯, ২১ গায়ত্রী; ১২/২২ (১/২) উষ্ণিক্ ; ১৩-১৫, ২০ প্রগাথ বৃহতী ; ১(১), ২২ (৩) অনুষ্টুভ্।

ঋষি—১/৪ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস ; ২/৮/১৩-১৫ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৩ মেধ্যাতিথি কাণ্ব, প্রিয়মেধা আঙ্গিরস; ৫ ইরিম্বিঠি কাণ্ব ; ৬ কুসীদী কাণ্ব ; ৭ ত্রিশোক কাণ্ব ; ৯ বিশ্বামিত্র গাথিন ; ১০ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ; ১১/১৭(১) শুনঃ শেপ আজীগর্তি ; ১২ নারদ কাণ্ব ; ১৬ অবৎসার কাশ্যপ ; ১৭(২/৩) মেধ্যাতিথি কাণ্ব ; ১৮(১/৩) অসিত কাশ্যপ বা দেবল ; ১৮(২) অমহীয়ু আঙ্গিরস ; ১৯ ত্রিত আপ্ত্য ; ২০ সপ্ত ঋষি ; (প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত) ; ২১ শ্যাবাশ্ব আত্রেয় ; ২২ (১/২) অগ্নি চাক্ষুস ; ২২ (৩) প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র বা বাক্পুত্র।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত।
বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্॥ ১॥
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাতং সনশ্রুতম্।
ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন॥ ২॥
ইন্দ্র ইন্নো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ।
মহাঁ অভিজ্ঞ্বায়মৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত।
সখায়ঃ সোমপাব্নে॥ ১॥
শংসেদুক্থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ।
চক্রিমা সত্যরাধসে॥ ২॥
ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুস্ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো।
ত্বং হিরণ্যয়ুর্বসো॥ ৩॥

(সুক্ত ৩)

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।
কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে॥ ১॥
ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ।
তবেদু স্তোমৈশ্চিকেত॥ ২॥
ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ/
অকমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১॥
যস্মিন্ বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ।
ইন্দ্রং সুতে হবামহে॥ ২॥
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত।
তমিদ্ বর্ধন্তু নো গিরঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ১সূক্ত/১সাম—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্মকে) সর্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল রকম শত্রুর অভিভবকারী, অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সাধকবর্গের সর্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক্ আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পেয়েছে)। [ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটি ঋত্বিকদের সম্বোধন করে প্রযুক্ত হয়েছে, প্রতিপন্ন হয়। সেই অনুসারে বলা হয়েছে,—'হে ঋত্বিকগণ! সোমলক্ষণ অন্নকে অভিমুখ্যে যিনি দান করেন, এমন ইন্দ্রকে তোমরা প্রকৃষ্ট রূপে স্তব করো। সে ইন্দ্র কেমন? তিনি সকল শত্রুর বা সকল ভূতজাতের অভিভবকারী, বহুরকম প্রজ্ঞান বা বহুরকম কর্মকারী এবং মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ ধনদাতা—অথবা যজমানগণের যষ্টব্য-হেতু পূজনীয়; সেই ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব করো।' মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ' পদ সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রদেব তা পান করার জন্য একান্ত আসক্ত—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এমন ভাবই পরিব্যক্ত।—কিন্তু এই মন্ত্রার্থে 'অন্ধসঃ' পদে (পূবাপরের মতোই) 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত। দেবগণ বা ভগবান্ গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী? পার্থিব জড়পদার্থ—অন্ন বা সোমলতার বস মাদকদ্রব্য—দেবগণের কখনই পানীয় হ'তে পারে না। তাঁরা গ্রহণ করেন সকল দ্রব্যের সারভূত অংশ। তা—'দ্রব্য'—পদার্থ নয়—'ভাব'—পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই মন্ত্রটি ঋত্বিকদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়নি। সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সম্বোধন ক'রে দেবতার উদ্দেশে নিজের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে বা সৎকর্মকে সমর্পণ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ২অ-৫দ-১সা রূপেও পাওয়া যায়]।

১/২—হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! সর্ব-আরাধনীয় সর্বলোকবরণীয় যশস্বী সনাতন বলাধিপতি দেবতাকে তোমরা আরাধনা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। [আপাতদৃষ্টিতে মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণগুলি প্রায় একার্থক ব'লে প্রতীয়মান হ'তে পারে, কিন্তু

তাদের মধ্যে অবশ্যই সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর, একার্থক ব'লে গ্রহণ করলেও, বোঝা যায়; এর দ্বারা প্রার্থনার ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে।—মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে, সকলেই সেই নিত্য নিরঞ্জন ভগবানের উপাসনায় আত্মানিয়োগ করে, কিন্তু হে আমার মন! তুমি কি একাকী মোহনিদ্রায় অচেতন থাকবে? তোমার কি কখনও চৈতন্য হবে না? পশু-পাখী সকলেই প্রহরে প্রহরে তাঁকে ডাকে। তুমি কি তাদের চেয়েও হেয় নিকৃষ্ট? ভগবানের দেওয়া মহাধনের তুমি কি এই সৎ-ব্যবহার করলে? জাগো মন, সময় বয়ে যায়—জীবনের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হও, ভগবানের দেওয়া শক্তির সৎ-ব্যবহার করো। হেলায় সুযোগ নষ্ট করো না। পরম আরাধ্য দেবতার শরণ গ্রহণ করো]।

১/৩—বলাধিপতি দেবতাই আমাদের পরমধনসমন্বিত আত্মশক্তির প্রদাতা হন। (ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদের আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করেন)। লোকবর্গকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [মানুষের যা কিছু আছে, তা ভগবানেরই দান। ভগবানের কাছ হতেই সকলে শক্তি লাভ করে। তাই তাঁর কাছেই পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত (ইৎ) পদটির দ্বারা কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। একমাত্র তিনিই ধনপ্রদানে সমর্থ]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একত্রগথিত একটি গেয়গান আছে। তার নাম—'বৈতহব্যমোকোনিধনম্']।

২/১—হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে জ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানবিতরক) শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্বথা সমর্পণ করো। (মন্ত্রটি আত্ম উদ্বোধক; প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনার সকল কর্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সংন্যস্ত হোক)। [এই মন্ত্রটিও সাধারণতঃ ঋত্বিকদের বা পুরোহিতদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত ব'লে কথিত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখায়ঃ' পদ 'হে সখাগণ' এই অর্থে তাঁদের সম্বোধন মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই অনুসারে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'হে সখাগণ! তোমরা হরিনামক অশ্বযুক্ত, সোমরসসমূহের পানকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র পাঠ করো।'—কিন্তু আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। এখানে 'সখায়ঃ' সম্বোধনে নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করা হয়েছে। চিত্তবৃত্তি যে মানুষের প্রধান সখা, চিরসহচর—নিত্য সহচর, তা বোঝাবার আবশ্যক করে না। তারা সৎপথাবলম্বী হ'লে মানুষের সুবন্ধু বা সুমিত্ররূপে পরিগণিত হয়; আবার যখন বিপথে গমন করে, অসৎকর্মের পরিপোষক হয়, তখনই তারা কপটবন্ধু বা কুমিত্র ব'লে অভিহিত হয়।—সেই অনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়িয়েছে—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্ম-উৎসর্গ করো।' সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব। তিনি যে কেমন, তারই পরিচয়-স্বরূপ 'হর্য্যশ্বায়' এবং 'সোমপাব্নে' পদ দু'টি দেখতে পাওয়া যায়। অশ্বের সাথে অথবা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সাথে ঐ দুই পদের সম্বন্ধের বিষয় আমরা স্বীকার ক'রি না। তিনি যে জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত এবং সৎকর্মের বা সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী, ঐ দুই পদ সেই ভাবই খ্যাপন করে। অবশিষ্ট 'মাদনং প্রগায়ত' পদ দু'টিতে স্তোত্রমন্ত্র সর্বথা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত করো, এমন উদ্বোধনার ভাবই পাওয়া যায়। ফলতঃ সকল বাক্য ও কর্ম ভগবানের উদ্দেশে বিনিযুক্ত করার কামনাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ২অ-৫দ-২সা-রূপেও প্রাপ্তব্য]।

২/২—হে আমার মন! সৎকর্মসাধকগণ যেমন ঐকান্তিক প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, তেমনভাবে পরমধনদাতা এবং সত্যপ্রাপক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্যই তুমি প্রার্থনা উচ্চারণ করো অর্থাৎ

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [এই মন্ত্রে ভাষ্যকার স্তোতাকে সম্বোধন করে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। তাতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয়নি। তবে প্রার্থনার মূল অর্থ রক্ষিত হয়েছে। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'শোভনদানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেমন দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, আমরাও করব।'—মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার ছলে আত্ম-উদ্বোধনাই প্রকটিত]।

২/৩—বলাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদের আত্মশক্তিদাতা হোন। সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ হে দেব! আপনি আমাদের পরাজ্ঞানদায়ক হোন। পরমধনবান্ হে দেব! আপনি আমাদের পরমধনদাতা হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ভগবানের তিনরকম শক্তিকে সম্বোধন ক'রে তিনরকম দান পাবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। —তিনি বলাধিপতি (ইন্দ্র), সকল শক্তির উৎস প্রকৃতপক্ষে সাধনার দ্বারাই আত্মশক্তি লাভ হয়, কিন্তু সেই সাধনার শক্তি ও সিদ্ধিও তো ভগবানের কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না। তাই তাঁর কাছে প্রথমেই আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা। —তিনি পরমজ্ঞানদাতা, জ্ঞানস্বরূপ। তাই তাঁর কাছে পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনা। —তিনি সকল ধনের অধিস্বামী, পরমধনবান্। মানুষ যে ধনের জন্য ব্যাকুল, যা লাভ করলে জীবনের সকল কামনা-বাসনার অবসান হয়—মানুষ সেই পরমধন তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁর কাছে সেই পরমধন মোক্ষের প্রার্থনা)। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'শাক্ত্যম্']।

৩/১—হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আমাদের অঙ্গীভূত সুহৃৎ-স্বরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ আপনাকে কাময়মান হোক। (ভাব এই যে আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি ভগবৎপরায়ণ হোক—এটাই আকাঙ্ক্ষা)। অকিঞ্চন অতিক্ষুদ্র এই প্রার্থনাকারিগণ সেই উদ্দেশে আপনাকে স্তোত্রমন্ত্র সমূহের দ্বারা স্তব করছি। (ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎ-অনুসারিণী করবার জন্য এই প্রার্থনা জানাচ্ছি)। অথবা-হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে পাবার অভিলাষী, আপনার স্তোত্রপরায়ণ (কেবল আপনারই সম্বন্ধীয় বাক্য উচ্চারণশীল) উপাসক আমরা, যখন আপনার সখিত্বলাভে সমর্থ (অর্থাৎ কর্মের দ্বারা সালোক্য ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হবো; তখন আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন জনও বেদমন্ত্রের দ্বারা (বেদমার্গ-অনুসরণে) মোক্ষ-অভিলাষী হবে। (ভাব এই যে,—স্তোত্রের ও কর্মের দ্বারা ভগবানের সখিত্বলাভে সমর্থ হ'লে আপনা-আপনিই মুক্তি অধিগত হবে)। [মন্ত্রটি ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত। কিন্তু এরও মধ্যে একটি 'সখায়ঃ' পদ আছে। এটিতে ভাষ্যে 'সমানস্থানাঃ' প্রতিবাক্য গৃহীত হয়েছে আর ঐ পদটি 'বয়ং' পদের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। তাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'হে ইন্দ্র! তোমায় পাবার অভিলাষী তোমার সমানস্থানীয় আমরা; তোমার সম্বন্ধীয় স্তোত্রকে তোমার যেমন প্রয়োজন, তেমনভাবে কণ্বগোত্র-উৎপন্ন আমাদের পুত্রগণ উক্থ—মন্ত্রসমূহের দ্বারা তোমাকে স্তব করছে।'—আমাদের মন্ত্রার্থে দু'রকম অন্বয়ে যে অর্থ গৃহীত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রকাশ করছে। 'সখায়ঃ' পদটিকে দু'রকম অন্বয়ে দু'রকম অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আগের ঋকে এই পদ চিত্তবৃত্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত দেখেছি। এখানে সেই অর্থেও ঐ পদের প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ব্যাখ্যায় সে অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। আরও, ঐ পদে সাধকের অবস্থায় উপনীত অর্থাৎ সাযুজ্য ইত্যাদি প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভগবানের উপাসনার দ্বারা, তাঁর কর্মের দ্বারা, তাঁর সম্বন্ধীয় বাক্যের দ্বারা, ভগবানের ধ্যান-জ্ঞান-ধারণার দ্বারা, মানুষ সেই অবস্থায় উপনীত হয়। চিত্তবৃত্তিগুলি যখন একান্তে ভগবানের অনুসারী হয়, তখন তাদেরও

'সখায়ঃ' পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের 'সখায়ঃ' হয়ে তারা তখন ভগবানের 'সখায়ঃ' হয়। ফলতঃ, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হ'লে, তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলে সকল শ্রেয়ঃ অধিগত হয়ে থাকে। এই ভাবই এই মন্ত্রে প্রকটিত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৫দ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

৩/২—রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! অমৃতপ্রাপক আপনার সম্বন্ধীয় নবজীবনদায়ক সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে আমি যেন আপনার বিষয় ব্যতীত অন্য কোনও বিষয় প্রাপ্ত না হই অর্থাৎ অন্য কোনও কর্ম যেন আমার চিত্তবিক্ষোভ না করে; আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানই যেন প্রার্থনার দ্বারা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি যেন পরাজ্ঞান লাভ করি)। [একাগ্রচিত্তে, অনন্যমনা হয়ে ভগবানের আরাধনা করবার শক্তিলাভের জন্য, মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনার মর্ম এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন তোমার আরাধনা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে লিপ্ত না হই। মায়া মোহ প্রভৃতি রিপুগণ চারিদিকেই আমাকে আক্রমণ করছে—তোমার আরাধনা থেকে আমাকে বিচ্যুত করবার জন্য মায়ারূপী সংসার আমার চারিদিকে প্রলোভনপূর্ণ সুবর্ণ জাল বুনছে। আপাতঃ মধুর ভোগলালসা আমাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলছে। আমার নিজের এমন শক্তি নেই যে, তাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ নিবারণ ক'রে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হই। দুর্বল আমি; তাই তোমার শরণ গ্রহণ করছি। আমাকে তোমার মঙ্গলময় পথে নিয়ে যাও। মোহমায়ার আক্রমণে যেন আমার চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত না হয়। আমি যেন অনন্যমনা হয়ে তোমার চরণধ্যানে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। প্রভো! ভেঙ্গে দাও মোর মায়ার শৃঙ্খল, কেটে দাও মম মোহের বন্ধন। সেই পরমমঙ্গলময় পথে আমাকে নিয়ে যাও, যেখানে মায়ামোহের আক্রমণ নেই, সেই পরাজ্ঞান আমাকে প্রদান করো, যে জ্ঞানের আলোকে আমি তমসার পরপারে যেতে পারি]।

৩/৩—দেবভাবসমূহ সত্ত্বভাবসমন্বিত সাধককে প্রাপ্ত হন। প্রবুদ্ধ প্রজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ মায়াবন্ধন প্রাপ্ত হন না; তাঁরা মোহ প্রাপ্ত হন না। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব-সমন্বিত সাধকগণ দেবভাব লাভ ক'রে, তার দ্বারা মায়ামোহের বন্ধন ছেদন করেন)। অথবা—দেবগণ সত্ত্বভাব-সমন্বিত সাধককে রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ রক্ষা করেন; তাঁরা সাধকের মায়াবন্ধন কামনা করেন না; জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সাধকেরা মায়ামোহ অতিক্রম ক'রে পরমানন্দ লাভ করেন)। [এখানে দু'রকম অন্বয় অবলম্বনে দু'টি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ দু'টি ব্যাখ্যারই ভাব এক। সত্ত্বভাবযুত সাধকেরা ভগবানের কৃপায় মায়ামোহকে অতিক্রম করে আপন অভীষ্ট লাভ করতে সমর্থ হন।—মায়ামোহ মানুষের পতনের কারণ। আপাতঃ মধুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগ ইত্যাদির বাস্তব সত্তা নেই—তা মায়া-মরীচিকা মাত্র। সংসারী মানুষ ভোগসুখের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংসারে সুখের সন্ধানে ছোটে। পার্থিব সুখও মরীচিকার মতো তাকে বিভ্রান্ত ক'রে, তার ভোগপিপাসা বর্ধিত করে তাকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যায়। ভোগসুখ মোহিনী মূর্তি নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মানুষ তাকে ধরতে যায়, তার পিছনে ছুটতে থাকে—কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তার নাগাল পায় না। কারণ সে তো বাস্তব নয়—সে যে স্বপ্ন, মায়ার খেলা মাত্র।—এই মায়ার প্রলোভনে পড়ে মানুষ নিজেকে বিপথে পরিচালিত করে, আত্মহারা হয়। এই রাক্ষসীর ফাঁদে একবার পড়লে আর রক্ষা নেই—সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শোষণ করবে। যাঁরা ভগবানের কৃপায় হৃদয়ে সত্ত্বভাব লাভ করতে পারেন, তাঁরা সত্যের সন্ধান পেয়ে মিথ্যার চাতুরিতে যুক্ত হন না। ভগবান্ তাঁদের মায়ামোহের আক্রমণ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। তাঁরাও পরিণামে পরাশান্তি লাভে সমর্থ হন]।

[এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। তার নাম—'কায়ম্']।

৪/১—আনন্দস্বরূপ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম এবং স্তুতিবাক্যসমূহ সর্বথা প্রযুক্ত হোক; এবং কর্মপরায়ণ আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সকলের অর্চনীয় জ্যোতিঃকে অর্থাৎ সেই ভগবানকে আরাধনা করুক। (ভাব এই যে,—আমাদের সকল কর্ম ও স্তোত্র পরমানন্দময় ভগবানে সমর্পিত হোক; আমরা সর্বথা তাঁর অর্চনায় নিযুক্ত থাকি)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে কার উদ্দেশে কিভাবে যে মন্ত্রটি প্রযুক্ত হয়েছে, তা বোঝা যায় না। ভাষ্য অনুসারে মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে,—'মদনশীল, অর্থাৎ মদ্যপানরত ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোমকে আমাদের স্তুতিলক্ষণ বাক্য বা স্তোত্রসমূহ সর্বতোভাবে স্তুতি করুক। তারপর স্তুতিকারী ও স্তোতৃগণ সকলের অর্চনীয় সোমকে পূজা করুক।' মদ্যপ ইন্দ্রের জন্য সোমের পূজা হোক,—এমন অর্থে কি সুষ্ঠু ভাব পাওয়া যায়, পাঠকগণ তা বুঝে দেখুন। আমাদের মন্ত্রার্থে 'সুতং' পদে পূর্বাপর শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম অর্থ গৃহীত হয়েছে। আমাদের মতে ঐ পদ এবং 'গিরঃ' পদ একই পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং অর্থ উপলক্ষে সে দু'টির সংযোগান্তক একটি 'চ' পদ আমরা অধ্যাহার করেছি। সেই অনুসারে ঐ দুই পদ 'পরিষ্টোভন্তু' ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ মধ্যে পরিগণিত। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের, 'মদ্বনে ইন্দ্রায় নঃ সুতং গিরঃ পরিষ্টোভন্তু' পদ কয়েকটির ভাব দাঁড়িয়েছে,—'আনন্দস্বরূপ ভগবান্ সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে আমাদের সকল কর্ম ও স্তোত্রসমূহ প্রযুক্ত হোক। তারা 'পরিষ্টোভন্তু' অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশে স্তুতি করুক, এইরকম অর্থ থেকেই ঐ ভাব পাওয়া যায়।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ, 'কারবঃ অর্কং অর্চন্তু' পদ-কয়েকটি, পূর্বোক্ত ভাবেরই পরিপোষক অথবা বিশ্লেষক। 'কারব'ঃ পদে কর্মপরায়ণ জনগণ বোঝায়। এখানে আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ ঐ পদে লক্ষ্যস্থানীয়। 'অর্কং' পদে জ্যোতিঃকে—জ্যোতিঃস্বরূপ দীপ্তিমান দেবতাকে বা সেই ভগবানকে বোঝাচ্ছে। এ পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্বথা সেই ভগবানের পূজায় ব্রতী হোক।' —এইভাবে এই মন্ত্রের সারমর্ম আমাদের মন্ত্রার্থে বিধৃত হয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৫দ-৪সা) আছে]।

৪/২—যে দেবতায় সকল দীপ্তি পূর্ণরূপে বর্তমান আছে, যাঁকে সকল সৎকর্মসাধকগণ স্তব করেন, সেই বলাধিপতি দেবতাকে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সর্বলোকপূজিত জ্যোতির্ময় ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের মহিমাও পরিব্যক্ত হয়েছে। তিনি জ্যোতির আধার। বিশ্বলোকে তিনিই একমাত্র বন্দনীয়। তাঁরই চরণে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে—কারণ তিনিই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়। এমন মঙ্গলবিধায়ক যে পরম পুরুষ তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করবার জন্য সাধকগণ স্বভাবতঃই আগ্রহান্বিত হন। তাঁরা মঙ্গলের পথ বেছে নিতে পারেন, তাই সেই পরম মঙ্গলদায়ক পথেই বিচরণ করেন। আমরাও যেন সেই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি।—'সপ্তসংসদঃ' পদে এই মন্ত্রার্থে 'সকল সৎকর্মসাধক' অর্থই সঙ্গত]।

৪/৩—কর্মভক্তিজ্ঞানের সমন্বয়সাধনে দেবভাবসমন্বিত ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সৎকর্মাত্মক জ্ঞান বর্ধন করেন। আমাদের প্রার্থনা যেন সেই জ্ঞানকেই আমাদের হৃদয়ে প্রবর্ধিত করে। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্মভক্তিজ্ঞানসাধনে আমরা যেন সফলকাম হই। [ভক্তিরসের সাধকগণ দেবভাব লাভ করেছেন, তাঁরা ভগবানের সাধনার সব রকম উপায়ই অবগত আছেন এবং তাঁরা এই সব উপায় অবলম্বনেই সাধনমার্গে অগ্রসর হন। কর্ম-ভক্তি ও জ্ঞানসাধনের দ্বারা তাঁরা

নিজেদের মোক্ষপথ সরল ও সুগম ক'রে তোলেন।—মন্ত্রের অপর অংশে সেই পরমমঙ্গলদায়ক সৎকর্মাত্মক অথবা ভক্তিযুক্ত জ্ঞান লাভ করবার জন্য প্রার্থনা আছে। সেই জ্ঞানলাভ করলে মানুষের আর কোন বাসনা অপূর্ণ থাকে না]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম—'শ্রৌতকক্ষণ্']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৫)

অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি।
এহীমস্য দ্রবা পিব॥ ১॥
শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ।
আখণ্ডল প্র হূয়সে॥ ২॥
যস্তে শৃঙ্গবৃষো ণপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ
নাস্মিন্ দধ্র আ মনঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়
মহাহস্তী দক্ষিণেন॥ ১॥
বিদ্মা হি ত্বা তুবিকূর্মিং তুবিদেষ্ণং তুবীমঘম্।
তুবিমাত্রমবোভিঃ॥ ২॥
ন হি ত্বা শূর দেবা ন মর্তাসো দিৎসন্তম্।
ভীমং ন গাং বারয়ন্তে॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে।
তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্॥ ১॥
মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্।
মা কীং ব্রহ্মদ্বিষং বনঃ॥ ২॥
ইহ ত্বা গোপরীণসং মহে মন্দন্তু রাধসে।
সরো গৌরো যথা পিব॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্।
অনাভয়িন্ ররিমা তে॥ ১॥
নৃভির্ধৌতঃ সুভো অশ্নৈরব্যা বারৈঃ পরিপূতঃ।
অশ্বা ন নিক্তো নদীষু॥ ২॥
তং তে যবং যথা গোভিঃ স্বাদুমকর্ম শ্রীণন্তঃ।
ইন্দ্র ত্বাস্মিন্ৎসধমাদে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ৫সূক্ত/১সাম—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই আপনা-আপনি সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার জন্য রিপুগণ কর্তৃক বিমর্দিত বা বিচ্ছিন্নীকৃত হৃদয়ে নিরন্তর কর্মের বা স্তোত্রের দ্বারা সকল রকমে পবিত্রীকৃত হোক; এখন এই সত্ত্বভাবের প্রতি আপনি আগমন করুন; এবং করুণা ক'রে তা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হোক, আর আপনি এসে তা গ্রহণ করুন)। [ভাষ্য ইত্যাদি অবলম্বনে এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ—'হে ইন্দ্রদেব! বেদীর উপর বিস্তৃত কুশের উপর দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত অভিনব-সংস্কারে সংস্কৃত; এখন তুমি এই সোমরসের প্রতি এস; এসে, যেখানে যেখানে রসাত্মক সোম আহুতি প্রদত্ত হচ্ছে, সেখানে যাও। এবং তা পান করো।' কুশের উপর ছিটে ফোঁটা সোমরস ছড়িয়ে দেবতাকে যেন প্রবুদ্ধ করা হচ্ছে,—এই ভাবই প্রধানতঃ প্রচলিত অর্থ ইত্যাদিতে প্রকাশ পাচ্ছে। যাই হোক, সে সব অর্থের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। —'সোম' শব্দে আমরা পূর্বাপর যে অর্থ গ্রহণ করেছি—'শুদ্ধসত্ত্ব'—এখানেও তা গ্রহণীয়। 'বার্হিষি' পদে হৃদয়কে বোঝায়। রিপুগণের উপদ্রবে হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, এটাই হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা। আমরা মনে ক'রি সেই পক্ষেই ছিন্ন-কুশের সাথে তার সাদৃশ পরিকল্পনা কুশ যেমন ঘৃত ইত্যাদিতে অভিষিক্ত হয়ে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, হৃদয় তেমনি শুদ্ধসত্ত্বে অভিষিক্ত হ'লে দেবপূজার উপযুক্ততা লাভ করে। তারপর, 'এহি' ও 'দ্রবা' পদ দু'টিতে যে ভাব পরিগৃহীত হয় তা সর্বথা সমীচীন ব'লে মনে হয় না। একবার বলা হয়েছে 'এস' (আগচ্ছ), পুনরায় বলা হয়েছে—'যাও'; এর মর্ম অনুধাবন করা যায় না। এই মন্ত্রার্থে 'দ্রবা' পদকে 'দ্রবেণ' পদের রূপান্তর ব'লে মনে করা হয়েছে। এ মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে (অর্থাৎ ভগবানকে বা ভগবানের বলৈশ্বর্যের বিভূতিধারী দেবকে) আহ্বান ক'রে প্রার্থনা জানান হয়েছে যে, তিনি যেন আমার (অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার ক'রে দেন ; তারপর তিনি তাঁর হৃদয়ে আসুন, আসন গ্রহণ করুন, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব পানে প্রবৃত্ত হন। —সৎকর্মের দ্বারা, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পরিপোষণ দ্বারা, ভগবানের প্রীতি-সাধন-কামনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৫দ-৫সা) প্রাপ্তব্য]।

৫/২—পরম জ্যোতির্ময় সর্বলোকপূজ্য হে দেব! আপনার প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দলাভের জন্য হোক অর্থাৎ আপনি আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করুন। শত্রুবিমর্দক হে দেব! প্রকৃষ্টরূপে আমাদের সত্ত্বভাবদানের জন্য আমরা আপনাকে আহ্বান করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে মন্ত্রটির অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখা যায়। যেমন,—'হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! তোমার সুখের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, হে আখণ্ডল!

উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহুত হয়েছ।' ওখানে 'শাচিগো' পদের অর্থ করা হয়েছে—যার যথেষ্ট পরিমাণ গরু আছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'গো' পদে জ্ঞানকিরণকে লক্ষ্য করে। ভাষ্যকার 'তে রণায়' পদের অর্থ করেছেন—আপনার সুখজননের জন্য। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই সোমরসের অবতারণা করায় ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে।]।

৫/৩— হে দেব। আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানদায়ক, অধঃপতন হ'তে রক্ষাকারী, সত্ত্বভাবদায়ক যে সৎকর্ম আছে, সেই সৎকমসাধনে সাধ্যকগণ ভক্তিসহকারে সম্যকরূপে অন্তঃকরণ নিবেশ করেন, অর্থাৎ মনঃসংযোগ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকেরা সত্ত্বভাবদায়ক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্মে আত্মনিবেশ করেন)। [এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেই নানারকম অনৈক্য উপস্থিত হয়েছে। একটিব্যাখ্যা অনুসারে জানা যায় যে ইন্দ্র একবার শৃঙ্গ বৃষনামক ঋষির পুত্র হয়েছিলেন; তাই ইন্দ্রের নাম শৃঙ্গবৃষোণপাৎ অর্থাৎ শৃঙ্গবৃষের পুত্র। এসব আখ্যায়িকার মূল কোথায়, তা আমরা জানি না। অন্ততঃ ঋগ্বেদে এই সব উপাখ্যানের কোন উল্লেখ নেই। (অথচ, মন্ত্রটি ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত)। সায়ণাচার্য্য আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবরণকারও একটি ব্যাখ্যায় বলেছেন—' শৃঙ্গবান্ বৃষ প্রধানভূতঃ গৌঃ, তাদৃশ ইন্দ্র।' অথচ এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে আনয়ন করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে মনে হয় না। আমাদের মতে—'শৃঙ্গ' শব্দে রশ্মি, জ্ঞানকিরণ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। জ্ঞানবর্ষণ করে যে, অর্থাৎ 'জ্ঞানদায়ক' অর্থই সঙ্গত। আবার, যে কর্মসাধনে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তি হয়, যে সৎকর্মের প্রভাবে হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, তা 'কুণ্ডপায়্যঃ' যজ্ঞ। আমাদের ব্যাখ্যায় এই ভাবই গৃহীত। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। যথাক্রমে সেগুলির নাম—'রাত্রিদৈবোদাসম্' এবং 'ঐর্ধসদ্মনম্']।

৬/১— হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের প্রতি আগমন করুন; এবং আরাধনীয় অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় বৈচিত্র্যসম্পন্ন পরমার্থরূপ ধনকে আমাদের জন্য পরমদানশীল হোন; অথবা,—আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ধনকে (আপনার গ্রহণীয় অর্চনাকে বা পূজাকে) আপনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন; এবং অনুকম্পাপূর্বক আমাদের সম্বন্ধে পরম দানশীল হোন (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের প্রতি কৃপা ক'রে পরমধন গ্রহণপূর্বক আমাদের বিতরণের জন্য এই মর্ত্যলোকে আগমন করুন)। [আমরা মন্ত্রটিতে দু'রকম ভাব গ্রহণ করি। একরকম অর্থে, পরমার্থরূপ ধন গ্রহণপূর্বক ভগবানকে নিকটে আনবার কামনা প্রকাশ পায়। অন্য রকম অর্থে, আমাদের স্তব বা প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে তিনি আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হোন—এমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত। ঐ দু'রকম অর্থেই বোঝা যায়, আমাদের পরিগৃহীত অর্থের ভাব ও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির মর্ম প্রায় অভিন্নই আছে। — ভাষ্যকার 'মহাহস্তী' পদে দেবতাকে মহাহস্তবিশিষ্ট বলেছেন, অর্থাৎ দেবতার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাত আছে। অশরীরী দেবতার হাত-পায়ের কল্পনা কি ত্রুটিযুক্ত নয়? আসলে, এখানে, মহৎ হস্তের দ্বারা কর্ম, 'মহাহস্ত' পদে তা-ই দ্যোতনা করে। এইভাবে 'দক্ষিণেন' পদে 'দক্ষিণ হস্তের দ্বারা' অর্থের পরিবর্তে 'আনুকূল্য সহায়কা করুণা' প্রভৃতি অর্থ পাওয়াই সঙ্গত। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি, এই মন্ত্রে কি ব্যাকুল প্রার্থনাই না প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে,—'হে ভগবন্! ত্বরায় এস ; যে ধনের জন্য সংসার লালায়িত, সেই বিচিত্র ধন নিয়ে এস ; আর করুণা প্রকাশে পরমদাতার মতো সেই ধন আমাদের বিতরণ করো।' অথবা,—'আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো, আমাদের প্রতি করুণাপর হও।' মন্ত্রের মধ্যে এমনই প্রার্থনা দেখা যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৬দ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

৬/২— হে ভগবন্! সর্বশক্তিসম্পন্ন পরমধনবান্ পরমদাতা সর্বব্যাপক রক্ষাশক্তিযুক্ত আপনাকেই আমরা যেন জানতে পারি।)ভাব এই যে,—আমরা যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি)। [সেই পরমপুরুষকে জানলে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তাঁকে জানলে অনন্তকে জানা যায়, অনন্তকে উপলব্ধি করতে পারা যায়, তখন সাধক মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করেন। জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব ভেদ ঘুচে গেলে জীবন ও মৃত্যুর সমন্বয় সাধিত হয়, মানুষ অমৃত হয়ে যায়। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান। — কিন্তু সান্ত মানুষ তার সসীম জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মকে জানতে পারে না; সান্তের পক্ষে অনন্তের ধারণা করা অসম্ভব। তবে মানুষ কিভাবে সেই অনন্তকে জানতে পারে? মানুষ সেই অনন্ত থেকেই এসেছে তাই তার মধ্যে অনন্তের প্রেরণা আছে। অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত বা মোহের আবেশে তা সুপ্ত থাকে। যখন সেই অজ্ঞানতা, সেই মোহ অপসারিত হয়, তখন মানুষ নিজের পূর্ণ গৌরবে দীপ্ত ভাস্বর হয়ে ওঠে; তার অন্তরস্থিত অনন্তের বীজ বিকশিত হয়। তখন সে আত্মারাম হয়ে যায়। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষার এই অবস্থা লাভ করবার জন্যই—ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখা যায়।

৬/৩—সর্ব শক্তিমান্ হে দেব! অজ্ঞানতা যেমন জ্ঞানকে পরাজিত করতে সমর্থ হয় না, তেমন রিপুদের ভয়জনক, পরাজ্ঞানদায়ক আপনাকে দেবগণও ধারণ করতে সমর্থ হন না এবং মানবগণও ধারণ করতে পারে না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্বশক্তিমান্ পরাজ্ঞানদায়ক ভগবান্ অপরাজেয়)। [ভগবান্ রিপুগণের ভয়জনক; কারণ তাঁর প্রভাবে রিপুগণ বিধ্বস্ত হয়। তাই রিপুজয়কামী সাধকেরা তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভগবান্ তাঁর ভক্ত সাধককে কোলে টেনে নেন। মন্ত্রে মানুষের পরম আশার এই বার্তাই ঘোষিত হয়েছে। —'গাং' পদে ভাষ্যকার 'বৃষভং' অর্থ গ্রহণ করলেও আমাদের মন্ত্রার্থে পূর্বাপর 'জ্ঞানং' অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম—'আকুপারম্']।

৭/১—হে অভীষ্টদায়ক ভগবন্! সর্বথা হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত হ'লে, আপনাকে লক্ষ্য ক'রে আপনার গ্রহণের জন্য, শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্মকে সৃষ্টি করি' অর্থাৎ সম্পাদন করি। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হ'লে, ভগবানের প্রীতির-জন্য আমরা সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই)। তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি সর্বথা প্রাপ্ত হোন। (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হোক)। অথবা—অভীষ্টপূরক হে ভগবন্! আপনাকে লক্ষ্য ক'রে সবতোভাবে আপনার পানের জন্য বা গ্রহণের জন্য, তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্মকে সষ্টি করি। (ভাব এই যে,—ভগবানের তৃপ্তির জন্য আমার যেন সৎকর্মের সাধনে প্রবৃত্তি হয়)। আর, সেই সৎকর্মে বা শুদ্ধসত্ত্বে আপনি পরিব্যাপ্ত থাকুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমার কর্মসমূহ আপনার সাথে সম্বন্ধযুত হোক)।

[এ পর্যন্ত এই মন্ত্রের যে কয়েকটি ব্যাখ্যা দেখা গেছে, তার সবগুলিই সোমরসনামক মাদকদ্রব্যের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সেই অনুসারে 'সুতে' পদে অভিষব-সংস্কারে সংস্কৃত সোমরসের অবস্থা-বিশেষকে বুঝিয়ে আসছে। 'সুতং' পদ সোমরসকে লক্ষ্য করছে। এবং 'মদং' পদ মদ্যপানজনিত মত্ততার পরিচয় দিচ্ছে। এইভাবে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, তার একটি উদাহরণ—'হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হ'লে, সেই অভিষুত সোম পানের জন্য তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি; তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান ক.রা।' —কিন্তু আমাদের দু'রকম অন্বয়ে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হয়েছে, তা মন্ত্রার্থে প্রকাশিত। যেমন, 'সুতে পদটি 'দুরকম স্থান প্রাপ্ত হয়েছে। এক রকম অর্থে ঐ পদে 'হৃদয়

শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত হ'লে'—এমন মর্ম পাওয়া যায়। অন্যরকম অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্বে বা সৎকর্মে' এমন ভাব গৃহীত হয়েছে। 'সুতং' পদে যে শুদ্ধসত্ত্ব বোঝায়, তা আমরা পূর্বাপর খ্যাপন ক'রে এসেছি। 'মদং' পদ 'আনন্দপ্রদ' অর্থ খ্যাপন করে। এইসব বিষয় বিবেচনা করলে মন্ত্রের প্রকৃতভাব উপলব্ধি করা শক্ত হয় না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৫দ-৭সা) প্রাপ্তব্য]।

৭/২— হে ভগবন্! আপনার রক্ষাভিলাষী অজ্ঞান আমরা আপনাকে যেন আরাধনা ক'রি, আপনার প্রতি অভক্তিপরায়ণ যেন না হই। হে আমার মন! ভগবানে অভক্তিযুত কোনও ব্যক্তিকে ভজনা করো না। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; অভক্তের সংস্পর্শ থেকে যেন দূরে থাকি)। [অজ্ঞান দুর্বলচিত্ত মানুষ মোহমায়ার আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, রিপুকবলিত হয়ে অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে। এ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় ভক্তিযুত চিত্তে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা—সেই আশ্রয় লাভের জন্য প্রার্থনা করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে না। কারণ এমন হতভাগ্য মূর্খও আছে, যারা সেই পরমদেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সেই অশ্রদ্ধা ও অভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু—জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে কেবলই পাপপঙ্কে নিমজ্জন। সুতরাং মুক্তকামী জন নিজে তো ভগবানের প্রতি সেই অশ্রদ্ধা ও অভক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করবেই, এমন কি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন জনকে সর্বথা পরিত্যাগও করা উচিত। কারণ 'অসৎ সঙ্গে নরকবাস' কথাটি তো সম্পূর্ণ সত্যই। সুতরাং প্রার্থনার মধ্যে সেই পাতকীদের সংস্পর্শ থেকেও যাতে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করেন বা দূরে রাখেন, তার জন্যও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে]।

৭/৩— হে ভগবন্! মহৎ ধনলাভ করবার জন্য সাধকগণ পরাজ্ঞানদায়ক আপনাকে প্রার্থনার দ্বারা প্রীত করেন। হে আমার মন! পবিত্র হৃদয় ব্যক্তি যেমন অমৃত প্রাপ্ত হন, তেমনভাবে তুমি হৃদয়ে অমৃতপ্রাপক হও। ভাব এই যে, —পরাজ্ঞানকামী সাধকেরা ভগবৎপরায়ণ হন। আমরাও যেন অমৃত লাভ ক'রি)। [মন্ত্রটির প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে। সাধকেরা প্রার্থনা আরাধনা প্রভৃতির দ্বারা ভগবানের প্রীতি সাধন করেন। সুতরাং পরাজ্ঞানকামী সাধকদের পক্ষে তাঁদের অভীষ্টলাভের কোন অন্তরায় থাকে না, অর্থাৎ তাঁদের প্রতি তুষ্ট হয়ে ভগবান্ তাঁদের সেই পরাজ্ঞান দান করেন।—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আত্ম-উদ্বোধন আছে। হৃদয়ে যাতে অমৃতের সঞ্চার হয়, সেই উপায় অবলম্বন করবার ভাব এই অংশে নিহিত আছে।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোপরীণসং' পদে বিবরণকারের মতোই আমরাও ভগবানকে লক্ষ্য রেখেছি। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য কিন্তু এই পদে 'সোমং' অর্থ নির্দেশ করেছেন। অথচ এই দ্বিতীয়ান্ত পদটি কোন ক্রিয়া বা অব্যয়ের সাথে অন্বিত হয়নি, সুতরাং ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয়নি]। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম—'আর্যতস্']।

৮/১— হে জন্মজরামরণভয়বিরহিত (হে অনন্ত)! নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয় পরমধনপ্রদাতা দেব! আমাদের মনঃপ্রসূত বিশুদ্ধ এই অন্ন (সত্ত্বভাবরূপ ভক্তিরসামৃত) আপনাকে বিধিপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করছি (উৎসর্গ করছি)। যাতে আপনার উদর পূর্ণ হয়, অর্থাৎ আপনার সম্যক্ তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনি আপনি তা পান করুন। (ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা,একমাত্র হৃদয়ের ভক্তিই আমাদের সম্বল। তুমি সেই ভক্তিসুধা পান ক'রে পরিতৃপ্ত হও এবং আমাদের পরমাশ্রয় প্রদান করো)। [স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়,—ইন্দ্র যেন একজন সাধারণ মানুষ। তিনি যেন সোমরস পান করতে খুব ভালোবাসেন। তাঁকে যেন বলা যাচ্ছে—'এই শোধিত সোমরস (অন্ন) প্রচুর, পরিমাণে পান

করো—যাতে তোমার উদর পূর্ণ হয়। নির্ভীক হয়ে পান করো, এটা তোমার জন্যই প্রস্তুত করেছি।' —ভাষ্যকার প্রায় এমন অর্থই প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এই সোমের তাৎপর্য অন্যরকম মনে হয়। মনে হয়, এখানে যেন ভগবানকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে—'হে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর ভগবন্! তোমার উদর পূর্ণ করতে পারি এমন শক্তি আমাদের নেই। আমরা অতি অকিঞ্চন। আমাদের নিজস্ব বলতে বিশেষ আর কি আছে? তবে বহুদিন ধ'রে, বহু সাধনা ক'রে সামান্য একটু সত্ত্বভাব, ভক্তিরসামৃত সংগ্রহ করেছি। হে কাম্য, হে নিখিল জনগণের আশ্রয়স্থল, হে পরমধনপ্রদাতা, জন্মজরামরণবিরহিত দেব! সেটুকু আমরা তোমাকে প্রদান করেছি। নিজগুণে তার দ্বারাই তোমার উদর পূর্ণ ক'রে নাও।'—প্রাণে নিরাশার ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। মন্ত্রে তাই করুণ-প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে] [ছন্দার্চিকের ২অ-১দ-১০সা দ্রষ্টব্য]।

৮/২—বিশুদ্ধ ব্যাপকজ্ঞান যেমন অমৃতের প্রবাহে মিলিত হয়, অর্থাৎ অমৃতের প্রবাহকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই সাধকদের কতৃক পাষাণকঠোর তপস্যার দ্বারা এবং নিত্যজ্ঞান প্রবাহের দ্বারা পরিশোধিত, নির্মলীকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সেই সাধকদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—তপোপরায়ণ সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। এই মন্ত্রের মধ্যে যে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে, তা এই যে,—সাধকেরা তাঁদের কঠোর তপস্যার দ্বারা জ্ঞানযুক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করতে পারেন। সত্ত্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান, সকল মানুষের হৃদয়েই তা সুপ্তভাবে অবস্থিত। কিন্তু খনিগর্ভস্থ সোনাকে ব্যবহার করতে হ'লে যেমন তাকে বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত করতে না পারলে তার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে বর্তমান থাকলেও কঠোর সাধনার দ্বারা তাকে বিকশিত ও বিশুদ্ধ না করতে পারলে তার দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হন না। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে পরাজ্ঞান সম্মিলিত হয়। সুতরাং সহজেই সাধক অমৃত লাভে সমর্থ হন]।

৮/৩—বলাধিপতি হে দেব! সাধকগণ যেমন জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত ক'রে মোক্ষসাধক আপনার প্রসিদ্ধ আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হন, তেমনভাবে আত্মশক্তি লাভের জন্য আমাদের কর্তৃক প্রারব্ধ সৎকর্মে আপনাকে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত মোক্ষসাধক আত্মশক্তি সৎকর্ম সাধনের দ্বারা লাভ করতে পারি)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রটির পদের সাথে পূর্ব মন্ত্রের পদের অন্বয় ক'রে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন যথারীতি এখানেও তিনি সোমরসের কথা এনেছেন। কিন্তু দু'টি মন্ত্রেই সোমরসের কোন উল্লেখ নেই। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'সোমরস' অধ্যাহৃত করলেও ব্যাখ্যায় গোলযোগ ঘটেছে। 'শ্রীণন্তঃ' অথবা 'অকর্ম' ক্রিয়াপদের কর্তার কোনও উল্লেখ নেই। সুতরাং ব্যাখ্যাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ব্যাখ্যার সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা 'সাধকাঃ' পদ অধ্যাহার করেছি। সাধকেরাই নিজেদের সাধনার দ্বারা মোক্ষপ্রাপক আত্মশক্তি লাভ করতে পারেন। তাঁরাই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধনে সমর্থ। —মন্ত্রটির মধ্যে একটি উপমার প্রয়োগে প্রার্থনার স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে। 'সাধকগণ যেমনভাবে মোক্ষসাধক আত্মশক্তি লাভ করেন, আমরাও যেন তেমন আত্মশক্তি লাভ করি।'—এটাই প্রার্থনার মর্ম। কিন্তু দুর্বল হীনশক্তি আমরা সেই দেববাঞ্ছিত বস্তু পাবার আশা কিভাবে করতে পারি? পারি। আমাদের একমাত্র সম্বল—দুর্বলের বল সেই ভগবান্। যাঁর কৃপায় মূক ব্যক্তিও বাচাল হয়, পঙ্গু ব্যক্তিও পর্বত অতিক্রম করে, সেই পরমপুরুষের চরণে আমরা আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করছি। তিনি কৃপাপূর্বক আমাদের প্রত্যেক সৎপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন—এটাই প্রার্থনা]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম—'গায়ম্']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৯)

ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধাতিং পতে।
পিবা ত্বাহস্য গির্বণঃ॥১॥
যস্তে অনু স্বধামসৎ সুতে নি যচ্ছ তন্বম্।
স ত্বা মমত্তু সোম্য॥২॥
প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ।
প্র বাহূ শূর রাধসা॥৩॥

(সূক্ত ১০)

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ॥১॥
পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যাণাম্।
ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে॥২॥
স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যা।
গমদ্ বাজেভিরা স নঃ॥৩॥

(সূক্ত ১১)

যোগেযোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে॥১॥
অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্।
যং তে পূর্বং পিতা হুবে॥২॥
আ ঘা গমদ্ যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিরূতিভিঃ।
বাজেভিরুপ নো হবম্॥৩॥

(সূক্ত ১২)

ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উক্থ্যম্।
বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহা হি ষঃ॥১॥
স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ।
সুপারঃ সুশ্রবস্তমঃ সমপ্সুজিৎ॥২॥
তমু হুবে বাজসাতয় ইন্দ্র ভরায় শুষ্মিণম্।
ভবা নঃ সুম্নে অন্তমঃ সখা বৃধে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ৯সূক্ত/১সাম—পরমার্থ-রূপ ধনের অধিপতি, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা অর্চনীয় হে ভগবন্! আমাদের কর্মকে অনুসরণ ক'রে আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ অনুগ্রহ-পূর্বক এই কর্মের অর্থাৎ কর্ম হ'তে সঞ্জাত (কর্মের সারভূত অংশ) শুদ্ধসত্ত্বকে অবিলম্বে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম সত্ত্বসমন্বিত হোক এবং আপনি আপন মাহাত্ম্যে তা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রটির 'ওজসা' ও 'অনু' পদ উপলক্ষে বিশেষ অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হয়ে থাকে। সোমরস মাদকদ্রব্যের একটা প্রস্তুতপ্রণালী ছিল ব'লে কথিত হয়। সোমলতা সংগ্রহ ক'রে দু'খণ্ড প্রস্তরে পেষণপূর্বক তা থেকে রস নিষ্কাশিত করা হ'তো। এই প্রক্রিয়ায় পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। ভাষ্যকারের এবং ব্যাখ্যাকারদের সিদ্ধান্ত এই যে,—'ওজসা' পদে সেই রস বের করার প্রয়াসকে লক্ষ্য করছে। 'অনু' পদ এমন সিদ্ধান্তেরই পোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অনুসারে মন্ত্রের অর্থ চলে আসছে,—'হে বলাধিপতি! স্তবে তুষ্ট দেবতা। তোমার উদ্দেশে (অনু) বলের দ্বারা অভিষুত বা প্রস্তুত যে সোম (সুতং), তা তুমি শীঘ্র এসে পান করো।' প্রায় সকল ভাষায় সকল অনুবাদেই এই ভাব প্রকটিত।—আমরা ব'লি, এই মন্ত্রে আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত কর্মের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানে সমর্পণ করবার কামনা প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রে বলা হয়েছে—'আপনার আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ করুণা প্রকাশে আমাদের কর্মসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি প্রাপ্ত হোন; অর্থাৎ আমাদের কর্মের সাথে আপনার মিলন হোক।' এ পক্ষে ক্লীবলিঙ্গ 'ইদং' পদ কর্মকে বোঝাচ্ছে ব'লে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রি। 'অনু' পদে অনুসরণ করার ভাব আসে। 'ওজসা' পদে 'আপন প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ নিজস্ব মাহাত্ম্যের দ্বারা বা করুণার দ্বারা' ভাব প্রকাশ পায়। সে পক্ষে 'অস্য' পদ সেই কর্মের সাথে সম্বন্ধযুত অর্থ প্রকাশ করে। 'আমাদের কর্মের দ্বারা যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, তার সাথে দেবতার মিলন হোক' এমন প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রতি পদই এই অর্থের সহায়তা করে।। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৬দ-১সা) প্রাপ্তব্য]'

৯/২—হে দেব! আপনার যে সত্ত্বভাব আছে, মঙ্গলদায়ক সেই সত্ত্বভাব আমাদের প্রদান করুন; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে আমাদের সমগ্র সত্তাকে নিমজ্জিত করুন অর্থাৎ আমাদের সত্ত্বভাব পূর্ণ করুন; সত্ত্বাধিপতি হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সেই সত্ত্বভাব আপনাকে প্রীত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় মোক্ষলাভ করবার জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই)। [ভগবানের আরাধনার প্রধান উপচার—সত্ত্বভাব। সেই সত্ত্বভাব ভগবানের কৃপায় লাভ করা যায়। তাঁর দেওয়া সত্ত্বভাবের দ্বারাই তাঁর পূজা করতে হয়। মানুষের নিজের বলতে তো কিছুই নেই—তাই গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে হয়। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে আমাদের মতানৈক্য আছে। যেমন একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র! তোমার অন্নের জন্য যে সোম (অভিষুত) হয়েছে, সেই অভিষুত সোমে শরীর নিমগ্ন করো। তুমি সোমার্হ, সোম তোমাকে হৃষ্ট করুক।' শুধু মদ্যপান নয়, মদে একেবারে ডুবে যাবার জন্য দেবতাকে এমন আহ্বান, আদৌ সঙ্গত ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না]।

৯/৩—বলাধিপতি হে দেব! আপনার সত্ত্বভাব আমাদের কুক্ষির উভয় পার্শ্বে ব্যাপ্ত হোক; প্রার্থনা সমন্বিত সেই সত্ত্বভাব আমাদের শ্রেষ্ঠাঙ্গ শিরদেশকে প্রাপ্ত হোক। সর্বশক্তিমান্ হে দেব! পরমধন লাভের জন্য সেই সত্ত্বভাব আমাদের হস্তদ্বয়কে প্রাপ্ত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের সত্তা সত্ত্বভাবে নিমজ্জিত হোক, আমরা যেন সর্বতোভাবে সত্ত্বভাব-পূর্ণ হই)। [এই মন্ত্রটিতেও

পূর্বমন্ত্রের ভাবই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা। পূর্ব মন্ত্রে প্রার্থনা ছিল—'বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে আমাদের সমগ্র সত্তাকে নিমজ্জিত করুন।' বর্তমান মন্ত্রে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ থাকায় প্রার্থনার দৃঢ়তা জ্ঞাপিত হচ্ছে। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমগ্র সত্তাকে বোঝাবার উপায় মাত্র। 'মস্তকে অথবা বাহুতে সত্ত্বভাব সঞ্চারিত হোক'—এই প্রার্থনার দ্বারা অবশ্য নির্দিষ্ট কোন বিশেষ অঙ্গকে বোঝাচ্ছে না। অবয়বের দ্বারা অবয়বীকে লক্ষ্য করছে।—প্রচলিত অনুবাদগুলিতে যথাপূর্ব দেবতাকে মদ্যপানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্র গ্রথিত একটি গেয়গান আছে]।

১০/১—স্তোমবাহক (স্তুতিকারক), সখিস্বরূপ (ভগবানের সাথে সাখ্যভাবে মিলিত) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সত্বর আগমন করো (ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হও); একাগ্রচিত্তে উপবেশন করো (ভগবানের সামীপ্যগামী হও); এবং ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার স্তুতিগানে সর্বতোভাবে নিবিষ্টচিত্ত হও। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমাদের চিত্তবৃত্তি সর্বথা ভগবৎপরায়ণ হোক)। [সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীত হয়—এই মন্ত্র যেন ঋত্বিক ও যজমানগণের কথোপকথনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। বোঝা যায়,—যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে যজমান যেন ঋত্বিকদের আহ্বান করছেন।—এমন অর্থই অধুনা সাধারণ্যে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়।—কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্তোমবাহসঃ' এবং 'সখায়' পদ দু'টির বিশ্লেষণে মন্ত্রের অন্য অর্থ উপলব্ধ হয়। প্রথমটির অর্থ—'যাঁরা স্তোম (স্তবস্তুতি) বহন করেন।' কিন্তু ভগবানের কাছে স্তবস্তুতি বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে কে? আর কে? হৃদয়েশ্বরের কাছে হৃদয়ই আমার বক্তব্যকে নিয়ে যাবে; মন ছাড়া মনোময়ের সান্নিধ্যে মনেরই অভিব্যক্তি ঘটবে; আমার চিত্তবৃত্তিগুলিই দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হবে। —এই ভাবই এখানে পরিস্ফুট দেখাই সঙ্গত। আবার, এমন ভাবে তাঁর স্তুতি, তাঁর গুণগানই বা করতে পারে কে? সে স্তব তিনিই করতে পারেন, যিনি সম্যকরকমে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যাঁর চিত্তবৃত্তি তাঁতে ন্যস্ত হয়েছে—যিনি তাঁর সাথে মিলিত হয়ে সখিস্বরূপ হয়েছেন। তবেই বোঝা যায়,—তাঁকে জানা চাই, তাঁতে লীন হওয়া চাই; তাঁকে পাওয়া চাই। তাতেই তাঁর স্তুতি করা সম্ভব, তাতেই সেই স্তুতি তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু কেমনে জানব—কেমনে পাব—কেমনে মিলব? আবশ্যক—আকাঙ্ক্ষা—অনুধ্যান অনুসরণ; আবশ্যক—চিত্তবৃত্তির বিনিবেশ। চাই আকুল আকাঙ্ক্ষা ; চাই ঐকান্তিক অনুধ্যান; চাই অনাবিল অনুসরণ; চাই চিত্তবৃত্তির সখিত্ব। সুতরাং চিত্তবৃত্তিগুলি 'স্তোমবাহসঃ' হ'লেই 'সখায়ঃ' সখাস্বরূপ হয়। সেই অবস্থাই পরম ভক্তের অবস্থা। ভক্ত ভিন্ন সাধক ভিন্ন তাঁর সখিত্ব কে লাভ করতে পারে? ভক্তের ভগবান্ ব'লেই তো তিনি ভক্তসখা। ভক্তিতেই মুক্তি—ভক্তিতেই সখ্যতা। তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—আমার চিত্তবৃত্তিগুলি আমার হৃদয়ে মানসযজ্ঞে যাগ-উপকরণ রূপে প্রস্তুত। তারাই স্তোমবাহ, তারাই সখা, তারাই তাঁর (অর্থাৎ ভগবানের) স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ; তারাই তাঁর সাথে সখিত্ব স্থাপন করতে পারে। আসুক, প্রস্তুত হোক্, ভগবানের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুক]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৫দ-১০সা) প্রাপ্তব্য]।

১০/২—হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমাদের ভক্তিসুধা অভিষুত হ'লে (তোমাদের মধ্যে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হ'লে), তোমরা একাত্ম হয়ে, পুরুতম (সকল শত্রুবিনাশকারী) এবং শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি (পরম ঐশ্বর্যশালী) ইন্দ্রদেবের (ভগবানের) স্তুতিগানে (আরাধনায়) প্রবৃত্ত হও। (মন্ত্রটি

আত্ম-উদ্বোধনসূচক। ভাব ।ই যে,—আমাদের সকল মনোবৃত্তি ভগবানের অভিমুখী হোক)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে এখানেও যেন ঋত্বিকগণকে 'সখা' সম্বোধনে বলা হচ্ছে—'এই সোমরস (মাদকদ্রব্য) প্রস্তুত হ'লে, হে ঋত্বিকগণ, তোমরা ইন্দ্রদেবের স্তুতিগানে তাঁকে আহ্বান করো।'—কিন্তু আমরা মনে করি, এখানেও মনোবৃত্তিগুলিকে ভগবানের অভিমুখী করবার জন্য আত্ম-উদ্বোধনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।—কর্ম জ্ঞান, ভক্তি—ভগবৎ-প্রাপ্তির এই তিনরকম পন্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। সেই তিনের মধ্যে আবার কর্মই প্রধান। কর্ম ভিন্ন জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। সকলেরই মূল কর্ম। সেইজন্য সকল শাস্ত্রেই কর্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত; সেই জন্য, সংসারকে কর্মানুসারী করবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের অশেষ প্রয়াস—অশেষ প্রযত্ন দেখতে পাই। শাস্ত্র বলেছেন,—কর্মই ধর্ম। কর্মই তাঁকে পাবার একমাত্র পন্থা। আর, এই মন্ত্রে সেই কর্মের প্রাধান্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্যকে পরিকীর্তিত হয়েছে। মন্ত্রে বলা হয়েছে—'সোমে সুতে'। অর্থাৎ সোমসুধা (ভক্তিসুধা) অভিযুত হ'লে। সোমসুধা—ভক্তিসুধা অভিযুত হয়—কিভাবে? যখন সেই ভক্তি—ঐকান্তিকী ভক্তি বা অনন্যাভক্তিরূপে ভগবানে ন্যস্ত হয়। তাতে বহু প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। নাম-শ্রবণ, নাম কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য,—এই আটরকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অনন্যাভক্তি লাভ হয়। এ সবই কর্ম—ভগবৎ-অনুসারী কর্ম। এগুলির নিয়মিত অনুষ্ঠানে অনন্যাভক্তি আপনিই অধিগত হয়। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানেরও নানা অন্তরায় আছে। সেই অন্তরায়ের কথা স্মরণ ক'রে পাছে কেউ সে কর্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, সেই আশঙ্কায় মন্ত্রে বলা হয়েছে, তিনি 'পুরূতমং', অর্থাৎ তিনি বহুশত্রুনাশক। তুমি তাঁর কর্মানুষ্ঠান করো; তাতে যদি কোনও বাধা আসে, সে বাধা তিনিই দূর করবেন। আবার, কেবল কর্ম করো বললেই লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। তারা প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা করে—তারা ফলের কামনা রাখে। সেইজন্য ঋকে তাঁকে ('পুরূণামীশানং বার্য্যাণাম্ বলা হয়েছে। এর অর্থ তিনি প্রভূত ধনের অধিপতি, তিনি পরম ঐশ্বর্যশালী। সুতরাং তাঁকে আরাধনা করলে বা তাঁর জন্য কর্ম করলে, তুমি শ্রেষ্ঠধনে ধনী হ'তে পারবে। তিনি যে 'ঈশানং', তা-ও কর্মের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। তিনি যে মহান ঈশ্বর—আর সকলেই যে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কর্মের মধ্যে সে জ্ঞানও অধিগত হয়ে থাকে। কর্মের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাবে যে, কর্মই ব্রহ্ম। সুতরাং সেই কর্মই করো—যাতে 'সোম' সুসংস্কৃত হয়—যাতে তাঁর সাথে একাত্ম হ'তে পারা যায়)]।

১০/৩—বহু গুণযুক্ত সেই দেবতা আমাদের পুরুষার্থ সাধন করুন (অথবা আমাদের যোগে সংযুক্ত হোন) ; তিনি ধন প্রদান করুন; (অথবা, আমাদের ধনের সাথে সংযুক্ত হোন); তিনি আমাদের বহুরকম বুদ্ধি প্রদান করুন; (অথবা, আমাদের বুদ্ধির সাথে সংযুক্ত হোন); তিনি আমাদের অন্ন ইত্যাদির সাথে অথবা শক্তির সাথে আগমন করুন; (অর্থান্তরে—আমাদের অন্ন এবং শক্তি-সামর্থ্য দান-পূর্বক অনুগ্রহ করুন)। [পূর্ববর্তী মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের সম্বন্ধে কতকগুলি গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,—তিনি পরম ঐশ্বর্যশালী। এ মন্ত্রে সেই সব গুণ-বিশিষ্ট ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে। এটাই সাধারণ মত। সেই অনুসারে প্রার্থনার প্রচলিত মর্ম এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের পুরুষার্থ সাধন করুন, আমাদের ধন প্রদান করুন, আমাদের নানাবিষয়নী বুদ্ধি দান করুন, এবং আমাদের অন্ন ইত্যাদি দানে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।' 'আমরাও প্রায় ঐ পথেই অর্থ করেছি। তবে 'যোগে অভূবৎ'—'আপনি আমাদের পুরুষার্থ বিধান করুন'—এই অংশের নিগূঢ় মর্ম এই যে,—

'হে দেব, আমাদের জ্ঞানযোগে, ধ্যানযোগে, ভক্তিযোগে এবং কর্মযোগে আমাদের হৃদয়ে আপনি পূর্ণ প্রতিভাত হোন' —এমন ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। যোগ যে পুরুষার্থ-সাধনের প্রধান সহায়, এ মন্ত্রে তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। পুরুষার্থসাধন বা মোক্ষলাভের পক্ষে জ্ঞান প্রয়োজন। বিদ্যা—জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়। বিদ্যার দ্বারা সত্যজ্ঞানের বিকাশ হয়; বুদ্ধি সত্যের প্রতি প্রধাবিত হয়। সুবুদ্ধি সৎ-বুদ্ধি না জন্মালে সত্যের অনুসন্ধানে বা ধ্যানে প্রবৃত্তি হয় না। সৎকে না জানলে, সৎস্বরূপকে না চিনলে, পুরুষার্থ লাভ— মোক্ষলাভ সম্ভবপর নয়।—'পুরন্ধ্যাং' শব্দের একটি অর্থ—'পুরস্ত্রীগণের' মঙ্গল বিধান কর; অপর অর্থ—'বিবিধ-বিষয়নী বুদ্ধি' প্রদান করুন। পুরস্ত্রী—অর্থাৎ অন্তঃপুরবাসিনী। যারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, তারাই পুরস্ত্রী। সে হিসাবে হৃদয়-নিহিত দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি নানা সৎ-গুণরাশি। দেবতার অনুগ্রহে হৃদয়ে নানা সৎ-গুণ উপজিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হোক, 'পুরন্ধ্যাং' পদে এক হিসাবে সেই অর্থই সূচিত হয়। অন্য অর্থে—নানা সৎ-বুদ্ধি লাভের প্রার্থনা ঐ মন্ত্রে পরিব্যক্ত হয়েছে। যিনি সৎ, তিনি সৎ-বুদ্ধিবিধায়ক—'পুরন্ধ্যাং' শব্দে সেই ভাবই পরিব্যক্ত]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম—'দৈবাতিথম্']।

১১/১— সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর প্রিয় হয়ে—আমরা, আমাদের প্রত্যেক কর্মের আরম্ভকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে, আমাদের রক্ষা করবার জন্য, সেই অতি-বলবান্ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানকে (যেন) আহ্বান করি। (ভাব এই যে,—প্রত্যেক কর্মের আরম্ভেই সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাথে দুষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী; সেই সঙ্ঘর্ষে আমাদের রক্ষা করবার জন্য সর্বশক্তিমান দেবতা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি)। [সেই সর্বশক্তিমান যদি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, তবেই সৎ-অসৎবৃত্তির সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। এ মন্ত্র সেই জয়লাভের উপায় কীর্তন করছে। মন্ত্র বলছেন—'তুমি সখায়' অর্থাৎ তাঁর সখাস্বরূপ হবার প্রয়াস পাও; তোমার প্রতিটি কর্ম তাঁর সাথে সম্বন্ধযুত হোক; সৎ-অসৎ-বৃত্তির সংগ্রাম-মাত্রেই তুমি আত্মরক্ষার কামনায় তাঁর শরণাপন্ন হও। মন্ত্রের প্রার্থনা—'আমরা যেন তাঁর সখাস্বরূপ হয়ে, আমাদের প্রতি কার্যে, আমাদের প্রতি সংগ্রামে, তাঁকে আহ্বান করি।' প্রার্থনা অতি সরল ও সহজবোধ্য বটে; কিন্তু এর অভ্যন্তরে এক অতি গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে।—'তাঁর সখাস্বরূপ বা অনুরাগভাজন হও'—কিন্তু কিভাবে তা হওয়া যায়? সৎকর্মের অনুষ্ঠানই সে পক্ষের একমাত্র সহায় নয় কি? যখন 'সখায়' অর্থাৎ সখাস্বরূপ হয়ে আমরা তাঁর দ্বারে উপস্থিত হবার চেষ্টা করব তখন সৎকর্মের প্রভাবে তাঁর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা পাব—এই ভাবই মনে করা কর্তব্য নয় কি? 'সখায়ঃ' পদের এটাই সার্থক প্রয়োগ ব'লে মনে হয়। সৎকর্মশীল হওয়াই 'সখায়ঃ' পদের লক্ষ্য। তার পর, কার্যমাত্রই যদি তাঁর সাথে সম্বন্ধযুত হয়; প্রতি কার্যে প্রতি মুহূর্তের জীবন-সংগ্রামে যদি তাঁকে আহ্বান করতে সমর্থ হই; তাহলেই তিনি মূর্দ্ধিপ্রদেশে সহস্রার বিন্দু মাঝে—অধিষ্ঠিত হবেন;—তাহলেই তাঁর সামীপ্য লাভ (পূর্ব মন্ত্রের মতো) সুসম্ভব হয়ে আসবে। এ পক্ষে এ মন্ত্র পূর্ব মন্ত্রেরই অনুবৃত্তি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৫দ-৯সা) প্রাপ্তব্য]।

১১/২— হে মোক্ষ-উপায়ভূত শুদ্ধসত্ত্বভাব! অনন্ত অতীতকাল হ'তে আমার পিতৃপুরুষগণ তোমাকে লাভ করবার জন্য যে ভগবানকে আহ্বান ক'রে আসছেন, এক্ষণে আমিও সেই পুরাতন, অনন্ত-সম্বন্ধযুক্ত, এককালে সকল-সৎকর্মে উপস্থিতি স্বরূপ, নর-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) দেবকে যথাক্রমে (প্রতিকর্মে) আহ্বান করছি। (ভাব এই যে,—আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে দেবতাকে সত্ত্বভাবলাভের জন্য সর্বকর্মে আহ্বান করতেন, আমিও সত্ত্বভাব-উৎকর্ষ লাভের জন্য সেই দেবতাকে

আহ্বান করছি)। [মন্ত্রটি বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। সুতরাং নানাদিক থেকে এ মন্ত্রের নানা অর্থ অধ্যাহৃত হয়ে থাকে। 'প্রত্নস্য' ও 'ওকসঃ' পদ দু'টি কত বিপরীত ভাব দ্যোতনা করে। তারপর 'নরঃ' শব্দ। এ শব্দেও হৃদয়ে নানা সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে। বেদমন্ত্রের পৌরুষত্ব ও অনিত্যত্ব প্রমাণের পক্ষে এ মন্ত্রের তথাকথিত ব্যাখ্যা বেদবিরোধিগণের অস্ত্রস্বরূপ গণ্য হ'তে পারে; আবার, যাঁরা অন্যদেশ (মধ্য-প্রসিয়া প্রভৃতি স্থান) থেকে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনমূলক যুক্তির পোষকতা করতে চান, এ মন্ত্র তাঁদেরও সহায় হয়ে থাকে। 'পিতা' পদ, 'পূর্বং' পদ তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনে স্পর্ধান্বিত করে। এইভাবে, এ মন্ত্রের সম্বোধ্যই বা কে, আর প্রার্থনাই বা কি, এ পর্যন্ত, এ বিষয়ে বড়ই সমস্যায় পড়তে হতো।—প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্রের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হ'লে প্রথমে এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মন্ত্রের সাথে এটির সম্বন্ধ একটু চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব মন্ত্রের মর্ম এই যে,—যদি আমাদের প্রার্থনা তার কর্ণে স্থান পাওয়াতে পারি অর্থাৎ যদি আমরা ভগবানের করুণালাভের উপযুক্ত কর্মের কর্মী হই, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ সহস্রধারায় প্রবাহিত হয়ে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।' এবার দেখা যাবে, পূর্ব মন্ত্রের সাথে এর সম্বন্ধ। মনে করা যাক,—ভগবানের করুণা-লাভের উপযুক্ত কর্ম বা প্রার্থনা কি রকম? আর মোক্ষলাভের উপাধানভূত সামগ্রীই বা কি আছে? সে কি সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা সঞ্জাত সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব নয়? আমরা তাই মনে করি,—এ মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক; এ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। মন্ত্রের লক্ষ্য, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার। আদর্শ যেমন কার্যকরী হয়, পারম্পর্য যে রকম কর্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষণ ক'রে থাকে, তেমন আর কিছুই নয়। পুত্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে আপনা-আপনিই সামর্থ্যবান্ হয়। এখানে সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখা যায়। সাধক শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হওয়ার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কেমনভাবে শরণ নিচ্ছেন?—পিতৃগণ যেমনভাবে শরণ নিতেন। এখানে মনে সংশয় আসতে পারে,—বুঝি বা কালাকালের প্রসঙ্গ আছে, বুঝি বা ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তা নয়। মন্ত্র যে নিত্য! অনন্ত অতীতকাল থেকে অনন্ত-কোটী সাধক, এই-ই মন্ত্রে এই-ই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হচ্ছেন; এবং মন্ত্রের ও তার সহযুত কর্মের প্রভাবে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছেন। এখানে এ মন্ত্রের 'পিতা' পদে, কেবল তোমার আমার পিতাকে বোঝাচ্ছে না। পিতার পিতা, তাঁর পিতা, অনন্ত অতীতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত কর্মবিপাক থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত সেই পিতৃপুরুষমাত্রকেই, ঐ 'পিতা' শব্দে আমরা আকর্ষণ করছি। 'পূর্বং' পদও এমন কেবল তোমার আমার পূর্বের ভাব দ্যোতনা করছে না—ঐ পদে সেই অনন্ত অতীতের অনন্ত সম্বন্ধ খ্যাপন করছে। 'প্রত্নস্য' 'ওজসঃ' পদ দু'টিও সেই আনন্ত্য-ভাবের জ্ঞাপক]।

১১/৩—যখন (যদি) সেই ভগবান্ আমাদের আহ্বান শুনতে পান, তখন (তাহলে) তিনি আপন সহস্র (অর্থাৎ সমগ্র) রক্ষাকারী-শক্তির সাথে এবং আমাদের প্রদেয় সকল রকম কর্মফলসমূহের সাথে অবশ্যই আমাদের নিকটে আসবেন। (ভাব এই যে,—সেই দেবতা আমাদের আহ্বান শ্রবণ ক'রে আমাদের রক্ষার জন্য নিজের রক্ষাকারী সকল শক্তির সাথে, অবশ্যই আমাদের সমীপে আগমন করবেন)। [এ মন্ত্র ভগবানের করুণার বিষয় স্পষ্ট ক'রে খ্যাপন করছেন। —এবার আর একবার পূর্বমন্ত্রের প্রথম সামের বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে। তাহলেই, কি অবস্থায় তিনি তোমায় রক্ষার জন্য সহস্র রকম উপায় ও কর্মফল নিয়ে আসবেন, তা বোধগম্য হবে। পূর্ব মন্ত্রের মর্মানুসারে প্রতি কর্মে এবং প্রতি সংগ্রামে তাঁর শরণাপন্ন হ'লে, তিনি কখনও নিশ্চিত থাকতে পারবেন না। তাঁর প্রতি

নির্ভরতাই তোমার একান্ত ও একমাত্র কর্তব্য। তাঁকে মূর্দ্ধিদেশে প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার কর্তব্য। আর সেই কর্মই তোমার একমাত্র শ্রেয়ঃসাধক। এখানে এই মন্ত্রে তা-ই বিশেষ ক'রে বলা হলো]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'সৌমেধম্']।

১২/১—পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়ে সৎ-ভাব সঞ্জাত হ'লে, সৎ-ভাব বর্ধক মোক্ষপ্রাপ্তির সামর্থ্য প্রদানের জন্য আপনি সৎভাব-সংযুত সৎকর্মকে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—সৎ-ভাব সমন্বিত সৎকর্ম ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়; অপিচ, সৎ-ভাব সঞ্চার ক'রে ভগবান্ সাধককে ও তার কর্মকে পবিত্র করেন); সেই ভগবান্ নিশ্চয়ই মহান্। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক। সৎ-ভাব-সমন্বিত সাধক অবিলম্বে সৎ-ভাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন; অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাকে সৎ-ভাব-সমন্বিত ক'রে মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করুন)। [মানুষ সৎকর্মের দ্বারা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। তিনি যদি প্রসন্ন না হন, তাহলে মানুষের সাধ্য কি যে সে সৎকর্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। ভগবানের কাছ থেকে শক্তি আসে ব'লে মানুষ কর্ম করতে পারে। সাধকেরা সাধনার বলে ঈশ্বরের করুণার অধিকারী হয় এবং মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। আবার সাধারণ প্রকৃতি জনও যদি ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, ভগবান্ তাঁদের অগ্রসর হয়ে ক্রোড়ে তুলে নেন। তাঁরাও মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ভগবান্ এমনই কৃপাবান্। এই-ই তাঁর মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বই লোকগণের আরাধনার বস্তু। —মানুষ নিজেকে নিজে যতটুকু পারে চালিয়ে নেয়, আর ভগবান্ তার দুর্বলতা বুঝে নিজের স্বর্ণসিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁর দয়ার ভিখারীকে নিজের স্নেহবাহুর আলিঙ্গনে শুধু বিপদ থেকে রক্ষা করেন না,—তাকে চিরশান্তি প্রদান করেন। তাঁর এই পালকত্ব ও রক্ষা-কর্তৃত্বই মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে। মানুষ সৎকর্মের দ্বারা মোক্ষপথে একটু অগ্রসর হলেই ভগবান্ তাকে আরও অগ্রসর হবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে দেন। কোথায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব, আর কোথায় রাজরাজেশ্বর ত্রিভুবনপতি! কিন্তু এই ক্ষুদ্রের জন্য, দুর্বলের জন্য, তাঁর করুণাধারা প্রবাহিত হয়ে ভোগবতীধারায় মানুষকে পরিতৃপ্ত শীতল করে। এতেই তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে। বেদ তাঁর সেই মহত্ত্বই প্রখ্যাপিত করেছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৪দ-১সা) প্রাপ্তব্য]।

১২/২—ভগবান্ আদিভূত স্বর্লোকে বর্তমান আছেন; তিনি দেবভাবসমূহের বর্ধনকারী; অপিচ, তিনি ভবার্ণবত্রাণকারী মোক্ষদাতা, মহাযশস্বী, (অথবা মহাশক্তিদায়ক), অমৃতদাতা হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ অমৃতপ্রদায়ক মোক্ষবিধাতা হন)। [ভগবান্ যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানই স্বর্গ। সুতরাং সেই স্বর্লোকও সৃষ্টির আদিভূত অথবা সৃষ্টির পূর্ববর্তী। প্রকৃত পক্ষে এখানে স্বর্গলোক বলতে বিশেষ কোনও স্থান বোঝাচ্ছে না। কারণ, ভগবান্ স্থান ও কালের অতীত। 'ব্যোমনি' পদের দ্বারা তাঁর মহিমাকে লক্ষ্য করা হয়েছে মাত্র। —তাঁর কাছ থেকেই দেবভাব উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি কৃপা করলেই জগতে দেবভাবের মহিমা বিস্মৃত হ'তে পারে। তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে পারেন। সেই দেবভাব অথবা বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে তিনি মানুষকে ভবসমুদ্রের পরপারে নিয়ে যেতে পারেন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করতে পারেন। অমৃতদাতা তিনি। তাঁর অফুরন্ত অমৃতভাণ্ডার থেকে মানুষ তাঁর কৃপায় যদি এক বিন্দু অমৃত পায়, তাহলে মানবজীবন সার্থক হয়। তিনি শুধু অমৃতের অধিকারী নন। উপযুক্ত সাধককে তাঁর অমৃতকণা দানে চরিতার্থও করেন। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতেও মন্ত্রটিকে ভগবানের মহিমাখ্যাপক ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় 'বৃত্র' প্রভৃতিকে অনর্থক টেনে আনা হয়েছে]।

১২/৩—আত্মশক্তিলাভের জন্য এবং রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রসিদ্ধ পাপনাশক বলাধিপতি দেবতাকেই আরাধনা করছি; হে দেব! আপনি আমাদের পরম সুখের জন্য হোন অর্থাৎ আমাদের পরম সুখ প্রদান করুন এবং আমাদের সমৃদ্ধির জন্য অন্তরতম বন্ধু হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আমাদের আত্মশক্তিসম্পন্ন এবং রিপুজয়ী করুন, আমাদের অন্তরতম বন্ধু হোন)। ['তুমি অন্তরতর অন্তরতম। তুমি প্রাণরূপে জীবের জীবনীশক্তি দিচ্ছ, জ্যোতিঃরূপে আত্মায় অধিষ্ঠিত আছ। প্রাণের প্রাণ অন্তরতম সখারূপে তুমি আমার হৃদয়ে এস, তোমার প্রেমস্পর্শলাভে আমি ধন্য হয়ে যাই। হৃদয়ের নিভৃতনিকুঞ্জে আমি তোমার জন্য আসন পেতে রেখেছি।...ব্যবধান দূর করো, অন্তরের অন্তরতম দেশে এস সখা। আমার আহ্বান সাফল্যমণ্ডিত হোক।' —ভারতীয় সাধনাপদ্ধতির মধ্যে অথবা সমগ্র জগতের সাধনাপদ্ধতির মধ্যে, সখ্যরস সাধনার স্থান অতি উচ্চ। ....ভগবান্‌কে বন্ধুরূপে, অন্তরঙ্গ সখারূপে পাবার আকাঙ্ক্ষাই এই রসের বিশেষত্ব। —পাকরসের সাধনা, বিশেষভাবে সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের সাধনা, ভারতীয় সভ্যতার ও ধর্মসাধন পদ্ধতির উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোনও ধর্মপদ্ধতিতে এই উচ্চভাব পরিদৃষ্ট হয় না। ভিন্নদেশবাসী ভিন্নধর্মাবলম্বী মানবগোষ্ঠী ভাবের ভাব-মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারেন না; কাজেই তাঁরা এই সম্বন্ধে নানারকম অসংলগ্ন অর্থহীন মন্তব্য প্রকাশ করেন। —সখ্যরসের সাধন-শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনাই এই মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের সার্থকতা প্রদর্শন করবার জন্যই মর্মার্থে চেষ্টা করা হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম— 'কৌৎসম্' এবং 'উদ্বংশীয়ম্']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১৩)

এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্॥ ১॥
স যোজতে অরুষা বিশ্বমোজসা স দুদ্রবৎ স্বাহুতঃ।
সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্॥ ২॥

(সূক্ত ১৪)

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যূ৩চ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপো মহী বৃণুতে চক্ষুসা তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী॥ ১॥
উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচা উদ্যন্নক্ষত্রমর্চিবৎ।
তবেদুষো ব্যুষি সূর্যস্য চ সংভক্তেন গমেমহি॥ ২॥

(সূক্ত ১৫)

ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ॥ ১॥
যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে।
অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতং পিবতং সোম্যং মধূ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ— ১৩সূক্ত/১সাম—হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অধিকার করবার জন্য আমি, সত্যভাবরূপ বলের পুত্রস্বরূপ অর্থাৎ সৎ-ভাব হতে উৎপন্ন, সকলের প্রিয় অতিশয় জ্ঞানী বা জ্ঞাপক, (সকলের) অধিপতি, সুযোগ্য (শোভন-যজ্ঞকারী), সকলের অভীষ্টপূরক, ক্ষয়রহিত অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ দেবকে এই স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞানাগ্নিই দেবভাব-প্রাপক)। [এই সামমন্ত্রটিতে, মাত্র জ্ঞানাগ্নির গুণরাশি পরিবর্ণিত। —মন্ত্রের প্রথমে 'বঃ' পদ থাকায়, এস্থলে ভাষ্যকার ঋত্বিক যজমানের সম্বন্ধ কল্পনা ক'রে 'স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করেছেন। আমাদের মন্ত্রার্থে পূর্বাপর অর্থসঙ্গতির পক্ষে লক্ষ্য রেখে, ঐ পদে 'দেবভাবনিবহ' অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে। 'বলের পুত্র' বলতে এই মন্ত্রার্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব হ'তে উৎপন্ন' অর্থই সঙ্গত। সাধন-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে 'শুদ্ধসত্ত্বই' একমাত্র প্রধান বল। সেই শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, জ্ঞানাগ্নি স্বাভাবিক ভাবেই হৃদয়-প্রদেশ অধিকার করে। অতএব শুদ্ধসত্ত্ব যে জ্ঞানের জনক, তাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? তার পর তাঁকে বলা হয়েছে—'প্রিয়ং' অর্থাৎ তিনি সকলের প্রিয়। তিনি 'চেতিষ্ঠং' অর্থাৎ অতিশয় জ্ঞানী—জ্ঞাপক। তিনি ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন এবং সাধককে তা জ্ঞাত করেন। এইভাবে মন্ত্রের বিশেষণ-পদগুলিতে জ্ঞানাগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বতোভাবে পরিকীর্তিত হয়েছে। সাধন-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হ'লে, জ্ঞানাগ্নিই যে প্রধান সহায় এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—এ মন্ত্র তার জ্বলন্ত নিদর্শন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৫দ-১সা) পাওয়া যায়]।

১৩/২—ভগবান্ বিশ্বরক্ষক জ্যোতির্ময় আপন তেজের দ্বারা সাধককে সংযোজিত করেন; ভগবান্ সাধককে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করেন; সর্বলোক কর্তৃক স্তুত সর্ব-আরাধনীয় সৎকর্মসাধনশক্তিদাতা সেই দেবতা ঐকান্তিকতার সাথে আহূত হয়ে আমাদের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন; পরমধনসম্পন্ন সাধকদের পূজারূপ ধন ভগবানের প্রতি গমন করে। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকলের আরাধনীয় পরমজ্যোতিঃদায়ক ভগবান্ আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [সাধকদের হৃদয়ে প্রদত্ত ভগবানের জ্যোতিঃ বিশ্বরক্ষাসমর্থ। আলোকই জীবন, অন্ধকারই মৃত্যু। জ্যোতির প্রভাবেই জগৎ বেঁচে আছে। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় দিক দিয়ে জ্যোতির বিশ্বরক্ষাশক্তি অনুভব করা যায়। যেমন,—জ্যোতিঃ বা আলো না থাকলে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই প্রাণহীন অবস্থায় পরিণত হতো। জ্যোতিধারার সূর্যহীন বিশ্বলোকের কথা কি ভাবা যায়?—এ তো একটা দিক। তার চেয়েও বহুগুণ উচ্চ ও মহান্ ভাব এই 'বিশ্বভোজসা' পদের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষ এই জ্ঞানালোক ব্যতীত মানুষই হতো না, এই দিব্যজ্যোতিঃ ব্যতীত জগৎ অধ্যাত্মজীবনহীন হতো। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ জ্ঞান-বলেই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের নিয়ন্তা। তাই জ্ঞানজ্যোতিঃ বিশ্বের রক্ষক ব'লে অবিহিত। ভগবান্ কৃপা ক'রে সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন। মন্ত্রে এই সত্যই বিশেষভাবে প্রখ্যাত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গানের নাম যথাক্রমে,—'বারবন্তীয়ম্', 'মহাবামদেব্যম্' এবং 'শ্রুধ্যম্']।

১৪/১—জ্ঞানবৃত্তি আমার অজ্ঞানতা দূর ক'রে, অজ্ঞান আমার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন; সেই জ্ঞানবৃত্তি জ্যোতিঃ দান ক'রে অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন; সেই মোক্ষপথপ্রদর্শয়িত্রী আমাকে পরাজ্ঞান দান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! অজ্ঞান আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [জ্ঞান ভগবানেরই দান। তিনি 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্'। তাঁর থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। হিন্দুধর্ম এক পরম চৈতন্য সত্তা থেকেই জগতের উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। তিনি জ্ঞানময়। তাই জ্ঞানকে 'দিবঃ দুহিতা' (দ্যুলোকের পুত্রী) বলা হয়েছে। সূর্যোদয়ে অন্ধকারের মতো জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা তমঃ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই জ্ঞানের মাহাত্ম্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তারা দেবত্বের বা অমৃতের বা মোক্ষের অধিকারী। তাই সেই জ্ঞানলাভের জন্যই সাধক প্রার্থনা করছেন। —জ্ঞানকে এখানে 'সূনরী'—লোকবর্গের নেত্রী বলা হয়েছে। জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃতভাবে সৎপথের সন্ধান দেয় এবং সেই পথে পরিচালিত করে। জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্মের মর্ম বুঝতে সহায়তা করে। সৎকর্মের দ্বারা পরিণামে মানুষ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয় বটে; কিন্তু যে পর্যন্ত না জ্ঞান এসে উপস্থিত হয়, সে পর্যন্ত অবিশ্বাস সন্দেহ মোহ প্রভৃতি নানারকম রিপুর সাথে সাধককে সংগ্রাম করতে হয়। সেই সংগ্রামে কখনও বা রিপু পরাজিত হয়, কখনও বা সাধক। কিন্তু জ্ঞানলাভের পর মোহে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞান সার্থকতার পথে নিয়ে যায়, পথভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। সেইজন্যই জ্ঞানবৃত্তিকে 'সূনরী' বলা হয়েছে।—ভাষ্যে 'দিবঃ দুহিতা' পদ দু'টির অর্থ করা হয়েছে— 'দ্যুলোকস্য সূর্যস্য বা দুহিতা উষাঃ'।—উষাকে সূর্যের দুহিতা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। ভাষ্যের এক টীকায় বলা হয়েছে—'আদিত্যস্য প্রতিদিনমুষসঃ পশ্চাৎ ধাবমানত্বাৎ কন্যা বলাৎকারাপবাদঃ।' অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বেদের মহান ভাবগুলি পরবর্তী কালে কেমন জঘন্য আকার ধারণ করেছে, তা প্রদর্শন করার জন্যই এইটুকুর উল্লেখ করা হলো]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৮দ-১সা) প্রাপ্তব্য]।

১৪/২—জ্ঞানদেব (জ্ঞানকিরণের সাথে সাধকদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন এবং প্রাদুর্ভূত হয়ে সাধকদের জ্ঞানযুক্ত করেন, জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি (উষা)! আপনার এবং জ্ঞানদেবতার (সূর্যের) প্রকাশ হ'লে আমরা ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভক্তিসমন্বিত জ্ঞানের আলোক আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হোক)। [জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের কৃপাতেই মানুষ তাঁর সেই অসীম অমৃতভাণ্ডারের সন্ধান পায়। তা'রা সেই অমৃতপানে নিজেদের ধন্য করে। ভক্তির সাথে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনার সাথে, তাঁর সেই জ্ঞানামৃত হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। ভক্তিশূন্য জ্ঞান শুষ্ক কঠোর অথবা জ্ঞানের পরিপূর্ণতায় ভক্তি আপনা-আপনিই না এসে থাকতে পারে না। সুতরাং সত্যিকার জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চার হ'লে মানুষ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে ধন্য হয়। যাতে আমাদের হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত জ্ঞান চিরস্থায়ী হয়, মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়। প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে ভিন্নভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা থেকেও এমন একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা পাশ্চাত্যজগতে অতি অল্পদিনমাত্র হলো আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই তথ্য 'উদ্যৎ নক্ষত্রং আর্চবৎ—সূর্যের দ্বারা নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিষ্মান্ হয়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতিগুলি গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু অনাদিকাল থেকে বেদ এই বৈজ্ঞানিক সত্য জগতে প্রচার ক'রে আসছেন]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'বারবন্তীয়ম্', 'বামদেব্যম্' এবং 'শ্রুধ্যম্']।

১৫/১—আশ্রয়দাতা আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় (অশ্বিনা)! আমাদের হৃদয়স্থিত সৎ-বৃত্তিসমূহ নিত্যকাল আপনাদের অনুসরণ করে। (ভাব এই যে,—এর পর আমাদের মধ্যে সৎ-বৃত্তিগুলি ক্রিয়াশীল হোক—এই আকাঙ্ক্ষা)। সৎকর্মসাধ সামর্থ্য প্রদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই সমস্ত প্রার্থনাকারীদের কাছে গমন করেন, অর্থাৎ তাদের প্রাপ্ত হন; পাপ হ'তে আমাকে রক্ষা করবার জন্য, পাপী আমি আপনাদের আহ্বান করছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা ক'রে আপনারা আমাকে পাপ হ'তে উদ্ধার করুন)। [মন্ত্রটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'টি ভাগে বলা হয়েছে যে, সৎ-বৃত্তিসমূহ দেবতারই অনুসরণ করে। মানুষ নানাভাবে নানা দেবতার নামে আরাধনা করে। কিন্তু পরিণামে সে পূজা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরমব্রহ্মেরই চরণে গিয়ে পৌঁছায়, কারণ তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কেউ নেই—সবই তিনি—তাঁতেই সব। —সেই জগৎপিতা ভগবান্ ব্যতীত মানুষ আর কার কাছে যাবে? তাই সাধক সেই পরম আশ্রয়েরই সন্ধানে বের হন। জগতের আশ্রয়দাতা যিনি, নানা রূপে নানা ভাবে নানা বিভূতির মধ্য দিয়ে বিশ্বকে যিনি পালন করছেন, সেই পরম দয়ালের চরণেই তিনি শরণ গ্রহণ করেন। —সাধারণ মানুষও একদিন না একদিন সেই চরম আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হবেই। পৃথিবীর মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জগতের প্রতি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, দুঃখে জর্জরিত হয়ে যখন সে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে যায়, যখন মানুষ বা জগতের প্রতি তার আর আকর্ষণ থাকে না ; যখন দুঃখের আগুনে পুড়ে তার ভিতরের খাঁটী সোনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তখন সেই পরম আশ্রয়দাতার কথাই মন হয় এবং তাঁরই শরণ নিতে বাধ্য হয়। —মন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে ভগবানের অসীম করুণার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যে তাঁকে ডাকে, তার কাছেই তিনি যান, তাকেই সৎ পবিত্র মহৎ করবার জন্য ভগবান্ নিজের শক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তাই ভগবানকে তার আধিব্যাধিনাশক যুগ্ম বিভূতিদ্বয়কে —'শচীবসু' বলা হয়েছে। সৎকর্মই যাঁর ধন, তিনিই শচীবসু। —মানুষই যে কেবল তাঁর দুয়ারে যায়, তা নয় ; বরং তিনিই মানুষের দুয়ারে আসেন—অর্থাৎ বদ্ধ হৃদয়-দ্বারে এসে আঘাত করেন। যারা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদের কাছেই তিনি গমন করেন। তিনি যে বিশ্বের পিতা ও মাতা। তাই এই মন্ত্রে তাঁর উদ্দেশে সাধকের আহ্বান]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৮দ-২সা) প্রাপ্তব্য]।

১৫/২—সৎকর্মের নেতা হে দেবদ্বয়! আপনারা বিচিত্র পরমধন ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী আমাকে সেই ধন প্রদান করুন ; কৃপাপরায়ণ হয়ে আমাদের সম্বন্ধীয় সৎকর্মরূপ যান আমাদের অভিমুখে স্থাপন করুন, অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; তারপর সৎকর্মসাধনে উৎপন্ন সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—পরমদাতা ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে চিত্রধন ধারণ করো, স্তুতিবান্ ব্যক্তির কাছে তা প্রেরণ করো। তোমরা একমনা হয়ে তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করো, সোমসম্বন্ধীয় মধুপান করো।' অর্থাৎ ভাষ্য ইত্যাদিতে 'সোম্যং মধু' পদ দু'টিতে সোমরস অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পদ দু'টিতে আমরা 'সত্ত্বভাবময় অমৃত' অর্থ গ্রহণ করেছি এবং তাতেই মন্ত্রের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। —ভগবানের কাছে হৃদয়ের অর্ঘ্যই গৃহীত হয়। যাতে আমাদের পূজা তাঁর চরণে পৌঁছায়, কৃপাপূর্বক তিনি যাতে আমাদের পূজা গ্রহণ করেন, মন্ত্রের শেষ অংশে এই প্রাথনাই দেখতে পাওয়া যায়]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম, যথাক্রমে—'বারবন্তীয়ম্' 'বামদেব্যম্' 'শ্রুধ্যম']।

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৬)

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ।
পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্॥ ১॥
অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি।
সপ্ত প্রবত আ দিবম্॥ ২॥
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি।
সোমো দেবো ন সূর্যঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৭)

এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।
হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি॥ ১॥
এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি।
কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে॥ ২॥
দুহানঃ প্রত্নমিৎ পয়ং পবিত্রে পরি ষিচ্যসে।
ক্রন্দং দেবাঁ অজীজনঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৮)

উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সমা ধেহি শত্রবে।
পবমান বিদা রয়িম্॥ ১॥
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিস্কৃতম্।
ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ॥ ২॥
উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে।
আভি দেবাঁ ইয়ক্ষতে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ১৬/১—ভগবানের নিকট, সর্বার্থসাধক, সত্যপ্রাপক, জ্যোতির্ময়, দীপ্তিমান্ অমৃতময় করুণাধারা জ্ঞানিগণ সর্বতোভাবে লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবানের কৃপায় জ্ঞানিগণ অমৃত প্রাপ্ত হন)। [জ্ঞানিগণই অমৃতলাভের অধিকারী। যাঁরা সাধনার দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন, তাঁরাই সর্বার্থসাধক অমৃত লাভ ক'রে ধন্য হন। —মানুষের মনে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা— অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা। তাই যাতে অমৃতের স্পর্শ আছে ব'লে মনে করে, তারই পশ্চাতে ঘুরতে

থাকে। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে প্রকৃত কোন কু-অভিসন্ধি নেই বা থাকতে পারে না। তার অন্তরের সেই অমৃতলাভের জন্যই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ অমৃতলাভের পথ খুঁজে পায় না ব'লেই সে পথের সন্ধানে ফিরতে ফিরতে সহসা বিপথে চলে নিজের অধঃপতন ঘটায়। পরে যখন তার জ্ঞানোদয় হয়, তখন সে তার জীবনের চরম প্রার্থনীয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং তা লাভ করবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়। জ্ঞান সেই অমৃতলাভের প্রকৃত উপায় নির্দেশ ক'রে দেয় এবং জ্ঞানী-সাধক সেই অনুরূপ অমৃতপানে অমর হন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত আছে]।

১৬/২—জ্ঞানদেবতুল্য আপন কিরণের দ্বারা সূর্যদেব যেমন জগৎকে উদ্ভাসিত করেন, তেমন পরম দেব (অথবা সত্ত্বভাব) সর্বজ্ঞ (অথবা সর্বজ্ঞানদাতা) হন; সেই দেবতা সাধকদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হন; এবং দ্যুলোক ও বিশ্বকে প্রাপ্ত করেন। (ভাব এই যে,—সর্বজ্ঞাপক সর্বজ্ঞ ভগবান্ সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হন)। [ভগবান্ অথবা তার শক্তিস্বরূপ সত্যভাব দ্যুলোক-ভূলোক ব্যেপে আছেন। সর্বত্রই তাঁর মহিমা পরিদৃষ্ট হয়। —ভাষ্যকার 'অয়ং' পদে সোম অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই অর্থে 'সপ্ত প্রবত আ দিবম্' পদগুলির কোনও সার্থকতা থাকে না। 'সপ্ত নদী এবং সপ্ত স্বর্গে সোমরস বর্তমান থাকে'—এর দ্বার কোনও উচ্চ ভাবের ব্যঞ্জনা হয় না]।

১৬/৩—জ্ঞানদেবতুল্য দ্যুতিমান্ প্রসিদ্ধ পবিত্রকারক সত্ত্বভাব সকল ভুবনের উপরে বর্তমান আছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লোকবর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলসাধক হন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে আমাদের মন্ত্রার্থের ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'এই সোম যখন সংশোধিত হচ্ছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থ হন'। এই বাক্যাংশের অর্থ কি? 'সোম' পদে 'সোমরস' অর্থ গ্রহণ করলে এই বাক্যাংশের কোন সার্থকতা থাকে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবই জগতের নিয়ামক]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দশটি গেয়গান আছে। যথা,—'সত্রাসাহীয়ম্', 'আমহীয়সম্' 'জরাবোধিয়ম্', ইত্যাদি]

১৭/১—সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকবর্গ ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি —সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি। সুতরাং এই দিক দিয়ে সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ—সত্ত্বভাব। —সত্ত্বভাব অবশ্যই পাপনাশক, কারণ ভগবানের পুণ্যস্পর্শ সমন্বিত সত্ত্বভাবের প্রভাবে পাপ-তাপ আপনা থেকেই দূরে পলায়ন করে। সুতরাং সৌভাগ্যবান্ সাধক এই সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়ে এই পাপমোহ প্রলোভনপূর্ণ সংসারের উর্ধ্বলোকে বিচরণ করতে সমর্থ হন]।

১৭/২—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, সাধক কর্তৃক, ঐকান্তিক সাধনের দ্বারা জ্ঞানদায়ক, দ্যুতিমান্, প্রসিদ্ধ, সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, সাধকবর্গ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধনার দ্বারা সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সাধনার চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎ-লাভ। সেই পরম অভীষ্ট সাধনের প্রধান উপায় সত্ত্বভাব। যাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়েছে, তিনি নিজের মধ্যে সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষের অনুভূতি লাভ করতে সমর্থ হন। এই অনুভূতি সাধক-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সত্ত্বভাব সকল অভীষ্ট লাভের সহায়ভূত ব'লে সাধকেরা সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য যত্নপরায়ণ হন। সাধকদের এই প্রচেষ্টার বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে]।

১৭/৩—অমৃতপ্রাপক সৃষ্টির আদিভূত সত্ত্বভাব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হন, এবং জ্ঞান প্রদান ক'রে দেবভাব উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্রহৃদয় সাধক জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [যাঁর হৃদয় নির্মল পবিত্র, তাঁর হৃদয়েই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়। এই সত্ত্বভাবের সহচর জ্ঞান। তাই যিনি সত্ত্বভাব লাভ করেন, তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানও উপজিত হয়। তাই বলা হয়েছে—সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করেন।—একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'পুরাণ রসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন এবং শব্দ ক'রে দেবগণকে উৎপন্ন করছেন।' দেবগণের পানীয় মাদকদ্রব্য সোম কেমন ভাবে দেবগণকে উৎপাদন করবে, বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার এইজন্য একটু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। 'উৎপন্ন' ক্রিয়াকে রূপক বলেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক নয়।—'ক্রন্দং' পদে আমরা 'জ্ঞান প্রদান ক'রে' ভাব গ্রহণ করেছি। শব্দ-ব্রহ্ম, শব্দ-জ্ঞান। আমরা এই দৃষ্টিতেই ঐ পদে পূর্বাপর 'জ্ঞানং প্রযচ্ছন' অর্থ গ্রহণ করেছি]।

১৮/১—পবিত্রকারক হে দেব! আপনি প্রার্থিত বস্তুসমূহ আমাদের প্রদান করুন; রিপুগণের মধ্যে ভয় স্থাপন করুন। (ভাব এই যে,—আমাদের রিপুজয়ী করুন। আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন মোক্ষ প্রদান করুন)। [ভগবান্ মানুষকে রিপুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন] তাঁর কাছে মানুষ একান্তভাবে যা প্রার্থনা করে, বিশ্বমঙ্গলনীতির পরিপন্থী না হ'লে সে তা প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁর চরণেই আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু লাভ করবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। —প্রচলিত কোন কোন ব্যাখ্যার সাথে অনেকস্থলে আমাদের মতবিরোধ আছে। —একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে পবমান সোম! যারা দূরে উপস্থিত রয়েছে, তাদের সমীপবর্তী করো; শত্রুগণের ভয় উৎপন্ন করো, তাদের ধন অবগত হও।' —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৮/২—সৎকর্মের ও সৎভাবের দ্বারা পূর্ণবিকশিত, সৎকর্মসঞ্জাত, অমৃতসদৃশ, রিপুনাশক, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সুসংস্কৃত, সত্ত্বভাবকে দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—দেবভাবান্বিত ব্যক্তিগণ সৎকর্মের সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [দেবভাব ও সত্ত্বভাবের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ বর্তমান একটি আবির্ভাবে অন্যটির উপস্থিতি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। যাঁরা নিজের হৃদয়কে পবিত্র করতে পেরেছেন তাঁরাই সত্ত্ব-সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। পরাজ্ঞান তখন তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এই জ্ঞানালোকের সাহায্যে অতি সহজেই তাঁরা নিজেদের গন্তব্য-পথ নির্দেশ করতে পারেন। জ্ঞানের তীব্র আলোকে অজ্ঞানান্ধকার পলায়ন করতে বাধ্য হয়। সুতরাং আঁধারলোকবাসী রিপুগণও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। পরিণামে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেরও ৫অ-৩দ-১সা-তে) দেখা যায়]।

১৮/৩—সৎকর্মের নেতা হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাবপ্রাপক, পবিত্রকারক, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করো। ভাব এই যে—আমি যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই) [এই মন্ত্রটি উত্তরার্চিকেরই ১অ-১দ-১সূ-১সা-রূপে দেখা যায়]। [১৭ ও ১৮ সূক্তের অন্তর্গত ছ'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'শ্রুধ্যম্', 'প্রতীচিনে', 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্', 'সফস্']।

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৯)

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্তঃ ঊর্ময়ঃ।
বনানি মহিষা ইব॥ ১॥
অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া।
বাজং গোমন্তমক্ষরন্॥ ২॥
সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।
সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে॥ ৩॥

(সূক্ত ২০)

প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্॥ ১॥
অ হর্যতো অর্জুনো অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ।
তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ॥ ২॥

(সূক্ত ২১)

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্।
সুতা বিদথে অক্রমুঃ॥ ১॥
আদীং হংসো যথা গণং বিশ্বস্যাবীবশতন্মতিম্।
অত্যো ন গোভিরজ্যতে ঃ॥ ২॥
আদীং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।
ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে॥ ৩॥

(সূক্ত ২২)

অয়া পবস্ব দেবয়ু রেভন্পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ।
মধোর্ধারা অসৃক্ষত॥ ১॥
পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা।
অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবদ্ যশঃ॥ ২॥
প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ১৯সূক্ত/১সাম—(জলের) উর্মিমালা যেমন আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়, অথবা বনসমূহ যেমন আপনা-আপনিই প্রবৃদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনই পরাজ্ঞানসম্পন্ন আত্ম-উৎকর্ষসাধনশীল সাধকদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা হ'তেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই সঞ্জাত হয়)। অথবা,—মহিমান্বিত সাধক যেমন জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন অথবা পশুগণ যেমন স্বভাবতঃ বনে গমন ক'রে থাকে, তেমনই অমৃতের প্রবাহস্বরূপ পরাজ্ঞানদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ, আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রভূতপরিমাণে সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-২দ-২সা) দ্রষ্টব্য]।

১৯/২—মহান্ (অথবা জগৎপালক) দীপ্ত সত্ত্বভাব জ্ঞানযুত আত্মশক্তি প্রদান ক'রে অমৃতের ধারারূপে সাধকদের হৃদযকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতময় সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সত্ত্বভাব যেখানে, জ্ঞানও সেখানে। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানিগণের হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত থাকায় তাঁরা ভীষণ রিপুগণকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। জ্ঞানের দীপ্ত রশ্মিতে তাঁরা অভীষ্ট লাভের প্রকৃত উপায় নির্দেশ করতে পারেন; এবং আত্মশক্তিবলে সেই উপায়-অনুযায়ী সাধনেও প্রবৃত্ত হ'তে পারেন। তাই বলা হয়েছে—'সত্ত্বভাব জ্ঞানযুত আত্মশক্তি প্রদান ক'রে..........হৃদয়কে প্রাপ্ত হন।' জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের একত্র সম্মিলনেই অমৃতের উৎপত্তি। সাধক সেই অমৃতলাভে সমর্থ হন]।

১৯/৩—বলাধিপতি দেবতাকে, আত্মমুক্তিদায়ক দেবকে, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে, বিবেকরূপী দেবগণকে, জগৎপালক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [আপাতঃদৃষ্টিতে মন্ত্রে বহু দেবতার উল্লেখ আছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক পরমপুরুষেরই মাহাত্ম্য বিভিন্ন ভাবে প্রখ্যাত হয়েছে। তিনিই জগৎকে পালন করছেন। তিনিই কৃপাপূর্বক মানুষের মুক্তিবিধান করেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। মন্ত্রের মধ্যে সেই 'একমেব অদ্বিতীয়ং' পরম পুরুষকেই ইন্দ্র (অর্থাৎ ভগবানের বলাধিপতিরূপ বিভূতি), বায়ু (অর্থাৎ ভগবানের আশুমুক্তিদায়ক বিভূতি), বরুণ (অর্থাৎ ভগবানের অভীষ্টবর্ষক বিভূতি), মরুৎগণ (অর্থাৎ ভগবানের বিবেকরূপী বিভূতিসমূহ), বিষ্ণু (অর্থাৎ ভগবানের জগৎপালক বিভূতি) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে সাধক যে ভাবের ভাবুক, তিনি ঈশ্বরের সেই ভাবের প্রকাশকেই বরণ করেন। বোঝাই যাচ্ছে,—যিনি আশুমুক্তি প্রার্থনা করেন, তিনি বায়ুরূপের; যিনি শক্তিকামী, তিনি ইন্দ্ররূপের উপাসনা করেন, ইত্যাদি। মন্ত্র এই বিভিন্ন ভাবেরই দ্যোতনা করছেন]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দশটি গেয়গান আছে। যথা,—'আশ্বম্', 'সোমসামম্', 'আশুভার্গবম্' 'জরাবোধীয়ম্' 'রৌহিতকুলীম্' ইত্যাদি]।

২০/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব (সোম)! সমুদ্র যেমন জলের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ করে, তেমনই তুমি ভগবানের আরাধনার জন্য অমৃতের দ্বারা আমাদের পূর্ণ করো; চৈতন্যস্বরূপ পরমানন্দদায়ক তুমি নিত্যকাল জ্ঞানামৃতের সাথে অমৃতধারণসমর্থ আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব

এই যে,—আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হোক)। [এই সামমন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৫দ-৪সা) প্রাপ্তব্য। সেখানে মর্মার্থ বিশ্লেষিত হয়েছে]।

২০/২—প্রিয়পুত্র তুল্য পবিত্র প্রার্থনীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব বিচিত্র অমৃতের প্রবাহে সম্মিলিত হন; সত্ত্বভাব যেমন সৎকর্মরূপ যানকে প্রাপ্ত হন, তেমনই জ্ঞানকিরণসমূহ সত্ত্বভাবকে নিশ্চিতরূপে সাধকদের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর সম্মিলিত হয়; সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [পুত্র মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। তাই সেই পরমবস্তুর প্রার্থনীয়তা প্রখ্যাপন করবার জন্য সত্ত্বভাবের সাথে পুত্রের তুলনা দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু সংসারী মানুষ পুত্রকে পুন্নামক নরক থেকে উদ্ধারের ও স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ মনে করেন। সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে,—পুত্র জন্ম গ্রহণ না করলে পিতার মুক্তিলাভ ঘটে না। সেইজন্যও পুত্র মানুষের এত প্রিয়। তাই সত্ত্বভাবকে সেই প্রিয় ও পারত্রাণকারক পুত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে।—সত্ত্বভাব, জ্ঞান ও সৎকর্ম সমস্তই একসূত্রে গ্রথিত। একটি লাভ হ'লে অন্য দু'টিও মানুষ সাধনবলে সহজেই লাভ করতে পারে। মন্ত্রের শেষাংশে তাদের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই সূচিত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত বারোটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'যৌধাজয়ম্', 'বজ্র' , 'অভীবর্তম্', 'গৌগবম্' ইত্যাদি]।

২১/১—পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্মসাধনশীল আমাদের সৎকর্মসাধনে সিদ্ধিপ্রদানের জন্য আমাদের প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনে সিদ্ধিলাভের জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হই)। [এই মন্ত্রে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির দ্বারা সৎকর্ম-সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার প্রার্থনা আছে। সিদ্ধিলাভ—অর্থাৎ মোক্ষলাভ। তাই সেই মোক্ষ বা পরাগতি প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনা। —'মদচ্যুতঃ' পদে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা ক'রে 'আনন্দদায়কঃ' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'মঘোনাম্' পদে ভাষ্যে 'হবিষ্মতা' অর্থ দৃষ্ট হয়। সৎকর্মসাধনই প্রকৃষ্ট হবিঃ। তাই ঐ পদে 'সৎকর্মসাধনশীলনাং' অর্থই সঙ্গত। 'শ্রবসে'—'সিদ্ধিলাভের জন্য'। কারণ কর্মে সফলতা লাভ করলেই খ্যাতি ও প্রাসিদ্ধি লাভ হয়। 'বিদথে' পদে 'সৎকর্মের সাধনে' অর্থই সঙ্গত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-২দ-১সা) প্রাপ্তব্য]।

২১/২—আশুফলদায়ক সৎকর্ম যেমন জ্ঞানকিরণের সাথে মিলিত হয়, সারগ্রাহী জন যেমন সাধুসঙ্ঘকে প্রাপ্ত হন, তেমনই জ্ঞান সকল স্তোতৃগণের বুদ্ধিকে নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে, —প্রার্থনাপরায়ণ সাধক সৎকর্মসমন্বিত জ্ঞান লাভ করেন)। [মন্ত্রের মধ্যে দু'টি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ হংসের ন্যায় অসার বস্তু পরিত্যাগ ক'রে প্রকৃত মঙ্গলজনক বস্তু গ্রহণ করেন। 'হংস' পদে তাই সারগ্রাহী সাধককে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় —জ্ঞান ও কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। সৎকর্মের ফলে সাধক জ্ঞানলাভ করেন। সেই জ্ঞান সাধকের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করে। যাঁরা প্রার্থনা পরায়ণ, যাঁরা সৎকর্মান্বিত, তাঁদের উভয় শ্রেণীর সাধকই পরাজ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য হন। সৎকর্মের ফলে যেমন জ্ঞানলাভ হয়, প্রার্থনার দ্বারাও সেইরকমভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারা যায়। প্রার্থনাও মানুষকে মোক্ষপথে সংস্থাপিত ক'রে থাকে। মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যের ভাব এই যে,—'সোম অশ্বের ন্যায় গব্যদ্রব্যের দ্বারা স্নিগ্ধ হয়।'—

অন্য এক ব্যাখ্যাকার 'অত্যো ন' পদ দু'টির অর্থ পরিত্যাগ করেছেন, যথা—'হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, সোম তেমনই সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে। এই সোম গব্য দ্বারা স্নিগ্ধ হয়।' —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২১/৩—ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিগত অর্থাৎ তার দ্বারা প্রাপ্ত যে সত্ত্বভাব, সৎকর্মসাধনকারী ব্যক্তি, বলাধিপতিদেবতার নিশ্চিতরূপে গ্রহণের জন্য সেই পাপহারক সত্ত্বভাবকে কঠোর সাধনের দ্বারা হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক কঠোর সাধনের দ্বারা ভগবৎপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [যিনি সাধনবলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর হৃদয়ে অবিমিশ্র বিশুদ্ধতম শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তিনিও মানুষ বটে, তবে সেই মানুষের মধ্যে দেবত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত। অন্যান্য লোকও সাধনবলে সেই অবস্থা লাভ করতে পারে। সেই সাধকের বিষয়ই মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। —সত্ত্বভাব-প্রাপ্তি মোক্ষসাধনের হেতু। ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান্ সাগ্রহে তা-ই গ্রহণ করেন। ফুলচন্দন ইত্যাদি ভগবানের আরাধনার বাহ্যিক উপায় মাত্র। সাধকগণ কঠোর সাধনার দ্বারা, সৎকর্ম সম্পাদনের দ্বারা, এই পরম মঙ্গলজনক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করবার চেষ্টা করেন এবং ভগবানের কৃপায় তা লাভ করতেও সমর্থ হন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'সংহিতম্' ও 'আশুভার্গবম্']।

২২/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সাধকদের পবিত্র হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন; দেবত্বপ্রাপক আপনি জ্ঞানপ্রদানপূর্বক পবিত্র ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন এবং অমৃতের প্রবাহ হৃদয়ে সৃজন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করুন]। সত্ত্বভাব সাধকদের হৃদয়ে উপজিত হয়। দেবত্বপ্রাপক সেই সত্ত্বভাবকে লাভ করবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটির অন্যভাব লক্ষিত হয়। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তুমি এই ধারার আকারে ক্ষরিত হও। তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হচ্ছে। তুমি চতুর্দিকে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করছ'। মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথমেই সোমরসের কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং মন্ত্রের সমস্ত ব্যাখ্যাই সেইমতো কল্পিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় 'দেবয়ুঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হয়নি। অন্যান্য বিষয়ও মূলানুগত বা ভাষ্যের অনুগত হয়নি। অবশ্য আমাদের মত ভাষ্য বা প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র]।

২২/২—হে ভগবন্! পরম আকাঙ্ক্ষণীয় পাপহারক সত্ত্বভাব ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের কুটিল হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে, —আমরা যেন পাপনাশক সত্ত্বভাব লাভ করি। হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের আত্মশক্তিদায়ক সৎকীর্তি অর্থাৎ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানের কৃপায় আত্মশক্তি এবং সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য লাভ ক'রি)। [মানুষ কর্ম করতে পারে বটে; কিন্তু ফললাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। সৎকর্ম সাধনের দ্বারা মোক্ষলাভে অগ্রসর হওয়া যায় সত্য; কিন্তু সেই সৎকর্ম সম্পাদনের শক্তিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবানের কৃপা হলে তবেই মানুষ সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে। চারদিকে যে ভীষণ রিপুকুল রয়েছে, মানুষের অন্তরেও কাম-ক্রোধ ইত্যাদি যে সব রিপুদল

রয়েছে, তাদের জয় করতে পারলে তবেই অনায়াসে সৎপথে—মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই তা সম্ভবপর। তাই ভগবানের কাছে সৎকর্ম সম্পাদন করবার যথোপযুক্ত শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসের কল্পনা থাকলেও কোনও কোনও অংশে মূলভাব রক্ষিত হয়েছে। যেমন—'অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মুখ দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তাঁরা যাকে স্তব করেন, তাদের তিনি লোকবল ও কীর্তি প্রদান করছেন।' মন্ত্রের শেষাংশের ব্যাখ্যার সাথে আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাবগত বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১০দ-১১সা) প্রাপ্তব্য]। [এই মন্ত্রটির তিনটি গেয়গান আছে]।

২২/৩—সাধক যেমন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান গ্রহণ করেন এবং সাধকগণ যেমন সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তেমনই, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সাধনবিঘ্নকারী রিপুদের বিনাশ করো, অর্থাৎ বিনাশ ক'রে জ্ঞানসম্পন্ন এবং সৎকর্মসাধনরত হও। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মান্বিত এবং সৎ-জ্ঞানসম্পন্ন হই)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৮দ-৯সা) প্রাপ্তব্য]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'আক্ষারম্', 'গৌরীবিতম্', 'সুজ্ঞানং', 'কাশীজম্' এবং 'পৌষ্কলম্']।

— দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—তৃতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৫/১০/১১/১৫-১৭ পবমান সোম ; ৬ অগ্নি ; ৭ মিত্র ও বরুণ ; ৮/১২-১৪/১৮/১৯ ইন্দ্র ; ৯ ইন্দ্রাগ্নী।
ছন্দ—১-১০/১৫/১৮ গায়ত্রী ; ১১ ত্রিষ্টুপ্ ; ১২-১৪ প্রগাথ বৃহতী ; ১৬/১৯ অনুষ্টুপ্ ; ১৭ জগতী।
ঋষি—১ জমদগ্নি ভার্গব ; ২/৫/১৫ অমহীয়ু আঙ্গিরস ; ৩ কশ্যপ মারীচ ; ৪/১০ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব ; ৬/৭ মেধাতিথি কাণ্ব ; ৮ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বমিত্র ; ৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ১১ উপমন্যু বাসিষ্ঠ ; ১২ শংযু বার্হস্পত্য ; ১৩ প্রস্কণ্ব কাণ্ব, বালখিল্য ; ১৪ নৃমেধ আঙ্গিরস ; ১৬ নহুষ মানব ; ১৭ (১-২) সিকতা নিবাবরী, (৩) পৃশ্নোঽজা ; ১৮ শ্রুতকক্ষ (সুকক্ষ) আঙ্গিরস ; ১৯ জেতা মধুচ্ছন্দস্।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ।
অভি বিশ্বাণি কাব্যা॥ ১॥
ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্।
পবস্ব বিশ্বচর্ষণে॥ ২॥
তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে।
তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে।
বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি॥ ১॥
যস্য তে সখ্যে বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ।
তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে॥ ২॥
যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে।
রক্ষা সমস্য নো নিদঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ।
বৃষা ধর্মাণি দধ্রিষে ॥ ১॥
বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষা বনং বৃষা সুতঃ।
স ত্বং বৃষন্ বৃষেদসি ॥ ২॥
অশ্বো ন চক্রদো বৃষা সং গা ইন্দো সমর্বতঃ
বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে।
পবমান স্বর্দৃশম্ ॥ ১॥
যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ।
দ্রোণে সধস্থমশ্নুষে ॥ ২॥
আ পবস্ব সুবীর্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধ।
ইহো ষ্বিন্দবা গহি ॥ ৩॥

(সূক্ত ৫)

পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুন্দতঃ।
সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ১॥
যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি ধারয়া।
তেভির্নঃ সোম মৃড়য় ॥ ২॥
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষম্।
ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—হে সত্ত্বভাব! শ্রেষ্ঠতম আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় রক্ষাশক্তিসমূহের সাথে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন; আমাদের সকল স্তুতি অভিলক্ষ্য ক'রে ক্ষরিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [সত্ত্বভাবকে 'অগ্রিয়ঃ'—মুখ্য, শ্রেষ্ঠতম ধন বলা হয়েছে। ভগবৎ-সাধনের শ্রেষ্ঠতম অংশ—হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজন। যিনি এই পরম বস্তু সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন, তাঁর পক্ষে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠতম সহায়। তাই সাধকেরা এই সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। এই মন্ত্রে বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে এই একই প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই ভাবের পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ ক'রি, যেমন আমরা নানারকম কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা ক'রি, তেমনি তুমি ক্ষরিত হও।' সোমকে মাদকদ্রব্য ধরে পূর্বাপর এই ব্যাখ্যাগুলি শুধু অসঙ্গতই নয়, মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষা করা যায়নি]।

১/২—বিশ্বদর্শনকারী অথবা সর্ব-উৎকর্যসাধক) হে সত্ত্বভাব! আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে (অথবা জ্ঞান প্রদান ক'রে) শ্রেষ্ঠতম আপনি সমুদ্রের ন্যায় প্রভূতপরিমাণ অমৃত আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [মানুষের মধ্যে সকল রকম মহান্ ভাবের বীজ নিহিত আছে। উপযুক্তভাবে তাদের বিকাশ সাধন করতে পারলে মানুষই দেবতা হ'তে পারে। উষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের মতো সেই সব সুপ্রবৃত্তি মলিন পঙ্কিল হৃদয়ে বিকশিত হ'তে পারে না। আবার বারিবর্ষণে সেই ক্ষেত্র উর্বর হ'লে, ভূমিস্থিত বীজ থেকে শ্যামল শস্য উৎপন্ন হয়ে মানুষের উপকার করে। সত্ত্বভাবরূপ অমৃত বর্ষণে মানুষের হৃদয়ের সুপ্ত সুপ্রবৃত্তিগুলিতে তেমনই জাগরিত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ উপযুক্ত পরিচর্যায়, তারা পূর্ণ বিকশিত হয়ে মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যায়। তাই সত্ত্বভাবকে 'বিশ্বচর্যণি' বলা হয়েছে। পুনশ্চ, সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানুষ সবরকম জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তাই 'বিশ্বচর্যণি' বিশ্বদর্শনকারী অর্থেরও সার্থকতা দৃষ্ট হয়। 'বাচঃ' পদে জ্ঞান ও প্রার্থনা উভয় অর্থই প্রকাশ করে]।

১/৩—প্রাজ্ঞ হে সত্ত্বভাব! আপনার মহিমারদ্বারা সমগ্র বিশ্ব স্থির হয়ে আছে। জ্ঞানকিরণসমূহ আপনাকে পাবার জন্য গমন করে অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা বিশ্ব বিধৃত এবং পরিরক্ষিত হয়, জ্ঞানের দ্বারা সত্ত্বভাব লাভ করা যায়)। [সত্ত্বভাবের ও জ্ঞানের মহিমা মন্ত্রের মধ্যে পরিকীর্তিত হয়েছে। সত্ত্বভাবের দ্বারাই বিশ্বরক্ষিত ও পরিচালিত হয়। সত্ত্বের ধর্ম স্থৈর্য। রজঃগুণের চাঞ্চল্য ও তমোগুণের জড়তা নিরাকৃত ক'রে সত্ত্বভাব বিশ্বের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে। তাই সত্ত্বভাবের অধিপতি দেবতাকেই হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বের রক্ষক ও পালক ব'লে বর্ণনা করেছেন। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই পরিব্যক্ত হয়েছে।—সেই সত্ত্বভাবকে লাভ করা যায়—জ্ঞানের সাহায্যে। তাই বলা হয়েছে—'তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ'। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই অংশের ভাব বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। যথা—'এই সমস্ত নদী তোমার (অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সোমের) দিকে ধাবিত হচ্ছে।' মন্ত্রের কোথায়ও নদীবাচক কোনও পদ আছে ব'লে আমরা মনে ক'রি না]।

২/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ অভিমতফলবর্ষক তুমি আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হও অর্থাৎ ভগবানের করুণাধারারূপে ক্ষরিত হও; এবং নিজে আমাদের ইহজগতে সৎকর্মপরায়ণ করো ও আমাদের সকল রকম রিপুশত্রুদের বিনাশ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আমরা যেন রিপুশত্রুদের জয় করতে পারি)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-২দ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

২/২—হে সত্ত্বভাব! মুক্তিপ্রাপক আপনার সখিত্ব লাভ ক'রে প্রার্থনাকারী আমরা যেন রিপুদের অভিভব করতে পারি ; এবং আপনার মুক্তিদায়ক জ্যোতিঃতে যেন বর্তমান থাকি, অর্থাৎ আপনার মুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ যেন লাভ ক'রি। (ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক সত্ত্বভাবকে সম্যক্‌রকমে লাভ ক'রি)। [মুক্তিদান করবার শক্তিই সত্ত্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তাই 'যস্য' পদে সেই শক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের 'উত্তমে' পদেও ঐ মুক্তিদায়ক ভাবকেই লক্ষ্য করে। মুক্তি বা মোক্ষের তুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই হ'তে পারে না। বিশেষতঃ 'উত্তমে' পদের সাথে সম্বন্ধযুত বিশেষ্য 'দ্যুম্নে' পদও এই ভাবেরই পোষকতা করে। সত্ত্বভাবের সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত জ্ঞানের জ্যোতিঃই মানুষকে মায়ামোহের, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে জীবনের শ্রেষ্ঠ

সম্পৎ (মোক্ষ) লাভের পথে নিয়ে যায়। সত্ত্বভাবের প্রভাবে রিপুগণও পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের সখিত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই 'সখ্যে' পদের দ্বারা হৃদয়ে সম্যক্‌ভাবে সত্ত্বভাবের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে]।

২/৩—হে ভগবন্! আপনার যে সকল রিপুনাশক তীক্ষ্ণ (অথবা মুক্তিদায়ক) অস্ত্রশস্ত্র (অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি) শত্রুনাশের জন্য বর্তমান আছে, সেই অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা (অথবা জ্ঞানভক্তি প্রদান ক'রে) আমাদের সকল শত্রুর আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি প্রদান ক'রে আমাদের রিপুজয়ী করুন)। [শব্দার্থ ও ভাবার্থ অনুসারে মন্ত্রটির দু'রকম ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যারই মূলভাব এক; কেবলমাত্র শব্দ প্রয়োগের বিভিন্নতায় দুই ব্যাখ্যা ব'লে মনে হ'তে পারে মাত্র।—তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র রিপুনাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের ভীষণ রিপু অজ্ঞানতা পাপ মোহকে বিনাশ করবার জন্য যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা জ্ঞান ভক্তি সৎ-বৃত্তি প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হ'তে পারে না। তাই সেই শত্রুনাশক অস্ত্রশস্ত্র জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি লাভ করবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। অন্য পদে, রিপুগণকে বিনাশ ক'রে আমাদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। দু'রকম প্রার্থনারই এক লক্ষ্য—রিপুনাশ ও মুক্তি]।

৩/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! দীপ্যমান্ আপনি লোকবর্গের অভীষ্টবর্ষক হন; হে ভগবন্! অভীষ্টপূরণশীল আপনি আমার প্রতি অভীষ্টবর্ষক হোন; কামনাপূরক আপনি সকলের মঙ্গল ধারণ করেন, অর্থাৎ আপনিই সর্বমঙ্গলের নিদান সর্বমঙ্গলময়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরম-অভীষ্ট পূর্ণ করুন)। [মন্ত্রটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ও শেষাংশ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনামূলক। প্রথম দুই ভাগে জীবনের পরম অভীষ্ট পূরণের অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। শেষাংশে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ প্রখ্যাপিত হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৪দ-৮সা) প্রাপ্তব্য]।

৩/২—কামনাপূরক হে দেব! অভীষ্টবর্ষক, আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব অভীষ্টপ্রাপক; আপনি স্বয়ং লোকবর্গের অভীষ্টবর্ষণশীল হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদের অভীষ্টপূরণ ক'রে থাকেন)। [ভগবান্ জগতের পিতা ও মাতা। পিতার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত মানুষকে সত্যপথে আনবার জন্য শাসন করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মাতার সুকোমল স্নেহক্রোড়েও সাধক স্থান লাভ করেন। যার যা কামনা, তা তিনি পূর্ণ ক'রে মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করেন। তাঁর জ্যোতিঃ মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে, তাই মানুষ নিজের জীবনের প্রকৃত মঙ্গল বেছে নিতে পারে]।

৩/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক আপনি ব্যাপকজ্ঞানতুল্য আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন, আমাদের পরমধন লাভের উপায় সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন)। অথবা—জ্যোতিঃস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি অভীষ্টপূরক হন। অতএব অশ্বের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে আপনি আমাদের হৃদয়ে এসে অধিষ্ঠিত হোন; তার পর আশুমুক্তিপ্রদ জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের প্রদান করুন; অপিচ, আমাদের পরমধন-দানের জন্য তার সাধনভূত উপায়পরম্পরা বিজ্ঞাপিত করুন।

(মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃদয়ে অভীষ্ট হয়ে অভীষ্টপূরক ভগবান্ আমাদের মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন)। [মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় সকল বস্তুই মানুষের সমক্ষে রয়েছে। ভগবানের করুণা অপ্রতিহতভাবে সর্বত্রই সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে। যিনি ভাগ্যবান্ তিনিই তা উপভোগ করতে সমর্থ হন। কোন বস্তু পেলেই হয় না, তা ব্যবহার করবার—উপভোগ করবার সামর্থ্য থাকা চাই। মন্ত্রের মধ্যে এই সামর্থ্যলাভের প্রার্থনাই পরিস্ফুট হয়েছে। —ভগবৎশক্তি অথবা তাঁর দান পরমবস্তু আমাদের প্রাণশক্তির অংশীভূত হলেই, তবে আমরা সম্যক্‌ভাবে সেই দান উপভোগ করতে পারি এবং তার জন্য আমাদের জীবনের চরম অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হই। সেই শক্তিলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৪/১—শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিশ্চিতই অভিমতফল বর্ষক হন। পবিত্রকারক হে দেব! সর্বজ্ঞ তেজোময় আপনাকে প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ আমাদের পরিত্রাণ করুন)। [ভগবান্ কল্পতরু—মানুষের সর্বাভীষ্টপূরক। মানুষের এমন যে হিতৈষী দেবতা, মোহমায়ায় আচ্ছন্নতার জন্য, তাঁকেও মানুষ ভুলে যায়, তাঁর আরাধনায় মন-প্রাণ সমর্পণ করতে পারে না। মানুষ দুর্বল, আবার রিপুদের দ্বারা আক্রান্ত। তাই তাঁকে ভুলে থাকে। যাতে সেই পরম দেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, রিপুগণ যাতে আমাদের পথ ভুলিয়ে না দেয়, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই করা হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-২দ-৪সা) প্রাপ্তব্য]।

৪/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎসাধনের শক্তি এবং অমৃতপ্রবাহের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে আমাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হোন; আপনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত করেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষসাধক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করতে পারি)। 'সধস্থমশ্নুষে' —বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে। বিশ্বের অস্তিত্বের সাথে সত্ত্বভাব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যদি সর্বত্রই সত্ত্বভাব বর্তমান থাকে, তবে সাধকদের হৃদয়ে তা পাবার জন্য প্রার্থনা কবার অর্থ কি? —সূর্যকিরণ তো সর্বত্রই সমভাবে পতিত হয়, সূর্যালোক জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে, কিন্তু তা কি সকলে উপভোগ করতে পারে? যে অন্ধ, তার কাছে আলোক ও অন্ধকার একই বস্তু। তেমনই, সেই সত্ত্বভাবের বশে জগৎ পরিচালিত হচ্ছে বটে, সর্বত্রই সত্ত্বভাব বিরাজিত আছে বটে, কিন্তু সকলে তো তা উপভোগ করতে পারে না, তার দ্বারা নিজেকে উন্নত পবিত্র করতে পারে না। সকলের সেই শক্তি নেই। তাই সেই বিশ্বব্যাপী সত্ত্বভাবকে উন্নতির, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে পাবার জন্য মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৪/৩—রিপুনাশের জন্য শ্রেষ্ঠ আয়ুধযুক্ত হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি)। [অবিমিশ্র সুখ অথবা আনন্দই মানুষ অন্বেষণ করে। তার অন্তরের এই আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণত্বের তৃষ্ণা তাকে স্থির থাকতে দেয় না। কিন্তু তা লাভ করার উপায় সকলে খুঁজে পায় না। তাই কায়ার পরিবর্তে ছায়ার পিছনে ঘুরতে থাকে; ক্রমশঃ হতাশ হয়ে নিজেকে বিপথে চালিত করে। এ-ই তো আত্মিক মৃত্যু, আত্মিক আত্মহত্যা। এ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে—সত্ত্বভাব। এই সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ সেই পরম আনন্দের, যার জন্য সে জীবনভোর খুঁজে বেড়ায়, সেই পূর্ণানন্দের অনুভূতি লাভ করতে পারে। যিনি এই অমৃতের স্বাদ একবার গ্রহণ করতে সমর্থ

হয়েছেন, তিনি আর কখনও বিপথে পদার্পণ করেন না। সত্ত্বভাবই মানুষকে সেই অমৃতময় পরমানন্দ দান করে। এই পরম কল্যাণকারী সত্ত্বভাবকে প্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/১—হে দেব! পবিত্র হৃদয়কে স্নেহবারির দ্বারা অভিষিক্তকারী পবিত্রকারক আপনার সখিত্ব, প্রার্থনাকারী আমরা যেন লাভ করি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা যেন সম্যক্‌রূপে ভগবৎপরায়ণ হই)। [মানুষের শুষ্ক মরুভূমির মতো হৃদয় ভগবানেরই অমৃতবারি সিঞ্চনে সরস সতেজ হয়। তাতে দেবপ্রবৃত্তিসমূহ পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এতদিন অজ্ঞানতাবশে মায়ামোহের প্রলোভনে তার যে মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়েছিল, যে জন্য তার হৃদয় থেকে দিব্যভাবগুলি বিদায় গ্রহণ করেছিল, সেই অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেন—ভগবান্। তিনি অপার করুণাবশে মানুষের হৃদয়ে স্নেহবারিবর্ষণ ক'রে তার অশান্ত শুষ্ক হৃদয়কে শান্ত সরস করেন, তাই মানুষ নিজেকে ভগবানের স্নেহপাত্র ব'লে অনুভব করতে পারেন। সেই পরমানন্দময় অনুভূতি মানুষকে সব রকম পাপতাপের হাত থেকে রক্ষা করে।—ভগবানের সখ্য, সেই পরম পুরুষের বন্ধুতা—এই মহৎ সৌভাগ্যের ধারণাই মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করার পক্ষে যথেষ্ট। সেই সৌভাগ্য পূর্ণভাবে লাভ করবার জন্য, ভগবানের সখ্য লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৫/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার যে অমৃতপ্রবাহ প্রভূতপরিমাণে সাধকদের পবিত্র হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করে, সেই অমৃতপ্রবাহের দ্বারা আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন। ভাব এই যে,—সাধকলভ্য অমৃতময় সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ ক'রি)। [এই প্রার্থনার ভিতর দিয়ে একটি মহৎ নিত্যসত্যও প্রকটিত হয়েছে। সাধকেরা সত্ত্বভাবজনিত যে অমৃতের অধিকারী হন, সেই পরম কল্যাণদায়ক অমৃতের প্রবাহকে প্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। —সত্ত্বভাবকে সম্বোধন ক'রেই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব লক্ষ্য ক'রে সত্ত্বভাবের আধার সেই পরম পুরুষের কাছেই প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৫/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের অধীশ্বর, পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের পরমধন এবং আত্মশক্তিযুত সিদ্ধি প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [পবিত্রতার আধার ভগবান্ বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁর থেকেই জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর শক্তিতেই জগৎ পরিচালিত হচ্ছে, আবার তাঁতেই বিলীন হবে। অনন্তকাল থেকে, প্রতি কল্পে এই একই লীলা চলছে। তিনি শুধু বিশ্বের অধীশ্বর নন, তিনি ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই সম্ভবপর হতো না। তাই বলা হয়েছে—'বিশ্বতঃ ঈশানঃ'। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হ'লে, তাঁর হৃদয় ভগবৎশক্তিজনিত পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। তাই সত্ত্বভাবকে পবিত্রকারক বলা হয়েছে]।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৬)

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম॥ ১॥
অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্তে বিশপতিম্।
হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্॥ ২॥
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে।
অসি হোতা ন ঈড্যঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে।
যা জাতা পূতদক্ষসা॥ ১॥
ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিযস্পতী।
তা মিত্রাবরুণা হুবে॥ ২॥
বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরুতিভিঃ।
করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥৩॥

(সূক্ত ৮)

ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত॥ ১॥
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ॥ ২॥
ইধদ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরুতিভিঃ॥ ৩॥
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সুর্যং রোহয়দ্ দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ॥ ৪॥

(সূক্ত ৯)

ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎ সুবৃক্তিমেরয়ামহে ;
ধিয়া ধেনা অবস্যবঃ॥ ১॥

তা হি শশ্বন্ত ঈড়ত ইত্থা বিপ্রাস উতয়ে।
সবাধো বাজসাতয়ে॥ ২॥
তা ব্বাং গীর্ভির্বিপন্যুবঃ প্রযস্বন্তো হবামহে।
মেধসাতা সনিষ্যবঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৬ সূক্ত/১সাম—আমাদের অনুষ্ঠিত যাগ ইত্যাদি সৎকর্মের সুসম্পাদক, সকল দেবগণের অথবা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সকল ধনোপেত অথবা সর্বতত্ত্বজ্ঞ, বার্তাবহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রাপক দূতস্বরূপ অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবকে) এই যজ্ঞে আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনা করছি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধক সর্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমরা যেন সর্বথা পূজা ক'রি—আমরা যেন জ্ঞানের অনুসারী হই)। [এই মন্ত্রেরও উদ্দিষ্ট দেবতা অগ্নি—প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জ্ঞানদেব রূপ বিভূতি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিশ্ববেদসম্' শব্দে তিনি বিশ্বের সকল রকম ধনের অধিকারী বা তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ, এমন অর্থ নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ, তোমার যা কিছু প্রার্থনীয় আছে, সবই তিনি দান করতে প্রস্তুত আছেন—এই ভাব বুঝতে পারি। কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণা একেবারে তাঁর সেই স্বরূপ আয়ত্ত করতে সমর্থ হয় না। তাই 'দূতং' —'তিনি দূত স্বরূপে তোমার প্রার্থনা ভগবৎ-সমীপে পৌঁছে দিতে পারবেন ; তাঁর দ্বারাই তোমার ইষ্ট সাধিত হবে।' —দূত-রূপেও তিনি, আবার সর্বধনের অধিস্বামীরূপেও তিনি ; তুমি যে ভাবে তাঁকে দেখতে চাও, সেই ভাবেই তাঁকে দেখতে আরম্ভ করো]।

৬/২—সর্বলোকের পালক, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রদায়ক, লোকসমূহের প্রিয়সাধক, বহুরূপে প্রকাশমান্ জ্ঞানদেবতাকে সৎকর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই নিরন্তর প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (ভাব এই যে,—সর্বলোককে যিনি পালন করেন, সকলের যিনি মঙ্গল সাধন করেন; তিনি মানুষদের সৎকর্মের দ্বারাই প্রকাশিত হন)। [যজ্ঞের দিক দিয়ে, অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান ক'রে অগ্নিদেবতারই পূজা করা হয়। আবার, অগ্নিরূপে যিনি প্রকাশমান্ সেই সর্বস্বরূপের প্রভু যখন মনের মধ্যে স্থান পায়, তখনও বুঝতে পারা যায়, যে নামে যাঁরই অর্চনা ক'রি না কেন, সে অর্চনা তাঁতেই গিয়ে পৌঁছায়। সুতরাং সদাকাল যেখানে যে পূজা অর্চনা চলেছে, মানুষ যে রূপে, যে-ভাবেই তাঁর উদ্দেশ্যে কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে, তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশমান্ থাকলেও সে সবই সেই এক তাঁকেই প্রাপ্ত হচ্ছে। —মন্ত্রে তাঁকে 'হব্যবাহং' বলা হয়েছে। একভাবে দেখবার অধিকার সকলের নেই। ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দেবতার উপাসনা বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজে তাই প্রচলিত। এখানে ইঙ্গিতে তাঁদের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে। বলা হচ্ছে—'তোমার যা কিছু দেবার আছে, তাঁর গর্ভে প্রদান করো। তোমার প্রদত্ত সামগ্রী তিনি তোমার অভীষ্ট দেবতার সমীপে পৌঁছিয়ে দেবেন।' —অগ্নিদেব—জ্ঞানদেবতা, হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, আবার তিনি হৃদয়ের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। —এই 'দুই' অর্থেই 'হব্যবাহং' বিশেষণ পদের সার্থকতা]।

৬/৩—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! কর্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা আপনি উৎপন্ন হন। হে দেব! রিপুগণ কর্তৃক নির্যাতিত বিচ্ছিন্নীকৃত আমাদের এই কর্মে (অথবা হৃদয়ে) আপনি দেবভাবসমূহকে আনয়ন করুন। আপনিই আমাদের পূজ্য ; যেহেতু আপনি হৃদয়ে দেবভাবের আনয়নকর্তা হন। (মন্ত্রটি আত্ম-

উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমাদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করা কর্তব্য)। [এই মন্ত্রের প্রথম এক 'জজ্ঞানঃ' পদ নিয়ে বিতণ্ডার অবধি নেই। অরণীতে অরণীতে অর্থাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এখানে সেই অগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়েছে—এটাই ভাষ্যকারদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'জজ্ঞানঃ' শব্দের প্রকৃত অর্থ—'উৎপন্ন'। যে অগ্নি জাজ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাকেই অরণ্য ইত্যাদি (কাষ্ঠ ইত্যাদি) সম্ভূত বলা যায়। আর, যে অগ্নি অন্তরের অন্ধকার দূর করে, তা জ্ঞান থেকে সমুৎপন্ন। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তার কি সাধ্য যে, তোমার ইষ্টসাধক দেবগণকে আনতে পারে অথবা তোমার হয়ে তাঁদের আনয়ন করতে সমর্থ হয়? সে এক জ্ঞানাগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—যার দ্বারা ইষ্টদেব অধিগত হন। তবে ঐ অরণী-উদ্ভূত অগ্নির পূজা করতে করতে, অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধ হ'তে হ'তে, ঐ অগ্নি কার জ্যোতিঃ বিভূতি তা বুঝতে বুঝতে, স্বরূপ জ্ঞান সঞ্চার হ'তে পারে। তাই কর্মে প্রবৃত্তি আনবার জন্য, প্রথম অবস্থায় সাধকের জন্য শেষোক্ত অর্থেরও সার্থকতা স্বীকার করা হয়। নচেৎ, 'অগ্নি' শব্দের মূল লক্ষ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান, তা বলাই বাহুল্য]।

৭/১—প্রার্থনাকারী আমরা মিত্রদেবকে ও বরুণদেবকে সত্ত্বভাব-গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদের যজ্ঞে বা কর্মে সম্মিলিত হবার জন্য আহ্বান করছি—যেন অনুসরণ ক'রি ; স্বপ্রকাশ যে দেবদ্বয়, তাঁরা আমাদের পবিত্রকারক হোন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই ; সেই পরমদেবতা আমাদের পরিত্রাণ করুন)। [সোমপানের (অর্থাৎ পূজাগ্রহণের বা ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিসুধাপানের বা সৎকর্ম-সাধকের কর্মের সাথে সম্মিলনের) জন্যই মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে অর্থাৎ ভগবানের মিত্রস্থানীয় বিভূতি ও অভীষ্টবর্ষক বিভূতিকে) আহ্বান করা হয়েছে। এখানে যে দু'টি বিশেষণ আছে, তা অনুধাবনীয়। বলা হয়েছে—তাঁরা 'জাতা'—'জজ্ঞানা'। জ্ঞানমূলক 'জ্ঞা' ধাতু থেকে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। আমরা মনে ক'রি, এটির অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ ; যাঁর থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা-ই 'জজ্ঞান' অর্থাৎ জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি-স্থান। তা থেকে জ্ঞানপ্রদ অর্থ আসে। 'পূতদক্ষসা' ; 'পূত' অর্থাৎ পারদর্শী। তা থেকেই 'পবিত্রকারী' এই ভাব আমরা গ্রহণ করতে পারি। 'পবিত্রতা লাভের জন্য দেবদ্বারে শরণাপন্ন হও,—হৃদয়ে , —হৃদয়ে দেবতার বা দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করো · তাতেই পরিত্রাণ লাভ করবে।' এটাই এখানকার মর্মার্থ]।

৭/২—যে দেবতাদ্বয় সত্যের দ্বারা বা সৎকর্মের দ্বারা সত্য-সংরক্ষক বা সুফলপ্রদ, সত্যের বা সৎকর্মের প্রকাশরূপ আত্মজ্ঞানের প্রতিপালক ও প্রবর্ধক, সেই মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করছি ; —যেন অনুসরণ ক'রি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের মিত্ররূপী বিভূতি ও অভীষ্টবর্ষক বিভূতিদ্বয় সত্যসংরক্ষক ও আত্মজ্ঞানবর্ধক ; পরাজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁদের আপনি যেন অনুসরণ ক'রি)। [ভগবানের বিভূতিধারী দেবতার যে গুণে গুণান্বিত হ'লে—যে ভাবে ভাবান্বিত হ'লে, দেবতারা (বা স্বয়ং ভগবান্) আমাদের রক্ষা করবেন, আমরা যেন সেই গুণ, সেই ভাব প্রাপ্ত হই,—এটাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার অভিপ্রায়। আমরা যেন সৎকর্মশীল হই,—এটাই এই মন্ত্রের উদ্বোধন]।

৭/৩—বরুণদেব এবং মিত্রদেব সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের দ্বারা আমাদের রক্ষক (পরিত্রাণকর্তা) হোন ; আর তাঁরা আমাদের পরমধনযুক্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,

—হে দেবদ্বয়! আপনাদের রক্ষার প্রভাবে আমরা যেন পরমধন প্রাপ্ত হই—এমন অনুগ্রহ করুন)। [এই মন্ত্রে পরিত্রাণ ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রার্থনা আছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিতে প্রকাশ—'এখানে অনার্য-শত্রু থেকে আত্মরক্ষার এবং প্রভূত ধনপ্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাচ্ছে।' কিন্তু 'উতি' শব্দের রক্ষণার্থক ভাব এবং প্র-পূর্বক 'অব' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'প্রাবিতা' (প্র-অবিতা)—ঐ দুই পদ অসাধারণ রক্ষা বা পরিত্রাণ অর্থই দ্যোতনা করে। তারপর, 'সুরাধসঃ' পদ ; 'রাধ' শব্দে যে ধন বোঝায়, তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে আবার তার সঙ্গে 'সু' বিশেষণ আছে। ফলতঃ এ মন্ত্রে বলা হয়েছে—সেই দেবদ্বয় আমাদের পরিত্রাণদায়ক 'সুরাধসঃ' দান করুন]।

৮/১—সামগানকারী উদ্‌গাতৃগণ মহৎ সামগানে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন ; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋক্-মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন ; যজুর্বেদীয় অধ্বর্যুগণ যজুঃ-মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন]। (ভাব এই যে,—অর্চনাকারী সকলেই ভগবানের (বা তাঁর বলৈশ্বর্যের বিভূতিধারী ইন্দ্রদেবের) অর্চনা ক'রে থাকেন)। [ত্রয়ী (বেদ) সেই ভগবানেরই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে। তাঁর নামের অন্ত নেই, তাঁর কর্মেরও অন্ত নেই। অনন্তকর্মী ব'লেই অনন্ত রূপ-গুণে তাঁকে বিভূষিত করা হয়। —উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন ; অথচ জ্ঞানের বা ভক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করতে হয়। এটাই অধিকারবাদ। আমাদের শাস্ত্রগুলি যে কঠোর কঠিনভাবে অধিকারী অনধিকারীর স্তর পর্যায় নির্দেশ ক'রে গেছেন, তার কারণ তাঁদের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নয় ; সে কেবল জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ দান উদ্দেশ্য মাত্র]।

৮/২— ভগবৎ-বাক্য-অনুরূপ (শাস্ত্র-অনুসারী) কর্মের দ্বারা যুক্ত (প্রাপ্ত) জ্ঞানভক্তিরূপ দিব্যকিরণ সহ ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিশ্চয় সম্মিলিত হন ; তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর ; তিনি সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় (স্নেহশীল)। (ভাব এই যে, —সৎকর্মের সাথে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। তিনি দুর্জনের দমনকারী এবং সৎ-জনের প্রতিপালক। [সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে এই সামের অর্থ হয়—'ইন্দ্রেরই বাক্য মাত্রে হরি নামক অশ্বদ্বয় তাঁর রথে সংযুক্ত হয়। ইন্দ্র বজ্রযুক্ত এবং স্বর্ণবিনির্মিত ভূষণে ভূষিত।' বচনমাত্রে বা ইঙ্গিতমাত্রে অশ্বদ্বয় যুক্ত হয়—এমন উক্তির কি মূল্য আছে, কিংবা এতে দেবরাজের কি গৌরব বৃদ্ধি হয়, তা বুঝে ওঠা দায়। অশ্বের সাথে 'আ সম্মিশ্ল' অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হওয়াই বা কি? —মন্ত্রে বিশেষ নিগূঢ় ভাব আছে। 'হরি' শব্দের অর্থ 'কিরণ' 'জ্যোতি'। দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দে যে 'জ্ঞান ভক্তির দিব্য জ্যোতিঃ' বোঝায়, তা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখানে একটি নূতন শব্দ—'বচোযুজা' (বচোযুজয়োঃ)। এ শব্দের অর্থ আমরা মনে ক'রি—'ভগবানের বাক্য বা উপদেশ-অনুরূপ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যুক্ত বা প্রাপ্ত।' মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে যে,—ভগবানের উপদেশ-অনুরূপ কর্মের দ্বারা সঞ্জাত (প্রাপ্ত) যে জ্ঞানভক্তি, তারই সাথে শ্রীভগবান্ সম্যক্‌রূপে মিলিত হন]।
[এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৬অ-২দ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

৮/৩— হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অজেয় (শত্রুদের জয়প্রদ) ; সমরে ও মহাসমরে, আপনার অপ্রতিহত রক্ষা-শক্তির দ্বারা, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—ইহসংসারে বিষম রিপুসমরে আমরা নির্যাতনগ্রস্ত ; অমিত-প্রভাবশালী হে দেব! আপনি আমাদের রক্ষা করুন)। [ভাষ্যের অনুসরণে এ মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'আপনি যুদ্ধে আমাদের রক্ষা করুন, এবং অশ্ব গজ ইত্যাদি লাভযুক্ত মহাযুদ্ধে আমাদের রক্ষা করুন।' এ হিসাবে সাধারণ যুদ্ধ একটা এবং মহাযুদ্ধ

একটা। যুদ্ধ-অন্তরে ও বাহিরে দু'দিকে বেধেছে। বহির্যুদ্ধের তুলনায় অন্তর্যুদ্ধই ভীষণতর। বহির্যুদ্ধে পৃথিবীর অল্প প্রাণীই নিহত হয় ; কিন্তু অন্তর্যুদ্ধে অতি বড় রথিগণও ধরাশায়ী হন। 'বাজেষু' ও সহস্রপ্রধনেষু চ' পদে—এই জন্যই দুই যুদ্ধের বিষয় উক্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের আরও এক ভাব কল্পনা করা হয়ে থাকে। কথিত হয়, পুরাকালে অসুরগণ যজ্ঞ নষ্ট করত। যাজ্ঞিক জনসাধারণ দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। তিনি যজ্ঞ রক্ষা করেন। তা থেকেই নাকি এই মন্ত্রের প্রবর্তনা। সে অর্থ—সে ভাব গ্রহণ করতে গেলেও, আমরা ব'লি,—পুরাকালেই বা কেন, চিরকালই অসুরেরা যজ্ঞ নষ্ট করছে, চিরকালই যাজ্ঞিকেরা দেবরাজের (ভগবানের) শরণাপন্ন হচ্ছে। মন্ত্র সেই নিত্যসত্য প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ ক'রে আছে]।

৮/৪—লোকসকলকে নিরন্তর দর্শনশক্তি-দানের (সৎ-জ্ঞান প্রদানের) জন্য ভগবান্ ইন্দ্রদেব দ্যুলোকে সূর্যকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন ; অথবা, সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জ্ঞানদেব সেই, সূর্য আপন রশ্মির প্রভাবে (জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা) পর্বত-প্রমুখ সর্বজগৎকে বিশেষ রকমে প্রকাশিত (জ্ঞানান্বিত) করছেন। (ব্যাখ্যায় এখানে দু'টি ভাব প্রকাশমান। ভগবান্ যে দৃশ্যমান সূর্যের বা জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, তা-ই এখানে প্রখ্যাত)। [সূর্যদেবকেপ্রাণিগণের দৃষ্টিশক্তি বিকাশের জন্য, ইন্দ্রদেবই দ্যুলোকে স্থাপন করেছেন—সামে এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে। অথচ সূর্যার্ঘ্যদানের মন্ত্রে দেখি সূর্যদেব পরব্রহ্মস্বরূপ ব'লে উক্ত হয়েছেন। যথা,—'ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।' —সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে ইন্দ্রদেব সূর্যকে স্থাপন করেছেন বললে দোষ থাকে না, আবার সূর্যদেব ইন্দ্রকে স্থাপন করেছেন বললেও দোষের হয় না। নারায়ণ ব্রহ্মা, আবার ব্রহ্মা থেকে নারায়ণ উৎপন্ন হন,—এমন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যেরও সঙ্গতি রক্ষা করা যেতে পারে। —মন্ত্রের মর্ম-অনুসরণে মনের মধ্যে আর এক মহনীয় ভাবের উন্মেষ হ'তে পারে। এখানে কার্য-কারণ-সম্বন্ধে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। 'অগ্নি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়'—এমনি উক্তি অযৌক্তিক নয়। যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়—সেই দুই অগ্নিতে যেমন প্রভেদ নেই, তেমনি 'নারায়ণ থেকে ব্রহ্মা এবং নারায়ণই ব্রহ্মা' কিংবা 'ইন্দ্রের দ্বারা সূর্যের প্রতিষ্ঠা এবং সূর্যই ইন্দ্র'—এমন যুক্তিতে অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই শাস্ত্রের উপদেশ—'দেখ, দেখতে আরম্ভ করো, বোঝো, বুঝতে আরম্ভ করো ; স্তরে স্তরে অগ্রসর হও। বৃথা বিতর্কে ফল নেই। স্বরূপতত্ত্ব অবগত হবার চেষ্টা করো। সর্বজগৎ-আলোককারী জ্যোতিঃরশ্মির মতো তিনি হৃদয়ে প্রকাশমান হবেন।' —এ মন্ত্রের এটাই মর্মার্থ]।

৯/১—রক্ষাভিলাষী আমরা বলাধিপতি দেবতা এবং জ্ঞানদেবতাকে (যথাক্রমে ইন্দ্র এবং অগ্নিকে) হৃদয়জাত ভক্তি এবং ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করছি। প্রজ্ঞাযুক্ত (অথবা সৎকর্মসমন্বিত) জ্ঞান আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সৎকর্মসমন্বিত জ্ঞান প্রদান করুন)। [যদিও আমার বলতে কিছু নেই, যা আছে সবই তোমার দেওয়া। তোমার দেওয়া এই সম্বল নিয়েই তোমার চরণে উপস্থিত হয়েছি। তুমিই তোমার চরণে উপস্থিত হবার উপায় ক'রে দাও। .....তোমারই দেওয়া সব কিছু তোমাকেই নিবেদন করছি। তুমি এই অর্ঘ্য গ্রহণ করো। তোমার জ্ঞান লাভ ক'রে যেন আমরা তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারি......।' মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ভাবই লক্ষ্য করা যায়]।

৯/২—সকল প্রাজ্ঞ সাধক রিপুগণকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে রিপুকবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকতার সাথে জ্ঞানবলাধিপতি দেবতাকেই স্তব করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ের এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য সাধকেরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন)। [স্বয়ং ভগবানই বলেছেন—'সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করো, আমাতে আত্মসমর্পণ করো তাহলে তোমার আর কোন ভাবনা থাকবে না। আমি তোমাকে সকলরকম পাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা করব। পাপ, রিপু তোমার ছায়া স্পর্শও করতে পারবে না। যিনি সাধক, যিনি জ্ঞানী, তিনি এই ভগবৎ-বাক্যের অনুসরণ ক'রে নিজেকে নিরাপদ করেন ভগবানের রক্ষাকবচ ধারণ ক'রে নির্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারেন। সাধকদেরও রিপুগণ আক্রমণ করে ; জ্ঞানী সাধকগণ আত্মরক্ষার আত্ম-উন্নতির উপায় নির্দেশ ক'রে সেই অনুযায়ী সাধনায় আত্মনিবেশ করেন। ভগবৎ-রক্ষিত পরমশক্তিশালী সাধকদের কাছে ভীষণ রিপুদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। মন্ত্রে এই সত্যই প্রকাশিত]।

৯/৩—বলাধিপতি ও জ্ঞানদেব। পরমধনকামী আমরা পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, প্রার্থনাপরায়ণ এবং পূজাপরায়ণ হয়ে যেন মুক্তিদায়ক আপনাদের স্তুতির দ্বারা অনুসরণ ক'রি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা পরমধনলাভের জন্য যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [ভগবৎ-পরায়ণতাই মুক্তিলাভের উপায়। তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা। তিনিই তাঁকে পাবার, তাঁর করুণা লাভ করার, উপায় বিধান করেন। তাই তাঁর চরণেই মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে শুধু মুখের কথায়, কেবলমাত্র প্রার্থনায়, স্বর্গলাভ হয় না। সেই প্রার্থনার সঙ্গে সৎকর্মের সংযোগ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সেই সঙ্গে চাই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার মিলন। তাই প্রার্থনার স্বরূপকে লক্ষ্য ক'রেই বলা হয়েছে 'প্রয়স্বন্তঃ'—পূজাপরায়ণতার সাথে। হৃদয়ের পবিত্রতারূপ অর্ঘ্য তাঁর চরণে নিবেদন করাই ভগবানের পূজা—আরাধনা। সেই পবিত্রভাব উৎপন্ন হয় সাধনার দ্বারা।—মন্ত্রটির মধ্যে মোক্ষপ্রাপক প্রার্থনার স্বরূপও বিবৃত হয়েছে]।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ১০)

বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ।
বিশ্বা দধান ওজসা॥ ১॥
তং ত্বা ধর্তারমোণ্যোঽ৩ঽপবমান স্বর্দৃশম্।
হিন্বে বাজেষু বাজিনম্॥ ২॥
অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া।
যুজং বাজেষু চোদয়॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্ গা নদয়ন্নেষি পৃথিবীমুত দ্যাম্।
ইন্দ্রস্যেব বগ্নুরা শৃন্ব আজৌ প্রচোদয়ন্নর্ষসি বাচমেমাম্॥ ১॥
রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমন্তমংশুম্।
পবমান সন্তনিমেষি কৃণ্বন্নিন্দ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ॥ ২॥
এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্ বধস্নুম্। পরি বর্ণং ভরমাণো রুশন্তং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ॥ ৩।

মন্ত্রার্থ—১০ সূক্ত/১সাম—অভিমতফলবর্ষক অথবা অভীষ্টপূরক হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আনন্দদায়ক হয়ে বিবেকজ্ঞান-প্রদানের জন্য ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও; অপিচ, আত্মশক্তির দ্বারা পরমধন আমাদের প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাবসমন্বিত হয়ে যেন পরমধন মোক্ষ প্রাপ্ত হই)। [হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হ'লে মানুষের মন থেকে হীন-কামনা-বাসনা দূরীভূত হয় \সুতরাং কামনার অপূর্ণতা হেতু তাকে আর দুঃখ পেতে হয় না। দুঃখের অভাবই—সুখ বা আনন্দ। তাই সত্ত্বভাবের আবির্ভাবে মানুষ আনন্দ লাভ করে। অধিকন্তু, সত্ত্বগুণজনিত যে শক্তি, তা-ই প্রকৃত মহাশক্তি। সত্ত্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই শক্তি লাভ করে। মানুষের তখন অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। বিশ্ব তখন নিজের হয়ে যায়, সে তখন বিশ্বের সারভূত পরমধনের অধিকারী হয়। এই মন্ত্রে সেই পরমধন লাভের উপায়ভূত হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা আছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

১০/২—পবিত্রকারক হে দেব! দ্যুলোক-ভূলোকের ধারণকারী সর্বদ্রষ্টা (অথবা স্বর্গপ্রাপক) আত্মশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ আপনাকে আত্মশক্তি লাভের জন্য আমি আহ্বান করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [আত্মশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মন্ত্রে ভগবানের মহিমাও পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনি শুধু দ্যুলোক-ভূলোকের ধারণকারীই নন, সমগ্র বিশ্ব তাঁতেই অবস্থিত আছে। তিনি বিশ্বের চেয়েও বৃহত্তর ও মহত্তর।—তিনি সর্বজ্ঞ। এই সর্বজ্ঞতার মূলে আরও গূঢ়তর কারণ বিদ্যমান আছে। সেই কারণ—বিশ্ব-চৈতন্য। তিনি শুধু বিশ্বব্যাপ্ত কিংবা বিশ্বধারক কিংবা বিশ্বনির্মাতা বা উপাদানের কারণই নন,—কারণজ্ঞ (অর্থাৎ সকল সৃষ্টির সকল তত্ত্বজ্ঞ)—তিনিই বিশ্ব-চৈতন্য। তাই জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তাঁর কাছে এক অনন্ত বর্তমান মুহূর্ত মাত্র। মন্ত্রে তাঁর এই সর্বজ্ঞতাই পরিকীর্তিত হয়েছে। সেই পরমশক্তিশালী সর্বজ্ঞ দেবতার কাছে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/৩—হে সত্ত্বভাব! পাপহারক বিশুদ্ধ আপনি আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন; আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবৎপ্রাপক জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি আমাদের প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সত্ত্বভাব এবং আত্মশক্তি দান করুন)। [জ্ঞান-ভক্তির সাথে সত্ত্বভাবের সংযোগ সাধিত হ'লে মানুষ মুক্তির অধিকারী হয়। সত্ত্বভাব, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি মানুষের সাথে ভগবানের সংযোগ সাধন করে। এগুলিই ভগবানের সাথে মানুষের মিলন-সূত্র। তাই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ সত্ত্বভাব ও জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।—প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! এই অঙ্গুলিদ্বারা আমি

তোমাকে স্পর্শ করছি, তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে পাঠিয়ে দাও।' ব্যাখ্যাকার 'বিপানয়া' পদে অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করেছেন। এই অর্থ সাধন করবার জন্য ভাষ্যকার যে ধাতু-অর্থ প্রভৃতি প্রদান করেছেন, তাতে অঙ্গুলি না বুঝিয়ে দেবপূজার উপকরণ প্রার্থনাকেই লক্ষ্য করে এবং তাতে মন্ত্রার্থের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়। আমরা প্রার্থনা অর্থই গ্রহণ করেছি। 'যুজং পদে, যোজক, যোগসাধক অর্থে—ভগবৎপ্রাপক জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি ব্যাখ্যা গৃহীত হয়েছে। এই-ই সঙ্গত, কারণ জ্ঞানভক্তি প্রভৃতিই ভগবানের সাথে মানুষের যোগসাধনে সমর্থ]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের একত্রগ্রথিত চৌদ্দটি গেয়গান আছে। যথা,—'যৌক্তাশ্বম্', 'সন্তনি', 'ঐড়সৌপর্ণম্', 'রোহিতকুলীয়োত্তরম্', 'আমহীয়বম্', 'হবিষ্মতম্' ইত্যাদি]।

১১/১—অভীষ্টবর্ষক বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দেব লোকবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন ; হে দেব! জ্ঞান প্রদান ক'রে আপনি দ্যুলোক-ভূলোককে প্রাপ্ত হন। বলাধিপতি দেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত স্তুতির তুল্য, আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ ক'রে, রিপুসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (ভাব এই যে, —ভগবানই জ্ঞানদায়ক হন ; সেই পরম দেবতা আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়—বিশেষতঃ ব্যাখ্যা মোটেই পরিষ্কার হয়নি। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিতবর্ণধারী সোম শব্দ ক'রে উঠলেন। গাভীদের শব্দ করাতে করাতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে গমন করেন। ইন্দ্রের বজ্রের মতো তাঁর শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি আমাদের এই স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে করতে যুদ্ধে যাচ্ছেন।' বলা বাহুল্য সমগ্র ব্যাখ্যাটিতেই বক্তব্যের অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। —ভগবান্ মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেন। রিপুসংগ্রামে মানুষ তাঁরই কৃপায় জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। তাঁরই উদ্দেশে মানুষ স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ করে, জীবনের অভীষ্ট সাধনের জন্য তাঁরই চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হয়েছে ব'লেই আমাদের ধারণা]।

১১/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! রসযুক্ত (অথবা পরম আকাঙ্ক্ষণীয়) আপনি অমৃতের সাথে মিলিত হয়ে অমৃতময় জ্ঞান প্রদান ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন ; অমৃতময় পবিত্রকারক আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎপ্রাপক অমৃতময় সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [মানুষ সেই অমৃতময় পরমপুরুষ থেকে এসেছে। তাই তার মনে কোন-না-কোন ভাবে তার পূর্বগৌরবের স্মৃতি জাগে। অজ্ঞানতা ও মোহবশে সে নিজের অন্তরের অমৃত-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ বুঝতে পারে না। তার শুধু মনে হয় —কি যেন ছিল, কি যেন নেই, কি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। সে সেই বস্তুর অভাব অনুভব করছে, কিন্তু বস্তুর (অমৃতের) স্বরূপ বুঝতে পারছে না। মানুষের মনে, সে যতই পতিত হোক না কেন, এই অভাববোধ জাগে, এবং এটাই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত ক'রে দেয়। যাঁরা সৌভাগ্যবান, তাঁরা এই অভাববোধের, এই অস্বস্তির, কারণ অনুসন্ধান করেন, প্রার্থনীয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করেন। যখন তা নির্ণয় করা যায়, তখন সাধক সেই বস্তু—অমৃতত্ব—লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অবস্থায়ও বস্তুলাভের যথেষ্ট প্রতিবন্ধক বর্তমান থাকে। পাপ, মোহ, রিপুগণ প্রভৃতির আক্রমণ তো আছেই, তা ছাড়া অনেকে অমৃতলাভের উপায়ও নির্ধারণ করতে পারে না। প্রকৃত বস্তুও চিনে নিতে পারে না। তাই, যাতে অমৃতের আভাষ আছে ব'লে মনে করে, তারই পিছনে ছুটতে থাকে। জগৎজুড়ে অমৃতের প্রবাহ বইছে, কিন্তু মানুষ তা ধরতে পারে না। তাই সেই অমৃত, সত্ত্বভাব,

লাভ করবার জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১১/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতকামী সাধকের রিপুদের বিনাশ ক'রে পরমানন্দদায়ক আপনি পরমানন্দদানের জন্যই আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; দিব্যজ্যোতিঃধারণকারী অমৃতময়, জ্ঞানদায়ক আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [পরমানন্দলাভ সম্ভবপর হয়—সত্ত্বভাবের দ্বারা। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সুখ। প্রকৃত সুখ—আনন্দং—সত্য বস্তু, আর সবই অবস্তু। দুঃখের সত্যিকার অস্তিত্ব নেই। আনন্দের আবির্ভাবে দুঃখ সূর্যোদয়ে শিশিরকুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। কিন্তু জগতে আমরা যে দুঃখ দেখতে পাই, তা মায়ার বিভ্রম, রিপুর ছলনা বা আক্রমণ। সত্ত্বভাবের উপজনে মায়া মোহ পলায়ন করে। সত্ত্বভাব রিপুকুলকে বিনাশ করে। রিপুর, কামনার ও মায়ামোহের বিনাশে দুঃখেরও বিনাশ হয়—মানুষ ত্রিতাপ দুঃখ থেকে উদ্ধার লাভ করে। সত্ত্বভাব এই পরম মঙ্গল সাধন করে ব'লেই জ্ঞানিগণ সত্ত্বভাবের জন্য লালায়িত। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে এখানেও ভাষ্যকার ছাড়েননি। তিনি আবার ব্যাখ্যায় বৃত্রবধ প্রভৃতির প্রসঙ্গ এনে উপস্থিত করেছেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'ইহবদ্বসিষ্ঠম্' ও 'পার্থম']।

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১২)

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বা কাষ্ঠাস্বর্বতঃ॥ ১॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে॥ ২॥

(সূক্ত ১৩)

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরুবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি॥ ১॥
শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ॥ ২॥

(সূক্ত ১৪)

ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্ বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
স ইন্দ্র স্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি॥ ১॥
মৎস্বা সুশিপ্রিন্ হরিবস্তমীমহে ত্বয়া ভূষন্তি বেধসঃ।
তব শ্রবাংস্যুপমান্যুক্থ্য সুতেষিন্দ্র গির্বণঃ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১২ সূক্ত/১সাম—হে ভগবন্! এই স্তোতৃগণ আমরা সৎকর্মের (সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের) সম্যক্ ভজনার জন্য, আপনাকে যেন নিশ্চয় আরাধনা ক'রি। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সাধুগণের পালক আপনাকে নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ অর্থাৎ সাধুগণ অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুসমূহের মধ্যে এবং পাপের প্রভাব-সমূহের মধ্যে (আপনাদের চারিদিকে) প্রতিষ্ঠাপিত রাখেন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—রিপুগণের প্রভাব অপসারণের জন্য সাধুগণ যেমন সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন, সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আমরা যেন তা-ই ক'রি)। [এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'বাজস্য' পদে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার আপন আপন অভিরুচির অনুরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করেছেন। ঐ চরণের প্রার্থনার ভাব (ভাষ্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যা অনুসারে)—'আমাদের অন্নের জন্য আপনাকে আহ্বান করছি।' অর্থাৎ 'বাজস্য' পদের অর্থ ওখানে 'অন্নের' ধরা হয়েছে; আমরা ব'লি 'সৎকর্মের'। দ্বিতীয় চরণের 'বৃত্রেষু' পদে আমরা ব'লেছি—'অজ্ঞানতা রূপ শত্রুসমূহের'; 'বৃত্র' পদে সাধারণতঃ বৃত্র নামক অসুরের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। এখানে ভাষ্যকার ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'আরবকেষু শত্রুষু সৎসু' বাক্যাংশ গ্রহণ করেছেন। তাতে বৃত্রাসুরের সম্বন্ধ বা ব্যক্তিত্ব লোপ পেয়েছে। লক্ষ্যস্থল-সম্বন্ধে দ্বিধা আনয়ন করা হয়েছে। এইভাবে 'কাষ্ঠাসু', 'অর্বতঃ' ইত্যাদি পদগুলিরও ভিন্নতর অর্থ প্রখ্যাপন করায় এবং শেষ চরণের অর্থের জন্য দু'টি ক্রিয়াপদ অধ্যাহারের আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যায় তার অর্থ বিভিন্ন রকম দাঁড়িয়ে গেছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১দ-২সা) প্রাপ্তব্য]।

১২/২—সর্বশক্তিমন্, রক্ষাস্ত্রধারিন্, বলাধিপতি হে দেব! রিপুনাশক, মহান্, রিপুনাশে পাষাণকঠোর, মুক্তিদায়ক আপনি রিপুজয়ী সাধককে যেমন আত্মশক্তি প্রদান করেন, তেমনই আমাদের কর্তৃক স্তুত হয়ে আমাদের প্রভূতপরিমাণ জ্ঞানকিরণ এবং সৎকর্মযুত ব্যাপকজ্ঞান সম্যক্রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [শক্তির বলেই সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হয়। জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। যখন জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি ভগবৎপ্রাপক সমস্ত শক্তি সাধকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে, তখনই তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন। শক্তির পূর্ণ বিকাশই—আত্মশক্তি। আত্মার দ্বারাই আত্মলাভ হয়। আত্মার শক্তিকে বিকশিত করতে পারলে, সাধক স্বরূপস্থ হন, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র ভগবানই মানুষের অন্তরস্থিত শক্তির বিকাশ সাধন করেন, তাঁর করুণাতেই মানুষ সাধন পথে অগ্রসর হ'তে পারে, মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। তাই সেই আত্মশক্তিরই বিভিন্ন শাখা জ্ঞান, সৎকর্ম-সাধনের শক্তি প্রভৃতি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে গরু ঘোড়া প্রভৃতির জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তের দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'বারবন্তীয়ম্' এবং 'কণ্ববৃহৎ']।

১৩/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! পরমধনদায়ক, প্রভূতধনসম্পন্ন যে দেবতা সাধকদের প্রভূতপরিমাণ ধন প্রদান করেন। শোভনধনদায়ক সেই বলাধিপতি দেবতাকে যে রকমে আমরা জানতে সমর্থ হই, সেই রকমে তোমরা প্রকৃষ্টরূপে তাঁকে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই)। [এই প্রসঙ্গে ভগবানের মহিমাও পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনি আরাধনাপরায়ণ মানুষকে পরমধন প্রদান করেন। এই সত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গেই আত্ম-উদ্বোধনের অবতারণা করা হয়েছে। সাধকেরা যে উপায় অবলম্বন ক'রে ভগবানের করুণালাভে সমর্থ হন, আমরাও যেন সেই উপায় অবলম্বন ক'রি। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—মহাজননির্দিষ্ট পন্থা, তাঁদের অনুসরণে আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া। এই মন্ত্রে তাই নির্দেশ করা হয়েছে]।

১৩/২—রিপুজয়ী ব্যক্তি যেমন সর্বশত্রুকে পরাজিত করেন, তেমনই ভগবান্ সাধকের হিতের জন্য জ্ঞানের আবরণকারী রিপুদের বিনাশ করেন ; পর্বত হ'তে যেমন রসধারা প্রবাহিত হয়, তেমনই পরমধনদায়ক ভগবানের পরমধন প্রকৃষ্টরূপে সাধকদের জন্য প্রবাহিত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের রিপুগণকে বিনাশ করে তাঁদের (অর্থাৎ সাধকদের) পরমধন প্রদান করেন)। [অপার করুণানিধান ভগবান্ তাঁর দুর্বল সন্তানের মঙ্গলের জন্য চিরযত্নপরায়ণ। অজাতশত্রু সেই পরম দেবতা মানুষের কল্যাণের জন্যই রিপুসংগ্রামে রত হন, তাই দুর্বল মানুষ নিজেকে পাপমোহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। তিনি পরমধনের অধিকারী। তিনি পরমধন (মোক্ষ) প্রদান ক'রে তাদের জীবনকে ধন্য করেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'শৈতেম্', 'অভীবর্তম্' ইত্যাদি]।

১৪/১—রক্ষাস্ত্রধারিণ্ হে দেব! আপনার পূজাপরায়ণ সৎকর্মান্বিত সাধকগণ নিত্যকাল আপনাকে (আপনার সম্বন্ধীয় দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্ত হন ; বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! শ্রেষ্ঠ সেই আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের স্তোত্রসমূহ শ্রবণ করুন এবং এই যজ্ঞকর্মে আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে আবির্ভূত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের হৃদয়ে দেবভাব উপজন করুন)। [তিনি আমাদের হৃদয়েই বিরাজমান আছেন। মোহ অজ্ঞানতার জন্য, সাংসারিক নানারকম প্রলোভনের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের জন্য, আমরা তাঁর আবির্ভাব হৃদয়ে অনুভব করতে পারি না। আমাদের হৃদয় নির্মল হোক, পবিত্র হোক। তাঁর শ্রীচরণের ছায়া হৃদয়ে পতিত হবে, আর আমরা তা অনুভব করতে পারব। বাহিরের কোলাহল থেকে আত্মাকে সরিয়ে এনে বিশুদ্ধভাবে তাকে থাকতে দাও, বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সংশ্রব থেকে তাকে পৃথক রাখো, সেই নির্মল আত্মায় ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত হবে। কিন্তু মুখের কথায় চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয় না—তার জন্য সৎকর্মসাধন চাই। মন্ত্রের নিত্যসত্য-খ্যাপন ও প্রার্থনার মধ্যে এই সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। —এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে অনেক স্থলে ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হয়েছে। এক সোমরসের কথা টেনে আনা ব্যতীত আমাদের মন্ত্রার্থের বিশেষ কোন মতানৈক্য নেই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৭দ-১০সা) বিশ্লেষিত হয়েছে]।

১৪/২—পরম জ্যোতির্ময়, পাপহারক জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদি-দায়ক হে দেব! আপনাকে আমরা যেন আরাধনা করতে পারি ; জ্ঞানিগণ আপনাকে সর্বতোভাবে পূজা অর্থাৎ প্রার্থনা করেন ; আপনি আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন। স্তুতিযোগ্য, পরম আরাধনীয়, বলাধিপতি হে দেব! সাধক-হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপন্ন করবার জন্য আপনার শক্তি শ্রেষ্ঠতম হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বদায়ক ভগবানকে আরাধনা করি)। [মন্ত্রটির মধ্যে আত্ম-

উদ্বোধনও আছে। ভগবৎ-পরায়ণ হবার জন্য আত্ম-উদ্বোধন, পরমানন্দলাভের জন্য প্রার্থনা এবং ভগবানের মহিমাকীর্তনের মধ্যে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপিত দেখা যায়]। [দু'টি মন্ত্রসম্বলিত এই সূক্তের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম —'মাধুচ্ছন্দসম্' ও 'মানবোত্তরম']১

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৫)

যস্তে নদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বন্ধসা।
দেবাবীরধশংসহা॥ ১॥
জঘ্নির্বৃত্রমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে।
গোষাতিরশ্বসা অসি॥ ২॥
সম্মিশ্লো অরুষো ভুবঃ সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ।
সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা॥ ৩॥

(সূক্ত ১৬)

অয়ং পুষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্ রোদসী উভে॥ ১॥
সমু প্রিয়[১] অনূষত গাবো মদায় ধৃষ্বয়ঃ।
সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইন্দবঃ॥ ২॥
য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যম্।
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৭)

বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নাং প্রতরীতোষসাং দিবঃ।
প্রাণা সিন্ধুনাং কলশাং অচিক্রদদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ মনীষিভিঃ॥ ১॥
মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্ মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ুং সখায় বর্ধয়ন্॥ ২॥
অয়ং পুনানো উষসো অরোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোকক্বৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৫ সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাতে দেবভাবপ্রদায়ক, পাপনাশক, সর্বলোকের বরণীয়, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরমানন্দদায়ক যে রস আছে, সেই রসের—অমৃতের সাথে আমাদের

প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ; প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদ্ভূত হোক)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রে সোমকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অন্বয়ের সাথে আমাদের ব্যাখ্যার শব্দগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হবে না সত্য, কিন্তু মূল ভাবগত বৈষম্য যথেষ্ট আছে। সোমরস নামক মাদকদ্রব্য /কিভাবে যে দেবভাব-প্রদায়ক পাপনাশক (অথবা ভাষ্যমতে রাক্ষসনাশক) হ'তে পারে তা বুঝতে পারা যায় না। কোন কোন ব্যাখ্যাকার আবার সোমকে দেবগণের মত্তকারী ব'লে অভিহিত করেও অন্নরূপ আনন্দরস ধারণ ক'রে ক্ষরিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন]। [ছন্দার্চিকের (৫অ-১দ-৪সা-তে) মন্ত্রটির বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

১৫/২—হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানের আবরক রিপুকে বিনাশ করেন এবং নিত্যকাল লোকদের আত্মশক্তি প্রদান করেন ; আপনি জ্ঞানদায়ক এবং ব্যাপক-জ্ঞানদাতা হন। (ভাব এই যে, —ভগবানই লোকদের আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [ভগবান্ মঙ্গলের আধার জ্ঞানময় পরমদেবতা। বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ তাঁর মঙ্গলময় বিধানের বলে বিশ্বকে পরিচালিত করছেন। মানুষের মধ্যে যে পাপ, অপূর্ণতা আছে, তার অন্তরের যে রিপুকুল তাকে অনবরত ভীষণভাবে বাধা দিচ্ছে, সেই সবই ভগবানের মঙ্গল ইঙ্গিতে মুহূর্তের মধ্যে তিরোহিত হয়ে যায়। মানুষও তাঁর অপার করুণা প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে]।

১৫/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি দিব্যজ্ঞানের কিরণের সাথে সম্মিলিত হয়ে মোক্ষপ্রাপক হন ; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন শীঘ্র ভগবানকে প্রাপ্ত হন, তেমনই আপনি নিত্যকাল আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাবকে লাভ ক'রি)। [ঐকান্তিক সাধনাপরায়ণ জ্ঞানিগণ সাধন বলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, যিনি পার্থিব যাবতীয় অসার বস্তু পরিত্যাগ ক'রে পরমধন লাভের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেন তাঁর আশুমুক্তি লাভ ঘটে, জাগতিক কোন বিষয়-সম্পৎ তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করতে পারে না, কোন অবস্তু লাভের প্রচেষ্টায় তাঁর শক্তিক্ষয় ঘটে না। তাই 'শ্যেনঃ' পদে শক্তিশালী সাধককেই লক্ষ্য করে। (ভাষ্য ইত্যাদিতে 'শ্যেনঃ' পদে শ্যেন পক্ষী অর্থ গৃহীত হয়েছে)। মন্ত্রের প্রার্থনাংশে 'শ্যেনঃ ন' পদ দু'টিতে এটাই সূচিত করছে যে,— আমরা যেন শীঘ্রই নিশ্চিতভাবে সত্ত্বভাবকে লাভ করতে পারি। জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক। সুতরাং মন্ত্রে সেই আশুমুক্তিলাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/১—সকলের পোষক, পরমধনদায়ক পবিত্রকারক এই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (ভাব এই যে, —আমরা যেন পরমধনদাতা সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। সকল সৃষ্টবস্তুর পালক তিনি দ্যুলোক-ভূলোককে নিজের জ্যোতিঃতে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —সত্ত্বভাবই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ)। [সত্ত্বভাব জগৎকে পোষণ করে। যা কিছু মহৎ উন্নত, যার দ্বারা জগৎ পরিপুষ্ট হয়, শক্তিলাভ করে, তা সমস্তই সত্ত্বভাবের দান। এই পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। —ভাষ্যে 'সোম' পদে সোমনামক মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সাথে আমাদের মতানৈক্য ঘটেনি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৮দ-২সা) বিশ্লেষিত হয়েছে]।

১৬/২—ভক্তিপরায়ণ জ্যোতির্ময় জ্ঞানিগণ পরমানন্দ লাভের জন্য সত্ত্বভাবকে প্রার্থনা করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সত্ত্বভাব পাবার জন্য প্রার্থনা করেন)। পবিত্রকারক সত্ত্বভাব সাধকবর্গকে

মোক্ষমার্গ সম্যক্ ভাবে প্রদর্শন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা সাধকেরা মোক্ষ লাভ করেন)। [সত্ত্বভাবের প্রভাবে মানুষ সৎ-মার্গে চলতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ সত্ত্বভাব জ্ঞানদৃষ্টিকে প্রসারিত করেন। সাধক সেই জ্ঞানদৃষ্টির বলে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় নির্দেশ করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে, —সত্ত্বভাব মোক্ষপথ প্রদর্শন করেন। আর, সেই জন্যই জ্ঞানিগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। কারণ তাঁরা জ্ঞানের বলে সত্ত্বভাবের মহিমা অবগত হ'তে পারেন। —প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্ধা ক'রে একে (সোমকে) উত্তমরূপে স্তব করল। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হ'তে পথ ক'রে নিলেন।' ভাষ্যকার 'গারঃ' পদে স্তুতি অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন স্থলে ঐ একই পদের বিভিন্ন অর্থ করেছেন ; যথা,—গাভী, গন্তা, সূর্যকিরণ ইত্যাদি। আমরা আমাদের গৃহীত 'জ্ঞানকিরণ' অর্থের কোন ব্যত্যয় হয়েছে ব'লে মনে ক'রি না। এই মন্ত্রে লক্ষণা দ্বারা 'গাবঃ' পদে 'জ্ঞানিনঃ' অর্থ প্রকাশ করছে। 'সোমাসঃ' পদ দ্বিতীয়ার বহুবচনে গৃহীত হয়েছে]।

১৬/৩—পবিত্রকারক হে দেব! আপনার যে অমৃত পরমশক্তিদায়ক এবং যে অমৃত সকল সাধককে (অথবা চতুর্বর্ণের অন্তর্ভূত এবং তার বহির্ভূত সকল মনুষ্যকে) ত্রাণ করে, অপিচ, যে অমৃতের দ্বারা আমরা পরমধন লাভ করতে পারি, সেই প্রসিদ্ধ (অথবা মুক্তিদায়ক) আকাঙ্ক্ষণীয় অমৃত আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন! কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করুন)। [ভগবানের কাছে পক্ষপাতিতা অথবা ভেদজ্ঞান নেই। অবিরাম ধারায় তাঁর করুণা পাপী তাপী উচ্চ নীচ সকলের মস্তকেই বর্ষিত হয়। যিনি ভগবৎ-ভক্ত —তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহান। ভগবানের করুণায় দীন পতিতও মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। ভগবানের কৃপা সকলকেই মুক্তির পথে আকর্ষণ করে। 'যঃ পঞ্চ চর্ষণীঃ অভি' পদগুলিতে এটাই ব্যক্ত হয়েছে। 'পঞ্চ' পদে দুটি অর্থ প্রকাশ করে। উভয় অর্থেই বিশ্ববাসী সকল মানুষকে লক্ষ্য করে। —অমৃতের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালীন অন্তর্নিহিত ভাব। এরই মধ্যে মানুষের মুক্তির বীজ নিহিত আছে। প্রার্থনার ভিতর দিয়ে যে অনন্ত নিত্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, তা মুক্তিলাভের—ভগবানকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত বারোটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'গৌরীবিতম্', 'তৃতীয়ং ক্রৌঞ্চম্', 'শ্যাবাশ্বম্', 'আসিতাদ্যম্' ইত্যাদি]।

১৭/১— স্তোতাদের অভীষ্টবর্ষক, সর্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (ভাব এই যে, —আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। তিনি জ্ঞান, জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী এবং দেবভাবের বর্ধনকারী হন ; অমৃতপ্রবাহের কর্তা সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে ধারারূপে প্রবেশ করুন ; তিনি আমাদের স্তুতির সাথে ভগবানের সমীপে গমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানকে লাভ ক'রি)। [মানুষ ও দেবতার মধ্যে সত্ত্বগুণের তারতম্যের জন্যই জগতে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এই সত্ত্বগুণের উপযুক্ত পরিমাণ আধিক্য ঘটলে মানুষই দেবতা হয়। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। তার চারিদিকের অজ্ঞান-অন্ধকার আবরণের জন্য সে নিজেকে দেখতে পায় না। সত্ত্বভাবের গুণে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, তখন সেই আলোকের সাহায্যে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে নিজের প্রকৃত পরিচয় পায়। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'অহ্নাং প্রতরীতোষসাংদিবঃ' পদগুলির অর্থ করা হয়েছে—'ইনি (সোম) দিন ও প্রাতঃকাল ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা।' সোম অর্থে মাদকদ্রব্যতেই আমাদের আপত্তি। তা না হ'লে শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষ্যে এই অর্থও অসঙ্গত ব'লে মনে হবে

না। কারণ সত্ত্বভাবের শক্তিতেই সমস্ত সৃষ্ট ও রক্ষিত হয়। সুতরাং সত্ত্বভাবকে দিবা ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা বলা অসঙ্গত হয় না। 'উষসাং'—জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবী]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৯দ-৬সা) প্রাপ্তব্য]।

১৭/২—জ্ঞানী সাধকগণ-কর্তৃক বিশুদ্ধ হয়ে আদিভূত সত্ত্বভাব তাঁদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন, জ্ঞানদাতা এই সত্ত্বভাব সাধকের হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন ; অপিচ, ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের হৃদয়ে নিশ্চিতভাবে অমৃত উৎপাদন ক'রে, এবং বলাধিপতি দেবতার সখিত্ব লাভের জন্য সাধন শক্তি বর্ধন ক'রে সাধকের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন। (ভাব এই যে, —সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধকবর্গ ভগবানকে লাভ করেন)। [তিন অংশে বিভক্ত মন্ত্রটির প্রত্যেক অংশেই নিত্যসত্য-প্রখ্যাপিত হয়েছে। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধকেরা ভগবানের চরণে উপনীত হ'তে পারেন। যাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তিনি ভগবানের সখিত্ব লাভ করতে পারেন, তাঁর সাধনশক্তি বর্ধিত হয়। ফলে তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হতে পারেন। 'বায়ুং' পদে এই অবস্থায়ই প্রকাশিত হয়েছে। ভাষ্য ইত্যাদিতে বায়ুদেবতাকে লক্ষ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা 'বায়ুংবর্ধনম্' পদ দু'টির কোন সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা ঐ দু'টি পদে—'বায়ুবেগং—সাধনশক্তিং বর্ধয়িতা' অর্থ গ্রহণ করেছি। ভগবানের সখ্য, তাঁর অপার স্নেহ, উপভোগ করতে পারেন—সাধনশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাই ভাবসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের গৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। 'ত্রিতস্য' পদে সাধককেই লক্ষ্য করে। পূর্বেও অনেকস্থলে ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে]।

১৭/৩—পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ এই সত্ত্বভাব জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তিদের উদ্বুদ্ধ করেন, এবং অমৃতপ্রবাহ হ'তে উৎপন্ন হন ; লোকদের অধিপতি সত্ত্বভাব সমগ্র বিশ্বকে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন ; পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব প্রকৃষ্টরূপে সাধকদের হৃদয়ে উপজিত হন। (ভাব এই যে,—সাধকেরা পরমানন্দদায়ক জ্ঞান-উন্মেষক অমৃতজাত সত্ত্বভাব লাভ করেন। [এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে। এখানেও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'সোমঃ' পদে 'সোমরস' অর্থ গৃহীত হয়েছে। যেমন,—'এই সোম শোধিত হয়ে প্রাতঃকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী (অর্থাৎ ধারা) হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্তা। ইনি একুশটি গাভী থেকে নিজের অনুপান স্বরূপ দুগ্ধ দোহন করছেন। আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে যাবার জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হচ্ছেন। অনেক পরিমাণে ভাষ্য-অনুসারী সোমরস কিভাবে 'লোককৃৎ' হন, ভাষ্যকার তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সোমরস নামক মাদক দ্রব্য কিভাবে 'প্রাতঃকালকে আলোকময় করেন'? আবার তিনি হৃদয়ের মধ্যেই বা কিভাবে প্রবেশ করেন? এর একমাত্র উত্তর, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যা গমন করে, তা মাদক-দ্রব্য সোমরস নয়, তা ভগবানের দান অমৃতরূপ সত্ত্বভাব। এই অমৃত পানেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে, অমর হয়। দেবতাদের অমৃতপান গল্পের বিষয় নয় ; মানুষ অমরত্ব লাভ করে, তা গঞ্জিকা-সেবীর উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপ নয়। তা বাস্তব সত্য। জড়বিজ্ঞানের অতীত, বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত সত্য। যার দ্বারা মানুষ এই অমৃতলাভ করতে পারে, সেই পরম বস্তু সত্ত্বভাবের মহিমাই এই মন্ত্রে বিবৃত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গানের নাম—'যামম্', 'ঐড়যামম্', 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্']।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৮)

এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ।
এবা তে রাধ্যং মনঃ॥ ১॥
এবা রাতিস্তুবিমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ।
অধা চিদিন্দ্র নঃ সচা॥ ২॥
মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে।
মৎস্বা সুতসা গোমতঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্॥ ১॥
সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্র নোনুমো জেতারমপরাজিতম্॥ ২॥
পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বিদস্যন্ত্যূতয়ঃ।
যদা বাজস্য গোমতস্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৮ সূক্ত/১সাম—হে ভগবন্! আপনি নিশ্চিতই শত্রুদের হননের জন্য কাময়মান হন (অথবা উপাসকদের শৌর্যসম্পন্ন করতে অভিলাষী হন) ; যেহেতু আপনি সর্বতোভাবে শৌর্যসম্পন্ন এবং দৃঢ় আছেন ; আমাদের অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে আপনার আরাধনাপরায়ণ হোক। (ভাব এই যে,—শৌর্যপ্রদাতা স্বয়ং শৌর্যবান্ সেই দেবতা আমাদের অন্তরকে তাঁর অনুসারী করুন—এটাই প্রার্থনা)। [মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'বীরয়ুঃ' পদ এবং শেষ চরণের 'মনঃ' পদ অনুধাবনার বিষয়ীভূত। 'বীরয়ু' পদের শব্দগত অর্থ—বীরকে যিনি কামনা করেন। তা থেকে ভাষ্যে 'যুদ্ধকর্মে সমর্থ শত্রুদের হননের জন্য কামনাপর' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে কিন্তু ঐ পদের অর্থে 'তুমি বীরগণকেই কামনা করো' এমন বাক্য গৃহীত হ'তে দেখা যায়। এইরকম অর্থে দুই রকম ভাব গ্রহণ করা যায়। বীর শব্দে 'শত্রু' অর্থ গ্রহণ করলে, তাকে হননের ভাবই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বীর শব্দে শৌর্যসম্পন্ন অর্থ গ্রহণ করলে, তাকে নিজের জন্য ক'রে নেন—এমন ভাবই প্রাপ্ত হ'তে পারি। সুতরাং বীর-শব্দের মর্ম এখানে যে ভাবে যিনি পরিগ্রহণ করবেন, তাঁর ব্যাখ্যা সেই অনুসারে বিভিন্ন রকম অর্থের দ্যোতক হবে। মন্ত্রের একটি ইংরেজী অনুবাদে ঐ পদে 'তুমি সাহসী ব্যক্তিগণের বন্ধু' এমন ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত যে হিন্দী অনুবাদ, তা ভাষ্যেরই অনুসারী। দ্বিতীয়তঃ 'মনঃ' পদটিকে প্রায় সব ব্যাখ্যাকারই 'তে' পদের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট ব'লে স্বীকার করেছেন। তাতে ঐ পদে 'ভগবানের মন' এমন অর্থই সূচিত হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন ভাষার অনুবাদে মন্ত্রটির অর্থ বিভিন্নরকম হয়ে গেছে। পূর্বকথিত যে দুই পদের সম্বন্ধ-সূত্রে মর্মার্থ ঐরকম বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হয়েছে, সেই দুই পদের সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যায় যে

অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, তার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বোধগম্য হলেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব বোঝা যাবে। 'বীরয়ু' পদে, আমরা ব'লি, ভগবানের বা দেবতার এক প্রধান মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে। সে মহিমা—তিনি তাঁর উপাসকদের শৌর্যসম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ করে থাকেন। তিনি স্বয়ং 'শূরঃ' (শৌর্যসম্পন্ন) স্বয়ং 'স্থিরঃ' (দৃঢ়) ; সুতরাং তাঁর উপাসক বা অনুসরণকারীও 'শূরঃ' ও 'স্থিরঃ' হোক—এটাই তাঁর কামনা। তারপর 'মনঃ' পদ। আমরা ব'লি, ঐ পদ প্রার্থনাকারী আমাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত। 'তাঁর মন আমাদের হোক'—এতেও সেই প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায় বটে ; কিন্তু আমাদের মনঃ বা অন্তঃকরণ তাঁর প্রতি ন্যস্ত হোক—তাঁর আরাধনায় বিনিবিষ্ট হোক—এমন সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাবই প্রকাশ পায়। এটাই যুক্তিযুক্ত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ২অ-১২দ-১০সা-তেও পাওয়া যায়]।

১৮/২—পরমানন্দদায়ক হে দেব! সকল সৎকর্মসাধক কর্তৃক আপনারই পরমদান গৃহীত হয় ; (ভাব এই যে,—সকল সাধক ভগবানের পরমধন লাভ করেন)। বলাধিপতি হে দেব! কৃপাপূর্বক আপনি নিশ্চিতভাবে আমাদের সৎকর্ম-সাধনে সহায় হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সৎকর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করুন)। [ভগবান্ মানুষের পরম সহায়। তিনি মানুষের পরম বন্ধু। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষ কোনও কর্মে সিদ্ধমনোরথ হ'তে পারে না। সৎকর্ম সাধনের জন্য তাই তাঁরই চরণাশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। তিনিই পরমধনদাতা। মানুষ তাঁর প্রদত্ত পরমধন লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়। মন্ত্রে এই তত্ত্বই বিবৃত হয়েছে]।

১৮/৩—সর্বশক্তিমান্ হে পরমব্রহ্ম! আপনিই চৈতন্যস্বরূপ হন। হে দেব! আমাদের জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বদানে সম্যক্‌রূপে পরমানন্দ প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন)। [ভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ। বিশ্বে যে চৈতন্যের সাড়া পাওয়া যায়, তা ভগবৎচৈতন্যেরই প্রকাশ মাত্র। এই চৈতন্য থেকেই বিশ্বের উদ্ভব হয়েছে। আবার এই চৈতন্যের দৃষ্টি-সঙ্কোচন—স্বরূপে অবস্থিতিই প্রলয়। —সকল শক্তির অধিপতিও ভগবান্। প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে ভগবৎশক্তির প্রেরণা নিহিত আছে, কারণ তিনিই শক্তির একমাত্র উৎস। সেই পরম পুরুষের কাছেই সত্ত্বভাবজনিত পরমানন্দ প্রার্থনা করা হয়েছে।—অথচ একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে অন্নপতি ইন্দ্র! তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার মতো হয়ো না। অভিযুত গব্যযুক্ত সোমপানে তৃপ্ত হও।' দেবতাকে উপদেশ দেওয়ার ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা অসমর্থ]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'উক্থামহীয়ুবম্' এবং 'সৌভরম্']।

১৯/১ —সেই সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বব্যাপী, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল শক্তির আধার, ধনাধিপতি, সৎ-জনের রক্ষক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি প্রযুক্ত বিশ্ববাসী জনগণের উচ্চারিত সকল স্তোত্রমন্ত্র, লোকসমূহকে বর্ধিত ক'রে থাকে,—অর্থাৎ তার দ্বারা মানুষের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। (ভাব এই যে,—সেই সর্বব্যাপী সৎ-জনের পালক ধনাধিপতি ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত স্তোত্রমন্ত্রে মানুষ শুভফল প্রাপ্ত হয়)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে প্রকাশ,—বিশ্ববাসী জনগণের স্তুতিবাক্য তাঁকে পরিবর্ধন করে। তাঁর মহিমার অন্ত নেই ; অথচ, তোমার-আমার উচ্চারিত স্তোত্র তাঁকে পরিবর্ধন করে। এ বড় বিচিত্র কথা নয় কি? —মানুষ মনে করতে পারে, —ভগবানের স্তবে যেন তাঁকে কৃতার্থ করা হয়। কিন্তু সে তাঁদের ভ্রম মাত্র। কেন না, ভগবানের স্তব-অর্চনা ইত্যাদির দ্বারা মানুষেরই আত্ম-উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। তিনি 'সমুদ্রব্যচসং'। তাঁর কাছে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই ; সমুদ্রের গর্ভে যেমন কৃমিকীট থেকে মণিমুক্ত ইত্যাদি সকলেরই স্থান আছে, তাঁর অনন্ত ক্রোড়েও তেমনই অধমাধম সকলেই আশ্রয় পেতে

পারে। তিনি রথিশ্রেষ্ঠ—'রথীনাং রথীতমং' বলার তাৎপর্য এই যে, যত বড় শত্রুই সংসারে তোমায় ঘিরে থাকুক না কেন, তাঁর অনুকম্পা পেলে, তোমার সকল শত্রুই বিমর্দিত হবে। সকল অন্নের ও সব রকম ধনের তিনি অধিপতি। সুতরাং তাঁর আশ্রয় পেলে, সে ভাবনা কিছুই থাকবে না। তিনি 'সৎপতিং' অর্থাৎ সৎপথ-অবলম্বিগণের প্রতিপালক। মন্ত্রের সার উপদেশ এই একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত দেখি]।

১৯/২—পরাক্রমশালী অথবা—এই শবস্বরূপ আমাদের রক্ষক, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শক্তিমান্ (অন্নদাতা) আপনার অনুগ্রহে আপনার সাথে সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে, শত্রুভয়ে আর ভীত হ'তে হয় না। সর্বত্র-জয়শীল অজেয় আপনাকে আমরা বারংবার প্রণতি সহকারে স্তব করছি। (ভাব এই যে,—ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহ-প্রদত্ত সখ্যতায় সকল শত্রুভয় বিদূরিত এবং অন্ন-সংস্থান হয় ; অতএব আমরা সর্বত্র জয়শীল অপরাজিত সেই ইন্দ্রদেবকে প্রকৃষ্টভাবে স্তব ক'রি)। [এই সামের অন্তর্গত 'শবসম্পতে' পদে একটি নতন ভাব গ্রহণ করতে পারি। ঐ পদে এই শবতুল্য সৎকর্মহীন আমাদের পালক তিনি, এই এক নূতন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অধম অকর্মণ্য আমাদেরও তিনি কৃপা করেন, আমরাও তাঁর সখ্যতা লাভ করতে পারি, ঐ পদে, এই মন্ত্র সেই সন্ধান প্রদান করছেন। তাঁর পূজায়, তাঁকে প্রণতি ক'রে, আমরা তাঁর সখিত্ব পেতে পারি। এইভাবে তাঁর সাথে সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলে, তাঁর অনুগ্রহে সে সখ্য সংস্থাপিত হ'লে সকল শত্রুভয় দূর হয়। অতএব, মানুষ, তুমি আপনা-আপনি প্রযত্নপর হও,—কিসে তাঁর অনুকম্পা লাভ করতে পার। বারংবার প্রণত হও, বারংবার স্তবে প্রবৃত্ত হও, বারংবার অনুধ্যান করো,—তিনি তোমায় অবশ্যই কোল দেবেন]।

১৯/৩—ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ধনদান-চিরপ্রসিদ্ধ। সেই ভগবান্ যদি প্রার্থনাকারীদের জ্ঞানযুক্ত ও সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যযুক্ত প্রকৃষ্ট ধন অধিক-পরিমাণে দান করেন, তাহলে প্রার্থিগণের রক্ষা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁর কৃপায় তারা চিররক্ষা প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ ইন্দ্রদেবই অনাদি অনন্ত ধনের অধিকারী ; তাঁর ধন কখনও ক্ষয় হয় না। তিনি যদি অত্যন্ত পরিমাণে ধন বিতরণ করেন তথাপি প্রার্থনাকারিদের রক্ষার জন্য তাঁর বিপুল ধন বর্তমান থাকে)। [বড় আশ্চর্য রকমে এই মন্ত্রটির অর্থের ব্যতিক্রম ঘটান হয়েছে। মূলে কোনও যজমান শব্দ নেই। অথচ, প্রচলিত ব্যাখ্যায়, একটি যজমান শব্দ টেনে এনে মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'ইন্দ্রদেবের ধনদান অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে। অতএব, যজমানগণ যদি ঋত্বিকদের বহুধেনুযুক্ত অন্ন ইত্যাদি ধন দান করেন, তাহলে যজমানদের রক্ষা-বিষয়ে ইন্দ্রদেবের ঐশ্বর্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তিনি যজমানদের রক্ষা করেন।' —কিন্তু এ অর্থ কিভাবে আসতে পারে, তা বোঝা দুষ্কর। সামের সাদাসিধা অর্থ এই যে,—ইন্দ্রদেবের অনাদি অনন্ত ধনভাণ্ডার ; অনাদি কাল থেকে দান করেও তার নিঃশেষ নেই। তিনি যত বেশী ধনই বিতরণ করুন, কোনও প্রার্থীরই তাঁর কাছে হতাশ হবার কারণ নেই ; তিনি সকলেরই রক্ষার উপায়-বিধান করতে সমর্থ আছেন ; তাঁর ধনের ক্ষয় নেই।' —আগের আগের সামেও 'বাজস্য' ও 'গোমতঃ' এই দুই পদে 'অশ্ব ও গাভীযুক্ত ধন' অর্থাৎ ঘোড়ার ও গরুর প্রার্থনা ছিল। আমাদের মতে, 'গোমতঃ' পদে জ্ঞানরূপ ধনের এবং 'বাজস্য' শব্দে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য-রূপ ধনের প্রার্থনাই সঙ্গত হচ্ছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'আষ্টাদংষ্ট্রাদ্যম্', 'আষ্টাদংষ্টোত্তরম্', 'কালেয়ম্' এবং 'সার্মেধম্']।

— তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—চতুর্থ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৪/৯/১০/১৪-১৬ পবমান সোম; ৫/১৭ অগ্নি ; ৬ মিত্র ও বরুণ ; ৭ মরুৎগণ ও ইন্দ্র, ৮ ইন্দ্রাগ্নী ; ১১-১৩/১৮/১৯ ইন্দ্র।

ছন্দ—১-৮/১৪ গায়ত্রী; ৯ (৩) দ্বিপদা বিরাট্ ; ১০ ত্রিষ্টুভ্ ; ৯ (১,২)/১১-১৩ বার্হত প্রগাথ ; ১২ বৃহতী ; ১৫/১৯ অনুষ্টুভ্ ; ১৬ জগতী ; ১৭ (১) বিষমা ককুভ্ ; (২) সমা সতোবৃহতী ; ১৮ উষ্ণিক্।

ঋষি—১ জমদগ্নি ভার্গব ; ২ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব ; ৩ কবি ভার্গব ; ৪ কশ্যপ মারীচ ; ৫ মেধাতিথি কাণ্ব ; ৬/৭ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ; ৮ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৯ সপ্ত ঋষি (১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ; ১০ পরাশর শাক্ত্য ; ১১ পুরুহন্মা আঙ্গিরস ; ১২ মেধ্যাতিথি কাণ্ব ; ১৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ১৪ ত্রিত আপ্ত্য ; ১৫ যযাতি নাহুষ ; ১৬ পবিত্র আঙ্গিরস ; ১৭ সৌভরি কাণ্ব ; ১৮ গোষুক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন ; ১৯ তিরশ্চী আঙ্গিরস।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ।
বিশ্বান্যভি সৌভগা॥ ১॥
বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ।
ত্মনা কৃণ্বন্তো অর্বতঃ॥ ২॥
কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিম্।
ইডামস্মভ্যং সংযতম্॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি।
অন্তরিক্ষেণ যাতবে॥ ১॥

আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর।
সুষ্বণো দেববীতয়েঃ॥ ২॥
আ ন ইন্দো শাতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্।
বহা ভগত্তিমূতয়ে॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সবস্থেষু মহো দিবঃ'
চারুং সুকৃত্যয়েমহে॥ ১॥
সবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যং মহামহিব্রতং মদম্।
শতং পুরো রুরুক্ষণিম্॥ ২॥
অতস্ত্বা রয়িরভ্যযদ্রাজানং সুক্রতো দিবঃ।
সুপর্ণো অব্যথী ভরৎ॥ ৩॥
অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং জ্যায়ো মহিমত্বমানশে।
অভিষ্টিকৃদ্ বিচর্ষণিঃ॥ ৪॥
বিশ্বস্মা ইৎ স্বদৃশে সাধারণং রজস্তুরম্।
গোপামৃতস্য বির্ভরৎ॥ ৫॥

(সূক্ত ৪)

ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ।
ইন্দো রুচাভি গা ইহি॥ ১॥
পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জনং জনায় গির্বণঃ।
হরে সৃজন অশিরম্॥ ২॥
পুনানো দেববীতয়ে ইন্দ্রস্য যাহি নিষ্কৃতম্।
দ্যুতানো বাজিভির্হিতঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—সর্বপরমধন শীঘ্র প্রাপ্তির জন্য, পরমধনদাতা আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে উৎপাদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পরমধনদাতা শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন)। [সাধকেরা তাঁদের হৃদয়ে মোক্ষদায়ক সত্ত্বভাব লাভ ক'রে থাকেন। 'আশবঃ' পদটি 'ইন্দবঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আশবঃ' পদের ভাষ্যানুগত অর্থ শীঘ্রগমনকারী। কোথায় গমন করে? 'পবিত্রং অভি'—পবিত্র হৃদয়ে। কিন্তু কিভাবে গমন করে? সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ সাধকগণ তাঁদের সাধনপ্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। কি জন্য উৎপাদিত হয়? পরমধন প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ জীবনের চরম পরিণতি স্বরূপ ভগবানের চরণ প্রাপ্তির জন্য সাধকেবা হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে।— 'আশবঃ' শব্দের অর্থ শীঘ্র গমনকারী। সাধনের প্রভাবে সাধকের হৃদয়ে ত্বরায় শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে

সাধক আশুমুক্তিলাভ করতে সমর্থ হন। তাই 'আশবঃ' পদে 'আশুমুক্তিদায়কাঃ' অর্থই সঙ্গত। বিশেষতঃ মন্ত্রের অন্যান্য পদ এবং মন্ত্রের স্বাভাবিক ভাবও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করে। 'তিরঃ' পদে 'ত্বরয়া' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।

১/২—সর্বশক্তিমান্ দেবগণ আমাদের সকল রিপুশত্রুকে সম্যক্‌রূপে বিনাশ করুন ; তাঁরা স্বয়ংই আমাদের বংশানুক্রমে সকলকে অর্থাৎ সকল লোককে আশুমুক্তিদায়ক পরমধন দান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা সকলে যেন রিপুজয়ী ; বিশ্ববাসী সকল লোক মোক্ষলাভ করুক)। [মন্ত্রটি অতি উচ্চভাব-মূলক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে কেবল নিজের জন্য নয়, পরন্তু বিশ্ববাসী সকলের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে অশ্বলাভ, পুত্রলাভ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'এই সকল অতি তেজস্বী সোমরস যাবতীয় দুষ্কর্ম নষ্ট করছেন, আমাদের সন্তান সন্ততি ও অশ্ব দিতে মনস্থ করেছেন এবং আমাদের চমৎকার বস্ত্র ইত্যাদি দিচ্ছেন।' ব্যাখ্যাকার 'বস্ত্র ইত্যাদি' কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তা বোঝ যায় না]।

১/৩—পরাজ্ঞান প্রদানের জন্য দেবগণ আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা গ্রহণ করুন ; তাতে প্রীত হয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ পরমধন এবং মন্ত্রশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটির ভাব অন্যরূপ ধারণ করেছে—'এই সকল সোমরস আমাদের জন্য এবং গোধনের জন্য চমৎকার অন্নবিধান করতে করতে আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করেছেন।' এইসব ব্যাখ্যায় 'গবে' পদে 'গোধনের নিমিত্ত' অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় পূর্বাপর 'জ্ঞানলাভের নিমিত্ত' প্রভৃতি অর্থ সূচিত করে। 'ইড়া' প্রভৃতি অনেকগুলি পদের ব্যাখ্যায় 'অন্ন' অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু এই 'অন্ন' শব্দে কি ভাব প্রকাশ করে, তা বোঝা দুষ্কর। বাংলা ভাষায় বর্তমানে 'অন্ন' শব্দ যে ভাবের দ্যোতনা করে, 'ইড়া' 'বাজং' প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যাখ্যায় সেই ভাবের প্রয়োগ করলে ব্যাখ্যা শুধু জটিল হয় না, সঙ্গে সঙ্গে অবোধ্য অর্থহীন হয়ে ওঠে। অনেক সময়েই এটা লক্ষ্য করা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাখ্যার অনুকরণে অনেক বাংলা এবং হিন্দী ব্যাখ্যাতেও 'অন্ন' শব্দ অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়। তাতে ব্যাখ্যার কোন সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। 'ইড়া' 'বাজং' 'শ্রবঃ' প্রভৃতি শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ আছে, এবং ব্যাখ্যাকালে তা-ই ব্যবহার করা সঙ্গত। 'ইড়া' শব্দের অর্থ 'শক্তি'—'আত্মশক্তি'। এখানে তা-ই গৃহীত হয়েছে]।

২/১—সর্বলোকাধীশ পবিত্রকারক পরমদেবতা স্তুতির দ্বারা প্রীত হয়ে সাধকদের হৃদয়কে (অথবা সাধকদের সৎকর্মকে) প্রাপ্তির জন্য দ্যুলোক হ'তে এসে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— ভগবান্ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন)। [মন্ত্রটির ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার 'অন্তরিক্ষেণ' পদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—'আকাশ মার্গেন'। তার পর 'দ্রোণকলশং প্রতি' পদ দু'টি অধ্যাহার করেছেন। তাই তার অর্থ দাঁড়িয়েছে—'আকাশ মার্গে দ্রোণ কলশের প্রতি' ('যাতবে' যাবার জন্য)। অন্য একটি বাংলা ব্যাখ্যায় লিখিত হয়েছে 'ইনি আকাশের দিকে যাবার জন্য রাজার ন্যায় মানুষের প্রতি যাচ্ছেন।' 'ইনি' পদে ব্যাখ্যাকার 'সোমরসকে' লক্ষ্য করেছেন, তা ব্যাখ্যার অপরাংশ থেকে বুঝতে পারা যায়। এই দু'টি ব্যাখ্যায়ই একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। দ্রোণকলশই হোক আর মানুষই হোক, তারা সকলেই পৃথিবীর বস্তু এবং ব্যাখ্যাকাররাই

বলেন যে, সোমরসও পৃথিবীতেই প্রস্তুত হতো। ভাষ্যকার বলছেন—সোমরস যখন দ্রোণকলশে যায়, তখন তাকে স্তুতি করা হয়। এই পৃথিবীর সোমরস, পৃথিবীরই দ্রোণকলশে যাবার জন্য আকাশ মার্গে চললেন কেন, তার কি কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়? আর তা আকাশ মার্গে যাবেই বা কিভাবে? সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বারা জটিলতা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র। আমরা 'অন্তরিক্ষেণ' পদে বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করেছি সত্য, কিন্তু তাতে মূল ভাবের কোন ব্যত্যয় হয়নি। গমনার্থক ক্রিয়াযোগে তৃতীয়া বা পঞ্চমী দু'টি বিভক্তিই ব্যবহৃত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনৌ' পদে 'মনুষ্যে, সাধকহৃদয়ে সাধকহৃদয়ং যদ্বা সৎকর্মণি, সাধকাশং সৎকর্ম' অর্থাৎ সাধক ও সৎকর্ম এই দু'টি অর্থ গ্রহণ করেছি। ভাষ্যকারও দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। দু'টি অর্থেই এক ভাবকে লক্ষ্য করে। সাধকের হৃদয়ে ভগবান্ আবির্ভূত হন ; অথবা সাধকের সৎকর্মরূপ পূজাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পূজা গ্রহণ করেন, এই দু'টি ব্যাখ্যা এক ভাবেরই দ্যোতনা করে। ভগবান্ কৃপাপূর্বক প্রার্থনাপরায়ণ সাধকদের হৃদয়ে আগমন করেন, তাঁদের পূজা গ্রহণ করেন, মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত হয়েছে]।

২/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদের দেবত্ব প্রাপ্তির (অথবা ভগবৎপ্রাপ্তির) জন্য দিব্যজ্যোতিঃ, এবং দিব্যজ্যোতিঃলাভের জন্য রিপুজয়কারক শত্রুনাশক শক্তি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন রিপুনাশক দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করতে পারি)। [রিপুগণ মোক্ষার্থীকে পদে পদে বাধা প্রদান করে এবং দুর্বল সাধককে অচিরাৎ অধঃপতনের পথে টেনে নেয়। তাই এই রিপুদের পরাজয় করবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। সেই জন্যই প্রথমে রিপুজয় করবার উপযুক্ত শক্তি লাভের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হয়েছে। এই রিপুজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় থেকে পাপ মোহ-কালিমা দূরীভূত হয়, হৃদয় দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়। সেই জ্যোতিঃই মানুষকে মোক্ষমার্গের আবরক অন্তরায় অজ্ঞানতার অন্ধতমসা দূর ক'রে দেয়। পরিশেষে তা-ই মানুষকে ভগবানের চরণে পৌঁছে দেয়। তাই এই মন্ত্রে শক্তি ও জ্যোতিঃলাভের প্রার্থনার ভিতর দিয়ে ভগবানের চরণপ্রাপ্তির প্রার্থনাই স্পষ্টীকৃত হয়েছে]।

২/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপকবল হ'তে রক্ষা পাবার (অথবা উদ্ধার করবার) জন্য আমাদের প্রভূতপরিমাণ জ্ঞান, আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞানযুক্ত পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ; প্রার্থনার ভাব এই যে,—কৃপাপূর্বক ভগবান্ আমাদের পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [প্রার্থনামূলক বেদমন্ত্রগুলির মূলভাব—পারমার্থিক পরমধন প্রাপ্তি। ...বিভিন্ন স্তরের মানুষ তথা সাধক বিভিন্নভাবে নিজের চিন্তাধারা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁদের সকলেরই চরম লক্ষ্য এক। সেই লক্ষ্য মোক্ষ। সুতরাং এই এক ভাব প্রকাশের জন্যই বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বাহ্য দৃষ্টিতে তা পুনরুক্তি মনে হ'তে পারে, কিন্তু মন্ত্রের ভাব হৃদয়ঙ্গম করলে, বেদমন্ত্রের গূঢ়-অর্থে প্রবেশ করলে বুঝতে পারা যায় যে, ঐ পুনরুক্তি প্রার্থনার ঐকান্তিকতাই পরিব্যক্ত করছে। অনেক স্থলে আবার আপাতঃ প্রতীয়মান পুনরুক্তি সাধনার বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান মন্ত্রটিকে গ্রহণ করা যাক। এখানেও প্রার্থনার উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। সেই মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ পরাজ্ঞান আত্মশক্তি প্রভৃতি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রত্যেকটিই মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, এরা দেবদূত,—পরস্পর পরস্পরের সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এদের একটির উপস্থিতিতে অন্যগুলির উপস্থিতিও অনুমান করা যায়। সুতরাং বর্তমান মন্ত্রে এতগুলি উপায়ের জন্য

বিশিষ্টভাবে প্রার্থনা করায়, প্রার্থনার দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। এই মন্ত্রটির 'শাতগ্বিনং' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'শতসংখ্যাতং' অর্থের সঙ্গত 'প্রভূতপরিমাণ' প্রতিবাক্য গৃহীত হয়েছে। ভাষ্যকার বলেছেন 'শতসহস্রসংখ্যক'। ভাষ্যকার 'উতয়ে' পদের ব্যাখ্যা প্রদান করেননি ; তাতে মন্ত্রের মূলভাবই নষ্ট হয়েছে ব'লে মনে করি]।

৩/১—হে ভগবন্! স্বর্লোকে স্থিত পরমধনদাতা মঙ্গলময় মুক্তিদায়ক আপনাকে আমরা যেন সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আরাধনা করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম সমন্বিত এবং ভগবৎপরায়ণ হই)। [ভগবানের চরণে তাঁকেই আরাধনা করবার শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ...এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে—তবে কি মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে ভগবানেরই দয়ার উপর নির্ভর করে? তাঁর পূজা করবার স্বাধীন অধিকারও কি মানুষের নেই? হ্যাঁ, মানুষ সম্পূর্ণভাবেই তাঁর দয়ার উপরে নির্ভর করে। মানুষের আপেক্ষিক স্বাধীনতাও তাঁরই দান। আবার, এই আপেক্ষিক স্বাধীনতার জন্যই মানুষের উন্নতি-অবনতি আছে, পাপ-পুণ্য আছে। সেইজন্যই মানুষ যন্ত্রমাত্র নয়, মানুষ মানুষ। এই স্বাধীনতার দৌলতেই মানুষ প্রার্থনা করতে পারে, কিছু পরিমাণে নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ভগবৎপরায়ণ হবার জন্য, নিজেকে মোক্ষপথে পরিচালনে শক্তিলাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে।—ভাষ্যকার প্রভৃতি এই মন্ত্রের মধ্যেও সোমরসের কল্পনা করেছেন]।

৩/২—হে দেব! রিপুনাশক সর্বলোকের পূজনীয় মহামহিমান্বিত পরমানন্দদায়ক অসৎ-বৃত্তি-নাশকারী আপনাকে আমরা যেন আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। [এই মন্ত্রটিও পূর্বমন্ত্রের অনুরূপ। উভয় মন্ত্রের মধ্য দিয়েই একই সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই প্রার্থনার মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ভগবানের মহিমাও পরিকীর্তিত হয়েছে। —'ধৃষ্ণু' অর্থাৎ ধর্ষণশীল, ভয়ঙ্কর শত্রুদের যিনি বিনাশ করতে পারেন তিনিই 'সংবৃক্তধৃষ্ণু'। 'মহামহিব্রতং'—মহামহিমান্বিত তিনি তাঁর মহিমায় জগৎ মহিমান্বিত—তাঁর জ্যোতিঃতে বিশ্ব জ্যোতিষ্মান্। 'শতং পুরো' পদ দু'টির প্রচলিত ব্যাখ্যা ও ভাষ্যকে অনুসরণ ক'রে যে ভাব পাওয়া যায়, তাকে লক্ষ্য করেই আমরা 'মানুষের অন্তরস্থিত অসংখ্য অসৎ-বৃত্তি' অর্থই গ্রহণ করেছি]।

৩/৩—শোভনকর্মা, মোক্ষদায়ক হে দেব! রিপুজয়ী অথবা ত্রিগুণ-সাম্য-অবস্থা প্রাপ্ত ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন সাধক পরমজ্যোতির্ময় আপনাকে প্রাপ্ত হন ; আপনি স্বর্লোক হ'তে পরমধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['সুক্রতো' পদে 'শোভনকর্মন্—মোক্ষদায়ক' অর্থ গৃহীত হয়েছে। ভগবানের নিজের কি কর্ম থাকতে পারে যে, তা শোভন অথবা অশোভন হবে? তাঁর নিজের কোন কর্ম নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সন্তানদের জন্য তিনি কর্ম করেন—তাদের মুক্তিবিধান করেন। এর চেয়ে শোভনকর্ম কি হ'তে পারে? এই লোকহিতকর্মকেই লক্ষ্য ক'রে তাই আমরা ঐ পদে 'মোক্ষদায়ক' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'অব্যথী' পদের অর্থ ব্যথারহিত। যার কোন রকম দুঃখ নেই, যিনি 'ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ঃ' থেকে মুক্ত, তিনিই অব্যথী। দুঃখের মূল কারণ—কামনা বাসনা প্রভৃতি রিপুগণ। যিনি রিপুজয় করতে সমর্থ তিনি দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। ভারতীয় দর্শন এই দুঃখনাশের উপায় নির্ধারণ করবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকেরই চরম কথা,—আত্মস্থ হও, প্রকৃতির উপরে যাও, স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করো, দুঃখের অবসান হবে—অব্যথী হবে। বর্তমান মন্ত্রে সেই পরম-সাধককেই নির্দেশ করছে। 'রাজানং'

পদ দীপ্তার্থক 'রাজ্' ধাতু নিষ্পন্ন। তাই ঐ পদে 'পরমজ্যোতির্ময়' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।

৩/৪—সর্বজ্ঞ (অথবা আত্মোৎকর্ষদায়ক) সাধকদের অভীষ্টদায়ক ভগবান্ সাধকদের শ্রেষ্ঠ সৎকর্মসামর্থ্য এবং জ্ঞান ও আত্ম-উৎকর্ষ প্রদান ক'রে তাঁদের প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানই কৃপাপূর্বক সাধকদের মোক্ষ বিধান করেন)। [ভগবান্ যদি দয়া না করেন, তবে মানুষের কি সাধ্য যে, তাঁকে নিজের হৃদয়ে বসাবার জন্য আহ্বান করতে পারে? মানুষের মনে যে চিরন্তন সত্য সাড়া দেয়, তা-ই আমরা বেদমন্ত্রের মধ্যে বিকশিত হ'তে দেখতে পাই।—প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব—'তিনি মহত্ত্ব লাভ করেন।' কিন্তু তিনি তো নিজেই মহত্ত্বের আধার, তিনি আবার মহত্ত্ব লাভ করবেন কি? সাধকদের—তাঁর সন্তানগণকে, তিনি মহত্ত্ব আত্ম-উৎকর্ষ প্রদান করেন—এটাই সঙ্গত অর্থ। তাই আমাদের মন্ত্রার্থে 'মহিত্বং' পদকে 'হিন্বানঃ' পদের কর্মরূপে গৃহীত হয়েছে। 'ইন্দ্রিয়ং' পদে ইন্দ্রিয়সাধ্য জ্ঞান কর্ম ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে, তাই ঐ পদে 'সৎকর্মসামর্থ্যং জ্ঞানঞ্চ' অর্থই সঙ্গতভাবে গৃহীত হয়েছে]।

৩/৫—সাধক অমৃতদায়ক, সত্যের (অথবা সৎকর্মের) রক্ষক, সকল দেবভাব প্রাপ্তির অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত, আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ দেবত্বপ্রাপক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [পূর্বের মন্ত্রে ভগবানের মহিমা ও মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দয়ার বিষয় কীর্তিত হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রে সাধকের সৌভাগ্যের বিষয় বিবৃত হচ্ছে। ভগবান্ যেমন মানুষের দিকে অগ্রসর হন, সৌভাগ্যসম্পন্ন সাধকও তেমনি নিজের সাধনবলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। ভগবানকে প্রাপ্তির উপায়—পরাজ্ঞান। 'সত্যং জ্ঞানং' সেই পরম দেবতাকে লাভ করতে হ'লে তাঁর শক্তিস্বরূপ পরাজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা চাই। সাধক সেই পরাজ্ঞান লাভ ক'রে ভগবৎপদ প্রাপ্ত হন—মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হয়েছে]।

৪/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সাধকদের সৎকর্মের দ্বারা বিশুদ্ধ তুমি আমাদের শক্তিদান করবার জন্য ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও ; এবং জ্যোতিঃর সাথে জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের প্রাপ্ত করাও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। [হীরক ইত্যাদি মহামূল্য মণি অপরিষ্কৃত অবস্থায় খনির মধ্যে থাকে। খনি থেকে উত্তোলন ক'রে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিষ্কৃত করলে, তা ব্যবহারযোগ্য হয়। আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও এমন বহুমূল্য রত্নরাজি আছে। সেই সমস্তকেও সৎকর্ম প্রভৃতির দ্বারা আমাদের লক্ষ্যসাধনের উপযোগী করা যায়। সত্ত্বভাব জগৎকে ধারণ ক'রে আছে। ওটি সর্বত্রই বিদ্যমান। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সৎকর্মের সাধনের দ্বারা তা বিশুদ্ধ ক'রে নিতে হয়। সাধকের নিজের হৃদয়ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। সাধকেরা সাধনপ্রভাবে তাঁদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। জ্ঞান ও সৎকর্মসমন্বিত এই শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে মোক্ষপ্রদানে সমর্থ। 'মনীষিভিঃ মৃজ্যমানো' পদ দু'টিতে এই শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হয়েছে এবং এই মন্ত্রে সেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৪দ-৯সা) প্রাপ্তব্য]।

৪/২—পরম আরাধনীয় পাপহারক আপনি আমাকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের আত্মশক্তিযুত পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক ব'লে গ্রহণ করলেও প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হয়েছে। ভাষ্যকার এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করেছেন, যেন সোমরসকেই লক্ষ্য ক'রে প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু এই মন্ত্রে সোম প্রসঙ্গের অবতারণা করবার

কোন আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে হয় না। এই মন্ত্রটিতে ভগবানের মাহাত্ম্যও কীর্তিত হয়েছে। তিনি অমৃত প্রদান করেন। তাঁর কৃপাতেই মানুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁর কৃপাদৃষ্টিতেই মানুষের চিত্ত নির্মল হয়, পবিত্র হয়—তাই তিনি পবিত্রকারক। সেই পরমদেবতার কাছে আত্মশক্তি ও পরমধন প্রাপ্তির জন্যই এই প্রার্থনা।—মন্ত্রান্তর্গত 'হরে' পদে আমরা 'পাপহারক' অর্থ গ্রহণ করেছি। ভাষ্যকারও কোন কোন স্থলে ঐ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন ক'রে 'হরে' পদে 'হরিৎবর্ণ' অর্থ গ্রহণ করেছেন]।

৪/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মশক্তিশালী সাধকদের দ্বারা জ্যোতির্ময়, পবিত্রকারক পরম মঙ্গলদায়ক আপনি সেই সাধকদের ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পরম পদ প্রাপ্ত করায়)। [প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি মন্ত্রটিকে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ব'লে গ্রহণ করলেও তাতে ভাবের কিছু অসামঞ্জস্য আছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তোমার মূর্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ তোমাকে সংগ্রহ করেছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হচ্ছে, তুমি এখন ইন্দ্রের নিকট যাও।' 'দেববীতয়ে' পদে 'যজ্ঞের জন্য' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ঐ পদে 'দেবকামায়' 'ভগবৎ প্রাপ্তয়ে' প্রভৃতি অর্থের সঙ্গতি লক্ষ্য ক'রি। সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। সত্ত্বভাব হৃদয়ে সমুৎপন্ন হ'লে মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হয়। এটি ভগবৎ-আরাধনার শ্রেষ্ঠ সাধন-অঙ্গ। তাই এখানে 'দেববীতয়ে' পদের সার্থকতা। 'বাজিভিঃ' পদে ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাতে ভাষ্যার্থ হয়—'যজমানদের সাথে তুমি ইন্দ্রের স্থানে যাও।' এই ব্যাখ্যার ভাব বোঝা দুঃসাধ্য। সোমরস যজমানদের সাথে ইন্দ্রের কাছে যাবে কিভাবে? অবশ্য 'সোম' অর্থে যদি মাদকদ্রব্য সোমরস ব্যতীত অন্য কোন উচ্চভাবমূলক বস্তু নির্দেশ করে, তবেই ঐ ব্যাখ্যার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, এবং ভাবেরও সঙ্গতি রক্ষিত হয়]।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৫)

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা।
হব্যবাড় জুহ্বাস্যঃ॥ ১॥
যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব॥ ২॥
যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি।
তস্মৈ পাবক মৃড়য়॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥ ১॥

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে॥ ২॥
কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া।
দক্ষং দধাতে অপসম্॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

ইন্দ্রেন সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা॥ ১॥
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্॥ ২॥
বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে বিশ্বং পুরা কৃতম্।
ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ॥ ১॥
উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে।
তা নো মৃড়াত ঈদৃশে॥ ২॥
হথো বৃত্রাণ্যার্যা হথো দাসানি সৎপতী।
হথো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ॥ ৩॥

মর্মার্থ—৫সূক্ত/১সাম—মেধাবী, কর্মকুশল, লোকসমূহের পালক বা রক্ষক, নিত্যতরুণ চিরনূতন, সত্ত্বপ্রাপক—ভগবৎসমীপে কর্মবাহক, প্রকাশরূপে সত্য-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন, জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব), জ্ঞানের দ্বারাই সম্যক্ দীপ্যমান্ বা পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—আলোকের সাহায্যে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানই তেমন জ্ঞানের প্রকাশক হন)। [উৎপত্তি-স্থান বিভিন্ন হ'তে পারে ; উৎপত্তির হেতুভূত নামেরও বিভিন্নতা ঘটতে পারে ; কিন্তু বস্তু সেই একই থাকে। জল—বৃষ্টিরূপেও জল, কূপ থেকে উত্তোলিত হ'লেও জল, ঝরণা থেকে প্রাপ্ত হ'লেও জল, সমুদ্র-নদী-পুষ্করিণী থেকে নীত হলেও জল। অগ্নি সম্বন্ধেও সেই একই উক্তি প্রযুক্ত হ'তে পারে। স্বরূপতঃ সর্বত্র অগ্নি অভিন্ন,—ঐ মন্ত্র তারই আভাস দিলেন। অগ্নিদেবের আর আর যে বিশেষণ, তার সবগুলির বেশী আলোচনা বাহুল্য মাত্র। যজ্ঞে হবিঃ প্রদানের পাত্র থেকে 'জুহ্বাস্যঃ' নামের উৎপত্তি বিষয়ে সায়ণ যা বলেছেন, তা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বস্তুপক্ষে সর্বত্র যখন সেই একই লক্ষ্য রয়েছে, তখন আর সে বিতর্কে অবিশ্বাসীর হৃদয়ে সংশয়ের ভাব দৃঢ় করার কি সার্থকতা আছে? ফলতঃ যদি অগ্নিদেবের কৃপা লাভ করতে চাও, তাঁর মতো গুণসম্পন্ন হ'তে চেষ্টা করো। হও—মেধাবী হও—কর্মকুশল, হও—উৎসাহসম্পন্ন। আর হও 'হব্যবাট্' ও 'জুহ্বাস্য, অর্থাৎ দানে মুক্তহস্ত হও এবং মুখে সত্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হোক। তাহলেই বুঝবে,—জ্ঞানাগ্নির অভিন্নতা সর্বত্র, পার্থক্য কোথাও নেই]।

৫/২—দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুত হে জ্ঞানদেব! ভগবানের উদ্দেশে সৎকর্মানুষ্ঠায়ী (হবিঃ-দানকারী) যে জন ভগবানে মিলনসাধক সেই আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে সেবা করেন, আপনি সেই সুকর্মকারীর প্রকৃষ্ট রক্ষক হন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের আরাধনায় এবং অনুসরণে সৎকর্মাপর হয়ে মানুষ শ্রেয়ঃ-সকল লাভ করে)। [হবিঃ-দানে যিনি শ্রেষ্ঠত্ব বা লাভ করেছেন, অর্থাৎ যিনি ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্মের অনুষ্ঠানে সর্বদা নিযুক্ত থাকেন, তিনিই 'হবিষ্পতিঃ'। ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতে করতে সর্বস্ব-দানের সামর্থ্য আসে। তখন ভগবানকে সর্বস্ব দান ভিন্ন সাধকের পরিতৃপ্তি আসে না। তখন হৃদয়ে ত্যাগের প্রেরণা এসে সাধককে নিষ্কাম কর্মের দিকে নিয়ে যায়। সেই নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে প্রাধান্যের বিষয় 'হবিষ্পতিঃ' শব্দে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। —'দূতং' পদটি লক্ষণীয়। অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ দূত-রূপে ঘোষণা করা হচ্ছে। এর একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। এই দৃশ্যমান্ অগ্নি, সত্যই ইনি তো ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নন। ইনি ভগবানের অংশ বা বিভূতি মাত্র। এঁর মধ্য দিয়ে, এঁকে উপলক্ষ্য করে, ইনি যাঁর অঙ্গীভূত, এঁতে যাঁর একতম বিকাশ, তাঁতে পৌঁছাতে হবে। এ হিসাবে এ অগ্নি যেন মধ্যস্থ স্থানীয়। তাই দূত ব'লে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে।—মন্ত্রের 'সপর্যতি' ও 'প্রাবিতা' পদ দু'টিতে, 'তোমার সেবাপরায়ণ আমি, আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করো',—এই ভাব ব্যক্ত হচ্ছে। মানুষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই কর্ম করে। এখানে সেবার উদ্দেশ্য—রক্ষাপ্রাপ্ত। এটাই স্বাভাবিক। এই সকাম প্রার্থনাই নিষ্কাম অবস্থায় নিয়ে যায়]।

৫/৩—সৎকর্মকারী যে-জন দেবভাবের পরিবৃদ্ধিকর জ্ঞানদেবতাকে অনুসরণ করে, জগৎপাপন হে জ্ঞানদেব! আপনি সেই সুকর্মকারীকে সুখী করেন—আনন্দ দেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞান-অনুসারী-জনগণ সদানন্দ লাভ ক'রে থাকেন)। [এ মন্ত্রে অগ্নিদেবের নূতন বিশেষণ রয়েছে—'পাবক' অর্থাৎ পবিত্রকারক। লৌকিক বা অলৌকিক দু'রকম ভাবেই এ বিশেষণের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। কাঞ্চন, অগ্নিসংযোগে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে ; সংসারের ক্লেদরাশি অগ্নির মধ্যে পড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। জ্বলন্ত অগ্নির পক্ষে উপমার মধ্যে এই যে ভাব প্রকটিত, পক্ষান্তরে আবার, অগ্নি যে পাবক, তাঁর সেই অলৌকিকত্ব নিজের অন্তরের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখা যায়। হৃদয়ে যেই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হবে, অমনই কষিত কাঞ্চনের দ্যুতি প্রকাশ পাবে, অর্থাৎ অজ্ঞান আঁধার দূরীভূত হবে, পাপতাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তাই সেই জ্ঞানাগ্নির নাম—পাবক। যিনি হবিষ্মান্, ভগবৎকর্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ, অগ্নির পাবকত্ব তাঁতেই বিকাশমান। জ্ঞানই এখানে 'অগ্নি' নামের দ্যোতক]।

৬/১—পবিত্রবলযুক্ত মিত্রদেবকে এবং হিংস্রকশত্রুনাশক বরুণদেবকে আহ্বান করছি। সেই দেবদ্বয় আমাদের সত্ত্বভাবান্বিতা বিশুদ্ধা বুদ্ধিকে প্রেরণ ক'রে থাকেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবান্বিত বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য শত্রুনাশক পবিত্রবল দেবদ্বয়কে আমি প্রার্থনা করছি)। [এই মন্ত্রে বৈজ্ঞানিক দেখবেন,—কিভাবে মিত্রের (সূর্যের) খরকরতাপে জল থেকে বাষ্প উত্থিত হয়ে আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হচ্ছে ; আর কিভাবে সেই মেঘ থেকে বারিবর্ষণ হয়ে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করছে। লৌকিক হিসাবে, বরুণদেব ও সূর্যদেব উভয়ের সহযোগে বর্ষণক্রিয়া সমাহিত হয়। যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা, হবিঃ ইত্যাদি আহুতি প্রদানে তাঁরা পরিতুষ্ট হন (অর্থাৎ মেঘের সঞ্চার হয়) ; আর তাঁদের প্রসাদে (মেঘের সঞ্চারে) যথাসময়ে সুবর্ষণ সুকর্ষণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। ধরণী শস্যশ্যামলা হয়। সুশস্যের প্রভাবে সুপ্রজাদের উদ্ভব ঘটে ; তাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করে। —এ মন্ত্রের অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক—জ্ঞান ও ভক্তিমূলক। মন্ত্রে বলা হচ্ছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব!

আপানারা পবিত্র বলশালী এবং হিংস্রস্বভাব শত্রুদের বিনাশকারী। আপনাদের অনুগ্রহে আমরা যেন সেইরকম কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারি, যাতে অন্তরের শত্রু (অজ্ঞানতা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি) বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকতে পারি।' এ স্থলে মিত্র (সূর্যের) জ্ঞানের সাথে এবং বরুণ ভক্তির সাথে উপমিত হয়েছেন। লৌকিক হিসাবে সূর্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্যের রশ্মিসম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না ; আধ্যাত্মিক হিসাবে তেমনই জ্ঞান ভক্তির জনয়িতা, জ্ঞানের উদয় ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হ'তে পারে না। —প্রকৃতপক্ষে মিত্র বা বরুণ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই দুই বিভূতির নাম। যে রূপে ঈশ্বর মানুষের মিত্ররূপে সহায়ক হন, তা-ই মিত্রদেব এবং যে রূপে তিনি মানুষের অভীষ্ট বর্ষণ করেন, তা-ই বরুণদেব। এখানে প্রার্থনা, সেই পরব্রহ্মের চরণেই উপনীত হবার প্রার্থনা। —ভগবানের বিভূতিধারী দেবগণ আমাদের সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যেন আমাদের শক্তি যথার্থরূপে সেই একতম সত্যের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়,—যেন আমরা শ্রেষ্ঠ শক্তিবলে হিংস্রস্বভাব রিপুদের বিনষ্ট করতে পারি। তাঁদের প্রসাদে রিপুনাশ হ'লে, তাঁদের কৃপায় হৃদয় নির্মল হ'লে, চিত্তক্ষেত্রে তিনি (সেই পরব্রহ্ম) উদ্ভাসিত হবেন, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো। তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করলে, তাঁকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাতে পারলে, তাঁর পূজায় নিমগ্ন থাকলে, তবে তো জীবন সার্থক হবে। তাই ডাকি, এস দেব! মিত্ররূপে অন্তরে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বলিত করো ; তাই ডাকি, এস দেব! বরুণরূপে হৃদয়ের অশান্তি অনল নির্বাপিত করো। ফলে, হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হোক। তোমার দাসানুদাস রূপে তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে তোমাতেই বিলীন হই]।

৬/২— হে ঋতাবৃধ (জলবৃদ্ধিকারী অর্থাৎ শস্য উৎপাদনে সহায়ক অথবা সত্যের বা যজ্ঞের পালক) ঋতস্পৃশ (অর্থাৎ সংসার স্নিগ্ধকারী সলিলের সাথে সংশ্রব-বিশিষ্ট, অথবা সত্যের বা যজ্ঞের সাথে বিদ্যমান)। মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! আমাদের এই অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত বৃহৎ যজ্ঞে (সকল রকম কর্মে) অবশ্যম্ভাবী ফলের সাথে আপনারা পরিব্যাপ্ত (বিদ্যমান) আছেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের সকল কর্ম ব্যেপে বিদ্যমান্ হোন)। [মন্ত্রে মিত্র ও বরুণ দেবতাকে 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' —এই গুণবিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে 'ঋত' শব্দে 'জল' অর্থ উপলব্ধ হয়। এর আর এক অর্থ 'সত্য'। 'ঋত' শব্দে আর বোঝায়—'সত্যধর্ম'। কিন্তু এখানে প্রাথমিকভাবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, জলের জন্য আকুল মানুষ বরুণদেবকে 'ঋতাবৃধ' বা 'জলাধিপতি' বুঝে তাঁর কাছে বারিবর্ষণের প্রার্থনা করে। কিন্তু একটু উচ্চস্তরের মানুষ যাঁরা, তাঁরা দেখেন—তিনি কেবল এই সাধারণ জলের অধিপতি নন ; তিনি যে শান্তিদাতা—স্নিগ্ধতা-প্রদানকর্তা। সুতরাং সংসারের জ্বালামালায় যার অন্তর জ্বলছে, সে তাঁকে শান্তিদাতা জেনে তাঁর কাছে শান্তির প্রার্থনা করে। তাঁদের কাছেও তিনি 'ঋতাবৃধৌ'। আবার আরও একটু উচ্চস্তরের সাধক—সংসারের দৃঢ়গণ্ডী অতিক্রম ক'রে যিনি কিছুটা উর্ধ্বক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন, তিনি বুঝে থাকেন, এ মিত্র ও বরুণদেব তাঁরই নাম মাত্র ; যাঁর নাম নেই, তাঁর নাম ; যাঁর রূপ নেই, তাঁরই রূপের কল্পনা মাত্র। সেই সাধকের চক্ষেই প্রতিভাত হয়—'ঋতাবৃধৌ' 'সত্যস্বরূপৌ'; অর্থাৎ তিনিই সৎ, তিনিই সত্যস্বরূপ। এ মিত্রদেব, এ বরুণদেব, তাঁরই বিভূতি-বিকাশ। যিনি সৎ, যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি অক্ষয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত। সৎস্বরূপ বোধগম্য হলেই, তাঁকে সত্যধর্মের আশ্রয়স্থান ব'লে বুঝতে পারা যায়। তিনি সৎস্বরূপ, তাঁতেই সত্যধর্ম, তিনিই সত্যের রক্ষক, তিনিই সত্যধর্মের প্রতিপাদক, এই ভাব-প্রবাহ যখন,

সাধকের চিত্তে প্রবাহিত হয়, তিনি যখন সত্যের ধারণায় সমর্থ হন, তখনই তিনি মিত্র-বরুণের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন, —'ঋতাবৃধৌ', 'ঋতস্পৃশৌ' বিশেষণ দু'টির চরম লক্ষ্য তখনই তাঁর হৃদয়গত হয়। সর্বোচ্চ স্তরের সাধকেই এই ভাব প্রস্ফুটিত থাকে। ঐ শব্দ দু'টি একার্থমূলক হ'লেও দু'টিই ভিন্নার্থদ্যোতক ; প্রথম শব্দে 'ঋতের' বর্ধক বা পালক ভাব আসছে ; দ্বিতীয় শব্দে 'ঋতের' সাথে সংযোগ বা নিরত অর্থ সূচিত হচ্ছে। 'ক্রতু' শব্দের সাধারণ অর্থ—যজ্ঞ। এই শব্দের আর অর্থ—বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা—কিসের? সেই সত্যস্বরূপের সাথে মিলনের। 'ক্রতু' শব্দের যে চরম অর্থ প্রজ্ঞা সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনেই তেমন আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়ে থাকে। তেমনই প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। যখন অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বিসর্জিত হয়, যখন কোনও বিষয়ে কোনও কামনা বাঞ্ছা বা তৃষ্ণা আদৌ থাকে না, যখন পরমার্থ-তত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে চিত্তের সন্তোষ জন্মে, তখনই যজ্ঞফলের সাথে তিনি ব্যাপ্ত হন। মন্ত্রের চরম লক্ষ্য সেই মিলনের অবস্থা। এ মন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—আত্ম-সম্মিলন]।

৬/৩— কবি (মেধাবী প্রজ্ঞাসম্পন্ন), তুবিজাত (জনহিতসাধক, অথবা আজন্ম বহুবলশালী) উরুক্ষয় (বহুজনের আশ্রয়স্থল, অথবা বহুব্যাপী) হে মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদের সৎকর্মসম্বন্ধী জ্ঞান এবং সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য অথবা কুশলবৃত্তি প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদের সৎকর্ম-সম্পাদনে সামর্থ্য ও সৎ-বুদ্ধি প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রে মিত্র ও বরুণ দেবকে 'কবি' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। 'কবি' শব্দে 'প্রজ্ঞা-স্বরূপ' অর্থ সূচিত হয়। কবি-ব্রহ্মা ; কবি—সূর্য ; কবি জ্ঞানাধার। মিত্রাবরুণ যখন সাধারণভাবে মানুষের আকার-বিশিষ্ট দেবতারূপে সম্পূজিত হন, তখন তাঁর মেধাবী অর্থাৎ সাধারণ স্তরের মানুষ থেকে একটু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ব'লে কল্পিত সামান্য আয়াস-স্বীকারে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারা যায়, তাঁর কাছে উপস্থিত করার পক্ষে বেদবাক্যের এটি প্রথম প্রযত্ন। যদি মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে,—আমার আরাধ্য দেবতা আমার চিন্তার অতীত, আমার স্তবনীয়, আমার ধ্যান-ধারণার অনায়ত্ত ; তখন সে আর সেদিকে অগ্রসর হ'তে চায় না—হতাশায় দেবারাধনায় বিমুখ হয়। এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এক একটি মন্ত্রের মধ্যে, মন্ত্রের এক একটি শব্দের মধ্যে, সকল প্রকৃতির সকল স্তরের মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করবার গূঢ় অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেখা যায়। ঐ 'কবি' শব্দে যখন সাধারণ মেধাবী বা পণ্ডিতজনের স্মৃতি মনের মধ্যে উদয় হবে, তখন যাজ্ঞিকের প্রাণে তাঁর সাথে মিলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু আশার সঞ্চার হবে। এই আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যাজ্ঞিক যখন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হবেন ; তখন কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, নিজের মিথ্যা-দর্শনের ও জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য অনুসারে, ভগবানের ঐশ্বর্য মহিমা উপলব্ধি করবার পক্ষে তাঁর সামর্থ্য আসবে। তখন ক্রমশঃ, যে 'কবি' শব্দে তাঁকে মেধাবী বা পণ্ডিত ব'লে জ্ঞান হয়েছিল, সেই শব্দেই তাঁকে প্রজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞানময় ব'লে বুঝতে পারবেন। সকল শ্রেণীর সাধক, সকল ভাবের মধ্য দিয়ে জগদীশ্বরকে বুঝতে পারবেন, যেমন এমনই লক্ষ্য করেই এক একটি মন্ত্রের এক একটি শব্দ বিন্যস্ত হয়েছে। মন্ত্রের আর একটি শব্দ 'তুবিজাতা' (তুবিজাতৌ)। বহুজনের উপকারের জন্য যাঁর জন্ম, তিনিই 'তুবিজাত'। অথবা জন্ম-অবধি যিনি বলশালী, তিনিই 'তুবিজাত'। এই দুই অর্থ তাঁর প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করে। তিনি (ভগবান্) বহুজনের জন্য; সুতরাং আমি যদি তাঁর শরণাপন্ন হই, আমার উপকার অবশ্যই তিনি করবেন। এই লক্ষ্যেই মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'তে

পারে। কিন্তু 'তুবিজাত' শব্দের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করলে শেষ পর্যন্ত সাধক বুঝতে পারবেন যে,—তিনি (সেই ভগবান্) সাধারণের চিন্তা-ধারণার অতীত, যোগপরায়ণদের ধ্যেয় বিজ্ঞানময় পরমপুরুষ। জন্মমাত্রই বলশালী, অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই বলশালী, তখন সাধক তাঁকে জানতে পারেন। এইভাবে 'উরুক্ষয়' শব্দও মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেছে। তাঁরা বহুজনের আশ্রয়স্থল, আবার তাঁরা বহুব্যাপী। তাঁরাই আশ্রয়, আবার তাঁরই আশ্রয়ভূত। তাঁরাই ব্যাপ্ত, আবার তাঁরাই ব্যাপক। এখানে মিত্রাবরুণ সেই সর্বমূলাধার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নন। তাঁরা আমাদের কর্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, তাঁরা আমাদের কুশল বুদ্ধি প্রদান করুন ; অর্থাৎ আমরা যেন সেই কর্ম করতে পারি, যে কর্মের ফলে তাঁদের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ কুশলবুদ্ধি (মঙ্গলজনক বুদ্ধি) সঞ্জাত হয়। ভগবানের উদ্দেশে কর্ম কবতে করতে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হবে, তাঁর কর্মের দ্বারাই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে,—এটাই স্থূল মর্ম]।

৭/১— হে বিবেকরূপী দেবগণ! আপনারা নিশ্চয়ই (ভগবানের—পরমব্রহ্মের) সাথে অভিন্নরূপে পরিলক্ষিত হন ; এবং (সেই অভিন্নভাবের কারণে আপনারা পরস্পর তুল্যদীপ্তিমান্, আনন্দময় ও অমিতপরাক্রমশালী। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ব্রহ্মের সাথে সকল দেবগণের অভিন্নত্ব সূচিত হচ্ছে ; সকল দেবতাই সমান ঐশ্বর্যশালী প্রতীত হন)। [ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের অর্থ নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। সকলেই মরুৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ ক'রে মন্ত্রটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা মরুৎদেবতাগণ অর্থে পূর্বাপরই 'বিবেকরূপী দেবগণ' উল্লেখ করেছি। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন, আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য—আধ্যাত্মিক ভাব। মন্ত্রের সকল দেবকেই সমান বলা হয়েছে। 'সমানবর্চসা' বিশেষণটিতেই ঐ ভাব আসে। বিশেষণটির অর্থ—'সমান হয়েছে বর্চঃ (তেজঃ) যাঁদের।' মন্ত্রের 'সংদৃক্ষসে' পদে প্রতীত হয়—'যখন তোমরা সম্যক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হও', অর্থাৎ যখন তোমাদের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি।' তাহলেই বোঝা যায়, মন্ত্র যেন বলছেন,—'সেই যখন তোমাদের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান সঞ্জাত হয়—তখন, নিশ্চয়ই তোমাদের সমানদীপ্তিশালী অপ্রতিহত-প্রভাব-সম্পন্ন নিত্য-প্রমুদিত অভিন্ন ব'লেই জানতে পারি।' মন্ত্রে বোঝা গেল, 'একটু অগ্রসর হ'লেই, একটু জ্ঞান সঞ্চার হ'লেই, তাঁদের অভিন্ন ব'লে প্রতীত হবে।' এই জন্যই বলা হয়, তপস্যার দ্বারা, কর্মের দ্বারা তাঁকে জানতে হবে, জ্ঞানের দ্বারা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধ হ'লেই পরাগতি প্রাপ্ত হবে]।

৭/২— অজ্ঞানতার অন্ধকার নাশের পর প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক-নামধেয় জন, মন্ত্র-রূপ ব্রহ্মের অনুধ্যান-পূর্বক, মুক্তপুরুষলক্ষণ নবজীবন লাভ করেন। (ভাব এই যে,—যিনি জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক ; তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান ক'রে পরাগতি লাভ করেন)। [ভাষ্যকারদের গবেষণার প্রভাবে এই মন্ত্রের অর্থ এতই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে দারুণ অন্তরায় ঘটছে। মহামতি সায়ণাচার্যের অর্থের অনুসরণ করলে একরকম অর্থ নিষ্পন্ন হয় ; আবার পাশ্চাত্য মত-অনুযায়ী অন্যান্য পণ্ডিতের মতে সে অর্থ অন্য আর একরকম হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, প্রচলিত দু'টি বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হচ্ছে। প্রথম—'তার পর (মরুৎগণ) যজ্ঞার্থ নাম ধারণ ক'রে আপন প্রকৃতি অনুসারে মেঘের মধ্যে গর্ভাকার রচনা করলেন।' দ্বিতীয়—'অব্যবহিত পরেই ঈদৃঙ্ অন্যাদৃঙ্ প্রভৃতি যজ্ঞীয়নামধারী মরুৎসংজ্ঞক-দেবগণ, হবিঃ-অন্ন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন উৎপন্ন হয়।' অন্যান্য কেউ আবার বলেছেন—'আদহ স্বধামনু' এই মন্ত্রে যজ্ঞ সমাপন ক'রে যাজ্ঞিকেরা অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি যজ্ঞীয় নাম গ্রহণ ক'রে নিজেদের পুনর্জাত বলে ঘোষণা করেন। মন্ত্রে সেই ভাব ব্যক্ত রয়েছে।—আমরা কোনও অর্থের উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রি

না। আমরা জানি, অধিকারী অনুসারে প্রতি মন্ত্রেই বিভিন্ন রকম অর্থের আগম হবে]। এবার আমাদের বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। মন্ত্রের প্রথম শব্দ-'আদহ'। ঐ শব্দের অর্থ 'অনন্তর' 'তার পর'। ঐ অর্থে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে—কিসের বা কার? হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হলে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটলে, যে অবস্থা হয়, 'তার পর'—এই ভাব আসতে পারে। 'দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্'—এই পদে কোন্ অবস্থার সাধককে বোঝাচ্ছে, তা আপনা-আপনিই উপলব্ধ হয়। প্রকৃত যাজ্ঞিক (যাজ্ঞিয়ং) নাম পাবার অধিকারী কোন্ জন? যিনি সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করতে পেরেছেন, যিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, 'যাজ্ঞিক' নাম তাঁরই যোগ্য ; তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক (যজ্ঞিয়ং) নামের যোগ্য। 'স্বধাং' শব্দের প্রকৃত অর্থ—যিনি আপন লোককে ধারণ বা পোষণ করেন ; অর্থাৎ,—যিনি সেই জগৎপতি জগদীশ্বর, তিনি আপন সৃষ্টি আপনিই রক্ষা ক'রে থাকেন। এ স্থলে ঐ 'স্বধা' শব্দে একমাত্র পরব্রহ্মকেই বোঝাচ্ছে ব্যতীত আর কি বলা যায়? সেই স্বধাকে (পরব্রহ্মকে) অনুক্ষণ ধ্যান করতে যিনি সমর্থ, তাঁতেই যিনি নিমজ্জমান আছেন, তিনি যে নবজীবন লাভ করবেন, তিনি যে মুক্ত পুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হবেন, তাতে বিচিত্রতা থাকতে পারে না]।

৭/৩— হে ইন্দ্রদেব! গিরিগুহার ন্যায় দৃঢ়, রিপুদস্যু-পরিবৃত হৃদয়-কন্দর জ্ঞান-রূপ বজ্রাগ্নির দ্বারা উদ্ভিন্ন ক'রে, আপনি তার মধ্যে সত্যধর্মের দিব্যজ্যোতিঃ বিকিরণ করেন (অথবা—করুন)। (মন্ত্র, এক পক্ষে, ভগবৎ-মহিমাপ্রকাশক; অন্য পক্ষে, জ্ঞানলাভের প্রার্থনামূলক। প্রথমার্থ—ভগবান্ অজ্ঞানতানাশকারী ; অন্য অর্থ—হে ভগবন্! আপনি আমার অজ্ঞানতা দূর করুন)। [সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'যেন কতকগুলি গাভীকে অসুরগণ অতি দুর্গম গিহিগুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্রদেব বহ্নিদ্বারা বজ্রদ্বারা বা মরুৎগণের সহায়তায় সে গুহা ভেদ ক'রে গাভীগুলিকে উদ্ধার করেন।' মরুৎগণ রূপ সাঙ্গোপাঙ্গের সাহায্যে গো-চোরের হাত থেকে গাভীর উদ্ধার-রূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন, আর তার জন্য স্তব-স্তুতি,—এটাই হলো মন্ত্রের তথাকথিত ব্যাখ্যা-বিবৃতি। প্রমাণক্ষেত্রে পুরাণের উপাখ্যান এনে কতই রঙ্গ-রঞ্জিত ক'রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অথচ, মন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে, পূর্বাপর মন্ত্রগুলির অর্থসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় মন্ত্রের সাথে ঐ উপাখ্যানের অনুমাত্র সম্বন্ধ নেই। মন্ত্রের সাদাসিধা অর্থ এই যে,—ইন্দ্রদেবের (শ্রীভগবানের) শরণাপন্ন হ'লে পাপকলুষিত হৃদয়েও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পেতে পারে। পাপীর হৃদয়—রিপুদস্যুপরিবৃত, সুতরাং দুর্গম-গিরিগুহাসদৃশ নিবিড়-অরণ্যানী পরিবেষ্টিত দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে সূর্যের কিরণ পৌঁছাতে পারে না। অগ্নির দ্বারা (অগ্নিভিঃ) অরণ্য ভস্মসাৎ করতে পারলে, বজ্রের দ্বারা গুহা উদ্ভিন্ন করতে সমর্থ হ'লে, তবে সেখানে সে কিরণ বিচ্ছুরিত হ'তে পারে। সে কার্য সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যিনি মানুষের অতীত, পরাৎপর পরমপুরুষ, একমাত্র তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হ'লেই সে কার্য সম্পন্ন হয়। এখানে সেই ভাবমাত্র ব্যক্ত হয়েছে]।

৮/১— প্রসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্যাধিপতি দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা ক'রি ; এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে দেবদ্বয়ের সৃষ্ট সেই দেবদ্বয় সাধকগণ কর্তৃক নিত্যকাল আরাধিত হন ; স্তোতাদের মঙ্গলসাধক সেই দেবদ্বয়, আমাদের পরম মঙ্গল করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —সাধকেরা বিশ্বস্রষ্টা মঙ্গলময় ভগবানকে আরাধনা করেন ; সেই পরম দেবতা আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করেন)। [সাধকেরা ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধনবলে তাঁরা জগতের কার্যপরম্পরা বিচার ক'রে বিশ্বস্রষ্টা সেই পরমপুরুষের আরাধনাকেই জীবনের একমাত্র

অবলম্বন ব'লে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা বিশ্ব তাঁরই অসীম করুণার মঙ্গলময় পথে পরিচালিত হয়। জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে একমাত্র সেই বিশ্বনিয়ন্তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নেই। সাধকেরা তা অবগত হয়ে সেই মহিমাময়ের চরণেই আত্মনিবেদন করেন। এই সত্যের উপরেই মন্ত্রের প্রার্থনাংশের ভিত্তি স্থাপিত। মহাজনবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যাতে আমরাও ভগবৎপরায়ণ হই, মন্ত্রে এই ভাবের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। চারদিকের মায়ামোহের দিকে লক্ষ্য না ক'রে মহাজনদের অনুসৃত পথেই নিজেকে পরিচালিত করবার ভাবও মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২— প্রভূত শক্তিসম্পন্ন শত্রুনাশক বলাধিপতি দেবতা ও জ্ঞানদেবকে (অর্থাৎ ভগবানকে) আমরা যেন আরাধনা ক'রি। তাঁরা রিপুসংগ্রামে আমাদের সুখ প্রদান করুন (অর্থাৎ রিপুনাশ ক'রে আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী করুন আমরাও যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। [মন্ত্রে ভগবানের শক্তি ও জ্ঞান এই দুই বিভূতির পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। শক্তিরূপে তিনি বজ্রধারী ইন্দ্র, জগতের পাপ অমঙ্গল নাশে নিরত। দুর্বলকে তিনি বল প্রদান করেন, প্রার্থনাকারীকে তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। আবার, অগ্নিরূপে তিনি জ্ঞান দান করেন। এই জ্ঞানের বলে মানুষ দিব্যজ্যোতিঃর সন্ধান পায়। মন্ত্রে ভগবানের এই জ্ঞান ও শক্তিরূপেরই উপাসনা করা হয়েছে।—একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'আমরা প্রচণ্ড বলশালী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা যেন এমন সংগ্রামে আমাদের (কৃতকার্য ক'রে) সুখী করেন।' বলা বাহুল্য, সংগ্রামে কৃতকার্য করার অর্থ সংগ্রামে বিজয়ী করা]।

৮/৩— সৎ-জনের পালক হে দেবদ্বয়! আপনারা ভগবৎ-অনুসারীদের জ্ঞান-আবরক রিপুসমূহকে বিনাশ করেন ; এবং সৎকর্মবিঘ্ন শত্রুদের বিনাশ করেন ; অপিচ, হে দেবদ্বয় আপনারা সকল সাধনবিঘ্নকারী রিপুদের সর্বতোভাবে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎজনের পালক ভগবানই লোকদের রিপুনাশক হন)। [মন্ত্রে ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনিই বিশ্ববাসীকে পাপ, মোহ, অজ্ঞানতা প্রভৃতির কবল থেকে উদ্ধার করেন। তাঁরই কৃপায় মানুষ এই সব ভীষণ রিপুকুলের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধনমার্গে অগ্রসর হ'তে পারে। জগতে পাপ আছে সত্য, অজ্ঞানতা অন্যায় অসত্য আছে বটে, কিন্তু মূলতঃ তাদের কোন বাস্তব সত্তা নেই। তারা মায়ার পুতুলী, মোহের ইন্দ্রজাল মাত্র। পথিককে তারা আলেয়ার আলো দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে। বাস্তবিক তারা আলোও নয়, অন্ধকারও নয় ; অর্থাৎ তাদের বাস্তব সত্তা নেই। ভগবানের রাজত্বে তাদের সত্যিকার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে মানুষ—নানারকম বিভীষিকা দেখে ভয় পায়। ভগবান্ যখন কৃপা ক'রে তার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করেন, তখন সে দেখতে পায় যে, এতদিন সে ছায়ার সাথে যুদ্ধ করেছে, নিজের অন্তরের কল্পনা-প্রসূত বিভীষিকা দেখে নিজে শিহরিত হয়ে উঠেছে। ভগবান্ মানুষের শত্রুনাশ করেন, তার অর্থ এই যে, তিনি মানুষকে এই ভ্রান্তি থেকে, মায়ার মোহজাল থেকে উদ্ধার করেন। তিনি 'জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকার দ্বারা' মানুষকে দেখিয়ে দেন যে, সে সত্যসত্যই অজাতশত্রু, অপাপবিদ্ধ। যখন মানুষ নিজের স্বরূপের পরিচয় পায়, তখনই মোক্ষলাভ করে। জপ তপ পূজা আরাধনা সবই স্বরূপস্থ হবার জন্য, নিজেকে চেনবার জন্য। ভগবান্ মানুষকে সেই পরম জ্ঞান দান করেন, রিপুদের বিনাশ ক'রে মানুষকে আত্মস্থ করেন। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মহিমাই বিঘোষিত হয়েছে]।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৯)

অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপে মনীষিণো মৎসরাসো মদচ্যুতঃ॥ ১॥
তরৎ সমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।
অর্ষা মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণাপ্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ॥ ২॥
নৃভির্যেমাণো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রয়ঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১০)

তিস্রো ব্যচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ॥ ১॥
সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ।
সোমঃ সুত ঋচ্যতে পূয়মানঃ সোমং অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবন্তে॥ ২॥
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি
ইন্দ্রমা বিশ বৃহতা মদেন বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরন্ধিম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম—আশুমুক্তিদায়ক প্রজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দজনক, পরমানন্দ প্রদায়ক সত্ত্বভাব পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ হৃদয়ের পরম পবিত্র প্রদেশে আনন্দজনক অমৃতের স্রোত প্রবাহিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'এই সমস্ত সোমরস, যারা দ্রুতগামী, পণ্ডিত, আনন্দকর এবং সেই সকল বস্তু দিতে পারে, তারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে।' এই ব্যাখ্যাতে সোমের কয়েকটি বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সোমের একটি বিশেষণ 'পণ্ডিত'। অবশ্য 'জ্ঞানদায়ক' অর্থে 'পণ্ডিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে যতই সোমরসের বিশেষণগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে, ততই দেখা যাবে যে, সোমরস সাধারণ বস্তু থেকে স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ। পূর্বেও এ কথা আলোচিত হয়েছে। পরেও ঐ ভাবই গৃহীত হয়েছে। নিত্যসত্য-প্রকাশক হলেও মন্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে প্রার্থনার ভাবও বিদ্যমান রয়েছে। ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হয়ে আমাদের পরমানন্দদানে অমৃতত্ত্বের অধিকারী করুক।' মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব বিদ্যমান]।

৯/২—পবিত্রকারক, সকলের অধিপতি মহান্ সত্যস্বরূপ পরমদেব সত্ত্বভাব ধারারূপে অমৃতের সমুদ্রকে প্রাপ্ত হন ; অর্থাৎ সত্ত্বভাব অমৃতপ্রাপক হন ; মহান্ সত্যস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়ে মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষক দেবতার ধারণের জন্য অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য গমন করেন।

(মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব ভগবান্-প্রাপক হন)। [প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদির কোন কোন স্থলে মর্মার্থ সম্বন্ধে অনৈক্য ঘটেছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সোম যিনি, তিনি রাজা, তিনি দেব, তিনি প্রধান সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হয়ে কলসে যাচ্ছেন। মিত্র ও বরুণের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে তিনি চলেছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ।' বঙ্গানুবাদে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হয়েছে, সেখানেই আমাদের আপত্তি। 'সমুদ্রং' পদে ভাষ্যকার 'অন্তরীক্ষং' 'কলশং' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সোমরসের সাথে অন্তরীক্ষের কোন সম্বন্ধ সূচিত হয় কি? এছাড়া, ভাষ্য মতেই সোমরসের যে সব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা অর্থের কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নয়। অসত্যের জনয়িতা মাদকদ্রব্য সোম কিভাবে 'প্রধান সত্য' বা 'অতি প্রধান সত্য' হ'তে পারে, তা ঐ সোমপানাসক্তরাই বলতে পারেন। মন্ত্রে অহেতুক সোমরসের অবতারণা করলেই মন্ত্রার্থে এমনতর অসামঞ্জস্য হওয়া স্বাভাবিক। 'রাজা' অর্থে 'সর্বেশ্বর' এবং 'দেব' অর্থে (সোমের পরিবর্তে) 'পরমদেব সত্ত্বভাব' বোঝায় কোনই অসঙ্গতি হয় না]।

৯/৩—দিব্য, পাপহারক (অথবা পরমস্পৃহণীয়) সর্বজ্ঞ সকলের অধিপতি দীপ্যমান পরমদেব শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের হৃদয়ে উৎপন্ন হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পরম আকাঙ্ক্ষণীয় সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। সৎকর্মসাধনের দ্বারা তাঁরা নিজেদের হৃদয়কে নির্মল করেন। সেই পবিত্র হৃদয়ে সত্ত্বভাব সমুদ্ভূত হয়। 'নৃভিঃ যেমানঃ' পদ দুটিতে এই সত্যকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ভাষ্যকার 'সমুদ্রঃ' পদে 'অন্তরীক্ষেভবঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য 'সোম' বলতে যদি মাদকদ্রব্য সোমরস ব্যতীত অন্য কোন স্বর্গীয় বস্তু বোঝায়, তাহলে ঐ অর্থ সঙ্গতই হয়। বিবরণকার ঐ পদে 'সমুদ্রাত্মকং' অর্থ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয়নি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হযতঃ' পদে ভাষ্যকার 'স্পৃহণীয়' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা সেই সঙ্গে ঐ পদের মূলার্থ 'পাপহারকঃ' ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেছি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব পাপহারক ব'লেই স্পৃহণীয়]।

[এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত সাতাশটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'পৌরুমদ্রম্', 'উভয়তঃ স্তোভং গৌতমম্', 'দ্বিতীক্কারং', 'বামদেব্যং' 'গায়ত্রপার্শ্বম্' 'পৌরুহন্মনম্', 'দ্বৈগতম', 'হারায়ণম্' 'অচ্ছিদ্রম্', 'রৌরবম্', 'মানবোত্তরম্' ইত্যাদি]।

১০/১—অগ্নিপ্রতিম সৎকর্মসাধক ঋক্-যজু-সামাত্মিকা স্তুতি উচ্চারণ করেন অর্থাৎ বেদমার্গের অনুসরণে ভগবানকে আরাধনা করেন ; এবং সত্যের ধারণকারী ভগবানের প্রার্থনা উচ্চারণ করেন (অথবা তিনি সত্যের ধারণকারী বেদোক্ত কর্ম সম্পাদন করেন)। জ্ঞানরশ্মি যেমন জ্ঞানীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই জ্ঞানার্থী মোক্ষ-অভিলাষী স্তোতাগণ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক বেদমার্গের অনুসরণে ভগবানকে আরাধনা করেন, এবং সত্যের ধারণকারী ভগবানের প্রার্থনা উচ্চারণ করেন অথবা তিনি সত্যের ধারণকারী বেদোক্ত কর্ম সম্পাদন করেন, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেন ; প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্মসাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিতে একের সঙ্গে অপরের মিল নেই। এর অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিবরণকারই দু'তিন রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—'বশ্যাদিগুণহেতু বহ্নিই আত্মা। তিনি বিদ্যা-বুদ্ধি-মনরূপ তিন রকম বৃত্তি প্রেরণ করেন। বিদ্যা মহৎ; বুদ্ধি অহঙ্কার ; প্রাধান্যবশতঃ মন ইন্দ্রিয়দের প্রেরণ করে।' 'ব্রহ্মণঃ' ও 'ঋতস্য' পদের অর্থ করা হয়েছে আত্মা। আত্মা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। আত্মাই তাদের রক্ষক ও পরিচালক। আত্মার জন্যই ইন্দ্রিয় ইত্যাদি

কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিদৃষ্ট হবে যে,—আত্মার প্রাধান্য স্থাপন করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার নানারকম শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই সব শাস্ত্রই বেদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদজ্ঞান থেকেই অন্যান্য জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়। উদাহরণ—'তিস্রঃ বাচঃ' পদ দু'টির ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার সাঙ্খ্যদর্শনের অনুসরণ করেছেন। এ থেকে এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত শাস্ত্রই বেদ থেকে উৎপন্ন। বেদ দর্পণস্বরূপ। সকলেই তার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পান। সুতরাং একই মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হওয়া অসম্ভব নয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৫ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠী দশতির ৩য় সামেও দৃষ্ট হয়]।

১০/২—ভগবানের প্রীতিকারক জ্ঞানকিরণসমূহ অর্থাৎ পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিত হয় ; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রার্থনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে পেতে ইচ্ছা করেন ; পবিত্রকারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক ; আমাদের জ্যোতির্ময় প্রার্থনা শুদ্ধসত্ত্বে মিলিত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামুলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)। [জ্ঞানের বলে মানুষ আপন ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করতে পারে এবং তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করে। হৃদয় পবিত্র হ'লে, তাতে সত্ত্বভাব উপজিত হয়। এই শুদ্ধসত্ত্বের শক্তিতে সাধক মুক্তিলাভে সমর্থ হন। জ্ঞানের বলে তিনি সত্ত্বভাবের এই মহিমা অবগত হয়ে তা লাভ করবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং ভগবানের কৃপায় তা লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা তো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছি। আমাদের উপায় কি? একমাত্র উপায় ভগবানের চরণে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা। 'ওগো দয়াময়, তুমিই আমাকে মুক্তিমার্গে নিয়ে চলো'—মানবাত্মার এই চিরন্তন ক্রন্দনধ্বনিই যুগে যুগে অজ্ঞানী-পাপীর ভগবৎ-আরাধনার মন্ত্র]।

১০/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়স্থিত পবিত্রকারক আপনি আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি মহৎ পরমানন্দের সাথে আমাদের প্রার্থনা, অর্থাৎ পূজাশক্তি প্রবর্ধিত করুন, আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করুন এবং ভগবানকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি প্রার্থনামুলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানকে লাভ ক'রি)। [আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রচ্ছন্নভাবে সত্ত্বভাব আছে। তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা-ই আমাদের ভগবৎ-সমীপে নিয়ে যাবে। যাতে আমরা সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের চরণ লাভ করতে পারি, মন্ত্রে তার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই প্রার্থনার ভাব পরিষ্কার হয়নি। যেমন, এই প্রচলিত অনুবাদ 'হে সোম! তোমাকে সেচন করা হচ্ছে। তুমি শোধিত হয়ে ক্ষরিত হও। যাতে আমাদের কল্যাণ হয়, উচ্চৈঃস্বরে রব করতে করতে ইন্দ্রের দেহের মধ্যে প্রবেশ করো। স্তবের বৃদ্ধি করো, স্তব বিস্তারিত করো।' এই মন্ত্রের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে রব করতে করতে কোথা থেকে এল, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুবাদে দু'বার স্তব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'বাচং' এবং 'পুরন্ধিং' পদ দু'টি একার্থক নয়।—প্রকৃতপক্ষ, যাতে আমাদের পূজাশক্তি বৃদ্ধি হয়, যাতে আমরা ভগবৎপরায়ণ হই, মন্ত্রে তারই জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য সোমের প্রভাবে নয়, একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বেরই প্রভাবে মানুষের মন ভগবৎ-অভিমুখী হয়]।

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১১)

যদ্দ্যাব ইন্দ্রতে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী। ১॥
আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজ্রে বজ্রিং চিত্রাভিরূতিভিঃ॥ ২॥

(সূক্ত ১২)

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে॥ ১॥
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আগম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ॥ ২॥
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্ বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৩)

তরণিরিৎ সিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রুবম্॥ ১॥
ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ন স্রেধন্তং রয়ির্নশৎ।
সুশক্তিরিন্মঘবং তুভ্যং মাবতে দেষ্ণং যৎ পার্যে দিবি॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যদি দ্যুলোক অসংখ্য হয় এবং পৃথিবী অসংখ্য হয়, তথাপি তারা আপনার পরিমাণ করতে করতে অসমর্থ ; হে বজ্রধারিণ্! অসংখ্য সূর্যও আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না ; পূর্বে উৎপন্ন কিছুই এবং স্বর্গমর্ত্যও আপনার পরিমাণ নিরূপণ করতে সমর্থ হয় না। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; তাঁর সৃষ্ট কোনও বস্তু তাঁকে পরিমাণ করতে পারে না)' [যাঁর থেকে জগৎ উৎপন্ন, যাঁর কণামাত্র করুণায় জগৎ স্থিত হয়ে আছে, সেই অনন্ত অসীম বিরাট্ পুরুষকে পার্থিব কোনও বস্তুর সাহায্যে পরিমাণ করা অসম্ভব, আর পরিমাণ করতে যাওয়া শিশুবুদ্ধির পরিচায়ক। জ্ঞানী সাধক জানেন,—যতই জাগতিক পদার্থের উপমা ও মাননীয় ভাষা ব্যবহার করা যাক না কেন, তিনি সচ্চিদানন্দ ভগবান্—এই সমস্তের ঊর্ধ্বে। কিন্তু যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তাঁর দিকে ঠেলে দেয়,—ভগবানকে অন্তরতর অন্তরতম রূপে পেতে চায়, সেই আকাঙ্ক্ষাই ভগবানকে মানুষের নিত্য-পরিচিত জাগতিক বস্তুর ও সম্বন্ধের মধ্যে টেনে আনে।

পাছে মানুষ হৃদয়ের পার্থিব প্রেরণাবশে ভগবানের স্বরূপ ভুলে শুদ্ধ জাগতিক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে তাঁকে দেখে, সেই জন্য ঋষি মানুষকে সম্বোধন ক'রে বলছেন—'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং।' ভগবানের সেই অপার মহিমাই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকে ও (৩অ-৫দ-৬সা) পাওয়া যায়]।

১১/২—অভীষ্টবর্ষক পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেব! মহৎ অভীষ্টদায়ক আত্মশক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের পূর্ণ করুন। পরমধনদাতা রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদানের জন্য আমাদের বিচিত্র রক্ষাশক্তিব দ্বারা রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমশক্তি প্রদান করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের প্রথমাংশটিকে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন,—'হে অভিলাষপ্রদ, অত্যন্ত বলবান্, ধনবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করেছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদের বিচিত্র রক্ষা কার্যের দ্বারা রক্ষা করো।' ভাষ্যকারকে অনুসরণ ক'রে 'গোমতি ব্রজে' পদ দু'টির অর্থ, এক হিন্দী ব্যাখ্যাকার 'গরুপূর্ণ মাঠে' করেছেন, বাংলা অনুবাদকার লিখেছেন—'গো-সমূহের নিমিত্ত'। দেখা যাচ্ছে প্রায় সকলেই 'গোমতি' পদের সাথে 'গরুর' সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন যদিও বিভক্তি সম্বন্ধে কারও সাথে অন্য কারও মিল নেই। 'ব্রজে' পদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। আমরা 'গো' শব্দে জ্ঞান অথবা জ্ঞানকিরণকে বরাবরই লক্ষ্য করেছি। 'ব্রজে' শব্দেও 'আশ্রয়স্থল' অর্থাৎ 'হৃদয়' প্রভৃতি অর্থ পরিগ্রহণ করেছি। তাই ঐ দুই পদে 'জ্ঞানযুতে আশ্রয়স্থলে' অর্থাৎ 'অস্মাকং হৃদি পরাজ্ঞানপ্রদানায়' অর্থ সঙ্গতভাবেই গৃহীত হয়েছে। এর পরই 'উতিভিঃ অব' পদ দুটি থাকাতে উপরে উক্ত পদ দু'টির চতুর্থ্যন্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ সমর্থিত হচ্ছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম—'মহাবৈষ্টম্ভব্']।

১২/১—বাহিরের অন্তরের শত্রুনাশক হে ভগবন্! আপনার প্রীতিসাধনের জন্য আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিসুধাকে) নিশ্চিত যেন অভিষুত ক'রি ; অর্থাৎ সঞ্চিত ক'রি ; সাগরগামী জলের ন্যায় অর্থাৎ জলসমূহ যেমন জলাধার বারিনিধির সাথে মিশবার জন্য তার অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমন, আমাদের হৃদয়ে উপজিত শুদ্ধসত্ত্ব (অর্থাৎ ভক্তিসুধা) শুদ্ধসত্ত্বাধার আপনার সাথে সম্মিলিত হোক। (ভাব এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, আমরা সাগরগামী জলের ন্যায় যেন আপনার সাথে সম্মিলিত হই ;—জল যেমন আপনা-আপনিই সাগরসঙ্গম অভিলাষ করে, আমাদের কর্মসমূহ তেমন ভগবৎপরায়ণ হোক,—এটাই আকাঙ্ক্ষা)। আপনার সাথে সম্মিলনের আশায়, বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তিসুধার প্রস্রবণের মতো আপনা-আপনি প্রবহমান ও অপ্রতিহত গমন স্রোতের অভিমুখে আত্ম-উৎকর্ষের দ্বারা বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের অভিলাষী সাধকগণ বা উপাসকগণ আপনাকে অর্চনা করছেন—আপনাকে পাবার কামনায় আপনাদের প্রেরণ করছেন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকলেই আত্ম-উৎকর্ষ-লাভের জন্য ভগবানের উদ্দেশে প্রণত হচ্ছে। হে আত্মণ! বিশ্বের অন্তর্গত তুমিও তেমন হও। নদীসমূহ যেমন বারিনিধির সাথে মিশবার জন্য আপন জলরাশিরূপ আত্মাকে প্রেরণ করে, তেমন ভগবানে আত্মসম্মিলনের জন্য তুমিও তোমার আত্মাকে নিয়োজিত করো)। [মন্ত্রটি এক আধারে দু'রকম ভাব নিয়ে অবতীর্ণ। এতে একদিকে যেমন ভগবানের অপার করুণার বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি আত্মার উদ্বোধনার ভাব প্রতীত হচ্ছে। মন্ত্র বলছে—'বারি হ'তে পারবে কি? বারি হয়ে

বারিনিধির সাথে মিশবার জন্য প্রস্তুত হও।' সমুদ্রের আহ্বানে নদীর মতো, ঈশ্বরের আহ্বানে তাঁর চরণে পতিত বা মিলিত হও। নদী যেমন সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে সাগরের দিকে ছোটে, তুমিও তেমনই সংসারের সকল আবর্জনা, পঙ্কিলতা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে একাগ্রতার সাথে তাঁকে প্রাপ্তির পথে ছুটে চলো।' সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্মন ভগবান বলছেন, 'হে বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যদি আমার সাথে মিশতে চাও, তাহলে আমাতে আত্মসমর্পণ করো। তাহলে সংসারের কোন কিছু মায়া-মমতা, কামনা-বাসনা, লোভ-প্রলোভন,—কেউই তোমাকে বন্ধন করতে পারবে না।—ভাষ্যকার 'সুতাবন্তঃ' পদের অর্থ করেছেন—'আমরা সোম অভিষুত করেছি।' কারণ তিনি 'সুত' পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সর্বত্রই সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধ টেনে এনেছেন। তাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়িয়েছে—'আমরা আপনার জন্য সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করেছি। আপনি তা পান করুন। আমরা জলের ন্যায় আপনার দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু আমরা মনে ক'রি, 'সুতাবন্তঃ' পদের ও 'আপো ন' উপমার ভাব অন্যরকম (যথাক্রমে 'শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং অভিষুতবন্তঃ' ও 'সাগরগামিনঃ জলমিব')। 'পবিত্রস্য' ও 'প্রস্রবণেষু' পদ দু'টির ভাবও 'আপো ন' উপমার অনুরূপ। নদী প্রস্রবণ যেমন সকল বাধা অতিক্রম ক'রে সাগরসঙ্গমে প্রধাবিত হয়, অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয় হ'লে, (পেটে সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পড়লে নয়), হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্চারিত হ'লে, সে শুদ্ধসত্ত্বের ধারা, সে ভক্তির প্রস্রবণ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৩দ-৯সা) প্রাপ্তব্য]।

১২/২—পরমধনপ্রাপক হে দেব! পবিত্র পরমধনদায়ক সৎকর্মে অর্থাৎ—সৎকর্মসাধনে প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্মের নেতাগণ আপনাকে আরাধনা করেন ; স্বর্গপ্রাপক বলাধিপতি দেব, পরাজ্ঞানদায়ক হয়ে কখন আমাদের হৃদয়ে আগমন করবেন? (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আগমন ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন)। [একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিষুত সোম নির্গত হ'লে উক্‌থবিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করছে। ইন্দ্র কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে বৃষভের ন্যায় শব্দ ক'রে (যজ্ঞ) স্থানে আগমন করবেন? —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১২/৩—শত্রুনাশক হে দেব! আপনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনগণের দ্বারা স্তুত হয়ে তাঁদের প্রভূতপরিমাণ রিপুনাশক আত্মশক্তি প্রদান করেন ; পরমধনদাতা সর্বজ্ঞ হে দেব! আপনার পরাজ্ঞান সমন্বিত অমূল্য পরমধন নিত্যকাল আমরা প্রার্থনা ক'রি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—পরমদাতা ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে আমাদের মন্ত্রার্থের কিছু অনৈক্য ঘটলেও কোনও কোনও বিষয়ে মিল আছে। যেমন, একটি প্রচলিত অনুবাদ—"হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্বগণকে সহস্রসংখ্যক অন্ন দান করো। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপবিশিষ্ট ও গোমান (অন্ন) যাচ্ঞা করছি।" —পার্থক্য এই যে,—ভাষ্যকার 'কণ্বেভিঃ' পদে 'কণ্বদেশীয় লোকদের' অর্থ করেছেন, আমরা বলেছি—'প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনগণের'। ইত্যাদি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'মহাবৈষ্টম্ভং' 'অভিনিধনকাণ্বম্', 'অভীবর্তম্']।

১৩/১—সংসার-সাগরে তরণীর ন্যায় উদ্ধারকারী কর্মনিবহ অর্থাৎ সংসার-সাগর-ত্রাণকারক ভগবান্, মহতী বুদ্ধির সাথে নিত্যকাল আমাদের কল্যাণ সাধনের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বের সাথে সম্মিলিত হয়ে অথবা আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের সাথে সংযোজিত ক'রে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন

ক'রে, অভীষ্টফল প্রদান করেন ; পরিত্রাণকারী দেবতার ন্যায়, সেই সৎকর্মনিবহ আমাদের পরিত্রাণসাধক জ্ঞানভক্তিসহযুত যানকে প্রাপ্ত করান অর্থাৎ প্রদান করুন। আরও, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ (আত্মসম্বোধন)! তোমাদের হিতসাধনের জন্য অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণসাধন-কল্পে, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য জগৎপূজ্য সেই পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে ভক্তিসহযুত স্তুতির দ্বারা এবং সৎকর্মের দ্বারা, তোমাদের (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে) অবনমিত করছি (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করছি)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। সংসারসমুদ্রে সৎকর্মস্বরূপ ভগবানই একমাত্র পরিত্রাণকারক। সৎ-ভাবের ও সৎ-কর্মের দ্বারাই তিনি একমাত্র প্রাপ্তব্য। তাঁর অনুগ্রহলাভের জন্য আমরা যেন সৎ-ভাব-সম্পন্ন এবং সকর্মপরায়ণ হই)। অথবা—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! সংসার-সাগর-ত্রাণকারক অর্থাৎ সর্বদা সৎকর্মপরায়ণ জনই, মহতী পরমার্থবুদ্ধি-সহযুত হয়ে, অভীষ্টফলকে সম্ভজনা করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। পরিত্রাণকারক দেবতা যেমন জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্মরূপ যানকে প্রাপ্ত করান, তেমনই তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের উৎকর্ষসাধনের অথবা আমাদের নিজেদের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত, জগৎপূজ্য পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসহযুত স্তুতির দ্বারা যেন আহ্বান করতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ সাধকের ন্যায় আমি যেন ভগবানের অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হই)। [মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদে ঋত্বিক-যজমানের প্রতি লক্ষ্য আসে। ভাষ্যে 'বঃ' পদের অর্থ 'তোমাদের নিমিত্ত', আমাদের ব্যাখ্যায় ঐ পদের লক্ষ্য—'চিত্তবৃত্তিসমূহ'। 'তরণিঃ' পদের ভাষ্য-অনুসারী অর্থ—'যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে ত্বরিতগতি'। ভাবার্থ—যুদ্ধ ইত্যাদিতে পারদর্শী। কিন্তু যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে পারদর্শী ব্যক্তির যে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তা ভগবৎপরায়ণ জনের কামনার সামগ্রী হ'তে পারে কি? 'তরণিঃ' পদের এমন অর্থও সর্বথা সিদ্ধ হয় না। এই পদের সাধারণ অর্থ—নৌকা বা ভেলা। যার দ্বারা নদী প্রভৃতি উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা থেকে আমরা ভাব গ্রহণ করেছি—'সংসার-সমুদ্রত্রাণকারকঃ।' অভিজ্ঞ কর্ণধার যেমন তরণীর সাহায্যে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ হয় ; তেমনই সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজের সৎকর্মরূপ তরণীর সহায়তায় সংসার-রূপ মহা-সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে থাকেন। এই ভাবে মন্ত্রের অন্যান্য অংশেও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। যেমন—'নেমিং ত্বষ্টেব সুদ্রুবম্'—উপমা-বাক্যাংশে কোনও ক্রিয়াপদ না থাকলেও ভাষ্যে 'আনময়তে' ক্রিয়াপদটি অধ্যাহার ক'রে অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে—'ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠ-বিশিষ্ট নেমিকে নমিত করেন।' তার সাথে দ্বিতীয় পদের অবশিষ্ট অংশের অর্থ দাঁড়িয়েছে—'তেমন, স্তুতির দ্বারা পুরুহূত ইন্দ্রকে নমিত করব।' উপমার এমন অর্থে মন্ত্রাংশটির কোনও সুষ্ঠু সাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হয়েছে ব'লে মনে করা বাতুলতা। আমাদের মতে, 'ত্বষ্টা' পদে 'ত্রাণকারী দেবতার' প্রতি লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যেই পূর্বের অনেক স্থলে মতোই এখানেও ঐ অর্থই অব্যাহত রাখা হয়েছে। 'সুদ্রুবং' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'শোভনদারুং' (উত্তম কাষ্ঠ)। আমাদের মতে, 'সুদ্রুবং' পদে 'জ্ঞানভক্তিসহযুতং' অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে। 'নেমি' পদে 'কর্মরূপ যানকে' লক্ষ্য করাই সঙ্গত। কর্ম সুশোভন হয় তখনই, যখন তা জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে, শোভনদারুবিশিষ্ট অর্থাৎ সুদৃঢ় যান যেমন সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আরোহীকে গন্তব্য-স্থলে নিয়ে যায় ; তেমনই ভগবানের অনুগ্রহে জ্ঞানসহযুত হ'লে সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা ও সৎ-জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'তে পারে।—দেখা যাচ্ছে, ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'ত্বরাবান্ ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠ-বিশিষ্ট নেমিকে নমিত করেন, তেমন স্তুতির দ্বারা পুরুহূত

ইন্দ্রকে নমিত করব।' আমরা বলছি—'সৎকর্মপরায়ণ সাধক যেমন অনায়াসে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হন ; আমিও যেন তেমন সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি।' উপমার ভাব বিশ্লেষণে বোঝা যায়, ভগবানের অনুগ্রহে জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্ম আপনিই অধিগত হয়। প্রার্থনা এই যে,—আমিও যেন আমার মঙ্গলের জন্য জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্মরূপ স্তুতির দ্বারা ভগবানের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হই। —প্রথম প্রকার অন্বয়েও মন্ত্রের ভাব অপরিবর্তিত রয়েছে। বরং ঐ অন্বয়ে মন্ত্রের ভাবের একটু উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। 'যুজা' পদের এক সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ পাওয়া গেছে। ঐ পদের অর্থ দাঁড়িয়েছে—'শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সংযোজয়িত্বা, যদ্বা, হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়িত্বা ইতি যাবৎ।' এইভাবে মন্ত্রের প্রথমাংশে 'নিত্যসত্যমূলক ভগবানের অপার করুণার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। 'মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য করুণাময় ভগবান্ তাদের শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিত হয়ে, অথবা মানুষকে শুদ্ধসত্ত্বে যোজিত ক'রে। কিংবা তাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার ক'রে তাদের অভীষ্ট পূরণ করেন।' এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষ যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, ভগবান্ তরণীর মতো তাদের উদ্ধার সাধন করেন। সে ক্ষেত্রে, মন্ত্রের এ অংশের উপদেশ,—'মানুষ, তুমি সৎকর্মশীল হও, সৎ-ভাবে মণ্ডিত হও। তাহলেই ভগবান্ তোমার সর্বাভীষ্ট পূরণ করবেন।' তার পরেই, প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে, —'ভগবান্ যখন এইরকম করুণাপরায়ণ, সুতরাং সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার একমাত্র সহায় পরিত্রাণসাধক জ্ঞানভক্তি সমন্বিত সৎকর্মরূপ তরণীকে আমাদের প্রাপ্ত করান। ভাব এই যে—তাঁর অনুগ্রহে যেন আমরা সৎ-ভাব-সমন্বিত হয়ে সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে সৎকর্মের সাধনে সমর্থ হই ; আর, সেই সৎকর্মই যেন আমাদের ভবসমুদ্র (সংসাররূপ সমুদ্র) উত্তরণের সহায় হয়। পরবর্তী অংশ আত্মসম্বোধনমূলক ব'লে মনে করা যায়। তাতে সঙ্কল্পের ভাবও প্রকাশ পাচ্ছে। বলা হচ্ছে,—এমন যে করুণাময় ভগবান্। আমরা আমাদের সৎকর্মের দ্বারা, জ্ঞানভক্তিসংযুত হয়ে, তাঁকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই। তাঁর অনুগ্রহ লাভ করলে, সংসার বন্ধনের ভয় আর থাকবে না। পরমার্থ লাভে আমরা সমর্থ হবো]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১দ-৬সা) দ্রষ্টব্য]।

১৩/২—পরমধনদাতা ভগবানে অর্থাৎ তাঁর সম্বন্ধে অনুপযুক্ত ভক্তিবিহীন প্রার্থনা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় না। পরমধন সৎকর্মরহিত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয় না ; পরমধনদাতা হে দেব! পরম-আকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্লোক প্রাপ্তির জন্য আপনার নিকট হ'তে আমাদের প্রাপ্তব্য যে পরমধন আছে, সেই ধন প্রার্থনাপরায়ণ আমাকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাকে মোক্ষপ্রাপক পরমধন তথা পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [মোক্ষ বা মুক্তি সৎকর্মসাধনের দ্বারা লাভ করা যায়। যারা সৎকর্মসাধনে পরাঙ্মুখ, অথবা যারা সৎকর্মের বিদ্বেষী, যারা অসার কার্য্যে অমূল্যজীবন নষ্ট করছে, তারা কখনও পরমসম্পদের অধিকারী হ'তে পারে না। দুর্বলাত্মগণ, অসৎকর্মান্বিত অথবা সৎকর্মবিহীন ব্যক্তিগণ, কখনও আত্মলাভ করতে পারে না। মন্ত্রে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। এর অপর অংশে পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ভগবানই পরমধনদাতা। সেই ধনভাণ্ডার তাঁর সন্তানগণের জন্যই আছে। তাই বলা হয়েছে 'তুভ্যং দেয়ং'—'অর্থাৎ আপনি মানুষকে সে ধন প্রদান করেন।' এর দ্বারা মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম—'রৌরবম্']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

তিস্রো বাচ উদীরত গাবো মিমন্তি ধেনবঃ।
হরিরেতি কনিক্রদৎ॥ ১॥
অভি ব্রহ্মীরনুষত যহ্বীর্ঋতস্য মাতরঃ।
মর্জয়ন্তীর্দিবঃ শিশুম্॥ ২॥
রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ।
আ পবস্ব সহস্রিণঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্ দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ॥ ১॥
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসঃ॥ ২॥
সহস্র ধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমস্পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৬)

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তঃ সং তদাশত॥ ১॥
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদেঽর্চন্তো অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্।
অবন্ত্যস্য পবিতারমাশবো দিবঃ পৃষ্ঠমধি রোহন্তি তেজসা॥ ২॥
অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৪সূক্ত/১সাম—ঋক্-যজুঃ-সাম মন্ত্রের দ্বারা আমরা প্রার্থনা করছি ; তার দ্বারা জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত হোক ; অপিচ, জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করুক। পাপহারক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবসমন্বিত জ্ঞান আমরা যেন লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবনের একটি চিত্র অঙ্কিত হয়ে থাকে। ঋষিদের মধ্যে কেউ কেউ বেদগানে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ করছেন,—পবিত্র করছেন ; কেউ কেউ বা পবিত্র সোমরস প্রস্তুত করছেন এবং তারই অদূরে দাঁড়িয়ে

পয়স্বিনী গাভীগণ হাম্বারবে দিক মুখরিত করছে, যেন তারা তাদের অসীম স্নেহের দান গ্রহণ করবার জন্য ঋষিবর্গকে আহ্বান করছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-৫সা) দ্রষ্টব্য]।

১৪/২—ব্রহ্মপুরায়ণ কর্তৃক প্রেরিত অর্থাৎ উচ্চারিত মহৎ পবিত্রকারক সত্যের মাতৃস্থানীয় প্রার্থনা স্বর্গজাত দেবভাবকে কামনা করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ দেবভাব প্রার্থনা করেন)। [ভাষ্যকার এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ 'সোম' পদ অধ্যাহার করায় মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত হয়েছে। যেমন,—'স্তোতা কর্তৃক প্রেরিত যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে। এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জিত হচ্ছেন।' কিন্তু 'সোম' কিভাবে দ্যুলোকের শিশু হন, তা বুঝতে আমরা অসমর্থ। দেবভাবই স্বর্গজাত, স্বর্গেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা দেবভাবের জন্ম, সুতরাং 'দিবঃ শিশুং' বলতে স্বর্গজাত দেবভাবকেই লক্ষ্য করে, এমন ভাবাই সঙ্গত]।

১৪/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের পরমধন সম্বন্ধীয় চতুঃসমুদ্র অর্থাৎ প্রভূতপরিমাণ পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে সোম। ধনসম্বন্ধীয় চারটি সমুদ্রকে চারদিকে হ'তে আমাদের নিকট আনয়ন করো এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন করো।' কিন্তু মন্ত্রে কামনা বা অভিলাষের কোন উল্লেখ নেই। 'সহস্রিণঃ' পদে মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত পরমধনকেই লক্ষ্য করছে]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'পাষ্টৌহম্', 'ক্ষুল্লকবৈষ্টম্ভব্', 'সাংহিতম্', 'ঐড়সৈন্ধুক্ষিতম্', 'গায়ত্রৌশনম্', 'বৈরূপম্']।

১৫/১—অমৃতোপম বিশুদ্ধ পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক সত্ত্বভাবসমূহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে ক্ষরিত হোন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। হে সত্ত্বভাব! আমাদের হৃদয়স্থিত আপনাদের পরমানন্দদায়ক বল ভগবৎ-অভিমুখে ঊর্ধ্বগমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [প্রথমে হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ও তার পরে ভগবানের চরণ লাভ। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় ভগবানের অভিমুখে পরিচালিত হয়। সেই সত্ত্বরূপ পরম দেবতাও কৃপা ক'রে সাধকের দিকে অগ্রসর হন। ক্ষুদ্র নদীর বৃহৎ সমুদ্রে আত্মসমর্পণের মতো ক্ষুদ্র সত্ত্বভাবকণা বৃহৎ অসীম সত্ত্বসমুদ্রে বিলীন হয়। যাঁর থেকে উৎপত্তি তাঁতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। এটাই মানুষের—জগতের একমাত্র পরিণতি। প্রথমে হৃদয়ে ভগবৎভক্তির উদ্দীপনা, তারপর তাঁর চরণে আত্মবিলয়। এই মন্ত্রে সাধনা ও সিদ্ধির এই ক্রমেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৮দ-৩সা) পাওয়া যায়]।

১৫/২—'শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য লোকগণের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন'—দেবতাভিলাষী সাধকগণ এমন বলেন ; সকল শক্তির অধিপতি জ্ঞানাধিপতি দেবতা প্রার্থনাযুক্ত সৎকর্মে সাধকদের প্রবর্তিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকবর্গকে মোক্ষমার্গের অনুসারী করেন)। [যাঁর হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়, তিনি অনায়াসেই মোক্ষলাভ করতে পারেন, ভগবানের চরণে পৌঁছাতে সমর্থ হন। দেবত্ব-অভিলাষী ব্যক্তিগণ এই সত্য অবগত আছেন এবং সেই জন্য তাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে থাকেন। কারণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তাঁরা দেবত্বলাভ করতে সমর্থ হন। —ভগবান্ মানুষকে যে অনন্ত উন্নতির বীজ দিয়েছেন, যে অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, তাই মানুষকে ঊর্ধ্বদিকে নিয়ে যায়। ভগবৎশক্তি মানুষকে মোক্ষমার্গে পরিচালন করে। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এটাই বিবৃত হয়েছে]।

১৫/৩—সমুদ্রের ন্যায় বহুধারোপেত ভগবৎ-ভক্তিদাতা পরমধন প্রদাতা ভগবৎশক্তি-স্বরূপ সত্ত্বভাব নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে—আবির্ভূত থাকুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, এঁর থেকে বাক্যের স্ফূর্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু।' এই বঙ্গানুবাদ অনেকটাই ভাষ্যের অনুযায়ী। ভাষ্যকার 'সমুদ্রং' পদে 'সমুদ্রবন্তি রসঃ, রসস্থানীয়ঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা এখানে 'সমুদ্র' পদের অর্থব্যত্যয় ঘটাবার কোন কারণ খুঁজেপাই না। মনে হয়, 'সমুদ্রং' পদে এখানে সত্ত্বভাবের অসীমত্ব, ও বহুশক্তির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। 'সহস্রধারঃ' পদে এই পদেরই সমর্থন করছে। 'বাচমীঙ্খয়ঃ' পদে 'ভগবৎ-ভক্তিদায়ক' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। সত্ত্বভাবই ভগবানের মঙ্গলময় নীতি অনুসারে জগৎকে পরিচালনা করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'সখেন্দ্রস্য' বলা হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দশটি গেয়গান আছে। যথা,—'গৌরীবিতম্', 'তৃতস্ত্বাষ্ট্রীসাম', 'আন্ধীগবম্', 'স্বারত্বাষ্ট্রীসাম্' ইত্যাদি]।

১৬/১—হে পরমব্রহ্ম! আপনার পবিত্র সত্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে ; সকলের অধীশ্বর আপনি সর্বতোভাবে আমাদের (অথবা বিশ্ববাসী সকলকে), প্রাপ্ত হোন। (ভাব এই যে,—সকল লোক ভগবানকে প্রাপ্ত হোন)। অপরিপক্কমতি জন শান্তিদায়ক আপনাকে লাভ করে না ; সত্যশীল জ্ঞানিগণই আপনাকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্যের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়)। [এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবান্ যদি সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন, তাহলে সকলে তাঁকে পায় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—সূর্যকিরণ তো সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে কেবল সূর্যকান্তমণিই সূর্যকিরণের স্পর্শে অগ্নিবিকীরণ করে কেন? ভগবান্ সর্বত্রই বিরাজমান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁকে দর্শন করবার উপযোগী চক্ষু থাকা চাই ; তাঁকে ধারণ করবার উপযোগী হৃদয় থাকা চাই। তবেই তাঁকে লাভ করা যায়। সকলের সেই চক্ষু বা হৃদয় নেই ব'লেই তো এই বিশ্বজনীন প্রার্থনা]। [ছন্দার্চিকের ৫অ-৯দ-১২সা দ্রষ্টব্য]।

১৬/২—শত্রুনাশক শুদ্ধসত্ত্বের পবিত্র, দ্যুলোকে বিস্তৃত, অমৃত, সাধকদের হৃদয়ে বর্তমান থাকে ; এর দীপ্যমান আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞানজ্যোতিঃ সাধকদের সর্ববিপদ হ'তে রক্ষা করেন। সেই সাধকগণ সেই শক্তির দ্বারা স্বর্লোক প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা জ্ঞানসমন্বিত মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। [এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে নানারকম মতভেদ আছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধনযন্ত্র (ছাকুনী) বিস্তারিত আছে। এর প্রতানগুলি (ডাঁটা) অগ্নি-স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে দীপ্যমানভাবে গগনাভিমুখে যাচ্ছে। তারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করেছে। তারা সতেজভাবে আকাশের দিকে উঠছে।' ভাষ্যের সাথে ঐ ব্যাখ্যার কোন সাদৃশ্য নেই। শুধু তাই নয়, অধিকাংশস্থলে মূলভাবের সাথেও কোন সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, 'উত্তপ্ত সোমরস' মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও পদের ব্যাখ্যা হ'তে পারে, তা খুঁজে পাওয়া যায় না]।

১৬/৩—জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর দিব্যজ্যোতিঃ, জগৎকে উদ্ভাসিত করে ; অমৃতবর্ষক দেব সমগ্র বিশ্বে অমৃত প্রদান করেন ; ভগবানের প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মশক্তিকামী প্রজ্ঞাবান্ সাধক সৃষ্ট হন ; এবং ভগবানের প্রজ্ঞায় জ্ঞানবান লোকপালক দেবগণ সৃষ্টিকে ধারণ করেন—রক্ষা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সর্বময়। তাঁর শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয় ; ভগবানই

জগৎকে ধারণ করেন এবং রক্ষা করেন)। [মন্ত্রটিতে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। ভগবানই বিশ্বের উৎপত্তির মূলকারণ, তাঁর থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তাঁর শক্তিরবলেই জগৎ বিধৃত ও পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর করুণা-বলেই মানুষ জ্ঞানলাভ করে, অমৃত লাভে ধন্য হয়। সাধকেরা তাঁর কৃপাতেই প্রজ্ঞালাভ করেন, আত্মশক্তির অধিকারী হন। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন,—ইনি (সোমরস) প্রভাত কালেই সর্বাগ্রে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পেয়েছেন। ইনি অভিযেককারী অর্থাৎ জলাত্মক। ইনি অন্নবিতরণ কর্তা, এঁর প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয়। এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্বপুরুষদের সমাবৃত করল তখন তাঁরা সন্তান উৎপাদন করলেন, তাঁরা অনেক মনুষ্য সৃষ্টি করলেন।' এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যের যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হবে। ভাষ্যকারও মন্ত্রটিকে সোমের মাহাত্ম্যসূচক ব'লে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলেছেন যে, এখানে সোম বলতে সূর্যকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু মূলমন্ত্রে 'সোমরসের' আদৌ কোন উল্লেখ নেই। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'অস্য' পদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'সোমস্য'। এখানে সোমরসের প্রসঙ্গের অবতারণা করবার কোনও প্রয়োজনই দেখা যায় না। 'অস্য' পদে এখানে ভগবানকেই লক্ষ্য করে। এবং এই অর্থে মন্ত্রে সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। —ভাষ্যকার এখানকার মতো অন্যত্রও, কখনও কখনও, সূর্যাত্মক সোমের উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, আমরা দেখলাম, সোম বলতে ভাষ্যকার সর্বত্র সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে বোঝান না। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে সোমকে 'চন্দ্র' বলা হয়েছে। অথর্ববেদের অনেকস্থলে 'সোম' চন্দ্রের একটি নামান্তর মাত্র। এবং এই জন্য চন্দ্রের 'অমৃতকিরণ' 'সুধাকর' প্রভৃতি নাম হয়েছে ব'লে অনেকের ধারণা। চন্দ্রে 'সোম' অর্থাৎ 'অমৃত' আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নানারকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'সোমের' অর্থ দাঁড়িয়েছে—'অমৃত'। আমাদের ব্যাখ্যাও তাই—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপ-অমৃত]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। যথা—'স্বারসাম্', 'কাযম্', 'পবোবা'।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৭)

প্র মংহিষ্ঠায় গায়তে ঋতাম্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে।
উপস্তুতাসো অগ্নয়ে॥ ১॥
আ বংসতে মঘবা বীরবদ্ যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ।
কুবিন্নো অস্য সুমতির্ভবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ॥ ২॥

(সূক্ত ১৮)

তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষুঃ সাসহিম্।
উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্॥ ১॥

যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ।
মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি॥ ২॥
তদদ্যা চিত্ত উক্‌থিনোহনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা।
বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্ব সপর্যতি
সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূধি মহাঁ অসি॥১॥
যস্ত ইন্দ্র নবীয়সীং গিরং মন্দ্রামজীজনৎ।
চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্॥ ২॥
তমু ষ্টবাম যং গিরি ইন্দ্রমুক্‌থ্যানি বাবৃধুঃ।
পুরূণ্যস্য পৌংস্যা সিষাসন্তো বনামহে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৭সূক্ত/১সাম— হে অর্চনাকারী আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দাতৃশ্রেষ্ঠ, সৎস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্যশালী, দীপ্ততেজঃ সম্পন্ন জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে প্রকৃষ্টরূপে স্তব করো—তাঁর অনুসারী হও। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। এখানে সাধক জ্ঞানার্জনে নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করছেন)। [মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিব্যক্ত হয়েছে। জ্ঞানদেব যে সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ সৎস্বরূপেরই অংশীভূত, বিশেষণগুলিতে তা-ই প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানের দাতৃত্ব-শক্তি অপরিসীম। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভগবৎ-ভক্ত জনের ভগবৎ-প্রাপ্তিই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সৎস্বরূপ ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ব'লে সৎ-জ্ঞান ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতুভূত। যে জ্ঞান ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের সাথে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করায়, তাই ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন। সেই জন্যই সৎস্বরূপ জ্ঞানদেব 'বৃহতে' বিশেষণে বিশেষিত। ভাষ্যকার 'অগ্নি' অর্থে কোথাও জ্ঞানদেব লক্ষ্য করেননি। তাই ভাষ্যানুসরণে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দাঁড়িয়েছে—'হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবান, বৃহৎ, দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করো।' [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ১অ-১২দ-১সা রূপেও দেখা যায়]।

১৭/২—পরমধনসম্পন্ন জ্যোতির্ময় তেজোস্বরূপ আরাধনীয় পরমদেবতা সাধকবর্গকে আত্মশক্তিযুত সৎকর্মসাধনজনিত সুখ্যাতি সম্যক্‌রূপে প্রদান করেন ; সেই পরম দেবতার পরমমঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান আত্মশক্তির সাথে আমাদের প্রতি নিত্যকাল আগমন করুক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন। তিনি কৃপাপূর্বক আমাদের সেই ধন—পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। তিনি মানুষকে,—সাধকদের পরমধন প্রদান ক'রে থাকেন। ভগবানের এই করুণার কথা স্মরণ করেই মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়, পাপীতাপী হৃদয়ে শক্তিলাভ করে। ভগবানের করুণার উপর নির্ভর ক'রে মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থনায় নিযুক্ত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাই পরমধন পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রেও অগ্নি-সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে—'ধনবান্ অন্নবান্ অগ্নি সসিদ্ধ ও আহুত হয়ে যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, তার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সাথে বহুবার আমাদের অভিমুখে আগমন করুক।' —'আহুতঃ' পদে ভাষ্যকার

অর্থ করেছেন —'অভিমুখ্যেন হুতঃ'। কিন্তু আমরা মনে ক'রি আহ্বানার্থক 'হ্বে' ধাতুমূলক এই পদে ভগবানের আহ্বান অর্থাৎ আরাধনাকেই বোঝাচ্ছে]। [এই সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'প্রমংহিষ্ঠীয়ম্']।

১৮/১—পাপনাশে বজ্রের ন্যায় পাষাণ কঠোর হে দেব! আপনার অভীষ্টবর্ষক রিপুসংগ্রামের শত্রুজয়কারী লোকসমূহের রক্ষক এবং জ্ঞানভক্তি-সঞ্চারকারী, মোক্ষসাধক সেই পরমানন্দ আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের মোক্ষসাধক পরমানন্দ প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রের মধ্যে সেই আনন্দের স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে, যে আনন্দ—অভীষ্টবর্ষক। মানুষের চরম অভীষ্ট মুক্তি, মোক্ষ। যিনি পরমানন্দ লাভ করেছেন, তিনি মুক্তির অধিকারী। সুতরাং একদিক দিয়ে মোক্ষ ও আনন্দ অভেদার্থক। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ, যিনি কেবলমাত্র আনন্দ স্বরূপের উপাসনায় মুক্তিলাভ করতে চান, তিনি পরমানন্দকেই মুক্তি ব'লে গ্রহণ করেন। সুতরাং একদিক দিয়ে আনন্দ প্রাপ্তিই মুক্তি। আনন্দ শত্রুজয়কারী। যিনি আনন্দ লাভ করেছেন, শত্রু তাঁকে আক্রমণ করবে তো দূরের কথা, শত্রুগণ তাঁর ভয়ে পলায়ন করে। যিনি আনন্দ লাভ করেছেন, জগতে তাঁর ভয় করবার কিছু থাকে না। তাঁর হৃদয়-মন আনন্দে ভরপুর। তাঁর কাছে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ আনন্দপূর্ণ]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৪দ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

১৮/২—হে ভগবন্! আপনি যে কৃপাবশে আয়ুষ্কামী অর্থাৎ সৎকর্মজনিত দীর্ঘজীবনকামী সাধককে পরাজ্ঞান প্রদান করেন, সেই কৃপাবশে আপনি সেই সাধকের হৃদয়ের পরমানন্দদায়ক হয়ে বিশেষরূপে বিরাজ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকদের পরাজ্ঞান এবং পরমানন্দ প্রদান করেন)। [যিনি প্রকৃত পক্ষে উন্নত জীবন লাভ করতে চান, তিনি ভগবানের কৃপায় ঊর্ধ্বমার্গে গমন করতে সমর্থ হন। তাঁর হৃদয় জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সেই আলোকে তিনি নিজের গন্তব্য পথ নিরূপণ করতে সমর্থ হন। হৃদয়ের পরম আনন্দলাভ তাঁর আবির্ভাবেই সম্ভবপর হয়]।

১৮/৩— হে ভগবন্! প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ পূর্বের ন্যায় অদ্যাপি অর্থাৎ নিত্যকাল আপনার প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রখ্যাপন করেন ; অভীষ্টদাতা অমৃতপ্রবাহকে আপনি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা নিত্যকাল ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [সাধকেরা ভগবানের মহিমা জীবনে উপলব্ধি করেন, তাই স্বভাবতঃই সেই মহিমা কীর্তনে রত হন। শুধু তাই নয়, ভগবৎ-মহিমা কীর্তন, শ্রবণ ও আলাপনে মানুষ পবিত্র হয়—মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। তাই সাধকদের পক্ষে ভগবানের মহিমা কীর্তনে আত্মনিয়োগ স্বাভাবিক। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের এই অংশের ব্যাখ্যা বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। তবে মন্ত্রের শেষাংশের 'জয়' পদের ভাষ্যার্থ—'স্বায়ত্বং কুরু'— প্রচলিত অনুবাদে অর্থ 'জয় করো'। কিন্তু জয় করার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। 'অপঃ' অর্থাৎ অমৃতপ্রবাহ, আমাদের প্রদান করো এই অর্থেই সঙ্গতি রক্ষিত হয়। ভগবানের অজেয়, অথবা জেতব্য কিছুই নেই ; তিনি যা করেন, তা লোকহিতার্থে। এই দৃষ্টিতেই মন্ত্রের পদগুলির ব্যাখ্যা গৃহীত হওয়া উচিত]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির প্রথম দু'টির নাম—'হরিবর্ণম্', এবং শেষেরটির নাম—'সৌভরম্']।

১৯/১—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! দিগ্‌ভ্রান্ত (বিপথগামী) আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন ; যে জন আপনাকে আরাধনা করে—আপনার অনুসরণ করে, আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান দান ক'রে আপনি তাকে প্রবর্ধিত করেন। আপনি মহান্ হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! এই প্রার্থনাকারী দিগ্‌ভ্রান্ত আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন]। [সকলের প্রার্থনাই তো তিনি শ্রবণ করেন। তবে আমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ কেন? আমি যে দিগ্‌ভ্রান্ত পতিত। তাই মনে হয়—আমার প্রার্থনা বুঝি তাঁর কাছে পৌঁছবে না, আমি বুঝি পতিতই থাকব। তাই আমার প্রার্থনা শ্রবণ করবার জন্যই এই প্রার্থনা। —কি আমার প্রার্থনা? আমাকে উদ্ধার করবার জন্য, আমাকে সেই পরমধন দাও— যে ধন পেলে আমি আমার সঠিক গন্তব্য পথে চলতে পারব, আমি আমার চরম লক্ষ্যসাধনের দিকে অগ্রসর হ'তে পারব। আমাকে পরাজ্ঞান দাও, আমি যেন সেই জ্ঞানালোকের সাহায্যে, এই ঘনান্ধকারের মধ্যে আমার পথ চিনে নিতে পারি, চিরদিনের জন্য যেন আমার ভ্রান্তি টুটে যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১২দ-৫সা) প্রাপ্তব্য]।

১৯/২—বলাধিপতি হে দেব (ইন্দ্র)! যে সাধক সর্বকালে আপনার সম্বন্ধীয় আনন্দদায়ক প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, সেই সাধককে আপনি সত্যের নিত্য প্রবৃদ্ধ পরাজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের পরাজ্ঞানদায়ক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি প্রদান করেন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাতে ভাব দাঁড়িয়েছে—'হে ইন্দ্র! প্রার্থনাকারী যজমানদের রক্ষার জন্য অতীন্দ্রিয়দর্শিকা বুদ্ধি বা কর্ম করুন।' ভাষ্যকার 'কুরু' পদ অধ্যাহার করেছেন। আমরা 'প্রযচ্ছসি' পদ গ্রহণ করেছি। 'নবীয়সীং' পদের ব্যাখ্যায় আমরা 'সর্বকালং' অর্থ গ্রহণ করেছি। অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সাথে আমাদের ব্যাখ্যার মূল ভাবগত ঐক্য আছে]।

১৯/৩—যে বলাধিপতি দেবতাকে অর্থাৎ ভগবানকে সাধকগণের স্তুতি ও প্রার্থনা প্রবৃদ্ধ করে, অর্থাৎ যাঁর মহিমা প্রখ্যাপন করে, সেই ভগবানকেই যেন আমরা আরাধনা ক'রি ; ভগবানের প্রভূতপরিমাণ শক্তি কামনাকারী হয়ে আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সর্বলোকপূজক ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাষ্য ইত্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে আমাদের বিশেষ কোনও অনৈক্য নেই। মন্ত্রে সর্বলোকপূজ্য ভগবানের আরাধনা করবার জন্য আত্ম-উদ্বোধনা আছে। ভাব এই যে, সাধকবর্গ তাঁর আরাধনা করেন। মহাজনদের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন ক'রে আমরাও যেন ভগবানের পূজায় ব্রতী হই। শক্তির আধার ভগবান্। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে মানুষ শক্তিলাভ করতে পারে। তাই বলা হয়েছে— "পৌংস্যা সিষাসন্তো' অর্থাৎ তাঁর শক্তি কামনা ক'রে যেন আমরা তাঁর পূজা ক'রি। ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু ; তিনি অবশ্যই আমাদের কামনা পূর্ণ করবেন। তাই তাঁর চরণেই আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করছি। মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই আমরা দেখতে পাই]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'তৈরশ্চ্যম্' এবং 'বারবন্তীয়ম্']।

— চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—পঞ্চম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৫, ১০-১২, ১৬-১৯, পবমান সোম ; ৬/২০ অগ্নি ; ৭/ মিত্র ও বরুণ ; ৮, ১৩-১৫, ২১/২২ ইন্দ্র ; ৯ ইন্দ্রাগ্নী।

ছন্দ—১/৬ জগতী, ২-৫, ৭-১০, ১২, ১৬, ২০ গায়ত্রী, ১১/১৫ প্রগাথ বৃহতী ও সতোবৃহতী ; ১৩ বিরাট ; ১৪ (১) অতি জগতী ; ১৪ (২,৩) উপরিষ্টাৎ বৃহতী ; ১৭ প্রগাথ বিষমা ককুপ, সতোবৃহতী ; ১৮ উষ্ণিক্ ; ১৯ ত্রিষ্টুপ ; ২১/২২ অনুষ্টুভ্।

ঋষি—১ আকৃষ্ট ও মাষগণ ; ২ অমহীয়ু আঙ্গিরস ; ৩ মেধ্যাতিথি কাণ্ব ; ৪/২২ বৃহস্পতি আঙ্গিরস ; ৫ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব ; ৬ সুতম্ভর আত্রেয় ; ৭ গৃৎসমদ শৌনক, ৮/২১ গোতম রাহুগণ ; ৯/১৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ১০ দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য ; ১১ সপ্ত ঋষি (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ; ১৪ রেভ কশ্যপ, ১৫ পুরুহন্মা আঙ্গিরস ; ১৬ অসিত কাশ্যপ বা দেবল ; ১৭ (১) শক্তি বাসিষ্ঠ ; ১৭ (২) উরু আঙ্গিরস ; ১৮ অগ্নি চাক্ষুস ; ১৯ প্রতর্দন দৈবোদাসি ; ২০ প্রয়োগ ভার্গব ; ২২ পাবক অগ্নি বার্হস্পত্য (সূক্তটি ঋগ্বেদে না থাকায় এর ঋষি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে)।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধেনবো দিব্যা অসৃগ্রন্ পয়সা ধরীমণি।
প্রান্তরিক্ষাৎ স্থাবিরীস্তে অসৃক্ষত যে ত্বা মৃজন্ত্যৃষিষাণ বেধসঃ॥ ১॥
উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনৌ কলশেষু সীদতি॥ ২॥
বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশী পবসে সোম ধর্মণা পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

পবমানো অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্।
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ॥ ১॥

পবমান রসস্তব মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ।
বি বারমব্যমর্ষতি॥ ২॥
পবমানস্য তে রসো দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্।
জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

প্র যদ্ গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অযাসো অক্রমুঃ।
ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্॥ ১॥
সুবিতস্য বনামহেঽতি সেতুং দুরায্যম্।
সাহ্যাম দস্যুমব্রতম্॥ ২॥
শৃণ্বে বৃষ্টেরিব স্বনঃ পবমানস্য শুষ্মিণঃ।
চরন্তি বিদ্যুতো দিবি॥ ৩॥
আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ।
অশ্ববৎ সোম বীরবৎ॥ ৪॥
পবস্ব বিশ্বচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ।
উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ॥ ৫॥
পরি ণঃ শর্মযন্ত্যা ধারয়া সোম বিশ্বতঃ।
সরা রসেব বিষ্টপম্॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার সর্বব্যাপক দ্যুলোকজাত জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। যে জ্ঞানিগণ সাধকলভ্য আপনাকে পরিশোধন করেন, সেই জ্ঞানিগণ দ্যুলোকজাত অমৃতপ্রবাহ লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ অমৃতলাভ করেন। আমরা যেন জ্ঞান সমন্বিত অমৃত লাভ ক'রি)। [মন্ত্রের ভাষ্যে 'ধরীমণি' পদে 'ধারকে, দ্রোণ কলশে' অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে, বর্তমান স্থলে 'ধরীমণি' পদের 'ধারকে' অর্থই সঙ্গত, কিন্তু তার দ্বারা দ্রোণকলশকে বোঝায় না। যাতে সত্ত্বভাব, সৎভাব ধারণ করা যায়, তা মানুষের হৃদয়। তাই ভাষ্যের মূল অর্থ গ্রহণ করেও আমরা শেষ পর্যন্ত তার সাথে একমত হ'তে পারিনি। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার 'সোম' পদ অধ্যাহার করেছেন। কাজেই এই সোমরসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য তাকে সেইরকমেই ব্যাখ্যা করতে হয়েছে]।

১/২—পবিত্রকারক, নিত্যস্বরূপ সত্যস্বরূপ দেবতার জ্ঞানদায়ক কিরণসমূহ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়; যখন পাপহারক সত্ত্বভাব সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে পরিশোধিত হয়, তখন সৎস্বরূপ দেব সেই সাধকদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকদের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁরা মোক্ষলাভ করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'সোম' পদ

অধ্যাহার ক'রে মন্ত্রার্থের ভিন্ন রূপ প্রদান করা হয়েছে। সেখানে সোমকে কিরণপুঞ্জ-বিতরণকর্তা বলা হয়েছে। আরও, সোম সুস্থির। মূল পদ 'ধ্রুব' অর্থাৎ যা কখনও বিচলিত হয় না। শুধু তাই নয়, সোমের 'রশ্ময়ঃ' অর্থাৎ কিরণপুঞ্জ—'কেতবঃ' অর্থাৎ প্রজ্ঞাপক—জ্ঞানদায়ক। সোমের এই বিশেষণ একেবারেই দুর্বোধ্য। আমরা মনে ক'রি, ভগবানের মহিমাই এই শব্দগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের কৃপার কথাই আলোচিত হয়েছে]।

১/৩—সর্বজ্ঞ হে শুদ্ধসত্ত্ব! জগতের অধীশ্বর সৎস্বরূপ আপনার মহান্ জ্ঞানরশ্মিসমূহ সকল দেবভাবকে প্রকাশিত করে। হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্বব্যাপক আপনি জগৎ-উদ্ধারণ ক'রে জগৎকে পবিত্র করেন এবং সকল জগতের অর্থাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আপনি জ্যোতিঃ প্রদাতা হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবসমূহের প্রকাশক হয় ; এবং সত্ত্বভাবের দ্বারা জগতের স্থৈর্য সম্পাদিত হয়)। [প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদির সাথে অধিকাংশ স্থলেই শব্দগত মিল থাকলেও ভাষ্যে সোমরসের কল্পনা করায় ভাবগত বৈষম্য দাঁড়িয়েছে। আমরা মনে ক'রি, সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করেই 'প্রভোঃ' 'সতঃ' প্রভৃতি বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সতঃ' অর্থাৎ 'সৎস্বরূপস্য' বিশেষণটি সোমরসের পক্ষে কিভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে? সোমরস যদি সৎ হয়, তবে জগতে অসৎ আর কি হ'তে পারে? শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই জগৎ পবিত্র হয়। সত্ত্বভাবের বলেই জগৎ বিধৃত আছে—বিশ্ব স্থৈর্য লাভ করেছে। মানুষের অন্তরস্থিত দেবভাবগুলি শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণেই বিকাশ লাভ করে। মন্ত্রে তাই মাদকদ্রব্য সোমরসের নয়, শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই কীর্তিত হয়েছে ব'লে আমাদের ধারণা]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'লৌশাসূম্']।

২/১—পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকসম্বন্ধীয় বিচিত্র, মহাতেজসম্পন্ন, অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ, মহৎ, বিশ্বব্যাপক জ্ঞানের আলোক সৃষ্টি করেন। (ভাব এই যে, —ভগবান্ জগতের হিতের জন্য মুক্তিদায়ক জ্ঞানের আলোক জগতে বিচ্ছুরিত করেন)। [জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত মুক্তিলাভ সম্ভবপর নয়। ভগবান্ তাঁর সন্তানদের অধঃপতিত রাখতে পারেন না। তাই তাঁদের নিজের ক্রোড়ে তুলে নেবার জন্য তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক বিচ্ছুরিত করেন। সেই জ্ঞানের আলোকের সাহায্যে মানুষ নিজের চরম গন্তব্য পথ নির্ধারণ করে—মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই অসীম করুণার কথাই বিবৃত হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-২দ-৮সা) প্রাপ্তব্য]।

২/২—জ্যোতির্ময় অথবা বিশ্বাধিপতি পবিত্রকারক হে দেব! আপনার পরমানন্দদায়ক রিপুনাশক অমৃত নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার সাথে সম্মিলিত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —ভগবানের অমৃতপ্রবাহ পরাজ্ঞানের সাথে মিলিত হয়)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে জ্যোতির্ময় সোম! তুমি ক্ষরিত হচ্ছ, তোমার সেই আনন্দকর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাচ্ছে।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদুচ্ছুনঃ' পদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। ভাষ্যকার 'রক্ষোবর্জিত' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরাও ঐ মত পোষণ ক'রি বটে ; কিন্তু ঐ অর্থের ভাব সম্বন্ধে ভাষ্যের সাথে আমাদের মতবিরোধ আছে। আমরা মনে ক'রি, ঐ পদে 'রিপুনাশক' অর্থে অমৃতকে লক্ষ্য করে, এখানে সোম বা সোমরসের প্রসঙ্গ নেই। বিশেষতঃ সোমরসের পক্ষে 'অদুচ্ছুনঃ' বিশেষণের কোন সার্থকতা নেই। অমৃত সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য হ'তে পারে এবং ঐ দৃষ্টিতেই আমরা মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করেছি]।

২/৩— হে ভগবন্! পবিত্রকারক আপনার আত্মশক্তিদায়ক জ্যোতির্ময় অমৃত সাধকহৃদয়ে প্রকাশিত হয় ; আপনি কৃপাপূর্বক আপনার পূর্ণ দিব্যালোক পরাজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভাষ্য ইত্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সোম' পদ অধ্যাহার করা হয়েছে। আমরা মনে ক'রি এই মন্ত্রে ভগবানকেই লক্ষ্য করে। 'সোম' পদ অধ্যাহার করায় মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে, তা এই —'হে সোম! তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্যমান ক'রে দৃষ্টিগোচর ক'রে দিচ্ছে।' এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সোমরসের শক্তির দ্বারা অপ্রকাশিত জগৎ প্রকাশিত হচ্ছে, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানতা দূরীভূত হচ্ছে। তা কি 'সোমরস' নামক দ্রব্য দ্বারা সম্ভবপর? তাই এটাই মনে করতে হয় যে, ভাষ্যকার 'সোমরস'-এর দ্বারা মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও উচ্চতর দিব্যশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করছেন, নতুবা আমাদের ধারণা এই যে, ভাষ্যকার মন্ত্রার্থের ভাবসঙ্গতি রক্ষা করতে পারেননি। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'সংহিতম্', 'জরোধীয়ম্' 'ঔপগবোত্তরম্']।

৩/১— জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন জ্যোতির দ্বারা অজ্ঞহৃদয়কে উদ্ভাসিত করে, অথবা স্তুতিবাক্য যেমন ক্ষিপ্রতার সাথে স্তুত্যকে প্রাপ্ত হয়, তেমন স্তোতৃদের পোষক, জ্যোতিষ্মান্, আশুমুক্তিপ্রদায়ক অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশকারী যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাব আমাদের সৎকর্মে মোক্ষপথে প্রবর্তিত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের সাহায্যে আমরা যেন মোক্ষলাভ ক'রি)। [মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাবঃ' পদে পূর্বাপর আমরা 'জ্ঞানঃ' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'ভূর্ণয়ঃ' পদ পোষণার্থক 'ভৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। সেই অনুসারে আমরা ঐ পদে 'ভরণশীলাঃ স্তোতৃণাং পোষকাঃ' অর্থ গ্রহণ করেছি। অজ্ঞানতাই 'কৃষ্ণাং ত্বচং' পদের লক্ষ্য। —প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'যে সোমসকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হয়ে কৃষ্ণত্বকদের হনন ক'রে বিচরণ করেন তাদের স্তব করো।' এই অনুবাদের টীকায় লিখিত হয়েছে যে, 'কৃষ্ণত্বক' বলতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণত্বক' বলতেই যদি অনার্যের উল্লেখ হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, দ্রৌপদী, ভীম, এমন কি নবদূর্বাদলকান্তি রামচন্দ্রও তো অনার্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে যান! সুতরাং ব্যাখ্যাকারের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন ব'লে গ্রহণ করা অসম্ভব]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেরও ৫অ-৩দ-৫সা-তে পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২— ভগবানের সম্বন্ধীয় আমাদের রিপুবিনাশ আমরা প্রার্থনা করছি ; (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুনাশ করুন) ; তাঁর কৃপায় আমরা যেন দুর্ধর্ষ সৎকর্মাবিঘাতক শত্রুকে অভিভব করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুজয়ী হ'তে পারি)। [মন্ত্রের কোথায়ও 'সোমের' উল্লেখ না থাকলেও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসকে টেনে আনা হয়েছে। তাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই, —'ব্রতরহিত দস্যুকে অভিভব ক'রে আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষস-বন্ধন ও রাক্ষস-হনন ইচ্ছায় স্তব ক'রি।' এই ব্যাখ্যায় ভাষ্যেরও সম্পূর্ণ মিল নেই। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা উভয়ের ব্যাখ্যা থেকেই পৃথক্। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করছেন]।

৩/৩— বৃষ্টিধারার মতো পবিত্রকারক দেবতার জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানধারা সাধকেরা লাভ করেন ; পাপনাশক (অথবা পরমশক্তিসম্পন্ন) দেবতার জ্যোতিঃ দ্যুলোকে বিদ্যমান আছে। (মন্ত্রটি

নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —সাধকগণ ভগবানের সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভিন্ন অর্থ কল্পিত হয়েছে। যেমন, —'অভিষবকালে বলবান্ সোমের দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে এবং বৃষ্টির ন্যায় তার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।' সোমের সম্বন্ধে বর্ণনাটি সমীচীন না হ'লেও ব্যাখ্যাকার সোমরসকেই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে মোটেই সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নেই। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই লক্ষ্য করছে]।

৩/৪— হে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব। আপনি আমাদের জ্ঞানযুক্ত, আত্মশক্তিদায়ক, ব্যাপক জ্ঞানযুক্ত, হিতরমণীয়, মহৎ সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমসিদ্ধি প্রদান করুন)। [ভাষ্য ইত্যাদিতে মন্ত্রটিকে সোমরসের কাছে প্রার্থনামূলক ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—'হে সোম! তুমি অভিযুত হয়ে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহা অন্ন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করো।' কিন্তু সোমরস নামক মাদকদ্রব্য কিভাবে আমাদের মহাঅন্ন দিতে পারে? মাদকদ্রব্য পান করলে অন্ততঃ সাময়িকভাবে একটু বলে লাভ হয়, এটা না হয় স্বীকার করা গেল ; কিন্তু সেইসঙ্গে অশ্ব ও গো লাভ হবে কেমন ক'রে? প্রকৃতপক্ষে 'গো' এবং 'অশ্ব' শব্দ দু'টিতে কি অর্থ জ্ঞাপন করে তা পূর্বে বহুত্র আলোচনা করা হয়েছে। 'গোযুক্ত' অর্থাৎ 'জ্ঞানযুক্ত', 'অশ্ববৎ' অর্থাৎ 'ব্যাপক জ্ঞানযুক্ত' ইত্যাদি অর্থই সঙ্গত। 'সোম' যে 'বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব' তা আমাদের এই সম্পর্কিত প্রতিটি মন্ত্রেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে]।

৩/৫— সর্বজ্ঞ হে দেব! আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন (অথবা আমাদের হৃদয়ে অমৃত প্রদান করুন)। জ্ঞানদেব যথা জ্ঞানকিরণের দ্বারা জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবীকে পূর্ণ করেন অর্থাৎ তাঁর সার্থকতা সম্পাদন করেন, তেমন আপনি আপনার অমৃতের দ্বারা মহান্ দ্যুলোক ভূলোককে সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের— বিশ্বস্থিত সকলকে অমৃতের দ্বারা পূর্ণ করুন)। [আবার সেই বিশ্বজনীন মঙ্গলের প্রার্থনা। কেবল নিজের জন্য নয়, বিশ্ববাসী সকলেই যেন অমৃতত্ব লাভ করে। বেদের অন্যত্রও আমরা এই ভাবের দ্যোতনা দেখতে পেয়েছি। মন্ত্রের মধ্যে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে—জ্ঞানদেবের কৃপাতেই জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তির সার্থকতা সম্পাদিত হয়। মানুষের অন্তরে সব রকম বৃত্তিই আছে সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাদের বিকাশ হয় না, তাদের সার্থকতা ঘটে না। —'সূর্য' অর্থে 'জ্ঞানদেব', 'উষাঃ' অর্থে 'জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী' ইত্যাদি আমাদের পরিগৃহীত ব্যাখ্যাগুলি ইতিপূর্বে অন্যান্য মন্ত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে]।

৩/৬— হে শুদ্ধসত্ত্ব! জল যথা ভূলোককে (অথবা অমৃত যথা বিশুদ্ধ) অভিসিঞ্চিত করে, তেমনই আপনি আপনার পরম মঙ্গলকারক প্রবাহের দ্বারা আমাদের অভিষিঞ্চিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমকল্যাণদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে —'রসেব বিষ্টপং'। ভাষ্যকার এর অর্থ করেছেন— 'রসেনেব ভূলোকং যদ্বা রসানদী স্থানং সা প্রবণরূপমিদং।' তাতে 'রসেব' পদের অর্থ দাঁড়িয়েছে— 'নদীতুল্য' অথবা 'নদীর মতো'। কিন্তু আমরা মনে ক'রি 'রস' শব্দে এখানে 'জল' অথবা 'অমৃত' অর্থ প্রকাশ করছে এবং এই উভয় মর্মানুসারে আমরা ঐ উপমাটির দু'টি ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি]।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরিপ্রিয়েণ ধাম্না।
যত্র দেবা ইতি ব্রুবন্॥ ১॥
পরিষ্কৃণ্বন্নস্কৃতং জনায় যাতয়ন্নিষঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রব॥ ২॥
অয়ং স যো দিবস্পরি রঘুযামা পবিত্র আ।
সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ॥ ৩॥
সুত এতি পবিত্র আ ত্বিষিং দধান ওজসা।
বিচক্ষাণো বিরোচয়ন্॥ ৪॥
অবিবাসন্ পরাবতো অথো অর্বাবতঃ সুতঃ।
ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু॥ ৫॥
সমীচীনা অনূষত হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।
ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে॥ ৬॥

(সূক্ত ৫)

হিন্বন্তি সুরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্।
মহামিন্দুং মহীয়ুবঃ॥ ১॥
পবমান রুচারুচা দেব দেবেভ্যঃ সুতঃ।
বিশ্বা বসুন্যা বিশ॥ ২॥
আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ।
ইষে পবস্ব সংযতম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—মহামতি হে দেব! আপনি আপনার প্রিয়স্থান অর্থাৎ দেবভাবসমন্বিত সাধক হৃদয়কে নিত্যকাল প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে—ভগবান্ পবিত্র সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন)। যে স্থানে দেবভাব বর্তমান থাকে (অথবা সমুদ্ভূত হয়) তা আপনি আমাদের বলুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! যেভাবে আমাদের হৃদয়ে দেবভাব সমুদ্ভূত হয়, তেমনই আমাদের উপদেশ প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে এই সত্যই প্রকটিত হয়েছে যে, সাধকের হৃদয়ই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ—ঈশ্বরের অবস্থান স্থল। দ্বিতীয় অংশে ভগবানের প্রেরণা লাভ করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৪/২— হে ভগবন্! আপনি লোকবর্গের অবিশুদ্ধ হৃদয়কে বিশুদ্ধ ক'রে জগতের হিতের জন্য

সকল লোকবর্গকে সিদ্ধি অথবা আত্মশক্তি প্রদান করুন ; এবং দ্যুলোক হ'তে করুণাধারা বর্ষণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের—সকল লোককে—পরাসিদ্ধি প্রদান করুন)। [প্রার্থনাটি বিশ্বজনীন এবং 'অনিষ্কৃতং' পদে পাপতাপক্লিষ্ট মানবহৃদয় মাত্রকেই লক্ষ্য করে। 'বৃষ্টিং' পদেরও লক্ষ্যস্থল ভগবানের করুণাধারা। তিনি স্বর্গ হ'তে তাঁর করুণাধারায় দুঃখতাপগ্রস্ত মানুষের হৃদয়ের সকল মলিনতা পঙ্কিলতা বিধৌত ক'রে দেন। এই সত্যকে উপলক্ষ্য ক'রে মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৪/৩— যে দেবতা দ্যুলোকে শীঘ্রগামী অর্থাৎ আশুমুক্তিদায়ক, প্রসিদ্ধ সেই দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আগমন করেন। তিনি সত্ত্বসমুদ্রের প্রবাহ লোকগণকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —মুক্তিদায়ক ভগবান্ সাধকদের শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদটি এই—'এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হয়ে সিন্ধুর উর্মিতে ক্ষরিত হচ্ছে। ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন ক'রে থাকেন।' মন্ত্রে সোমরসের কোন উল্লেখ না থাকলেও অনুবাদকার এবং ভাষ্যকার দু'জনেই সোমের সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। আমরা মনে ক'রি 'অয়ং' পদে ভগবানকেই লক্ষ্য করে, তিনিই 'দিবস্পরি রঘুয়ামা' অর্থাৎ মানুষকে তিনিই শীঘ্র স্বর্গলাভ করান, তাঁর কৃপাতেই মানুষ স্বর্গলাভ করে অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। তিনিই মানুষের মঙ্গলের জন্য তাদের শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। 'সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ' পদ দু'টি এই সত্যকেই নির্দেশ করছে। মানুষের শুদ্ধসত্ত্বলাভের একমাত্র উপায় ভগবান্। অন্য কোন উপায়েই মোক্ষলাভের উপায় নেই]।

৪/৪— পবিত্রতাস্বরূপ দেব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে গমন করেন ; সর্বজ্ঞ জ্যোতির্ময় সেই দেবতা আপন শক্তির দ্বারা আমাদের জ্যোতিঃ প্রদান ক'রে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন)। [পবিত্রতাস্বরূপ ভগবান্ সাধকের পবিত্র হৃদয়েই অবস্থান করেন। পবিত্রতা, পবিত্রতারই অনুগামী। তাই সহজেই ভক্ত ও ভগবানের মিলন হয়ে থাকে। সাধকের, ভক্তের সেই সৌভাগ্য দর্শন করেই যেন মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে—'হে প্রভো! অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আমরা, আমাদের তোমার দিব্যজ্যোতিঃ দানে কৃতার্থ করো। আমাদের মলিন পঙ্কিল হৃদয়কে তুমি তোমার মহিমাবলে পবিত্র উন্নত করো।' প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটির সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গৃহীত হয়েছে। যেমন,—'অভিযুত সোম দীপ্তি ধারণ পূর্বক এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত ক'রে শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করেছেন। অবশ্য এই ব্যাখ্যায় 'সোমকে' অন্য কোথাও থেকে আনা হয়েছে। তাই মন্ত্রে সোমের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হয়েছে। সোম যে শুধু নিজে জ্যোতির্ময় তা নয়, সোম অন্য পদার্থকেও জ্যোতির্ময় ক'রে থাকেন। আমরা কিন্তু মন্ত্রে সোমরসের সন্ধান পাইনি]।

৪/৫— দূরস্থিত এবং নিকটস্থিত (অর্থাৎ সকল) দেবভাব কামনাকারী অমৃত-স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ কর্তৃক তাঁদের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন)। ['পরাবতঃ' এবং 'অর্বাবতঃ' পদ দু'টির সাধারণ অর্থ যথাক্রমে —'যারা দূরে আছে' এবং 'যারা নিকটে আছে'। 'পরাবতঃ' পদের আর একটি অর্থ হয়—বহিঃস্থ। এই দিক দিয়ে 'অর্বাবতঃ' পদের অর্থ হয়—যা নিকটে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আছে। এই উভয় শব্দে ইহজীবন এবং পরজীবনকেও লক্ষ্য করতে পারে। অর্থাৎ একত্রে এই উভয় পদে 'সমগ্রত্ব' বোঝায়। এই মন্ত্রে এই অর্থই গৃহীত হয়েছে। ভাষ্য

ইত্যাদিতেও মন্ত্রটি এই ভাবেই গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলির বিভিন্ন অর্থের জন্য মন্ত্রের মুখ্য অর্থের বিকৃতি ঘটেছে। ভাষ্য ইত্যাদিতে 'সুতঃ' পদকে সোমরসের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং সোমপক্ষেই মন্ত্রের অর্থ করা হয়েছে। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে সত্ত্বভাব ও দেবভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে। শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের নিত্যসহচর। তাই যে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, সেই হৃদয় দেবত্বের অভিমুখে পরিচালিত হয়। তাই সত্ত্বভাব দেবভাবকে 'আবিবাসন্' অর্থাৎ কামনা করে বলা হয়েছে। দেবভাব ও শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণ সংযোগ ঘটলে মানুষ মোক্ষলাভ করে। সেইজন্যই সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন।

৪/৬—জ্ঞানিব্যক্তিগণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন। পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কঠোরসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন)। [এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে আমাদের বিলক্ষণ অনৈক্য আছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সম্যক মিলিত স্তোতাসকল স্তব করছেন। হরিৎ-বর্ণ সোমকে প্রস্তর সাহায্যে ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ করছেন।' 'হরিং' পদে 'পাপহারকং' অর্থই সঙ্গত। ভাষ্যকারও অনেক স্থলে ঐ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে ঐ পদে 'হরিৎবর্ণং' অর্থ গ্রহণ ক'রে তার বিশেষ্যস্বরূপ 'সোমং' পদ অধ্যাহার করেছেন। 'অদ্রিভিঃ' পদে 'পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা' অর্থ যে কোন বিচারে সুসঙ্গত ব'লেই প্রমাণিত]।

৫/১— পরমশক্তিসম্পন্ন জগৎপতি দেবতাকে কামনাকারী পরস্পর বন্ধুভূত ভগিণীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ মহান্ শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞান সাধকদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন)। [এই মন্ত্রটির নানারকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। একটি —'অঙ্গুলিগুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তাঁরা পরস্পর আপন-সম্পর্কীয় কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাঁদের স্বামী। এই কয়েকটি স্ত্রীলোক অতিশয় কার্যকুশল, এঁরা তাঁদের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাচ্ছেন, এঁদের বাসনা এই যে, সোম রস ক্ষরিত হয়।' গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত এই মন্ত্রটির এত বড় লম্বা অনুবাদ হয়েছে। ভাষ্যকারও 'স্বসারঃ' 'জাময়ঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় অনেক গবেষণা করেছেন। বিবরণকারও অন্য এক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ভাষ্যকারও দিয়েছেন। আমরা মনে ক'রি 'স্বসারঃ' পদের সাধারণ 'ভগিন্যঃ' অর্থই এখানে সঙ্গত। 'জাময়ঃ' পদে ভাষ্যানুসরণেই 'বন্ধুভূতাঃ' অর্থ নিষ্পন্ন হয়। 'ইস্রয়ঃ' পদে জ্ঞানকিরণকে লক্ষ্য করে। বিবরণকার কতকটা এই ভাবই গ্রহণ করেন ব'লে মনে করা যেতে পারে। তবে তিনি জ্ঞানরশ্মি স্থলে আদিত্যরশ্মি অর্থ গ্রহণ করেছেন। —উপরোক্ত বঙ্গানুবাদের একটি টিপ্পনী আছে। তা এই—'এই উপমাটি ঋগ্বেদের অনেকস্থলে ব্যবহার হয়েছে, কার্যপটু অঙ্গুলিগুলিকে অগ্নি বা ইন্দ্র, বা সোমদেবের স্ত্রী ব'লে বর্ণনা করতে ঋষিগণ ভালবাসতেন। এমন উপমা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেই কালে ধনাঢ্য বা রাজাগণের বহুদার পরিগ্রহ করবার রীতি ছিল।' বৈদিক গবেষণার একটি নমুনা প্রদর্শন করবার জন্যই এই টিপ্পনীটি উদ্ধৃত হলো]।

৫/২— পবিত্রকারক জ্যোতির্ময় হে দেব! বিশুদ্ধ আপনি দেবভাব প্রাপ্তির (অথবা ভগবৎপ্রাপ্তির) জন্য দিব্যজ্যোতির সাথে আমাদের সকল পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আপনি কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [ভগবানই জ্যোতিঃ

ও পরমধনের উৎস। তাঁর কাছ থেকেই মানুষ নিজের সকলরকম আকাঙ্ক্ষণীয় ধন প্রাপ্ত হয়। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। তাই মানুষ তাঁর চরণতলে নিজের সকল বাসনা কামনা নিবেদন করে। মন্ত্রে তাই ভগবানের কাছে পরমধনের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। —এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি আছে, তাতে নানারকম বিভিন্ন ভাব পরিগৃহীত হয়েছে। ভাষ্যকার প্রার্থনামূলক ভাব গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু ব্যাখ্যাতে 'সোম' শব্দ অধ্যাহার করায় মূল অর্থের ব্যত্যয় ঘটেছে]।

৫/৩— পবিত্রকারক হে দেব! দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য শোভন স্তুতিযুক্ত জ্ঞানপ্রবাহ আমাদের প্রদান করুন। হে দেব! সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য ভগবৎসেবন অর্থাৎ সেই শক্তি আমাদের সাথে সম্মিলিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন পরাজ্ঞান ও ভগবৎসেবার শক্তি লাভ করি)। [ভগবৎসেবার অধিকার প্রাপ্তি বড় সহজ কথা নয়। ইচ্ছা থাকলেও, চারিদিকের নানারকম বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়ে, মানুষ নিজের অভীষ্ট পথে অর্থাৎ ভগবৎ আরাধনার পথে চলতে পারে না। ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ না করলে তাকে স্রোতের তৃণের মতোই বিপরীত দিকে ভেসে যেতে হয়। যিনি ভাগ্যবলে অথবা ভগবানেরই কৃপায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তিনিই নিজের অভীষ্ট পথে চলতে সমর্থ হন। তাই চরম অধিকার পাবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

[এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'বিশ্বোবিশীয়ম্' এবং 'ঐড়ানাংসংঙ্ক্ষারম্']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৬)

জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে।
ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ॥১॥
ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে।
স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহৎ ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ॥২॥
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমঃ পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমিন্ধতে।
ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স বর্হিষি সীদন্ নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ॥৩॥

(সূক্ত ৭)

অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।
মমেদিহ শ্রুতং হবম্॥ ১॥
রাজা নাবনাভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে।
সহস্রস্থূণ আশাতে॥ ২॥

তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী আদিত্যা দানুনস্পতী।
সচেতে অনবহ্বরম্॥৩॥

(সূক্ত ৮)

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব॥ ১॥
ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্।
তদ্‌বিদচ্ছর্যণাবতি॥ ২॥
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম।
ইত্থা চন্দ্রমাসো গৃহে॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ।
অভ্রাদ্ বৃষ্টিরিবাজনি॥ ১॥
শৃণুতং জরিতুর্হবমিন্দ্রাগ্নী বনতং গিরঃ।
ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ॥ ২॥
মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী মাভিশস্তয়ে।
মা নো রীরধতং নিদে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৬সূক্ত/১সাম—বিশ্বের রক্ষক, চিরপ্রবুদ্ধ পরমশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানদেব নিত্যকল্যাণের জন্য জগতে প্রাদুর্ভূত হন ; অমৃতস্বরূপ পবিত্রকারক জ্যোতির্ময়, সেই দেবতা সাধকদের মঙ্গলবিধানের জন্য মহৎ মোক্ষপ্রাপক জ্যোতিঃর সাথে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরম কল্যাণদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের মহিমা কীর্তনই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অগ্নিং' পদের কয়েকটি বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করলেই ঐ পদে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করে, তা উপলব্ধ হবে। প্রথম বিশেষণ 'জনস্য গোপা'—অর্থাৎ বিশ্বের রক্ষক। জ্ঞানের বলেই সৃষ্টি-স্থিতি সম্ভবপর হয়, অজ্ঞানতায় ধ্বংস। জ্ঞানই জগৎকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে সমর্থ। 'জাগৃবিঃ' পদে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞান চিরপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ চিরজাগরণশীলতাই জ্ঞানের ধর্ম। 'সুদক্ষঃ' এবং 'ঘৃতপ্রতীকঃ' পদ দু'টি জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত করছে। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি, জ্ঞানই অমৃত। জ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। 'দিবিস্পৃশা' পদ জ্ঞানের মোক্ষপ্রাপিকা শক্তিই পরিব্যক্ত করছে। সেই জ্ঞান জগতের হিতের জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। বিশেষতঃ সাধকের হৃদয়ের মধ্য দিয়েই ভগবানের জ্ঞানশক্তি বিশ্বমঙ্গল সাধিত করে। সাধকগণ তাঁদের পরমমঙ্গল সাধনের জন্য এই মোক্ষপ্রাপক জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চয় করে। অথবা ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন]।

৬/২—হে জ্ঞানদেব। সকল জ্যোতিঃতে আশ্রিত অর্থাৎ সকল জ্যোতিঃর আশ্রয়ভূত, নিগূঢ়,

ভগবানে বর্তমান, আপনাকে জ্ঞানিগণ লাভ করেন। প্রসিদ্ধ আপনি মহতী সাধনশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। পরম জ্ঞানস্বরূপ হে দেব। সাধকগণ আপনাকে শক্তিপুত্র ব'লে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তিস্বরূপ জগতের সকল রকম জ্যোতিঃর মূলকারণ পরাজ্ঞানকে লাভ করেন)। [এই মন্ত্রটির একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে অগ্নি! তুমি গুহামধ্যে নিগূঢ় হয়ে এবং বনে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে অবস্থান করছিলে, অঙ্গিরাগণ তোমাকে আবিষ্কৃত করেছেন; হে অঙ্গিরা! তুমি বিশেষ বলের সাথে মথিত হয়ে উৎপন্ন হও ব'লে লোকে বলের পুত্র বলে।' অঙ্গিরসঃ, পদে জ্ঞানীদের লক্ষ্য করে—তা পূর্বে বহুত্র আমরা উল্লেখ করেছি। তবে সব প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকেই একটা ভাব পাওয়া যায় যে,—অতিশয় শক্তি প্রয়োগে (অর্থাৎ অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণে) অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সেইজন্য অগ্নির অন্য এক নাম,—'সহসস্পুত্রং' অর্থাৎ শক্তির পুত্র। আমরা মন্ত্রটির ভিন্নভাব গ্রহণ করেছি, কারণ 'অগ্নি' বলতে আমরা জ্ঞানদেব (অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিভূতি) বুঝি। আমরা মনে ক'রি, সাধকের কঠোর সাধনার দ্বারা তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, সেই জ্ঞানই সর্বত্র জ্যোতিঃরূপে বর্তমান অর্থাৎ পরাজ্ঞানই সব রকম জ্যোতিঃর মূলকারণ। 'বন' পদে জ্যোতিঃ বোঝায়, 'বনে বনে' পদে সব রকম জ্যোতিঃকে লক্ষ্য করে]।

৬/৩—সৎকর্মসাধক সৃষ্টির আদিভূত, লোকদের পরম মঙ্গলদায়ক জ্ঞানদেবকে সাধকগণ নিত্যকাল সম্যক্‌প্রকারে লাভ করেন ; সকল দেবভাবের সাথে সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের উৎপাদক শোভনকর্মা সেই দেবতা সৎকর্মসাধনশক্তি দান করবার জন্য সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা নিত্যকাল পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম সমন্বিত দেবভাব লাভ করেন)। ['অগ্নি' বলতে কোন বস্তুকে না দেবতাকে লক্ষ্য করে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রচলিত একটি অনুবাদ—'অগ্নি যজ্ঞের হেতুস্বরূপ, যজমানগণ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেন, অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের সমকক্ষ ; ঋত্বিক্‌গণ সর্বাগ্রে তিন স্থানে অগ্নিতে হোম করেছিলেন। শোভনকর্মা দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি কুশযুক্ত সেই স্থানে যজ্ঞার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা থেকে অনুমান হয় যে, অগ্নি যেন একজন সাধারণ দেবতা, তাঁকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য বলা হয়েছে—'তিনিও কম নন, তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ।' ভাষ্যকারও 'সরথং' পদের উপর নির্ভর ক'রে ঐ মতই পোষণ করেছেন। কিন্তু 'সরথং' পদের মধ্যে তুলনামূলক কোন ভাবই নেই। 'রথ' শব্দে সৎকর্ম-রূপ যানকে লক্ষ্য করে,—যে রথের দ্বারা মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে পারে। সমস্ত দেবভাবের সাথে মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে সেই সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হ'তে পারে—এটাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য]। [এই মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্বেদের ১৫শ অধ্যায়ের ২৭শ কণ্ডিকায় পাওয়া যায়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। তার নাম—'কাবম্']।

৭/১—সত্যপ্রাপকৌ হে অভীষ্টপূরক ও মিত্রদেবদ্বয়! আপনাদের প্রাপ্ত হবার জন্য আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হোক। হে দেবদ্বয়! আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অপরাংশে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। অবশ্য সেই আকাঙ্ক্ষা অতি মহৎ—তা ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার শক্তি মানুষের নেই—যদি না সে ভগবানের কৃপা পায়। তাই হৃদয়ে ভগবানের অনুভূতি লাভ করবার জন্য মন্ত্রে তাঁরই কাছে প্রার্থনা

করা হয়েছে। —কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। যেমন,—'হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের জন্য এই সোম অভিযুত হয়েছে। হে সত্যবর্ধক! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ করো।' অর্থাৎ মদ্য প্রস্তুত ক'রে দেবতাকে যেন আহ্বান করা হচ্ছে—'এস হে, মদ্যপান করবে এস।' আচ্ছা তা যেন করা গেল। কিন্তু মদ্যপানের জন্য আহ্বান ক'রে দেবতাকে 'ঋতাবৃধা' বিশেষণে বিশেষিত করা যায় কি? সে কেমন সত্য যা মদ্যপায়ীর দ্বারা বর্ধিত হয়? একমাত্র 'সোম' পদের জন্যই ভাষ্য ইত্যাদিতে এই অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। কারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সোম' পদের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে—সোমরস নামক মদ্য। আমরা পূর্বাপরই ঐ পদে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ ক'রে আসছি এবং বর্তমান মন্ত্রে এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়]।

৭/২—জ্যোতির্ময়, সাধকদের রিপুনাশক দেবদ্বয় প্রশান্ত শ্রেষ্ঠ বহুশক্তিযুত সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শক্তিসম্পন্ন সাধকেরা ভগবানকে প্রাপ্ত হন)। [ভাষ্যে 'সহস্রস্থূণে' পদের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একখানি প্রচলিত বাংলা অনুবাদে ও একখানা হিন্দী ব্যাখ্যায় ঐ পদে 'সহস্রস্তম্ভ বিশিষ্ট' অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রটিকে সমষ্টিভাবে গ্রহণ করলে ঐ অর্থের কোন সার্থকতা পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের মতে, 'সহস্রস্থূণে সদসি' পদ দু'টির অর্থ হয়, 'বহুশক্তিযুতে সাধকহৃদয়ে।' (কারণ 'সদসি' পদে সাধকের হৃদয়কে লক্ষ্য করে এবং 'সহস্রস্থূণে' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও ঐ পদে 'মহৎ' 'শক্তিশালী' প্রভৃতি ভাব আসে)। সাধকের হৃদয়ই অপূর্ব শক্তিসম্পন্ন। ভগবান সেই পবিত্র হৃদয়েই আগমন করেন, তাঁর আসনের বা বাসস্থানের উপযুক্ত স্থানই মানুষের পবিত্র বিশুদ্ধ হৃদয়]।

৭/৩—লোকবর্গের অধীশ্বর অমৃত-প্রাপক অনন্তস্বরূপ (অথবা জ্যোতির্ময়) পরমধনদাতা ভক্তিজ্ঞান (অথবা প্রসিদ্ধ দেবদ্বয়) পবিত্র-অন্তঃকরণ সাধককে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সরলপবিত্র-হৃদয় সাধকেরা ভগবানকে লাভ করেন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি পদ বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে—'অনবহ্বরম্'। যিনি সরল ও পবিত্র হৃদয়, যাঁর মধ্যে পাপ-কুটিলতা নেই, তিনিই হৃদয়ে ভগবানের স্পর্শ লাভ করতে পারেন। হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রকৃত পূজোপহার। ভগবান্ মানুষের হৃদয় দেখেন। 'অনবহ্বরম্' পদে তা-ই সূচিত করছে। 'আদিত্যা' পদে দু'টি ভাবকে লক্ষ্য করে—অদিতির পুত্রদ্বয় এবং অনন্তস্বরূপদ্বয় বা জ্যোতির্ময়দ্বয়। আমরা আমাদের মন্ত্রার্থে দু'টি ভাবকে প্রদর্শন করেছি। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে কিন্তু একপেশে ভাবই দেখা যায়—'সম্রাট, ঘৃতান্নভোজী অদিতির পুত্র, দাতা মিত্রাবরুণ অকুটিলাচারী যজমানকে সেবা করেন।' ভাষ্যকারও 'তা' বা 'তৌ' পদে 'মিত্রাবরুণ' পদ অধ্যাহার করেছেন। আমরা মনে ক'রি ঐ পদ জ্ঞান-ভক্তিকেই লক্ষ্য করে]।

৮/১—না-প্রতিশব্দরহিত সর্বাভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেব, 'নবনবক'-কর্মপরায়ণ অর্থাৎ অশেষসৎকর্মকারী ভগবানে উৎসৃষ্টপ্রাণ আত্মদানশীল নিষ্কাম-কর্মপর সাধকের অস্থিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ লুণ্ঠাবশেষ আদর্শের দ্বারা জ্ঞান-অবরোধকারী সকল রকম শত্রুকে নাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ জনের স্মৃতিও অপরের হিতসাধক হয়)। [এই মন্ত্রের পদ-বিন্যাস সমস্যাপূর্ণ। সুতরাং মন্ত্রার্থের সাথে নানা উপাখ্যানের সমাবেশ দেখতে পাই। মন্ত্রে 'নবতীর্নব' পদ থেকে নবগুণ নবতিসংখ্যক (মতান্তরে নিরানব্বই) অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'নবনবতি' বলতে যে কি রকম কার্য বোঝায়, সেই পক্ষে তিনি নানারকম মতের আভাষ দিয়েছেন। তথাপি ঐ পদে 'নিরানব্বই বার' অর্থই প্রচলিত রয়েছে। তারপর, 'দধীচঃ অস্থভিঃ' পদ দু'টিতে 'দধীচি ঋষির

অস্থিসমূহের দ্বারা' অর্থই চলে আসছে। 'বৃত্রাণি জঘান' পদ দু'টিতে 'বৃত্রগণকে হনন করেছিলেন'— এমন অর্থ গৃহীত হয়ে থাকে। এইভাবে এই মন্ত্রের অর্থ প্রচলিত হয়ে গিয়েছে,—'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থিসমূহের দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার ('নিরানব্বই বার') বিনাশ করেছিলেন।' এ রকম অর্থের মর্ম সহসা অনুভূত হয় না। সুতরাং এর সাথে উপাখ্যান ইত্যাদির সংযোগ হয়েছে। দধীচির অস্থি নিয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন,—এই সংক্রান্ত উপাখ্যান অনেকেই অবগত আছে। সায়ণ তাঁর ভাষ্যে তা-ই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ সব উপাখ্যান-মূলে যে কি নিগূঢ় মর্ম পাওয়া যায়, তা আমরা বুঝতে পারি না। পরন্তু সাদাসিধা-ভাবে দেখলে মন্ত্রে বেশ সৎ-অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, আর একবার মন্ত্রের অন্তর্গত পদ কয়েকটির অনুশীলন আবশ্যক। মন্ত্রে আছে 'নবতীর্নব'। আমরা ব'লি ঐ পদে নবনবক কর্মের বিষয় দ্যোতনা করছে। নবনবক কর্ম যে কাকে বলে, সে বিষয়ে আমরা বিভিন্নস্থানে (ঋগ্বেদ, ১ম-৩২ সূ-৪ঋ ; ১ম-৫৪সূ-৬ঋ ও ১ম-৫৭সূ-৯ঋ) খ্যাপন করেছি। ফলতঃ যে সবসৎকর্মে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্বর্গ ফল অধিগত হয়, তা ই নবনবক কর্ম। 'নবতীর্নব' পদে সেই কর্মকেই লক্ষ্য করে। 'দধীচঃ' পদে নিষ্কাম কর্মপরায়ণ, ভগবানে উৎসৃষ্টপ্রাণ সাধককে বুঝিয়ে থাকে। যদি তিনি ঋষিবিশেষ হনও, তাহলে কালচক্রে তাঁর চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করতে হয়। অন্যথা ভগবানে উৎসৃষ্টপ্রাণ সাধকই ঐ পদের দ্যোতক। 'অস্থভিঃ' পদে 'অস্থিসকল, কঙ্কাল' অর্থাৎ 'লুপ্তাবশেষ আদর্শ' অর্থ আসে। 'বৃত্রাণি' পদে জ্ঞানের অবরোধক অজ্ঞানতা-সহচর শত্রুমাত্রকে লক্ষ্য করে। বৃত্র যদি সত্যিই দেহধারী অসুরই হবে, তাহলে সে নবগুণ নবতি-বার নিহত হয়েছিল, এমন উক্তির কোনই সার্থকতা থাকে না। তাছাড়া, সে যখন একই অসুর, তখন বহুবচনান্ত 'বৃত্রাণি' পদ কেমন করেই বা তার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবে? ফলতঃ, এ মন্ত্রের যে সার্থক ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা এই যে,—যাঁরা সৎকর্মশীল ভগবৎপরায়ণ, তাঁদের আদর্শের অনুসরণে জ্ঞান-আবরক (বা অবরোধক) সকল বাধাই অপসৃত হয়]।

৮/২—পর্বতের ন্যায় কঠোর অর্থাৎ প্রীতিভক্তিপরিশূন্য হৃদয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত (লুক্কায়িত) জ্ঞানকিরণের (জ্ঞানের) প্রাধান্যকে যখন মানুষ অভিলাষ করে, তখন সেই প্রাধান্য তার অজ্ঞানান্ধকারে বিভাত হয়—ভগবানকে জানাতে সমর্থ হয়ে থাকে। (ভাব এই যে,—জ্ঞান-অনুসরণের ফলেই মানুষের কঠোর হৃদয় প্রীতিভক্তির আশ্রয় হয়ে ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে)। [এই মন্ত্রের সঙ্গেও নানারকম উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সেই সব উপাখ্যানের ভাব এই যে, —দধীচি ঋষির মস্তক ছেদিত হ'লে তিনি অশ্বমস্তকে বিরাজমান ছিলেন ; পরিশেষে সেই মস্তক যখন ছেদন করা হয় পর্বতসমূহের মধ্যে তা অবস্থিত ছিল। দধীচির সেই মস্তক পাবার জন্য ইন্দ্র অনেক সন্ধান করেন। তাতে কুরুক্ষেত্রের সান্নিধ্যে শর্যণাবৎ সরোবরে তিনি সেই মস্তক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই রকমে এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাবার ইচ্ছা ক'রে ইন্দ্র সেই মস্তক শর্যণাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হয়েছিলেন।' মস্তক হলো একটি ; তা অবস্থিত রইল বহুপর্বতে (পর্বতেষু) ; আর তা প্রাপ্ত হওয়া গেল—শর্যণাবৎ সরোবরে (শর্যণাবতি)। এর রহস্য উদ্ভেদে আমাদের সাধ্য নেই। —আমরা কিন্তু অন্যভাবে ও অন্য দৃষ্টিতে মন্ত্রটির অর্থ নিষ্কাশন করেছি। 'পর্বতেষু' পদে আমরা ব'লি 'পর্বতের মতো কঠোর' অর্থাৎ 'প্রীতিভক্তিপরিশূন্য হৃদয়সমূহে'। 'অপশ্রিতং' পদে 'আশ্রয়প্রাপ্ত' বা 'লুক্কায়িত' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'অশ্বস্য' পদে 'জ্ঞানকিরণের' অর্থ আসে। 'শিরঃ' পদে 'প্রাধান্য' অর্থ খ্যাপন করে। 'শর্যণাবতি' পদে ধাতু-অর্থের অনুসরণে অর্থ পেতে পারি—

'অজ্ঞান-অন্ধকারে'। এই রকমে মন্ত্রের পদ কয়েকটির মর্ম পরিগ্রহ ক'রেই আমাদের মন্ত্রার্থ গঠিত হয়েছে]।

৮/৩—চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য যেমন প্রতিফলিত হয়, সেইরকমভাবে পরিত্রাণকারী দেবতার অজ্ঞানান্ধকারনাশক তেজঃ, জ্ঞানকিরণ হ'তে ইহলোকেও মানুষ প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—রাত্রিতে অন্ধকারে স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডলের সূর্যরশ্মি যেমন প্রতিভাত হয়, তেমন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্নজনের জ্ঞানসংসর্গযুত সুতরাং অনাবিল হৃদয়ে ভগবান্ কৃপা বর্ষণ করেন)। [এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পেয়েছে, ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থিগুলি নিয়ে নিরানব্বুই বার বৃত্রগণকে হনন করেছিলেন। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পেয়েছে দধীচির ঋষির অশ্বমস্তক পর্বতসমূহের মধ্যে লুকায়িত ছিল, ইত্যাদি। আর এই তৃতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ—'আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইভাবে পেয়েছিল।' পরপর তিনটি মন্ত্রে এমন বিচ্ছিন্ন তিনরকম ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এগুলিতে পূর্বাপর সঙ্গতি না থাকলেও ভাষ্যে নিরুক্তনির্ঘন্টুর যে প্রমাণ ইত্যাদি উদ্ধৃত হয়েছে তার দ্বারা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতা ছিল ব'লে নির্দিষ্ট হয়। যেমন চন্দ্রের গতি সম্পর্কিত বিষয়, সূর্যের জ্যোতিঃতেই চন্দ্রের জ্যোতিষ্মানতা। কিন্তু সে পক্ষেও মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত রয়েছে, তাকে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ ব'লে মনে করা যায় না, কারণ তাহলে 'গোঃ' পদে গতিশীল অর্থ পরিগৃহীত হয়ে থাকে। আমরা 'গোঃ' শব্দে পূর্বাপর 'জ্ঞানরশ্মি' অর্থ ক'রে আসছি এবং এখানে এটিকে পঞ্চমান্ত পদ ব'লে নির্দেশ ক'রি। তাহলে ঐ পদে 'জ্ঞানরশ্মি থেকে' অর্থ আসে। এই লোকেও—এই পৃথিবীতেও মানুষ যে পরিত্রাণকারী দেবতার কৃপা প্রাপ্ত হয়, তার কারণ—মানুষে জ্ঞানসংযোগ। পূর্ব মন্ত্রেও এই ভাবই সম্বন্ধযুত আছে দেখতে পাই। সেখানে বুঝেছি, জ্ঞান-অনুসরণের ফলে মানুষ ভগবানের অনুকম্পা লাভ করতে সমর্থ হয়। এখানে দেখছি, একটি সুষ্ঠু উপমার মধ্য দিয়ে সেই ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট রয়েছে। চন্দ্রমণ্ডল স্বচ্ছ ; যে হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ স্থান পেয়েছে, তা-ও অনাবিল—স্বচ্ছ। স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যরশ্মি প্রতিভাত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলকে যেমন স্নিগ্ধজ্যোতিঃর আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, জ্ঞানের দ্বারা নির্মল পবিত্র স্বচ্ছ হৃদয়েও তেমন ভগবানের বিভা বিভাত হয়ে—সত্ত্বগুণের আধারে সে হৃদয়কে পরিণত করে]।

৯/১— হে বলাধিপতি (ইন্দ্র) এবং জ্ঞানদেব (অগ্নি)। মেঘ হ'তে যেমন প্রভূতপরিমাণ বারিবর্ষণ হয়, তেমন (অর্থাৎ প্রভূতপরিমাণে) প্রার্থনাকারী আমার উচ্চার্যমাণ ঐকান্তিক প্রার্থনা আপনাদের পাবার জন্য উৎপন্ন হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আপনাকে পাবার জন্য আমি যেন প্রার্থনা করতে পারি)। [ভগবানের কৃপা না হ'লে কেউই তাঁকে জানতে পারে না, তাঁকে লাভ করতে পারে না। সেই জন্যই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটেই প্রার্থনা করা হয়েছে। ভাষ্যে এই ভাবই পরিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাতে এই ভাব রক্ষিত হয়নি। যেমন,—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হ'তে বৃষ্টির মতো এই স্তোতা হ'তে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হয়েছে।' এই অনুবাদে 'বাং' পদের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ভাষ্যার্থে 'বাং' অর্থাৎ 'যুবাভ্যাং' এবং আমাদের অর্থে পদই এই মন্ত্রের কেন্দ্রশক্তি। কারণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে এবং ঐ ('বাং') পদ বাদ দিলে মন্ত্রটির মূল ভাবই নষ্ট হয়ে যায়। 'অভ্রাদ্ বৃষ্টিঃ ইব' (মেঘ থেকে যেমন প্রভূতপরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, তেমনই প্রভূতপরিমাণে) পদে প্রার্থনার পরিমাণ নির্দেশ করে ব'লে মনে করাই সঙ্গত]।

৯/২— হে বলাধিপতে ও জ্ঞানদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করুন ; হে লোকাধিপতে! আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি (অথবা কর্মসমূহকে) পরাজ্ঞান (অথবা সৎ-ভাব) দ্বারা পূর্ণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পূজা গ্রহণ ক'রে আমাদের পরাজ্ঞানযুত সৎ-ভাবসম্পন্ন করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে দুই বা বহু দেবতার নাম দেখে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন যে, বাস্তবিকই বুঝি বেদে বহুদেবতার উপাসনা আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার প্রকৃত সত্যেরও আভাষ পেয়েছেন। তাঁরা বলছেন—'না, এ বহুদেবতার উপাসনা নয়, মূলতঃ বহুদেবতাবাদ থাকলেও ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবাদ একবাদে পরিণত হচ্ছিল, তাই আমরা এক মন্ত্রে একসঙ্গে বহুদেবের নাম প্রাপ্ত হই।' তাঁরা সত্যের পথে একটু অগ্রসর হয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তথাপি আমরা বলতে বাধ্য যে, বহুদেববাদ বলতে পাশ্চাত্য দেশে যা বুঝিয়ে থাকে, বেদে তা আদৌ নেই]।

৯/৩— সৎকর্মনেতা হে বলাধিপতে ও জ্ঞানদেব! পাপকর্ম হ'তে আমাদের রক্ষা করো ; রিপুর আক্রমণ হ'তে আমাদের পরিত্রাণ করো ; অপিচ, রিপুর কবল হ'তে আমাদের রক্ষা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী সৎকর্মসমন্বিত করুন)। [প্রার্থনার মূলভাব পাপের আক্রমণ থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা। অবোধ দুর্বল মানুষ অজ্ঞানতার বশে রিপুর ছলনায় ভুলে অধঃপতনের দিকে চলতে থাকে। মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানরূপী দুই বিভূতির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১০)

পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে।
মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ॥ ১॥
সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্যোনাবধি প্রিয়ঃ।
পবমানো অদাভ্যঃ॥ ২॥
পবমান ধিয়া হিতোঽভিযোনিং কদিক্রদৎ।
ধর্মণা বায়ুমারুহঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে।
পুরুণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধী রতি তাঁ ইহি॥ ১॥

তবাহং নক্তমুত সোম তে দিবা দুহানো বভ্র ঊধনি।
ঘৃণা তপন্তমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম॥ ২॥

(সূক্ত ১২)

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ।
শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভীঃ॥ ১॥
আ যোনিমরুণো রুহদ্ গমদিন্দ্রো বৃষা সুতম্।
ধ্রুবে সদসি সীদতু॥ ২॥
নূনো রয়িং মহামিন্দোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ।
আ পবস্ব সহস্রিণম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১০সূক্ত/১সাম—হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মশক্তিসাধক পরমানন্দদায়ক তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বিবেকরূপী দেবগণের এবং আশুমুক্তিদায়ক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের জন্য সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোক)। [ভাষ্যকার পূর্বে 'হরিঃ' পদে 'হরিৎবর্ণ সোম অর্থ গ্রহণ করলেও এখানে ঐ পদে 'হরিতবর্ণ পাপহর্তবা' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা কিন্তু পূর্বেও 'হরিঃ' পদে 'পাপহারক' অর্থই গ্রহণ ক'রে আসছি। এখানেও 'হরিঃ' পদের সম্বোধনে 'হরে' পদে 'হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করেছি। আমাদের সাথে পার্থক্যটুকু বুঝতে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়—'হে হরিৎবর্ণ সোম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণের ও বায়ুর পানার্থ ক্ষরিত হও।' ব্যাখ্যার 'হরে' পদে ভাষ্যকারের অনুসরণে 'পাপহারক' অর্থ গ্রহণ করেননি। আমরা ভাষ্যকারের 'পাপহারক সোম' কিংবা ব্যাখ্যাকারের 'হরিৎবর্ণ সোম' কোনটিকেই গ্রহণ করছি না। আমরা বলেছি 'হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব'। কারণ আমাদের পূর্বাপর অভিমত—সত্ত্বভাবই পাপহরণকারী। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবসাদৃশ্য লাভ করে। সমত্বের মধ্য দিয়েই মিলন সম্ভবপর হয়—মানুষের মধ্যে দেবভাব উপজিত হ'লেই দেবতার সাথে মিলন হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-৮সা) প্রাপ্তব্য]।

১০/২— অভীষ্টপূরক সর্বজ্ঞ সকলের প্রীতিসাধক অজাতশত্রু ভগবান্ সকল দেবভাবের সাথে আমাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'সোম' পদ অধ্যাহার ক'রে ব্যাখ্যা করায় অর্থ দাঁড়িয়েছে—'এই সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, বৃত্রহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হয়ে শোভিত হচ্ছেন।' 'বৃত্রহা' পদে 'বৃত্রনামক অসুর' (ভাষ্যমতে) কিংবা 'জ্ঞানাবরক মানবশত্রু' (আমাদের ব্যাখ্যানুসারে)। যাকেই লক্ষ্য করা যাক না কেন, ঐ অর্থ সোমের সম্বন্ধে কিভাবে প্রযোজ্য হ'তে পারে, তা আমরা বুঝতে পারি না। সোমরস নামক মাদকদ্রব্য মানবশত্রু নিধনকারী তো নয়ই, অধিকন্তু পাপপথের সহায়। তা বৃত্র নামক অসুরকে নাশ করবেই বা কিভাবে? সুতরাং এখানে 'সোমরস' অধ্যাহারের দ্বারা মন্ত্রের অর্থবিকৃতি ঘটান হয়েছে বলা যায়]।

১০/৩— পবিত্রকারক হে দেব। সৎকর্মের দ্বারা (অথবা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা) উৎপন্ন হয়ে আমাদের

জ্ঞান প্রদান ক'রে বায়ুর ন্যায় শীঘ্রবেগে আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যেন লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রের দু'টি ভাব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করা। সৎকর্মসাধনের দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—যদিও এই সৌভাগ্য লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং এই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করাই একটা বিশেষ সৌভাগ্যের ও সাধনার পরিচায়ক। সৎকর্মের প্রভাবে যখন হৃদয় পবিত্র হয়, তখন সাধক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির আশা করতে পারেন এবং ভগবানের কৃপায় তা লাভও করতে পারেন। কিন্তু সত্ত্বভাব বা অন্য কোনও মহৎ বস্তু লাভ করলেই হয় না, তা রক্ষা করাও চাই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে এই রক্ষা শক্তি লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'নিধনকামম্', 'সত্রাসাহীয়ম্' ও 'ত্বাষ্ট্রীসাম']।

১১/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রার্থনাকারী আমি তোমার সখিত্ব নিত্যকাল যেন প্রার্থনা করি ; হে আশ্রিতপালক সত্ত্বভাব! রিপুগণ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি সেই শত্রুদের বিনাশ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করুন, আমরাও যেন রিপুজয়ী হ'তে পারি)। [মানুষ দুর্বল, তার চারিদিকে পরাক্রমশালী শত্রুগণ তাকে অধঃপতনের দিকে অনবরত টানছে। ভগবানের ভগবৎশক্তির —সাহায্য ভিন্ন সে নিজের ইচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রসর হ'তে পারছে না। তাই কাতরভাবে ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করছে। আমাদের ব্যাখ্যার সাথে প্রচলিত ব্যাখ্যার অনৈক্য থাকলেও তার মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনার সুরই ধ্বনিত হয়েছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান ক'রি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করছে এবং আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হে পিঙ্গলবর্ণধারী! আমাকে রক্ষা করো। রাক্ষসদের নিধন করো।' অন্তর ও বাহিরের রিপু ও অসুরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের এটাই চিরন্তন প্রার্থনা। তবে প্রচলিত ব্যাখ্যাকার এই প্রার্থনা করছেন 'সোমরস' নামক মাদকদ্রব্যের কাছে, আমরা করছি মানুষের অন্তরস্থায়ী শুদ্ধসত্ত্বরূপী ঈশ্বরের কাছে—এইটুকুই পার্থক্য]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৫দ-৬সা) প্রাপ্তব্য]।

১১/২—বিশ্বপালক হে শুদ্ধসত্ত্ব। অমৃতকারক আপনার সখিত্বে আমি যেন নিত্যকাল বর্তমান থাকি ; হে দেব। ঊর্ধ্বগমনশীল সাধক স্বর্লোকস্থিত জ্ঞানদেবকে প্রাপ্ত হন, তেমনই আপনার জ্যোতিঃদ্বারা দীপ্ত হয়ে আমরা যেন জ্যোতির্ময় আপনাকে প্রাপ্ত হই। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'বভ্রো' পদে 'পিঙ্গলবর্ণ' অর্থ গৃহীত হয়। আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারেই সোমরসকে অন্যত্র শুভ্রবর্ণ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। একই জিনিষ একবার পিঙ্গলবর্ণ, আবার শুভ্রবর্ণ হয় কেমন ক'রে তা বোঝা আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, ভৃ-ধাতু নিষ্পন্ন 'বভ্রো' পদে 'পালক' অর্থই গ্রহণীয়। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দুহানঃ' পদের স্থলে ঋগ্বেদীয় 'সখ্যায়' পাঠ গ্রহণ করেছেন। আমরা তা সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি না। বেদের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই বিভিন্নতার নিশ্চয়ই নিগূঢ় কারণ আছে। সুতরাং মন্ত্রে শব্দের পাঠভেদ স্বীকার করলেও যে স্থলে যে পাঠ আছে, তা অপরিবর্তনীয়ভাবে গ্রহণ করা উচিত। আমরা তাই মন্ত্রের সামবেদীয় পাঠ 'দুহানঃ' (দোগ্ধুঃ অমৃতদায়কস্য) পদই গ্রহণ করেছি।—প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্মার্থ এই যে, আমরা যেন নিত্যকাল ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হই। আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতে পারি। মন্ত্রের অন্তর্গত

'শকুনা ইব' উপমার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বলাভের উপায় বিশিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'শকুন' শব্দের সাধারণ অর্থ 'পক্ষী'। 'পক্ষীগণ যেমন ঊর্ধ্বে গমন করে' এই অর্থে শব্দটি ঊর্ধ্বগমনশীল সাধককে লক্ষ্য করছে। তাই 'শকুনা ইব' পদ দু'টিতে আমরা ঊর্ধ্বগমনশীলাঃ সাধকাঃ যথা' অর্থ গ্রহণ করেছি। তাই মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়িয়েছে—সাধকেরা যেমনভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন, আমরাও যেন তেমনইভাবে অর্থাৎ সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ষোড়শটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'আষ্টাদংষ্ট্রোত্তরম্' 'আভীশবোত্তরম্', 'স্বপৃষ্ঠম্', 'অভীবর্তম্' 'উৎসেবম্', 'জনিত্রাদ্যম্', 'সমন্তম্' ইত্যাদি]।

১২/১—সর্বজ্ঞ পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব সমস্ত রিপুকে পরাজিত করেন। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়গত রিপুশত্রুদের বিদূরিত করেন)। তখন ভগবান্ সদ্বুদ্ধির দ্বারা সেই মেধাবী ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করেন। (ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক রিপুজয়ী হন ; তিনি ভগবৎকৃপায় শুভবুদ্ধি লাভ করেন)। [বিশ্বমঙ্গলনীতির বিরোধী না হ'লে সকলের আন্তরিক প্রার্থনাই পূর্ণ হয়। যিনি সৎপথে থেকে নিজেকে পবিত্র ও উন্নত করতে চান, ভগবান্ তাঁকে তেমন বুদ্ধি প্রদান ক'রে মোক্ষলাভের পথে পরিচালিত করেন। তাই এই মন্ত্রে বলা হয়েছে—মেধাবী ব্যক্তিকে ভগবান্ সৎ-বুদ্ধি প্রদানের দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। যিনি নিজেকে পবিত্র রাখতে বদ্ধপরিকর, তিনি নিশ্চিতই রিপুজয়ের দিকে মনোনিবেশ করবেন। কারণ, তা না হ'লে সাধনার প্রাথমিক অংশই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর যিনি ঐকান্তিকভাবে রিপুজয়ের জন্য সচেষ্ট হন, ভগবানের মঙ্গল বিধানে তিনি তাতে কৃতকার্য'ও হয়ে থাকেন]।

১২/২—জ্যোতির্ময় দেব আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন ; অভীষ্টবর্ষক বলাধিপতি দেবতা আমাদের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ ক'রে প্রার্থনাপরায়ণ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [পূর্বের মন্ত্রে সোমকে 'বভ্রু' অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ বলা হয়েছিল। বর্তমান মন্ত্রে আবার বলা হচ্ছে—'অয়ং অরুণবর্ণঃ সোমঃ'। 'সোম' শব্দ মূল মন্ত্রে নেই, এটি ব্যাখ্যাকারেরা অধ্যাহার ক'রে এনেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই অধ্যাহারের ফলে সোম বহুরূপী হয়ে উঠছে। যাই হোক, আমরা এখানে 'সোমকে' অধ্যাহার করার প্রয়োজন দেখি না। 'অরুণঃ' পদে 'জ্যোতি' ও জ্যোতিসমন্বিত বস্তুকে লক্ষ্য করে। সকল জ্যোতির যিনি জ্যোতিঃ, যা থেকে বিশ্বের সকল জ্যোতিঃ ক্ষরিত হয়, সেই পরম জ্যোতির্ময় দেবকেই 'অরুণঃ' পদ লক্ষ্য করছে। —সেই পরম দেবতাই আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন—মন্ত্রের প্রার্থনার এটাই সারমর্ম]।

১২/৩—হে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব! আপনি আমাদের সম্যক্‌রূপে মহান্ প্রভূতপরিমাণ পরমধন ক্ষিপ্র প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন পরমধন লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে অন্যভাব পরিগৃহীত হয়নি। অর্থাৎ এটিকে প্রার্থনামূলকই বলা হয়েছে। তবে মন্ত্রে যে একটি 'সোম' শব্দ আছে, ভাষ্য ইত্যাদিতে তার বিশেষ কোনও ব্যাখ্যা করা হয়নি। ঐ 'সোম' পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুত 'আপবস্ব' পদের অর্থ করা হয়েছে, 'প্রদান করো'। এ ব্যতীত অন্য অর্থ করবার উপায় নেই ; কারণ 'পবস্ব' ক্রিয়াপদের গৌণকর্ম 'অস্মভ্যং' পদ মন্ত্রে আছে। তাই অর্থ করতে হয়েছে—'আমাদের প্রদান করো'। কিন্তু অন্যস্থলে এই 'সোম পবস্ব' পদ দু'টি থাকলে তার অর্থ করা হতো,—'হে সোমরস, তুমি ক্ষরিত হও।' অর্থাৎ সোমরসকে তরল মাদক-দ্রব্যরূপে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে এই 'সোম' ও 'পবস্ব' পদ দু'টিতে, 'সোমের'

প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত ক'রে দিয়েছে। সোম সত্যসত্যই পরমধনদাতা, আর তার কাছে প্রার্থনা করলে তা লাভ করা যায়। সুতরাং সে কি মাদকদ্রব্য সোম হ'তে পারে? অবশ্যই নয়। তা অবশ্যই মানুষের অন্তরস্থায়ী সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ব্যতীত আর কিছু নয়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'সত্রাসাহীয়ম্', 'যামম্', 'যামোত্তরম্' ও 'গৌরাঙ্গিরসস্য সাম্']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৩)

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা॥ ১॥
যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভুবসো মমত্তু॥ ২॥
বোধা সু মে মঘবন্ বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব॥ ৩॥

(সূক্ত ১৪)

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তরসং তরস্বিনম্॥ ১॥
নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরে।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্কভিঃ॥ ২॥
সমুরেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বঃ পতির্যদী বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠং যো বৃত্রহা গৃণে॥ ১॥
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তেন বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহা দেবো ন সূর্যঃ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১৩সূক্ত/১সাম—পরম ঐশ্বর্যশালিন্ হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণ

করুন ; আপনাকে প্রাপ্ত হয়ে সেই সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন। জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! বল্গের দ্বারা যেমন অশ্ব সংযত হয়, তেমন সাধকের জ্ঞানভক্তির দ্বারা সংযত কঠোর তপ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য এই সত্ত্বভাব উৎপাদন করে। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন ক'রে কৃপাপূর্বক আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৫দে-৮সা) প্রাপ্তব্য]।

১৩/২—পাপহারক জ্ঞানদাতা বলাধিপতি হে দেব! আপনার সাথে মিলনসাধক সমীচীন যে পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আছে, যে সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনি রিপুশত্রুদের বিনাশ করেন, পরমধনদাতা হে দেব! আমাদের হৃদয়স্থিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে তৃপ্ত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের সাথে মিলিত হই)। ['হর্যশ্ব' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সাধারণতঃ 'হরিনামক অশ্বযুত' অশ্ব গৃহীত হয়। ব্যাখ্যার শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে, তাতে আপত্তির বিশেষ কিছু থাকে না। তবে 'হর্যশ্ব' পদের প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে—'যার হরী নামক অশ্ব আছে'। কিন্তু 'হরি' পদে যে পাপহারক ভগবৎশক্তিকে লক্ষ্য করে, তা আমরা পূর্বেই বিশ্লেষিত করেছি। সুতরাং ঐ 'হরী' পদে আমরা মনে ক'রি—পাপহারক ভগবানকেই লক্ষ্য করে। 'যুজ্যঃ' পদের অর্থ—'যা যোজনা করে, মিলনসাধন করে।' ঐ অর্থে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ঐ পদের সার্থকতা দেখা যায়। শুদ্ধসত্ত্বেই মানুষের এবং ভগবানের মধ্যে মিলনসূত্র]।

১৩/৩—পরমধনদাতা হে দেব। জ্ঞানী সাধক আপনার যে স্তুতি উচ্চারণ করেন, সেই স্তুতি আপনি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করেন। সৎকর্ম সাধনের জন, (অর্থাৎ আমি যাতে সৎকর্মপরায়ণ হই সেই হেতু) হে দেব! আমার এই স্তোত্রসমূহ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থনারূপ পূজা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রের প্রার্থনা 'মে' পদকে কেন্দ্র ক'রে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাষ্য ইত্যাদিতে এই পদটি পরিবর্জিত হয়েছে। আমাদের ধারণা এই যে,—সাধকদের প্রার্থনাশক্তি দেখেই যেন মন্ত্রের প্রার্থনার প্রবর্তনা,—মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশিত এবং সেই ভাব 'মে' পদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বসিষ্ঠং' পদে ভাষ্যকার বসিষ্ঠ নামধারী ঋষিকেই লক্ষ্য করেছেন। প্রচলিত এক হিন্দী ব্যাখ্যাকে 'শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয়' অর্থ গৃহীত হয়েছে। আমরা পূর্বাপর এই পদে 'জ্ঞানী' অর্থই গ্রহণ ক'রেছি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'দৈর্ঘতমসম্' এবং 'মরায়ম্']।

১৪/১—সাধকগণ মিলিত হয়ে সর্বব্যাপী রিপুসংগ্রাম জয়কারী বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে অর্থাৎ দেবতার নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং আত্মজ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে হৃদয়ে জাগরিত করেন ; সুতরাং, বিশ্বমঙ্গল সাধনের জন্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, রিপুনাশক, বীর্যবন্ত, ওজস্বিতম, বলবান্, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে পরমধন লাভের জন্য আমরা যেন আরাধনা ক'রি ; (ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য আমরা যেন ভগবৎ-অনুসারী হই)। [বিশ্বব্যাপী রিপুর বিনাশ করতে পারেন—ভগবান্। আলোর পাশে ছায়ার মতো, সু-এর পাশে কু-এর মতো, ভগবানের মঙ্গলময় নীতির পাশে অমঙ্গলের অনুচর রিপুগণও বর্তমান আছে। এই দ্বন্দ্ব না হ'লে বুঝি বিশ্বসৃষ্টির একটা অংশই অপূর্ণ থাকত। আদর্শ-স্থাপনের জন্য, মানুষের নৈতিক ও ধর্ম জীবনকে শক্তিশালী করবার জন্য, এই অন্ধকারের অসুরের—প্রয়োজনীয়তা আছে বটে ; কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। ভগবানের বিশ্বমঙ্গল-নীতির বশে অমঙ্গল তার কার্য সম্পন্ন ক'রে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মানুষকে এই রিপুর সাথে সংগ্রাম করতে হয়। মোক্ষলাভের

পথে পাপমোহ প্রভৃতি অসুরগণ মানুষকে আক্রমণ করে। যাঁরা সেই মোক্ষযাত্রার পথে রিপুসংগ্রামে ভগবানের চরণে শরণ নেন, তাঁরাই সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। মন্ত্রের 'সজূঃ' পদটি লক্ষণীয়। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা—'পরস্পরং সঙ্গতা সত্যঃ।' আমাদের মতও তাই। এই ব্যাখ্যা থেকে প্রাচীনকালে সমবেত-ভাবে উপাসনার প্রণালী প্রচলিত ছিল ব'লে অনুমান করা হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৩দ-১সা) পাওয়া যায়]।

১৪/২—প্রাজ্ঞ সাধকগণ ঐকান্তিকতার সাথে সর্বব্যাপক শত্রুনাশক ভগবানকে দর্শনলাভের জন্য আরাধনা করেন ; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরাও প্রার্থনার প্রভাবে জ্যোতির্ময় এবং হিংসারহিত হয়ে আশুমুক্তিদায়ক ভগবানের কর্ণে সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা করো অর্থাৎ ভগবান্ যেভাবে তোমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমি সাধনার প্রভাবে যেন পবিত্র জ্যোতির্ময় হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন)। [মন্ত্রটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধকদের ভগবৎ-আরাধনারূপ নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে এবং অপর অংশে সেই সত্যের উপর নির্ভর ক'রে আত্ম-উদ্বোধনা আছে। .....ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করেন। অতএব নিজের অক্ষমতার জন্য নিরাশ না হয়ে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ ভগবানের আরাধনায় অগ্রসর হওয়াই উৎকৃষ্ট পন্থা। মন্ত্রটির প্রচলিত ব্যাখ্যা মোটের উপর সর্বত্র পরিষ্কার হয়নি। ভাষ্য ইত্যাদিতে অনেক্ পদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—সম্পূর্ণ অনুমানের সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ—'মেষং' পদ। ঐ পদ স্পর্ধাত্মক 'মিষ্' ধাতু নিষ্পন্ন। তা থেকে 'বিজয়ী', 'রিপুনাশক' প্রভৃতি ভাব আসে। কিন্তু ভাষ্যকার এই পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছেন। আমরা এমন উপাখ্যানের কোনও সার্থকতা দেখি না। আমরা মনে ক'রি 'মেষং' পদে ভগবানের রিপুনাশক রূপকেই লক্ষ্য করা হয়েছে]।

১৪/৩—যখন স্তোতাগণ তাঁদের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য ভগবানকেই স্তব করেন, তখন সৎকর্মাধিপতি বিশ্বপতি ভগবান্ সাধকদের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য নিশ্চিতই আত্মশক্তি এবং রক্ষাকর্ম সহ সম্যক্‌রূপে সাধকবর্গকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তাদের আত্মশক্তি প্রদান করেন, এবং তাদের সকল বিপদ থেকে সম্যক্‌রকমে রক্ষা করেন)। [এই মন্ত্রে সাধকের সাধনশক্তি এবং ভগবানের করুণার কথা বিবৃত হয়েছে। ভগবান্ তাঁর অপার করুণায় মানুষের মোক্ষ-বিধান ক'রে থাকেন, তাদের সকলরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। সাধকেরাও তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব—ভগবানের চরণে নিবেদন করেন, ভগবানের চরণে নিবেদন করবার, তাঁকে পূজোপহার দেবার একমাত্র বস্তু—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবানের ও সাধকের এই কর্মের বিষয়ই মন্ত্রে বিবৃত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'ত্রৈশোকম্']।

১৫/১—যে দেবতা আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকবর্গের পালক রক্ষক হন, এবং যে দেবতা সৎকর্মরূপ যান-সমূহের দ্বারা সংবাহিত হন, এবং অপকর্মপরায়ণ জনগণের দ্বারা অপ্রাপ্য হন ; আর, যে দেবতা সকল রিপুরূপ শত্রুসেনাগণের তারক নাশক হন ; অপিচ, যে দেবতা অজ্ঞানতা নাশকারী হন ; সেই মহান্ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে আমি স্তব ক'রি—স্তব করতে (অনুসরণ করতে) সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছি। (এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—সাধুদের পালক পাপিগণের বিমর্দক সেই ভগবান্‌কে অনুসরণ করতে আমি যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই)। [ভাষ্যে কিংবা প্রচলিত ব্যাখ্যায় কতকগুলি পদের যে

অর্থ নিষ্কাশন করা হয়েছে, তাতে আমরা একমত নই ; অর্থাৎ আমরা সেই দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ ক'রি না। ভগবান্ যে আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের রক্ষক, সৎকর্মরূপ রথসমূহের দ্বারাই যে হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়, এবং কাম ইত্যাদি রিপুশত্রুদের বিমর্দন-সাধন যে ভগবানের বা দেবতার কৃপা-সাপেক্ষ, এবং তিনি যে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের সংহারকারী,—মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণগুলিতে আমরা এমন ভাবই পরিগ্রহণ ক'রি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গৃণে' পদে সাধক যে নিজেকে ভগবানের নিয়োজিত করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তা-ই মনে আসে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৫দ-১সা) পাওয়া যায়]।

১৫/২—রিপুনাশক দেবের উপাসক হে আমার মন। তুমি প্রসিদ্ধ বলাধিপতি দেবতাকে পাপের কবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য আরাধনা করো। তোমার পরমাশ্রয় ভগবানে দ্বিত্বভাব—রিপুনাশ ও ভক্তরক্ষা অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশরূপ গীতা-উক্তলক্ষণ বর্তমান আছে। সেই পরমদেবতা লোকবর্গের পরমাকাঙ্ক্ষণীয় মহান্ জ্ঞানস্বরূপ হন ; তাঁর হস্ত দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধৃত হয়, অর্থাৎ তিনি রক্ষাস্ত্রধারী। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবান্ পাপনাশক এবং সাধকদের রক্ষাকর্তা হন ; পাপকবল হ'তে রক্ষা পাবার জন্য আমি সেই পরমদেবতার শরণগ্রহণ করছি)। [সাধক এখানে ভগবানের রিপুনাশক বিভূতিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন—তা 'অবসে' ও 'বজ্রঃ' পদ দু'টির দ্বারা পরিস্ফুট হয়েছে। সাধক রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছেন। এখানে সাধক পাপকবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিজেকে রিপুনাশক দেবতার উপাসক ব'লে ভাবছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দ্বিতা' পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবানের দুই ভাব—রক্ষা ও সংহার। সৎকর্মকারী সাধুজনের রক্ষা এবং পাপাত্মা অসৎকর্মকারী তথা দুষ্কৃতিদের সংহার। 'দ্বিতা' পদে তা-ই কীর্তিত হয়েছে]।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৬)

পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ।
স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ॥ ১॥
স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো জাতে অরোচয়ৎ।
মহান্ মহী ঋতাবৃধা॥ ২॥
প্র প্র ক্ষয়ায় পন্যসে জনায় জুষ্টো অদ্রুহঃ।
বীত্যর্ষ পনিষ্টয়ে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৭)

ত্বং হ্যাতঙ্গ দৈব্য পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ।
অমৃতত্বায় ঘোষয়ন্॥ ১॥
যেনা নবগ্বা দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে।
দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যাশত॥ ২॥

(সূক্ত ১৮)

সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং বারং বি ধাবতি।
অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ॥ ১॥
ধীভির্মৃজন্তি বাজিনং বনে ক্রীড়ন্তমত্যবিম্।
অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্॥ ২॥
অসর্জি কলশাং অভি মীঢ্বান্‌ৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥ ১॥
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥ ২॥
প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মি ন সিন্ধুর্গিরস্তোমান্ পবমানো মনীষাঃ।
অন্তঃ পশ্যন্ বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৬সূক্ত/১সাম—প্রজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎকর্ম সাধনের দ্বারা দ্যুলোকের প্রিয় শক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তি নিত্যকাল প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ; ভাব এই যে, —জ্ঞানী এবং সৎকর্মসাধকগণই আত্মশক্তি লাভ করেন)। অথবা—মেধাবী ক্রান্তপ্রজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব (ভগবান্) সাধকদের হৃদয়ে সর্বদা বর্তমান আছেন। হৃদয়রূপ দ্যুলোকের প্রিয়শক্তিসমূহ সৎকর্মসাধনের দ্বারাই উদ্বোধিত হয়ে থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যকাল বিরাজিত। সাধকের হৃদয়ের সকল শক্তি সৎকর্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে উদ্বোধিত হয়ে থাকে)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত ব্যাখ্য—'কবি ক্রান্তদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হয়ে দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষীগণের নিকট গমন করেন।'—এ ব্যাখ্যা থেকে মন্ত্রের কি উচ্চভাব সূচিত হয় বোধগম্য হয় না।—যাই হোক আমাদের দু'রকম অন্বয়ে মন্ত্রে যে দু'রকম ভাব পাওয়া যায়, তা-ই পরিবেশিত হলো। —স্থূলদৃষ্টিতে ভাব বিভিন্ন প্রতীয়মান হলেও মূলতঃ কোনই প্রভেদ নেই। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ চিরবিরাজমান আছেন এবং সৎকর্মসাধনের দ্বারা তাঁকে লাভ করবার শক্তি জাগরিত হ'লে ভগবান্ স্বয়ং এসে হৃদয়ে আবির্ভূত হন, উভয় অন্বয়ই এই ভাব প্রকাশ করছে। ভগবানের করুণাধারা বর্ষিত না হ'লে, হৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান না হ'লে, কি আর শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হওয়া যায়? না, সৎকর্ম-সাধনে প্রবৃত্তি আসে? তাই, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে পেতে হ'লে সেই

অনুরূপ গুণে গুণান্বিত হবার এবং সেই ভাবে ভাবান্বিত হবার উপদেশ মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-১০সা) দ্রষ্টব্য]।

১৬/২—ভগবান্ হ'তে উৎপন্ন, মহান্, বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ, ভগবানের পুত্রস্থানীয় সত্ত্বভাব, মহৎ সত্যের বর্ধনকারিণী বিশ্বের জনয়িত্রী এবং মাতৃস্থানীয়া জ্ঞানভক্তিকে সাধকের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানভক্তি প্রবর্ধিত হয়)। [সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি, ভগবান্ হ'তে উৎপন্ন এবং সেই হেতু বিশুদ্ধ ও পবিত্র। ভগবান্ হ'তে উৎপন্ন ব'লেই তাকে 'সূনুঃ' অর্থাৎ ভগবানের পুত্রস্থানীয় বলা হয়েছে। 'ঋতাবৃধা' 'মাতরা' প্রভৃতি দ্বিবচনান্ত পদগুলি জ্ঞানভক্তিকে লক্ষ্য করে ব'লে আমরা মনে ক'রি। ভাষ্যকার 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' পদ অধ্যাহার করেছেন, এবং 'সঃ' পদের অর্থ করেছেন 'সোমাখ্যঃ'। তাতে অর্থ হয় এই যে,—'সোমাখ্য পুত্র মাতৃস্থানীয়া, জগতের জনয়িত্রী দ্যাব্যাপৃথিবীকে দীপ্ত করেন।' অর্থাৎ 'সোম' এখানে দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। সম্পর্কটা (প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে তুলনা করলে) এখানে নূতন ধরনের। তারপর সোমরূপ পুত্র, দ্যুলোকভূলোককে কিভাবে দীপ্ত করতে পারে ; তা বোঝা যায় না। এই দ্যাবাপৃথিবী আবার বিশ্বের জনয়িত্রী। কিন্তু 'সোম' এমন মাতারও মুখ উজ্জ্বল করেন—'অরোচয়ৎ'—দীপয়তি। প্রচলিত এক ব্যাখ্যাতে সোমরসের উল্লেখ নেই ; তা এই—'জাতবিশুদ্ধ মহান্ সেই পুত্র, মহতী ও যজ্ঞের বর্ধয়িত্রী ও জনয়িত্রী মাতৃভূতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) প্রদীপ্ত করেন।' এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যের অনেক স্থলে অনৈক্য আছে। কিন্তু পুত্রটি যে কে তার উল্লেখ নেই]।

১৬/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! মোক্ষসাধক অজাতশত্রু আপনি স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়শীল পাপী প্রার্থনাকারী আমার গ্রহণের জন্য প্রকৃষ্টরূপে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [ভাষ্যকার এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাকারবৃন্দও মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক ব'লে গ্রহণ করেছেন। তবে উভয় প্রার্থনার পার্থক্য আমাদের মন্ত্রার্থের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে উপলব্ধ হবে। প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'তুমি তোমার নিবাসভূত, দ্রোহরহিত স্তুতিকারী মনুষ্যের ভক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারা দ্বারা আগমন করো।' ভাষ্যকার এই ব্যাখ্যার সাথে 'হে সোম' সম্বোধন পদ অধ্যাহার করেছেন এবং এই প্রচলিত বঙ্গানুবাদের ভাবও তা-ই। 'সোমকেই' ধারারূপে আগমন করবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্রভাবে মন্ত্রটি পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীত হয় যে, —মন্ত্রের সাথে সোমরসের কোন সম্পর্ক নেই। ভাষ্যকারের একটি ত্রুটি, তিনি 'অদ্রুহঃ' পদকে চতুর্থ্যন্তরূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রথমান্ত পদ এবং 'জুষ্টঃ' পদের সাথে সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে এই ভাব অনুমিত হয় যে,—একজন মদ্যপ যেন যথেষ্ট পরিমাণ মদ্য পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। কিন্তু এমন হীন আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা বেদের পবিত্র অঙ্গে নিতান্তই অশোভন। আমরা মনে ক'রি, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে এবং মন্ত্রের অন্তর্গত প্রতিটি পদের দ্বারা তা সমর্থিত হয়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গান আছে এবং সেগুলির নাম,—'ঔর্ণায়বোত্তরম্', 'ঔর্ণায়বাদ্যম্', 'বৃহদ্ভাদ্বোজম্', 'গৌষূকম্' এবং 'ঈনিধনস্মার্গীয়বম্']।

১৭/১—পবিত্রকারক হে সত্ত্বভাব! পরমদীপ্তিসম্পন্ন আপনিই দেবতাদের জানেন ; আপনিই শীঘ্র অমৃতলাভের জন্য লোকবর্গকে আহ্বান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের

দ্বারা লোকগণ আশুমুক্তি লাভ করেন)। [ছন্দার্চিকে এই মন্ত্রটির বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছি প্রচলিত ব্যাখ্যাকার তাঁর অনুবাদে সোমরসকে এনে সাংঘাতিক অর্থান্তর ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর অনুবাদের টীকায় লিখেছেন,—'অমৃতপান ক'রে দেবগণের অমরত্ব লাভ করা-রূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা থেকে উৎপন্ন।' ব্যাখ্যাকার অমৃত ও অমরত্বকে নিছক 'গল্প' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তাহলে আবারই এই কথা মানতে হয় যে, সোমরস পানে বুঁদ হয়ে 'আমি অমৃতপানে অমর হয়েছি'—এটাই একমাত্র সত্য! এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বেদমন্ত্রের কেমন অর্থবিকৃতি চলে আসছে, তা প্রদর্শন করবার জন্য এটুকু উদ্ধৃত হলো]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৫অ-১১দ-৬সা-তেও পাওয়া যায়]।

১৭/২—ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন ধারণশীল সাধক যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মোক্ষমার্গ জানেন, এবং জ্ঞানিগণ যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন ; অপিচ, পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য সাধকগণ সকল দেবগণের (অথবা ভগবানের) কল্যাণস্বরূপ অমৃতের পরাশক্তি লাভ করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমরা যেন লাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনামূলক কোন পদ নেই সত্য, কিন্তু মন্ত্রটি সমগ্রভাবে বিচার করলে প্রার্থনার ভাব আপনিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে মন্ত্রার্থ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। অধিকন্তু তিনি 'দ্বারং' একটি পদ অধ্যাহার করেছেন। তিনি অব্যবহিত পূর্ব মন্ত্রের সাথে বর্তমান মন্ত্রটিকে অন্বিত করায় মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচলিত অন্য দু'একটি ব্যাখ্যাতেও মন্ত্রটিকে নিত্যসত্যমূলক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য এই মন্ত্রের নিত্যসত্যমূলক ব্যাখ্যা যে অসঙ্গত, তা বলা যায় না ; কিন্তু মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে আমাদের মতভেদের কারণ আরও গভীর। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'তুমি সেই সোম, যার সাহায্যে অঙ্গিরস বংশসম্ভূত দধ্যঙ্ নামক ব্যক্তি তাঁর নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পেয়েছিলেন এবং যার সাহায্যে তাঁর মেধাবী পুত্রেরা সেই গাভী প্রাপ্ত হয় ; যার সাহায্যে সুচারুরূপে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয়ে দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত হ'লে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ অন্নলাভ ক'রে থাকেন।' এই ব্যাখ্যা থেকে পরিদৃষ্ট হবে যে, এক 'দধ্যঙ্' শব্দকে উপলক্ষ ক'রে ব্যাখ্যাকারগণ এক প্রকাণ্ড উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছেন। ভাষ্যকার আবার এই ব্যাখ্যারও একধাপ উপরে গিয়ে সেই গাভীগুলি যে 'পণি' নামক অসুর, কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল, তা-ও ব'লে দিয়েছেন। কিন্তু 'দধ্যঙ্' পদের অর্থ ধারণশীল। যিনি সত্যকে, জ্ঞানকে, ধারণ করতে পারেন, তাঁকেই 'দধ্যঙ্' পদে লক্ষ্য করে। এখানে 'পণি' 'অঙ্গিরস' প্রভৃতির অবান্তর উপাখ্যানের অবতারণা করার কোন সার্থকতা নেই]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'বৃহৎকম্', 'স্বারসৌপর্ণম্', 'শাক্কম্' এবং 'সত্রাসাহীয়ম্']।

১৮/১— পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ধারারূপে জ্ঞানপ্রবাহকে বিশেষভাবে প্রাপ্ত হন। পবিত্রকারক তিনি আমাদের স্তোত্র লাভ ক'রে আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব ও জ্ঞানের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান আছে ; আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১০দ-৭সা) দ্রষ্টব্য]।

১৮/২—সাধকগণ স্তুতির দ্বারা আত্মশক্তিদায়ক জ্যোতির্ময় পরাজ্ঞান হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন। নিত্যকাল সকল লোকের স্তুতি সেই পরাজ্ঞান পাবার জন্য প্রার্থনা করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক।

ভাব এই যে,—সাধকগণ নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন)। [মন্ত্রটির প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে নানারকম কল্পনার খেলা দেখা যায়। মন্ত্রের সাথে ব্যাখ্যাগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে, একটি যে অন্যটির ব্যাখ্যা তা মনে হয় না। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করছেন, স্তুতিবাক্য সহকারে তাঁকে চালিয়ে দিচ্ছে ; তিন বার নিষ্পীড়নপূর্বক তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হচ্ছেন'। ভাষ্যকারও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'নবনীয়ে' পদ বাইরে থেকে অধ্যাহার ক'রে এনেছেন, অথচ ঐ পদ মূলে নেই। অধিকন্তু 'বনে' পদের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করেছেন। এ ছাড়াও কতকগুলি পদের ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও আমরা একমত হ'তে পারি না। তবে বিশেষ কথা এই যে,—তিনি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে সোমরসকে এনেছেন, তার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। মন্ত্রের মধ্যে একটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে,—সাধকগণ নিত্যকালের পরাজ্ঞানলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাপরায়ণ হন। আমরা এই ভাবই মন্ত্রটিকে গ্রহণ করেছি]।

১৮/৩— যুদ্ধাশ্ব যেমন শীঘ্রবেগে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তেমনই শীঘ্রগতিতে, সাধকদের শক্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ধক শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদের হৃদয়ে উৎপাদিত হন। পবিত্রকারক সেই সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান ক'রে তাঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অভীষ্টদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হন)। [ভাষ্য ইত্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমরসের সাথে মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ আছে ব'লে আমরা মনে ক'রি না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ভাষ্যকার কোথা থেকে 'সোমঃ' পদ অধ্যাহার করলেন, এবং কেন করলেন বোঝা গেল না। তবে এতেই যে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে, একথা সত্য। —মন্ত্রে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে—'সপ্তিঃ ন'। অর্থ—'যুদ্ধাশ্ব যেমন.....প্রবেশ করে'। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করেছি। মন্ত্রের ভাবার্থ—'সাধকেরা তাঁদের সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব লাভ ক'রে থাকেন। শুদ্ধসত্ত্বের সাথে জ্ঞানের নিত্য সম্বন্ধ। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হ'লে সঙ্গে সঙ্গে পরাজ্ঞানেরও উদয় হয়।'—মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হয়েছে]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম— 'আতীষাদীয়ম্', 'সুজ্ঞানম্', 'শ্রুধ্যম্' এবং 'ক্রোশম্']।

১৯/১—সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোন ; তিনি বুদ্ধিবৃত্তির উৎপাদক, দেবভাবের জনক, পৃথিবীস্থ সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা, তিনি জ্ঞানের উৎপাদক, জ্ঞানকিরণের, প্রকাশক, আত্মশক্তির মূলকারণ ; অপিচ, অখিল দেশের ধারণকর্তা। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তিস্বরূপ সত্ত্বভাব থেকে নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। এঁর থেকেই স্তুতিবাক্যসমূহের উৎপত্তি, এঁর থেকেই দ্যুলোক ও ভূলোক ও অগ্নি ও সূর্য ও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি।' সায়ণ-ভাষ্য অনুসারে মন্ত্রের এই অনুবাদটি আমরা সোমরসে বুঁদ হয়ে থাকা ব্যক্তির প্রলাপ ব'লেই মনে করতে পারি। কারণ সোমরস নামক মাদকদ্রব্য যে কিভাবে ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির জনয়িতা হ'তে পারে, তা সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।—ভাষ্যকার 'জনিতা' পদের বিভিন্ন অর্থ করেছেন, তা সঙ্গত ব'লে হয় না। আমরা এই পদের অর্থ করেছি— 'উৎপাদক']। [ছন্দার্চিকেও (৫অ-৬দ-৫সা) এই মন্ত্রটির বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য]।

১৯/২—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান ক'রে পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব কেমন? তিনি সকল

দেবতার রাজা (অথবা সকল দেবভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) হন। প্রাজ্ঞদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ, জ্ঞানীদের মধ্যে সত্যদ্রষ্টা, পশুদের মধ্যে মহান্ পশুরাজ, পক্ষীদের মধ্যে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন পক্ষীরাজ, অস্ত্রের মধ্যে পরশু (অথবা সৎকর্মের মধ্যে ভগবৎ-আরাধনা) শ্রেষ্ঠ হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ হন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটিকে সোমরসের মহিমা-জ্ঞাপক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে এটি সোমরস নামক মদ্যের মাহাত্ম্য-সূচক কিভাবে হ'তে পারে, তা আমরা বুঝতে পারি না। যাস্কের নিরুক্তে অন্যরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে 'দেবানাং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রত্যেকটি ষষ্ঠ্যন্ত পদের অর্থ করা হয়েছে—'আদিত্যরশ্মি'। এটা আধিদৈবিক ব্যাখ্যা। অপিচ, এতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও একটি প্রদত্ত হয়েছে। তাতে মন্ত্রের সমস্ত ষষ্ঠ্যন্ত পদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'ইন্দ্রিয়'।—আমাদের ব্যাখ্যা অনেকটা ভাষ্যানুসারী। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এখানে সোমরসের সম্বন্ধ বিষয়ে পূর্ব মন্ত্রের বক্তব্য প্রযোজ্য। জগৎ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু সত্ত্বভাব। অথবা সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই জগৎ বিধৃত ও পরিচালিত হয়েছে। মন্ত্রের নানারকম উদাহরণের মধ্য দিয়ে তাই পরিব্যক্ত হয়েছে]।

১৯/৩—সমুদ্র যেমন তার ঊর্মি প্রেরণ করে, সেইভাবে পবিত্রকারক দেব সাধকদের হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণ ঐকান্তিক জ্ঞানসমন্বিত প্রার্থনা এবং জ্ঞানপ্রবাহ উৎপাদন করেন। অভীষ্টবর্ষক অন্তর্যামী অবার্য্য আত্মশক্তি ইত্যাদি প্রাপক সেই দেব পরাজ্ঞানে বর্তমান থাকেন অর্থাৎ পরাজ্ঞানদায়ক হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকবর্গের পরম কল্যাণপ্রদ জ্ঞানদায়ক হন)। [মন্ত্রটি বড়ই জটিল। নানা ব্যাখ্যাকার নিজের নিজের অভিরুচি অনুসারে নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন। তাই বিভিন্ন ব্যাখ্যায় এক পদেরই বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। ভাষ্যকার 'অন্তঃ' পদের অর্থ করেছেন—'অন্তর্হিতং বস্ত্রজাতং'। এখানে বস্ত্র কোথা থেকে এল বোঝা যায় না। আবার অন্য একজন ব্যাখ্যাকার ঐ পদেরই অর্থ করেছেন—অন্তঃকরণ। তাই 'অন্তঃ পশ্যম্' পদে দু'টির অর্থ হয়েছে—'অন্তর্যামী'। আমরাও তা সঙ্গত মনে ক'রি এবং ঐ অর্থই গ্রহণ করেছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও এইরকম মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবে একবিষয়ে প্রচলিত প্রায় সব ব্যাখ্যার মধ্যে ঐক্য আছে। তা মন্ত্রে সোমের সম্বন্ধ কল্পনা। মূলে কোন 'সোম' শব্দ নেই, এবং তা অধ্যাহার করবার কোন প্রয়োজনও মনে ক'রি না]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'মহাবাৎমপ্রম্', 'জনিত্রাদ্যম্', 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্' এবং 'শ্যাবাশ্বম্']।

●

সপ্তম খণ্ড

(সূক্ত ২০)

অগ্নিং বো বৃধন্তধ্বরাণাং পুরূতমম্।
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে॥ ১॥

অয়ং যথা ন আভুবৎ ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা।
অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ॥ ২॥
অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দেবেষু পত্যতে।
আ বাজৈরুপ নো গমৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ২১)

ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে॥ ১॥
ন কিষ্ট্বদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে।
ন কিষ্ট্বানু মজ্মনা ন কিঃ স্বশ্ব আনশে॥ ২॥
ইন্দ্রায় নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন।
সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ২২)

ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিহ।
পিবা সুতস্য মতির্ন মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায়॥ ১॥
ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন।
অস্য সুতস্য স্বার্তর্নোপ ত্বা মদাঃ সু বাচো অস্থুঃ॥ ২॥
ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতির্ন।
বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্ মদে সোমস্য॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—২০সূক্ত/১সাম—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। (আমার) পতন নিবারণের জন্য এবং উচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য, তোমরা যজ্ঞের বর্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আরাধনা করো। [মন্ত্রে 'বঃ' পদ আছে ব'লে, এবং কার উদ্দেশে ঐ 'বঃ' পদটি প্রযুক্ত, তার জ্ঞাপক কোনও সম্বোধন-পদ মন্ত্রের মধ্যে না থাকায়, ভাষ্যে তা অধ্যাহার ক'রে 'হে ঋত্বিজঃ' এই সম্বোধন পদটি স্থান পেয়েছে। আর, 'সহস্বতে' ও 'নপ্ত্রে' এই পদ দু'টিতে বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার ক'রে, ঐ পদ দু'টি 'অগ্নি' পদের বিশেষণ ব'লে গৃহীত হয়েছে। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অহিংস্য ও বলিদের বন্ধু, বলবান্, জ্বালানিচয়ে বর্ধমান ও প্রচুর অগ্নিকে সর্বতোভাবে গমন (লাভ) করো।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণও সায়ণভাষ্যকে অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত ক'রে, প্রায় ঐ একই অর্থ স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'অগ্নিকে সর্বতোভাবে গমন করো বা লাভ করো' এমন উক্তিকে অর্চকের কি স্বার্থ আছে, অথবা সাধারণের পক্ষে এই নিত্য সত্য বেদমন্ত্র কি উচ্চভাব শিক্ষা দিচ্ছে, তা বোঝা যায় না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৩দ-১সা) প্রাপ্তব্য]।

২০/২—পরিত্রাণকারক দেব যে রকমে সাধকদের উদ্ধার করেন, তেমনভাবে পরমদেবতা আমাদের কর্তব্যের রূপ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ আমাদেরও উদ্ধার করুন; ভগবানের প্রজ্ঞানের দ্বারা

যুক্ত হয়ে আমরা যেন যশস্বী হ'তে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করুন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবানের কৃপায় যেন আমরা যথাবিহিত কর্তব্য সম্পাদন ক'রে যশস্বী হ'তে পারি অর্থাৎ সৎকর্মসাধনজনিত আত্মতৃপ্তি ও খ্যাতি যাতে লাভ করতে পারি, মন্ত্রে তার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। এখানে সুখ্যাতি বলতে সাধারণ লোকের আকাঙ্ক্ষিত ধনবান ইত্যাদি জনিত প্রসিদ্ধিকে বোঝাচ্ছে না। 'যশ' বলতে এখানে সৎকর্মসাধনজনিত বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি এবং সৎ-জনমণ্ডলের যথোচিত শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করছে। —মন্ত্রটির প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকটিত করেছেন। একজন ব্যাখ্যাকার এটির অনুবাদ করেছেন,—'এই অগ্নি, আমাদের কর্তব্যের রূপ নির্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্যের দ্বারা যশোবিশিষ্ট হই।' ভাষ্যকার অনেক স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, কোন কোন স্থলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূল মন্ত্রকে জটিলতর ক'রে তুলেছেন]।

২০/৩—সকল দেবতার (অথবা দেবভাবের) মধ্যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবই (অথবা পরাজ্ঞানই) লোকবর্গকে সকল কল্যাণ প্রদান করেন। সেই দেবতা আমাদের আত্মশক্তির সাথে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,- -আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে,—জ্ঞানই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ দিতে পারে। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সৎ-বৃত্তি বা দেবভাব আছে, তাদের মূলে আছে—জ্ঞান। পরাজ্ঞানের বলেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হ'তে পারে। তাই মন্ত্র বলছেন,—'অগ্নিঃ দেবেষু অভিপত্যতে শ্রিয়ঃ।' —মন্ত্রের অপরাংশে সেই পরম কল্যাণজনক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। এমন যে পরম কল্যাণজনক পরাজ্ঞান, যার দ্বারা মানুষের জীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়, সেই পরম বস্তু পাবার জন্য কে না আগ্রহান্বিত হয়? মন্ত্রের শেষাংশে সেই পরাজ্ঞান লাভের জন্যই প্রার্থনা আছে। —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে আমাদের শব্দগত ব্যাখ্যার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ভাবগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সাথে আমাদের নিকটে আগমন করুন।' আমরা পূর্বাপর মন্ত্রের মতো এই মন্ত্রেও 'অগ্নি' পদে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদেব অর্থ গ্রহণ করেছি]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'স্বারসৈন্ধুক্ষিতম্' এবং 'সত্রাসাহিয়ম্']।

২১/১—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই প্রশংসনীয় (সকলের শ্রেষ্ঠস্থানীয়) অমারক অর্থাৎ আমাদের রক্ষাকর, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন। সত্যের (সৎকর্মের) অনুষ্ঠান-স্থানে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্বের ধারা (প্রবাহ) আপনাকে লক্ষ্য ক'রে, গমন করে—আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে রক্ষাপ্রদ সেই পরমানন্দদায়ক আপনার প্রতি আপনা থেকেই প্রবাহিত শুদ্ধসত্ত্বকে সঞ্চার ক'রে দিয়ে তা গ্রহণ করুন)। [এই মন্ত্রের প্রথম চরণে একটি 'সুতং' এবং একটি 'মদং' পদ আছে। এইরকম দ্বিতীয় চরণে একটি 'ধারাঃ' ও একটি 'অক্ষরন্' পদ দৃষ্ট হয়। দুই চরণের অন্তর্গত ঐ পদ-চারটি উপলক্ষ্যে মন্ত্রার্থ বিসদৃশ ভাব ধারণ ক'রে আছে। মন্ত্রের ভাব দাঁড়িয়ে গেছে,—'হে ইন্দ্র! তুমি মদকর সোমরস পান করো; সোমরসের ধারাসমূহ যজ্ঞক্ষেত্রে ক্ষরিত হচ্ছে।' এ-সব বিষয়ই বারংবার আলোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'সুতং' পদ উপলক্ষ্যে 'সোমরস' মাদকদ্রব্য পরিকল্পনা করা হয়, ঐ 'সুতং' পদের বিশেষণ-কয়েকটির প্রতি লক্ষ্য করলেই সে ভাব পরিবর্তিত হ'তে পারে। 'সুতং' কেমন? বলা হয়েছে, তা 'জ্যেষ্ঠং'। তার প্রতিবাক্য দেখি, 'প্রশস্যতমং'।

যা মাদকদ্রব্য, তা কি কখনও কোনকালে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বস্তু হ'তে পারে? তারপর, আরও বলা হয়েছে, তা 'অমর্ত্যং'। ঐ পদে 'অমারক' অর্থাৎ মরণরহিত অবস্থায় কথা মনে আসে। যা মাদকদ্রব্য, তা কি কখনও অমারক মরণরহিত অবস্থার প্রদাতা হয়? এইরকম, 'মদং' পদের প্রয়োগ বেদে যেখানেই দেখা গেছে, সেখানেই ঐ পদে আনন্দপ্রদ অর্থ পাওয়া গেছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করলেই 'সুতং' পদের মর্মার্থ অধিগত হয়। তাতে কখনই মাদকদ্রব্য (সোমলতার রস) অর্থ আসে না। তারপর, দ্বিতীয় চরণের 'ধারাঃ' পদের সাথে 'ঋতস্য শুক্রস্য' পদ দু'টির সম্বন্ধ রয়েছে। 'ঋত' শব্দে সত্যকে বা সৎকর্মকে (যজ্ঞকে) বোঝায়। 'শুক্র' শব্দে 'শুভ্র জ্যোতিঃ' অর্থ আসে। তার যে ধারা, সে কি? তার ভাব কি এই নয়—যেখানে অবিরত বিশুদ্ধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান চলেছে, সত্যের আলোকে যে স্থান পুলকিত হয়ে রয়েছে, সেই স্থানেই ভগবান্ গমন করেন। 'অক্ষরন্' পদে 'সঞ্চলন্তি' প্রতিবাক্য ভাষ্যেই দেখা যায়। সুতরাং সোমরস মাদকদ্রব্যের ধারা যেখানে নির্গত হয়েছে, সেখানে নয়; যেখানে সৎকর্মের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেখানেই, তিনি উপস্থিত থাকেন। এইভাবে বোঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে ভগবানের করুণায় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হোক; আর, সেই অমরত্বপ্রদ চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্ত্বভাবের সমীপে ভগবান্ এসে অধিষ্ঠিত হোন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১২দ-৩সা) দেখা যায়]।

২১/২—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যেহেতু আপনি আমাদের কর্মে বা হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে যোজনা করেন, সেই হেতু, আপনার অপেক্ষা অন্য কেউই প্রশস্যতর রথী অর্থাৎ আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচালক নেই। (ভাব এই যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত আপনি আমাদের সুপরিচালক হন)। হে ভগবন্! আপনাকে লঙ্ঘন ক'রে বলের দ্বারা আপনার সমান কেউই হ'তে পারে না, এবং আপনার সমকক্ষ শোভনরশ্মিযুক্ত অর্থাৎ সুষ্ঠু পথ-প্রদর্শক কেউই বিদ্যমান্ নেই। (ভাব এই যে,—সেই ভগবানের সদৃশ শক্তিশালী এবং হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করতে সমর্থ অপর কেউই জগতে নেই)। ['হরী' পদে ভাষ্য ইত্যাদিতে সেই অশ্বদ্বয় অর্থই গৃহীত হয়েছে। আমরা যথাপূর্ব জ্ঞানভক্তি-রূপ ভগবানের বাহকদ্বয় অর্থই গ্রহণ করেছি। তাতেই ভাব পরিস্ফুট হয়। প্রচলিত অর্থে এই মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব এই যে,—হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি আপনার অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করেন, সেই হেতু আপনার ন্যায় কেউ রথী হয়নি। এতে দেবতার যে কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল, তা অন্তর্যামীই বলতে পারেন। নিজের বাহক অশ্বদ্বয়কে নিজের রথে যোজনা করতে পারলেই বড় একজন রথী হওয়া যায়। এমন অর্থের কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু আমাদের পরিগৃহীত অর্থ অবলম্বন ক'রে ভাব গ্রহণ করলে দেখা যাবে—কি ভগবৎ-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক নিত্যসত্যতত্ত্বই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের হৃদয়ে বা কর্মে জ্ঞান-ভক্তির যে সংযোগ হয় সে ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। আমাদের মতো সংসার-কীটের হৃদয়ে অথবা এই নিত্য অপকর্মকারীদের কর্মের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ ক'রে দিয়ে সেই কর্মে বা সেই হৃদয়ে নিজের আসবার উপযোগী ঐরকম বাহনদ্বয়কে সংযুক্ত ক'রে, সত্যই তিনি কি প্রশংসনীয় হননি? সেইজন্যই কি তিনি রথীতর অর্থাৎ আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ব'লে অভিহিত হন না?—এই দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাঁর অসীম শক্তির এবং অচিন্তনীয় কর্মের দ্যোতনা করা হয়েছে। প্রথম ভাব—'আপনার সমকক্ষ কেউই শক্তিশালী নেই'। দ্বিতীয় অংশে তাঁর সেই শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়—তিনি শোভনরশ্মিযুত ('স্বশ্ব') হয়ে সেই রশ্মি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবে প্রবিষ্ট করেছেন ('আনশে'—অশুতে),

তেমন আর কেউই পারে না—তেমন কর্মী আর এ জগতে নেই। আমরা মনে করি এটাই তাঁর শক্তিশালিত্ব এটাই তাঁর অদ্বিতীয়ত্ব]।

২১/৩—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে ত্বরায় পূজা করো ; বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ভগবানকে আনন্দ দান করে ; অতএব, অমিতবলশালী (অথবা—সেই শুদ্ধসত্ত্বের সাথে) সকলের শ্রেষ্ঠ প্রশস্যতম সেই ভগবানকে আরাধনা করো। (এই মন্ত্র আত্ম-উদ্বোধক। সাধক এখানে কালক্ষয় না ক'রে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের পূজায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন)। [ভাষ্য ইত্যাদির অভিমত এই যে,—এখানে যজমান যেন ঋত্বিকদের সম্বোধন করছেন। কিন্তু আমরা ব'লি মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। অতীত অনাগত বর্তমান তিন কালেই সাধকবর্গ এই মন্ত্রে নিজেদের ভগবানের আরাধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে আসছেন। সে পক্ষে তাঁদের চিত্তবৃত্তিসমূহই এই মন্ত্রের সম্বোধ্য। —মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে 'সুতাঃ ইন্দবঃ অমৎসুঃ' বাক্যাংশে ভাষ্য ইত্যাদিতে সেই সোমরসের পরিকল্পনা দেখতে পাই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি ; এখনও ব'লি—ভগবানকে আনন্দ দান করে—ভগবানের প্রীতিসাধক হয় যে সামগ্রী—'সুতাঃ ইন্দবঃ' পদ দু'টিতে সেই সামগ্রীর প্রতিই লক্ষ্য রয়েছে—যা অন্তরের বস্তু—যা হৃদয়ের সারভূত সত্ত্বভাব। উপসংহার অংশে 'সহঃ' পদকে এক পক্ষে দেবতার বিশেষণ ব'লেও মনে করা যেতে পারে। তাতে তিনি যে অমিতবলশালী, সেই ভাব মনে আসে। কিন্তু তার চেয়েও সুষ্ঠু অর্থ নিষ্কাশিত হয়—যদি আমরা ঐ পদের ভাব 'তেন শুদ্ধসত্ত্বেন' বলে নির্দেশ ক'রি। সেই অনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথমাংশের সাথে শেষাংশের বেশ অর্থ-সঙ্গতি থাকে। প্রথম পক্ষে 'সহঃ' পদে 'অমিতবলশালী' প্রতিবাক্য-গ্রহণে তাঁকে নমস্কার করার সঙ্কল্প-মাত্র প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষোক্ত অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের সাথে তাঁকে আরাধনা করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'বসিষ্ঠপ্রিয়ম্', 'অসিতাদ্যম্' এবং 'গৌরীবিতম্']।

২২/১—পাপহারক সর্বশক্তিমন্ বলাধিপতি হে দেব! আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; এবং আগমন ক'রে প্রার্থনাপরায়ণ আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। অপিচ, পরম আনন্দ দানের জন্য আমাদের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ অমৃতের (অর্থাৎ অমৃতজাত) কল্যাণরূপ জ্যোতির্ময় যে স্তুতি, তা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে কোন সুষ্ঠু ভাব পাওয়া যায় না। তিনি মন্ত্রটির প্রায় এক তৃতীয়াংশের কোন ব্যাখ্যাই দেননি। যাই হোক, আমাদের মন্ত্রার্থে 'জুষস্ব' পদের অর্থ গৃহীত হয়েছে—'সেবকস্য, প্রার্থনাপরায়ণানাং অস্মাকং'। 'চকানঃ' পদের জ্যোতিঃবাচক 'জ্যোতির্ময়ী' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'মদায়' পদের অর্থ—'আনন্দদানায়'। ভাষ্যকারও বহুস্থলে ঐ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে ঐ পদের ভাষ্যার্থ হলো—'ভক্ষণায়'। এর দ্বারা মন্ত্রের যে কি সৌষ্ঠব সাধিত হয়েছে তা বোঝা যায় না। আমরা কিন্তু পূর্বের অর্থই—'পরমানন্দায়, পরমানন্দপ্রদানায়'—অব্যাহত রেখেছি, এবং তাতেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় ব'লে মনে ক'রি]।

২২/২—বলাধিপতে হে দেব! অমৃতের দিব্য চিরনবীন শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ করুন ; আমাদের হৃদয়ের স্বর্গজাত শুদ্ধসত্ত্ব-উৎপন্ন শোভনস্তুতিযুত পরমানন্দ আপনার সমীপে অবস্থিত হোক, অর্থাৎ আপনি আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দিব্যজাত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোক এবং সেই সত্ত্বভাবরূপ উপহার ভগবান্ গ্রহণ

করুন)। [এই প্রার্থনার ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের—আমাদের হৃদয়কে —শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন এবং আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব থেকে সমুৎপন্ন পূজোপহার গ্রহণ করুন। —প্রথমতঃ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। মানুষ ভগবানের কৃপা ব্যতীত সেই পরম বস্তুর অধিকারী হ'তে পারে না। তাই তা লাভ করবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হয়েছে।—আবার সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় যখন ভগবানের অভিমুখীন হয় তখন তাঁকে পাবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার ফলে যে প্রার্থনা জাগে তা-ই মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। —এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ সম্পূর্ণভাবেই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি দয়া ক'রে মানুষের হৃদয়ে পবিত্রভাব সঞ্চার করেন, এবং তার ফলেই মানুষ মোক্ষলাভের জন্য সচেতন হয়। তাই বলা যায়, তিনিই দাতা, আবার তিনিই গ্রহীতা। অর্থাৎ তাঁর দেওয়া বস্তু তিনিই গ্রহণ করেন। —মন্ত্রের অন্তর্গত 'জঠরং' পদের অর্থ 'অভ্যন্তরং' 'হৃদয়ং', 'হৃদি' ইত্যাদিই সঙ্গত]।

২২/৩—রিপুনাশক, লোকবর্গের পরমমিত্র, বলাধিপতি হে দেব! জ্ঞান-আবরক শত্রুকে বিনাশ করেন ; কামনাজয়ী সংযতচিত্ত সাধক রিপুবর্গকে নাশ করেন, এবং শুদ্ধসত্ত্বের পরম-আনন্দ লাভের জন্য আত্মশক্তি প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবন্ লোকবর্গের রিপুগণকে বিনাশ করেন ; সাধকেরা রিপুজয়ী হয়ে পরমানন্দ ও আত্মশক্তি লাভ করেন)। [মন্ত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে সাধকের সৌভাগ্য বর্ণিত হয়েছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের অনেক অংশেরই ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তাঁর মতে প্রত্যেক তিন পদের পরেই যে পদ আছে—তা 'উপসর্গাক্ষরাণি'। (এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষ পদ—'মতির্নমধোশ্চকানঃ' অংশটিকেও তিনি উপসর্গরূপে চিহ্নিত ক'রে ব্যাখ্যাদানে বিরত ছিলেন)। কিন্তু তাই ব'লে ঐ পদসমূহের কোন অর্থ নেই তা বলা যায় না। বেদ মন্ত্রে মিথ্যা প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ অথবা নিরর্থক বাক্যের কল্পনাও করা যায় না। আমরা প্রত্যেক পদেরই ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। কোন এক প্রচলিত হিন্দী ব্যাখ্যাতেও প্রত্যেক পদের অর্থ প্রদত্ত হয়েছে। —মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—'ইন্দ্রঃ বৃত্রং জঘান' অর্থাৎ ভগবান্ (ইন্দ্ররূপী তাঁর বলাধিপতি বিভূতিতে) জ্ঞান-আবরক শত্রুকে—অজ্ঞানতাকে—বিনাশ করেন। তিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁর পরশেই জগৎ থেকে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। ইন্দ্রের দু'টি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে—'তুরাষাট্' ও 'মিত্র'। তুরাষাট্—যিনি যুদ্ধে রিপুদের বিনাশ করেন, অর্থাৎ জগতের রিপুনাশক। প্রথম বিশেষণ থেকেই দ্বিতীয় বিশেষণের ভাব আসে—'মিত্রং ন'—তিনি জগতের লোকের মিত্রস্বরূপ। যিনি মানুষকে অজ্ঞানতা পাপমোহ প্রভৃতি রিপুদের কবল থেকে উদ্ধার করেন, তাঁর মতো, মানুষের এমন উপকারী বন্ধু আর কে হ'তে পারে? —কি রকম সাধক পরমানন্দ ও আত্মশক্তি লাভ করেন, তা-ও মন্ত্রে বলা হয়েছে। তিনি 'ভৃগু' অর্থাৎ কামনাজয়ী, তিনি 'যতঃ' অর্থাৎ সংযতচিত্ত। কামনার জয় না হ'লে মন প্রশান্ত হয় না, সুতরাং পরাশক্তি-লাভও অসম্ভব। মন্ত্রের 'যতিঃ' ও 'ভৃগুঃ' এই দু'টি পদে সেই সত্যই নির্দেশ করছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র তিনটি সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না। এগুলির একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে এবং সেটি 'গৌরীবিতম্' নামে অভিহিত]।

— পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৬, ১১-১৩, ১৬-২০, পবমান সোম ; ৭/২১ অগ্নি ; ৮ মিত্র ও বরুণ ; ৯/১৪/১৫/২২/২৩ ইন্দ্র ; ১০ ইন্দ্র ও অগ্নি।
ছন্দ—১/৭ জগতী ; ২-৬, ৮-১১, ১৩/১৬, গায়ত্রী ; ১২ বৃহতী ; ১৪/১৫/২১ পঙক্তি ; ১৭ প্রগাথ ককুভ সতোবৃহতী ; ১৮/২২ উষ্ণিক্ ;
১৯/২৩ অনুষ্টুভ্ ; ২০ ত্রিষ্টুভ্।
ঋষি—প্রতি সূক্তের শেষে উল্লেখিত আছে।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্‌রেতোধা ইন্দো ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিৎ তং ত্বা নর উপ গিরেম আসতে॥ ১॥
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্ বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে॥ ২॥
ঈশান ইমা ভুবনানি ঈয়সে যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
অস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতম্ পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

পবমানস্য বিশ্ববিৎ প্র তে সর্গা অসৃক্ষত।
সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ॥ ১॥
কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি
সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে॥ ২॥
জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি।
ক্রন্দন্ দেবো ন সূর্যঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ।
শ্রীণানা অপ্সু বৃঞ্জতে॥ ১॥
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ
পুনানা ইন্দ্রমাশত॥ ২॥

প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় মাদনঃ।
নৃভির্যতো বি নীয়সে॥ ৩॥
ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রং পরিদীয়সে।
অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে॥ ৪॥
ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতিঃ।
সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ॥ ৫॥
পবস্ব বৃত্রহন্তম উক্‌থেভিরনুমাদ্যঃ।
শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ॥ ৬॥
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোমঃ সুতঃ স মধুমান্।
দেবাবীরঘশংসহা॥ ৭॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানপ্রাপক পরমধনদাতা, পরমকল্যাণদায়ক বিশ্বোৎপাদক আপনি আমাদের হৃদয়ে আভির্ভূত হোন ; বিশ্বব্যাপক আপনি সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বজ্ঞ হন ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রসিদ্ধ আপনাকে সকল সাধক প্রার্থনা দ্বারা আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—পরমধনপ্রাপক কল্যাণদায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা যেন লাভ করতে পারি)। ['ইন্দো' অর্থে 'হে শুদ্ধসত্ত্ব', 'সোম' অর্থেও তাই। 'গোবিৎ' অর্থে 'জ্ঞানপ্রাপক' না ধ'রে ভাষ্যকার 'গরুদানকারী' বলেছেন, যেমন 'সোম' অর্থে তিনি সোমরস নামক মাদককেই নির্দেশ করেছেন। ফলে, ভাষ্য অনুসারী অনুবাদে সোমকে এমনভাবে ক্ষরিত হ'তে প্রার্থনা করা হচ্ছে যাতে মন্ত্রোচ্চারণকারী ঋষি গাভী অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করেন, সোমরস যেন ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ অবগত আছেন, সোমরস নাকি বিশ্বব্যাপী এবং তাঁর প্রসাদে নাকি লোকবল পাওয়া যায়—ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা এই যে, সোমরস সম্বন্ধে এত বড় বড় বিশেষণের সার্থকতা কোথায়? সোম মানুষকে কিভাবে গরু ঘোড়া দিতে পারে? শুধু তাই নয়, সোম সর্বজ্ঞ, বিশ্বের উৎপাদক। তাই এ সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যাবে, দেখা যাবে, 'সোম' বলতে 'সোমরস' নামক মাদকদ্রব্য তো বোঝায়ই না, পরন্তু ওর দ্বারা স্বর্গীয় অসীম শক্তিসম্পন্ন কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করে। সুতরাং সাধকগণ যে সোমের কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই]।

১/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সর্বলোকের আরাধনীয় হন ; পবিত্রকারক অভীষ্টবর্ষক হে দেব! আপনি পরমধন বিশেষভাবে প্রদান করেন ; আপনি আমাদের সর্বতোভাবে কল্যাণযুক্ত পরমধন প্রদান করুন ; প্রার্থনাকারী আমরা যেন বিশ্বে সৎকর্মসাধনের জন্য হই অর্থাৎ সর্বত্র যেন সৎকর্মসাধক হই। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —সত্ত্বভাবসম্পন্ন হয়ে আমরা যেন সৎকর্মসাধক হ'তে পারি)।

১/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপহারক উর্ধ্বগমনশীল ভক্তিজ্ঞান ইত্যাদি অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বপতি আপনি সকল ভুবনকে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে প্রাপ্ত হন, ব্যাপ্ত করেন ; জ্ঞানভক্তি ইত্যাদি আপনার সম্বন্ধীয় মধুর জ্যোতির্ময় অমৃত আমাদের প্রদান করুক ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার সম্বন্ধীয় সৎ-কর্মে সকল মানুষ নিযুক্ত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকল লোক সত্ত্বভাবসমন্বিত হোক)। [এই সূক্তটির ঋষি—'অকৃষ্ট ঋষিত্রয়'। এই

সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'দ্বিরভ্যন্তং—লৌশোত্তরম্' এবং 'শ্যেনম্']।

২/১—সর্বদর্শিন্ হে দেব! সূর্য যেমন কিরণ বিতরণ করেন (অথবা জ্ঞানদেব যথা জ্ঞানকিরণ বিতরণ করেন) তেমনভাবে পবিত্রকারক আপনার অমৃতপ্রবাহ নিত্যকাল আমাদের জন্য ক্ষরিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের জ্ঞানযুত অমৃত প্রদান করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি উপমা—'সূর্যাস্তেব রশ্ময়ঃ', অর্থাৎ সূর্য যেমন পাত্রাপাত্র-নির্বিশেষে নিজের কিরণ দান করেন ঠিক তেমনভাবে যেন অজ্ঞান পাপী আমরাও ভগবানের করুণা লাভ ক'রি। আমাদের নিজের তো এমন কোন সুকৃতি নেই, যার দ্বারা তাঁর কৃপা লাভ করতে পারি। কিন্তু তিনি তো জ্ঞানী-অজ্ঞানী, পাপী-পুণ্যবান্, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের প্রতি অযাচিতভাবে নিজের করুণাবারি বর্ষণ করেন। হ্যাঁ, সেই ভরসাতেই তো তাঁর দুয়ারে সকলে এসেছি। তিনি করুণা করুন, আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই]।

২/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সমুদ্রের ন্যায় অসীম আপনি প্রজ্ঞান আমাদের প্রদান ক'রে আমাদের সকল কর্মকে পবিত্র করুন ; এবং দ্যুলোক হ'তে আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে আমাদের কৃত সমস্ত কর্মকেই তাঁর মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে পবিত্র করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা পরমধন প্রাপ্তির জন্য। স্বর্গ থেকে যা প্রদান করা হয় তা আমাদের পরম মঙ্গলদায়ক দিব্য বস্তু। তাই এই অংশের অর্থ দাঁড়িয়েছে—আমাদের স্বর্গীয় পরমধন প্রদান করুন]।

২/৩—পবিত্রকারক হে দেব! আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রেরণ করুন ; জ্ঞানদেবতুল্য পরমদেব আপনি জ্ঞান প্রদান ক'রে আমাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রের অর্থ ও ভাব ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে, কারণ সেই 'সোম'—ভাষ্যকারের ভাষ্যে যা 'সোমরস' নামক মাদকদ্রব্য ছাড়া আর কিছু নয়। 'পবমান' মানেই 'সোমরস' এই ধারণার জন্যই একটি প্রচলিত অনুবাদে দেখা যায়—'হে সোম! যখন তোমার রস সূর্যদেবের মতো পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে থাক'। অথচ 'পবমান' অর্থে 'পবিত্রকার' নিরুক্তসম্মত। 'পবমান সোম' অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব যা সকলকে বা সবকিছুকে পবিত্র করে']। [এই সূক্তটির ঋষির নাম 'কশ্যপ মারীচ']।

৩/১—পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে গমন করেন ; শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতের প্রবাহে মিশ্রিত হয়ে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করতে পারি)। ['ইন্দুঃ' পদে ব্যাখ্যাকারগণ 'বিশুদ্ধ সোম' নির্দেশ করেন। এখানে ঐ পদে 'বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'অপ্‌সু'—'অমৃতেষু'। কিন্তু ভাষ্য ইত্যাদিতে —'সোম' অর্থে 'সোমরসকে' গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সেখানে ঐ 'অপ্‌সু' শব্দের অর্থ করতে হয়েছে 'বসতীবরী জল'। আর তারই ফলে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দাঁড়িয়েছে—'সোম সকল শোধিত ও দীপ্ত হয়ে গমন করছেন এবং মিশ্রিত হয়ে জলের মধ্যে মার্জিত হচ্ছেন।' বলা বাহুল্য এই অনুবাদের সাথে ভাষ্যেরও অনেক অংশের মিল নেই]।

৩/২—অমৃতপ্রবাহতুল্য জ্ঞানকিরণ সাধকের হৃদয়কে অভিলক্ষ্য ক'রে গমন করে ; নম্রের হৃদয়ে

গমনকারী পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব বলাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—নম্র-হৃদয় সাধক পরাজ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করেন। [সাধকেরাই নিজেদের সাধনপ্রভাবে পরাজ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর হৃদয়-মন ভগবানের চরণ-অভিমুখে ছোটে—অবশেষে তাঁর চরণে চরম আশ্রয় পেয়ে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ করে]।

৩/৩—পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব। পরমানন্দদায়ক আপনি ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সৎকর্মনেতা অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক বিশুদ্ধীকৃত হয়ে আপনি তাঁদের হৃদয়ে উৎপন্ন হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, আমরাও যেন ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [মন্ত্রের 'নৃভিঃ' পদটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাঁরা সৎকর্মপরায়ণ তাঁরাই পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারেন, সৎকর্মের দ্বারাই হৃদয় পবিত্র হয়, মনের ধারণাশক্তি জন্মে। তাই মন্ত্র ইঙ্গিত করছেন,—মন সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করো, সৎভাবে জীবনকে পরিচালিত করো, হৃদয়ে পবিত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হবে, তার দ্বারা তুমি মোক্ষলাভে সমর্থ হবে]।

৩/৪— হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন পাষাণ কঠোর সাধনের দ্বারা পবিত্র হ'য়ে আপনি সাধকদের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনি পর্যাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধকেরা কঠোর সাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদন করেন)। [ভগবানকে পাবার জন্য চাই সাধনা—ঐকান্তিক সাধনা। যে সাধনায় পতিতপাবনী গঙ্গার মর্ত্যে আগমন হয়, যে সাধনায় পাষাণ ভেদ ক'রে নির্ঝরিণীর ধারা প্রবাহিত হয়, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চাই—সেই সাধনা। পাষাণকঠোর সাধনায় হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ের মালিন্য দূরীভূত হয়, জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত আবর্জনা ভস্মীভূত হয়। আর যে পর্যন্ত না হৃদয় সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত হয়, সে পর্যন্ত তাতে ভগবানের ছায়া পড়ে না। মলিন পঙ্কিল হৃদয়কে নির্মল করা চাই, তবেই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। 'অদ্রিভিঃ সুতঃ' পদদু'টিতে তারই ইঙ্গিত আছে]।

৩/৫— হে শুদ্ধসত্ত্ব! যিনি সৎকর্মের সাধকদের পরমানন্দদায়ক, আরাধনীয়, আত্ম-উৎকর্ষ-সাধকবর্গ কর্তৃক লভ্য, বিশুদ্ধ, সেই আপনি আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর, হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য।' ভাষ্যকার 'নৃমাদনঃ' পদে 'মনুষ্যগণের মাদয়িতা' অর্থ করেছেন। এখানে ঐ পদে 'সাধকদের পরমানন্দদায়ক' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'মাদকদ্রব্য সোম মনুষ্যগণের মদকর' এমন অর্থের চেয়ে 'শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্মসাধকদের পরমানন্দদায়ক' অর্থই সমীচীন ও সঙ্গত]।

৩/৬— হে দেব! অজ্ঞানতা-রিপুনাশক, স্তোত্রদ্বারা আরাধনীয়, পবিত্র, পবিত্রকারক, মহান্ আপনি, আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানকে লাভ ক'রি)। [ভাষ্যকার সম্বোধনসূচক 'সোম' পদ অধ্যাহার ক'রে সোমপক্ষে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন। অপর একজন ব্যাখ্যাকার সোজাসুজি কেবল শব্দার্থ প্রদান করেছেন ; যেমন,—'হে সর্বাপেক্ষা বৃত্রঘাতী, তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্‌থমন্ত্র দ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত।' মন্ত্রের 'বৃত্রহন্তমঃ' পদটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্য ইত্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় ঐ পদের নানারকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাদের প্রধান অর্থ এই যে,—বৃত্র নামক এক অসুর ছিল, ইন্দ্র তাকে

বধ করেন, তাই ইন্দ্রের নাম 'বৃত্রহা'। কিন্তু তা-ই যদি হবে, তাহলে 'তম' প্রত্যয়ান্ত 'বৃত্রহন্তমঃ' পদের অথবা তার বাংলা অনুবাদ 'সর্বাপেক্ষা বৃত্রহা' কি অর্থ হ'তে পারে? বৃত্র যদি কোন প্রাণী হয়, তাহলে তাকে সর্বাপেক্ষা চরমভাবে হত্যা করার অর্থ কি? আবার কোন কোন স্থলে বহুবচনান্ত 'বৃত্রাণি' পদও ব্যবহৃত হয়েছে। স্থলবিশেষে ঐ পদের 'আবরক' অর্থও গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ একই পদের নানাস্থলে নানারকম বিভিন্ন অর্থ প্রচলিত দেখা যায়। আমরা সর্বদাই ঐ পদে 'জ্ঞানের আবরক শত্রু' অর্থাৎ 'অজ্ঞানতা'-কে লক্ষ্য করেছি। এটাই সঙ্গত]।

৩/৭—প্রসিদ্ধ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, অমৃতময় পবিত্র পবিত্রকারক ভগবানের প্রীতিসাধক পাপনাশক ব'লে সাধকগণ কর্তৃক কথিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, —শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক মোক্ষসাধক হন)। [শুদ্ধসত্ত্ব 'দেবাবীঃ' —দেবতার, ভগবানের প্রীতিসাধক। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্তমান থাকে, সেই স্থানকেই ভগবান্ নিজের প্রিয় আসন ব'লে মনে করেন। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব— 'পাবকঃ'—পবিত্রকারক। যেখানে পবিত্রতা, অনাবিলতা আছে, সেখানেই ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়]। [এই সূক্তটির ঋষির নাম— 'অসিত কাশ্যপ' বা 'দেবল']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

প্র কবির্দেববীতয়েঽব্যা বারেভিরর্ব্যত।
সাহ্বান্ বিশ্বা অভি স্পৃধঃ॥ ১॥
স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি।
পবমানঃ সহস্রিণম্॥ ২॥
পরি বিশ্বানি চেতসা মৃজ্যসে পবসে মতী।
স নঃ সোম শ্রবো বিদঃ॥ ৩॥
অভ্যর্ষ বৃহদ্ যশো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্।
ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৪॥
ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমা বিবেশিথ।
পুনানো বহ্নে অদ্ভুত॥ ৫॥
স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ।
সোমশ্চমূষু সীদতি॥ ৬॥

ক্রীডুর্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি।
দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্॥ ৭॥

(সূক্ত ৫)

যবং যবং নো অন্ধসা পুষ্টং পুষ্টং পরিস্রব।
বিশ্বা চ সোম সৌভগা॥ ১॥
ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ।
নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ॥ ২॥
উত নো গোবিদশ্ববিৎ পবস্ব সোমান্ধসা।
মক্ষূতমেভিরহভিঃ॥ ৩॥
যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য।
স পবস্ব সহস্রজিৎ॥ ৪॥

(সূক্ত ৬)

যাস্তে ধারা মধুশ্চ্যুতোহসৃগ্রমিন্দ উতয়ে।
তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ॥১॥
সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো বারাণ্যব্যয়া।
সীদন্নৃতস্য যোনিমা॥ ২॥
ত্বং সোম পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ।
বরিবোবিদ্ ঘৃতং পয়ঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য সর্বজ্ঞ ভগবান্ নিত্যসত্যের প্রবাহের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সাধকগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হন ; রিপুনাশক ভগবান্ আমাদের সকল শত্রুকে অভিভব করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুদের বিনাশ করুন)। [সাধকেরা পরাজ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের চরণ লাভ করতে পারেন। সত্যং জ্ঞানং তিনি, সত্য ও জ্ঞানের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে হ'লে হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ উন্মেষ করা চাই, নতুবা তাঁর দর্শনলাভ সম্ভবপর নয়। তাই বলা হয়েছে—'অব্যাবারেভিঃ অব্যত'—নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের দ্বারা তিনি লভ্য। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে যা প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মানুষের চিরন্তন প্রার্থনা, রিপুনাশের প্রার্থনা]।

৪/২—পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব নিশ্চিতভাবে প্রার্থনাকারীদের প্রভূতপরিমাণ পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন।' ভাষ্যকার 'গোমন্তং' পদের এখানে অর্থ করেছেন—'বহুসংখ্যক গাভী যুক্ত'। অর্থাৎ যার অনেক গাভী আছে। তাই শেষ পর্যন্ত অর্থ

দাঁড়িয়েছে—'গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন'। 'বাজং' পদে 'অন্নং' অর্থ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি অর্থ প্রকাশ করে, তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কারণ বহু স্থলে বহু অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'বাজং' পদে সর্বত্র সর্বদাই 'শক্তি' 'আত্মশক্তি' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত ও সমীচীন। এখানেও 'গোমন্তং বাজং' পদ দু'টিতে 'পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি' অর্থ গৃহীত হয়েছে। মাদকদ্রব্য সোম নয়, 'সোম' নামক সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজিত হ'লে মানুষ পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়। জ্ঞানই শক্তি ; জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। পরাজ্ঞানের বলে মানুষ আত্মশক্তি লাভ করে। সেই শক্তির দ্বারা রিপুজয়ে সমর্থ হয়। সুতরাং মানুষ (মাদকের প্রভাবে নয়) শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অচিরে মোক্ষলাভ করতে পারে। অবশ্য পেটে সোমরস পড়লে নেশার তাগিদে মনে মনে মোক্ষলাভ-প্রাপ্তির তৃপ্তি হয়তো বা জন্মাতে পারে]।

৪/৩— হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি জ্ঞানপ্রদান পূর্বক আমাদের পবিত্র করুন ; তারপর আমাদের স্তুতির দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের সকল পরমধন সর্বতোভাবে প্রদান করুন ; প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন। ['চেতসা মৃজ্যসে'—জ্ঞান প্রদান ক'রে আমাদের পরিশুদ্ধ করুন। অর্থাৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধতার প্রার্থনা। ভগবানের কৃপায় (শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে) হৃদয় পবিত্র হ'লে মানুষ নিজের চরম লক্ষ্য কি, তা জানতে পারে। এই লক্ষ্য পরমধন—মোক্ষ]।

৪/৪— হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাদের মহতী কীর্তি অর্থাৎ সৎকর্মসাধন-জনিত আত্মতৃপ্তি বা অনন্তজীবন এবং নিত্য পরমধন প্রদান করুন ; হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাদের পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদের নিত্য পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রে 'ধ্রুব'—নিত্যধন প্রদান করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু ভাষ্য অনুযায়ী সোমরসের মতো অনিত্য বস্তু নিত্যধন প্রদান করবে কেমন করে? মাদক সোমরস নয়, একমাত্র নিত্য সনাতন ভগবানই মানুষকে তার চির-আকাঙ্ক্ষিত পরমধন প্রদান করতে পারেন। আর তাঁর অধিষ্ঠানের ক্ষেত্র সোমরসের দ্বারা আপ্লুত হৃদয়, না শুদ্ধসমন্বিত সাধকের হৃদয়—তা বিচার্য। মানুষ যখন সৎকীর্তিমান্ হয়, তখনই সে অমর হয়—'কীর্তির্যস্য স জীবতি'। সেই অমরত্ব সম্ভবপর হয় শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানেরই আরাধনায়। ভগবানের উপাসকেরা তাঁতেই অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই অনন্তস্বরূপে অবস্থিতি করেন—'বৃহদ্যশো' পদে সেই অনন্ত জীবনকেই লক্ষ্য করছে]।

৪/৫— মহান্ হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের প্রার্থনা পূজা গ্রহণ করুন ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক সৎকর্মপ্রাপক, বিশ্বের অধিপতি আপনিই আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন! আমাদের আরাধনা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নে' পদটি লক্ষণীয়। পূর্বাপর 'বহ্নি' শব্দে জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করে, এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 'বহ্নে' পদে 'হে জ্ঞানদেব' অর্থই সমীচীন। আর 'অদ্ভুত' পদের 'মহান্' অর্থ তো সুবিদিত। কিন্তু ভাষ্যকার 'বহ্নে' পদের অর্থ করেছেন—যিনি 'হবিঃ' অর্থাৎ সাধকের পূজা আরাধনা প্রভৃতি ভগবানের কাছে বহন ক'রে নিয়ে যান। তবে ভাষ্যকার 'বহ্নে' পদকে 'সোম' পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই মন্ত্রে জ্ঞানদেব (বহ্নি বা অগ্নি) ও শুদ্ধসত্ত্ব (সোম) এই দুজনের কাছেই পৃথক পৃথক প্রার্থনা আছে]।

৪/৬—জ্ঞানস্বরূপ অমৃতের প্রবাহে বিশুদ্ধীকৃত শক্তির দ্বারা অন্যের অপরাজেয় প্রসিদ্ধ সেই

সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [বর্তমান মন্ত্রে জ্ঞান ও সত্ত্বভাবকে অভিন্ন বলা হয়েছে। ভগবানের শক্তি এক ও অভিন্ন। তার বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন নাম। সেইদিক দিয়েও এই দুই শক্তির (ভগবানের বিভূতির) অভিন্নত্ব পরিদৃষ্ট হয়। 'গভস্ত্যো' পদে বাহু অর্থাৎ শক্তিকে লক্ষ্য করে, তাই 'গভস্তো দুষ্টরং' পদ দু'টিতে 'অপ্রতিহতপ্রভাব, অপরাজেয়' অর্থ সূচিত করে। 'অপ্সু' পদের অর্থ 'অমৃতে, অমৃতপ্রবাহে'। কিন্তু ভাষ্যকার 'অন্তরীক্ষে' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই অর্থ প্রচলিত 'সোমরস' সম্বন্ধেই বা কেমন ক'রে ব্যবহৃত হ'তে পারে বোধগম্য হয় না ; অর্থাৎ 'সোমরস' বাহক, তিনি অন্তরীক্ষে বর্তমান ও দুস্তর হস্তের দ্বারা মার্জিত হয়ে পাত্রে অবস্থান করছেন—এমন ব্যাখ্যা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য হ'তে পারে না]।

৪/৭—হে শুদ্ধসত্ত্ব! লীলাপরায়ণ সৎকর্মতুল্য পরমধনদাতা আপনি পবিত্রহৃদয়কে প্রাপ্ত হন ; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ আমাকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনামূলকও বটে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমি যেন আত্মশক্তি লাভ ক'রি)। ['ক্রীড়ুঃ' পদ ক্রীড়নার্থক। ভগবান্ লীলাক্রমে এই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কার্য সম্পাদন করছেন। 'মখঃ ন মংহয়ুঃ' উপমাটিও প্রণিধানযোগ্য। আগের মন্ত্রে জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্বকে অভিন্ন ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রে সৎকর্মের সাথে সত্ত্বভাবের তুলনা করা হয়েছে। সৎকর্মসাধনের দ্বারা মানুষ যেমন পরমধন লাভের অধিকারী হ'তে পারে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেও মানুষ তেমনই পরমধন লাভ করতে পারে। উপমার এটাই বক্তব্য]। [এই সূক্তের অন্তর্গত সাতটি মন্ত্রের ঋষির নাম—'অসিত কাশ্যপ' বা দেবল]।

৫/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সঞ্চারে পরমানন্দ-ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হও ; এবং সকল পরমধন আমাদের প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তি পরমধন লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রে 'যবং যবং' এবং পুষ্টং পুষ্টং' পদের দ্বিতের দ্বারা প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হয়েছে। 'যবং' পদের অর্থ 'আত্মপেষণসমর্থ বল' না ধরে প্রচলিত অনুবাদে 'যব' নামক শস্য অর্থ ধ'রে কেমন দাঁড়িয়েছে— হে সোম (সোমরস)! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য (পুষ্টং পুষ্টং) এবং প্রচুর যব আমাদের আহরণ ক'রে দাও, এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদের দাও।' সোমরস কেমন ক'রে খাদ্যদ্রব্য এবং যবশস্য এনে দেবে তা বোঝা অসাধ্যই বটে]।

৫/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! যে রকমে আপনার আরাধনা আপনার গ্রহণযোগ্য হয় ; অপিচ, যে রকমে পরমানন্দদায়ক আপনার স্তব আমাদের দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়, তা করুন। তারপর, আমাদের স্তবে প্রীত হয়ে আপনার প্রিয়স্থান আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আপনার পূজাজ্ঞানরহিত আমার দীনপ্রার্থনা গ্রহণ ক'রে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [হে ভগবন্! সাধন-ভজন-জ্ঞানহীন আমরা, আমাদের প্রার্থনা কি তুমি গ্রহণ করবে? ওগো দয়াল, তুমি শিখিয়ে দাও, কেমন ক'রে তোমার পূজা করব? কোন্ উপচারে তোমার আরাধনা করব? প্রার্থনা—আমাদের হৃদয়ে আগমন করো, (শুদ্ধসত্ত্বরূপে উপজিত হও), আমাদের ধন্য কৃতার্থ করো]।

৫/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানযুত এবং পরাজ্ঞানদায়ক আপনি নিত্যকাল পরমানন্দদায়ক ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন নিত্যকাল পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [এই প্রার্থনাতে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে, সোমরসের কাছে

চাওয়া হয়েছে—গরু, ঘোড়া এবং প্রচুর অন্ন, আবার তা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া চাই। সত্যি বলতে কি, বেদে গরু ঘোড়া প্রভৃতি পাবার জন্য প্রার্থনা আদৌ নেই এবং সেখানে উল্লিখিত গরু ঘোড়া পদের অর্থও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্বের মতো এখানেও এই দু'টি পদে যথাক্রমে ('গোবিৎ') 'জ্ঞানযুক্ত' এবং ('অশ্ববিৎ') 'পরাজ্ঞানদায়ক' অর্থই সঙ্গতভাবে গৃহীত হয়েছে]।

৫/৪—বিশ্বশত্রুজয়ী হে দেব! আপনি শত্রুদের জয় করেন, কিন্তু শত্রুগণ কর্তৃক অপরাজেয় ; আপনি রিপুদের আক্রমণ ক'রে বিনাশ করেন, এইরকম আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপা করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [তিনি যার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তার আর কোন ভয় থাকে না। তাঁর চরণের স্পর্শে সাধকের জীবন পবিত্র হয়, ধন্য হয়, জীবনের দুর্দম্য কামনাবাসনা শান্তি লাভ করে। তাই তাঁকে হৃদয়ে পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রে সোমরসের কোন উল্লেখ না থাকলেও প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসকে আনা হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত চারটি সামমন্ত্রের ঋষি—'অবৎসার কাশ্যপ']।

৬/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার অমৃতোপম যে প্রবাহসমূহের সৃষ্টি হয়, আমাদের পাপকবল হ'তে রক্ষা করবার জন্য সেই প্রবাহের সাথে আমাদের হৃদয় পবিত্র করবার জন্য, আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন পবিত্রকারক অমৃতের স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [আবারও স্মরণ করা যেতে পারে যে, বেদে সোমের যে স্তবস্তুতি দেখতে পাওয়া যায়, তা বাস্তবিকপক্ষে সোমরস নামক কোনও মাদকদ্রব্যের স্তবস্তুতি নয়। সাধারণ শ্রেণীর মাতালও মদের এমন প্রশংসা করে না। বেদের 'সোম'-এ স্বর্গীয় কোনও ভগবৎশক্তির মহিমা খ্যাপন করা হয়েছে]।

৬/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবানের গ্রহণের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; এবং শীঘ্র সত্যের (অথবা সৎকর্মের) উৎপত্তিস্থান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হোক)। ['বারাণ্যব্যয়া' পদের অর্থ—'নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপে'। পবমান পর্বে এবং আরণ্যক পর্বেও এই অর্থই গৃহীত হয়েছে। 'ঋতস্য যোনিং'—সত্য অথবা সৎকর্ম উভয়েরই উৎপত্তিস্থল—'হৃদয়'। সত্যের বা সৎকর্মের সাধন করতে হ'লেও হৃদয়ের প্রেরণা চাই, হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই, নতুবা কোন কর্মই সম্পাদন করা সম্ভব হয় না]।

৬/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতোপম পরমধনদাতা আপনি জ্ঞানার্থী আমাদের জ্যোতির্ময় অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতসমান শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [শুদ্ধসত্ত্ব অমৃততুল্য। অমৃতপানে মানুষ অমর হয়, জরামরণভয় বিদূরিত হয়। —জরামরণ কি? যার দ্বারা মানুষের শারীরিক ও মানসিক, আধ্যাত্মিক অবসাদ আসে, সৎপ্রবৃত্তি দীনতা প্রাপ্ত হয়, সৎকর্মসাধনের শক্তি নষ্ট হয়, তা-ই জরা—তাই মানুষকে মৃত্যুর পথে প্রেরণ করে। সেই মৃত্যু—আত্মার অধঃপতন। শুদ্ধ পবিত্র অনন্ত আত্মা মায়ামোহের জালে আবদ্ধ হয়ে অপবিত্রতার পথে পদার্পণ করে ; নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ নিজের প্রকৃত স্বরূপ (অর্থাৎ আমিও সেই পরমাত্মার অংশ, এমন ভাব) ভুলে নিজেকে চিরবদ্ধ মনে করে। সুতরাং ক্রমশ নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, আত্মহত্যা (আপন আত্মার অবনতি সাধন) করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে এই আত্মহত্যা থেকে —মৃত্যু থেকে,—জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

তাই শুদ্ধসত্ত্বকে অমৃততুল্য বলা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হ'লে মানুষ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়। নিজের সাথে সত্ত্বময় বিশ্বাত্মার যোগ অনুভব করে। তখন তার পক্ষে অধঃপতন অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত হয়। অবশেষে ভগবানের চরণে চরম আশ্রয় লাভ করে। মন্ত্রে মন্ত্রে এই পরম কল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা দৃষ্ট হয়]।

[এই সূক্তের তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'জমদগ্নি ভার্গব']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৭)

তব শ্রিয়ো বর্ষস্যেব বিদ্যুতোঽগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ যদোষধীরভিসৃষ্টো
বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাসনি॥ ১॥
বাতোপজূত ইষিতো বশাঁ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।
আ তে যতন্তে রথ্যোঽযথা পৃথক্ শর্ধাংস্যগ্নে অজরস্য ধক্ষতঃ॥ ২॥
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতরং মতিম্।
ত্বামর্ভস্য হবিষঃ সমানমিৎ ত্বাং মহো বৃণতে নান্যং ত্বৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

পরুরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ।
মিত্র বংসি বাং সুমতিম্॥ ১॥
তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধাম চ।
বয়ং বাং মিত্রা স্যাম॥ ২॥
পাতং নো মিত্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা।
সাহ্যাম দস্যুন্তনূভিঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অচরপয়ঃ।
সোমমিন্দ্রচমূ সুতম্॥ ১॥
অনু ত্বা রোদসী উভে স্পর্ধমানমদদেতাম্।
ইন্দ্র যদ্ দস্যুহাভবঃ॥ ২॥
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতাবৃধম্।
ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মমে॥ ৩॥

(সূক্ত ১০)

ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত।
পিবতং শম্ভুবা সুতম্॥ ১॥
যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা।
ইন্দ্রাগ্নী তাভিরা গতম্॥ ২॥
তাভিরা গচ্ছতং নরোপেদং সবনং সুতম্।
ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৭সূক্ত/১সাম—হে ভগবন্! অভীষ্টবর্ষক জ্যোর্তিময় জ্ঞানস্বরূপ আপনার জ্যোতিঃ জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবীর প্রসিদ্ধ কিরণের ন্যায় সাধকদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়; যখন আপনার কর্তৃক কর্মফল-অবসান-প্রাপ্ত অবস্থা এবং জ্যোতিঃ সাধকদের হৃদয়ে সৃষ্ট হয়, তখন আপনি তাঁদের হৃদয়ে আত্মশক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সাধকদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের উপমায় জ্ঞানস্বরূপের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় উপমা 'উষসামিবেতয়ঃ'। অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষিকা (ঊষা) দেবীর কিরণ পুঞ্জের মতো। এটি 'শ্রিয়ঃ' পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক। ভগবানের জ্যোতিঃ মানুষের হৃদয়ে নবজীবন, সত্বভাব এনে দেয়, তার মধ্যে নূতন জীবনের উন্মেষ সাধিত হয়]।

৭/২—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! আশুমুক্তিদায়ক আপনি যখন আপনাকে কামনাকারী সাধকদের পেতে ইচ্ছা করেন, তখন শীঘ্র তাঁদের শক্তিকে ব্যাপ্ত করে বিশেষভাবে বর্তমান থাকেন; হে দেব! রথিগণ যেমন অসংযমিত অশ্বকে সংযমিত করেন, তেমনই চিরনবীন পাপনাশক আপনার জ্যোতিঃ আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহকে বিশেষভাবে সংযমিত করুক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ আমাদের সকল চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র করুন)। [অগ্নি—ভগবানের জ্ঞানদায়ক বিভূতি। মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হয়েছে—যিনি ভগবানকে কামনা করেন, ভগবানও তাঁর সেই পবিত্র বাসনা পূর্ণ করেন। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হয়েছে—সেই প্রার্থনা অন্তরের কলুষিত চিত্তবৃত্তির পরিশোধন]।

৭/৩—হে দেব! পরাজ্ঞানদায়ক, সৎকর্মসাধনশক্তিদাতা, দেবভাব-উৎপাদক, রিপুনাশক, সৎবুদ্ধিদাতা জ্ঞানদেব! আপনাকে সকলে সমভাবে আরাধনা করে; পাপী এবং সাধকের অর্থাৎ সকলের আরাধনা গ্রহণের জন্য আপনাকে সকলে প্রার্থনা করে; আপনি ভিন্ন অন্য কাউকেও আরাধনা করে না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সকল লোক একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমদেবতাকেই আরাধনা করে)। [সবের মূলই তিনি—সবই তিনি—তিনিই সব। তিনি ব্যতীত অন্য কারও আরাধনা করা হয় না; অর্থাৎ সব দেবতার আরাধনাই তাঁতে গিয়ে পৌঁছায়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'অরুণ বৈতহব্য']।

৮/১—হে মিত্রদেব! হে অভীষ্টবর্ষক (বরুণ) দেব! আপনাদের রক্ষাশক্তি নিশ্চিতভাবেই প্রভূতপরিমাণে আমাদের প্রতি বর্তমান থাকুক; হে দেবদ্বয়! আপনাদের কৃপা এবং জ্ঞান আমি যেন সম্ভোগ করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের পাপের কবল থেকে রক্ষা করুন)। [ভগবান্ তাঁর মিত্ররূপ বিভূতিতে আমাদের সৎপথে পরিচালিত

করুন, অন্তরাত্মারূপে আমাদের কার্যপ্রণালীকে নিয়মিত করুন। তিনি বরুণরূপ অভীষ্টবর্ষণশীল বিভূতিতে আমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করুন, আমরা যেন সেই অনুকম্পার সহায়তায় জীবনের অভীষ্ট সাধন করতে পারি]।

৮/২—মিত্রভূত হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ আপনাদের সম্যক্‌রূপে স্তুতি করছি ; স্তোতা আমরা যেন পরাসিদ্ধি এবং ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হই ; হে মিত্রদেব এবং হে অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়! প্রার্থনাকারী আমরা যেন আপনাদের আরাধনাপরায়ণ হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [সাধক যেন নিজের অভীষ্টলাভের উপায় বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু দুর্বলতাবশতঃ সেই উপায় অবলম্বন করতে পারছেন না। সেই উপায় ভগবানের সাধনায় আত্মনিয়োগ। তার জন্যও ভগবানের কৃপা চাই। মন্ত্রের শেষাংশে সেই কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৮/৩—মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের আপনাদের রক্ষাশক্তির দ্বারা পাপের কবল হ'তে রক্ষা করুন ; অপিচ, বিপদ হ'তে ত্রাণ ক'রে পালন করুন ; হে দেবদ্বয়! আপনাদের কৃপায় আমরা যেন আত্মশক্তি দ্বারা শত্রুদের অভিভব করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন, এবং আমাদের রিপুজয়ী করুন)। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'উরুচক্রি আত্রেয়']।

৯/১—বলাধিপতে হে দেব (হে ইন্দ্র)! আত্মশক্তি সাথে হৃদয়ে আগমন ক'রে আমাদের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ ক'রে জ্যোতিঃতে আমাদের স্থাপন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজা-উপহার গ্রহণ করুন)।

৯/২—রিপুজয়ী যে বলাধিপতি দেব! আপনি যখন রিপুনাশক হন ; তখন দ্যুলোক-ভূলোক অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকল লোক আপনার মহিমা উপলব্ধি করে পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ যখন লোকগণের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, সকল লোক তখন পরমানন্দ লাভ করে)।

৯/৩—অষ্টদিক্‌ব্যাপিনী, দ্যুলোকব্যাপিনী অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপিনী, সত্যের (অথবা, সৎকর্মের) বর্ধনকারিণী, তথাপি ভগবানের মহিমা হ'তে ন্যূন প্রার্থনা আমি উচ্চারণ করছি। (মন্ত্রটি ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভাব এই যে, —মানুষেরা অসীম ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত করতে সমর্থ নয়)। [মানুষ সান্ত সসীম। তার পক্ষে অনন্ত অসীম ভগবানের মহিমাকীর্তন সম্ভব নয়। এমন কি, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেও মানুষ তার ক্ষীণ অসম্পূর্ণ ভাষার সাহায্যে সেই মহান্ অনুভূতি ব্যক্ত করতে সমর্থ হয় না। এ অনুভূতি, উপভোগের সামগ্রী—তা প্রকাশ করবার শক্তি মানুষের নেই। তাই মন্ত্রে বলা হয়েছে,—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী প্রার্থনাও ভগবানের মহিমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে প্রার্থনাকে 'অষ্টাপদীং নবস্রক্তিং' বলাতে প্রার্থনাকারীর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়নি, এটি কেবল ভগবৎ-মহিমার অসীমত্ব প্রকাশ করছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি— 'কুরুসুতি কাণ্ব']।

১০/১—হে ইন্দ্ররূপী শক্তিদেব ও হে অগ্নিরূপী জ্ঞানদেব! আপনারা আমাদের উচ্চারিত অথবা আমাদের অনুষ্ঠিত স্তুতিমন্ত্রসমূহ (সৎকর্মসমূহ) গ্রহণ করুন অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হোন। অপিচ, হে পরমসুখদাতা! আপনারা উভয়ে, আমাদের কর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা গ্রহণে

আমাদের কর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা গ্রহণে আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ সুগম হয়)। ['ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে একদিকে জ্ঞানের ও একদিকে কর্মশক্তির প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। কর্ম যদি জ্ঞানসম্বন্ধযুত হয়, তাহলে সেই কর্মই মানুষের মোক্ষের হেতুভূত হয়ে থাকে]।

১০/২— নেতা অর্থাৎ সৎকর্মের নিয়োজক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রাগ্নীরূপী হে দেবদ্বয় অথবা জ্ঞানকর্মরূপী দেবদ্বয়! তোমাদের স্বভূত অর্থাৎ তোমাদের সম্বন্ধি প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানকিরণ বর্তমান, সেই জ্ঞানকিরণসমূহের সাথে হবির্দানকারী অর্থাৎ সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী আমার হৃদয়ে আগমন করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে পাবার জন্য এখানে প্রার্থনা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্মপরায়ণ হয়ে ভগবানের পদাঙ্ক অনুসারী হই]। [মানুষ যদি তার ইষ্টদেবকে সর্বাভীষ্টপূরক, আর সেই অভীষ্টপূরণের জন্য তাঁকে সৎকর্মের নিয়োজক ব'লে বুঝতে পারে, তাহলে, অভীষ্ট-পূরণের—আত্যন্তিক সুখসাধনের জন্য তাঁরই শরণ গ্রহণ করে। সৎকর্মসাধনই অভীষ্ট-পূরণের হেতুভূত। তিনি 'পুরুস্পৃহঃ'—সকলেরই তিনি কাম্য অর্থাৎ সবার মঙ্গল কামনাই তিনি পূরণ করেন। আবার তিনি সকল সৎকর্মের নিয়ামক অর্থাৎ তিনি সকলকেই সৎকর্মে প্রবর্তিত ক'রে থাকেন]।

১০/৩— সৎকর্মের নিয়োজক হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয় (অথবা শক্তি ও জ্ঞানরূপী দেবদ্বয়)! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হয়েছে। অথবা আমার হৃদয়ে বর্তমান শুদ্ধসত্ত্ব অথবা ভক্তিসুধা আপনাদের নিমিত্ত উৎসর্গ করছি। সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আপনারা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের এবং সৎকর্মের দ্বারা যেন ভগবানের পরিতৃপ্তি বিধান করতে সমর্থ হই)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এই সবনে অভিযুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত আগমন করো।' ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনি নিজের ইষ্টদেবতাকে সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্য দানে আহ্বান করবেন—এমন ভাবনা অভাবিত। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত-সাধক প্রদত্ত এই সোম হৃদয়ের ভক্তিসুধা—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রটির উদ্দেশ্য—ভগবানের কর্ম-সাধনে একাগ্রতা ও সৎ-ভাবের সঞ্চার, এবং ভগবানের প্রীতিসাধনে হৃদয়ের সার সামগ্রী ভক্তিসুধা—শুদ্ধসত্ত্ব অর্পণ]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সাম-মন্ত্রের ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১১)

অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ।
সীদন্ যোনৌ বনেষ্বা॥ ১॥
অপ্‌সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।
সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে॥ ২॥

ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ।
আ পবস্ব সহস্রিণম্॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া॥ ১॥
অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ সোমো, দুগ্ধাভিরক্ষাঃ ;
সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্ মন্দী মদায় তোশতে॥ ২॥

(সূক্ত ১৩)

যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসূ।
তন্নঃ পুনান আ ভর ॥ ১॥
বৃষা পুনান আয়ুংষি স্তনয়ন্নধি বর্হিষি।
হরিঃ সন্ যোনিমাসদঃ॥ ২॥
যুবং হি স্থঃ স্বঃ পতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী।
ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! অতিশয় দীপ্তিমান্ আপনি অরণ্যসদৃশ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে, সৎ-ভাবের বিরোধক শত্রুগণকে পুনঃপুনঃ অভিভূত ক'রে, আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সৎ-ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক। সৎ-ভাবের প্রভাবে শত্রুনাশের উদ্বোধনা মন্ত্রে বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! হৃদয়ে সৎ-ভাবের সঞ্চার ক'রে আপনি আমাকে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করুন)। অথবা,—হে শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন তুমি পরাজ্ঞান প্রদান করবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগমন করো ; আপন স্বরূপে আমাদের স্থাপন করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রে মোক্ষ-প্রাপ্ত হই)। [দু'রকম অন্বয়েই মন্ত্রের ভাব একই—হৃদয়ে সৎ-ভাবের সঞ্চারে অন্তঃশত্রু কামক্রোধ ইত্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হোক ; শুভ্র জ্ঞানজ্যোতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে সৎ-ভাবের বিকাশে ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সুগম হোক]। [এই সামমন্ত্রটি ছন্দ-আর্চিকেও (ষষ্ঠ প্রপাঠক, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় সূক্ত, সপ্তম মন্ত্র) পরিদৃষ্ট হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৪সূ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২—সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি, ইন্দ্ররূপী পরম ঐশ্বর্যশালী, বায়ুরূপী বলপ্রাণ-প্রদাতা, পবিত্রকারক, বরুণরূপে স্নেহকারুণ্যপূর্ণ, মরুৎগণরূপী জীবন-কারণ, বিষ্ণুরূপে সর্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে ক্ষরিত অর্থাৎ সঞ্চারিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সর্বদেবময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে সৎভাবের বিকাশ হোক)। [এক হিসাবে এই মন্ত্রে সর্বদেবতার প্রীতিসাধনের প্রার্থনা বর্তমান। আবার অন্যভাবে সর্বদেবময় সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য প্রার্থনার ভাবের বিকাশ ব'লে মনে করা হয়। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু

প্রভৃতি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশরূপ বা বিভূতি। বিভিন্ন বিভূতির প্রীতিকল্পে প্রার্থনার বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই সূচিত হয়। —সেই অনন্ত মহাসত্তাকে জ্ঞানের অতীত ব'লে তাঁকে পাওয়ার আশা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো আমাদের ধ্যানধারণার, জ্ঞানের অতীত নন। আমাদের ইষ্টদেব যিনি, তিনি ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির মধ্যেই তো সীমাবদ্ধ। একই ঈশ্বরেরই এই রূপ গুণ। সুতরাং এঁদের বা এঁদের যে কোন একের উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লেও, তাঁকেই উপাসনা করা হবে, এবং তাহলে অবশ্যই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে]।

১১/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের সুখসাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ আমাদের পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করবার জন্য আমাদের অভীষ্ট পূরণ করো। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল স্থান হ'তে সর্বরকমে আমাদের সুখকামনায় পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এখানে পরমধনলাভের প্রার্থনা পরিব্যক্ত হয়েছে)। [ভাষ্য অনুসারে এই মন্ত্রে প্রথম দৃষ্টিতে ঐহিক সুখসাধনের কামনা প্রকটিত দেখা যায়। আমাকে ধন বিত্ত দাও ; আমার পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিকে অন্ন ধন ইত্যাদি দাও ; —সাধারণতঃ এমন ভাবই যেন ব্যক্ত হয়। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করলে মন্ত্রে যে এক উন্নতভাব প্রকটিত, তা-ই উপলব্ধ হয়। দেখা যায়, মন্ত্রে চরম প্রার্থনা—পারত্রিক মঙ্গল সাধনের কামনা। ভাব এই যে,—ঐহিক অল্পকালস্থায়ী সুখসাধন আমার কামনার সামগ্রী নয় ; আমার একমাত্র কামনা, —আমি যাতে সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে, তাঁরই চরণে জীবন সমর্পণ করতে পারি। তাই প্রার্থনা—আমার সেই অভীষ্টপূরণের জন্য আপনি এসে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন]। [এই সূক্তের সামমন্ত্রগুলির ঋষি—'ভৃগু বারুণি' বা 'জমদগ্নি ভার্গব'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গানের নাম—'শাকলম্', 'বার্শম্', 'সন্তনি', 'শাকরবর্ণম্', 'জরাবোধীয়োত্তরম্', 'মার্গীয়সম্']।

১২/১—সৎকর্মপরায়ণ জনের একাগ্রতায় ও কর্মের প্রভাবে অভিযুত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানসহযুত বিশুদ্ধ প্রবাহরূপে সৎ-ভাবসম্পন্নদের হৃদয়ে সম্যক্ প্রবাহিত হয়। অশ্ব যেমন ত্বরিতগতিতে গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত করায়, শুদ্ধসত্ত্বও তেমনই আপন পাপনাশক পবিত্র প্রবাহের দ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়। অপিচ, পরমানন্দদায়ক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজের কর্মের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁদের আদর্শের অনুসরণে আমিও যেন আত্মজ্ঞানলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হই)। অথবা,—পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক জ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে সত্ত্বভাব নিশ্চিতই তাঁদের প্রাপ্ত হন ; ব্যাপকজ্ঞান যেমন সাধককে প্রাপ্ত হয়, তেমনই সত্ত্বভাব পাপহারক প্রবাহরূপে সাধকে প্রাপ্ত হন ; তিনি আনন্দদায়ক ধারারূপে সাধককে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন)।

১২/২—বিশুদ্ধজ্ঞানসহযুত, শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি হৃদয়রূপ উন্নতপ্রদেশে জ্ঞানপ্রবাহসমূহের সাথে আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের হৃদয়ে আপনা-আপনিই ক্ষরিত হয়। ভগবানের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত করাবার জন্য সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধজ্ঞানজ্যোতিঃর সাথে অকিঞ্চন আমাদের হৃদয়ে ধারারূপে সঞ্চারিত হোক। অপিচ, সমুদ্রের ন্যায় অর্থাৎ উদকসমূহ যেমন সমুদ্রে গমন করে, তেমন আমাদের নিত্যানন্দ প্রদানের নিমিত্ত, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, স্নেহসত্ত্বধারারূপে, আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করুক অর্থাৎ ধারারূপে আমাদের পরিব্যাপ্ত করুক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। সৎ-জ্ঞানসমন্বিত সৎ-ভাবই সকল অভীষ্টপূরণের হেতুভূত। জ্ঞান ও সৎ-ভাবের দ্বারা আমরা যেন

পরমানন্দলাভে সমর্থ হই—মন্ত্রে এই সঙ্কল্প প্রকাশ পেয়েছে)। [মুমুক্ষু হ'তে হ'লে প্রথমতঃ অন্তঃশত্রু নাশের প্রয়োজন। অন্তঃশত্রুনাশে হৃদয়ে সৎ-ভাবের সঞ্চার—দিব্যদৃষ্টি লাভ প্রভৃতিই সে পক্ষে প্রধান সহায়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ যে আদর্শ সম্মুখে ধারণ ক'রে রয়েছেন, সেই আদর্শের অনুসরণে অগ্রসর হ'লেই সকল সংশয় দূর হবে। জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে সৎ-ভাবের সমাবেশে হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের প্রীতিসাধনে সমর্থ হবে। তা-ই পরম সুখসাধন, তা-ই নিত্যানন্দপ্রদ। সেই সুখ—সেই আনন্দ লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি সামমন্ত্রের ঋষির নাম 'মনু' বা 'সপ্তর্ষিগণ'। এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রের একত্রগ্রথিত এগারোটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম, যথাক্রমে—'মানবোত্তরং', 'আনুপন্থ্যস্বং', 'বাভ্রং', 'আগ্নেস্ত্রিনিধনং', 'বৈষ্ণবোত্তরং' এবং 'যোক্তগ্রুচং']।

১৩/১—হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পবিত্র বিশুদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়ে সকলের কামনার সামগ্রী সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধি অর্থাৎ পরলোক-ইহলোক-সম্বন্ধি সেই আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদের প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ করতে প্রবুদ্ধ হই)। [মন্ত্রে পরমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দু'রকম ধন লাভের প্রার্থনা রয়েছে—পার্থিব ও স্বর্গীয়—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। সাধারণ প্রার্থনাকারী যিনি, ঐহিক সুখসাধনই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁর কাছে ঐহিক সুখসাধক বিত্ত-সম্পত্তি অতি তুচ্ছ। ঐহিক সুখসাধনের মধ্য দিয়ে পারত্রিক কল্যাণ-কামনাতেই তিনি উদ্বুদ্ধ থাকেন। তাঁর ঐহিক ধন বা 'পার্থিবং বসু' অন্যরকম। সে ধন—সৎকর্মের সাধনে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা। সৎকর্মের সাধনে সৎ-ভাবের উন্মেষণ—বিশ্বপ্রীতি লোকহিতসাধনই তাঁর পক্ষে পর্থিব ধন। পার্থিব যে ধনের সাহায্যে স্বর্গীয় পরমধন (মোক্ষ) অধিগত হয়, আত্মদর্শী সাধুজন সেই ধনলাভের প্রয়াস পেয়ে থাকেন। এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বৃক্ষে আরোহণ করতে হ'লে যেমন মূলদেশই প্রথম আশ্রয় করতে হয়, সাধন-ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। ঐহিক সাধন—মূল। এই সাধনায় সিদ্ধ হ'তে পারলে পরে পারত্রিক সাধনা সুফলপ্রদ হয়। তাই শাস্ত্রে কথিত চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত। সংসারের নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও যিনি মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়ে চিরলক্ষ্যে ভগবৎ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হন, 'দিব্যং বসু'—স্বর্গীয় ধন—মোক্ষ তাঁরই অধিগত হয়]।

১৩/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ প্রদীপ্ত হয়ে তুমি আমাদের সৎকর্মশীল জীবন প্রদান করো (অথবা সৎকর্মশীল জীবনকে রক্ষা করো)। অপিচ, সর্বাভীষ্টপূরক তুমি শত্রুগণকে অভিভূত ক'রে আস্তীর্ণ দর্ভরূপ হৃদয়-আসনে উপবিষ্ট হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হোক এবং ভগবানের প্রতি আমাদের মতি অবিচলিত হোক)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় আগেরটির মতো এই এবং পরবর্তী এমন মন্ত্রগুলিতেও 'সোম' নামক মাদকরসকে সম্বোধন করা হয়েছে। আগেরটিতে যেমন বলা হয়েছে—'হে সোম! যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হবার সময়, আমাদের জন্য তা আনয়ন করো।' এই মন্ত্রেও তেমনই প্রচলিত অনুবাদ—'অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিৎবর্ণ আপন স্থানে উপবেশন করছেন।' এই ব্যাখ্যা থেকে সোমকে চৈতন্যহীন জড়পদার্থ ব'লে মনে হয় কি? আর সোম কুশের উপরে বসলে, অনুষ্ঠানকারীর কোন্ ইষ্ট সাধিত হ'তে পারে, বোঝা যায় কি? সোম

অর্থে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য কখনও সোমলতা, কখনও চন্দ্র, কখনও সোম-দেবতা ইত্যাদি নানা অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বেদের মধ্যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত হওয়া সমীচীন নয়। 'সোম' শব্দে 'শুদ্ধসত্ত্ব'—সাধক-হৃদয়ের ভক্তিসত্ত্ব—বোঝাই সঙ্গত]।

১৩/৩ হে আমার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি এবং আমার কর্মশক্তি—তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী অর্থাৎ সৎকর্মে নিয়োজক। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী দেবতা! তুমি এবং সর্বশক্তিস্বরূপ পরমৈশ্বর্যশালী দেবতা তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী। অপিচ, তোমরা জ্ঞানের পালক অর্থাৎ তোমরা আমাদের কর্মসমূহকে বা সৎ-বুদ্ধি সমূহকে পালন বা প্রবর্ধিত করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানের বিভূতিসমূহ সর্বার্থসাধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই বিভূতিসমূহ আমাদের সৎপথে প্রবর্তিত ক'রে আমাদের কর্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব প্রবর্ধিত করুক)। [এখানে 'সোম' এবং 'ইন্দ্র' এই দুই পদের যে অর্থ নিষ্কাষিত হয়েছে, তাতে দু'রকম ভাব মনে আসে। এক অর্থে 'ইন্দ্র' পদে কর্মশক্তিকে বোঝাতে পারে, অপর অর্থে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সকল শক্তির আধারভূত ভগবৎ-বিভূতিকে বুঝিয়ে থাকে। 'সোম' পদেরও ঐরকম দু'টি অর্থ হয়। এক অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব, আর এক অর্থে ভগবানের বিভূতি। দু'টি অর্থেই সমীচীন ভাব দ্যোতিত হয়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'অসিত কাশ্যপ']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ॥১॥
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভুরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু॥২॥
যদুদীরৎ আজযো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনম্।
যুঙ্ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাং ইন্দ্র বসৌ দধঃ॥৩॥

(সূক্ত ১৫)

স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বোঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সয়াবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥১॥
তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥ ২॥

তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৪সূক্ত/১সাম—অজ্ঞানতানাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব শ্রেষ্ঠ নর কর্তৃক অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হয়ে সেই সাধকগণের আনন্দ-বর্ধনের জন্য এবং সেই সাধকগণের বলবৃদ্ধির জন্য আত্মবিস্তার করেন, অর্থাৎ সেই সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠান ক'রে থাকেন ; প্রবল বিষম সংগ্রাম-সমূহের এবং এই অল্প সংগ্রামে অর্থাৎ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠিত পাপকর্মে, সেই ইন্দ্রদেবতাকেই আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করছি ; সেই ইন্দ্রদেব সকলরকম সংগ্রাম সমূহে আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকেরা নিজেদের কর্মের দ্বারাই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু এই অসাধু আমাদের উপায় কি হবে? প্রার্থনা—প্রবল সংসার-সংগ্রামে সেই ভগবান আমাদের রক্ষা করুন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ-আর্চিকে (৪অ-৭দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৪/২—হে শত্রুদমনকুশল (হে শৌর্যসম্পন্ন)! আপনি সেনাসদৃশ হন ; (একই আপনি বহুরূপধারী হন—এটাই ভাবার্থ)। নিশ্চয়ই আপনি শত্রুগণের পরাঙ্মুখকারী হন। (ভাব এই যে,—শত্রুগণকে দূর ক'রে আপনি উপাসকগণকে পরমধন প্রদান ক'রে থাকেন)। ক্ষুদ্র স্তোতারও আপনি বর্ধয়িতা হন ; এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত উপাসককে আপনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা-অনুরূপ ধন (সুশিক্ষা) প্রদান করেন ; আপনার ধন প্রভূত ও বিবিধরকমের আছে। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি অক্ষয় ধনের অধিকারী ; অশেষ রকমের ধন আপনাতে আছে ; সুতরাং প্রার্থী আপনার কাছে তাঁর আশা-অনুরূপ ধন পেয়ে থাকেন)।

১৪/৩—যখন সংগ্রাম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ-বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন শত্রুধর্ষণকারীকে অর্থাৎ রিপুদমনসমর্থ জনকে ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। হে ভগবন্! শত্রুগণের গর্বের খর্বকারী অর্থাৎ রিপুনাশক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সংযোজন করুন ; তাদের যোজনা ক'রে, কোনও শত্রুকে নাশ করুন, কোনও শত্রুকে বা ধনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসক আমাদের পরমার্থ-রূপ ধনে স্থাপিত অর্থাৎ সম্বন্ধযুত করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যখন রিপুর দমনে প্রবৃত্ত হই, জয়শ্রী তখন আমাদের অধিগত হয় ; হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে জ্ঞানভক্তির সমাবেশপূর্বক আমাদের জয়শ্রীযুক্ত অর্থাৎ পরমধনের অধিকারী করুন)। [সকল কালেই সকল উপাসকই এই প্রার্থনায় ভগবানের করুণালাভের অধিকারী হ'তে পারেন। এখানে দেশকালপাত্রের কোনও সংশ্রব আছে ব'লে মনে করা সমীচীন নয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে, এখানের প্রার্থনায় বলা হচ্ছে—ভগবান্ একরকম শত্রুকে হনন করেন, আর অপর রকম শত্রুকে আশ্রয়দান করেন—এই দুই বিপরীত কার্যের মধ্যেও ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হয়। রিপু তো রিপুই, তবে একের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অন্যের প্রতি সৎ-ব্যবহার—এর মধ্যে মহিমা কি?—বক্তব্য—যে রিপু আমাদের অনিষ্ট সাধক, তারাই আবার সময়ে সময়ে হিতকারক হয়ে থাকে। হিংসা-কাম-ক্রোধ ইত্যাদি আমাদের অনিষ্টকারক অবশ্যই। হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ অশেষ অপকর্ম সাধন করে। সেইজন্য হিংসা পরিত্যজ্য বা ধ্বংসিতব্য। কিন্তু আবার ঐ হিংসাই সৎ-সহযোগে লোকহিত ক'রে থাকে। দস্যু বা অপর হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বা অপরকে রক্ষার জন্য হিংসা অবলম্বনীয় অবশ্যই। একই হিংসা কখনও মানুষকে রক্ষা করে, আবার কখনও অপরকে হনন করে। সুতরাং

হিংসার মতো রিপুগণ কখনও বর্জনীয়, কখনও রক্ষণীয় হয়।—এখানে উপমায় সংসার-সমরাঙ্গনের চিত্র প্রকটিত আছে ব'লে মনে করা যেতে পারে। শত্রুজয়কারী রাজা যেমন কোনও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং কোনও শত্রুকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ; হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, তিনিও তেমনই কোনও রিপুকে হনন করেন, কোনও রিপুকে আত্মকার্যে নিয়োজিত রাখেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সাম-মন্ত্রের ঋষি—'গোতম রহূগণ'। এই তিনটি মন্ত্রেরই একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম—'সন্তনি']।

১৫/১—শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোবৃত্তিসমূহ অর্থাৎ সাধুগণ, ভগবানের অথবা সৎকর্মের সাথে মিলিত হয়ে, স্বাদুভূত মধুররসের সারস্বরূপ অমৃতকে পান করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ নিজেদের কর্মের দ্বারা নিরন্তর পরমানন্দ উপভোগ করেন। যে সৎ-বৃত্তিসমূহ অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সাথে গমনশীল অর্থাৎ নিত্য-সম্মিলিত আছে ; সেই সৎ-বৃত্তি সমূহই ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য ক'রে নিবাসকারী অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য প্রদায়ক হয়, এবং উপাসকগণকে শোভনীয় স্থান স্বর্গ ইত্যাদি পাইয়ে আত্মানন্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকে—অথবা উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—সৎ-বৃত্তির প্রভাবে এবং সৎ-জ্ঞানের সহায়ে ভগবানের সান্নিধ্যযুত হয়ে মানুষ পরমানন্দভূত স্থানকে প্রাপ্ত হয়)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদে ও ইংরেজী অনুবাদে বলা হয়েছে—ইন্দ্রদেব যেখানে গতিবিধি করতেন, তাঁর শোভাবৃদ্ধির জন্য কতকগুলি গাভী তাঁর সঙ্গে যেত ; আর তারা যজ্ঞস্থলে সোমরস পান ক'রে মত্ততা লাভ করত। এই হলো—তথাকথিত বেদমন্ত্রের অর্থ। অথচ এখানে 'শোভসে' পদের ভাব—উপাসকের শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ উপাসককে শোভনীয় স্থান প্রদানের জন্য। 'গৌর্যঃ' পদে 'শ্বেতবর্ণ' অর্থ আসে। সেই থেকে ভাষ্যকার ধরলেন 'গাভীসমূহ' ; কিন্তু পূর্বাপর অর্থসঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য ক'রে ঐ পদে 'শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত জনগণকে অর্থাৎ সাধুগণকে' বোঝাই সঙ্গত। 'শ্বেতবর্ণাঃ' অর্থ থেকেও ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যা অনাবিল শুভ্রবর্ণ, তা-ই 'গৌর্যঃ'। এইভাবেই বোঝা যায়, যাঁদের মধ্যে সত্যের শুভ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ বিদ্যমান আছে, তাঁরাই (গরু নয়) 'গৌর্যঃ'।—ইত্যাদি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৭দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৫/২—ভগবানের স্পর্শনকাম অর্থাৎ ভগবৎকর্মপরায়ণ পূর্বোক্ত সেই জ্ঞানপ্রদাতা সৎ-বৃত্তিসমূহ, শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের কর্মের সাথে সম্মিলিত করে। (ভাব এই যে,—ভগবানের সম্বন্ধযুত মনোবৃত্তি আমাদের সত্ত্বভাবান্বিত করে)। ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিহেতুভূত জ্ঞানরশ্মিসমূহ শত্রুগণের অন্তকর আয়ুধকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানরশ্মিসমূহের দ্বারাই রিপুশত্রুগণ নিহত হয়) ; এবং আত্মরাজত্বকে অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য ক'রে উপাসকের নিবাসয়িতা অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়ক হয়। (ভাব এই যে,—মানুষদের সৎ-বৃত্তিই তাঁদের পক্ষে ভগবানের সামীপ্য-প্রাপক হয়)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় মূল ভাষ্যের অনুসরণে এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে—'ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভীসকল সোমের সাথে তাদের দুগ্ধ মিশ্রিত করে।' প্রথমে ছিল,—গৌরবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) গাভীগণ। 'তাঃ' পদ উপলক্ষ্যে সেই (পূর্বে উক্ত) গাভীগণকে বোঝানই কর্তব্য ছিল। কিন্তু এখানে 'তাঃ পৃশ্নয়ঃ' পদ দু'টির প্রতিবাক্যে 'নানাবর্ণের গাভী' এসে পড়ল। এইভাবে পূর্ব-মন্ত্রের সাথে (এই) পর-মন্ত্রের সম্বন্ধ পর্যন্ত অব্যাহত রইল না। এরপর আবার মন্ত্রের উপসংহার অংশে 'গাভীগণ যে ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য ক'রে অবস্থিতি করে'—এমন অর্থেরও কোনও তাৎপর্য অন্বেষণ ক'রে পাওয়া যায় না। পরন্তু জ্ঞানপ্রদায়িকা আমাদের সৎ-বৃত্তিসমূহই আমাদের কর্মকে এবং

আমাদের জীবনকে শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিয়ে দেয়—ভগবানের সাথে সম্মিলিত ক'রে দেয়—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান]।

১৫/৩—প্রকৃষ্টজ্ঞান (শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন) সেই সৎ-বৃত্তিসমূহ নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির সাথে সেই ভগবানের ঐশ্বর্যকে পরিচরণ করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবানের মহিমার অনুসরণ ক'রে থাকেন—সেই ভাবে ভাবান্বিত হন) ; এবং ভগবানের সম্বন্ধীয় বহু কর্মকে অপরের জ্ঞাপনের জন্য প্রকাশ ক'রে থাকেন। (ভাব এই যে,—সৎ-বৃত্তিসম্পন্ন সাধুগণ লোকসমূহের হিতসাধনের নিমিত্ত ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্মসমূহ সকলকে জ্ঞাপন করেন) ; অপিচ, আত্মরাজ্যকে অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য ক'রে, উপাসকের ভগবৎ-সামীপ্য-প্রদায়ক হন। (ভাব এই যে,—সাধুগণের উপদেশের দ্বারা লোকসমূহ ভগবানের তত্ত্ব জানতে পারেন)। [এই সূক্তের তিনটি সাম-মন্ত্রের ঋষি—'গোতম রহূগণ'। এই তিনটি মন্ত্রের একটি গেয়গান আছে এবং তার নাম—'শ্যৈতম্']।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৬)

অসাব্যংশুর্মদায়াপ্‌সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ।
শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ॥১॥
শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্‌সু ধৌতং নৃভিঃ সুতম্।
স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ॥ ২॥
আদীমশ্বং ন হেতারমশূশুভন্নমৃতায়।
মধ্বো রসং সধমাদে॥৩॥

(সূক্ত ১৭)

অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুম্।
বিকোশং মধ্যমং যুব॥১॥
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্‌পতিঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপো জিন্বন্ গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ॥২॥

(সূক্ত ১৮)

প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্।
বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা॥১॥
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোতরভক্ত যদ্ গুহা পদম্।
যজ্ঞস্য সপ্তস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ম্॥২॥

ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বৈরয়দ্‌রায়িম্।
মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ॥৩॥

(সূক্ত ১৯)

পবস্ব বাজসাতয়ে পবিত্রে ধারয়া সুতঃ।
ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ॥১॥
ত্বাং রিহন্তি ধীতয়ো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ।
বৎসং জাতং ন মাতরঃ পবমান বিধর্মণি॥২॥
ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে।
প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমান মহিত্বনা॥৩॥

(সূক্ত ২০)

ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতিং বরিবস্কৃণ্বন্‌বৃজনস্যং রাজা॥১॥
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায়॥২॥
অভি ব্রতানি পবতে পুনানো দেবো দেবান্‌ৎস্বেন রসেন পৃঞ্চন্।
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৬সূক্ত/১সাম—পর্বতের ন্যায় কঠোর অথবা পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হৃদয়ে সঞ্জাত অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানকিরণসমূহ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে, আমাদের নিত্যানন্দ দানের জন্য স্নেহসত্ত্বভাবসমূহে প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত হয়। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি অথবা ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল সেই জ্ঞানকিরণসমূহ উৎপত্তিমূল (আধারক্ষেত্র) আমাদের হৃদয়কে সম্যক রকমে ব্যাপ্ত করুক বা প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—দিব্য জ্যোতিঃসহযুত সৎ-ভাবপূর্ণ হৃদয়ের দ্বারাই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অথবা—আমাদের পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত, শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপ্রাপক জ্ঞানকিরণ পবিত্র এবং শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিত হয়ে অনন্ত শক্তির বিধায়ক হোক এবং শ্যেনের ন্যায় ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল হয়ে আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হোক)। [প্রথম অন্বয়ে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'অকৃতী আমরা। প্রস্তরের মতো (ভক্তিহীন) কঠোর আমাদের হৃদয়। সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অসম্ভব। তবে তিনি যদি দয়া ক'রে আগমন করেন, তবেই অভীষ্ট পূরণ হয়। তাঁর করুণায় পাষাণেও যখন বারি নির্গত হয়, তখন আমাদের পাষাণ-হৃদয়েই বা স্নেহসত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হবে না কেন? জ্ঞানের জ্যোতিঃতে আমাদের অন্তরের অন্ধকাররাশিই বা দূর হবে না কেন?—দ্বিতীয় অন্বয়ের ভাব—জ্ঞান দিব্যজন্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ভগবান্ থেকেই জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের মধ্যেও তাঁরই বিকাশ ; তাই মানুষের হৃদয়েও জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মানুষ যখন আবিলতার পঙ্ক থেকে উদ্ধার পায়, তখন সে স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মূলতঃ কোনও প্রভেদ না থাকলেও, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে,পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য, পার্থক্য করেই বলা হয়েছে—

দিব্যজন্মা জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। বস্তুতঃ, মানুষের হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু সেই হৃদয় একটু উন্নত ও পবিত্র হওয়া চাই। এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে উন্নত হৃদয়ের জন্যও প্রার্থনা রয়েছে।—ভাষ্যকার 'অংশু' পদে 'সোম' অর্থ গ্রহণ করেছেন। এখানে ঐ পদে 'জ্ঞানকিরণ' প্রভৃতি অর্থেরও সঙ্গতি দেখা যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/২—সাধকদের দ্বারা যখন শোভন অনুরূপ শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের গ্রহণের জন্য অভিযুত হয়; তখন সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বাদির দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে জ্ঞানরশ্মিসমূহের সাথে (সাধকদের হৃদয়ে) অধিষ্ঠিত (উপজিত) হয়ে থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাবার্থ—জ্ঞানের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

১৬/৩—অনন্তর (হৃদয়ে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি জন্মিয়ে) সৎকর্মে নিয়োজক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ অনুষ্ঠাতৃগণের সৎকর্মসাধনশীল জীবন সাধনের উদ্দেশ্যে, অশ্বের ন্যায় অর্থাৎ সমরবিজয়লিপ্সু যোদ্ধপুরুষ যেমন সংগ্রামে অশ্বকে সুসজ্জিত করে তেমন, সংসার-সংগ্রামে (রিপুসংগ্রামে) অথবা সৎকর্মেই সৎ-ভাব ইত্যাদির দ্বারা সাধককে (অনুষ্ঠাতাকে) সুশোভিত করুন। (অর্থাৎ কর্মশক্তি-দানে তাকে সৎকর্মের উপযোগী করুন)। [এই সূক্তের মন্ত্র তিনটির ঋষি—'জমদগ্নি ভার্গব'। এর একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। ঐ গান চারটির নাম যথাক্রমে—'সন্তনি', 'গৌবৃক্তং', 'ঐড়সৈন্ধক্ষিতং' এবং 'অধ্যর্দ্ধেড়ং সোমগান']।

১৭/১—সিদ্ধিপ্রদাতা হে দেব! আপনি আমাদের দেবত্বপ্রাপক দ্যুতিমান্ মহান্ সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন; এবং আপনার অমৃতময় করুণাপ্রবাহ বর্ষণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন; আমরা যেন আপনার করুণামৃত লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১১দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৭/২—শোভনবল অর্থাৎ সর্বশক্তিদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রজ্ঞানাধার ভগবান্ যেমন চরাচর সর্বভূতের ঈশ্বর ও রক্ষক, তুমিও তেমনই বিশ্বের সকলের পালক ও রক্ষক হও। অতএব সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত তুমি অভিযুত অর্থাৎ আমাদের কর্মের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে, বিশেষভাবে আগমন করো, অর্থাৎ হৃদয়ে সঞ্চারিত হও; এবং দ্যুলোক হ'তে ভগবানের করুণাধারা বর্ষণ করো। তারপর মোক্ষকামী আমাদের কল্যাণের জন্য সৎকর্মসমূহকে ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত করাও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের এবং সৎকর্মের দ্বারা মানুষ ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়)। [এই সূক্তের প্রথম সামমন্ত্রের ঋষি—'উর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস' এবং দ্বিতীয় সামমন্ত্রের ঋষি—'কৃতযশা'। এই মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেই গান চারটির নাম যথাক্রমে—'চ্যাবনম্', 'ঐষিরং', 'সফম্' এবং 'বাচঃ সাম']।

১৮/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্মের প্রেরক (মনুষ্যগণকে সৎকর্মে নিয়োজক) এবং মহত্ত্বাদিজনক কর্মসমূহের দ্বারা সমুদ্ভূত হও। অতএব সত্যের বা সৎকর্মের প্রকাশক বা সম্পাদক তোমার স্নেহসত্ত্বধারা সৎকর্মসাধকদের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হোক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বের যাবতীয় প্রীতিকর সৎ-ভাবসমূহের পরিবৃদ্ধি করো (অর্থাৎ সৎ-ভাবসমূহের দ্বারা সাধকদের পরিব্যাপ্ত করো)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রকৃতিপুরুষ-রূপে অথবা জ্ঞানভক্তিরূপে দ্যুলোক-ভূলোকে আত্মপ্রকাশ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সৎ-ভাবের দ্বারাই সৎ-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলোক-রশ্মির সাহায্যেই আলোক লাভ সম্ভবপর হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার সৎ-ভাবসমূহ সৎস্বরূপ

প্রাপ্ত হোক)। অথবা—মহত্ত্বসম্পন্ন সৎকর্মসাধনকর্তা সত্যের জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত করেন ; এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বর্তমান সকল প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধক সকল অভীষ্ট লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'এই দেখ, জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস ঢেলে দিচ্ছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হয়ে যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন।' ফলতঃ, সোমরস জল থেকে উৎপন্ন এবং জল সহযোগে চোলাই করায় তার দু'টি ধারা নির্গত হয়ে প্রিয়বস্তু অভিষিক্ত করছে, ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা থেকে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। কিন্তু সামান্য একটু অনুধাবন করলেই ঐরকম অর্থের অসঙ্গতি এবং প্রকৃত সঙ্গত অর্থের উপলব্ধি জন্মাতে পারে। যেমন, 'মহীনাং শিশুঃ' পদ দু'টি। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'মহনীয় জলের পুত্র'। কিন্তু 'মহীঃ' পদের 'অপ' (জল) অর্থ নিরুক্ত ইত্যাদিতে নেই। সুতরাং 'সোমলতা জলের পুত্র' বলতে বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুল্মলতার দিকেই কি লক্ষ্য পড়ে? কিন্তু 'সোম' বলতে যদি 'স্নেহসত্ত্ব' ইত্যাদি বোঝা যায়, তাহলে ব্যাখ্যা আরও সহজ ও সঙ্গত হয়। স্নেহসত্ত্বভাব কর্মের দ্বারা সঞ্জাত হয়। কর্মগুণেই তার উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। এই ভাব থেকে এখানে 'মহীনাং' পদের 'মহত্ত্বাদিজনকানাং—কর্মণাং' অর্থ গৃহীত হওয়াই সঙ্গত। আর সেই কর্মের সন্তান অর্থাৎ 'কর্মের দ্বারা সমুদ্ভূত' অর্থে 'শিশুঃ' পদের তাৎপর্য গৃহীত হয়েছে।—দ্বিতীয় অন্বয়েও মন্ত্রে একই রকম ভাব প্রকাশ করে। যিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, সৎকর্ম-পরায়ণ, তিনি তাঁর সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন—ভগবান্ তাঁর কোনও কামনাই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে ও পরলোকে, স্বর্গে ও মর্ত্যে, কোথাও তাঁর কামনা করার কিছু থাকে না]। [এই সামমন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১০দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৮/২—ত্রিকালাভিজ্ঞ ক্রান্তদর্শিগণ হৃদয়ের অন্তরতম দেশে অবিচলিত স্থানে তাঁদের সৎকর্মের প্রভাবে নিত্যকাল শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্জাত করে থাকেন। সপ্তভুবনে অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান সকলের প্রীতিদায়ক নিত্যানন্দস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করবার নিমিত্ত সাধকগণ প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সৎ-ভাবই আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনে মূলীভূত। অতএব সৎ-ভাবের সঞ্চয়ে মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বিদ্যমান রয়েছে)। ['সপ্তধামভিঃ' পদের ভাষ্য-অনুমোদিত অর্থ—'যজ্ঞের ধারক সপ্তছন্দের দ্বারা। এখানে তা গৃহীত হয়নি। এখানে ঐ পদের অর্থ—'সপ্তভুবনে (অর্থাৎ সর্বত্র) বিদ্যমান'। শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবান্ অভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁরই বিভূতি। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সেখানেই ভগবান্। ভগবান্ সর্বব্যাপী, শুদ্ধসত্ত্বও সর্বত্র বিদ্যমান]।

১৮/৩—ত্রিকালদর্শিদের কর্মের প্রভাবে ত্রিগুণসাম্যে সত্ত্ব ইত্যাদি ধারারূপে (তাঁদের হৃদয়ে) ক্ষরিত হয়। অপিচ, তাঁদের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন প্রেরণ (প্রদান) করেন। সৎকর্মপরায়ণ সাধক (আপন কর্মের সাথে) শুদ্ধসত্ত্বের সংযোগ সাধন ক'রে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্নদের অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যই সঞ্চারিত হয়)। ['ত্রিণী' পদে 'তিনবার নিষ্পীড়ন ক'রে সোমের রসনির্যাসের' বিষয় ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উক্ত হয়েছে। এখানে কিন্তু ঐ পদে 'ত্রিগুণের সাম্য-অবস্থার' বিষয় গৃহীত হয়েছে; অবশ্য যদি 'সোম' অর্থে মাদকরস না বুঝে 'শুদ্ধসত্ত্ব' বোঝা যায়। সত্ত্বরজঃতমঃ তিনের সাম্য-সাধনে অন্তর দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয় ;—মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়ে যায়। মনের চাঞ্চল্য দূর হলেই ভগবানে মন ন্যস্ত হয়ে থাকে]। [এই সূক্তের তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'ত্রিত আপ্ত্য'। এগুলির একত্রগ্রথিত ন'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম যথাক্রমে—'ক্রোশং', 'চৈতং', 'সুজ্ঞানং', 'দৈবোদাসং', 'শ্রুধ্যং', 'পৌষ্কলং', 'শ্রুধ্যং', 'বারবন্তীয়োত্তরং' এবং 'বার্শং']।

১৯/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! শক্তিরূপী দেবতার, বিশ্বব্যাপী দেবতার এবং বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সর্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বিশুদ্ধ হয়ে অতিশয় মাধুর্যোপেত হও ; অপিচ, আমাদের পরমার্থ প্রদানের নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবাহরূপে ক্ষরিত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সৎ-ভাবে সৎসামীপ্য লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা আছে। ভাব এই যে,—আমাদের সত্ত্বভাব ভগবান্‌কে প্রাপক হোক)। ['ইন্দ্রায়'—'শক্তিরূপিণে দেবায়'। 'বিষ্ণবে'—'বিশ্বব্যাপিণে দেবায়'। 'দেবেভ্যঃ'—'বিশ্বেদেবেভ্যঃ'। 'সোম'—'(হে) শুদ্ধসত্ত্ব']।

১৯/২—পূয়মান (সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত) হে শুদ্ধসত্ত্ব! গাভী যেমন তার সদ্যোজাত বৎসকে লেহন দ্বারা প্রবর্ধিত করে, তেমন ভগবৎপ্রীতিসাধক পবিত্রতাবিধায়ক নানারকম কর্মে সৎ-বুদ্ধি-সম্পন্ন জন নির্মলচিত্ত হয়ে আপনাকে প্রবর্ধিত অর্থাৎ আপনার (নিজের) সাথে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-জ্ঞাপক। সৎ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি কর্মের প্রভাবে সৎ-ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। সৎকর্মই সৎ-ভাবজনক)। [মন্ত্রের মূল ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনকারী সৎ-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের কর্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত ক'রে থাকেন। সুতরাং সঙ্কল্প সূচিত হয়েছে,—'আমরা সৎকর্মের সাধনের দ্বারা যেন সৎ-ভাবের পোষণে উদ্‌বুদ্ধ হই।'—'বৎসং জাতং ন মাতরং' মন্ত্রাংশে এক অতি উচ্চ ভাব সূচিত হয়েছে। সন্তান মায়ের অতি প্রিয়সামগ্রী, জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই গাভী সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে বৎসের গা চেটে দিতে থাকে। এই চাটার ফলে বৎস সুস্থ হয়, দেহের বল-বৃদ্ধি হয়ে থাকে—সে প্রবর্ধিত হয়। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও তা-ই বুঝতে হবে। এখানে সোমকে লেহন করা (চাটা) বলতে 'উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রবর্ধিত করা' বুঝতে হবে। শুদ্ধসত্ত্ব বলতে এখানে লক্ষ্য—ভগবানের প্রতি। সৎকর্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের পরিবৃদ্ধি—উপমার এটাই তাৎপর্য। বৎস পক্ষে যেমন গাভী, শুদ্ধসত্ত্ব পক্ষে তেমনই সৎ-ভাব-সম্পন্ন আত্মদর্শিগণ। তাঁদের কর্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রবর্ধিত হয়ে থাকে]।

১৯/৩—মহৎকর্মকারী হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যেপে আছ ; অথবা তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ ও পালন ও প্রকাশ করো ; পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্বাদি-প্রভাবে অর্থাৎ তুমি মহৎ বলে আমার অন্তঃশত্রু অর্থাৎ সংসারবন্ধন মোচন করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সংসার-বন্ধন ছেদনের কামনা মন্ত্রে বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের সৎ-ভাবসমূহ আমাদের সংসারবন্ধনের নাশক হোন)। [ভাষ্যকার এখানে আর 'সোম'-কে লতা বা রস বলেননি। জলও সোমের জননী নয়। তাঁর সোম এখানে একেবারে যুদ্ধবেশ ধারণ করেছেন। সুতরাং তাঁর সোম যে প্রকৃতপক্ষে কি সামগ্রী, তা বোঝা কঠিন। কিন্তু আমাদের 'সোম' পূর্বাপর একই সামগ্রী—সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্। আমাদের 'সোম' যখন যোদ্ধৃবেশ ধারণ করেন, তখন অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয় ; আবার যখন স্নেহ-সত্ত্বভাব ধারণ করেন, তখনই তা বন্ধনমোচনের হেতুভূত হয়ে থাকে। এ সোম সোমলতা নয়, মাদকদ্রব্যও নয়]। [এই সূক্তের মন্ত্র তিনটির ঋষি—'রেভ কাশ্যপত্রয়'। এগুলির একত্রগ্রথিত বারোটি গেয়গান আছে। তাদের নাম—'গৌরীবিতং', 'পার্থং', 'বয়িষ্টং', 'দ্বিরভ্যস্তত্বাষ্ট্রীসাম', 'শ্যাবাশ্বং', 'আন্ধীগবং', 'আকুপারে', 'আত্রেয়ং', 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং', 'ত্রাসদস্যং', 'বষট্‌কারনিধনং', 'শুদ্ধশুদ্ধীয়াদ্যং']।

২০/১—শক্তিদায়ক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোন ; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করবার জন্য বলদায়ক উর্ধ্বগতিপ্রাপক জ্ঞানকিরণনিবহ আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক,

পরমানন্দলাভের জন্য সত্ত্বভাব উৎপন্ন হোন ; তিনি শত্রুদের বিনাশ করুন, রিপুগণকে সম্যক্‌রকমে সংহার করুন ; পরমশক্তিমান্ তিনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই ; রিপুনাশক সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [এই সামমন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও পরিদৃষ্ট হয় (৫ অধ্যায়, ৭ দশতি, ৮ সাম)]।

২০/২—অনন্তর (অর্থাৎ শত্রুনাশের পর) অদ্রির ন্যায় স্থিরহৃদয়ে উৎপন্ন প্রীতিপ্রদ শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাবের রোধক অন্তঃশত্রুকে অভিভূত ক'রে পরমানন্দদায়ক ধারা-রূপে সাধকের হৃদয়ে উপজিত হয়। অপিচ, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমানন্দদায়ক ভগবানের প্রীতিসাধক শুদ্ধসত্ত্ব ; ভগবানের সাথে মোক্ষকামিজনের সখ্যভাব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, ভগবানের প্রীতিসাধনের কামনায় (সাধকের হৃদয়ে) ক্ষরিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। সৎ-ভাবে ভগবানের প্রীতিসাধনের কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে)। [ভাষ্যকারের অনুসরণে একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হয়ে প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব করছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করছেন।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২০/৩—দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আপন অমৃতপ্রবাহের দ্বারা সৎ-ভাব-সম্পন্নদের অভিবর্ধিত ক'রে, (তাঁদের অনুষ্ঠিত) সৎকর্মের উদ্দেশ্যে ক্ষরিত হন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মের দ্বারা সৎ-ভাব সঞ্জাত হয়)। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আবরক শত্রুদের সর্বতোভাবে বিদূরিত ক'রে সৎকর্মসমূহকে প্রবর্ধিত করেন। তারপর সত্ত্বসহযুত হৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক। সৎ-ভাব সমূহ অন্তঃশত্রুনাশক এবং জ্ঞানদায়ক। তাদের প্রভাবে কর্ম সুসিদ্ধ ও ভগবৎপ্রাপক হয়। সৎকর্মের সাধনের দ্বারা সৎ-ভাব সংজননের জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা বর্তমান)। [এই সূক্তের তিনটি সাম-মন্ত্রের ঋষি—'মন্যু বাসিষ্ঠ'। এগুলির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'দাশস্পতম্' এবং 'সম্পাবৈয়শ্বম্']।

●

সপ্তম খণ্ড

(সূক্ত ২১)

আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আভর॥১॥
আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য জ্যোতিষস্পতে।
সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্‌পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়তঃ ইষং স্তোতৃভ্য আভর॥২॥
উভে সুশ্চন্দ্র বিশ্‌পতে দর্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎপুপূর্যা উক্‌থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আভর॥৩॥

(সূক্ত ২২)

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥১॥

ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ।
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি॥২॥
বিভ্রাজজ্জ্যোতিষা স্ব৩রগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে॥৩॥

(সূক্ত ২৩)

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি।
আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ॥১॥
আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী।
অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা॥২॥
ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোহপ্রতিধৃষ্টশবসম্।
ঋষীণাং সুষ্টুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্॥৩॥

মন্ত্রার্থ—২১সূক্ত/১সাম—দীপ্তির আধারভূত জ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সেই প্রসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানদ্যুতি কেবল সৎ-ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই দীপ্তি প্রাপ্ত হয় ; (অর্থাৎ সৎ-ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করেন) ; দীপ্তিমান্ আত্মপ্রকাশক চিরনবীন আপনার আত্মভূত সেই জ্ঞানকিরণ যেন সর্বতোভাবে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়। অতএব হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [জ্ঞান নিত্য, জ্ঞান অনন্ত, তাই জ্ঞান চিরনূতন। জ্ঞানের সীমা নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। সত্য কখনও পুরাতন হ'তে পারে না। জ্ঞানজ্যোতিঃর কাছে জগতের সমস্ত আলোক হীনপ্রভ হয়ে যায়। এই জ্যোতিঃর বলেই মানুষ নিজের স্বরূপ অবস্থা (অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তাতে অভেদত্ব) উপলব্ধি করতে পারে, তার নিজের গন্তব্য (মোক্ষ) পথ নির্ণয় ক'রে নেয়। তাই সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের জন্য আত্ম-উদ্বোধনা এই মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সাধক জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের কাছে সিদ্ধিলাভের জন্য যে প্রার্থনা করছেন, সেই সিদ্ধি—জ্ঞান। জ্ঞানস্বরূপের উপাসনার অর্থই হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ-আর্চিকেও (৪অধ্যায়, ৮দশতি, ১ সাম) দেখা যায়]।

২১/২—জ্যোতিঃর আধার (প্রজ্ঞানাধার) হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! আমরা স্বপ্রকাশ আপনার করুণাধারা প্রার্থনা করছি। আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্রে পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তিসুধা) গ্রহণে, আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। অপিচ, হে পরমানন্দবিধায়ক, হে শত্রুগণের উপক্ষয়িত, হে বিশ্বস্বামিন্, হে সৎ-ভাববর্ধক ভগবন্! আপনি স্তোতা আমাদের অভীষ্ট (বলপ্রাণ) প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। অভীষ্টপূরণের জন্য এখানে প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমার অভীষ্ট পূরণ করুন)।

২১/৩—পরমানন্দবিধায়ক বিশ্বস্বামিন্ হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানভক্তিসমন্বিত হৃদয়কেই আশ্রয় করেন। (ভাব এই যে,—সৎ-ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই ভগবান্ অধিষ্ঠিত হন)। অপিচ, আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মসমূহে আমাদের কর্মফলের দ্বারা পূর্ণ করুন। (অর্থাৎ সৎকর্মের সুফল বিধান করুন)। সর্বশক্তিমান্ হে ভগবন্। আপনি অর্চনাকারী আমাদের অভীষ্ট (বলপ্রাণ) প্রদান করুন। (এই মন্ত্রটিও

প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্মের সুফল প্রদান করুন)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'হে প্রীতিদায়ক (অগ্নি)! তুমি ঘৃতপূর্ণ দর্বীদ্বয় মুখে গ্রহণ করছ। হে বলের পুত্র! তুমি যজ্ঞে আমাদের ফলদ্বারা পূর্ণ করো। স্তোতাদের জন্য অন্ন আহরণ করো।' বলাবাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুসারী। 'আসনি' পদের ভাষ্যসম্মত 'আস্যে' অর্থ থেকেই 'মুখে গ্রহণ' করার ভাবটি এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানে কিন্তু ঐ পদে 'স্থানং, হৃদয়ং' ইত্যাদি অর্থই সমীচীন ব'লে গৃহীত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সাম-মন্ত্রের ঋষি—'বসুশ্রুত আত্রেয়'। এই মন্ত্রগুলির দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'সঞ্জয়ম্' এবং 'শ্রৌগ্মতং']।

২২/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! মেধাবী মহত্ত্বসম্পন্ন সর্বজ্ঞ সকলের স্তবনীয় পরমব্রহ্ম বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে (প্রাপ্তির জন্য) সৎ-ভাব ও সৎকর্ম-সহযুত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করো। (ভাব এই যে,—আমি যেন পরমব্রহ্ম অনুসারী হই)।

২২/২—সর্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনি শত্রুগণের (কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃশত্রু-সমূহের) অভিভবকারী হন ; আপনি সূর্যকে (জ্ঞান-সূর্যকে) আপনার তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। আপনি বিশ্বকর্মা—বিশ্বের অধিপতি এবং সর্বদেবময় হন। অতএব আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ। (মন্ত্রটি ভগবৎ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করছেন। ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্বময় ; তিনি সকলের বীজ-স্বরূপ)। [ইন্দ্র—সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিভূতি। সূর্য—আদিত্য, জ্ঞানরূপ ঐশ্বরিক বিভূতি। বিশ্বদেব—ঈশ্বরের সর্বদেবময় বিভূতি। বিশ্বকর্মা—বিশ্বের কর্তা, আশ্চর্যকর্মকারী ঈশ্বরীয় বিভূতি]।

২২/৩—সর্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনি আপনার আপন তেজের (জ্ঞানজ্যোতিঃর) দ্বারা দেবভাবসমূহকে উদ্দীপিত করেন ; এবং স্বর্গসদৃশ উন্নত পবিত্র হৃদয়কে (সেই জ্যোতিঃর দ্বারা) উদ্ভাসিত ক'রে, আগমন করেন (সেই হৃদয়কে প্রাপ্ত হন)। দেবভাবসমূহ অর্থাৎ সৎ-ভাবসম্পন্ন সাধকগণ আপনার সখ্য কামনায় প্রার্থনা করছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও আত্ম-উদ্বোধক। ভগবানের সাথে সখ্য স্থাপনে দিব্যজ্ঞান ও সৎ-ভাবের সঞ্চয় মূলীভূত। অতএব সঙ্কল্প—ভগবান্ যাতে সখিভূত হন, তেমনভাবে আমরা প্রযত্নপর হবো)। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের ঋষি—'নৃমেধ আঙ্গিরস'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানের নাম—'সৌমিত্রং']।

২৩/১—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব (সর্বশক্তিমান্ দেব)! আপনার জন্য আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হোক। অতিশয় বলবন্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদের প্রাপ্ত হোন ; আমাদের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করে তেমনই (অথবা জ্ঞানদেবতা যেমন নিজের জ্যোতিঃর দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কার ইত্যাদি জন্মকারণকে নাশ করেন, তেমন) সর্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সকল শক্তি আপনাতে বিনিবিষ্ট হোক—আমাদের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ থাকুক ; আর, আপনি আমাদের মধ্যে বিরাজমান থাকুন)। [ভাষ্যে 'সোমঃ' ও 'ইন্দ্রিয়ং' পদ দু'টিতে যথাক্রমে 'সোমরস' ও (সোমরস পানে মত্ততাজনিত) 'বলসঞ্চার'-এর ভাব গ্রহণ করায় প্রথম অংশের অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'হে ইন্দ্র! আপনার জন্য সোমরস মাদকদ্রব্য প্রস্তুত রয়েছে। শত্রুবিমর্দক আপনি এসে তা পান করুন।' আর দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'সোমরস-পান-জনিত শক্তিতে তোমাকে পূর্ণ করুক, অর্থাৎ মত্ততা-জনিত বল তোমাতে সঞ্চিত হোক।' আমাদের মন্ত্রে অর্থের ঐ অসঙ্গতি দূর হয়েছে ; কারণ এখানে 'সোমঃ' মাদকদ্রব্য নয়, শুদ্ধসত্ত্বই। এখানে 'ইন্দ্রিয়ং' পদে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে—যতরকম ইন্দ্রিয় আছে, তাদের

সকলকে—আমাদের সর্বরকম শক্তিকে—অর্থ আসছে]।

২৩/২—অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্ (বৃত্রহন্)! আমাদের হৃদয়কে বা কর্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হোন ; আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা (শস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা) আপনার বহনের উপযোগী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় আমাদের হৃদয়ে যুক্ত হোক ; পাষাণের ন্যায় বিশুষ্ক আমাদের হৃদয়, স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে, আপনার অন্তরকে—আপনার অনুগ্রহকে—সুষ্ঠুভাবে আমাদের অভিমুখ করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাষাণের মতো দৃঢ় আমাদের হৃদয় মন্ত্রের প্রভাবে আর্দ্র হোক ; সেই হৃদয়ে, ভগবান্ স্বয়ং অবস্থান করুন—আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হোন)। ভাষ্যে 'রথং', 'হরী', 'গ্রাবা' পদ তিনটিতে যথাক্রমে 'রথ', 'অশ্বদ্বয়' ও 'প্রস্তর' অর্থ করা হয়েছে। 'বৃত্রহন্' পদে 'বৃত্রহননকারী' অর্থাৎ বৃত্রনামক অসুরকে হত্যাকারী ইন্দ্রকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই অনুসারে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে—'হে বৃত্রহননকারী! তুমি রথে আরোহণ করো ; তোমার অশ্বদ্বয় রথে সংযুক্ত হয়েছে। প্রস্তর দ্বারা সোমরস বার করা যাচ্ছে ; তার শব্দে (বগ্নুনা) অর্থাৎ শব্দ শুনে তোমার চিত্ত আমাদের দিকে প্রধাবিত হোক।' সোমরস (মাদক-দ্রব্য) প্রস্তুতের আয়োজন হলেই, সেই উপলক্ষ্যে প্রস্তর সঞ্চালিত হলেই, ইন্দ্র যেন আর স্থির থাকতে পারেন না। এমন ভাবই এখানে প্রকাশমান। এখানে কিন্তু 'রথং', 'হরী' ও 'গ্রাবা' পদ তিনটিতে যথাক্রমে হৃদয় বা কর্ম, জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় এবং পাষাণের মতো বিশুষ্ক আমাদের হৃদয় প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বৃত্রহন্' অর্থে যথাপূর্ব 'অজ্ঞানতা-নাশক হে ভগবন্' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে]।

২৩/৩—জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় অশেষ শক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণের এবং জনসাধারণের স্তোত্রসমূহের ও সকল রকম সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সমীপে নিশ্চয়ই বহন ক'রে আনে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্মের দ্বারা মানুষ সর্ব অবস্থায় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়ে থাকে)। [ভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইন্দ্র যেন তাঁর দুই অশ্বযুক্ত রথে চেপে ঋষি ও মানুষদের দ্বারা তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন-স্থলে গমন করতেন এবং নিজের প্রশংসা শুনে পরিতুষ্ট হতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে নিত্যসত্য-ভাব-প্রকাশক রূপেই মন্ত্রটিকে দেখা উচিত। ইন্দ্রদেবরূপী ভগবৎ-বিভূতি বা ভগবান্ চিরদিনই মানুষের স্তোত্রের কাছে—উপাসনার কাছে বা হৃদয়রূপ যজ্ঞের কাছে—সৎকর্মের অনুষ্ঠানের স্থলে এসে থাকেন। আমাদের জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহক দু'টিই তাঁকে বহন ক'রে আনে। এই মন্ত্রে সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্র বলছেন—তুমি ঋষিই হও, আর সাধারণ মানুষই হও, জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্মের অনুষ্ঠান করো ; ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করবেন। সেই কর্মই সকল অবস্থায় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'গোতম রহূগণ'। সামমন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম যথাক্রমে—'মহাবৈশ্বমিত্রম্', 'ত্বষ্ট্রীসাম' এবং 'গৌরীবিতম্']।

— ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—সপ্তম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৬, ১১-১৩, ১৭-২১ পবমান সোম ; ৭/২২ অগ্নি ; ৮ আদিত্য ; ৯/১৪/১৬ ইন্দ্র ; ১০ ইন্দ্র ও অগ্নি ; ১৫ সোম ; ২৩ বিশ্বদেবগণ ; ২৪ ইন্দ্র।

ছন্দ—১/৭ জগতী ; ২-৬, ৮-১১, ১৩-১৫।১৭ গায়ত্রী ; ১২ প্রগাথ বার্হত ; ১৬ মহাপঙ্ক্তি ; ১৮ (১) যবমধ্যা গায়ত্রী ; ১৮ (২) সতো বৃহতী ; ১৯ উষ্ণিক ; ২০ অনুষ্টুভ্ ; ২১ ত্রিষ্টুভ্ ; ২২ দ্বিপদা বিরাট (বা ভুরিগ্‌বৃহতী) ; ২৩ দ্বিপদা ত্রিষ্টুভ্ ; ২৪ দেবা বৃহতী।

ঋষি—প্রতি সূক্তের শেষে উল্লেখিত আছে।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয় পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ॥১॥
অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা॥২॥
অগ্রে সিন্ধুনাং পবমানো অর্ষস্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছসি।
অগ্রে বাজস্য ভজসে মহদ্ ধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ সোম সূয়সে॥৩॥

(সূক্ত ২)

অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।
শুক্রাসো বীরয়াশবঃ॥১॥
শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ।
পবন্তে বারে অব্যয়ে॥২॥
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা।
পবন্তামান্তরিক্ষ্যা॥৩॥

(সূক্ত ৩)

পবস্ব দেববীরতি পবিত্র সোম রংহ্যা।
ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ॥১॥

অ বচ্যস্ব মহিপ্সরো বৃযেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ।
আ যোনিং ধর্ণসিস্সদঃ ॥২॥
অধুক্ষত প্রিয়ং-মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ।
অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥৩॥
মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্যন্তি সিন্ধবঃ।
যদ্ গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥৪॥
সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ।
সোম পবিত্রে অস্ময়ুঃ ॥৫॥
অচিক্রদদ্ বৃষা হরির্মহান্ মিত্রো ন দর্শতঃ।
সং সূর্যেণ দিদ্যুতে ॥৬॥
গিরস্ত ইন্দ ওজসা মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।
যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥৭॥
তং ত্বা মদায় ধৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে।
তব প্রশস্তয়ে মহে ॥৮॥
গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত।
আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ॥৯॥
অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রিয়ং মধোঃ পবস্ব ধারয়া।
পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥১০॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—হে ভগবন্! আপনি সৎকর্মের দীপক অর্থাৎ উদ্দীপক (সৎকর্মে নিয়োগকর্তা) হন। অপিচ, আপনি প্রার্থনাকারিদের তাদের প্রীতিদায়ক অভীষ্টপূরক পরমানন্দ প্রদান করেন। আপনি পিতা, আপনি সৎ-ভাবের জনয়িতা, অপিচ, আপনি পরমধনদাতা। আপনি শুদ্ধসত্ত্বরূপ অবিনশ্বর রত্নকে (পরমধনকে) ধারণ (অর্থাৎ প্রদান) করেন। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি পরমানন্দদায়ক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়, আপনার আপন শক্তিদায়ক বীর্য প্রদান করুন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সৎকর্মের সুফল উপজিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের কর্ম সুফলপ্রদ ও পরমানন্দদায়ক হোক)। অথবা—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্মের দীপক বা প্রেরক ; অপিচ, ভগবানের প্রীতিহেতুভূত পরমানন্দস্বরূপ হয়ে ক্ষরিত হও। তারপর তুমি সৎকর্মের পালক, দেবভাব-সমূহের উৎপাদক এবং শ্রেষ্ঠধনের প্রাপক হও। রসস্বরূপ অর্থাৎ আদিভূত পরমানন্দদায়ক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়, ভগবানের আত্মভূত তুমি অবিনাশী হয়ে ইহলোক-পরলোকের ব্যবধায়ক পরমধন ধারণ (প্রদান) করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-জ্ঞাপক। ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সহায়ক হোক)। [দু'রকম অন্বয়ে মন্ত্রে যে উচ্চভাব সূচিত হ'তে পারে, তার জন্যই দু'টি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম পক্ষে মন্ত্রটি ভগবৎসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় পক্ষে মন্ত্রটি শুদ্ধসত্ত্ব সম্বোধনে বিনিযুক্ত হ'তে পারে। দুই পক্ষেই নানারকম গুণবিশেষণে ভগবানের মাহাত্ম্যই প্রকাশ পেয়েছে। পরমপিতা ভগবান্ যে এই বিশ্বের ভাবয়িতা, স্থাবর-জঙ্গম-

চরাচরাত্মক বিশ্বের পালক ও রক্ষক, স্থূলতঃ তিনিই যে সকলের উৎপত্তির কারণ রসস্বরূপ,—মন্ত্র তা-ই ঘোষণা করছেন।—মন্ত্রের যে একটি ব্যাখ্যানুবাদ প্রচলিত আছে, সেটি এই—'এই সোম (সোমরস) যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ ; ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি দেবতাদের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি নানারকম অপ্রত্যক্ষ-ধন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানের উপযোগী অতি চমৎকার রস, এঁর মাদকতা-শক্তি নিরুপম।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১/২—পরমশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুসমূহকে অভিভূত ক'রে হৃদয়রূপ আধারকে প্রাপ্ত হন। অপিচ, অন্তরিক্ষের ন্যায় উন্নত-স্থানের পালক অর্থাৎ হৃদয়ের বিশ্বদ্রষ্টা পাপহারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব অসংখ্য ধারায়, সৎকর্মকারিগণের মিত্রভূত অর্থাৎ ভগবানের সাথে মিত্রতাসাধক সৎকর্মের স্থানে—হৃদয়ে —অধিষ্ঠিত হন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাগর-সঙ্গমে অভিলাষী স্যন্দনশীল নদীর মতো ভগবানের অনুসারী জনকে স্নেহধারায় পরিশুদ্ধ ক'রে, তাঁদের অভীষ্টফল—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল—বর্ষণ (সাধন) করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মায়ায় আবদ্ধ জীব যদি ভগবানের অনুসারী হন, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন)। [যখনই কোনও সৎ-ভাবের বিকাশ সূচনা হয়, রিপুশত্রুগণ এসে প্রতিবন্ধকতা-আচরণ করে। অজ্ঞানতাই—সকল শত্রুর জনক। শুদ্ধসত্ত্ব—দিব্যজ্ঞান সেই অন্তঃশত্রু-সমূহকে বিনাশ করেন অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতার বিনাশের ফলে—মূল শত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে সকল শত্রুই বিনষ্ট হয়। প্রথমাংশে সেই অন্তঃশত্রু-নাশের কামনাই প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য—সৎ-ভাবের প্রভাবে মানুষ ভগবানের সখিত্ব লাভ করতে পারে। তাই এই অংশের উদ্বোধনা,—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের ভাবে ভাবান্বিত হ'তে পারলেই আমরা তাঁর স্বারূপ্য সাযুজ্য লাভে সমর্থ হবো। তৃতীয় অংশে আত্মায় আত্মসম্মিলনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। নানাদিক্-দেশগামী নদী যেমন বিভিন্নমুখে প্রধাবিত হয়ে পরিশেষে সমুদ্রেই গিয়ে মিলিত হয় ; তেমনই, ভগবানের অনুসারী জন সাধনক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হলেও পরিশেষে সেই সর্বদ্রষ্টা বিশ্বপতি ভগবানেই আত্মলীন ক'রে থাকেন]।

১/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি উৎকর্ষের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে, ভগবৎ-অনুসারী জনের হৃদয়ে সৎ-ভাবজননের জন্য গমন করেন। (শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাবজনক এবং সৎকর্মের প্রেরক। সৎকর্মের দ্বারা উৎকর্ষসাধনে,শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাব উৎপন্ন করে)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্তোত্রমন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানকিরণের দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে আপনি সাধকদের হৃদয়ে উপজিত হন। এই রকম আপনি, অর্চনাকারিদের পরমধন প্রদানের জন্য তাদের রিপুসংগ্রামে রিপুসমূহকে বিনাশ করেন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্মের অনুষ্ঠাতৃদের সৎকর্মসাধন-সামর্থ্য বিধান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। রিপুসংগ্রামে সৎ-ভাবসমূহই রক্ষক এবং পালক। ভগবৎ-অনুসারী ব্যক্তির সৎ-ভাব সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক)। [এই সূক্তের তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—(১) 'আকৃষ্ট মাষত্রয়' ও (২-৩) 'সিকতা নিবাবরী'। এই মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম যথাক্রমে,—'মরুতাঙ্কেনু' এবং 'বরুণসাম']।

২/১—জ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, এবং কর্মে সামর্থ্য লাভের জন্য বীর্যবন্ত বলবন্ত আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সাধকগণ-কর্তৃক হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদিত হয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা সাধকেরা অভীষ্টপূরক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞানেরও উন্মেষ হয়। তা মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। তাই সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক ('আশবঃ')। [এই

সামমন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-২দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/২—সৎকর্মকারী আত্মদর্শিগণের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ, স্নেহধারায় ক্ষরিত হয়। অপিচ, জ্ঞানভক্তিরূপ বাহু দু'টির দ্বারা উৎপাদিত সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ সৎ-ভাব-অবরোধক শত্রুসমূহের মধ্যে ক্ষরিত হয়ে তাদের পবিত্র করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের প্রভাবে শত্রুও মিত্রভূত হয়ে থাকে)।

২/৩—সাধকদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎকামী প্রার্থনাকারীদের দিবিভব, পৃথিবী সম্বন্ধী এবং অন্তরিক্ষলোক-সম্বন্ধি সকল রকম ধন সর্বতোভাবে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। উদ্বোধনার ভাব এই যে,—সৎ-ভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন লাভের হেতুভূত। অতএব সৎ-ভাবের সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্তব্য)। [সোম বা শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ ইহলোক (পৃথিবী) পরলোক (দিবি বা স্বর্গলোক)—সর্বলোক-সম্বন্ধি কল্যাণ প্রদান করেন ; তাঁরই করুণা বলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়,—মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করছেন]। [এই সূক্তের ঋষি—'কশ্যপ মারীচ']।

৩/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি দেবভাবের উৎপাদক। অতএব ত্বরায় আমার হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণে সৎ-ভাব সংজনন করুন। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎ-ভাবের অবরোধক অন্তঃশত্রুদের বিনাশ ক'রে, আমাদের হৃদয় যাতে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, সেইভাবে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। স্নিগ্ধতাকারক পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক আপনি সর্বশক্তিমান্ ভগবানের সাথে সম্মিলিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাবজনক ও পরমানন্দ-প্রদায়ক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাব আমাদের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপক হোক)। [এই মন্ত্রটির একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা,—'এই বলবান্ সোম, (অবশ্যই 'সোমরস'), অন্তরিক্ষে গমন করছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমখে গমন করছেন।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৩/২—স্নিগ্ধতা সম্পাদক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি অভীষ্টবর্ষক অতিশয়িতরূপে শ্রেষ্ঠধনযুক্ত অথবা পরমধনপ্রাপক এবং সকলের ধারক (রক্ষক) হন। অতএব (লোকরক্ষার জন্য) আপনি পরমকল্যাণপ্রদ শ্রেষ্ঠ সৎ-ভাব-রূপ অন্ন আমাদের প্রদান করুন। অপিচ, হৃদয়রূপ সৎ-বৃত্তির মূলকে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সৎ-ভাবেই জগৎ সংরক্ষিত হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম কল্যাণময় ভগবান্ আমাদের সৎপথে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, পরাশান্তি প্রদান করুন)।

৩/৩—পরমপবিত্র অভিলষিত সামগ্রী (পরমার্থ) প্রদাতা শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের দ্বারা ভগবানের প্রীতিসাধক অমৃতময় সৎ-ভাব উৎপাদন করে। অতএব শোভনকর্মা (কর্মফল-প্রদাতা) শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে সৎ-ভাবের দ্বারা পরিবৃত করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাদের মধ্যে সৎ-ভাবের সঞ্চার হোক এবং সেই সৎ-ভাব আমাদের পরমার্থপ্রদ হোক)।

৩/৪—হে ভগবন্! আপনি নিত্যকাল ভগবৎ-পরায়ণ আত্মদর্শিগণকে জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা পরিবৃত করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক ভক্ত সাধকদের মধ্যে আপন স্বরূপ প্রকটিত করেন)। সাধক যখন ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন, তখন ভগবৎ-ভাবে প্রবর্ধিত হয়ে, স্যন্দনশীলা নদীর মতো (অর্থাৎ-সাগর-সঙ্গমে অভিলাষিণী নদী যেমন নিজের জলরাশি সমুদ্রে নিঃসারণ করে, তেমনভাবে) নিজের হৃদয়গত শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিধারাকে আপনার উদ্দেশে প্রবাহিত করেন অর্থাৎ আপনার সাথে মিশিয়ে দেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের জন্য উদ্বোধনা বর্তমান। ভাব এই

যে,—নদী যেমন সাগর-সঙ্গমের অভিলাষে সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হ'তে হ'তে পরিশেষে নিজেকে সাগরের সাথে মিলিয়ে দেয়, তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধক ভগবানের সাথে আত্মার সম্মিলন সাধন করেন)। অথবা—হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন কর্মসমূহে আপনি ভগবৎপরায়ণ শরণাগত ব্যক্তিকে জ্ঞানকিরণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন (অর্থাৎ সৎকর্মসাধনে সাধক যখন কর্মফলস্বরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ করে), তখন মহিমান্বিত আপনাকে উদ্দেশ ক'রে, স্যন্দনশীলা নদীর মতো তাঁর অন্তরের ভক্তিসুধা আপনাকে সমর্পণ করেন। (ভাব এই যে,—দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে সাধক নিজেকে পরমাত্মায় সংযোজিত ও সম্মিলিত করেন)। [দু'রকম অন্বয়েই মন্ত্রে চরম প্রার্থনা—পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় অন্বয়ে আত্মসম্মিলন-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত দেখা যায়।—কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র, প্রচলিত ব্যাখ্যায় তার কেমন বিকৃতি হয়েছে, প্রত্যক্ষণীয়—'যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান্ সোম (অবশ্যই সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য)! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎ জল গমন করে।'—অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৩/৫—হে ভগবন্! আপনি সমুদ্রের ন্যায় রসয়িতা হন। (সমুদ্র যেমন স্নেহার্দ্রতাসাধক উদক ইত্যাদি ধারণ করে অথবা স্নেহার্দ্রতাসাধক উদকসমূহ নদীসরিত ইত্যাদিতে প্রেরণ করে, তেমন ভগবানও ভগবৎ-পরায়ণ জনকে আপন সত্তায় আশ্রয় প্রদান করেন, তাদের সৎ-ভাব পোষণের সামর্থ্য পোষণ করেন ও তাদের মধ্যে স্নেহধারা ক্ষরণ করেন)। অপিচ, হে ভগবন্! শত্রুর প্রতিবন্ধকতা-নাশক আপনি দ্যুলোকের মতো উন্নত সৎ-ভাবমণ্ডিত হৃদয়কে ধারণ রক্ষণ ও পোষণ করেন। অতএব আপনার অনুগ্রহে আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব, সৎ-ভাব ইত্যাদি পোষণের দ্বারা আমাদের অভিসিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটি ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। প্রার্থনামূলকও বটে। ভগবান্ শরণাগতকে রক্ষা করেন। শরণাগতের পালক সেই ভগবান্‌কে কেবল সৎ-ভাবের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়! ভাব এই যে,—ঈশ্বরে আত্মসম্মিলনের জন্য সৎ-ভাব সঞ্চয় করা বিধেয়)। [মন্ত্রের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখা যায় ; যথা,—'সোম হ'তে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি (সোম) স্বর্গকে ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জলের মধ্যে সংস্কৃত হন।' মন্ত্রে এ অর্থের আদৌ সঙ্গতি নেই। রসবাচক কোন পদই মন্ত্রে নেই। তবে 'সমুদ্রং' পদের ভাষ্যকার অর্থ করেছেন 'সমুদ্রবৎ দ্রবন্তি অস্মাৎ রসা ইতি।' তা থেকেই ('সোম' হ'তে) রস উৎপন্ন হওয়ার অসঙ্গত কল্পনা ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়েছে ব'লে মনে করা যায়]।

৩/৬—জ্ঞানদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক পূজ্য মিত্রতুল্য সর্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানকিরণের সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। **অথবা**—সর্বাভীষ্টপূরক পাপহারক মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্পন্ন ও সকলের বরণীয়, সখির ন্যায় পরমপ্রিয় এবং সকলের প্রীতিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সকলের জ্ঞানের উন্মেষণ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমজ্যোতিঃর সাথে অন্তরকে সম্যক্‌রকমে উদ্ভাসিত করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি প্রকটন করছেন। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লোকসকল জ্ঞানের জ্যোতিঃ লাভ করে)। [শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারস্থানীয়। মন্ত্র বলছেন—'যদি পরমপদ লাভ করতে চাও, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে প্রযত্নপর হও। ভগবান্ ও তাঁর বিভূতি অভিন্ন। ভগবান্‌কে পেতে হ'লে তাঁর বিভূতিসমূহের আরাধনা করো ; সেই ভাবে ভাবান্বিত হ'তে সচেষ্ট হও। যখন তাঁর বিভূতিসমূহ তোমার অধিগত হবে, তখনই আধারস্থানীয় ভগবান্ স্বয়ং

আবির্ভূত হবেন।' মন্ত্র এই সত্যই প্রকটন করছেন। দ্বিতীয় অন্বয়েরও এটাই তাৎপর্য]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ-আর্চিকেও (৫অ-৪দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/৭—হে স্নিগ্ধসত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর! আমাদের আনন্দবর্ধনের জন্য ভগবৎ-প্রীতিসাধক যে সকল স্তুতির (কর্মের) দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে আপনি অর্চনাকারীকে অলঙ্কৃত করেন অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে উপজিত হন ; আপনার সম্বন্ধি সৎকর্মে প্রেরণকারী সেই স্তুতিসমূহ আপনার পরম শক্তির দ্বারা পরিশোধিত হয়, অর্থাৎ ভগবৎকামী ব্যক্তিকে পরিশোধিত করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক এবং ভগবৎ-মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মই ভগবানের প্রীতির হেতুভূত হয়। অতএব সঙ্কল্প—আমাদের কর্মশক্তি ভগবানের প্রীতিদায়ক হোক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্মশক্তি আমাদের ভগবানের সাথে সম্মিলিত করুক)। অথবা—হে স্নেহসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনার পরমশক্তির প্রভাবে, আমাদের সৎকর্মসাধক (অথবা সৎকর্মের প্রেরক) ভগবৎপ্রীতিসাধক স্তুতিসমূহ বিশুদ্ধ অর্থাৎ আমাদের কল্যাণসাধক হোক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সেই সকল স্তুতির দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন এবং আমাদের অলঙ্কৃত অর্থাৎ ভগবানের সাথে সংযোজিত করুন)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা—'হে ইন্দ্র। মত্ততার জন্য তুমি যার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্মেচ্ছা-সম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হোক।' অথচ মন্ত্রের মধ্যে 'মত্ততার জন্য' বোঝাবার উপযোগী কোন পদই নেই। ভাষ্যকার 'মদায়' পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অহেতুক এই অর্থ অধ্যাহার করেছেন। আসলে 'সোম'-কে মাদক-দ্রব্য হিসাবে চিহ্নিত করার জন্যই এতসব প্রচেষ্টা। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে—'ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে সহস্রারে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, সেই ধারা পান ক'রে যিনি আনন্দ লাভ করেন, তাঁকেই মন্ত্রসাধক বলা যায়। আর, মদ্যপান করলেই মানুষ যদি সিদ্ধিলাভ করত, তাহলে মদ্যপানরত পাষণ্ডেরা সকলেই তো সিদ্ধিলাভ করেছে।' ফলতঃ, সোমে বা শুদ্ধসত্ত্বে যে মত্ততার উদয় হয়, এ সেই মত্ততা। সাধকের মনমধুকর যখন শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধুপানে মত্ত হয়ে পড়ে, সেই সময়ের সেই অবস্থাতেই—সেই পরম আনন্দময় অবস্থাকেই সোমের মত্ততা ব'লে অভিহিত করা উচিত। সোম সুসংস্কৃত হয় তখনই—যখন তোমার (ভগবানের) আমার (সাধকের) সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয় ; উপাস্য উপাসক যখন এক হয়ে যায়। ভগবান্‌কে সোম প্রদান করা সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন স্বারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। এই লক্ষ্য নিয়েই বেদমন্ত্রের অবতারণা।—দ্বিতীয় অন্বয়টিও সেই একই উচ্চ-ভাবমূলক। সেখানেও কর্ম-সামর্থ্য-লাভের এবং সেই কর্মের প্রভাবে ভগবানে আত্মশীল করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে]।

৩/৮—স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্। অন্তঃশত্রুনাশের নিমিত্ত, অপিচ, পরমানন্দলাভের জন্য, সর্বশক্তিমান্ বিশ্বপতি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। অপিচ, আপনার সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ আরাধনার নিমিত্ত আপনার করুণা প্রার্থনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন ভগবানের পূজা সম্ভব নয়। তাই প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পূজার সামর্থ্য প্রদান করুন)।

৩/৯—স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি সৎকর্মের স্বরূপ অথবা কর্মে নিত্যবিদ্যমান পুরাণপুরুষ এবং আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে নিত্যবিরাজমান হন। (শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবান্ সৎকর্মের স্বরূপ অর্থাৎ কর্মই ব্রহ্মস্বরূপ)। বিশ্বকর্মী আপনি জ্ঞানধন-দানে আমাদের প্রবৃদ্ধ করুন। আপনি মরণধর্মশীল মানবের শোভন আয়ুঃপ্রদাতা, কর্মশক্তি-বিধাতা, এবং পরমধনদাতা। (অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় ইন্দ্রকে যজ্ঞের পুরাতন আত্মা বলা হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে

গো পুত্র অশ্ব ও অন্ন প্রার্থনা করা হয়েছে। ভাব এই যে,—মদ্যপানে উন্মত্ত ইন্দ্র নামে এক বিকৃতমস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে ঐসব পদার্থ আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু এ ঐ ইন্দ্র নন, ইনি সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, যিনি সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি কর্মময় এবং কর্ম ব্রহ্মময়। এখানে 'গো' বা 'গোষা' গাভী নয়, জ্ঞানকিরণ বা জ্ঞানজ্যোতিঃ। 'অশ্বসা' পদের 'কর্মশক্তি' অর্থই সুসঙ্গত, অশ্ব বা ঘোড়া নয়। 'নৃষা' অর্থে 'পুত্র' নয়, 'মরণধর্মশীল মানবগণ' বোঝাই যুক্তিসম্মত। 'বাজসা' অর্থে 'পরমধনবিধাতা']।

৩/১০—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বর্ষণকারী মেঘের ন্যায়, অর্থাৎ মেঘ যেমন পৃথিবীকে বারিবর্ষণের দ্বারা রসসঞ্চার করে, তুমিও তেমন ভগবানের প্রীতিসাধক হয়ে, আনন্দদায়ক ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আমাদের সৎ-ভাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক হোন)। [এই সূক্তের অন্তর্গত সামমন্ত্রগুলির ঋষি—'মেধাতিথি কাণ্ব']।

•

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহি শ্রবঃ।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥১॥
সনা জ্যোতিঃ সনা স্ব৩র্বিশ্বা চ সোম সৌভগা।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥২॥
সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৩॥
পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৪॥
ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৫॥
তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যম্।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৬॥
অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৭॥
অভ্য৩র্ষানপচ্যুতো বাজিন্ৎসমৎসু সাসহিঃ।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৮॥

ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥৯॥
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুম ভর।
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥১০॥

(সূক্ত ৫)

তরৎ স মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।
তরৎ স মন্দী ধাবতি॥১॥
উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ।
তরৎ স মন্দী ধাবতি॥২॥
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে।
তরৎ স মন্দী ধাবতি॥৩॥
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে।
তরৎ স মন্দী ধাবতি॥৪॥

(সূক্ত ৬)

এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহে।
মদিন্তমস্য ধারয়া॥১॥
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্যসি।
সনদ্বাজঃ পরিস্রব॥২॥
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ।
গৃণানো জমদগ্নিনা॥৩॥

(সূক্ত ৭)

ইমং স্তোতমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥১॥
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণা পর্বণা বয়ম।
জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥২॥
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্॥
ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্ হ্যুতশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥৩॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—বিশ্বের প্রাণস্বরূপ পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদের এই কর্মে দেবভাবসমূহ উৎপাদন করুন এবং কর্মবিঘ্নকারী শত্রুগণকে বিনাশ করুন (অথবা আপনি নিত্যকাল অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করেন)। তারপর (শত্রুদের বিনাশ ক'রে এবং অন্তরে দেবভাব উপজিত ক'রে) আমাদের পরম কল্যাণ দান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন)। [প্রচলিত এক ব্যাখ্যা—'হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম! ভজনা করো, জয় করো, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান করো।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৪/২—হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! আমাদের সম্যক রকমে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করুন। অপিচ, আপনি আমাদের স্বর্গের ন্যায় উন্নত শ্রেষ্ঠ পরমস্থানের বিধান ক'রে দিন। এবং বিশ্বের যাবতীয় সৌভাগ্য আমাদের প্রদান করুন। তারপর, জ্ঞানজ্যোতিঃতে অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে আমাদের পরম কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎ-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন পরমপদ প্রাপ্ত হই)।

৪/৩—শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি (আমাদের) কর্মশক্তি প্রদান করুন এবং সৎকর্মের সুফল বিধান করুন। অপিচ, কর্মপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদের আপনি বিনাশ করুন। তারপর (কর্মসামর্থ্য, সৎকর্মের সুফল এবং অন্তঃশত্রুর বিনাশ সাধিত ক'রে) আমাদের পরম ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সাধক কর্মশক্তি, সৎকর্মের সুফল এবং অন্তঃশত্রুনাশের কামনা করছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম প্লবের (অর্থাৎ, ভেলার) ন্যায় সংসার-রূপ সমুদ্র পারায়ণে সমর্থ এবং ভগবৎপ্রাপক হোক)।

৪/৪—হে মোক্ষকামী সৎকর্মসাধক! পাপনাশক পরিত্রাণকারক সর্বশক্তিমান্ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করুন। তারপর আপনারা মোক্ষকামী আমাদের জন্য পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকটিত। ভাব এই যে,—সাধকেরা সৎ-ভাবের প্রভাবে অকিঞ্চনেরও পরম কল্যাণ সাধন করেন)। [সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা। সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিতকর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহলে সে ব্যক্তিও সাধুদের মধ্যে গণ্য হয়। সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই দেওয়া হয়েছে]।

৪/৫—হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আপনার সম্বন্ধি কর্মের দ্বারা এবং আপনা কর্তৃক রক্ষার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। অপিচ আমাদের আপনার জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশরূপে সংস্থাপন করুন। তারপর (জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদের পরিত্রাণ ক'রে) আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের জ্ঞানসমন্বিত ও সৎকর্মপরায়ণ ক'রে আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন)।

৪/৬—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্। আপনার সম্বন্ধি কর্ম বা জ্ঞানের দ্বারা এবং আপনার আত্মভূত রক্ষার দ্বারা আপনি আমাদের প্রবর্ধিত করুন। অপিচ, সেই জ্ঞান লাভ ক'রে আমরা যেন নিত্যকাল স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ময় আপনাকে সর্বত্র দর্শন করতে সমর্থ হই। তারপর আপনি যেন আমাদের পরম কল্যাণ বিধান করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্মের প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ ক'রে যেন আমরা সৎস্বরূপ আপনাকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হই)।

৪/৭—শোভন আয়ুধ অর্থাৎ শত্রুধর্ষক শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আমাদের ইহকাল পরকাল সম্বন্ধী পরমধন প্রদান করুন। তারপর আমাদের পরমকল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃশত্রুনাশে পরমধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হোক)।

[পরমধন—অর্থাৎ ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলপ্রদ ধন, যে ধন প্রাপ্ত হ'লে, ইহকালে এবং পরকালে প্রবর্ধিত হ'তে পারা যায়, এখানে 'দ্বিবর্হসং রয়িং' পদে তা-ই বোঝাচ্ছে। ফলতঃ, ইহলোক এবং পরলোকে উভয়ত্রই জয়যুক্ত হবার কামনা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে]।

৪/৮—হে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবন্! রিপুসংগ্রামে শত্রুগণ কর্তৃক অনাহত অপিচ, শত্রুগণের অভিভবিতা আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। আপনি আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। শত্রুনাশে সৎ-ভাব-সঞ্চয়ের জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! হৃদয়ের অন্তঃশত্রুনাশে হৃদয়ে সৎ-ভাবের সঞ্চার ক'রে আমাদের পরমকল্যাণ বিধান করুন)। [ভগবান্ অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃশত্রুগুলিকে বিনাশ করেন। অর্থাৎ—অন্তরে সৎ-ভাবের সমাবেশ হলেই অসৎ-ভাবরূপ অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়—মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের বিশেষণগুলিতে সেই ভাবই প্রকাশিত হয়েছে। শত্রুর বিনাশে যখন হৃদয়ে সৎ-ভাবের উদয় হয়, সৎ-স্বরূপ ভগবানের প্রতি মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ'তে থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ তাঁর প্রতি যখন অনন্যাভক্তির উদয় হয়, তখনই তাঁর সাথে সম্মিলন ঘটে। সেই সম্মিলনই—সেই পরমার্থ-লাভই 'বাজিনং']।

৪/৯—পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! বিশিষ্টফলসাধক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্মে আমরা আপনাকে (আপনার সম্বন্ধি কর্মসাধক) সৎ-ভাব সমূহের দ্বারা প্রবর্ধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করছি। তারপর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে) আপনি আমাদের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। সৎভাব-সমূহ ভগবৎপ্রাপক। সৎ-ভাবের প্রভাবেই সাধক মোক্ষলাভ করেন। তাই ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের জন্য সৎ-ভাব সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)। [সৎকর্ম সৎ-ভাব—মোক্ষপ্রাপক হয়। সৎকর্মের দ্বারা সৎ-ভাবের উদয়ে অনুষ্ঠানকারী ভগবানের প্রীতিলাভে সমর্থ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করছেন]।

৪/১০—স্নেহ-সত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আমাদের ভোগের উপযোগী পর্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। তারপর আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটে উঠেছে। প্রার্থনাকারী মুক্তি-লাভের জন্য—আত্মায় সম্মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। যেন প্রার্থনাকারীর আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁর সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। এখন তিনি চান মোক্ষ। এখন চাই সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি। পার্থিব ধনজনসম্পদে তাঁর আর প্রয়োজন নেই। তিনি এমন ধন চান, যে ধন পেলে চাইবার আশা মিটে যায়—সব আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দয়া ক'রে ভগবান্ যেন তাঁকে সেই পরমধন—মোক্ষধন—প্রদান করেন।—একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র। তুমি আমাদের নানারকম অশ্ববান্ সর্বগামী ধন প্রদান করো।' ইতিহাসবিদগণ মনে করেন এই 'অশ্ববান্ সর্বগামী ধন" থেকে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যে উন্নতির বিষয় বুঝতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের প্রসার এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হতেন। 'অশ্ববান্ সর্বগামী ধন' বলতে সবদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ ঘোড়ার পিঠে বহন ক'রে নিয়ে আসার ভাব উপলব্ধ হয়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দশটি সাম-মন্ত্রের ঋষি—'হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস']।

৫/১—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয় ; সেই সত্ত্বপ্রবাহ স্তোতৃদের পাপ হ'তে ত্রাণ ক'রে তাঁদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃবর্গের পাপনাশক হয়)। [সত্ত্বভাবে পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' পদগুলি মন্ত্রে দু'বার উক্ত হয়েছে। এটা নিশ্চয়তা-জ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নেই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা, সেইখানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয় ; সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একসঙ্গে থাকতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হ'লে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়—পরমানন্দ লাভ করে]। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৪দ-৪সা) এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়]।

৫/২—শ্রেষ্ঠধন সমূহের প্রদাত্রী—সৎ-জ্ঞান প্রদাত্রী (ভক্তিরূপিণী) দেবী মরণ-ধর্মশীল অর্চনাকারী আমার রক্ষা বিধান করুন। সেই ভক্তিদেবী আমাদের পাপ হ'তে পরিত্রাণ ক'রে, আমাদের পরমানন্দদায়িকা হোন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভক্তি আমাদের সৎ-জ্ঞান প্রদান করুন)। অথবা—পয়স্বিনী গাভী যেমন, পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, অথবা জ্ঞানকিরণ যেমন পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, তেমন দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী লোকহিতকর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎ-জ্ঞান অথবা সৎ-ভাব-সৎ-জ্ঞানরূপ পরমধন ধারণ ক'রে আছেন। সেই দেবী মরণশীল শরণাগত আমার রক্ষার বিধান করুন। অপিচ, পরমানন্দদায়িকা সেই দেবী আমাদের পাপনাশিকা এবং পরিত্রাণসাধিকা হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের মধ্যে ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হোক। আর তাতে যেন আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই)। [এখানে দু'রকম অন্বয়ে মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থের একটু ভাবান্তর দেখা যায়। একটি ব্যাখ্যা—'সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন।' এমন অর্থ থেকে কি ভাব উপলব্ধ হ'তে পারে? যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, যে সোম ধনের প্রস্রবণ,—সেই সোমই বা কি পদার্থ? আর যে সোম গড়িয়ে যায়, সেই সোমই বা কি সামগ্রী? সোমের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মনে নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি ক'রে থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে মাদক-দ্রব্য ইত্যাদি উৎসর্গ ক'রে, তাঁদের সেই মাদক দ্রব্য উপহার দিয়ে, সৎ-ভাবের অধিকারী হ'তে পারা যায় কি? যে সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ—দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত, যে সোম ধনের প্রস্রবণ, যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, সে সোমকে মাদক-দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা যায় কি? আর মাদকতা-উৎপন্নকারী সেই সোমকে 'দেবী' ব'লে সম্বোধন করা চলে কি? অজ্ঞ-জন যা-ই বুঝুন না কেন? বিবেকিজনের বিশ্বাস—মাদকদ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ করা বলতে মাদকদ্রব্য পরিবর্জনের ভাবই বুঝিয়ে থাকে। ফলতঃ, 'সোম' বলতে সোমলতার রস রূপ মাদক-দ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হ'তে পারে না। বেদের সোম—অন্তরের অন্তরতম সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাব প্রভৃতি]।

৫/৩—পাপধ্বংসকারী জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন বহু ধন প্রাপ্ত হই। অথবা, পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সম্যক্ রকমে বহুধন প্রদান করুন। তারপর পরমানন্দদায়িকা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদের পাপনাশিকা ও পরমানন্দদায়িকা হোন। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই)।

৫/৪—পাপের প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করেছি। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে পাপক্ষালনের দ্বারা আমাদের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হোক অর্থাৎ আমাদের জন্মগতি রোধ হোক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তি আমাদের পাপ হ'তে উদ্ধার ক'রে হৃদয়ে প্রবাহিত হোন। অথবা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদের জন্মগতি নিরোধ ক'রে পরমানন্দের হেতুভূত হোন। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জন্মগতি-রোধের জন্য এখানে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুবর্তী হয়, তাহলে তাদের আর পুনর্জন্ম সম্ভব হয় না। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জন্ম নিরোধে সমর্থ হই)। [পূর্বের মন্ত্রটিতে ভাষ্যকারের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যাখ্যাকার বলেছেন—ধ্বস্র ও পুরুষন্তি নামক রাজাদের কাছ থেকে প্রভূত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মন্ত্রে ঐ অর্থের সাথে বস্ত্র ইত্যাদি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি দেখা যায়। ঐ ব্যাখ্যাকারের মতে, সোমদানকারীরা কেবল যে রাজাদের অর্থ লুণ্ঠন করেই নিশ্চিত হয়েছিলেন, তাই নয় ; পরন্তু তাঁরা সোমরস পান করিয়ে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ইত্যাদিও লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছিলেন। এক-আধখানি বস্ত্র নয় ; 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সহস্র সে লুণ্ঠন ব্যাপারে তাঁরা পেয়েছিলেন। এমন উপাখ্যান অবলম্বনেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করেছেন। ব্যাখ্যাকারও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মন্ত্রের অর্থ করেছেন,—'ঐ দুইজনের নিকট ত্রিশ সহস্র বস্ত্র গ্রহণ করেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন।' কিন্তু আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনাই দেখি না। পূর্বের মন্ত্রে 'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যো' পদে 'জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে' এমন ভাব গৃহীত হয়েছিল। তারই রেশ ধ'রে এই মন্ত্রে 'স' পদে 'তে জ্ঞানভক্তি ইতি যাবৎ' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' পদদু'টি সংখ্যাধিক্যের ভাব প্রকাশ করছে। 'তনা' পদের 'জন্মানি' অর্থই সঙ্গত। সুতরাং 'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করেছি'। তার সাথে 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পাপের প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করেছি।'—ইত্যাদি]। [এই সূক্তের চারটি সামমন্ত্রের ঋষি—'অবৎসার কাশ্যপ']।

৬/১—আমাদের আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমানন্দদায়ক প্রবাহে প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাদের বলপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য (অথবা, সৎস্বরূপের সাথে মিলনসাধনের উদ্দেশ্যে) অথবা, আমাদের পূজা সর্বদেবগণকে প্রাপ্ত করাবার জন্য (আমাদের হৃদয়ে) ক্ষরিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবসমূহ আমাদের পরমার্থসাধন-সমর্থ করুক)।

৬/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! কর্মশক্তির দ্বারা এবং জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে আমাদের কর্মের সাথে সম্মিলনের জন্য অথবা আমাদের কর্মসকলকে দেবভাব সমন্বিত করবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হোন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎ-ভাবজনক আপনি, দেবগণ সমীপে আমাদের পূজা সংবাহনের জন্য আমাদের হৃদয়ে বা কর্মে সমুদ্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্মসমূহ দেবভাব-সমন্বিত হোক ; অপিচ, সেই কর্ম আমাদের পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করুক)। [ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তর ক্ষীর ইত্যাদির সংমিশ্রণে পূয়মান সোম ক্ষরিত হও। অন্নের দাতা হে সোম! তুমি দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও।' এই অর্থের অনুসরণে ব্যাখ্যাকার বললেন—'হে সোম! তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীর ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে ভক্ষণের উপযোগী হয়ে থাক। সেই তুমি এখন অন্নদান করতে করতে ক্ষরিত হও।'—'বীতয়ে'-পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। মনুষ্যভাবে ভাবতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহারের বিষয় মনে আসে ; যজ্ঞ পক্ষে দেখতে গেলে,

চরুপুরোডাশ ইত্যাদি ভক্ষণের ভাব মনে আসে ; আর সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায়, তাঁরা তাঁদের ভক্তিসুধা পান করাবার নিমিত্ত যেন তাঁদের ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করছেন। এ পক্ষে আমাদের ভাব এই যে,—কর্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করবার এবং সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম ভগবানে ন্যস্ত করবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে। ফলতঃ ভগবানের অনুগ্রহের উপর সবই নির্ভর করে]।

৬/৩—অপিচ (উত) হে ভগবন্! আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধক কর্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুসৃত আপনি, আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানসহযুত স্তোত্র-সমূহ গ্রহণ ক'রে আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মে পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান্ আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন)। [ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই মন্ত্রের সাথে জমদগ্নি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপন করেছেন। ঋষি সোমরস প্রস্তুত ক'রে যেন বলছেন—'হে সোম! আমি জমদগ্নি ঋষি তোমার স্তুতি করছি। তুমি আমাদের অন্ন ও গোধন প্রদান করো।' আমরা কিন্তু এই মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ বা নাম দেখতে পাচ্ছি না। অথবা, অনাদি অনন্ত কাল থেকে জমদগ্নি প্রভৃতি যে সব ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্‌বুদের মতো উদ্ভূত ও বিলীন হয়েছেন, মন্ত্রে তাঁদের প্রতিও লক্ষ্য থাকতে পারে। কিন্তু তাতেও দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহার করা যায়। অন্বয় অনুসারে 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু থেকে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তা থেকে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাকেই জমদগ্নি বলা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন—অগ্নি কি ভক্ষণ করেন? লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নয়। এখানে অগ্নি বলতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সেই জ্ঞানরূপ অগ্নি ভক্ষণ করেন—অজ্ঞানতা—পাপরাশি ; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন,—কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রু। যাঁরা সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করতে সমর্থ হয়েছেন, যাঁদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তাঁদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভক্ষণের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করেছে—তাঁদের হৃদয়াগ্নিই কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুশত্রুদের বিমর্দিত করতে পেরেছে। ফলতঃ, সেই আত্মদর্শী ও আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকেরাই 'জমদগ্নি' পদবাচ্য। 'জমদগ্নিনা গৃণানঃ' পদদু'টিতে তাই 'আত্মদর্শীদের পূজাই ভগবান্ গ্রহণ করেন', এই নিত্যসত্য প্রকাশ করছে]। [এই সূক্তের তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'জমদগ্নি ভার্গব']।

৭/১—পূজ্য সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞান-দেবতার উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্বক আমরা সম্যক্ পূজা করব—হৃদয়ে অনুধ্যান করব। (ভাব এই যে,—জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রের অনুধ্যান অবশ্য কর্তব্য) ; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতার অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারিতার ফলে আমাদের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িকা হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের অনুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী)। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণকারী অর্চনাকারী আমরা যেন কারও দ্বারা হিংসিত না হই—সর্বত্রই যেন রক্ষাপ্রাপ্ত হই। (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানের অনুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদের রক্ষা করুন)। [সামবেদীয় সর্বকর্মসাধারণী কুশণ্ডিকায় পরিসমূহন-কার্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়বসমূহের একীকরণের কার্যে এই ঋক্‌টির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়]।

৭/২—হে জ্ঞানদেব! ইন্ধনসাধন জ্ঞান-উদ্দীপক উপকরণকে যেন হৃদয়ে সম্পাদন ক'রি—

উৎপাদন ক'রি ; প্রতি কর্মের অনুষ্ঠানে আপনাকে প্রজ্বালিত ক'রে—উদ্বোধিত ক'রে উপাসক আমরা যেন আপনার উদ্দেশে কর্মসমূহ সম্পাদন ক'রি ; আমাদের জীবন-ঔষধের নিমিত্ত, চিরকাল আমাদের মধ্যে অবস্থানের নিমিত্ত, আমাদের কর্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন ক'রে দিন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে—জ্ঞানসংসর্গের লাভে আমরা যেন হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চয়ের জন্য জ্ঞানের অনুমোদিত কর্মের সম্পাদনের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি ; সেই জ্ঞানদেব আমাদের রক্ষা করুন)। [এই ঋকেও 'ইধ্মং' পদটি মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে অন্তরায় এনেছে। ঐ পদ উপলক্ষে অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ ক'রে অগ্নিকে প্রজ্বালিত করবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রটিতে যুগপৎ আত্ম-উদ্বোধনা ও প্রার্থনা আছে, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 'ইধ্মং ভরাম' বাক্যাংশে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এইভাবে 'পর্বণাপর্বণা চিতয়ন্তঃ বয়ং তে হবীংষি কৃণবামা' বাক্যাংশে, জ্ঞানকে জাগিয়ে উদ্বুদ্ধ ক'রে জ্ঞানের অনুসারী কর্ম-সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত দেখা যায়।—ইত্যাদি]।

৭/৩—হে জ্ঞানদেব! আপনাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করতে অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করতে যেন আমরা সমর্থ হই ; হে দেব! আমাদের কর্মসমূহকে আপনি সম্পাদন ক'রে দিন, অথবা, আমাদের জ্ঞানসমূহকে বর্ধিত ক'রে দিন ; আপনাতে প্রদত্ত অর্থাৎ সম্মিলিত হবনীয় কর্মকে—বিহিত কর্মানুষ্ঠানকে দেবগণ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সকল দেবভাবের সাথে মিলিত হোক ; অদিতির অর্থাৎ অনন্তের সকাশ হ'তে উৎপন্ন সকল দেবভাবকে (সকল সৎ-গুণকে) আপনি আমাদের প্রাপ্ত করুন—আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন ; সেই দেবগণকে যেন আমরা সর্বদা কামনা ক'রি। হে জ্ঞানদেব! আপনার সাথে সখ্যস্থাপনে—জ্ঞানের অনুসারী হয়ে, আমরা যেন কারও দ্বারা হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের অনুসারী জন সকল দেবভাবের অধিকারী হন এবং সর্বদা রক্ষা প্রাপ্ত হন)। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'সমন্তং'। এই সূক্তের ঋষির নাম—'কুৎস আঙ্গিরস']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৮)

প্রতি বাং সুর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম্।
অর্যমণং রিশাদসম্॥১॥
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে।
ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে॥২॥
তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সুরিভিঃ সহ।
ইষং স্বশ্চ ধীমহি॥৩॥

(সূক্ত ৯)

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদা ভর॥১॥
যস্য তে বিশ্বমানুষগ্ ভূরের্দত্তস্য বেদতি।
বসু স্পার্হং তদা ভর॥২॥
যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎ পর্শানে পরাভৃতম্।
বসু স্পার্হং তদা ভর॥৩॥

(সূক্ত ১০)

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্মসু।
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥১॥
তোশাসা রথয়াবানা বৃত্রহনাপরাজিতা।
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥২॥
ইদং বা মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ।
ইন্দ্রগ্নী তস্য বোধতম্॥৩॥

মন্ত্রার্থ—৮সূক্ত/১সাম—হে আমার সৎ-অসৎ-চিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য হৃদয়ে সমুদিত হ'লে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিএবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদের অভিভবকারী স্নেহকরুণাসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-উৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) করো। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়ে থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের পূজা সম্ভবপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই)। অথবা—হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! (সর্বজীবের) মিত্রদেব আপনি এবং (সকলের প্রতি অভীষ্টবর্ষক) বরুণদেব—আপনাদের উভয়কে এবং (সকলের মধ্যে জ্ঞানরশ্মি-প্রদাতা) অর্যমা দেবতাকে—প্রত্যেককে স্তুতি ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে—ভগবানের পূজায় আমরা যেন জ্ঞানসম্পন্ন হই, আর তাতে যেন ভগবানের করুণা লাভ করতে পারি)। [ভক্ত সাধকের দৃষ্টিতে মন্ত্রে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই প্রভাব প্রখ্যাত। ফলতঃ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—মিত্র, বরুণ ও অর্যমা দেবের স্বরূপ ; তাই মিত্রের সাথে জ্ঞানের, বরুণের সাথে ভক্তির এবং অর্যমার সাথে কর্মের উপমার ভাবও মন্ত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই উপমা লক্ষ্য করবার হেতু এই যে,—লৌকিক হিসাবে সূর্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্যরশ্মি সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না ; জ্ঞানের (জ্ঞানসূর্যের) উদয় ভিন্ন তেমনি ভক্তি (ভক্তিবারি) বর্ষণ হ'তে পারে না। লৌকিক জগতে মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ ক'রে ধরণীর উর্বরতা বৃদ্ধি ক'রে থাকেন, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি জ্ঞানের প্রভাবে ভক্তির অমৃত উৎস উৎসরিত হয়ে হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলিকে জাগরিত ক'রে তোলে]।

৮/২—মেধাবী অর্থাৎ আত্ম-উৎকর্ষ সম্পন্ন সাধকগণ তাঁদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম, পরমধনলাভের

জন্য, এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্মশক্তিলাভের জন্য ভগবানে সমর্পণ ক'রে থাকেন। অতএব আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্মও ভগবানে কর্মফলসমর্পণে বিনিযুক্ত হোক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষ সম্পন্ন সাধকদের কর্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হয়েছে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরাও ভগবানে কর্মফল সমর্পণের সামর্থ্য লাভের জন্য উদ্বোধিত হচ্ছি)। [আত্ম-উৎকর্ষ সম্পন্ন সাধক যাঁরা—সাধনার প্রভাবে যাঁদের অন্তর কলুষ-কালিমা পরিশূন্য, তাঁদের কর্ম তো আপনা থেকেই ভগবৎ-অভিমুখী হয়। কিন্তু পাপনিমগ্ন-প্রকৃতি যারা, তাদের উপায় কি হবে? তারা কি পাপের পঙ্কেই নিমগ্ন রয়ে যাবে? না, তা নয়। আদর্শতো সামনেই রয়েছে। সাধকেরাই তো সৎ-দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্রাণ-সাধন ক'রে থাকেন। সুতরাং ঐ পাপকলুষিত মানুষেরা যদি সাধকদের অনুবর্তন করে, তাহলে তাদেরও পরিত্রাণের পথ সুগম হয়ে আসে। তাই মন্ত্রে, তাঁদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, সৎ-ভাব-সমন্বিত-চিত্তে সৎকর্মের উদ্যাপনে সর্বকর্মফল ভগবানে ন্যস্ত করবার উদ্বোধন ও সঙ্কল্প দেখতে পাওয়া যায়]।

৮/৩—দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন্ (অথবা, হে বরুণদেব)! জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের দ্বারা সম্বন্ধ হয়ে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। অপিচ, হে মিত্রদেব (অর্থাৎ, মিত্রের ন্যায় পরম কল্যাণময় হে ভগবন্)! জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। হে ভগবন! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের পরাগতি বিধান করুন)। [মন্ত্রটি সরল প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ ক'রে আমাদের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন ক'রে আমাদের পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভের একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন, মন্ত্রে তা-ই প্রকটিত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি সামমন্ত্রের ঋষি—'বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি']।

৯/১—হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদের অবিদ্যা-শত্রুদের আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব রকমে বিদূরিত করুন। তারপর, আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন; অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মিয়ে দিন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানের নিবৃত্তি হ'লে, কামনার নিবৃত্তি হয়; তারপর, প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়)। [এই সাম-মন্ত্রে—প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হচ্ছে। বলা হয়েছে—'হে ভগবন্! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন। প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলছে, তা বিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন।'—সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন,—যেন নিজের দোষ-ত্রুটি অজ্ঞানতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন; তাঁর আপন গৃহস্থগণ যে শত্রুর কাজ করছে, তা যেন অনুভব করতে পেরেছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, কাতরতা এসেছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-২দ-২সা) দৃষ্ট হয়]।

৯/২—হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত যে শ্রেষ্ঠধন বিশ্বের যাবতীয় ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ লাভ করেন; সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরম ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের পরমধন—মোক্ষধন প্রদান করুন)।

৯/৩—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ় স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্তনীয়

অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল রকম ধন আমাদের প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—দৃঢ়রক্ষিত অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—এটাই প্রার্থনা)। [মন্ত্রের মধ্যে ধনের প্রার্থনা উদ্‌গীত হয়েছে। ধন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে। পার্থিব অপার্থিব সব রকম ধনের সম্বন্ধেই এমন পরিকল্পনা করা যেতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'বিপর্শানে'—এমন তিনরকম স্থানে—তিনরকম আবরণে আমাদের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ইন্দ্রদেবরূপী একেশ্বর ভগবানের বিভূতির কাছে সেই ধনের প্রার্থনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ়স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধন কাঁপাতে বা নড়াতে সমর্থ নয়, আমাদের তিনি যেন সেই ধন প্রদান করেন। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ যে ধন নিত্য, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ, যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নয়, অর্থাৎ আমাদের সকলের অজ্ঞাত স্থানেই ('বিপর্শানে') যে ধন রক্ষিত আছে, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন। এইসব ধনই একমাত্র সেই ভগবানেরই অধিকারগত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-১০দ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত সামমন্ত্র তিনটির ঋষি—'ত্রিশোক কাণ্ব']।

১০/১—শক্তিজ্ঞান রূপ হে দেবগণ! আপনারা সৎকর্মের প্রজ্ঞাপক বা সম্পাদক হন। অতএব সৎকর্মের সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্মফল সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধকের আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের কর্মশক্তি ও দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদের কর্ম ক্ষয় হোক)। [ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র ও অগ্নি, ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানরূপী দুই বিভূতি। অথচ, প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ ও ঋত্বিক, যুদ্ধে এবং কর্মে আমাকে অবগত হও]।

১০/২—শক্তি ও জ্ঞান রূপ হে দেবদ্বয়! পরমজ্যোতিঃ সম্পন্ন বহিঃ ও অন্তঃশত্রুনাশক, সর্বত্র জয়যুক্ত কর্মরূপ রথে গমনকারী আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে সৎকর্মের সুফললাভের জন্য অর্থাৎ কর্মফল ভগবানে সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বাহিরের ও অন্তরের (অর্থাৎ দস্যু বা জীবজন্তু এবং কাম-ক্রোধ ইত্যাদি) শত্রুদের বিনাশে সৎ-বৃত্তির উন্মেষণের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের বাহিরের ও অন্তরের শত্রুদের বিনাশ করুন। আর শত্রুনাশে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয় উদ্ভাসিত ক'রে আমাদের পরাগতি—মোক্ষ—প্রদান করুন)। [নির্গুণ গুণাতীত ব্রহ্মাকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করার গূঢ় তাৎপর্য আছে। অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না ব'লেই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ ব'লে, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখা যায়। এ কল্পনা কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। রূপ বর্জিত তিনি আমাদের কাছে রূপময়, গুণাতীত তিনি আমাদের ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির কাছে গুণময়। বাক্যাতীত তিনি আমাদের প্রার্থনাবাক্যে বিশেষিত। সর্বব্যাপী তিনি, তবু তীর্থ ইত্যাদিতে কিংবা মন্দিরে মন্দিরেই তাঁর অধিষ্ঠানের বিশ্বাস। এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্য তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন]।

১০/৩—শক্তি-জ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! তোমরা উভয়ে সৎকর্মসমূহের নেতা অর্থাৎ সৎকর্মের নিয়োজক হও। তোমাদের অনুগ্রহে অদ্রির ন্যায় পাপ-কঠোর হৃদয়েও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতধারা ক্ষরিত (বিগলিত) হয়। অতএব তোমরা পাপ-কলুষ-পূর্ণ কঠোর-হৃদয় আমাকে (সৎ-ভাব

জননের জন্য) উদ্বোধিত করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানের কৃপায় পাপাত্মাও সাধু ব'লে পূজিত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপ-কলুষ-পূর্ণ আমার ভক্তিশূন্য কঠোর-হৃদয় উদ্ভিন্ন ক'রে আমাকে সৎ-ভাব-সমন্বিত করুন)। [ভগবান্ সর্বভূতেই সমান ; তাঁর কেউ শত্রু নেই, তাঁর কেউ মিত্রও নয়। এই জ্ঞান লাভ ক'রে যিনি ভক্তি সহকারে তাঁর ভজনা করেন, তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। সুতরাং ভক্তিহীনের হৃদয়ে তিনিই ভক্তি প্রদান ক'রে তাকে মোক্ষপথে নিয়ে যান। চাই শুধু আকুল প্রার্থনা। এই প্রার্থনার দ্বারা সব অসম্ভবই সম্ভব। তাঁর কৃপায় অসাধুও সাধু হয়, পাষাণে বারিনির্ঝর প্রবাহিত হয়, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সুতরাং 'অদ্রিভিঃ (পাষাণের মতো কঠিন) হৃদয়েও সৎ-ভাবের স্নেহধারা প্রবাহিত হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই]। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তরের দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করেছেন। তোমরা আমাকে অবগত হও।' মন্তব্য নিরর্থক]/ [এই সূক্তান্তর্গত সামমন্ত্র তিনটির ঋষি—'শ্যাবাশ্ব আত্রেয়']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১১)

ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ।
অর্কস্য যোনিমাসদম্॥১॥
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্।
সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ॥২॥
রসং তে মিত্রো অর্যমা বিপন্ত বরুণঃ কবে।
পবমানস্য মরুতঃ॥৩॥

(সূক্ত ১২)

মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি॥১॥
পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে অচিক্রদদ্বনে।
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি॥২॥

(সূক্ত ১৩)

এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্।
সমাদিত্যেভিরখ্যত॥১॥
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ।
সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ॥২॥

স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্।
চারুর্মিত্রে বরুণে চ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও ; অপিচ, ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্টপূরক হয়ে করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হোক)। [হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম। তাই 'অর্কস্য যোনিঃ' পদ দু'টিতে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। হৃদয় নির্মল হ'লে, পবিত্র হ'লে, সেখানেই বিবেকজ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তাই সেই পরমজ্ঞান লাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন করা হয়েছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। এখানেও 'ইন্দো' পদে ব্যাখ্যাকার 'সোম' (মাদক-দ্রব্য) অর্থ করেছেন। আমরা 'শুদ্ধসত্ত্ব'-কে সম্বোধন করেছি। 'মরুত্বতে' অর্থে ভগবানের বিবেকরূপী বিভূতিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'অর্কস্য'—'জ্ঞানযজ্ঞের'—ইত্যাদি অর্থই সমীচীন। প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁর সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন করো।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-১দ-৬সা) এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়]।

১১/২—হে ভগবন্! শরণাগতপালক জগতের ধারক আপনাকে ক্রান্তপ্রজ্ঞ এবং আপনার পূজায় অভিজ্ঞ (স্তোত্রের অভিজ্ঞগণ) আপনার পূজায় সমর্থ হন। অতএব অকিঞ্চন আমরা আপনাকে (আপনার অনুগ্রহ) প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আমরা ভগবানের জন্য যেন সম্বুদ্ধ হই)। [মন্ত্রের 'বচোবিদঃ' পদে 'ভগবৎ-স্তোত্রে অভিজ্ঞগণকেই বুঝিয়েছে। 'বিপ্রাঃ' পদে 'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন' ক্রান্তপ্রজ্ঞদেরই বোঝায়। 'আয়বঃ' পদ মনুষ্য-নামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয়েছে। সেই অনুসারে এখানে 'মরণধর্মশীল' অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ আমাদের' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।

১১/৩—ক্রান্তকর্মা (বিশ্বকর্মা) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎ-ভাবের সঞ্চারক আপনার অমৃতের ধারা, পরমমঙ্গলদায়ক মিত্রদেবতা, আত্ম-উৎকর্ষসাধক অর্যমাদেবতা, স্নেহকারুণ্য-সঞ্চারক বরুণদেবতা, বলপ্রাণ-সঞ্চারক মরুৎ-দেবতা—সর্বদেবগণ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে সকল দেবগণ আমাদের অনুগ্রহ করুন)। ['সোম' মাদক-দ্রব্য নয়, সাধক-হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব। অশরীরী দেবগণ সেই শুদ্ধসত্ত্বের সাথে ওতঃপ্রোতঃ সর্বত্র বিদ্যমান। মন্ত্রের মধ্যে মিত্র ইত্যাদি যে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে, তাতেও এক উচ্চ আদর্শের কল্পনা করা যেতে পারে। বোঝা যায়,—মিত্র, অর্যমা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। বোঝা যায়,—তিনি স্বর্গ, মর্ত্য প্রভৃতি ভুবনে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, আর সকলই তাঁতে পরিব্যাপ্ত আছেন। মন্ত্রে সোমরূপে সেই বহুরূপের সেই বিশ্বরূপের বিষয়ই উল্লিখিত হয়েছে। সকল দেবরূপে সর্বত্র তিনি বিরাজিত, তিনি সোমরূপে পরিচিত। সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নন। মন্ত্রে তাঁরই রূপ-গুণের ব্যাখ্যান হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'কশ্যপ মারীচ'। এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্র-সংগ্রথিত ন'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'ইযোবৃধীরং', 'গায়ত্রীকৌঞ্চং', 'বাজদাবদাসয়ং', 'অশ্বসূক্তং', 'আমহীবয়ং', 'দাঢ়জ্যুতং', 'বারবন্তীয়োত্তরং', 'ইহবদ্বামহদ্ধব্যং', এবং 'মার্গীয়বাদ্যং']।

১২/১—হে পরমদাতঃ! পবিত্রতাসাধক আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হৃদয়-

প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন ; হে পবিত্রতাকারক দেব। আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের প্রভৃতপরিমাণে সর্বলোকের প্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন)। [জ্ঞানস্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ ভগবানের কৃপায় মানুষ নিজের চরম গন্তব্য পথে চলতে সমর্থ হয়—এটাই নিত্যসত্য। তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। সেই পরমধনের (মোক্ষের) জন্য পরমদাতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।—মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হয়েছে]। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৫দ-৭সা) এই মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়]।

১২/২—অভীষ্টবর্ষক পবিত্রতাসাধক হৃদয়গত শুদ্ধসত্ত্ব, সৎ-ভাব অবরোধক শত্রুদের হৃদয়েও এবং অরণ্যের ন্যায় শুষ্ক হৃদয়েও ক্ষরিত হয়ে তাদের পরিত্রাণ ক'রে থাকে। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব উদকের মতো দ্রাবক সৎ-ভাব-সমন্বিত হৃদয়ে আপনা-আপনিই সঞ্চারিত হয়ে, তাকে রক্ষা ক'রে থাকে। (অথবা সৎ-ভাবের প্রভাবে অতি পাষাণকঠোর হৃদয়েও উদকের ন্যায় দ্রাবক শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হয়)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। সঙ্কল্পজ্ঞাপক তো বটেই। অতি কঠিন হৃদয়ও সৎ-ভাবে বিগলিত হয়ে থাকে। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎ-ভাবের সঞ্চারে সমর্থ হই)। [দেবতা ও সোম এই উভয়ের সম্বন্ধ খ্যাপন-মূলক ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, সে বিষয়েও পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্বের সৎ-ভাবের প্রভাবে অতি অজ্ঞান হৃদয়ও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয় ; পাপী ব্যক্তির হৃদয়ও নির্মলতা ধারণ করতে পারে—মন্ত্রে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে। বক্তব্য—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অরণ্যের মতো নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন রিপুরূপ হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদয়ও জ্ঞানের জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়। পাষাণের মতো কঠিন হৃদয়েও অমৃতের প্রবাহ প্রবাহিত হ'তে থাকে। আবার সৎ-ভাব সম্পন্ন হৃদয় জ্ঞানভক্তির সাথে সাথে মিলিত হয়ে, পরমস্থানে (ঈশ্বরের চরণে) নিয়ে যায়। প্রার্থনা—এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব, তিনি আমাদের হৃদয়ে উপজিত হয়ে, আমাদের সেই পরমস্থান প্রদান করুন]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভরদ্বাজ', 'কশ্যপ', 'গোতম', 'অত্রি', 'বিশ্বামিত্র', 'জমদগ্নি' ও 'বসিষ্ঠ'। এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত মোট চৌদ্দটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'ঔক্ষোরন্ধ্রম', 'স্বাবৈড়মৌক্ষোরন্ধ্রম্', 'বাজজিৎ' 'বরুণসাম', 'আঙ্গিরসাঙ্গোষ্ঠস' ইত্যাদি]।

১৩/১—মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্বলোকপালক মহামহিমান্বিত সৎ-ভাব-প্রেরক ভগবানকে অর্চনাকরিগণ সর্বতোভাবে পরিচর্যা করেন। অপিচ, সেই অর্চনাপরায়ণগণ জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা সেই ভগবানকে নিজেদের সাথে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-খ্যাপক ও আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাব-সম্পন্ন সাধকেরা জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের সাথে আত্মসম্মিলন সাধন করেন)। **অথবা**—মাতার স্নেহ ধারার দ্বারা সর্বলোকপালক, মহামহিমান্বিত ও সৎ-ভাব-প্রেরক সেই ভগবান্ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত বিশ্বভুবনকে সৎ-ভাবের দ্বার পরিব্যাপ্ত করেন ; এবং সেই ভগবান্ জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা শরণপরায়ণদের সম্যক্‌রকমে উদ্ভাসিত করেন। [মন্ত্রের দু'টি অন্বয়েই সর্বত্র একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দু'টিরই আকাঙ্ক্ষা—আত্মার আত্মসম্মিলন। —প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা এই,—'নদীগণ এই সোমের (সোমরসের) মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে এঁকে শোধন করে। ইনি অদিতির সন্তান দেবতাদের সাথে মিলিত হন।' কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় 'দশক্ষিপঃ' পদের অর্থ গৃহীত হয়েছে—'বিশ্বভুবন'। 'সিন্ধুমাতরং' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সিন্ধবো নব মাতরো' প্রভৃতি অর্থ

পরিগৃহীত হওয়ায় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রী, পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্লী, মরুদ্‌বৃধা, বিতস্তা আর্জিকায়া (বিপাট) প্রভৃতিকে বোঝায়। কিন্তু আমাদের মতে ঐ 'সিন্ধুমাতরং' পদের অর্থ অনুধাবনীয়। যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন,—তিনিই মাতা। যিনি স্নেহধারা-প্রদানে জীবনরক্ষা করেন—তিনিই মাতৃ-পদবাচ্য। 'সিন্ধু' পদে সেই স্নেহধারাকেই বোঝাচ্ছে। ভগবান্, মায়ের স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদের পালন ও রক্ষা করেন, 'সিন্ধুমাতরং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথম অংশে সেই ভাবই প্রস্ফুট। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিশ্বভুবনকে প্রাণিপর্যায়কে—চেতন, অচেতন, জড়, অজড় সকলকেই ভগবান্ রক্ষা ক'রে থাকেন। তাদের করুণাধারা-বিতরণে পালন করেন, 'দশক্ষিপঃ' ও 'সিন্ধুমাতরং' পদ দু'টিতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়েছে]।

১৩/২—পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদয়রূপ আধারে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের সাথে সম্যক্‌রকমে সম্মিলিত হয় বা হোক। অপিচ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রকারক জীবনস্বরূপ বায়ু দেবতার এবং স্বপ্রকাশ সূর্যদেবের কিরণসূহের সাথে অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃর সাথে সঙ্গত হোক। [এই স্থলে 'পবিত্র' শব্দে 'কুশ' অর্থ গ্রহণ না ক'রে ঐ পদে 'হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্র' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত হয়েছে। ভগবৎসম্মিলনের—হৃদয়ই পবিত্র স্থান]।

১৩/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমানন্দময় এবং পরমকল্যাণসাধক হও। সেই তুমি (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদের পরমমঙ্গলের জন্য, সৌভাগ্য-বিধাতা ভগদেবতার, জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার, পুষ্টিসাধক পূষাদেবতার, মিত্রের ন্যায় পরম-উপকারী মিত্রদেবতার এবং স্নেহকারুণ্য-স্বরূপ বরুণদেবতার—সর্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত, আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমরা যেন সৎ-ভাব-সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হই)। [এখানে ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার এবং সমষ্টিভাবে সেই বিশ্বদেবরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের পূজার বিষয় বিবৃত হয়েছে। পূর্বের মন্ত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে—দেবতা ও ভগবৎ-বিভূতি অভিন্ন। ভগ, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি—সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতির প্রকাশ। দেবগণ অশরীরী সূক্ষ্ম। তাঁদের পেতে হ'লে সেই সূক্ষ্ম সামগ্রীরই আবশ্যক হয়। তাই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করবার উপদেশ মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে।—এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দর রূপ ধারণপূবক ভগনামক দেবতার জন্য এবং পূষা, বায়ু, মিত্র ও বরুণের জন্য ক্ষরিত হও]। [এই সূক্তের ঋষি—'অমহীয়ু আঙ্গিরস'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'ইহবদ্বামদেব্যং' এবং 'অয়াসোমীয়ং']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম॥১॥

আ ঘ ত্বাবান্ ত্মনাযুক্তঃস্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ।
ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ॥২॥
আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্।
ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ॥৩॥

(সূক্ত ১৫)

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি॥১॥
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্ রেবতো মদঃ॥২॥
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
মা নো অতি খ্য আ গহি॥৩॥

(সূক্ত ১৬)

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
মহান্তং ত্বা মহীনাং সাম্রাজংচর্ষণীনাম্।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥১॥
দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথাশক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ।
পূর্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥২॥
অব স্ম দুর্হূণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরম্।
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৪সূক্ত/১সাম—সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হ'লে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব ক'রি, আমাদের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট) হোক। (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতি-কামনায় উদ্বুদ্ধমনা আমরা সেই আনন্দতম শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হয়)। [এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের নানা বিপরীত অর্থ প্রচলিত দেখা যায়। কেউ অর্থ করেছেন,—'ইন্দ্রদেব আমাদের সাথে সোমরস পান ক'রে হর্ষযুক্ত হ'লে আমাদের প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, তার দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হ'তে পারি।' কেউ বা অর্থ করেছেন,—'ইন্দ্রদেব আমাদের প্রতি হৃষ্ট হ'লে আমাদের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হবে, (সে গাভী) হ'তে খাদ্য পেয়ে আমরা হৃষ্ট হবো।' কিন্তু প্রকৃত মর্মার্থ এই যে,—ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়ে, ভগবৎকার্যে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লে সত্ত্বভাবের উদয়ে আপনা-আপনিই আনন্দের সঞ্চার হয়; সেই ভাব, সেই আনন্দ, ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে চির-বিদ্যমান থাকুক। কর্ম, ভাব, আনন্দ—ভগবানে মিলিত

হ'লে শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকতে পারে না]।

১৪/২—জগৎ-ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নেই; চক্রের আবর্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ ক'রে থাক, তেমন হে দেব, স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হবার আশা করছি। মন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যমান। চালকের সাহায্যে অক্ষাংশ যেমন ভূমিস্পর্শ করে, তেমন ভগবানের অনুকম্পায় সংসার-চক্রে ভ্রাম্যমাণ পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)।

১৪/৩—পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভ-রূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্তন-রূপ কর্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরকমভাবে আমাকে আপনাকে প্রাপ্ত করিয়ে দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হয়ে কর্মের দ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। [এই মন্ত্র পূর্ব মন্ত্রের সাথে বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসারচক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হচ্ছে? সে তার কর্মফল। পূর্ব মন্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ মন্ত্রে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট। এ মন্ত্রের মর্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সাথে সম্মিলিত করতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হয়েছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হ'তে পারে না। ভক্ত-সাধক তাই গেয়েছেন,—'আত্মকর্মফলে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম তোমাতে সংন্যস্ত হয়ে, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়। প্রার্থনাকারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করছি। কিন্তু কি ধনের কামনা ক'রি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের প্রার্থী নই; আমি মান যশ প্রভৃতিরও কামনা ক'রি না। আমি চাই পরমধন—তোমার সামীপ্যলাভ-রূপ পরমধন। হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো জ্ঞানাধার! আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্য-লাভের পক্ষে আমার সহায় হোন।' এই প্রার্থনার চেয়ে বড় প্রার্থনা খুঁজে মেলা ভার]। [এই সূক্তের ঋষি—'শুনঃশেপ আজীগতি'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের গেয়গানের নাম—'বারবন্তীয়োত্তরম্']।

১৫/১—সৎকর্মশীল (অথবা—সৎকর্মের পোষণকর্তা, অথবা,—সৎকর্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদয়িতা) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করছি (অথবা, তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি); 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, আপনা-আপনি বর্ষণশীল স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্রকিরণ যেমন আপনা-আপনি বর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরকমভাবে আপনি আমাদের প্রতি করুণাপরায়ণ হোন)। [ব্যাখ্যাকারগণ 'সুদুঘামিব গোদুহে' উপমার অর্থ করেছেন, 'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠুদোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ, দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দহন করা যায়, সেই গাভীর মতো। এ থেকে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হয়েছে—'দুগ্ধ দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভনকর্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করছি।' কিন্তু আমাদের মতে, 'গোদুহে' শব্দে পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করবার উপযোগী—আপনা থেকে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী তাঁদের মতো আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করতে হয় না। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করে থাকেন,—তার কি তুলনা আছে? মন্ত্রে তাই বলা হচ্ছে—হে দেব! তুমি নিজেই করুণা করো। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নেই যে

তোমাকে আকর্ষণ ক'রি। পৃথ্বীমাতার রস-রূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র মহৎ উচ্চ নীচ সর্বনির্বিশেষে নিপতিত হয়, তুমি তেমনভাবে এস। আমাদের আশ্রয় দান করো।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন ও সঙ্গত]।

১৫/২—হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)! আপনি আমাদের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন ; পরমধনৈশ্বর্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদের পরম ধনদানে প্রবর্ধিত হোক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের পরম ধনদানে প্রবর্ধিত হোক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের সকল কর্মের সাথে আপনার সম্বন্ধ হোক ; আমাদের পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হোক)। [ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ ক'রে গেছেন—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব! আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন করো। সোম—মদ্য পান করো। আর মদ্যপানের আনন্দে বিভোর হয়ে আমাদের গোধন ইত্যাদি দান করো।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা ; কোন মানুষকেও যদি এমনভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও রুষ্ট না হয়ে পারেন না। কিন্তু এমন অর্থই প্রচলিত। অথচ, এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক]।

১৫/৩—তারপর (পার্থিব ঐশ্বর্যের সাথে বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয় সমীপবর্তী উত্তম বুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁদের জেনে তাঁদের মঙ্গলাভে সমর্থ হই ; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদের অতিক্রম ক'রে খ্যাত হবেন না (অর্থাৎ, আমাদের উপেক্ষা ক'রে আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করবেন না—আমাদের কাছে আপনি স্বপ্রকাশ হবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আপনি স্বরূপ বিজ্ঞাপিত ক'রে, আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [পূর্ববর্তী মন্ত্রের 'মদ' শব্দের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেমন গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছেন, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অর্থ' শব্দের ক্ষেত্রেও তেমন করেছেন। এই শব্দটির অর্থে তাঁরা বলেছেন—'সোমরস পান ক'রে আপনার হর্ষ উপস্থিত হ'লে...।' এখানেও ইন্দ্রদেব যেন এক মদ্যপ ব্যক্তি, মনে হয় মদ্যপানেই যেন তাঁর আনন্দ। অথচ এই মন্ত্রে অন্তর্গত 'অথ' শব্দটি পূর্বমন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত। সুতরাং এর অর্থ হয়, 'পার্থিব ঐশ্বর্যের সাথে বিগত-সম্বন্ধ হবার পর।' এটাই সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত]। [এই সূক্তের ঋষি—'মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র']।

১৬/১—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, তেমন আপনিও দ্যুলোক-ভূলোককে আপনার জ্যোতিঃতে পূর্ণ করেন ; সেই জন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্ম-উৎকর্ষ-সাধক জনবর্গের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোক-ভূলোক অনুসরণ করে ; দেবভাব-উৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকবর্গকে দেবভাব প্রদান করেন ; মঙ্গল-উৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকবর্গকে মঙ্গল প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সর্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরমমঙ্গল প্রদান করেন)। [উত্তরার্চিকের এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৩দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/২—পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় অঙ্কুশ-দণ্ড যেমন শক্তি ধারণ করে, তেমনই আপনি পরাশক্তি ধারণ করেন। অথবা সুদৃঢ় অঙ্কুশ যেমন মত্তবারণ (উন্মত্ত হস্তী)-কে নিয়মিত করার শক্তি ধারণ করে ; সেইরকম, আপনি মত্তবারণের মতো দুর্দমনীয় মনের চাঞ্চল্য-নিবারক শক্তি ধারণ করেন। অতএব প্রভূত-ধনবান্ হে ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে মনের চাঞ্চল্য পরিহারের দ্বারা, অজ যেমন বৃক্ষশাখা আকর্ষণ করে; তেমনভাবে আমাদের হৃদয়ের পুরোভাগে বর্তমান জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আপনাকে যেন আকর্ষণ করতে পারি। অপিচ, হে

ভগবান্ ইন্দ্রদেব! দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত দেবভাব-উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি, আমাদের মধ্যে অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করুক ; এবং মঙ্গলপ্রদ শক্তির উৎপাদিকা আপনার সেই পরাশক্তি আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মনের চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব মনের চাঞ্চল্য পরিহারে জ্ঞানভক্তির উন্মেষণে ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের জন্য সঙ্কল্প এখানে বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের শক্তিদানে সত্ত্বসমন্বিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করুন)।

১৬/৩—হে দেব! মরণধর্মশীল মনুষ্যের (আমাদের) উপক্ষয়িত সৎ-ভাবহারক বহিঃ ও অন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন। অপিচ, সৎ-ভাব-রোধক যে শত্রু আমাদের অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বহিঃ ও অন্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত দেবভাব-উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদের মধ্যে শক্তি উৎপাদন করুক ; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সৎ-ভাব-জনয়িতা শক্তি আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বাহিরের শত্রুর (অর্থাৎ দুরাত্মা মানুষদের বা জীবজন্তু ইত্যাদির) এবং অন্তরের শত্রুর (অর্থাৎ কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুবর্গের) বিনাশের প্রার্থনা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের সৎ-ভাব-সম্পন্ন ক'রে সৎপথ প্রদর্শন করুন)। [পূর্বের মন্ত্রে যে চিত্তস্থৈর্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, অন্তঃশত্রু কাম-ক্রোধ ইত্যাদিই তার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্য ইত্যাদি দর্শনে, তা পাবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, এবং তা অধিগত না হ'লে যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তারাই চিত্তের চাঞ্চল্য আনে। অন্তরের সেই সকল শত্রু বিনষ্ট হলেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হয়ে আসে]। [এই সূক্তটির ১ম, ৩য় ও ২য়ের পূর্বার্ধ সামের ঋষি—'মান্ধাতা যৌবনাশ্ব' এবং ২য় সামের উত্তরার্ধের ঋষি—'গোধা ঋষিক']।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৭)

পরিস্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।
মদেষু সর্বধা অসি॥১॥
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু প্র জাতমন্ধসঃ।
মদেষু সর্বধা অসি॥২॥
ত্বং বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত।
মদেষু সর্বধা অসি॥৩॥

(সূক্ত ১৮)

স সুম্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।
সোমে যঃ সুক্ষিতীনাম্॥১॥

যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্ যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে॥২॥

(সূক্ত ১৯)

তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ॥১॥
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে।
দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ॥২॥
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্ধায় বীতয়ে।
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ॥৩॥

(সূক্ত ২০)

সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বর্বিদঃ॥১॥
তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূরাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥২॥
সৃষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি।
ইষমস্মভ্যমমিতঃ সমস্বরন্ বসুবিদঃ॥৩॥

(সূক্ত ২১)

অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্রধন্ব।
ব্রধ্নশ্চিদ্ যস্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ॥১॥
উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্বং ধূনবদ্ রণায়॥২॥
মহীমে অস্য বৃষ নাম শুষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে।
অস্বাপয়ন্ নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিতো অচেতঃ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৭সূক্ত/১সাম—শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন হৃদয়ে আপনা-আপনিই সঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্যসত্য-প্রকাশক এই মন্ত্রটি প্রার্থনামূলকও। ভাবার্থ—আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকদের হৃদয়ে আপনা-আপনিই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সর্বাভীষ্ট পূরণ করুন)। [হৃদয় উপযুক্তভাবে সংগঠিত না হ'লে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করবার শক্তি পায় না এবং সেই দান পেলেও তা রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তা-ই মানুষকে পরিণামে শক্তির পথে নিয়ে যায়, সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতা

লাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-১দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৭/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্মকুশল হন। অতএব আপনি আমাদের সৎ-ভাব-সঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের পরমানন্দদানে সর্বাভীষ্টপূরক হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সৎ-ভাবের প্রভাবে পরমানন্দ-লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)।

১৭/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবভাব সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন! হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের পরমানন্দদানে সর্বাভীষ্টপূরক হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। দেবভাবসমূহ আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)। ['পীতিং' পদে মন্ত্রের একটু অর্থান্তর ঘটেছে। তাতে সোমপানের ভাব মনে আসে। কিন্তু এখানে 'পান' অর্থ গ্রহণ না ক'রে 'গ্রহণ' বা 'পালন' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করা যায়।—এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সকল দেবগণ সমান-প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাকে (সোমরস—মাদক-দ্রব্যকে) পান করেন। তুমি মাদক-পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক হও।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সূক্তটির ঋষি—'অসিত কাশ্যপ' বা 'দেবল'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত তেরটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'তৃতীয়ং বৈদন্বতম্', 'বৈদন্বতাদ্যম্', 'চতুর্থবৈদন্বতম্' ইত্যাদি]।

১৮/১—যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদের দ্বারা স্তুত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১১দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]। ১৮/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ গ্রহণ করেন। অপিচ, মরুৎ-দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অর্যমাদের সাহচর্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করতে পারি, এবং পরম-আশ্রয় লাভের জন্য পরম-ঐশ্বর্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সৎ-ভাবের প্রভাবে দেববিভূতি-লাভের এবং আত্মায় আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প এখানে বর্তমান)। [ইতিপূর্বে একাধিক মন্ত্রবিশেষের আলোচনায় মিত্র, বরুণ, ভগ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, তাঁরা পরস্পর বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হলেও মূলতঃ অভিন্ন—সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র]। [এই সূক্তের ১ম সামের ঋষি—'ঋণঞ্চয় রাজর্ষি' এবং ২য়টির ঋষি—'শক্তি বাসিষ্ঠ'। এই দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গান দু'টির নাম যথাক্রমে—'দীর্ঘম্' এবং 'সক্ষম্']।

১৯/১—সৎকর্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দ-লাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা করো ; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীর ইত্যাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, তেমনভাবে সৎকর্মের সাধন এবং প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম-সমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [পূর্বের মন্ত্রের মতো এই মন্ত্রেও একই রকমের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। শিশু যেমন ক্ষীর ইত্যাদি মিষ্টদ্রব্য পেয়ে সন্তুষ্ট হয়, আমাদের সৎকর্মের সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান তেমন সন্তুষ্ট হন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর কাছে সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নেই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সাথে

ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হয়েছে, শিশুর সাথে ভগবানের তুলনা হয়নি। আমাদের সৎকর্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখলে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হন, এমন আর কিছুতেই নয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-১০দ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৯/২—দেবভাবসমূহের সংরক্ষক (উৎপাদক), পরমানন্দদায়ক, উপাসকদের শৌর্যসম্পাদনে প্রযত্নপর শুদ্ধসত্ত্ব, আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়ে, বৎসগণ যেমন তাদের মাতার সাথে সঙ্গত হয় তেমনভাবে, মনীষিগণ কর্তৃক সম্যক্ রকমে যোজিত হচ্ছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। সাধকগণই সৎ-ভাবের অধিকারী। আত্ম-উৎকর্ষের দ্বারা সাধকগণ সৎ-ভাব প্রাপ্ত হন। সেই সাধকগণই ভগবানের পূজায় সমর্থ। অতএব সঙ্কল্প—আমরা যেন সৎ-ভাবের সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)।

১৯/৩—আমাদের হৃদয়সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব কর্মশক্তির বিধায়ক হোক। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরিত্রাণের জন্য অথবা আমাদের কর্ম-সমূহকে জ্ঞান-সমন্বিত করবার নিমিত্ত আগমন করুক (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোক)। জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁদের পরমানন্দ-বিধায়ক হোক। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাব প্রদানে যেন ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হই)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। মনুষ্যভাবে ভাবতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহার্য ইত্যাদির ভাব মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে চরুপুরোডাশ ইত্যাদি ভক্ষণের ভাব মনের মধ্যে উদয় হয়। কেউ আবার ভগবানের উদ্দেশ্যে সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রদান ক'রে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন; কিন্তু আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায়, তাঁদের হৃদয়-সঞ্জাত ভক্তি-সুধা পান করবার জন্য যেন তাঁরা ভগবানকে আহ্বান করছেন]। [এই সূক্তের ঋষি—'পর্বত' ও 'নারদ কাণ্ব'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম, যথাক্রমে—'কার্ণশ্রবসম্', 'সুজ্ঞানম্' এবং 'কাশীতম্']।

২০/১—সৎ-মার্গ-প্রাপক সৎকর্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, প্রার্থনীয়—এবং সর্বজ্ঞ হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধনপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [সত্ত্বভাব সৎ-মার্গ প্রাপ্ত করান। যার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসতের অনুসন্ধান নিজেকে নিয়োজিত ক'রে নীচ-পথে ধাবিত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যাঁদের সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তাঁরা তাঁরই প্রভাবে ভগবানের দিকে প্রেরিত হন। সত্ত্বভাব ভগবানকে প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' বলা হয়েছে। যিনি আমাদের এমন কল্যাণ-সাধনের উপায় বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র—'মিত্রাঃ']। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৮দ-৪সা) এই মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়]।

২০/২—আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে সম্যক্ রকমে বিশুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন। (এইভাবে প্রবৃদ্ধ হয়ে) সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানশক্তি সহযুত হৃদয়ে গমন ক'রে স্থির অবিচলিত হন। তখন সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হয়ে সকলের দর্শনীয় বা সকলের দ্রষ্টা ও পরমার্থ-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানদায়ক ও মুক্তির হেতুভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদিত হয়ে মানুষকে জ্ঞানজ্যোতিঃর দ্বারা উদ্ভাসিত করে এবং মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত ক'রে থাকে)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা এই,—'এরা শোধিত হয়েছে, এরা বিজ্ঞ, এরা দধির সাথে মিশ্রিত হয়ে সূর্যের ন্যায়

সুদৃশ্য হয়েছে। এরা চলছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করছে না।' এ অর্থ থেকে কোনই ভাব উপলব্ধ হচ্ছে না। এরা কারা? এরা কিছুতেই সোমরস নয়, শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব—মানুষের জন্মসহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর বীজ অন্তরে নিহিত থাকে। কর্ম ও সামর্থ্য অনুসারে সে বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। অধিকারী অনুসারে তার ফলভোগ হয়ে থাকে]।

২০/৩—আমাদের হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদের হৃদয়রূপ অভিষবণ ক্ষেত্রে জ্ঞানকিরণসমূহের উদ্দীপক হোন। আর সেই হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রে অবিচলিত জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির দ্বারা প্রবিস্রুত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহ শ্রেষ্ঠ ধনসমূহের প্রাপক হোন। অপিচ, আমাদের পরমানন্দদানে উন্মাদিত ক'রে আমাদের অভীষ্ট প্রদান (পূরণ) করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদের পরমার্থ-লাভের সহায় হোক)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ—'প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হয়ে এরা (সোমরসেরা) সশব্দে গোচর্মের উপরে পড়ছে। ধন কোথায় আছে, তা এরা জানে। এদের ঐ যে মধুর শব্দ, তাই আমাদের অন্ন।' ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার এই ভাবে বোঝা যায়, সোমলতাকে দু'টি প্রস্তরে ছেঁচে রস বার করা হচ্ছে, আর সেই প্রস্তরের নীচেরটি গোচর্মের উপরে স্থাপিত আছে। এ পর্যন্ত বোঝবার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু পুনরায় যখন বলা হলো—'ধন কোথায় আছে....আমাদের অন্ন' ; অমনি গোল বেঁধে গেল। আগের অংশের সাথে পরবর্তী অংশের যে কোনই সামঞ্জস্য নেই, তা সহজেই অনুমেয়। এমন কুব্যাখ্যায়েই বেদ হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে বেদ কৃষকের গান ব'লে উপেক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সোম'—'সোমলতা' নয়। এই শব্দে সেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সংমিশ্রণে অন্তরে যে সুধার সঞ্চার হয়, তা-ই। 'গো' পদের 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ নিরুক্তসম্মত। 'অধিত্বচি' পদে 'হৃদয়রূপ অভিষবণক্ষেত্র' অর্থই সঙ্গত]। [এই সূক্তটির ঋষি—'মনু সাংবরণ'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ন'টি গেয়গান আছে। তাদের নাম—'গৌরীবিতম্', 'ঐড়ক্রৌঞ্চম্', 'শ্যাবাশ্বম্', 'আন্ধীগবম্' ইত্যাদি]।

২১/১—হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সাথে পরমধন প্রদান করো ; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। প্রাজ্ঞব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিপ্রদ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্মবেত্তাকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন)। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৭দ-৯সা) এই মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়]।

২১/২—অপিচ (উত), হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রদাতা আপনি, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সৎ-ভাব-সমন্বিত পবিত্রহৃদয়ে—আমাদের মানস-যজ্ঞে, মোক্ষদায়ক পাপহারক প্রবাহে ক্ষরিত হোন—প্রকৃষ্টরূপে সঞ্জাত হোন। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হয়ে আমাদের কর্মকে ফলসমন্বিত এবং ভগবৎপ্রাপ্তির হেতুভূত করুন)। তারপর, শত্রুগণের ধ্বংসকারী হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের অন্তঃশত্রুনাশের দ্বারা, বৃক্ষের পক্কফল-দানের ন্যায় অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন ফলার্থী ব্যক্তিকে সুপক্ক ফল প্রদান ক'রে পরিতুষ্ট করে এবং অভীষ্ট পূরণ করে—তেমনভাবে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান ক'রে ফলকামী আমাদের ধনবন্ত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! বৃক্ষ যেমন পূর্ণফল দান ক'রে ফলাকাঙ্ক্ষী জনের অভীষ্ট পূরণ করে, তেমনই ভাবে আপনি আমাদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গের ফল প্রদান করুন)।

২১/৩—শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! শত্রুগণের ধর্ষক আমার জ্ঞান ও কর্ম শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ আপনার

প্রভূত সুখকর ও পরমানন্দদায়ক হোক। অপিচ, সেই জ্ঞান ও কর্ম অন্তঃশত্রুনাশে ও বহিঃশত্রুনাশে বধসাধক হোক। সেই জ্ঞান ও কর্ম সকল রকম বহিঃশত্রুকে নাশ করুক এবং নিঃশেষে বিতাড়িত করুক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! দেবভাবের বিরোধী শত্রুদের আমাদের নিকট হ'তে এবং সৎকর্মের বিরোধী শত্রুদের আমাদের কর্মের নিকট হ'তে দূরে নিঃসারিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিঃশত্রুনাশে সৎকর্মের সুফল প্রাপ্তির সঙ্কল্প বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। আমাদের ভূতজাত বাহিরের শত্রুদের এবং অজ্ঞানতা সহ-কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তরের রিপুবর্গকে নাশ ক'রে আমাদের কর্মফলসমন্বিত করুন)। [বাহিরের শত্রু বলতে দস্যু বা হিংস্র জীবই শুধু নয়, আমাদের দশেন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়ীভূত বন্ধনহেতুভূত পার্থিব সামগ্রীও বটে। বাহ্য দৃশ্যবস্তু অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিক্ষোভ জন্মিয়ে অন্তরস্থায়ী কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। তাতে বাহিরের শত্রুর সহায়তায় অন্তরের শত্রু পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে অন্তরকে অভিভূত ক'রে ফেলে। যতদিন তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষের কি সাধ্য যে—সৎ-ভাবের উন্মেষণে সৎ-ভাবের সঞ্চয়ে সৎকর্মের সাধনে সমর্থ হয়। এখানে এ মন্ত্রে সেই দু'রকম শত্রুনাশের কামনাই প্রকাশ পেয়েছে]। [এই সূক্তটির ঋষি—'কুৎস আঙ্গিরস'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'শ্রৌষ্টস্বম্', 'ইহবদ্বাসিষ্ঠম্' এবং 'বার্ত্রতুরম্']।

●

সপ্তম খণ্ড

(সূক্ত ২২)

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবে।
বরূথ্যঃ ॥১॥
বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥২॥
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥৩॥

(সূক্ত ২৩)

ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥১॥
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ সীষধাতু ॥২॥
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ ॥৩॥

(সূক্ত ২৪)

প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্র হন্তায়.... ॥১॥
ঊর্জা মিত্রো বরুণ... ॥২॥
উপ প্রক্ষে মধুমতি.... ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—২২সূক্ত/১সাম—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! আপনি সংসার-বন্ধননাশক পরমাশ্রয়রূপ পরম-মঙ্গলময় ; আপনি আমাদের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের মিত্রস্বরূপ হয়ে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং সংসারের বন্ধন নাশ করুন)। [মন্ত্রের 'বরূথ্যঃ' পদটি লক্ষণীয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে পঠিত। আবার ঋগ্বেদের অন্যত্রও ঐ পদে 'রোগনাশক' অর্থ গৃহীত হয়েছে। দু'টি অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—এর চেয়ে কঠিন ব্যাধি আর কিছু হ'তে পারে না। সেই ভবব্যাধি নাশ করেন ব'লে, সংসার-বন্ধন নাশ করেন ব'লে, ভগবানকে (বা ভগবানের 'জ্ঞানদেব'-রূপ—'অগ্নিদেবতা'-রূপ—বিভূতিকে) 'বরূথ্যঃ' বলা হয়। আবার ভগবানের মতো শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চরাচর লীন হয়ে আছে, সকলই তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার তাঁতেই লয় হচ্ছে।—তাই তাঁতে একবার আশ্রয় লাভ করতে পারলে, সংসার-বন্ধন টুটে যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর-জল, নদীর জল—নামরূপ হারিয়ে এক হয়ে যায়। সুতরাং তাঁকে 'বরূথ্যঃ' বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত]। [ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-১১দ-২সা) এই মন্ত্রটি প্রাপ্তব্য]।

২২/২—শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সকলের ধারক, সকলের নেতা—সৎপথের প্রদর্শক এবং সৎ-ভাবসমূহের ও শ্রেষ্ঠধনের আধার হন। আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠধনের এবং সৎ-ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, অতিশয়-দীপ্তিমান, পরম তেজঃসম্পন্ন আপনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন। অথবা, পরমধনদাতা আপনি (আমাদের হৃদয়ে) আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ আমাদের সৎ-ভাব-সম্পন্ন এবং পরমধন প্রদান করুন)। [ভাষ্যকার 'অগ্নি' পদে এবার আর হোমাগ্নি বা সাধারণ অগ্নি অর্থ করেননি। এখানে তিনি ঐ পদের অর্থ করেছেন—'সর্বেষামাগ্রণীঃ'। 'অগ্নি'—জ্ঞানাগ্নি তো বটেনই। জ্ঞানাগ্নি জ্ঞানদৃষ্টি ভিন্ন কেউ সৎপথে অগ্রসর হ'তে পারে কি? জ্ঞানাগ্নিই সকল কর্মের নেতা, জ্ঞানাগ্নিই সকলের সকল সৎপথের প্রদর্শক]।

২২/৩—অতিশয় তেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিঃতে আপনি দীপ্যমান্—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতের পালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করছি। অপিচ, আপনার সখ্যলাভের যাচ্ঞা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপনার সখিত্ব লাভ করতে সমর্থ হই, আপনি তা বিধান করুন)। [ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তা এই—'হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সাথে তোমাকে প্রার্থনা করছি।' কিন্তু এখানে সুখ বলতে পরমসুখের প্রতি লক্ষ্য আছে। আর পুত্র বিত্ত ইত্যাদি ঐহিক সুখসাধক সামগ্রী এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনীয় নয়। তিনি মোক্ষকামী। ভগবানের সাথে সখ্য-স্থাপনে পরম-সুখ লাভই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য]। [এই সূক্তটির ঋষি—'বন্ধু', 'সুবন্ধু', 'শ্রুতবন্ধু', 'বিপ্রবন্ধু', 'গোপায়ন' বা 'লোপায়ন'। এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'গূর্দম' ও 'সত্রাসাহীয়ম্']।

২৩/১—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদের কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ প্রকৃত কোনই সুখ দিতে পারে না। পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনার দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে (অথবা শীঘ্র) পরম-সুখ প্রদান করুন। (ভাবার্থ—ভগবানই পরমসুখদায়ক)। [একমাত্র ভগবানের উপাসনায় পরমসুখ পাওয়া যায়, অর্থাৎ জাগতিক সকল পাওয়া না পাওয়ার ঊর্ধ্বে যেতে পারাতেই পরমসুখ। জাগতিক সব কিছুই যে মায়া বৈ আর কিছু নয়, তা নিজে

থেকে বোঝা যায় না। ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটে উঠলেই সে মিথ্যার স্বরূপ বুঝতে পারে। তখনই তার মিথ্যার মোহ দূর হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-১১দ-৬সা) দৃষ্ট হয়]।

২৩/২—অনন্ত জ্ঞানরশ্মির সঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদন ক'রে ভগবান্ ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান্ ভগবান্, শরণাগত প্রার্থনাকারীর অর্থাৎ আমাদের সৎকর্ম (ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম), বিশ্বপ্রীতি—জন-অনুরাগ এবং সৎকর্মশীল জীবন সাধন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি ভগবানের শরণ নিচ্ছি। তিনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। সর্বতোভাবে তিনি আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত আমি তাঁর করুণা প্রার্থনা ক'রি)। [মানুষ অহংজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন থেকেই 'আমি আমার আমিত্ব' নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যখন ভগবানের অনুগ্রহে তার অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখনই তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হয়। সেইকালেই, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি জন্মালেই মানুষ ভগবানের মাহাত্ম্য হৃদয়সঙ্গম ক'রে, তাঁর শরণাপন্ন হ'তে সমর্থ হয়]।

২৩/৩—সকল দেবতার সাথে অথবা অনন্ত জ্ঞান-রশ্মির সঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পাদন ক'রে, মরুৎ-দেবগণের সাথে অথবা প্রাণবায়ুসংরক্ষক ভক্তিরূপিণী দেববিভূতির সাথে অর্থাৎ বলপ্রাণ সংরক্ষণের দ্বারা এবং অপরাপর দেববিভূতির সাথে ইন্দ্রদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান ভগবান্, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদের ভবব্যাধিনাশক ঔষধিসমূহ (পরমমঙ্গল) সম্পাদন (প্রদান) করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভববন্ধন-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে সৎ-ভাব-রূপ ভেষজ উৎপন্ন ক'রে ভববন্ধন নাশ করুন)। [ভববন্ধন—ভবব্যাধি। এর বিনাশক ভেষজ কি সামগ্রী? মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ', 'মরুদ্ভিঃ', 'সগণঃ' প্রভৃতি পদে তা পরিব্যক্ত হয়েছে। পূর্বের মন্ত্রেও ভাষ্যকার 'আদিত্যৈঃ' পদে অর্থ করেছেন 'অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈঃ দেবৈঃ'। কিন্তু আমরা ঐ পদে অন্তর্দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে ব'লে স্থিরনিশ্চয় হয়েই প্রকৃত অর্থটি নিষ্কাশন করেছি। 'আদিত্য' পদে সূর্যকে বোঝায়। 'আদিত্যৈঃ' বলতে 'সূর্যের সপ্তরশ্মির' ভাবই মনে আসে। তা থেকে জ্ঞানসূর্য এবং সেই জ্ঞানসূর্য থেকে ভাবে 'অন্তর্দৃষ্টি' অর্থ গৃহীত হয়েছে। এখানেও সেই অর্থই প্রযোজ্য। 'মরুদ্ভিঃ' পদে প্রাণবায়ুসংরক্ষক দেববিভূতিকে বোঝাচ্ছে। মরুৎ-গণ—বায়ু, জীবের জীবন। আবার বায়ুর পবিত্রকারিতাও শ্রুতি বিশ্রুত। এই বিচারে 'প্রাণবায়ুসংরক্ষকেঃ দেববিভূতিভিঃ' ভাব পরিগৃহীত হয়েছে। 'সগণঃ'—অপরাপর দেববিভূতির সাথে। তাই 'আদিত্যৈঃ' পদে জ্ঞানলাভের, 'মরুদ্ভিঃ' পদে ভক্তি-সঞ্চারের এবং 'সগণ' পদে কর্মের বিষয় খ্যাপিত হয়েছে। সুতরাং আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতিকে বিশেষভাবে এবং ভগবানের অন্যান্য বিভূতিকে সমষ্টিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তার তাৎপর্য এই যে,—ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি হৃদয়ে সমাবিষ্ট হয়ে সেই ভেষজ (জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম) প্রদান করুন]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভুবন আপ্ত্য সাধন' বা 'ভৌবন']।

২৪/১-২-৩—এই মন্ত্রগুলি পূর্বে উল্লিখিত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ। যথা—১ম সাম—ঐন্দ্রপর্ব (৩), ৪র্থ অধ্যায়, ১০মী দশতি, ১০ম সাম। ২য় সাম—ঐন্দ্রপর্ব (৩), ৪র্থ অধ্যায়, ১১শী দশতি, ৯ম সাম। ৩য় সাম—ঐন্দ্রপর্ব (৩), ৪র্থ অধ্যায়, ১০মী দশতি, ৮ম সাম। [এই সূক্তের গেয়গানের নাম—'উদ্ব' শপুত্রম্']।

— সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—অষ্টম অধ্যায়

এই মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১/২/৭/৯-১১ পবমান সোম ; ৪ মিত্র ও বরুণ ; ৫।৮।১৩।১৪ ইন্দ্র ; ৬ ইন্দ্রাগ্নী ; ৩।১২ অগ্নি।
ছন্দ—১ (১-৩), ৩ ত্রিষ্টুভ্ ; ১ (৪-১২)।২।৪-৬।১১।১২ গায়ত্রী ; ৭ জগতী ; ৮ প্রগাথ ; ৯ উষ্ণিক ; ১০ দ্বিপদা বিরাট ; ১৩ (১-২) ককুভ্ ; ১৩ (৩) পুর উষ্ণিক্ ; ১৪ অনুষ্টুভ।
ঋষি—১ (১-৩) বৃষগণ বাসিষ্ঠ ; ১(৪-১২)/২(১-৯) অসিত কাশ্যপ বা দেবল ; ২(১০-১২)/১১ ভৃগু বারুণি বা জমদগ্নি ভার্গব ; ৩/৬ ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ৪ যজত আত্রেয় ; ৭ মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ; ৭ সিকতা নিবাবরী ; ৮ পুরুহন্মা আঙ্গিরস্ ; ৯ পর্বত ও নারদ, শিখণ্ডিনীদ্বয়, বা কাশ্যপ ও আবপ্সর ; ১০ অগ্নিধিষ্ণ্য ঈশ্বর ; ১২ বৎস কাণ্ব ; ১৩ নৃমেধ আঙ্গিরস ; ১৪ অত্রি ভৌম।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা, বরাহো অভ্যেতি রেভন্॥১॥
প্র হংসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছাদমাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ।
অঙ্গোষিণং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং বাণং প্র বদন্তি সাকম্॥২॥
স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীড়ন্তং মিমতে ন গাবঃ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ॥৩॥
প্র স্বানাসো রথা ইবার্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ।
সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ॥৪॥
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।
ভরাসঃ কারিণামিবঃ॥৫॥
রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে।
যজ্ঞো ন সপ্ত ধাতৃভিঃ॥৬॥
পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।
মধো অর্ষন্তি ধারয়া॥৭॥

আপানাসো বিবস্বতো জিন্বন্ত উষসো ভগম্।
সূরা অন্বং বি তন্বতে॥৮॥
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না শৃন্বন্তি কারবঃ।
বৃষ্ণো হরস আয়বঃ॥৯॥
সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ।
পদমেকস্য পিপ্রতঃ॥১০॥
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্যংদৃশে।
কবেরপত্যমা দুহে॥১১॥
অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতম্।
সুরঃ পশ্যন্তি চক্ষসা॥১২॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—ভগবৎকর্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্ম-উৎকর্য-সম্পন্ন সাধকদের ন্যায় অর্থাৎ তাঁরা যেমন ভগবৎ-পরায়ণ হন, তেমনই প্রার্থনা উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণসমূহ কীর্তন করেন ; দীপ্ততেজষ্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্মকারী স্তুতিপরায়ণ হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মকারীজন প্রার্থনা-পরায়ণ হন ; দেবভাব সমূহের উৎপত্তির প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্মের প্রভাবে মোক্ষলাভ ক'রে থাকেন)। [মোক্ষের অভিলাষী ব্যক্তি সর্বদা প্রার্থনাপরায়ণ হন। প্রার্থনা করতে গিয়ে তাঁর মনে আত্ম-অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁর দুর্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই দেখতে পান এবং তা দূর করবার জন্য আরও বেশী ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করতে থাকেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হৃদয়ে নিবেদন ক'রে দেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৬দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১/২—জ্ঞানদেবতা হংসের ন্যায় আচরণশীল। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। হংস যেমন উদকের মধ্যে প্রাণ-সমন্বিত হয়ে অবস্থিতি করে, তেমন শুদ্ধসত্ত্ব ঘোরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সূর্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই জ্ঞানরশ্মি অজ্ঞানরূপ ক্রূর শত্রুর আক্রমণ হ'তে তিন লোকের পালক হন। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমাদের কর্মশক্তি প্রদান করুন এবং হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহকে প্রাপ্ত হোন। তারপর ভগবানের সখিত্ব কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা, আপন তেজঃপ্রদীপ্ত শত্রুগণের দুঃসহ পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করবার জন্য প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক আয়ুধ প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদৃষ্টি লাভ ক'রে কর্মের প্রভাবে যেন শত্রুদের বিনাশ করতে সমর্থ হই, এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি। হে দেব! কৃপা ক'রে আমাদের সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)। [ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারগণ যা-ই বলুন, এই মন্ত্রের সাথে 'বাণ' নামক বাদ্যযন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নেই। সোমরসের সঙ্গেও মন্ত্রের সংশ্রব নেই। সোমের অভিষবণও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নয়। সৎ-ভাবের সঞ্চয়ে কর্মশক্তির সাহায্যে আত্মায় আত্মসম্মিলনই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ। সূর্যরশ্মি যেমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমা-অন্ধকার বিদূরিত ক'রে দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে ; শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত জ্ঞানরশ্মিও তেমনই অন্ধকার হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার ক'রে দিয়ে

অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিদূরিত ক'রে দেয়। 'হংসাসঃ' পদে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়। হংস জলের মধ্যে অবস্থিত থেকেও যেমন জলে লিপ্ত হয় না ; জ্ঞানও তেমনি অজ্ঞানতার দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্মের মধ্যে—জ্ঞান যে আপনা-আপনিই উদ্ভাসিত থাকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব ও সৎকর্মই যে জ্ঞানের প্রাণ-স্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, 'হংসাসঃ' পদে এই ভাবই উপলব্ধ হয়]।

১/৩—সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বহুকর্মান্বিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্নদের) ঊর্ধ্বগমন সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ভগবানের সাথে সংযোজিত করেন)। স্বচ্ছন্দ-বিহারী সর্বত্রগমনশীল সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা আত্মদর্শিজনও পরিমাণ করতে সমর্থ নন। অমিততেজা জ্যোতিঃ সমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্ব, সৎ-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরমপদে স্থাপন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হৃদয়ে পাপহারক-রূপে প্রকাশিত হন ; আর পাপকলুষপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তিনি হীনপ্রভ-রূপে প্রতিভাত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত নেই। জ্ঞানিজনও তাঁর মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ নন)।

১/৪—নাদ-রূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায়, তেমন) সুষ্ঠু সংবাহক হয়ে, অপিচ, (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে নিয়ে যায়, তেমনভাবে) অশ্বের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হয়ে, পরমার্থ-কাঙ্ক্ষীদের শ্রেষ্ঠতম সাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করাবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'রথের এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম (সোমরস) অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের নিমিত্ত আগমন করেছেন।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১/৫—রথ যেমন গমনকারীর প্রতি সংবাহিত হয়, অথবা রথ যেমন গমনকারীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায়, তেমন শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি সৎ-ভাব কাময়মান ব্যক্তিদের প্রতি অথবা তাদের হৃদয়কে লক্ষ্য ক'রে গমন করে। রথবাহক বা ভারবাহক যেমন হস্ত দু'টির দ্বারা রথকে অথবা ভারকে ধারণ করে, তেমন সৎ-ভাব-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হস্তের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ অর্থাৎ পরিচর্যা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাবার্থ—সৎ-ভাবশীলজন কর্মের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করেন)।

১/৬—রাজার ন্যায় অথবা রাজা যেমন স্তুতিবাক্যের দ্বারা প্রবর্ধিত হন, তেমন যজ্ঞের ন্যায় পবিত্র বিশুদ্ধ অনন্ততেজসমন্বিত জ্ঞানরশ্মির দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব-সৎ-ভাব ইত্যাদি সম্বর্ধিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-ব্যাপক ও সঙ্কল্পমূলক। ভাবার্থ এই যে,—জ্ঞানিগণ যেমন জ্ঞানকিরণ দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে সমলঙ্কৃত করেন, তেমনই আমরাও যেন শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই—এটাই সঙ্কল্প)।

১/৭—ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানর প্রীতিসাধক কর্মের দ্বারা প্রবর্ধিত হয়ে শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত অমৃতের প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সৎ-ভাবের অধিকারী হয়ে থাকেন)। অথবা—মধুর ন্যায় আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদের হৃদয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্মের প্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রের দু'টি অন্বয়ের ভাব একই। সৎ-ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পেতে হ'লে, জগতে যা কিছু সৎ, সে সবেরই

অনুষ্ঠান করতে হয়। সৎ-ভাবে ভাবান্বিত হ'তে হয়, সৎ-চিন্তায় অনুপ্রাণিত হ'তে হয়, সৎ-আলাপ—সৎকর্ম সবেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হবার উপদেশ প্রদান করছেন]। [মন্ত্রটি ছন্দ-আর্চিকেও (৫অ-২দ-৯সা) ব্যাখ্যাত হয়েছে]।

১/৮—পরম তেজঃসম্পন্ন ভগবানের প্রীতিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক জনের হৃদয়ে পরমার্থপ্রদ দিব্যজ্যোতিঃ প্রেরণ করে ; অপিচ, সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্ব অনু-পরমাণুক্রমে সৎ-ভাব সংজনন করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের প্রভাবে মানুষ পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়)।

১/৯—সৎ-বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক ও প্রেরক শুদ্ধসত্ত্ব—সৎ-ভাব ইত্যাদি, পুরাতন অর্থাৎ নিত্যবিদ্যমান চিরনবীন। অভীষ্টবর্ষণশীল শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদনকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-কামনাপর তত্ত্বদর্শী মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্ম সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে, —তত্ত্বদর্শিগণই সৎ-ভাবের জননে সমর্থ হন। তাঁরাই সেই সৎ-ভাবের সাহায্যে পরমার্থ অধিগত ক'রে থাকেন। অথবা—সৎ-বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক নিত্যবিদ্যমান (চিরনূতন) অভীষ্টবর্ধক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক (শুদ্ধসত্ত্ব-অভিলাষী) তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনকারী কর্মসমূহই সম্পাদন ক'রে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পমূলক)। [দু'টি অন্বয়ে একই ভাব পরিব্যক্ত। সেই তত্ত্বদর্শিদের মতোই ভগবানের উপযুক্ত আসনরূপে আমরাও যেন জ্ঞানদৃষ্টি ও কর্মশক্তি লাভ ক'রে, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে ভগবানের চরণে আত্মবলিদান করতে পারি—এটাই মন্ত্রের মূল বক্তব্য]।

১/১০—সমীচীন অর্থাৎ কর্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন অর্চনাকারিগণ শুদ্ধসত্ত্বরূপ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের অধিষ্ঠান হৃদয়কে উৎকর্ষসম্পন্ন করেন। তাতে প্রীত হয়ে ভগবান্, সেই নিখিল বিশ্বের দেবভাবসমূহের আহ্বানকারীদের ব্যাপ্ত করেন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আত্মার উৎকর্ষ-সাধন একান্ত কর্তব্য। অতএব, আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই)। [মন্ত্রের একটি প্রচলিত অনুবাদ—'সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।' আমরা 'সপ্তহোতারঃ' পদে 'সপ্তভুবন থেকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দেবভাব-সমূহকে যাঁরা আহ্বান ক'রে আনেন', তাঁদেরই বুঝেছি। আবার 'জানয়ঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'যাঁরা কর্মের ক্রমপদ্ধতি অবগত আছেন' তাঁদেরই বোঝাচ্ছে। সেই হিসাবে, যাঁরা অভিজ্ঞ অর্থাৎ কর্মাভিজ্ঞ, তাঁরাই 'জানয়ঃ'। সেই অনুসারে ঐ পদের 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থই সঙ্গত। 'একস্য' পদের 'সোমস্য' অর্থ ভাষ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রয়েছে। 'সমীচীনাসঃ' (কর্মাভিজ্ঞ) এবং 'জানয়ঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্না অর্চনাকারিগণ) পদের অং অনুসারে 'একস্য' পদের 'একমেবাদ্বিতীয়স্য ভগবতঃ' অর্থই সুসঙ্গত]।

১/১১—সৎকর্মের মূল শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের সৎপ্রবৃত্তির মূল হৃদয়ে যেন ধারণ ক'রি। তার দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ ক'রে, আমরা যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবানকে দর্শন করতে সমর্থ হই। অপিচ, ক্রান্তকর্মী শুদ্ধসত্ত্বের সূক্ষ্মতম জ্যোতিঃ যেন আমরা দোহন করতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন ক'রি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবেই সৎ-জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সৎ-জ্ঞান লাভ ক'রে সৎস্বরূপের স্বরূপ যেন জানতে পারি)। [ভাষ্যের মত এই যে,—'নাভিভূত সোমকে পান ক'রে আমরা আমাদের নাভিস্থানে রাখব। কি জন্য?—না সূর্য্য দেখবার জন্য। অপিচ, ক্রান্তকর্মী সোমের অংশু আমরা পূরণ ক'রি।' এখানেও সোম—মাদক-দ্রব্য—পানের প্রসঙ্গ। মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততা-

হেতু সূর্য একরকম অদর্শনই হয়ে থাকেন। কি এখানে এই সোমপানে সূর্য-দর্শনের সামর্থ্য জন্মে। সুতরাং এ সোম—কোন্ সোম? যে সোম পান করলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যে সোম পান করলে সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মায়, সে সোম কখনই মাদকদ্রব্য হ'তে পারে না। সে সোম অবশ্যই কোন অপার্থিব সামগ্রী। এখন আর স্বীকার করতে বাধা থাকার কথা নয় যে, সেই সোম আমাদের ভগবৎ-অংশীভূত শুদ্ধসত্ত্ব। জ্ঞানদৃষ্টি-উন্মেষকারী সেই ভগবৎ-বিভূতি। সৎ-ভাবের উন্মেষক সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নয়]।

১/১২—শোভন-বীর্যবন্ত অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টির প্রভাবে (আপন) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-জ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক জ্ঞানের প্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। **অথবা**—জ্যোতিঃর আধার অথবা সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্, জ্ঞানদৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)। **অথবা**—জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ সূর্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান্, সেই জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্নদের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে (তাদের হৃদয়ে) উদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যখ্যাপক)। [কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র। 'সুবীর্য ইন্দ্রদেব নিজের পরমপ্রিয় সোমকে হৃদয়ে নিহিত দেখছেন'—ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার, উভয়েরই এই অভিমত। 'দ্রোণকলসে স্থিত' সোম—'গুহায়াং হিতং' পদের এমন অর্থও অধ্যাহার করতে কেউ কেউ কুণ্ঠা বোধ করেননি। সোম যে মাদক-দ্রব্য—এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা দেবগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মদ্যপ ব'লে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু দেবতা কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, সেই সম্বন্ধে একটু অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন ক'রে তাৎপর্য গ্রহণের প্রয়াস পেলে, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করত]। [এই বারোটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'পার্থং', 'বাহারং', 'প্রবত্ভার্গবং' এবং 'কুৎসসারথীয়ং']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ২)

অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ।
বিদানা অস্য যোজনা॥১॥

প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে।
হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ ॥২॥
প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্ বনে।
সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥৩॥
পরি যৎ কাব্যা কবিনৃম্ণা পুনানো অর্যতি।
স্ববাজী সিষাসতি ॥৪॥
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।
যদীমৃন্বন্তি বেধসঃ ॥৫॥
অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি।
রেভো বনুষ্যতে মতী ॥৬॥
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি।
রণা যো অস্য ধর্মণা ॥৭॥
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্তঃ ঊর্ম্ময়ঃ।
বিদানা অরস্য শক্মভিঃ ॥৮॥
অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ো।
শ্রবো বসূনি সংজিতম্ ॥৯॥
আ তে দক্ষং ময়োর্ভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥১০॥
আমন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্।
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥১১॥
অং রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা।
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥১২॥

মন্ত্রার্থ—২সূক্ত/১সাম—সত্যের ধারণশক্তির বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্য-উৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রয়োজক মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্মের সাধন-সমর্থ্য পথ প্রদর্শন করে ; অথবা সত্ত্বভাব সৎ-মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকেরা সৎকর্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম (বা শক্তি) আছে, যা না থাকলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু এটা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হয়ে আছে। সেটাই বিশ্বের ধারণাশক্তি বা ধর্ম। সে ধর্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তাঁর শক্তিই বিশেষ অনুস্যূত হয়ে আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান মন্ত্রে এই ধর্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করতে পারেন, তিনি এই ধর্মশক্তিকে লাভ করতে পারেন। তিনি সত্যকে লাভ করতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ এই সত্যের

সাক্ষাৎকারলাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছাতে পারে]।

২/২—ভগবৎ-পূজোপকরণ সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থাকে ; তার সাথে অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন)।

২/৩—অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে)।

২/৪—পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হ'তে প্রাপ্ত হন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে প্রাপ্ত ক'রে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক একান্তিক প্রার্থনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)।

[২/৫—যখন সৎকর্মসাধকগণ পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন তখন রাজা যেমন প্রজাদে শত্রু বিনাশ করেন, তেমনভাবে পবিত্রকারক সেই শুদ্ধতত্ত্ব সৎকর্মা-ঘাতক রিপুদের বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে তাঁরা রিপুজয়ী হন)। [মন্ত্রের উপমা—'রাজা ইব'। জ্ঞান এখানে মানুষের হৃদয়রাজ্যের রাজা। রাজা যেমন তাঁর প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাদের শত্রুকে বিনাশ করেন, তেমনভাবে জ্ঞানও মানুষের মঙ্গলের জন্য তাদের অন্তরস্থিত রিপুদের বিনাশ ক'রে থাকেন। তাই বলা হয়েছে—হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হ'লে মানুষ রিপুজয়ী হয়]।

২/৬—লোকবর্গের মঙ্গলসাধক পাপহারক সত্ত্বভাব জ্যোতির্ময় নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে অধিষ্ঠান করেন ; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে প্রার্থনাকারীদের জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সাথে মিলিত হয় ; প্রার্থনাপরায়ণ সাধক নিত্যজ্ঞান লাভ করেন)।

২/৭—যে সাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের ধারণশক্তির সাথে রমণ করেন অর্থাৎ রক্ষাশক্তি লাভ করেন, সেই সাধক পরমানন্দের সাথে আশুমুক্তিদায়ক দেবতা, ঐশ্বর্যাধিপতিদেবতা এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতা দু'জনকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোকের সর্বাভীষ্ট লাভ হয়)। [বায়ু—ভগবানের আশুমুক্তিদায়ক বিভূতিস্বরূপ দেব। ইন্দ্র—ঐশ্বর্যাধিপতি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ দেব। অশ্বিনা—মানুষের বাহিরের এবং অন্তরের ব্যাধি বা শত্রুনাশক বিভূতিস্বরূপ যুগল দেব]।

২/৮—যে সাধকগণ মিত্র-স্বরূপদেব, অভীষ্টবর্ষকদেব ও পরমৈশ্বর্যদাতাদেবকে লাভ করবার জন্য সত্ত্বভাবামৃতের প্রবাহকে বিশেষভাবে তাঁদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, জ্ঞানী তাঁরা শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দের সাথে সম্মিলিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রটিও অন্যরূপ ধারণ করেছে। যেমন, একটি অনুবাদ—'(যাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তারা) এই সোমকে বিদিত হয়ে সুখ লাভ করে।' ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'মিত্র বরুণে ভগে' পদগুলির ব্যাখ্যায় 'মিত্রাবরুণা ভগং' প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় পাঠ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঐ পদ তিনটিতে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারই সঙ্গত। তাতে অর্থের একটা সৌষ্ঠব সাধিত হয়]।

২/৯—হে দ্যুলোক-ভূলোক! আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদের পরমধন সুকীর্তি এবং ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন)। [সেই প্রার্থনা—অমৃতলাভের জন্য। মানুষের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্তমান। মানুষ অমৃতময় পুরুষের কাছ থেকে এসেছে। তাই তার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান থাকে। যাঁদের এই স্মৃতি প্রবল থাকে তাঁরা জগতের অসার বস্তু পরিত্যাগ ক'রে সারবস্তুর (সত্যের) গ্রাহক হন। সাধনার প্রভাবে তাঁদের সেই স্মৃতি উত্তরোত্তর প্রবলতর উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। অবশেষে তাঁরা অমৃতের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করেন। সাধারণ মানুষের মনেও অতি ক্ষীণভাবে হলেও এই অমৃতত্বের স্মৃতি বর্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপতিত হোক, তার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগবেই। তখন ধীরে ধীরে তার মধ্যেও অমৃতত্বের জন্য প্রার্থনা উদ্গীরিত হবে। বর্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখা যাচ্ছে]।

২/১০—হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্বলোকের স্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধন-প্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ নিজের অভীষ্ট সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। তাই, সেই শক্তিসাগর ভগবানের চরণে শক্তিলাভের প্রার্থনা করা হয়েছে]। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৪দ-২সা) এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়]।

২/১১—হে ভগবন্! পরমানন্দদায়ক আপনাকে আরাধনা করছি; সকলের বরণীয় আপনাকে আরাধনা করছি; জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করছি; পরমপূজ্য আপনাকে আরাধনা করছি; হে দেব! সকলের রক্ষক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনাকে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং উদ্বোধনখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমি যেন সর্বতোভাবে ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রের প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট। সাধকের মনে যতরকম ভগবৎ-বিভূতির কথা উদয় হয়েছে, তিনি সেই সেই প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য ক'রে প্রার্থনা করেছেন]।

২/১২—হে জ্ঞানস্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করছি; এবং আমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি; সর্বারাধনীয় আপনাকে পাবার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের এবং আমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন)। [সাধক প্রথমতঃ নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই (মোক্ষই) মানুষের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। তাই সাধক তাঁর চরণেই নিজের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেছেন। কিন্তু সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করেই নিবৃত্ত থাকতে পারেন না। তাঁরা চান—তাঁদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানেরও অক্ষয় মঙ্গল। সেই মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবৎ-পরায়ণতার দ্বারা—পরাজ্ঞান লাভের দ্বারা প্রাপ্তব্য। তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের কাছে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির জন্যও প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন]।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৩)

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাত মগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥১॥
তাং বিশ্বে অমৃতং জায়মানং শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে।
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোরদীদেঃ ॥২॥
নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহামাহাবমভি সং নবন্ত।
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥৩॥

(সূক্ত ৪)

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।
মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥১॥
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।
দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥২॥
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু ॥৩॥

(সূক্ত ৫)

ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥১॥
ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥২॥
ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥৩॥

(সূক্ত ৬)

তমীড়িষ্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ।
কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥১॥
য ইদ্ধ আ বিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্যঃ।
দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ ॥২॥

তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্বতাঃ।
এন্দ্রমগ্নিং চ্ বোঢ়বে।।৩।।

মন্ত্রার্থ—৩সূক্ত/১সাম—দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্যলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম হ'তে সর্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্বদর্শী, সর্বপ্রকাশশীল, হবির্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, আমাদের মধ্যে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করেছেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবসমূহ সৎকর্মের দ্বারা অশেষ-শক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়)। [সেই জ্ঞানাগ্নি কি রকম? এখানে পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নেই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটিতে তা প্রতিপন্ন হয়। এখানে দুটি অংশ লক্ষণীয়। প্রথম—'বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্' ও দ্বিতীয়—'জনয়ন্ত দেবাঃ'। প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত থেকে উৎপন্ন অগ্নিকে' এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন'। ভাষ্যকার 'ঋত' পদের 'যজ্ঞ' অর্থ করেছেন ; এবং তা থেকে 'যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়',—এই ভাব এসেছে। 'দেবাঃ' পদে তিনি 'ঋত্বিকগণ' অর্থ করেছেন ; এবং 'জনয়ন্ত' পদে অরণি-কাষ্ঠ থেকে ঋত্বিকগণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন, এইভাব প্রকাশ ক'রে গেছেন। সেই অনুসারে ঐরকম ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তাঁরই বিষয় ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে, তাঁরই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্তিত আছে, এটাই এখানকার ভাষ্য ও ব্যাখ্যার অভিমত। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম 'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান।' তা থেকে ক্রমশঃ 'যজ্ঞ' অর্থ এসেছে। তাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্মে পরব্রহ্মের সংশ্রব আছে ; সত্যের সংশ্রব আছে—জ্ঞানের সংশ্রব আছে, তা-ই ঋত। নিশ্চয়ই তা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ শব্দে অভিহিত হয়, তা নয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্মমাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। তাই এখানে 'ঋত' পদে সেই ব্যাপক ভাবই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ সৎকর্মমাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠানমাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হয়েছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্র যে কোনও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করবেন, তা থেকেও জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হবেন। দ্বিতীয় অংশের 'দেবাঃ' পদে 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গৃহীত হয়েছে। অর্চনাকারী ঋত্বিক কেন 'দেবাঃ' হবেন? দেবতা হয়ে দেবতার পূজাই বা তাঁরা করবেন কেন? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্যায়ভুক্ত ব'লে সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? তাছাড়া দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রয়েছে লক্ষণীয়]। [ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৭দ-৫সা) এই মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২—হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তার সাথে সম্মিলিত হন, সেইরকম প্রকাশমান্ বিশ্বের নিদানভূত আপনাতে সকল দেবভাব অভিগমন করে, আপনার সাথে সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বহির্প্রকাশের আধারভূত দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হন তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্মের দ্বারা সাধকেরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবভাবের আধারভূত হন ; তাঁর আবির্ভাবে লোকেরা সৎকর্মপরায়ণ হন)।

৩/৩—সৎকর্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্বজনের আরাধনীয়

ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হন ; রিপুজয়ীদের (অথবা সৎকর্মের) পরিচালক, সৎকর্মের প্রবর্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয়। (অথবা সৎকর্মসাধকগণ তাঁদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা ভগবানকে লাভ করেন, তাঁরা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হন)। [ভগবান্ সৎকর্মের কেন্দ্রস্থানীয়—'নাভিং যজ্ঞানাং'। এই একটি বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের কর্ম ও ভগবানের সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। এর সঙ্গে 'অধ্বরাণাং রথ্যং' ও 'যজ্ঞস্য কেতু' যুক্ত করলে তিনটি বাক্যাংশের দ্বারা এটাই বোঝায় যে, ভগবানই যজ্ঞের প্রবর্তক পরিচালক ও অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সৎ-বৃত্তিরূপে মানুষকে সৎকর্মে প্রবর্তিত করেন, বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে পরিচালিত করেন, আবার যজ্ঞাধিপতিরূপে সকল কর্মে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের যা কর্ম তা সবই তাঁকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত হয়]।

৪/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে পাবার জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে পাবার জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা করো ; পরম শক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদের পরিজ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [পূজার সাথে হৃদয়ের যোগ না থাকলে সব পূজাই বিফল। তাই বলা হলো—'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে গান করো—স্তুতি পাঠ করো, ঐকান্তিক ভাবে তাঁর আরাধনায় রত হও। তিনি মানুষের মিত্রস্বরূপ (মিত্রায়), তিনি অভীষ্টবর্ষক (বরুণায়)। এই আত্ম-উদ্বোধনের পর দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা। ভগবান্ যাতে আমাদের 'ঋতং বৃহৎ' মহান সত্য, নিত্যসত্য পরিজ্ঞাপন করেন, সেই জন্যই তাঁর চরণে প্রার্থনা। অনন্ত সত্য, সান্ত মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না ; তা আয়ত্ত করতে পারে কেবলমাত্র ভগবানের কৃপায়, যিনিই একমাত্র মিত্রস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষক]।

৪/২—অমৃতস্বরূপ (অথবা, অমৃতদাতা) সর্বাধীশ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা অমৃত-স্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা ক'রি)। [ভগবানের দু'টি রূপকেই (বিভূতিকেই) এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দুই ভাব—মানুষের সাথে মিত্রভাব এবং মানুষের অভীষ্টপূরণ গুণ]।

৪/৩—জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল-সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদের অনুগ্রহ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যখ্যাপক। ভগবানের করুণার অন্ত কারও বিদিত নয়)। [মন্ত্রের এক প্রচলিত অনুবাদ—'তারা উভয়েই আমাদের দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৫/১—বিচিত্র-দীপ্তশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অনুপরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাবার কামনা করছে। (এখানে একটি সুন্দর উপমা বর্তমান। তার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থ-সমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই ভগবানের সামীপ্য লাভ করে)। [মন্ত্রটি কি গভীর ভাবমূলক। অথচ কি কদর্থের আরোপেই তাকে কলুষিত করা হয়েছে। সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার ক'রে রাখা

হয়েছে'; সেই পরিশ্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাবার কামনা করছে। অর্থাৎ তিনি এসে মদ্য পান করুন, এটাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা।' এমন ব্যাখ্যা যে কেমন বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তা চিন্তা করতেও কষ্ট হয়]।

৫/২—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী) এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো আপনা থেকেই আপনাকে পেয়ে থাকেন ; কিন্তু তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হোক—এই প্রার্থনা)। [কি ভাবের ভাবুক হ'তে পারলে ভগবানের অনুকম্পা পাওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান্ এসে সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন ;—এই সাম-মন্ত্রে তা-ই খ্যাপন করা হয়েছে। মন্ত্রে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ ভগবান্ যাদের হৃদয়ে নিত্যবিরাজিত আছেন, 'ধিয়েষিতঃ' এবং 'বিপ্রজূতঃ' পদ দু'টি তা-ই ব্যক্ত করছে। দ্বিতীয়তঃ কোন শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁকে পাবার আশা করতে পারেন, 'সুতাবতঃ' ও 'বাঘতঃ' এই দু'টি পদ তা নির্দেশ ক'রে দিচ্ছে]।

৫/৩—জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদের স্তোত্রসমীপে আগমন করুন ; আর, আমাদের সত্ত্বসমন্বিত কর্মে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভার এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের মন্ত্র ও কর্ম আপনাকে প্রাপ্ত হোক)। [এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকছেন—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে ; হৃদয়-ভেদী আর্তনাদ উঠেছে ; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস। মেঘরূপে উদয় হয়ে শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল করো। যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তর প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। এসো, গ্রহণ করো।' একপক্ষে মেঘ-রূপে উদয় হয়ে বারি-বর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন। অন্যপক্ষে প্রশান্ত মূর্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্মপক্ষে এ মন্ত্রে এই দুই ভাবই প্রকাশ পায়]। [এই সূক্তের ঋষি—'মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র']।

৬/১—প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ আপন তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণসদৃশ হৃদয়কে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন ; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ ক'রে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তার উৎকর্যসাধন ক'রে থাকেন ; হে মন! তুমি সেই অশেষমহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি করো অথবা তাঁর শরণ গ্রহণ করো। (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানের আধার। সেই ভগবানের কৃপায় অতি অভাজনও জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চন আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্যদৃষ্টি প্রাথনা ক'রি। কৃপাপূর্বক আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন)। [ভগবানের মহিমার অন্ত নেই। অতি অভাজনও যদি একবার তাঁর শরণাপন্ন হয়, কায়মনোবাক্যে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; তিনি তার উদ্ধারসাধন করেন। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হ'লে, মনুষ্যগণের বাসের উপযোগী হয়, ভগবানের অনুগ্রহে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি হিংস্র রিপুসমাকুল অরণ্যসদৃশ কঠোর (দুর্গম) হৃদয় জ্ঞানাগ্নির সহযোগে বিদগ্ধ হ'লে, সে হৃদয়ই তেমনই ভগবানের আসনে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের আবাসরূপে পরিণত হয়]।

৬/২—যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম সম্পাদন করেন, ভগবান্ সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ময় পরমানন্দের জন্য তাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটি

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম সাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করেন)।

৬/৩—ঐশ্বর্যজ্ঞানের অধিপতি হে দেবদ্বয়! ঐশ্বর্যজ্ঞানের অধিপতি দেবদ্বয়কে অর্থাৎ আপনাদের সম্যক্‌ভাবে পূজা করবার জন্য আমাদের আত্মশক্তিযুত সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পূজাসাধনের শিক্ষা প্রদান করুন। আমাদের আপনার আরাধনার জন্য পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ইন্দ্র—ভগবানের ঐশ্বর্যাধিপতিরূপ বিভূতি। অগ্নি—ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিভূতি। এই মন্ত্রটির প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, এখানে স্পষ্টভাবে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করার ব্যবস্থা রয়েছে। ভগবানকে পূজা করবার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যা কিছু প্রার্থনীয়, কাম্য তা সমস্তই ভগবানের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করবে। মানুষ যে প্রার্থনা করবে, তার শক্তিও তিনি দেন। মানুষ যে ভগবানকে অর্চনা করবে, তার সামর্থ্যও তিনি দেন। না হ'লে সেই সামর্থ্য মানুষ পাবে কোথায়?—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির অনেক স্থলেই মন্ত্রার্থ অন্যভাব ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হলো—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদের বলবান্ অন্ন এবং (আমাদের হব্য) বলবান করবার জন্য বেগবান্ অশ্ব সকল প্রদান কর।' বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যেরও অনৈক্য রয়েছে]।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ৭)

প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযামনা পথা॥১॥
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবরণেষ্বক্রমুঃ।
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ুঃ॥২॥
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমান ঊর্মিণা।
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্ বাজবন্ মধুমৎ সুবীর্যম্॥৩॥

(সূক্ত ৮)

নকিষ্টং কর্মণা নশদ্ যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্র ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥১॥
আষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্ মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব ক্ষামীরনোনবুঃ॥২॥

মন্ত্রার্থ—৭সূক্ত/১সাম—সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদের প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন ; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না ; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্মিণীর সাথে সম্যক্‌রকমে মিলিত হয়, তেমনভাবে সত্ত্বভাব সর্বরকমে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদের সাথে সম্যক্‌রকমে মিলিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ ক'রি)। ['ইন্দুঃ' পদের অর্থ 'সত্ত্বভাব' এবং তার বিশেষণ 'সখা'। সত্ত্বভাব মানুষের পরম বন্ধু এবং তা মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু মুক্তি দান করতে পারে। 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানুষের পরম বন্ধু। তাঁর কৃপাতেই মানুষ বেঁচে আছে এবং জীবনের সকল পরম বস্তু লাভ করছে]। [ছন্দ-আর্চিকেও (১অ-৯দ-৪সা) এই মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়]।

৭/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার ধ্যানকারী পরমানন্দকামনাকারী আরাধনাপরায়ণ প্রার্থনাকারিগণ আমরা যেন সৎকর্মে প্রবর্তিত হ'তে পারি ; প্রার্থনাকারিগণ লীলাপরায়ণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন ; জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সাথে এই পরমদেবতার অভিমুখে প্রধাবিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই ; সাধকেরা ভগবৎপরায়ণ হন ; জ্ঞানিগণ ভগবানকে লাভ করেন)।

৭/৩—জ্যোতির্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি আমাদের চিত্তবৃত্তি সমূহকে সংযত ক'রে শক্তিদায়িকা সিদ্ধি, প্রভূতপরিমাণে আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টভাবে প্রদান করো ; যে সিদ্ধি নিত্যকাল সর্বতোভাবে আমাদের জন্য পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তিযুত অমৃতময় পরম বল প্রদান করে, সেই সিদ্ধি আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের আত্মশক্তিযুক্ত পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব,—যে সিদ্ধি, যে শক্তি লাভ করলে পরম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে, সেই সিদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। ভগবান্ আমাদের সেই পরমাসিদ্ধি প্রদান করুন।—'সুবীর্যং' পদে 'বীর্যবান পুত্র' নয়, সেই পরমবীর্য বা শক্তিকে লক্ষ্য করে। 'অহন অহনি, অহ্নঃ ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু' অনুবাদকার অর্থ করলেন 'তিনদিন অবিরত প্রবর্তমান যুদ্ধ। কিন্তু 'ত্রিরহন্' পদে 'যুদ্ধ' বা 'সবন' প্রভৃতি কিছুই নেই—ওটি ত্রিকালের বা নিত্যকালের দ্যোতক]। [এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের ছ'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'প্রবদ্ভার্গবম্', 'কারম্', 'সৌশাদ্যম্', 'যজ্ঞসারিথম্', 'বারাহম্' এবং 'অপামীবম্']।

৮/১—যে ব্যক্তি আপন কৃতকর্মের বা ভগবানের প্রীতিসাধক কর্মের দ্বারা নিত্যবর্ধমান চিরনবীনত্বসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারীদের নিত্যবর্ধক, জগৎ-আরধ্য, মহান্, শত্রুবর্গের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভব্য অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে নিজের অনুকূল করেছেন ; তিনি ভিন্ন অন্য কেউই নিজের কৃত-কর্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও নিজের কৃতকর্মের দ্বারা নিজেকে বিনাশ করেন না। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও নিত্যসত্য-প্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; অপিচ, নিজের কর্মের দ্বারা তিনি নিজে বিনষ্ট হন না ; অর্থাৎ সৎকর্ম তার সাধনকারীর কোন অপকারই করে না, বরং উত্তরোত্তর তার মঙ্গলই সাধন করে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অতএব সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে পাবার জন্য যেন আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হই)।

৮/২—যে দেবতা জগতে প্রাদুর্ভূত হ'লে মহান্ আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞানকিরণসমূহ তাঁর সাথে সম্মিলিত হয়, বিশ্ববাসী সর্বলোক তাঁর মহিমা কীর্তন করে ; অপরাজেয়, রিপুনাশক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন

সেই দেবতাকে যেন আমি আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—সর্বলোকের আরাধনীয় পরমদেবকে আমি যেন আরাধনা ক'রি)। [প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদ—'অন্যের অসহ্য, উগ্র শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব ক'রি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনুসকল স্তুতি করেছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করেছিল।' ভাষ্যকার আবার একস্থলে লিখেছেন—'অজা গাব এব বা সমনোনবুঃ সমস্তুবন।' দেখা যাচ্ছে—ভাষ্য অনুসারে পশুগণ পর্যন্ত ভগবানের আরাধনা করে। কথাটা সত্য। কিন্তু এই মন্ত্রে অজা গাব প্রভৃতির কোন উল্লেখই নেই। মোটের উপর অবশ্য আমাদের সাথে ভাষ্যের খুব বেশী অনৈক্য নেই]। [এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম—'বৈখানসং']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ৯)

সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্রগায়ত।
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরিভূষত শ্রিয়ে॥১॥
সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।
দেবাব্যঽমদমভি দ্বিশবসম্॥২॥
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে।
যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্॥৩॥

(সূক্ত ১০)

প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ।
পবিত্রং বি বারমব্যম্॥১॥
স বাজ্যক্ষাং সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো।
গোভিঃ শ্রীণানং॥২॥
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো।
অদ্রিভিঃ সুতঃ॥৩॥

(সূক্ত ১১)

যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে।
যে বাদঃ শর্যণাবতি॥ ১॥
য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্।
যে বা জনেষু পঞ্চসু॥ ২॥

তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্যম্।
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম—সৎকর্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা করো ; ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও ; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, তেমনভাবে সৎকর্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত করো, অর্থাৎ তাঁকে পূজা করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই। [উপমাটির তাৎপর্য—আমাদের সৎকর্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সাথে, আনন্দের সাথে, কোন পার্থিব প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রেখে, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনই আনন্দ ও ভক্তির সাথে পার্থিব কোন কিছু লাভের প্রত্যাশা না রেখে আমরা যেন ভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি। ভগবান্ তাঁর সন্তানদের সৎকর্মে প্রবৃত্তি দেখে আনন্দিত হোন, এটাই প্রার্থনা]।

৯/২—মাতৃগণ কর্তৃক যেমন প্রেমের সাথে বৎস উৎপাদিত হয় এবং আদর লাভ করে, তেমনই হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন, পরমানন্দদায়ক, দেবভাবের রক্ষক, সাধকদের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে পরমানন্দদায়ক, অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই)। [মাতার উপমার দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির ঐকান্তিকতার বিষয় লক্ষিত হচ্ছে]।

৯/৩—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে রকমে আশুমুক্তি দানের এবং ভগবানের গ্রহণের (উপযোগী) হয় সেই রকম ভাবেই আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করো ; মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষক দেবের যাতে প্রীতিজনক হয়, তেমন করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানকে পাবার জন্য আমরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন সমুৎপাদন ক'রি)। [মানুষ স্বরূপতঃ অসীম, তার শক্তিও অসীম। কেবলমাত্র মায়ামোহ ইত্যাদির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সে ভ্রমবশতঃ নিজেকে সান্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন মনে করছে। যখন তার চক্ষুর উপর থেকে অজ্ঞানতার কালো পর্দা সরে যাবে, তখন সে অনায়াসে বুঝতে পারবে যে, সে ছোট নয়, ক্ষুদ্র নয়—সে অমৃতময় ভগবানেরই সন্তান ; সে নিজেই দেবতা। কিন্তু এই ভাবের বিকাশ ঘটাবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে হ'লে তার উপযোগী সাধনা চাই। সেই সাধনশক্তি লাভের প্রচেষ্টাই এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'পরম্', 'মুজ্ঞানম্', 'দৈবোদাসম্', 'পৌষ্কলম্' এবং 'শৌক্তম্']।

১০/১—শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানতানাশক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষভাবে সাধকদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকেরা অক্ষয় নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন)। ['সাধকেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন', এই সত্যের দ্বারা মানুষের মনে পরাজ্ঞান (ভাগবতী শক্তি) লাভের তৃষ্ণা জাগবে, সেই তৃষ্ণার বশে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হবে—এটাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য]।

১০/২—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরাশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)।

১০/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্মের সাধক আমাদের দ্বারা উৎপাদ্যমান ও কঠোর তপঃ-সাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হয়ে তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন কঠোর তপস্যা সাধনের দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের সহায়তায় ভগবানকে আরাধনা ক'রি—এটাই সঙ্কল্পমূলক ভাব)। [শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবৎ-আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়েই ভাবগ্রাহী ভগবানের পূজা করতে হয়। আমরা যেন ভগবৎ আরাধনার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম-সাধনে নিযুক্ত হই। কর্মাগ্নির দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীভূত হ'লে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাতে হৃদয়েই অধিষ্ঠিত থাকেন তার জন্যই এই প্রার্থনা]। [সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'সোহবিষম্' ও 'জরাবোধীয়ম্']।

১১/১—যে সত্ত্বভাব দ্যুলোকে এবং যা ভূলোকে অথবা যে সত্ত্বভাব এই আমাদের অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে বর্তমান আছে, তা বিশুদ্ধ হয়ে আমাদের পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করতে পারি)। [বিশ্বব্যাপী যে সত্ত্বস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, মানুষের মধ্যেও তার অভাব নেই। কিন্তু তা প্রচ্ছন্ন। সাধনার দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ রূপদান ও কার্যকর অর্থাৎ বিশুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়]।

১১/২—অকুটিল হৃদয় জনে এবং সৎকর্মের সাধনকারীতে যে সত্ত্বভাব বর্তমান আছে, অপিচ, সংযতচিত্তদের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে অথবা সকল লোকের মধ্যে যে সত্ত্বভাব বর্তমান আছে, তা আমাদের পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হই)। [পূর্বের মন্ত্রে যেমন দেশের নানা অংশের, যথা;—'পরাবতি' 'অর্বাবতি'-র উল্লেখ আছে; যথা—'আর্জীকেষু' 'কৃত্বসু' ইত্যাদি। সত্ত্বভাব সর্বত্র সর্বকালে সর্বাধারে বিরাজমান আছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন আধারে সেই এক অখণ্ড বস্তুই আছে। তার সর্বব্যাপিতা বোঝাবার জন্যই সাধারণ লোকের চিরপরিচিত দেশ ও পাত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় এইসব দেশকে ও সেখানকার মানুষকে উপলক্ষ্য ক'রে কোন্ কোন্ দেশে বা সেখানকার অধিবাসীরা সোমরস প্রস্তুত করতো অথবা কোন্ কোন্ দেশের সোমরস উৎকৃষ্ট ছিল, তার একটা ছোটখাট তালিকা পেশ করা হয়েছে। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতেরই সমর্থন করছেন]।

১১/৩—বিশুদ্ধ দেবভাবদাতা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক হ'তে আমাদের আত্মশক্তিদায়ক অমৃতের প্রবাহ সম্যক্‌ভাবে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সুবীর্যং' পদে পুনরায় 'পুত্র' বা 'দাস-দাসী' উল্লেখিত হলেও এগুলির কোন বস্তুকে বোঝায় না—এর দ্বারা পরাশক্তি লক্ষিত হয়েছে। 'দিবস্পরি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন—অন্তরীক্ষ, আকাশ থেকে অথবা সূর্য থেকে। তিনি 'বৃষ্টি' পদে আকাশ থেকে যে জলধারা পতিত হয় তাকেই লক্ষ্য করেছেন। আমরা এখানে কোনও বৃষ্টিধারার কথা আছে ব'লে মনে করি না। এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দু'টি মন্ত্রের সাথে বর্তমান মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে। তাতে যে শুদ্ধসত্ত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, বর্তমান মন্ত্রে 'ইন্দবঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। সত্ত্বভাব 'বৃষ্টি' প্রদান করে না, আর সাধক সত্ত্বভাবের কাছ থেকে 'বৃষ্টি' লাভের প্রার্থনাও করে না। প্রার্থিত বস্তু—ভগবানের করুণাধারা—অমৃত]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের গেয়গানটির নাম—'জরাবোধিয়ম্']।

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১২)

আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ।
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥১॥
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ।
সমৎসু ত্বা হবামহে॥২॥
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।
বাজেষু চিত্ররাধসম্॥৩॥

(সূক্ত ১৩)

ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।
আ বীরং পৃতনাসহম্॥১॥
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অথা তে সুম্নমীমহে॥২॥
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত।
স নো রাস্ব সুবীর্যম্॥৩॥

(সূক্ত ১৪)

যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর॥১॥
যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ॥২॥
যৎ তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১২সূক্ত/১সাম—কর্মের প্রভাবে দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হ'তে নিজের চিত্তকে আকর্ষণ ক'রে আনেন ; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধুগণ কর্মের প্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ভগবানের প্রিয় হন ; আমি কর্মহীন ও ভক্তিহীন ; আপনি নিশ্চয় করুণাময় ; তা জেনে, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করছি ; কৃপা ক'রে সদয় হোন)। [এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে 'বৎসনামক ঋষি' নয়, ভগবানের প্রিয়জনকে বোঝায়। 'অগ্নে' পদে ভগবানের 'জ্ঞানদেব'-রূপী বিভূতিকে বোঝাচ্ছে]।

১২/২—হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্বত্র সমদর্শী হন ; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হন ; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদের রিপুর কবল হ'তে রক্ষা করুন)। [ভগবান্ 'পুরুত্রা'—বহুদেশে অর্থাৎ সর্বদেশে যিনি বিরাজমান, অথবা যাঁর কাছে কোন স্থানই দূরে নয়। সর্বত্র বিদ্যমান থেকে তিনি নিজের সন্তানদের রক্ষা করছেন]।

১২/৩—আত্মশক্তি কামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান পেতে প্রার্থনা করছি। আত্মশক্তি লাভের জন্য পরমধন পেতে প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই)। [পরাজ্ঞান, পরাশক্তি জ্ঞান। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি'—জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য—এই জ্ঞান। জ্ঞানবলেই মানুষ দেবতা হয়। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' তিনি। জ্ঞানবলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে, জ্ঞানবলেই বিশ্ব বিধৃত আছে। বর্তমান মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু সেই জ্ঞান। প্রার্থনার কারণ—রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ]। [এই তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে, তার নাম—'বাৎসম্']।

১৩/১—সর্বশক্তিমন্ সর্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! আপনি আমাদের আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন ; বীর্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।

১৩/২—পরমাশ্রয় হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই আমাদের পিতা হন, এবং মাতা হন ; সেই জন্য আমরা আপনার পরমানন্দ প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের মহিমাখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [বর্তমান মন্ত্রে ভগবানের কোমলতর মধুরতর দিকটা সাধারণের কাছ বিশেষভাবে দেখাবার জন্য ভগবানকে মাতা বলা হয়েছে। অবশ্য পার্থিব মাতা ভগবানেরই স্নেহভাবের আংশিক বিকাশ মাত্র। ভগবান্ আবার আমাদের পিতাও। ভগবান্ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সত্য, তাকে অপার স্নেহকরুণায় নিজের কোলে টেনে নেন সত্য, কিন্তু বিপথগামী হ'লে তার মঙ্গলের জন্যই কঠোরভাবে শাসন করেন]।

১৩/৩—প্রভূত-বলসম্পন্ন, সর্বলোকের আরাধনীয় পাপনাশক হে দেব! সাধকদের আত্মশক্তি কামনাকারী আপনাকে আরাধনা করছি। সেই আপনি আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [তিনি 'পুরুহূত'—অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁর আরাধনা করে। এই পদের মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ লুকিয়ে আছে। 'সকলেই তো সেই পরম দেবতাকে পূজা করে, তবে আমি কেন তাঁর আরাধনায় নিযুক্ত হই না?' তিনি 'শুষ্মিন' অর্থাৎ পাপহারক। সূর্যালোক যেমন জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি তিনি মানুষের হৃদয় থেকে পাপ শোষণ ক'রে নেন]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানের নাম—'উপগবাস্যম্']।

১৪/১—পাপবিনাশে পাষাণ কঠোর মহনীয়, বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করবার যোগ্য যে পরমধন আমরা পাইনি ; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূতপরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদের প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [মানুষের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে।

এই প্রার্থনা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ও জাতি-বিশেষের নয় ; কোনো দেশে ও কালেও তা সীমাবদ্ধ নয়। এটা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে]। [ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-১২দ-৪সা) এই মন্ত্রটি প্রাপ্তব্য]।

১৪/২—বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধনশ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদের প্রদান করুন। হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আপনি আমাদের আপনার পরমধন প্রদান করুন)। [ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! আমার অন্তরের অন্ধকার বিনষ্ট ক'রে দাও। পরম জ্যোতিঃতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হোক, পরমধন—পরাজ্ঞান লাভে আমার জীবনের সার্থকতা হোক।—প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র! তুমি যে কোনও খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ করো, তা আমাদের প্রদান করো ; আমরা যেন তোমার অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।' ভাষ্যকার যেখানে 'দ্যুক্ষং' অর্থে 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' ধরেছেন, এখানে ঐ পদে 'শ্রেষ্ঠধন' ধরা হয়েছে]।

১৪/৩—হে দেব! সর্বত্র বর্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদের প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের আপনার পরমধন এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [ভগবানকে 'অদ্রিব' অর্থাৎ পাষাণ কঠোর বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা তো তাঁকে প্রসন্নমূর্তিতেই দেখতে ইচ্ছা ক'রি। তবু এই ভয়ঙ্কর মূর্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্বশত্রুদের প্রাদুর্ভাব জগতে অধর্ম প্রবল হ'লে ভগবানের এই রুদ্রমূর্তিরই আবশ্যকতা হয়। অসৎ সৃষ্টির আশুধ্বংসের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। সুতরাং সেই ধ্বংসও মঙ্গলময়। আমাদের পরম ও চরম মঙ্গল সাধনের জন্যই তাঁর সেই রুদ্রমূর্তি-ধারণ। মন্ত্রে আত্মশক্তি লাভের প্রার্থনা আছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ নিজেকে বহুপরিমাণে নিশ্চিত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবভাব জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটির যে ভাব দাঁড়িয়েছে, তা এই—'হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার ব'লে তুমি আমাদের সারবান্ খাদ্য প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করো।'—মন্তব্যের প্রয়োজন নেই]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রে একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'বিঙ্কম্' এবং 'বলিষ্ঠাপ্রয়ং']।

— অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—নবম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)—১-৮, ১১।১২, ১৫-১৭ পবমান সোম ; ৯।১৮ অগ্নি ; ১০।১৩।১৪।১৯।২০ ইন্দ্র।

ছন্দ—১।৯ ত্রিষ্টুভ্ ; ২-৮।১০।১১।১৫।১৮ গায়ত্রী ; ১২ জগতী ; ১৩।১৪ প্রগাথ ; ১৬।২০ অনুষ্টুভ্ ; ১৭ দ্বিপদা বিরাট ; ১৯ উষ্ণিক।

ঋষি—১ প্রতর্দন দৈবোদাসি ; ২-৪ অসিত কাশ্যপ বা দেবল ; ৫.১১ উতথ্য আঙ্গিরস ; ৬।৭ অমহীয়ু আঙ্গিরস ; ৮।১৫ নিধ্রুবি কাশ্যপ ; ৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ১০ সুকক্ষ আঙ্গিরস ; ১২ কবি ভার্গব ; ১৩ দেবাতিথি কাণ্ব ; ১৪ ভর্গ প্রাগাথ ; ১৬ অম্বরীষ বার্ষাগির, ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ ; ১৭ অগ্নিধিষ্ণ্য ঈশ্বর ; ১৮ উশনা কাব্য ; ১৯ নৃমেধ আঙ্গিরস ; ২০ জেতা মাধুচ্ছন্দস॥

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

শিশুং জজ্ঞানাং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।
কবির্গীর্ভিষ্কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥১॥
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥২॥
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি॥৩॥

(সূক্ত ২)

এতে সোমা অভিপ্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্।
বর্ধন্তো অস্য বীর্যম্॥১॥
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা।
তে নো ধত্ত সুবীর্যম্॥২॥
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দি চোদয়।
দেবানাং যোনিমাসদম॥৩॥

মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ।
অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ॥৪॥
দেবেভ্য স্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ।
সং গোভির্বাসয়ামসি॥৫॥
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ।
পরি গব্যান্যব্যত॥৬॥
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ।
ইন্দ্রো সখায়মাবিশ॥৭॥
নৃচক্ষসং ত্বাং বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্বিদম্।
ভক্ষীমহি প্রজামিষম্॥৮॥
বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।
সহো নঃ সোম পৃৎসুধাঃ॥৯॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—প্রশংসনীয় সাধকদের হৃদয়ে উৎপদ্যমান সকলের প্রার্থনীয় (অথবা পাপহারক) শুদ্ধসত্ত্বকে সকল দেবভাবের সাথে বিবেকরূপী দেবগণ বিশুদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পবিত্র করেন ; শুদ্ধসত্ত্ব সর্বজ্ঞ হন ; স্তুতির দ্বারা প্রীত হয়ে জ্ঞানের সাথে সেই সর্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান ক'রে সাধকদের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয় ; এবং সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হন)। [শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় ; সত্ত্বভাব সকলের মধ্যে বর্তমান থাকলেও, তাকে মোক্ষপথের সহায় করতে হ'লে, তার সাথে দেবভাবের মিলন হওয়া প্রয়োজন। এই মিলনকর্ম সাধন-সাপেক্ষ। 'বিবেকরূপী দেবগণ ('মরুতঃ') সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন?—তার তাৎপর্য এই যে, যখন বিবেকশক্তি মানুষের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তার সমস্ত জীবনই বিশুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। মানুষের মধ্যে বিবেকরূপে ভাগবতী শক্তি মঙ্গল সাধন করে। উচ্চভাব ও উচ্চ চিন্তা মানুষের মনকে অধিকার করে। মোট কথা, ভগবৎ-শক্তির প্রভাবে মানুষের সমস্ত জীবন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়। বিবেকের ইঙ্গিত অনুসারে চললে মানুষ কখনও ভ্রান্তপথে যেতে পারে না বা যাওয়া সম্ভবপর হয় না।—'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার পূর্বে গরু গন্তা ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করলেও এখানে 'স্তুতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা পূর্বাপরই ঐ পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করেছি]।

১/২—যে শুদ্ধসত্ত্ব সর্বদর্শনশীল সর্বজ্ঞ সকলের জ্ঞানপ্রদাতা, সকলের মঙ্গলসাধক, সকলের কর্তৃক আরাধনীয়, সাধকদের (বিপদ হ'তে) ত্রাণকর্তা অর্থাৎ বিপথগামী জনগণকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্লোকপ্রাপক মহান্ জ্যোতির্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আরাধিত অর্থাৎ প্রদ্দীপিত হয়ে সাধকদের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, সাধকেরা সর্বলোকের আরাধনায় স্বর্গপ্রাপক পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রটির একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো। তা থেকে প্রচলিত অর্থ সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাবে। অনুবাদটি এই—'সোমের মন ঋষি অর্থ সকলি দেখতে পায় ; সোম (সোমরস) সকলে দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁর স্তব ; কবিদের

পদস্খলিত হ'লেই তিনি ব'লে দেন। তিনি প্রকাণ্ড ; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যেতে উদ্যত হয়ে বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছেন, তাঁকে সকলে স্তব করছে।'—আমরা 'সোম' পদে পূর্বাপর 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থই গ্রহণ করেছি]।

১/৩—হৃদয়স্থিত ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক, হৃদয়ে বিচরণশীল জ্ঞানদায়ক অমৃতময় রক্ষাস্ত্রযুক্ত অমৃতের প্রবাহ-প্রদায়ক মহান্ পূজ্য সেই দেবতা পরমানন্দদায়ক স্থান অমৃত-সমুদ্র সাধকদের প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকদের অমৃত প্রদান করেন)। [মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে—জানে না। কিন্তু তার সহজাত সংস্কার,—অমৃতের প্রেরণা তার মনকে উতলা ক'রে তোলে। সে যে অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তের পথে যে তাকে যেতে হবেই। আজ হোক, কাল হোক। অমৃতময় ঈশ্বরের সন্তান মানুষকে যে তার আদি বাসস্থানে ফিরে যেতে হবে—এ প্রবাসের বাসা যে ভাঙতে হবে, এ ধারণা তো তার মনে চিরবর্তমান আছে। কিন্তু এখানে কোথায় সেই অমৃতময় তিনি? হ্যাঁ, তিনি মানুষের হৃদয়েই বর্তমান আছে, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে বিহার করেন—এই আশ্বাস এই মন্ত্রের মূল]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গানের নাম—'পার্থম্', 'মহাবামদেব্যম্', 'হাউউহুবায়িবাসিষ্ঠম্', 'উহুবায়িবাসিষ্ঠম্', 'উদ্বত্তার্গবম্', 'বৈশ্বজ্যোতিরাদ্যম্']।

২/১—সাধকের আত্মশক্তি-বর্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানর প্রীতিকর, সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্মের সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই)। ['অস্য বীর্যং বর্ধন্তঃ' পদ তিনটি 'সোমাঃ' পদের বিশেষণরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাব এই যে,—যে সত্ত্বভাব সাধকদের আত্মশক্তি বর্ধন করেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করছি। আমরা সাধক নই ; সাধনার শক্তি আমাদের নেই। সাধকেরা তাঁদের কঠোর সাধনার বলে সেই শক্তি লাভ করেন ; কিন্তু আমরা সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিভাবে তা লাভ করব? আমাদেরও যে এই পরম বস্তু না হ'লে চলে না। একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তাই প্রার্থনা—সাধকদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমরাও ভগবানের পরমধন যেন লাভ করতে পারি]।

২/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকের হৃদয়ে উৎপদ্যমানা, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদের শোভনবীর্য আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আত্মশক্তি লাভ ক'রি)। [একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'সেই সোম অভিযুত হচ্ছেন, চমস মধ্যে আহ্বান করছেন, এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করছেন। এটি আমাদের সুবীর্য দান করুন।' সায়ণভাষ্যের সাথে এই ব্যাখ্যার ঐক্য না থাকলেও উভয়েই সোমরসের প্রসঙ্গ এনেছেন। সোমরস মাদক-দ্রব্যকে কেন্দ্র করেই ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।—এখানে কিন্তু সঙ্গতভাবেই 'সোম'-অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব' গৃহীত হয়েছে এবং শুদ্ধসত্ত্বকেই সম্বোধন করা হয়েছে। 'বায়ু'—ভগবানের আশুমুক্তিদায়ক বিভূতি। 'অশ্বিনা'—অশ্বিনীকুমার যুগল—ভগবানের আধিব্যাধিনাশকারী বিভূতি। 'সুবীর্যং'—শোভনবীর্য, আত্মশক্তি ইত্যাদি]।

২/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি ভগবানের আরাধনার জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের আরাধনার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [সাংসারিক অবস্থার ঘূর্ণবর্তে

পড়ে মানুষ পতিত হয়, অপবিত্রভাবে হীনতার মধ্যে বাস করে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হ'লে হৃদয় পবিত্র হয়, পাপকার্যে মতি নিরস্ত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'পুনানঃ' বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ—ভগবানে ফিরে যাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধিত হ'তে পারে—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। অহর্নিশ তাঁর ধ্যান করায় (গুণাবলীর অনুধ্যান, গুণকীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে) ভগবৎশক্তি সাধকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমশঃ সেই শক্তি বিকাশ লাভ করলে ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে তাঁতেই সাধক বিলীন হয়ে যান। এটাই ভগবৎ প্রাপ্তি—স্বরূপাবস্থা-প্রাপ্তি। তাই মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের—শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দ্রস্য রাধসে' পদ দু'টিতে এই উদ্দেশ্যই বিধৃত]।

২/৪—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা সাধকগণ আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন এবং পরাজ্ঞান আপনাকে উৎপাদন করে। সাধকগণ আপনাকে পেয়ে পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধনের দ্বারা এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)।

২/৫—সরল হৃদয় ব্যক্তিগণ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য এবং পরমানন্দ লাভের জন্য সুখভূত তোমাকে তাঁদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন ; আমরা যেন তোমাকে জ্ঞানের সাথে হৃদয়ে সংস্থাপন করতে পারি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সরল-অন্তঃকরণ ব্যক্তিগণ পরমানন্দ লাভ করেন ; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [যাঁদের হৃদয় সরল তাঁদের মধ্যে ভগবৎ-শক্তি অতি সহজেই স্ফূর্তি লাভ করে। শিশুদের হৃদয়ে যেমন পাপচিন্তা, হীন কামনা-বাসনা থাকে না। তাদের হৃদয়ে যেমন সংসারের দুর্নীতি কুটিলতা প্রবেশ ক'রে হৃদয়কে মলিন অপবিত্র করতে পারে না, ঠিক তেমনই শিশুদের মতো সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের মনেও কোন কুটিলতা পাপচিন্তা প্রবেশ করতে পারে না। সব কিছুতে পরম বিশ্বাসী শিশুদের মতোই সরলহৃদয় মানুষের মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁরা অতি সহজেই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে পরাশান্তি প্রাপ্ত হন]।

২/৬—হৃদয়ে নিহিত জ্যোতির্ময়, পাপহারক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত পাপ-অবরোধক ভক্তি-ইত্যাদিকে সর্বতোভাবে সাধকদের প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ পাপনাশক পরাভক্তি লাভ করেন)।

২/৭—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রাপক আপনি (সাধকের) সকল শত্রুকে বিনাশ করেন ; আমাদের সম্যক্‌রূপে আপনার ধন প্রদান করুন এবং আপনার সখিত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হন ; তাঁর অনুগ্রহে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)।

২/৮—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমরা যেন সৎকর্মসাধকদের পরিচালক, সর্বজ্ঞ, ভগবানের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক আপনাকে এবং আত্মশক্তি ও সিদ্ধি লাভ করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মশক্তি লাভ ক'রি)। [শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষসং' অর্থাৎ সৎকর্মসাধকদের পরিচালক। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। তা মানুষের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করলে, মানুষের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞানের—ভাগবতী-শক্তির সাথে একত্রীভূত হয়ে যায়। সত্ত্বভাব—'ইন্দ্রপীতং'—ভগবান্ এই সত্ত্বভাবকে পান করেন, গ্রহণ করেন]।

২/৯—হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হ'তে অমৃতধারা সম্যক্‌রূপে বর্ষণ করো ; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান করো ; রিপুসংগ্রামে আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ ক'রি এবং রিপুজয়ী হই)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'হে সোম! তুমি দ্যুলোক হ'তে পৃথিবীর উপর বৃষ্টিবর্ষণ করো ; (ধন) উৎপাদন করো ; সংগ্রামে আমাদের বল দান করো।' সোম অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য কিভাবে দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করবে বোঝা সাধ্যাতীত। তাছাড়া সোমরসের বৃষ্টি-বর্ষণের ক্ষমতা এলো কোথা থেকে? অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তা বাষ্পকারে মেঘে পরিণত হয়, এবং মেঘ থেকে বরং বৃষ্টি হয় ; সেই বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রজা উৎপন্ন হয় বা বেঁচে থাকে। তাহলে সোমের বৃষ্টি-প্রদান আবার কেমনতর? 'সোম'-কে মাদক ধরেই যত মাদকতা। 'সোম'-এর এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, তা দেখে হঠাৎ মনে হয়—বুঝি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে ; সোমরস পান ক'রে বুঝি বা মানুষ মাতাল হয়। কথাটা কিছু পরিমাণে সত্য। সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য ; কিন্তু মদখোর-মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 'সোম' যে সোমরস বা মদ নয়, সে সম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ। আগেও বলা হয়েছে, এখনও উল্লেখ করা যেতে পারে, 'সোম' সাধারণ মদ্য নয়, তবে তা পান ক'রে যোগী ঋষিগণ মাতাল হ'তেন, পরমানন্দে বিভোর হ'তেন। এই পরম বস্তু, যা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর ক'রে দেয়, তা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। পার্থিব কোন সামগ্রী নয়, 'সোম' সাধক-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব—বিশুদ্ধা ভক্তি]।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৩)

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ।
বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥১॥
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্র গায়ত।
সুষ্বাণং দেববীতয়ে॥২॥
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ॥
গৃণানা দেববীতয়ে॥৩॥
উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ॥
দ্যুমদিন্দো সুবীর্যম্॥৪॥
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে।
বিবারমব্যমাশবঃ॥৫॥

তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্যম্।
স্বানা দেবস ইন্দবঃ ॥৬॥
বাশ্রা অর্ষন্তীন্তবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ।
দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ॥৭॥
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমান কনিক্রদৎ।
বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥৮॥
অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ।
যোনাবৃতস্য সীদত ॥৯॥

মন্ত্রার্থ—৩সূক্ত/১সাম—পবিত্রকারক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতার সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত করান)। [মূল মর্ম এই যে,—যাঁরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করেছেন, তাঁরা সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। —বায়ু—ভগবানের আশুমুক্তিদায়ক বিভূতিধারী দেবতা। ইন্দ্র—বলৈশ্বর্যাধিপতিরূপ ঈশ্বরীয় বিভূতিধারী দেবতা। সোম—শুদ্ধসত্ত্ব]।

৩/২—পরিত্রাণপ্রার্থী হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব প্রাপ্তির জন্য পবিত্রকারক জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পরমদেবের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি করো, অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই)। [ভাষ্যকার 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ করেছেন—'দেবপানায়'। বিবরণকার অর্থ করেছেন,—'দেবানাং ভক্ষণায়', অর্থাৎ দেবতাদের ভক্ষণের জন্য। কিন্তু আমরা মনে ক'রি এখানে দেবতাদের পানের বা ভক্ষণের কোন কথাই নেই। 'বীতয়ে' পদের অর্থ 'গ্রহণীয়', তাই 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ—'দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য' অথবা 'দেবভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত'। দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধক ভগবানের আরাধনা করছেন]।

৩/৩—সাধকদের আত্মশক্তিপ্রদাতা পরম-আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের দেবভাবপ্রাপ্তি এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [এখানে 'দেববীতয়ে' পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন 'যজ্ঞার্থং ; অথচ এর আগের মন্ত্রেই এই পদে তিনি 'দেবপানায়' অর্থ করেছিলেন]।

৩/৪—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের জ্যোতির্ময় আত্মশক্তি প্রদান করুন ; অপিচ, আত্মশক্তিলাভের জন্য মহতী সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন জ্যোতির্ময়ী আত্মশক্তি লাভ করতে পারি)।

৩/৫—আশুমুক্তিদায়ক দেবতার মতো, সাধকগণ কর্তৃক উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদের আত্মশক্তি লাভের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষভাবে সৃজন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'সংগ্রামে প্রেরিত

অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শীঘ্রগামী সোম অন্নলাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছেন।' প্রচলিত মত অনুসারে সোমরস প্রস্তুতের একটি বর্ণনা এই মন্ত্রে বিধৃত। সোমরস স্রোতের বেগে যাচ্ছে, তাই তাকে যুদ্ধের ঘোড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভাষ্যকার অবশ্য 'আশবঃ' পদের অর্থ করেছেন—'শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ'। যুদ্ধাশ্ব প্রভৃতি অনুবাদকের কল্পনা। ভাষ্য ইত্যাদিতে সোমকেই 'অন্ন' বলা হয়েছে। এখানে আবার দেখা যাচ্ছে—'সোম অন্নলাভের জন্য যাচ্ছেন'। সোমই যদি 'অন্ন' হয় তবে তার আবার অন্নলাভ কি হ'তে পারে, বোঝা অসাধ্য]।

৩/৬—পবিত্রকারক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রভূত পরিমাণ আত্মশক্তিদায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন প্রদান করুন)।

৩/৭—বৎস যেমন মাতৃক্রোড়কে আশ্রয় করে, অথবা মাতৃভূতা গাভী যেমন সস্নেহে বৎসকে আপন অঙ্কে ধারণ করে, তেমনই সৎ-ভাব ইত্যাদি সাধক-হৃদয়কে আশ্রয় করে। সাধকও জ্ঞান এবং ভক্তি রূপ হস্ত দু'টির দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ ক'রে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। সাধকের হৃদয়ই সৎ-ভাবের আধার। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা হ'তেই সঞ্চারিত হয়)।

৩/৮—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পরাজ্ঞান প্রদান করেন ; হে দেব! আমাদের সকল শত্রু বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পরাজ্ঞান প্রদান করেন ; আমরা যেন রিপুজয়ী হই)।

৩/৯—সৎ-বৃত্তির রোধক রিপুদের বিনাশকারী পবিত্রকারক হে পরাজ্ঞানসমূহ! আপনার সত্যের (অথবা সৎকর্মের) উৎপত্তিস্থান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুনাশক পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক সর্বদর্শী সোমরস! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন করো।'—মন্ত্রের মধ্যে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নেই। ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসকে জোর ক'রে টেনে আনা হয়েছে। মন্ত্রের প্রত্যেকটি পদই জ্ঞানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারবৃন্দ সোমরসকে অধ্যাহার করেছেন।—মন্ত্রের একটি পদ 'অরাব্ণঃ' এবং তার সাথে সংযুক্ত অন্য পদ 'অপঘ্নন্তোঃ'। এই দু'টি পদের ভাষ্যার্থ—'যে সকল যজমান (অবশ্য পুরোহিত বা ঋত্বিককে) দান করেন না, তাঁদের বিনাশকারী।' এই পদের এই প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে প্রাচীন ভারতের একটি চিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা দেখা যায়। এই চিত্রাঙ্কণকারী ব্যক্তিরা বলেন—'যজ্ঞ ইত্যাদি কার্যে জীবিকা নির্বাহকারী পুরোহিতশ্রেণীর তুষ্টি-বিধানের জন্য ধনী যজমানগণ সদা তৎপর থাকতেন। যজমানেরা তাঁদের ভয়ে তটস্থ থাকতেন। কিন্তু তথাপি এমন অনেক লোক ছিল, যারা দারিদ্র্যবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে পুরোহিতকে অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারত না। তাদের শাসন অথবা ভয় প্রদর্শন করবার জন্যই নাকি এই দুই পদের সৃষ্টি। সাধারণ ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা মন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই ভয় প্রদর্শন অনেক বেশী কার্যকরী হবার কথা। তাই নাকি মন্ত্রে বলা হয়েছে 'অরাব্ণঃ অপঘ্নন্তোঃ'—অদাতা যজমানকে বিনাশকারী।' একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় যে,—মূলে মাত্র আছে 'অরাব্ণঃ' অর্থাৎ 'হিংসক'। তা থেকেই ব্যাখ্যাকারবৃন্দ একেবারে যজমানকে টেনে এনে কি পরিমাণ অনর্থের সৃষ্টি করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। —'ঋত' শব্দে সত্য ও সৎকর্ম বোঝায়]।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া।
ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥১॥
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ।
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥২॥
মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্মা বিপশ্চিৎ।
সোমো গৌরী অধিশ্রিতঃ ॥৩॥
দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যা বারে মহীয়তে।
সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ ॥৪॥
যঃ সোমঃ কলশেষ্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ।
তমিন্দুঃ পরি ষস্বজে ॥৫॥
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
জিন্বন্ কোশং মধুশ্চুতম্ ॥৬॥
নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধেনামন্তঃ সবর্দুঘাম্।
হিন্বানো মানুষা যুজা ॥৭॥
আ পবমান ধারয়া রয়িং সহস্রবর্চসম।
অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্ ॥৮॥
অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রঃ স ধারয়া সুতঃ।
সোমো হিন্বে পরাবতি ॥৯॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—পবিত্র অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সত্যজ্ঞানের ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখার মর্ম এই যে,—যজ্ঞের জন্য যজ্ঞগৃহে সোমরস প্রস্তুত হচ্ছে। কার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? ব্যাখ্যাকার বলছেন—'ইন্দ্রায়' ; ইন্দ্রের জন্য। ইন্দ্র উপভোগ করবেন ব'লে।—আমরা 'ইন্দ্রায়' পদের অর্থ করেছি 'ভগবৎপ্রাপ্তিয়ে'। ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, তা না হ'লে অমৃতত্বলাভ আদৌ সম্ভব হ'তে পারে না—এটাই মন্ত্রের মূল ভাব]।

৪/২—স্নেহপরায়ণা ধেনুগণ যেমন প্রেমের সাথে তাদের বৎসের প্রতি শব্দ করে, তেমনভাবে জ্ঞানী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। প্রার্থনার ভাব

এই যে,—জ্ঞানী সাধকবৃন্দ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন)। [ভূমানন্দের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সৎ-মানুষের মনে সর্বদাই ক্রিয়া করছে। কিন্তু কোথায় এবং কেমনভাবে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে, তা জানতে না পেরে অশান্তি ভোগ করে। যখন সে সেই চিরবাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পায়, তখন তার আর দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান থাকে না ; আকুল হয়ে সে সেই বস্তু লাভ করবার জন্য ছোটে ;—নিজের হৃদয়ের ও মনের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে তাঁর দিকে প্রেরণ করে। হৃদয়ের এই ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশিত হয়েছে একটি উপমায়। সেটি এই—'ধেনবঃ ন বৎসং']।

৪/৩—পরমানন্দদায়ক ভক্তিরসের স্রাবয়িতা শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্মে অধিষ্ঠিত থাকে। অপিচ, উর্মিমালা যেমন সিন্ধুহৃদয়ে আশ্রিত থাকে ; তেমনই সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলের প্রজ্ঞাপক সেই শুদ্ধসত্ত্ব গিরির ন্যায় স্থির অবিচলিত অথবা জ্ঞান-প্রদীপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় অথবা সেই হৃদয়কে আশ্রয় ক'রে বিদ্যমান থাকে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয় ; এবং স্থির অবিচলিত ভক্তের হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের আধারস্বরূপ)। ['সিন্ধোঃ উর্মাঃ' উপমায় এক উচ্চভাবের দ্যোতনা করে। উর্মিমালা অর্থাৎ ঢেউ যেমন সমুদ্রের বক্ষে উত্থিত হয়ে সিন্ধুতেই লয়প্রাপ্ত হয় ; আবার উর্মি যেমন সিন্ধুরই অংশীভূত, তেমনই শুদ্ধসত্ত্ব সৎ-ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই উত্থিত হয় ; এবং সেই হৃদয়েই আশ্রয় গ্রহণ করে। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব সেই সৎ-ভাবপূর্ণ হৃদয়েই অংশীভূত। 'গৌরী' পদের ভাষ্যানুযায়ী অর্থ—'মাধ্যমিকায় বাচি'। আমরা 'গিরি' শব্দ থেকে অপত্যার্থে 'গৌরী' পদ নিষ্পন্ন ক'রি। আবার 'গৌরী' পদে জ্ঞানদীপ্তিও বোঝাতে পারে। এমনভাবেই 'গৌরী' পদের 'জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে'—এই দ্বিতীয় ভাবটি পাওয়া যায়]।

৪/৪—বুদ্ধিমান্ সৎকর্মসাধক জ্ঞানী যে সাধক তাঁর (অর্থাৎ সেই সাধকের) দ্বারা দ্যুলোকের মূলীভূত, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে অবস্থিত, অর্থাৎ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব পূজিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধক জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [ভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যাকার বলছেন—সোমরস (মদ্য) সুকর্মা, কবি ও বিচক্ষণ ; তিনি অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন। মাদক-দ্রব্যের এতসব গুণ!—অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৪/৫—যে সত্ত্বভাব সর্বলোকের হৃদয়ে বর্তমান আছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধীকৃত হয়ে পবিত্র হৃদয়-মধ্যে অধিষ্ঠিত হয় ; ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব সমন্বিত পবিত্র সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হন)।

৪/৬—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্থানে অর্থাৎ ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করে ; সেই শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে এবং ভগবানের আরাধনার দ্বারা সাধকেরা অমৃতত্ব লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি অদ্ভুত ব্যাখ্যা—'সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত ক'রে অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন।' ভাষ্যকার 'ইন্দুঃ' পদে ধাতু-অর্থের অনুসরণে 'ক্লেদনবান্' অর্থ গ্রহণ করেছেন। অথচ ঠিক এর পূর্ববর্তী মন্ত্রে এই পদে অর্থ করা হয়েছে 'সোমদেব বা চন্দ্র'। সেখানে 'সোম' ও 'ইন্দুঃ' আবার দুই পৃথক সত্তা। অন্যত্র আবার 'ইন্দুঃ' পদের 'সোম' অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে,—'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে তাঁর মনেও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ; তাই তিনি বিভিন্নস্থলে বিভিন্নরকম অর্থ অধ্যাহার করেছেন]।

৪/৭—নিত্যকাল আরাধিত পরম-জ্যোতির্ময় পরম-দেব অমৃতদায়ক জ্ঞান প্রদান ক'রে মানুষের দ্বারা আরাধিত হয়ে তাঁদের মধ্যে—হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব—সাধকেরা

ঐকান্তিক আরাধনার দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করেন)। ['বনস্পতি' পদের অর্থ 'বনানাং পতি'। 'বন' শব্দ-জ্যোতিঃ বাচক। জ্যোতিঃর অধিপতি সেই পরমদেবতাকেই 'বনস্পতি' পদে লক্ষ্য করে। তিনিই নিত্য আরাধিত। ভাষ্যকার অর্থ করেছেন—'সোম'। কিন্তু মন্ত্রটি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এখানে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে]।

৪/৮—পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের পরম-জ্যোতির্ময় পরম-আশ্রয়দায়ক পরম-ধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মোক্ষদায়ক পরমধন লাভ ক'রি)। [সাধক জানেন, এই পার্থিব যা কিছু, তা একদিন ছাড়তেই হবে, মানুষকে একদিন সেই চরম-আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হ'তেই হবে। যে স্থান থেকে কখনও ভ্রষ্ট হ'তে হবে না, যে আশ্রয় থেকে পতনের সম্ভাবনা নেই, সেই পরম-আশ্রয়ের সন্ধানেই সাধক আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ অতৃপ্ত ; তার অতৃপ্তির কারণ—অপূর্ণতা। এই অপূর্ণতার ধারণাই মানুষকে পূর্ণত্ব সম্বন্ধেও সজাগ ক'রে তোলে। এই ধারণাই সাধকের মনে পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে দেয়। সব অসার অস্থায়ীর পরিবর্তে, তাই তিনি স্থায়ী নিত্য বাসস্থানের (পরম-আশ্রয়ের) জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন]।

৪/৯—সৎকর্মসাধন-শক্তিদাতা জ্ঞানী পবিত্র প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে অবস্থিত হয়ে প্রভূত-পরিমাণে দ্যুলোকের প্রিয়ধন অর্থাৎ পরমধন সাধককে লক্ষ্য ক'রে প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'কবি সোম দ্যুলোক হ'তে প্রেরিত হয়ে ধারারূপে মেধাবীগণের প্রিয়স্থানে গমন করেন।' ভাষ্যানুসারী এই বঙ্গানুবাদটি অনেকটা আমাদেরই মতকে সমর্থন করছে। সোমরস মাদক-দ্রব্য হ'লেও তা দ্যুলোকবাসী অর্থাৎ স্বর্গ থেকে তা প্রেরিত হচ্ছে। সুতরাং মাদক-দ্রব্য হ'লে তা কেমন ক'রে স্বর্গীয় বস্তু হ'তে পারে? সুতরাং এইবারে ব্যাখ্যাকারের মত অনুসরণ করেই আমরা মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই যে, 'সোম' নামে বেদমন্ত্রের মধ্যে আমরা যার পরিচয় পাই, বেদে যার বহুরকম মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে, তা ভাগবতী-শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়]।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ৫)

উৎ তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ।
বাণস্য চোদয়া পবিম্‌॥১॥
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ।
যদব্য এষি সানবি॥২॥
অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যাদ্রিভিঃ।
পবমানং মধুশ্চুতম্‌॥৩॥

আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে।
অর্কস্য যোনিমাসদম্॥৪॥
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ।
এন্দ্রস্য জঠরং বিশ॥৫॥

মন্ত্রার্থ—৫সূক্ত/১সাম—হে দেব! সমুদ্র-তরঙ্গের শব্দের ন্যায় অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ হ'তে শব্দ যেমন অহর্নিশ উদ্গত হয় তেমন ভাবে, আপনার আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান নিত্যকাল সাধক-হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; হে দেব! বীণাতন্ত্রের শব্দতুল্য মধুর শব্দ অর্থাৎ পরাজ্ঞান আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভ করেন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রটি একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতেও মন্ত্রের ভাব পরিষ্কার হয়নি, বরং দু'এক স্থলে মূল ভাবের বিপর্যয় ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের মতো তোমার ধারা বহমান হচ্ছে। যেমন ধনুর্গুণ থেকে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তেমন শব্দ ছাড়তে থাকে।' এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোম প্রস্তুত প্রণালীর একটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই ধারণা নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মূলে আছে—'স্বনঃ', তার অর্থ 'ধ্বনি' 'শব্দ'। ভাষ্যকারও ঐ অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'সিন্ধোর ঊর্মে স্বনঃ ইব' পদগুলির অর্থ হয়,—সমুদ্রতরঙ্গের শব্দের ন্যায়'। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'স্বনঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে 'বেগ'। 'তোমার ধারা' ব্যাখ্যার মধ্যে কোথা থেকে এল, মোটেই বোঝা যায় না। ধারাদ্যোতক কোন শব্দই মন্ত্রের মধ্যে নেই। 'বাণস্য' পদের অর্থ ধনুর্বাণ কেন, বীণাযন্ত্রও তো হ'তে পারে। বরং 'বীণা' অর্থ গ্রহণ করলে ঐ উপমার দ্বারা পরাজ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হয়। সঙ্গীত মানুষের অতি প্রিয় জিনিষ। শুধু মানুষ কেন, পশু-পক্ষীগণ ও ভীষণ হিংস্র জন্তু পর্যন্ত এই সঙ্গীতের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে তাদের হিংস্রভাব পরিত্যাগ করে। যন্ত্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বীণা। পরাজ্ঞানকে সেই বীণা-শব্দের মতো মধুর বলা হয়েছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র মোক্ষসাধক তা নয়, এটি আনন্দদায়কও বটে; মন্ত্রে তা-ই প্রখ্যাপিত হয়েছে]।

৫/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন বিশুদ্ধ নিত্য-জ্ঞানপ্রবাহে আপনি মিলিত হন, তখন আপনার জন্ম হ'লে সৎকর্মসাধকগণের বেদ-অনুসারিণী প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হ'লে সাধকেরা ভগবৎপরায়ণ হন)। [যখন জ্ঞানের সাথে শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয়, তখন মানুষের জীবনে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্তন আসে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের মিলনে যে অপূর্ব বস্তু প্রস্তুত হয়, যে নূতন শক্তি জন্মলাভ করে—সেই শক্তিই এই পরিবর্তনের মূলে আছে। 'প্রসবে' পদে এই নূতন শক্তির জন্মবার্তাই ঘোষিত হচ্ছে। এই মিলনে মানুষ অপূর্ব দেবভাবে বিভোর হয়ে ভগবানের আরাধনায় রত হয়]।

৫/৩—সাধকগণ পাষাণ-কঠোর সাধনের দ্বারা নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের সাথে দেবতাদের প্রীতিজনক, পাপহারক, অমৃতপ্রাপক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা কঠোর সাধনের দ্বারা অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রটি সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর একটি বর্ণনামাত্রে খ্যাপিত হয়েছে। কিন্তু মূলমন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নেই]।

৫/৪—পরমানন্দদায়ক জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়কে পবিত্র ক'রে ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; এবং জ্যোতিঃর উৎপত্তিনিলয়কে—পরাজ্ঞানকে প্রাপ্ত হোন অর্থাৎ পরাজ্ঞানের সাথে মিলিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [প্রচলিত একাধিক ব্যাখ্যায় অবাঞ্ছিতভাবে বহু কল্পিত শব্দ টেনে এনে এই মন্ত্রকে সোম-দ্যোতক ক'রে তোলা হয়েছে]।

৫/৫—পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত আপনি আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; তারপর ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে তার প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [এই মন্ত্রটির দু'একটি পদের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা 'এন্দ্রস্য জঠরং বিশ' এবং 'ইন্দ্র ইন্দ্রায় পীতয়ে'। প্রথম পাঠভেদে তো সোমরসকে সোজাসোজি ইন্দ্রদেবের উদরে প্রবেশ করবার জন্য বলা হয়েছে, দ্বিতীয় পাঠেও প্রায় তা-ই। যাঁরা বেদে সোমরস নামক মাদকের উল্লেখ আছে ব'লে মত প্রকাশ করেন, তাঁরা তো বলবেন—'ঐ তো বেদে একেবারে উদরে প্রবেশ করবার জন্য সোমরসকে বলা হচ্ছে। সুতরাং ইন্দ্রদেব যে সোমরস পান করতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যেন সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুতের প্রণালীই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'অক্তুভিঃ' পদে 'জ্যোতিদায়কৈঃ' ; 'গোভিঃ' পদে 'গোর্বিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ' অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ 'গো থেকে উৎপন্ন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি'-র পরিবর্তে ('গো'—জ্ঞানকিরণ) 'জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণের সাথে'—ইত্যাদি অর্থ ধরলে মন্ত্র-ব্যাখ্যা সুসংগত হয়]।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ৬)

অয়া বীতী পরিস্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা
অবাহন্নবতীর্নব॥১॥
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্।
অধ ত্যং তুর্বশং যদুম্॥২॥
পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্ গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ।
ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ॥৩॥

(সূক্ত ৭)

অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥১॥

মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ
রাস্বেন্দো বীরবদ্ যশঃ ॥২॥
ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্।
যৎপুনানো মখস্যসে ॥৩॥

(সূক্ত ৮)

অযা পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ।
হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥১॥
অযুক্ত সুর এতশং পবমানো মনাবধি।
অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥২॥
উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে।
ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—৬সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'নবতীর্নব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শম্বরপুরীর উল্লেখ করেছেন। অন্য এক ব্যাখ্যাকার এই পদের 'মেঘ, উদক, বল' অর্থ করেছেন। কেউ আবার ঐতিহাসিকদের মত অনুসারে শম্বর নামে দৈত্য-বিশেষের উল্লেখও করেছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টেনে আনবার কোনই সার্থকতা নেই। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন' পদদু'টিতে অসংখ্য শত্রুর বিনাশ বোঝায়। চারিদিকে অংসংখ্য শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টা করে। সেই রিপুদের জয় ক'রে মোক্ষপথে অগ্রসর হ'তে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হ'লে এইসব রিপুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হয়েছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা হয়নি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৩দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৬/২—হে ভগবন্! আপনি সত্যকর্মী ভগবৎ-আরাধনাপরায়ণ ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ তাঁর মুক্তিলাভের জন্য, প্রসিদ্ধ প্রবল রিপু এবং জ্ঞানভক্তি-বিনাশক রিপুসমূহকে মুহূর্তমধ্যে (সর্বদা) বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকদের রিপুনাশ করেন)। [যে কোন কারণেই মানুষ ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হোক না কেন, তা মঙ্গলপ্রদ হবেই। সৎকার্যের সাধনে মঙ্গল, কল্যাণলাভ হবেই। কখনও তার অন্যথা হয় না। ভগবান্ নিজে তাঁর ভক্তকে রক্ষা ক'রে থাকেন, নিজে তাকে হাতে ধরে ক্রোড়ে তুলে নেন। এই সত্যটিই বর্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিধৃত হয়েছে]।

৬/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! ব্যাপক জ্ঞানদায়ক আপনি আমাদের জ্ঞানযুত, প্রভূতপরিমাণ, পরমধনযুক্ত পরাজ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্

কৃপাপূর্বক আমাদের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞান-যুত পরমধন প্রদান করুন)। ['অশ্ববিৎ'—ব্যাপকজ্ঞানদায়ক। 'গোমৎ'—জ্ঞানযুত। 'সহস্রিণঃ'—প্রভূতপরিমাণ। 'হিরণ্যবৎ'—হিরণ্যযুত, পরমধনযুত। 'অশ্ব্যং'—ব্যাপকজ্ঞান, পরাজ্ঞান। 'ইষঃ'—সিদ্ধি। 'ইন্দো'—হে শুদ্ধসত্ত্ব]।

৭/১—হিংসক শত্রুদের বিনাশ ক'রে, লোভ-মোহ ইত্যাদি অপসরণ ক'রে সত্ত্বভাব সাধকদের হৃদয়ে উপজিত হয়; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎ-পদ প্রাপ্ত হয়)। ['অপঘ্নন্' পদের অর্থে 'লোভমোহ ইত্যাদি রিপু' গৃহীত]। [ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৪দ-১৪সা) মন্ত্রটি দ্রষ্টব্য]।

৭/২—পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের মহান্ পরমধন প্রদান করুন। আমাদের রিপুদের বিনাশ করুন; এবং আমাদের আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম-সাধনশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এটির ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় রিপুজয়ী হয়ে আত্মশক্তিযুত পরমধন লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হয়েছে তা একটি অনুবাদ থেকে উপলব্ধ হবে। অনুবাদটি এই,—'হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদের দাও; হিংসকদের ধ্বংস করো; আমাদের ধন, জন এবং যশ বিতরণ করো।' অথচ সঙ্গত অর্থের বিচারে মন্ত্রের প্রথম অংশ 'ন মহঃ রায়ঃ আভরঃ'—আমাদের মহৎ পরমধন প্রদান করুন; দ্বিতীয় অংশ 'মৃধঃ জহী'—আমাদের রিপুদের বিনাশ করুন; তৃতীয় অংশ 'বীরবৎ যশঃ রাস্ব'—আত্মশক্তিযুত সৎকর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করুন]।

৭/৩—হে দেব! যখন পবিত্রকারক আপনি সাধকদের পরমধন দান করতে ইচ্ছা করেন, তখন পরমধনদানেচ্ছুক আপনাকে বহুরিপুও বারণ করতে সমর্থ হয় না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরম শক্তিমান্ ভগবান্ সকল রিপুকে বারণ ক'রে সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। [ভগবান্ যখন মানুষের প্রতি কৃপা-পরায়ণ হন, তখন কোন বিরুদ্ধশক্তিই মানুষকে মোক্ষমার্গ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। ভগবৎশক্তির কাছে সকলের সকল শক্তিই প্রতিহত হয়। সাধক অনায়াসেই ভগবানের কৃপায় আপন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে সমর্থ হন]।

৮/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যবর্গের হিতজনক অমৃতসম্বন্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত করো, সেই প্রবাহের সাথে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উপজিত হোক)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৩দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২—মোক্ষমার্গে গমন করবার জন্য পবিত্রকারক দেব জ্ঞানদেবের ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক, মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞানকে মানুষের হৃদয়ে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সাধকেরা মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। ['সূরঃ' অর্থে সূর্যের বা জ্ঞানদেবের]।

৮/৩—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন; অপিচ, সাধকদের ঊর্ধ্বগমনের জন্য প্রসিদ্ধ পাপহারক সৎ-বৃত্তিনিবহকে জ্ঞানযুত সৎকর্মে সংযোজিত করেন। (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকবর্গ পরাজ্ঞানযুত সৎকর্ম-সাধন-শক্তি লাভ করেন)। [প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদ—'অপিচ, সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করছেন।' ব্যাখ্যা, মন্ত্রের ভাবও প্রকাশ করছে না, এবং ভাষ্যের অর্থের সাথেও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি]।

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ৯)

অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।
যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপূর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ॥১॥
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্ যদা মহঃ সংবরণাদ্ ব্যস্থাৎ।
আদস্য বাতো অনুবাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি॥২॥
উদ্‌যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ অচ্ছা।
দ্যামুরুষো ধূম এষি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্॥৩॥

(সূক্ত ১০)

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥১॥
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলং হিতঃ।
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ॥২॥
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ স বলো অনুপচ্যুতঃ।
ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা জ্ঞানতেজের সাথে মিলিত হও ; যে জ্ঞানদেব মানুষের মধ্যে ধ্রুবতারারূপে বর্তমান আছেন, যিনি সত্যপ্রাপক, পরম তেজঃ-সম্পন্ন, অমৃতময়-শক্তিযুক্ত, পবিত্রকারক, সেই আরাধনীয় জ্ঞানদেবকে সৎকর্মের সাধনে দূত করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মের সাধনে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই)। [মন্ত্রে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হয়েছে। সকল কর্মে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের জন্য আত্ম-উদ্বোধনা রয়েছে। জ্ঞান কেমন? তিনি 'ঋতাবা'—সত্যপ্রাপক। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যলাভ করতে পারে। সত্য কি? ভগবান্। তিনি সত্যস্বরূপ-সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। জ্ঞান 'তপূর্মূর্ধা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, পরম তেজঃসম্পন্ন। জ্ঞান হৃদয়ে এলে হৃদয় থেকে পাপ-অন্ধকার তিরোহিত হয়, জ্ঞানাগ্নিতে পাপের আবর্জনা দগ্ধ হয়ে যায়। সেই জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত থেকে তাকে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি চালনা করে। তাই 'অধ্বরে দূতং কৃণুধ্বং'—জীবনের প্রত্যেক সৎকর্মে জ্ঞানকে দূতরূপে গ্রহণ করো]।

৯/২—যখন পরমদেব ঘনকৃষ্ণ বিপর্যস্ত অজ্ঞান-আবরণ হ'তে অশ্বের ন্যায় শীঘ্রবেগে আশু জ্ঞান প্রদান ক'রে সাধককে রক্ষা করেন, তখন সাধকের অন্ধকারময় মার্গ ভগবানের অনুক্রমে পরিচালিত

হয় ; হে দেব! আপনার জ্যোতিঃ অধঃপতিত জনের উপরেও বর্তমান আছে। (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্বক জ্ঞান দান ক'রে সাধককে মোক্ষের পথে পরিচালিত করেন)। [মন্ত্রের শেষাংশ ভগবানকে সাক্ষাৎ সম্বোধন ক'রে উক্ত হয়েছে। তাতে ভগবানের মহিমাই ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি অধঃপতিত জনেরও পরম বন্ধু। তাঁর হৃদয় হীনপতিত জনের দুঃখে বিগলিত হয়। তাঁর যে দিব্যজ্যোতিঃ, তা কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জন্যই নয়, পাপী-তাপী দুর্বল হীন পতিত সবই তাতে একদিন না একদিন পতিত হবে। তাঁর অপার করুণা সর্বত্রই বর্তমান আছে।—কিন্তু এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে—যদি তিনি পাপীর প্রতিও সমান স্নেহশীল তবে পাপীর শাস্তি বিধান করেন কেন? উত্তর এই যে, শাস্তিও তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর করুণার দান। তিনি শাস্তি বিধান করেন বলেই পাপী পাপপথ পরিত্যাগ করে ; পুণ্যের পথে, সৎকর্মের পথে প্রত্যাবর্তন করে। আর তখন সেই হীন পাপীও সাধনসিদ্ধের মতো ঈশ্বরের দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃ লাভ করে]।

৯/৩—হে জ্ঞানদেব! সাধকের হৃদয়ে নব প্রাদুর্ভূত অভীষ্টবর্ষক যে আপনার নিত্য, ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানতার নাশক সৎকর্মে দূতস্বরূপ জ্যোতির্ময় সেই আপনি দ্যুলোকের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করেন ; হে জ্ঞানদেব! আপনিই দেবভাবগুলিকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানীরা ভগবৎপরায়ণ হন ; জ্ঞানের দ্বারা লোক ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়)। [মন্ত্রের 'নবজাতস্য' পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানকে এখানে 'নবজাত' বলা হয়েছে। জ্ঞান তো চিরপুরাতন, অনন্ত, তবে তা নবজাত হলো কিভাবে? হয়। পৃথিবী তো পুরাতন, তার সবকিছুই তো পুরাতন, তবু আজ যে নতুন অতিথি পৃথিবীতে এল, তার কাছে তো সবই নতুন। এ-সবের কোন কিছুরই সাথে তো তার পরিচয় নেই। নতুন কোন দেশে কেউ ভ্রমণ করতে গেলে, সেখানকার সব পুরাতনই তো তার চোখে নতুন ব'লে মনে হবে। ঠিক তেমনভাবেই জ্ঞান নিত্য, প্রাচীন হলেও ব্যক্তিবিশেষের কাছে (অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে এই প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হলো—তাঁর কাছে) তো তা নতুন]।

১০/১—হে আমার মন! আত্ম-উদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্ট-পূরক হোন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশক সেই ভগবান্ আমাদের পূজায় পরিতৃপ্ত হয়ে আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-১দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২—প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা সাধকদের পরমধন দান করবার জন্য আরাধনীয় হন ; সর্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকদের আত্মশক্তিতে বর্তমান থাকেন ; জ্যোতির্ময়, প্রার্থনীয় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন ; জ্যোর্তিময় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হন)।

১০/৩—বজ্রতুল্য অর্থাৎ কঠোর-রিপুনাশক রক্ষাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী, অপরাজেয়, মহাতেজস্বী, অজাতশত্রু সেই পরমদেবতা প্রার্থনার দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের পরমধন দান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক হলেও এর মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যও বর্ণিত আছে। তিনি 'সবলঃ' অর্থাৎ পরমবলশালী। 'বজ্রঃ ন' উপমার লক্ষ্যস্থল 'সবলঃ' পদ। সুতরাং পূর্ণ উপমা হলো—রিপুনাশক রক্ষাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী। এই উপমার দ্বারা ভগবানের রিপুনাসিকা শক্তির প্রতিও ইঙ্গিত আছে। তিনি

'অনপচ্যুতঃ'—অপরাজেয়। শুধু অপরাজেয় নন—তিনি অজাতশত্রুও বটেন। তাঁর নিজের শত্রু না থাকলেও, বিশ্ববাসীর মোক্ষপথের অন্তরায় দূর করতে হ'লে তাঁকে রক্ষাস্ত্র ধারণ করতেই হয়। তাই তাঁকে 'বজ্রী'—রক্ষাস্ত্রধারী বলা হয়]।

●

সপ্তম খণ্ড

(সূক্ত ১১)

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়।
পুনাহীন্দ্রায় পাতবে॥১॥
তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যাশত।
পবমানস্য মরুতঃ॥২॥
দিবঃ পীযূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
সুনোতা মধুমত্তমম্॥

(সূক্ত ১২)

ধর্তাঃ দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা॥১॥
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্বঃ সিষাসন্ রথিরো গবিষ্টিষু।
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষীভিঃ॥২॥
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরে ষ্বা বিশ।
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া নো বাজাঁ উপ মাহি শশ্বতঃ॥৩॥

(সূক্ত ১৩)

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্ বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরু নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে॥১॥
যদ্ বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।
কাণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি॥২॥

(সূক্ত ১৪)

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবান্‌ৎসোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ॥১॥
তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোদকামং হি তে মনঃ॥২॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম—সৎকর্মে নিয়োজিত হে আমার মন! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়-রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত করো ; তারপর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবের প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সৎ-ভাবের প্রভাবে সৎকর্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। অথবা—সৎকর্ম-সাধন-সমর্থ হে আমার মন! কঠোর সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র ক'রে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও ; বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপঃ-পরায়ণ হই)। [মনই কর্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সমস্ত কার্য নির্বাহ ক'রি বটে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই দু'রকম অন্বয়েই 'অধ্বর্যো' পদে 'সৎকর্মসাধনসমর্থ হে মনঃ!' অর্থ গৃহীত হয়েছে ; কারণ মনই সৎকর্মের বা অসৎকর্মের সম্পাদক। সৎকর্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম ক'রে সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কঠোর বা কষ্টকর। বজ্রের চেয়েও কঠোর হৃদয় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হ'লে এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে 'কঠোরসৎকর্মসাধনৈঃ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৪দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকরূপী দেবগণ (মরুতঃ) এবং সকল দেবতা (ত্যে দেবাঃ) আত্মশক্তিধারক পবিত্রকারক আপনার অমৃত গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের সাথে সকল দেবভাব মিলিত হয়)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে যেন একটা নিমন্ত্রণ-ভোজের চিত্র পাওয়া যায়। সোমরসকে পানের উপযোগী ক'রে প্রস্তুত করা হয়েছে ; এবং তার সাথে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও আছে। সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাঁরা এসে সোমরস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের চারদিকে ঘিরে রয়েছেন। এটাই হলো প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে অতীত ভারতের চিত্রাঙ্কনকারী ব্যক্তিগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে দেবতাগণ এসে সোম পান করতেন না। এটি মন্ত্র-রচয়িতাদের নিজেদের চিত্র মাত্র। তখন ভারতে সোমরসের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল, তাই যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মে অঢেল সোমপান করা হতো এবং প্রিয়বস্তু হিসাবে দেবতাদেরও তা নিবেদন করা হতো। পশুবলি ইত্যাদিও এমনই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘটনা।—'সোম' অর্থে 'সোমরস' নামক মাদক-দ্রব্য ধরেই এইসব ব্যাখ্যা ও ইতিবৃত্তিকা। 'সোম'-কে সঙ্গত অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্ব' ধরলে বোঝা যায়—মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তার অন্তরস্থিত সুপ্ত দেবভাবসমূহ জাগরিত হয়ে ওঠে, তার ফলে সাধক দেবত্ব প্রাপ্ত হন। বিবেক জাগরিত হয়, মানুষ বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে দেবভাব মিলিত হয়ে সাধককে ভগবানের সমীপে নিয়ে যায়—এটাই বর্তমান মন্ত্রের মর্মার্থ। দেবগণ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত ভক্ষণ করেন, গ্রহণ করেন, তার অর্থ এই যে,—তাঁরা মানুষের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই প্রীতিলাভ করেন, এটাই ভগবৎ-আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 'কর্মণি ষষ্ঠী' এই নিয়ম অনুসারে 'মধোঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত 'অমৃতং' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।

১১/৩—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ, মাধুর্যোপেত, অমৃতস্বরূপ, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক।

ভাব এই যে,—আমরা ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যেন আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ—ভগবানের আরাধনার যোগ্য—ক'রে তুলতে পারি)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গবাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় ; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন করো।' এতে যে মন্ত্রের ভাব-বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ন'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'বৈরূপম্', 'আশুভার্গবম্', 'সৌমিত্রম্', 'মার্গীয়বম্', 'ঐটতম্', 'ধুরাসাকমশ্বম্', 'বিলম্বসৌপর্ণম্', 'সৌপবর্ণম্' এবং 'রোহিতকুলীয়োত্তরম']।

১২/১—সকলের ধারণকর্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদের শক্তিদায়ক, সাধকদের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকদের প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি) ; সৎকর্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে, তেমনই মনুষ্যগণের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে পাপহারক সত্ত্বভাবই আপনা-আপনিই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৯দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১২/২—বীর ব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ধারণ করেন, তেমনই স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্মসাধকের জ্ঞানে বর্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয়ের দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন ; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অমৃতকামী সৎকর্মসাধকের দ্বারা উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে সম্মিলিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকেরা রিপুজয়ী হন, তাঁরা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'ইনি (সোমরস) বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্রধারণ করেন ; ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ ; ইনি গাভী উপার্জনব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য করেন ; ইনি ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি ক'রে তাকে পাঠিয়ে দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সাথে মিলিত হন।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১২/৩—আমাদের হৃদয়স্থিত, পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি প্রভূত-পরিমাণে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হোন ; বিদ্যুৎ যেমন মেঘ হ'তে দীপ্তি আহরণ করে, তেমনই আপনি আমাদের জন্য দ্যুলোক ও ভূলোক হ'তে অমৃত আহরণ করুন ; অনুগ্রহ বুদ্ধির দ্বারা আমাদের প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যেন অমৃত প্রাপ্ত হই—ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হই)। [সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তি। আত্মশক্তি মানুষের হৃদয়েরই সামগ্রী, তা হৃদয়েই উপজিত হয়। তবে এই আত্মশক্তি অন্যের কাছ থেকে (শুদ্ধসত্ত্বের কাছ থেকে) চাওয়া হচ্ছে কেন? একটু বিবেচনা ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, আত্মশক্তি বাহির থেকে প্রদান করবার জন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা হয়নি। নিজের অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, উদ্বুদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বের কাছে অর্থাৎ অন্তরস্থায়ী ভগবৎশক্তির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। সেই প্রার্থনার মর্ম হলো এই যে, আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করতে পারি, ভগবান্ আমাদের মধ্যে যে শক্তিবীজ দিয়েছেন, তাকে যেন বিকশিত ক'রে আমরা পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হ'তে পারি। তাঁর দেওয়া শক্তিবলে যেন তাঁরই চরণে উপনীত হ'তে পারি। তিনি তো আমাদের সমস্তই দিয়েছেন, কেবল তার সৎ-ব্যবহার করা চাই, সৎ-ব্যবহার করতে জানা চাই]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'উদ্বত্তার্গবম্', 'কাবম্', 'যজ্ঞায়জ্ঞীয়ম্', 'শাকরম্', 'বাসিষ্ঠম্' এবং 'বায়োর্মাভিক্রন্দণং']।

১৩/১—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্বত্র নেতা মানুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হন; তথাপি ঐকান্তিকতার সাথে সৎকর্মের দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হ'লে, আপনি সাধকের হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্য আবরকরূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্মের প্রভাবে ভগবানে আশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুরিমর্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন। (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হন, তথাপি ভগবান্ সৎকর্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুর কবল থেকে উদ্ধার করেন)। অথবা—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! সর্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সাথে সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্মের প্রভাবে ভগবানে আশ্রয়প্রাপ্ত জনের হিতের নিমিত্ত আপনি তাঁর রিপুবিমর্দক হয়ে থাকেন। (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হলেও ভগবান্ সৎকর্মে অন্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুর কবল থেকে উদ্ধার করেন)। [ভগবান্ সমদর্শী, তাঁর দানে পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে সকলেই তাঁর দান গ্রহণের উপযুক্ত হ'তে পারে না। সৎকর্ম সাধনের দ্বারা হৃদয় নির্মল ও প্রশস্ত হ'লে ভগবানের করুণা ধারণ করবার শক্তি জন্মায়। আমরা অসৎকর্মে অসৎ-চিন্তায় নিজের শক্তি ক্ষয় ক'রি, আর তার ফলভোগ করবার সময় দোষ দিয়ে থাকি ভগবানের। নিজের দোষ, নিজের খনন করা গর্তে পড়ি, আর নিজের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করবার জন্যই যেন ব'লি—দোষ ভগবানের। তত্ত্বদর্শী ঋষি সত্য দর্শন করেন, তাই ভগবানের মহিমা—তাঁর নিরপেক্ষতা জগৎকে জ্ঞাপন করেন—ভুল করো না মানুষ, ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হলেও 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যটি ভুলো না। সৎকর্মে সৎ-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করো। তুমিও ভগবানের কৃপা আত্মায় উপলব্ধি করতে পারবে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৫দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৩/২—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যদিও প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ময় উর্ধ্বগমনকারী ভগবৎকৃপাপ্রার্থিজনে আপনি আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হন, তথাপি হে ভগবন্! মোক্ষার্থী ক্ষুদ্রশক্তি জন প্রার্থনার দ্বারা আপনাকে আহ্বান করছে; কৃপাপূর্বক আপনি তাঁদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'হে ইন্দ্র! যদিও তুমি রুম, রুমশ, শ্যাবক ও কৃপের সাথে হৃষ্ট হয়ে থাকো; স্তোত্রবাহক কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্রপ্রদান করছে, তুমি আগমন করো।' অনুবাদকার ভাষ্যকারের অনুকরণে 'রুমে' প্রভৃতি পদে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ 'রুম' প্রভৃতি নামধারী কয়েকজন লোক যেন ইন্দ্রকে আরাধনা করেন এবং ইন্দ্রও প্রীত হয়ে থাকেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, 'রুমে' প্রভৃতি পদে কোন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে না, এই পদগুলি সাধকের গুণাবলী প্রকাশ করছে মাত্র। যেমন, —'রুম' শব্দ রবকরার্থক কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন। তা থেকে ভাব আসে, যে শব্দ করে, ভগবানকে ডাকে, প্রার্থনা করে অর্থাৎ প্রার্থনাপরায়ণ। 'রুশমে' পদে দীপ্তি অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যিনি দীপ্তিমান জ্যোতির্ময়। সাধনার প্রভাবে সাধক যে জ্যোতিঃ তেজঃ লাভ করেন এখানে সেই জ্যোতিঃর উল্লেখ আছে। তাই ঐ পদে 'দীপ্তিমতি', 'জ্যোতির্ময়ে' অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'শ্যাবক' শব্দ গমনার্থক 'শ্যৈ'-ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যিনি উর্ধ্বগমন করেন, উর্ধ্বগমনকারী। তাই সপ্তমান্ত ঐ পদে উর্ধ্বগমনকারিনি অর্থই সঙ্গত হয়েছে। 'কৃপে' পদের অর্থ—কৃপাপ্রার্থিজনে, যিনি ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁতে। সুতরাং ঐ পদগুলিতে একই ব্যক্তিকে, সাধককে, নির্দেশ করেছে। আর যদি ঐ পদগুলিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝাত, তাহলে বহুবচন ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ঐগুলিতে এক ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে ব'লেই একবচনই ব্যবহৃত হয়েছে]। [এই সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের গেয়গানের নাম—

'নৈপাতিথম্']।

১৪/১—বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা, আমাদের অভিমুখী হয়ে, আমাদের কর্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন ; এবং সর্বশক্তিমান্ শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন দেবতা আমাদের সৎকর্মসাধক ক'রে আমাদের সত্ত্বভাব প্রদান করবার জন্য আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমাদের সৎকর্ম-সহযুত প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-৬দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৪/২—বিশ্ববাসী জনসমূহ অর্থাৎ সকল লোক সেই স্বতন্ত্র, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ পরম দেবতাকেই প্রাপ্ত হোক ; অপিচ, হে দেব! শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; হে দেব! আপনার অন্তঃকরণ সাধকদের শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেচ্ছু অর্থাৎ আপনি মুক্তিদাতা। (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! মুক্তিদাতা আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সকল লোক আপনার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হোক)। [তিনভাগে বিভক্তব্য এই মন্ত্রের প্রথম দু'অংশে প্রার্থনা ও তৃতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপন আছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটে উঠেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বিশ্বপ্রেমের মূলে আছে—দার্শনিক জ্ঞান, বিশ্বের একত্বের ধারণা। বিশ্ব ভগবান্ থেকে এসেছে, এটি তাঁতে 'সূত্রে মণিগণা ইব' বিধৃত আছে। এর এক অংশকে পশ্চাতে ফেলে অন্য অংশের অগ্রসর হবার উপায় নেই। পশ্চাতের অংশ অন্য অংশকে পশ্চাতেই টানবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে যদি সত্যের, জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত না হয়, বিশ্ববাসীসকল যদি পবিত্র না হয়, তাহলে উন্নত অংশও পারিপার্শ্বিকতার চাপে অবনত হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। সুতরাং মোক্ষলাভ করতে হ'লে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সেই অবস্থা লাভের উপযোগী হওয়া চাই। আর্য ঋষিগণ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন সৃষ্টির সেই আদিমতম মুহূর্তেই এবং তাঁদের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রণালীর গুণে সমাজের সর্বস্তরেই এই জ্ঞান বিস্তৃত লাভ করেছিল]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্র গ্রথিত গেয়গানের নাম—'বৈয়শ্বম' ও 'বাশম্']।

●

অষ্টম খণ্ড

(সূক্ত ১৫)

পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।
বায়ুমা রোহ ধর্মণা॥১॥
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্।
ইন্দো সমুদ্রমা বিশ॥২॥
অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎ সোম মৎসরঃ।
নুদস্যাদেবয়ুং জনম্॥৩॥

(সূক্ত ১৬)

অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্॥১॥
বয়ং তে অস্য রাধসো বসোর্বসো পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে তে অধ্রিগো॥২॥
পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ॥৩॥

(সূক্ত ১৭)

পবস্ব সোম মহান্ৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভিধাম॥১॥
শুক্রঃ পবস্ব দেবভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ॥২॥
দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ পিযূষঃ সত্যে বিধর্মন্ বাজী পবস্ব॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৫সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদের হৃদয়ে উদ্ভূত হও ; অপিচ, তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দয়ময় ভগবানকে প্রাপ্ত হোক ; এবং তুমি বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাব লাভ ক রে তার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমের উল্লেখ আছে]।

১৫/২—পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন সম্যক্‌ভাবে আমাদের প্রদান করুন। হে আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব! আপনি অমৃতের সমুদ্রকে প্রাপ্ত হোন অর্থাৎ অমৃতের সমুদ্রে সম্মিলিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ আমাদের পরমধন অমৃত প্রদান করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রার্থনার মধ্যে শত্রুর বিপুল ধন নাশের কথা আছে। সোমরসকে সম্বোধন ক'রে এই প্রার্থনা উক্ত হয়েছে। সোমরস শত্রুর ধন নাশ করবে কেমন ক'রে? শত্রুকে মাতাল ক'রে? তাতো প্রার্থনাকারীর ভাগ্যেও ঘটতে পারে। যাই হোক, এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে, ভাষ্য ইত্যাদিতে মন্ত্রের মূল ভাব রক্ষিত হয়নি]।

১৫/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুদের বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুজয়ী ক'রে আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গানের নাম—'সুরূপাদ্যম্', 'ভাম্', 'কাক্ষীবত্তম্', 'গায়ত্রালাসিতম্', 'ঐড়সৈন্ধুক্ষিতম্']।

১৬/১—হে ভগবন্! আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [ভাল জিনিষ সকলেই পেতে চায়। যার দ্বারা মানুষ উপকার পায়,—যা মানুষকে শক্তি দিতে পারে, তা-ই মানুষ আগ্রহের সাথে কামনা করে। সত্ত্বভাব মানুষকে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পারে ; কাজেই সকলে তা-ই পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই 'বাজসাতমং' অর্থাৎ পরমধন পাবার প্রার্থনার করা হয়েছে]।

১৬/২—পরমাশ্রয় (অথবা পরমধনদাতা) হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা যেন সকলের আরাধনীয় আশ্রয়দাতা অথবা পরমধনদাতা প্রসিদ্ধ আপনার পরমধনের অত্যন্ত সমীপবর্তী হই। (ভাব এই যে,—আমরা যেন আপনার পরমধন লাভ ক'রি)। ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক হে দেব! আপনার পরমানন্দের জন্য আমরা

যেন সিদ্ধি নিঃশেষে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার পরমানন্দ এবং পরমধন প্রাপ্ত হই)। [মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক যেন পরমধনের অতিশয় নিকটবর্তী হ'তে অর্থাৎ পরমধন লাভ করতে প্রার্থনা করছেন। দ্বিতীয়াংশে চাইছেন—পরাসিদ্ধি—সাধনায় সিদ্ধিলাভ]।

১৬/৩—পরাজ্ঞান-লাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতিঃর সাহায্যে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, তেমনই যিনি ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধকারক, সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ধারারূপে নিত্যজ্ঞানে সম্মিলিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে মিলিত হয়)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটি জটিল ক'রে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে—'মাদকতা-শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হলেন। তাঁর ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্ধ্বে যাচ্ছে ; তিনি দীপ্তিশালী হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবার নিমিত্ত আসছেন।' এইভাবে পদে পদে সোমরসের কল্পনা বৈদিক ঐতিহ্যকে আঘাত করেছে। অথচ একটু সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,—এই মন্ত্রেও সোমরসের কোন উল্লেখ নেই। 'ভ্রাজা ন' উপমার অর্থ 'দিব্যজ্যোতিষা সহ'। এই উপমা 'গবায়ুঃ' পদের সাথে অন্বিত। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে এই, —'পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন।'—ইত্যাদি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের চৌদ্দটি গেয়গান আছে। যথা ;—'গৌরীবিতম্', 'ঐড়কৌৎসম্', 'শুদ্ধাশুদ্ধীয়াদ্যম্', 'ক্রৌঞ্চাদ্যম্' ইত্যাদি]।

১৭/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্পন্ন, তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল ; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক ; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য ক'রে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হোক)। [সত্ত্বভাব বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁর বহিঃপ্রকাশমাত্র। তাই সত্ত্বভাবই সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। ভগবানের গুণ অনন্ত ; বিশুদ্ধ সত্ত্বও অনন্ত। জগতের পাপমোহ অপসৃত হলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৯দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৭/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ময় আপনি দেবভাব লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; অপিচ, দ্যুলোক-ভূলোকের এবং সকল লোকের সুখকর হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে দেবভাব লাভ ক'রি ; বিশ্ববাসী সকল জীব পরমসুখ লাভ করুক)। ['দিবে পৃথিব্যৈ' ও 'প্রজাভ্যঃ' পদ তিনটিতে কেবলমাত্র পৃথিবীর অধিবাসী জীববৃন্দের জন্য নয়,—বিশ্ববাসী সকলের মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৭/৩—হে দেব! জ্যোতির্ময় অমৃতস্বরূপ আপনি দ্যুলোকের ধারণকর্তা হন ; সর্বশক্তিমান্ আপনি কৃপাপূর্বক সত্যপ্রাপক সৎকর্মসাধনে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। এর ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বের ধারক ও রক্ষক হন ; সকর্মের সাধনে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [তাঁর আবির্ভাব না হ'লে মানুষ জ্ঞানালোক লাভ করতে পারে না। তাঁর কৃপাতেই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে—আবার সেই জ্ঞানবলেই তাঁকে জানতে পারে। সূর্য যেমন জগতে আলোক প্রদান ক'রে সেই আলোকের কেন্দ্রস্বরূপরূপে জ্ঞাত হন, ঠিক সেইভাবে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানও নিজের দেওয়া জ্ঞান-জ্যোতিঃর দ্বারা জ্ঞাত হন]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'ধর্মম্' ও 'আন্ধীগবম্']।

নবম খণ্ড

(সূক্ত ১৮)

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥১॥
কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা।
নি মর্ত্যেষ্বাদধুঃ॥২॥
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঁঃ পাহি শৃণুহী গিরঃ।
রক্ষা তোকমুত ত্মনা॥৩॥

(সূক্ত ১৯)

এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দিবঃ॥১॥
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভথ রোদসী।
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ॥২॥
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র ধর্তা পুরামসি।
হন্তা দস্যোর্মনো বৃধঃ পতির্দিবঃ॥৩॥

(সূক্ত ২০)

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥১॥
ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥২॥
ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমৈরনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৮সূক্ত/১সাম—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! 'এক হয়েও বহু হই' ('বঃ')—যাঁর কর্তৃক উক্ত হয়েছে, সেই আপনাকে বিশ্বের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভপক্ষে রথস্বরূপ জেনে, স্তব করছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্বদেবময় চতুর্বর্গফলপ্রদ সুহৃদের মতো হন ; আপনাকে রথস্বরূপ জেনে, পরিত্রাণলাভের জন্য অর্চনা করছি)। [এই মন্ত্রার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবমূলক অন্য অর্থ এ যাবৎ প্রচলিত রয়েছে। একটি বঙ্গানুবাদ—'প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করছি।' প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন। দেবতাদের পক্ষ হয়ে অগ্নি ঋষি অসুরদের শিবিরে দূতরূপে গমন করেন। অসুরেরা অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা সেই উপলক্ষে অসুর

সৈন্যদের নিরস্ত করবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—'অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করেছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিং'। সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁকে রথের অর্থাৎ বাহকের ন্যায় জানবে। কেন-না, তিনি অপর পক্ষের বার্তা বহন ক'রে এনেছেন মাত্র। বার্তাবহ ব'লেই দূত অবধ্য'।" এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কৌতূহলপ্রদ অর্থ প্রকাশ পেয়ে আসছে]।

১৮/২—দেবগণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানদেবকে মানবহৃদয়ে পরা এবং অপরা এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, সেই জ্ঞানদেবকে আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পূর্ণজ্ঞান লাভ ক'রি)। অথবা—দেবগণ অথবা দেবভাবসমূহ জ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে পরমদেবতাকে মানবজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি তথা পুরুষ এই দুই ভাগে নিহিত করেছেন, সেই পরমদেবতাকে যেন আমরা আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রকৃতি-পুরুষরূপে দ্বিধাবিভক্ত ভগবানকে আমরা যেন আরাধনা ক'রি)। [প্রথম অন্বয়ে 'যং' পদে জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। জ্ঞানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়,—পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান। অপরাজ্ঞান বলতে জাগতিক বস্তুর ব্যবহারিক জ্ঞান বোঝায়, যেমন ঘটি-বাটি পভৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। এই সাংসারিক বা অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরাজ্ঞান—স্বরূপজ্ঞানে পৌঁছাতে হয়। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব ও সৃষ্টি সম্পর্কে ঔৎসুক্যের ফলে অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি আসে। যেমন, সেই বস্তুর নির্মাণকারী কে, সে এই নির্মাণকৌশল কেমনভাবে শিক্ষা করল, তার অন্তরে সেই জ্ঞানশক্তি কোথা থেকে এল, এই জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি। এইভাবে একটি জাগতিক বস্তুর সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে মানুষ জগতের সম্বন্ধে—জগতের মূলকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে—অর্থাৎ অপরাজ্ঞান থেকে পরাজ্ঞানে পৌঁছায়। এই প্রণালীকে আরোহণ-প্রণালী বলে। মানুষ মোক্ষলাভ করে—পরাজ্ঞানের, স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। সেই পরাজ্ঞানই মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'যং' পদে সেই পরমপুরুষকে লক্ষ্য করছে ; যিনি নিজেকে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। তিনিই এক হয়ে সৃষ্টিকর্মের জন্য দুই হয়েছেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ-রূপে পরিবর্ণিত, আর পুরুষ চৈতন্য সত্তা অথবা বিশ্বচৈতন্য। স্থূলকথায় বলা যায়—জড় ও চৈতন্য একই সত্তার বিভিন্ন দিক মাত্র। সেই দ্বিধাবিভক্ত 'একমেব অদ্বিতীয়ং' পরমপুরুষের কাছেই প্রার্থনা করা হয়েছে।—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে কিভাবে মন্ত্রটি গৃহীত হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে। একটি বঙ্গানুবাদ—'দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দু'রকমে স্থাপিত করলেন।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৮/৩—নিত্যতরুণ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন অর্থাৎ আরাধনা গ্রহণ করুন ; অপিচ, আপনশক্তিতে পুত্ররূপ আমাদের রিপুকবল হ'তে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আপনি আমাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করুন)। ['যবিষ্ঠ' পদের ভাষ্যার্থ—'যুবতম', অনুবাদার্থ—'সর্বকনিষ্ঠ', এই 'যবিষ্ঠ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে? তাঁকে 'যুবতম' বলার অর্থ কি? ভগবান্ নিত্যতরুণ ; তিনি কখনও পুরাতন হন না, তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। তাঁর জন্ম নেই ; মৃত্যু নেই, হ্রাস নেই—তিনি অপরিবর্তনীয়। তাঁকে বৃদ্ধাদপি বৃদ্ধও বলা যায় ; আবার 'যবিষ্ঠ'-ও তাঁর যোগ্য বিশেষণ। তিনি ভক্তের কাছে 'অতি বড় বৃদ্ধ' ব'লেই প্রতিভাত। সমস্তই তাঁতে সম্ভবে, তিনি সর্ববিরোধের মীমাংসাভূমি। রিপুর কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সেই নিত্যতরুণ দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানে 'যবিষ্ঠ' বা

নিত্যতরুণ বলার আরও একটি নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। তরুণত্বের মধ্যে জীবনের যে সাড়া পাওয়া যায়, প্রাণের যে স্পন্দন পাওয়া যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ। রিপুদমন করতে হ'লে সজীব প্রাণের বিপুল শক্তির প্রয়োজন। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্য, নবজীবনের নূতন কর্মপ্রেরণা, অদম্য শক্তির খেলা মানুষকে চঞ্চল অধীর ক'রে তোলে। রিপুসংগ্রামে জয় প্রদান করবার জন্য, রিপুর কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা এই 'যবিষ্ঠং' পদের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম—'গায়ত্রৌশম্']।

১৯/১—সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্বতের ন্যায় স্থির অটল ; অপিচ, বিশ্বব্যাপী এবং সর্বলোকের অধিপতি হন। আপনি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [সাধক ভগবানকে বন্ধুরূপে আহ্বান করছেন। দূরে থেকে আর তৃপ্তি লাভ করতে পারছেন না। নিকটে, আরও নিকটে,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁকে পাওয়া চাই। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রিয় নন, তিনি বিশ্ববন্ধু, বিশ্বের সকলের প্রিয়তম। সাধক সেই জগৎ-বন্ধু ভগবানকে নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করবার জন্য তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৫দ-৩সা) পাওয়া যায়]।

১৯/২—সত্যস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বদাতা বলাধিপতি হে দেব। আপনিই দ্যুলোক-ভূলোককে অভিভূত করেন, অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকের স্বামী হন ; পবিত্রজনের—সাধকের মোক্ষদায়ক এবং স্বর্গের প্রভু হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভগবানই বিশ্বলোকের স্বামী এবং সকল লোকের মোক্ষদায়ক হন)।

১৯/৩—বলাধিপতি হে দেব। আপনিই বহু শত্রুনগরীর নাশয়িতা হন ; আপনি অসুরের—পাপের নাশক, সাধকের বর্ধক অর্থাৎ মোক্ষদায়ক এবং দ্যুলোকের স্বামী হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভগবানই সকলের সকল রিপুর বিনাশকারী এবং লোকবর্গের মোক্ষদায়ক হন)। [তিনি 'দস্যোঃ হন্তা'—অসুরের, পাপের নাশকারী। দস্যু যেমন মানুষের সাংসারিক ধনরত্ন হরণ ক'রে নেয়, পাপ তেমনই মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের সম্বল, পুণ্যও হরণ করে। জাগতিক সামান্য ধনরত্ন নাশ হ'লে মানুষের অতি অল্পই ক্ষতি হয় ; কিন্তু পুণ্যজীবন বিনষ্ট হ'লে তা ফিরে পাওয়া খুবই শক্ত। ভগবান্ কৃপাপরবশ হয়ে যাঁকে এই রিপুদের, পাপের হাত থেকে উদ্ধার করেন, তিনিই অনায়াসে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে পারেন, মোক্ষলাভে সমর্থ হন। তাই ভগবানকে 'মনোঃ বৃধঃ' মানুষের, সাধকের বর্ধক বলা হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'সাম্বর্তম্']।

২০/১—সেই ইন্দ্রদেব রিপু-শত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ-ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্মের পরিপোষক, অনুগত জনের রক্ষার জন্য সর্বদা বজ্রধারী, সর্বজন কর্তৃক স্তুত এবং সৎকর্মের সাথে প্রকাশমান্। (ভাব এই যে,—ভগবানের বলৈশ্বর্যের বিভূতিধারী ইন্দ্রদেব বহুকর্মশালী বহুগুণোপেত ; কর্মের জন্য স্তুত হয়ে কর্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হন ; তাঁর অর্চনার দ্বারাই মানুষ তাঁর মতো গুণযুত হয়)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুরাং ভিন্দুঃ' শব্দ দু'টি উপলক্ষে নানারকম অর্থ কল্পনা করা হয়। কারও কারও মত এই যে, ভারতবর্ষে আগমনকালে আর্যদের নেতৃস্থানীয় ইন্দ্রদেব অসুরদের দুর্গ ইত্যাদি উচ্ছিন্ন করেছিলেন, মন্ত্রে তেমন ভাবই প্রকাশমান্ আছে। আবার, দেবাসুরের সংগ্রামে অসুর-পক্ষের দুর্গ-ধ্বংসের বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের সাথে পুরাবৃত্তের বা পুরাণকথিত উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনা পরবর্তী কালের কল্পনা-মাত্র। নচেৎ, মন্ত্রের মধ্যে তেমন কোনও সম্বন্ধ-সংশ্রবের প্রমাণ আদৌ পাওয়া যায় না।—রিপুশত্রুপরিবৃত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়, এর চেয়ে

শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ আর কি হ'তে পারে? ভগবানের দয়ায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হ'লে, সে দুর্গ ভঙ্গ হয়। 'পুরাং ভিন্দুঃ' পদ দু'টি সেই ভাবই ব্যক্ত করছে। তিনি 'বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা'। এই বাক্যে 'সকল সৎকর্মের তিনি সহায়'—এই ভাবই উপলব্ধ হয়। সাধু-সজ্জনের রক্ষার জন্য, তাঁদের শত্রুভয় দূর করবার জন্য, তিনি সর্বদা 'বজ্র' ধারণ ক'রে আছেন। এই জন্যই তাঁকে 'বজ্রী' বলা হয়েছে]।

২০/২—শত্রুগণের প্রতি অদ্রির ন্যায় কঠোর হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদের রিপুশত্রুগণের গুহাকে অর্থাৎ পাপকর্মের কেন্দ্রস্থানকে (অর্থাৎ অন্তরকে) ভেদ ক'রে জ্ঞানকিরণান্বিত রক্ষণ-উপায়কে আমাদের হৃদয়-দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রিপুশত্রুগণের নাশক (পাপ-বিমর্দক) দেবভাব-নিবহ শত্রুর ভয়ে অভিভূত না হয়ে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই অজ্ঞানান্ধকার নাশ পায়, দিব্যজ্ঞানসমূহ হৃদয়-দেশ অধিকার করে, শত্রুভয় দূরে যায়; তখন ভগবানকে পেয়ে মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হয়)। [এই মন্ত্রে অন্তর্গত 'বলস্য বিলং' শব্দ দু'টি নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। বলনামক অসুর দেবতাদের গাভী চুরি ক'রে পর্বতের গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্রদেব সেই গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। পৌরাণিক এই এক উপাখ্যান—এই মন্ত্রের ভিত্তি ব'লে কেউ কেউ কল্পনা ক'রে থাকেন। সায়ণাচার্যও এই মতের সমর্থক। আরও কতরকম মত যে প্রচলিত, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এ সব অর্থ যে পরবর্তী কালে কল্পিত এবং দূর-অন্বয়-মূলক, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।—কেন 'বল' অসুরকে টেনে আনব? কেন গরু-চুরির উপাখ্যান কল্পনা করব? যখন দেখছি, আমার হৃদয় অসুরে আক্রমণ ক'রে আছে; যখন দেখছি, অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার-রূপ প্রাচীর-বেষ্টনে তারা দৃঢ় দুর্গ রচনা ক'রে বসেছে; আর যখন দেখছি, তাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ আমার জ্ঞানকে সর্বদা প্রতিহত করছে; তখন, আমি অন্যত্র আবার কোন্ গো-চোরের খোঁজে ফিরব? অন্তরের মধ্যে চোর; হৃদয়ের অভ্যন্তরে চোরের রাজত্ব। মন্ত্র তাই বলেছেন, 'হৃদয় পরিষ্কার করো; ভগবানের ভগবানের শরণাপন্ন হও। তবেই তো তোমার শত্রু বিমর্দিত হবে। তবেই তো ভগবান্ তোমার রিপুশত্রুকে দমন ক'রে তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করবেন। তবেই তো শত্রুর অধিকৃত দুর্ভেদ্য দুর্গ-দ্বার বিমুক্ত হবে! তবেই তো তোমার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রবেশ করবে!' এর চেয়ে এই মন্ত্রের সঙ্গত অর্থ হয় না]।

২০/৩—যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, ধনদান-কর্মসমূহ সহস্র সহস্র রকমে অথবা অশেষ প্রকারে বিহিত হয়, জগতের নিয়ন্তা সেই ইন্দ্রদেবকে স্তোতৃগণ নিজেদের সাধনশক্তির প্রভাবে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—ভগবানের বলৈশ্বর্যের প্রতীক বা বিভূতিধারী ইন্দ্রদেব অশেষ দানশীল; স্তোতৃগণ সাধনশক্তির প্রভাবে সেই দান লাভ করেন)। [দানের পরিমাণ, দানের রকম-ভেদ, তাই সহস্র-সহস্রের বেশী। তুমি কি চাও? কত চাও? তাঁর অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তিনি ব'সে আছেন। যা আকাঙ্ক্ষা করো, তাই পাবে। বিশ্বাস হলো না? ফিরে এস, কর্মফল ভোগ করো। করুণা-দানের জন্য করুণাময় মুক্তহস্ত হলেও, সে করুণা সকলের ভাগ্যে ঘটে কি? ভগবানের বাক্যে অবিশ্বাসী জন স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণকারী মানুষের দশা পায়। এ মন্ত্র সেই সত্য ঘোষণা করছেন। তুমি অন্ধ সেজে চক্ষু বুঁজে চলে যাচ্ছ। সুতরাং তোমার ভাগ্যে যে ফল-লাভ আছে, সে গতি রুখবে কে? তোমার প্রাক্তন—তোমার দুর্বুদ্ধিই তো তোমায় বাধা দিচ্ছে। তোমার অতীত কর্ম, তোমার পারিপার্শ্বিক শত্রুগণ, তোমার বর্তমান শ্রেয়ঃসাধনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। উপায় অবশ্যই আছে। কর্মের দ্বারা প্রাক্তন পরিবর্তন করতে হবে। সৎকর্মের দ্বারা অপকর্মের গতিকে প্রতিহত করতে হবে। তাঁর শরণাপন্ন হও]। [এই সূক্তের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'মারুত্তম্' এবং 'মহাবৈশ্বমিত্রম্']।

— নবম অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—দশম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে)—১-৭।১১-১৩।১৬-২০ পবমান সোম ; ৮ পবমানী অধ্যেতা স্তুতি ; ৯ অগ্নি ; ১০।১৪।১৫।২১-২৩ ইন্দ্র।

ছন্দ—১।৯ ত্রিষ্টুভ্ ; ২-৭।১০।১১।১৬।২০।২১ গায়ত্রী ; ৮।১৮।২৩ অনুষ্টুভ্ ; ১২ (১ ও ২ সাম), ১৪।১৫ প্রগাথ ; ১৩ (৩ সাম), ১৯ দ্বিপদা বিরাট ; ১৩ জগতী ; ১৪ নিবৃদ্‌বৃহতী ; ১৭।২২ উষ্ণিক্ ; এবং ১২।১৯ দ্বিপদা পঙ্‌ক্তি।

ঋষি—প্রতি সূক্তের শেষে উল্লেখিত হয়েছে।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
বৃষা পবিত্রে অধিসানো অব্যে বৃহৎ সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ॥১॥
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো মৎসি মিত্রাবরুণা পুয়মানঃ।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্ মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম॥২॥
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্‌গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যেজ্যোতিরিন্দুঃ॥৩॥

(সূক্ত ২)

এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে।
অভি দ্রোণান্যাসদম্॥১॥
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে।
দধদ্‌রত্নানি দাশুষে॥২॥
এষ বিশ্বানি বার্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ।
পবমানঃ সিষাসতি॥৩॥
এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দিশস্যতি।
আবিষ্কৃণোতি বগ্‌বনুম্॥৪॥

এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ।
হরির্বাজায় মৃজ্যতে॥৫॥
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি।
পবমানো অদাভ্যঃ॥৬॥
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া।
পবমানঃ কনিক্রদৎ॥৭॥
এষ দিবং ব্যাসরৎ তিরো রজাংস্যস্তৃতঃ।
পবমানঃ স্বধ্বরঃ॥৮॥
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।
হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি॥৯॥
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জময়ন্নিষঃ।
ধারয়া পর্বতে সুতঃ॥১০॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা সকলের সৃজন করেন ; আদিভূত, সমুদ্রের ন্যায় অসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হন ; (ভাব এই যে,— সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন) ; কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণের ন্যায় কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্র হৃদয়ে বর্ধিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়)। ['সোমঃ'—সত্ত্বভাব। মন্ত্রের প্রথমাংশে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বধারক আদি ও অন্তময় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও তুলনারহিত ভগবানের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে সত্ত্বভাবলাভের উপায় বিবৃত হয়েছে। সেই উপায় হৃদয়ের পবিত্রতা]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৬দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১/২—আমাদের হৃদয়স্থিত হে সত্ত্বভাব! পবিত্রকারক তুমি আমাদের অভীষ্ট-প্রাপ্তির আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে তৃপ্ত করো ; মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক দেবতা দু'জনকে তর্পণ করো ; বিবেকশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করো ; এবং দেবতাসমূহকে সঞ্জীবিত করো ; হে দেব! পরমধনলাভের জন্য দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকলকে পরমানন্দ প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন দেবত্ব লাভ ক'রি—মোক্ষপ্রাপ্ত হই ; সকলজীব পরমানন্দলাভ করুক)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! ক্ষরণকালে যজ্ঞকার্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত করো ; মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত করো। মরুৎগণের দলকে মত্ত করো। হে সোমদেব! সকল দেবতাকে মত্ত করো। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত করো।' প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরস নামক মদ্যকে দিয়ে সব দেবতা সহ স্বর্গ-মর্ত্য সকলকে মত্ত করতে আহ্বান জানান হয়েছে। সোমরসের প্রভাবে সকলে মাতাল হয়ে থাক, সমগ্র বিশ্ব সোমরসে ডুবে থাক। প্রার্থনাটা নিতান্ত মন্দ নয়। সমস্ত লোক মাতাল হোক,—এমন প্রার্থনা খুব অধঃপতিত মাতালের মুখ দিয়েও সম্ভবত বাহির হয় না।—যাই হোক, আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'সোম' অথবা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবৎ-শক্তির কাছেই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। কিসের প্রার্থনা? সমস্ত দেবতাকে (ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিকে) আনন্দিত তৃপ্ত করবার জন্য। উদ্দেশ্য কি? 'ইষ্টয়ে', অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। কেমন ক'রে সেই অভীষ্টসিদ্ধি হবে? তার উত্তর এই প্রার্থনার

মধ্যেই নিহিত রয়েছে।—ভগবান এক, বহু তাঁরই অভিব্যক্তি মাত্র। সেই সমস্তেই এই মন্ত্রের মধ্যে আরাধনা করা হয়েছে। 'আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন ভগবানের পূজা করা হয়, তিনি যেন সেই পূজোপহার কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।—'সোম'—হে সত্ত্বভাব। 'বায়ুং'—বায়ুদেব, ভগবানের আশুমুক্তিদায়ক বিভূতি। 'মিত্রাবরুণা'—ভগবানের মিত্রভূত এ অভীষ্টবর্ষক দুই বিভূতি, মিত্রদেব ও বরুণদেব। 'মারুতং শর্দ্ধঃ'—বিবেকদেবের বল, ভগবানের বিবেকশক্তিধারী বিভূতি]।

১/৩—যে মহান তেজঃসম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃত উৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাব-সমূহের সাথে মিলিত হন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের প্রধান ও পরমশক্তি; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হ'তে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ)। [এই মন্ত্রে ভগবানের পরমশক্তি সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হ'লে মানুষ দেবভাবাপন্ন হন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৭দ-১০সা) পাওয়া যায়]। [এই সূক্তের ঋষি—'পরাশর শাক্ত্য'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'হাউহ্বারিবাসিষ্ঠম্', 'মহাসামবাজন্' 'বৈশ্বজ্যোতিষোত্তরম্' এবং 'বাৎসপ্রম্']।

২/১—নিত্য, মোক্ষদায়ক ভগবান্, পক্ষী যেমন বেগে গমন করে, তেমন শীঘ্রবেগে আমাদের হৃদয়কে অভিলক্ষ্য ক'রে (অর্থাৎ হৃদয়ে) আগমন করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—মোক্ষদায়ক ভগবান্ আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন)। ['অমর্ত্যঃ' পদের অর্থ মরণরহিত, অর্থাৎ যাঁর ধ্বংস নেই। জগতে একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর সমস্তই ধ্বংসশীল, সুতরাং 'অমর্ত্যঃ এষঃ দেবঃ' পদ তিনটিতে কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করতে পারে—সোমরস নামক মদ্য, (ভাষ্যানুসারে), কখনই মরণরহিত হ'তে পারে না]।

২/২—জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত ভগবান্ সাধককে পরমধন এবং অমৃত সম্যক্‌ভাবে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সাধকবর্গ পরমধন মোক্ষ এবং অমৃত প্রাপ্ত হন)। [ভগবৎ প্রাপ্তিই অমৃতত্ব]।

২/৩—পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ সর্বশক্তিমান্ দেবতা আমাদের আত্মশক্তি প্রাপ্ত করিয়ে সকলরকমের পরমধন দান করেন। (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,—পরমকারুণিক ভগবান্ সর্বলোককে পরমধন দান করতে ইচ্ছা করেন)। [শুধু গ্রহণের শক্তি অর্জন করো। 'বিশ্বানি বার্যা সিষাসতি'—তিনি তোমাকে পরমধনের অধিকারী করবার জন্য সদা উদ্‌বুদ্ধ রয়েছেন]।

২/৪—পবিত্রকারক ভগবান্ আমাদের সৎকর্ম কামনা করেন; অপিচ, আমাদের পরম-অভীষ্ট প্রদান করেন এবং আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রকটিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপরায়ণ হয়ে লোকবর্গকে পরম-অভীষ্ট প্রদান করেন এবং আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রকটিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপরায়ণ হয়ে লোকবর্গকে পরম-অভীষ্ট পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [সৎকর্মের সাথে জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। তাই সমগ্র মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়—যিনি সৎকর্মপরায়ণ, ভগবান্ তাঁকে পরাজ্ঞান, (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, স্বর্গীয় জ্ঞান) প্রদান করেন; তাঁর অর্থাৎ সাধকের পরম অভীষ্ট সিদ্ধ হয়]।

২/৫—পবিত্রকারক পাপহারক ভগবান্, সৎকর্মসাধক (অথবা সত্যকাম) স্তোতাগণের দ্বারা আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা আত্মশক্তিলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা-পরায়ণ হন)। [এখানে সোমরসের কোনও সন্ধানই নেই, অথচ ভাষ্যকার প্রথমেই সোমরসকে মন্ত্রের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করেছেন। ফলে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। একটি উদাহরণ—'যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামের জন্য অলঙ্কৃত করেন।'—অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২/৬—পবিত্রকারক অজাতশত্রু ভগবান্ স্তুতির দ্বারা আরাধিত হয়ে শত্রুদের বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে লোকবর্গকে আক্রমণকারী রিপুসমূহকে বিনাশ করেন)। [এখানেও 'এষঃ দেবঃ' পদদু'টিতে সোমরস নামক মদ্যকে নয়—ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই অহিংসিত—অজাতশত্রু]।

২/৭—পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান পূর্বক লোকেদের রজোভাব অপহৃত ক'রে ধারারূপে দ্যুলোকের ন্যায় উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লোকগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ লাভ করে)। [এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মোক্ষপ্রাপক শক্তিই বর্ণিত হয়েছে। যাঁর হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তিনি সাংসারিক রজো-তমোজনিত উদ্বেগজড়তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে উচ্চতর লোকে—দ্যুলোকে গমন করতে পারেন]।

২/৮—পবিত্রকারক, অজাতশত্রু, সাধকদের সৎকর্মে প্রবর্তয়িতা, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের রজোভাব অপসৃত ক'রে, তাদের দ্যুলোক-উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিতসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্রকারক অজাতশত্রু শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের মোক্ষ প্রাপ্ত করান)।

২/৯—সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন)। [সত্ত্বভাব সৃষ্টির আদিভূত। দু'দিক দিয়ে এই ভাবটি হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি—সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি। সুতরাং এই দিক দিয়ে সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বভাবের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ সত্ত্বভাব। ভগবানের শক্তি এই সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই পাপনাশক ; কারণ ভগবানের পুণ্যস্পর্শসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পাপ-তাপ আপনা থেকেই দূরে পলায়ন করে]। [এই মন্ত্রটি উত্তরার্চিকেও (২অ-৫খ-১৭সূ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/১০—বিশুদ্ধ পবিত্র, বহুকর্মা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়ে সিদ্ধি প্রদান পূর্বক নিশ্চিতরূপে প্রভূতপরিমাণে সাধকদের হৃদয়ে ক্ষরিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা প্রভূত পরিমাণে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [শুদ্ধসত্ত্ব—'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্মা। কিভাবে? শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থেকে তাঁকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করে। শুদ্ধসত্ত্বরূপী এই ভগবৎশক্তি যাঁর হৃদয়ে উন্মেষিত হয়, তিনি আপনা-আপনিই সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন। বহুকর্ম দ্বারা বিশেষভাবে সব রকম সাধনাঙ্গকে লক্ষ্য করে। শুদ্ধসত্ত্ব 'সৃতঃ' অর্থাৎ পবিত্র—পবিত্রতার আধার। শুদ্ধসত্ত্ব আবার মানুষকে পবিত্র করে।—কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রের ভাববিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। যেমন, প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'এই বহুকর্মা সোমই (সোম—মাদকদ্রব্য) জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন ক'রে ও অভিষুত হয়ে ধারারূপে ক্ষরিত হন।' অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'শুনঃশেপ আজিগর্তি]।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৩)

এষ ধিয়া যাত্যন্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ।
যচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥১॥
এষ পুরু ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে।
যত্রামৃতাস আশতে॥২॥
এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ দ্রোণেষ্বায়বঃ।
প্রচক্রাণং মহীরিষঃ॥৩॥
এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা।
যদী তুজান্ত ভূর্ণয়ঃ॥৪॥
এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ।
পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্॥৫॥
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যোঽবৃষা।
নৃম্ণা দধান ওজসা॥৬॥
এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষাঃ যযিবাঁ অতি।
অব শাদেষু গচ্ছতি॥৭॥
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে।
স্বায়ুধং মদিন্তমম্॥৮॥

মন্ত্রার্থ—৩সূক্ত/১সাম—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা সাধককে প্রাপ্ত হন ; এবং আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, তার পর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রের প্রথম ভাগে সাধকের সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির বিষয় এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হয়েছে। দু'টি অংশেই মন্ত্রের ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, তাতে মনে হয়—সত্ত্বভাবই বুঝি সৎকর্ম-সাধন করে, অথবা ভগবানের সমীপে গমন করে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধক সৎকর্ম সাধনের দ্বারা ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন।—এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলি দ্বারা অভিষুত হয়ে কর্মবলে শীঘ্রগামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্মিত (স্বর্গস্থানে) গমন করছেন।' ভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রকে সোমার্থক ক'রে তোলার জন্যই সেইমতো শব্দার্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সোমরস যে কি কর্ম সম্পাদন করে, আর রথের দ্বারা যে কেমন ক'রে স্বর্গে গমন করে, তা বোধগম্য হয় না]।

৩/২—যে সৎকর্মে অমৃতপ্রাপক দেবভাবসমূহ বর্তমান থাকেন, সেই মহৎ সৎকর্মসাধনের জন্য প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের প্রভূতপরিমাণ সৎ-বুদ্ধি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা সৎ-বুদ্ধির প্রভাবে অমৃতপ্রাপক সৎকর্ম সাধন করেন)। মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে,—সাধকেরা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সৎকর্মের সাধনে প্রযত্নপর হন। সেই সৎকর্মের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—'যত্র অমৃতাসঃ আশত' অর্থাৎ যেখানে, যে সৎকর্মে দেবভাবসমূহ বর্তমান থাকে। তার মর্ম এই যে,—সৎকর্ম সাধনের দ্বারা সাধকের হৃদয়ে দেবভাব উপজিত হয়। সাধক সৎকর্মে রত হ'লে, সেই কর্মের প্রভাবে, তার উপযোগী মনোবৃত্তিও লাভ করেন অর্থাৎ মনও পবিত্র হয়, ভগবানের অভিমুখী হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তিই অমৃতলাভ। সুতরাং যে কর্মের দ্বারা মন ভগবৎ-অভিমুখী হয়, ভগবানের চরণে পৌঁছায়, সেই কর্মকেই অমৃতপ্রাপক বলা যেতে পারে]।

৩/৩—মহতী সিদ্ধিদাতা, শোধনীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে সাধকগণ হৃদয়ে বিশুদ্ধ (ধারণ) করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। ['মহীঃ ইষঃ' পদদু'টিতে মহৎ সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষকে লক্ষ্য করছে। যে সেই পরমবস্তু দান করতে পারে, তাকেই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হয়েছে। (ভাষ্য অনুযায়ী) সোমরস কি মানুষকে মোক্ষ প্রদান করতে পারে? 'দ্রোণেষু' পদে সাধকের হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করছে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই অবস্থিত থাকে। সাধনার দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ করতে হয়। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সত্ত্বভাবই থাকে না, তার সাথে রজঃ ও তমঃ-ও মিশ্রিত থাকে। সেই রজঃ ও তমঃকে সাধনবলে নিরাকৃত করতে হয়। হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করতে পারলে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হন]।

৩/৪—যখন সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ উর্ধ্বগমন করেন, তখন সৎ-মার্গ অনুসরণের ও সৎকর্ম সাধনের দ্বারা পরমমঙ্গল-সাধক (অথবা বিশ্বে বর্তমান) প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁদের কর্তৃক অন্তরের মধ্যে—হৃদয়ে উৎপাদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকবর্গ সৎকর্ম সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে তার প্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হন)।

৩/৫—ভগবান্ অমৃত-সমুদ্রের স্বামী হন; সর্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকগণ কর্তৃক পরাজ্ঞানের দ্বারা লব্ধ হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পরাজ্ঞানের সহায়তায় অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন)। ['এবঃ' পদে ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য করে। তিনিই 'সিন্ধুনাং পতিঃ'—অমৃতসমুদ্রের স্বামী, অর্থাৎ ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধেই 'বাজী' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। তিনি 'বাজী' অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান্। সাধকেরা ভগবানের চরণ লাভ করেন; কিন্তু কিভাবে? তার উত্তর—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ'—নির্মলজ্যোতির সাহায্যে, পরাজ্ঞানের সহায়তায়]।

৩/৬—ভগবান্ সাধককে পরমশক্তিদায়ক ঔৎকর্ষ্য (অথবা উর্ধ্বগতিপ্রাপক পরাজ্ঞান) প্রদান করেন। বিশ্বপতি অভীষ্টবর্ষক সেই পরমদেবতা আত্মশক্তির সাথে সাধককে পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকদের পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করেন)। ['যূথ্যঃ' পদের অর্থ যূথপতি। 'যূথ' শব্দ সমূহার্থক। সুতরাং 'যূথপতি' শব্দে সকলের অধিপতি, বিশ্বপতিকে বোঝায়। তিনি মানুষকে 'নৃম্ণা' অর্থাৎ পরমধন প্রদান করেন। ভগবানই কৃপাপূর্বক মানুষকে পরমধন, পরাজ্ঞান প্রদান করেন]।

৩/৭—ভগবান্ পরমধনরোধক শত্রুদের আপন-শক্তিতে বিনাশ করেন, বিনাশযোগ্য রিপুদের বিনাশ করবার জন্য তাদের প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকবর্গকে

আক্রমণকারী শত্রুদের বিনাশ করেন)। [একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্বত দ্বারা আতক্রম পূর্বক তাদের অবগত হচ্ছেন।' এই বাক্যের দ্বারা কোন সঙ্গত অর্থই পাওয়া যেতে পারে না। প্রচলিত ভাষ্যে 'সোম' বলতে সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য বোঝায়। এই সোমরস রাক্ষসদের অতিক্রম করবে কেমন ক'রে? আবার 'পর্বত দ্বারা অতিক্রম....।' এখানে কোথায়ও রূপক বা উপমা কিছুই নেই]।

৩/৮—সৎকর্মসাধনশক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য রক্ষাস্ত্রধারী পরমানন্দদায়ক প্রসিদ্ধ সেই পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লব্ধ হয়) [ভাষ্য ইত্যাদিতে 'দশক্ষিপঃ' শব্দের 'দশ অঙ্গুলয়ঃ' অর্থাৎ হাতের দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হয়েছে। আমরা তা অসঙ্গত মনে ক'রি না। দশ অঙ্গুলি দ্বারা দু'টি হাতকেই বোঝায়। কিন্তু হাতের সার্থকতা কি? জিহ্বা দিয়ে যেমন শব্দ-উচ্চারণ বা বস্তুর স্বাদগ্রহণ করা হয়, চক্ষু দিয়ে যেমন দর্শন করা হয়, তেমনই হাতের নির্দিষ্ট কর্তব্য—সৎকর্ম করা। সেই জন্য দুই হাতকে সৎকর্মসাধনশক্তির প্রতীক ব'লে গ্রহণ করা যায়। তাই 'দশক্ষিপঃ' পদ দু'টিতে 'সৎকর্মসাধনশক্তিঃ' অর্থই সঙ্গত। এই সৎকর্মসাধনশক্তি মানুষকে সৎকর্মের সাধনে প্রেরণা দেয়। সেই সৎকর্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ হ'লে সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তা-ই তাঁকে মোক্ষমার্গে নিয়ে যায়]। [এই সূক্তের ঋষি—'অসিত কাশ্যপ' বা 'দেবল']।

•

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যা বারেভিরব্যত।
গচ্ছন্ বাজং সহস্রিণম্॥১॥
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।
ইন্দু মিন্দ্রায় পীতয়ে॥২॥
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষুঃ সীদতি।
গচ্ছঞ্জারো ন যোষিতম্॥৩॥
এষ স্য মদ্যো রসোঽব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ।
য ইন্দুর্বারমাবিশৎ॥৪॥
এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।
ক্রন্দন্ যোনিমভি প্রিয়ম্॥৫॥
এতং ত্যং হরিতো দশ মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।
যাভির্মদায় শুম্ভতে॥৬॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—অভীষ্টবর্ষক সৎকর্মসাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে সাধককে প্রাপ্ত হন ; এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সাধকদের প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পরাজ্ঞানের সাথে আত্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [বর্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভ করেন, তিনি সৎকর্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রটি, অন্যান্যগুলির মতোই, সোমার্থক-রূপে গৃহীত হয়েছে। যেমন একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হয়ে যজমানকে সহস্র অন্ন লাভ করবার জন্য দশাপবিত্র দ্বারা দ্রোণে গমন করছেন।' এই ব্যাখ্যা থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে,—সোমরস নামক মদ্য দশাপবিত্র নামক ছাকুনির মধ্য দিয়ে দ্রোণকলসে গমন করলে যজমান বা সাধকের অন্নলাভ হয়। কিন্তু মন্ত্রে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নেই। দশাপবিত্রেরও কোন সম্বন্ধ আছে ব'লে মনে করা যায় না]।

৪/২—ত্রিগুণসাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা প্রসিদ্ধ পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদিত করেন)। ['ত্রিত' শব্দে ত্রিগুণ-সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ যাঁর বশীভূত, অর্থাৎ যিনি এই গুণ তিনটির মধ্যে কোনটির অধীন নন, তাঁকেই 'ত্রিত' শব্দে বোঝায়। এই সাধকেরা কি করেন? তাঁরা 'ইন্দ্রস্য পীতয়ে' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের পানের জন্য' শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। ইন্দ্রদেব অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন। ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ এই—শুদ্ধসত্ত্ব]।

৪/৩—শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রবেগে কুলায়ে আগমন করে, (অথবা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হন) তেমনই শীঘ্র সেই পরমদেব ভগবান্ সাধকদের মধ্যে অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন ; সৎ-ভাব-বর্ধক শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবৎসেবা—ভগবৎপরায়ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই সেই পরমদেব সাধকদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হন)। [মন্ত্রের মধ্যে 'শ্যেনঃ ন' ও 'জারঃ ন যোষিতম্'—দু'টি উপমার দ্বারা ভগবানের মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে। প্রথমটির একভাব এই যে —'শ্যেনপক্ষী যেমন.....।' এই উপমাটির আরও একটি অর্থ হয় এবং তা-ই অধিকতর সঙ্গত। 'শ্যেনঃ' পদে প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন সাধককে বুঝিয়ে থাকে। তাই মন্ত্রার্থে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন সাধক....' উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় উপমাটির ('জারঃ ন যোষিতম্') ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন সৎকর্মের সাথে—ভগবৎ-আরাধনার সাথে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবৎ-আরাধনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনিভাবে ভগবানও সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। 'জারঃ' পদের ভাব 'প্রবর্ধকঃ, সৎ-ভাব-বর্ধকঃ' এবং 'যোষিতং' পদের ভাবার্থ 'সেবাং, ভগবৎসেবাং, ভগবৎ-পরায়ণতাং' ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের কি ভাব গ্রহণ করা হয়েছে, তার জন্যই একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হলো—"এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপবেশন করছেন, উপপত্নীর নিকট যেমন উপপতি গমন করে তেমন গমন করছেন।' বাঃ! কি চমৎকার বেদ ব্যাখ্যা! ভাষ্যকার আবার তার এক ডিগ্রি উপরে গিয়ে লিখেছেন, "যোষিতং গচ্ছন্ অভিগচ্ছন্ 'জারঃ ন' জার ইব স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যা কামপূরণায় গূঢ়গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ।" বেশ। এবার আর ভাষ্যকার কিছুই

বাকী রাখেননি। ভাষ্যের আর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল না। কিন্তু 'গূঢ়গতিঃ' বিশেষণের সঙ্গে সোমরসের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি? আবার উপপতি উপপত্নীর প্রসঙ্গ এনে সোমরসের সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি নতুন তথ্য প্রচার করতে চাইলেন, বোঝা গেল না। যেমন সোমরস নামক মদ্য, তেমনই কি উপপতির উপমা? এই অপূর্ব ব্যাখ্যা-দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে, প্রাচীনকালেও বর্তমানকালের মতো সবরকমের পাপ বিরাজমান্ ছিল এবং বেদের মধ্যে উপপতি সম্বন্ধীয় উপমা থাকায় সমাজের নৈতিক আদর্শেরও নাকি পরিচয় পাওয়া যায়—হায়রে বেদ-ব্যাখ্যা]।

৪/৪—যে শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হন, প্রসিদ্ধ, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকের শিশুস্থানীয়, রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্রহৃদয় সাধককে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন)। ['মদ্যঃ'—মদকর, পরমানন্দদায়ক]।

৪/৫—ভগবানের গ্রহণের জন্য এই প্রসিদ্ধ পাপহারক সকলের ধারক, রক্ষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান ক'রে তার প্রিয়স্থান সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। ['এষঃ স্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে সোমরসকে আনয়ন করার কি সার্থকতা, তা বোঝা যায় না। কারণ যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করতে পারে না। 'ধর্ণসিঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'ধারকঃ'। অর্থাৎ যা সমস্ত বস্তুকে ধারণ ক'রে আছে। প্রচলিত মত অনুসারেই এই বিশেষণ কিভাবে মদ্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হ'তে পারে? মদ কি বস্তুজাতকে ধারণ ক'রে আছে—তা কি বিশ্বের ধারক? বরং মদকে সমস্ত বস্তুর বিনাশকই বলা যায়। মদ কি পাপহারক?—সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মদ নয়, শুদ্ধসত্ত্বই 'হরিঃ' অর্থাৎ পাপহারক, শুদ্ধসত্ত্বই 'ধর্ণসিঃ' অর্থাৎ সকলের ধারক। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হ'লে সকল পাপ তিরোহিত হয় ; ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই সব ধারণ ক'রে আছে]।

৪/৬—সাধকদের সৎকর্মসাধক পাপহারক দশেন্দ্রিয় এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন ; পরমানন্দ—লাভের জন্য দশেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা সৎকর্ম সাধনের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [ভাষ্য ইত্যাদিতে 'দশ' পদের ব্যাখ্যায় দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রটিকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করার জন্যই মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলিরও তেমন তেমন অর্থই করা হয়েছে। 'হরিতঃ' পদে তিনি অন্যত্র হরিৎ-বর্ণ অর্থ গ্রহণ করলেও এখানে ঐ পদের অর্থ করেছেন—'হরণস্বভাবা'। কিন্তু এই অঙ্গুলিগুলি কি হরণ করে? সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করেই আমরা 'দশ' শব্দে দশ-ইন্দ্রিয়কেই লক্ষ্য করেছি। ঐ দশেন্দ্রিয় যখন সৎকর্মসাধনে উন্মুখ হয়, প্রকৃতপক্ষে মোক্ষসাধক কর্মে নিযুক্ত হয়, তখন তারাই মানুষের পাপহারক হয়। বিশেষতঃ দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এখানে মানুষের সমস্ত সত্তাকে বোঝাচ্ছে]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'রহূগণ আঙ্গিরস']।

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ৫)

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ।
অব্যং বারং বি ধাবতি॥১॥
এ৺ পবিত্রে অক্ষরং সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ
বিশ্বা ধামান্যাবিশন্॥২॥
এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ।
বৃত্রহা দেববীতমঃ॥৩॥
এষ বৃষা কনিক্রদদ্ দশভির্জামিভির্যতঃ।
অভি দ্রোণানি ধাবতি॥৪॥
এষ সূর্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি।
পবিত্রে মৎসরো মদঃ॥৫॥
এষ সূর্যেণ হাসতে সংবসানো বিবস্বতা।
পতির্বাচো অদাভ্যঃ॥৬॥

মন্ত্রার্থ—৫সূক্ত/১সাম—শক্তিপ্রদায়ক, সৎকর্মসাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে উৎপাদিত, সর্বজ্ঞ, সাধকদের হৃদয়াধিপতি এই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকেন)। [ভাষ্য ইত্যাদিতে 'এষঃ' পদে সোমকে (সোম নামক মাদ্রকদ্রব্যকে) লক্ষ্য করা হয়েছে। 'বাজী' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'অন্নবান্' শক্তিমান্' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হলেও এখানে 'বেজনশীলঃ' 'বেগবান্' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 'হিতঃ' পদের অর্থ সোমপক্ষে করা হয়েছে—'পাত্রে নিহিতঃ'। 'বাজী' পদে আমরা সর্বত্রই 'শক্তিমান্' অর্থ গ্রহণ করেছি ; এখানে তা-ই সঙ্গত। 'নৃভিঃ হিতঃ' পদ দু'টির ভাব-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সাধকেরা নিজেদের সৎকর্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, ঐ পদ দু'টিতে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। মন্ত্রের মধ্যে একটি পদ আছে—'বিশ্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বকে জানেন, যিনি সর্বজ্ঞ। মাদক-দ্রব্য সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রযোজ্য হ'তে পারে কি? অজ্ঞানতার আধার মাদক-দ্রব্য সর্বজ্ঞ হবে কেমন ক'রে? তাই 'এষঃ' পদে সঙ্গতভাবেই 'শুদ্ধসত্ত্ব"-কে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'মনসঃ পতিঃ' পদ দু'টির অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকার নানারকম গবেষণা করেছেন। কখনও বা তিনি সোমকে চন্দ্র কল্পনা ক'রে অন্য এক অর্থ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ পদ দু'টির অর্থ অন্তঃকরণের স্বামী, সাধকগণের হৃদয়ের পতি'-ই সঙ্গত]।

৫/২—এই প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব দেবভাবলাভের জন্য পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন ; সকল সাধকের হৃদয়ে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকেরা

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন।

৫/৩—রিপুনাশক অজ্ঞানতানাশক, অমৃতস্বরূপ, দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয় এই প্রসিদ্ধ পরমদেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপন স্থানে শোভা পাচ্ছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপন স্থানে শোভা পাচ্ছেন।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রুহন্তা' অর্থ গ্রহণ করেছেন। এমন কি বহুস্থানে 'বৃত্র' নামক অসুরের গল্পও দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, এমনভাবে পৌরাণিক উপাখ্যানকে বেদ-মন্ত্রের অন্তর্গতিরূপে কল্পনা বেদমন্ত্রের অর্থকে বিকৃতই করে মাত্র। প্রকৃত অর্থে 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা', 'জ্ঞানাবরক রিপু' প্রভৃতিই লক্ষ্য করে]।

৫/৪—মিত্রভূত দশেন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত হয়ে অভীষ্টবর্ষক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান পূর্বক সাধকদের হৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। ['জামিভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'অঙ্গুলিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'দশাভিঃ জামিভিঃ' পদে দশ অঙ্গুলিকে কেন, দশ ইন্দ্রিয়কেই বা বোঝাবে না কেন? অঙ্গুলি নয়, ইন্দ্রিয়সমূহই তো সকল কর্ম সম্পন্ন করে। তাছাড়া 'জামি' শব্দের আরও একটা অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়—'একত্র-উৎপন্ন' অর্থাৎ জীবের সাথে একত্রে জন্মে। জীব জন্মগ্রহণ করা মাত্রই দশেন্দ্রিয় লাভ করে ; কর্ম প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত বস্তু। এই দিক দিয়েও 'জামিভিঃ' পদে 'ইন্দ্রিয়সমূহ' অর্থ গৃহীত হ'তে পারে]।

৫/৫—পরমানন্দের হেতুভূত, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকাধিপতি, পবিত্রকারক, পবিত্রহৃদয়ে বর্তমান ভগবান্ সূর্যদেবকে (অথবা ভগবানের বিভূতিধারী জ্ঞানদেবকে) দীপ্তিসম্পন্ন করেন। (মন্ত্রটি নিতসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎশক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বই জগতের জ্ঞানালোকের মূল কারণ ; সাধকেরা সেই পরমধনকে লাভ করেন)। [মন্ত্রের সর্বপ্রধান ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে—'সূর্যং অরোচয়েৎ' পদ দু'টিতে। ভগবানের জ্যোতিঃ থেকেই বিশ্বের সমস্ত বস্তু দীপ্তি লাভ করে। তিনিই সকলরকম আলোকের মূল উৎস।—একটি অতি প্রচলিত (ভাব্যানুসারী) হিন্দী অনুবাদ—'স্বয়ং দশাপবিত্রমে স্থিত প্রসন্নতা দেনেওয়ালা আউর প্রসন্নরূপ ইয়াহ্ (এই) সংস্কার কিয়া জাতা হুয়া সোম দ্যুলোকমে স্থিত সূর্যকো দীপ্ত করতা হ্যায়।' অর্থাৎ সোম দশাপবিত্রের (ছাকুনির) মধ্যেই আছে, অথচ তা সূর্যকে দীপ্তি দিচ্ছে—এটাই ব্যাখ্যার সারমর্ম। মন্ত্রে অবশ্য সোমরসের কোন উল্লেখ নেই ; ভাষ্যকার তাঁর আপন কল্পিত ব্যাখ্যার জন্য সোমরসের অধ্যাহার করেছেন। সেই জন্যই এমন অদ্ভুত অর্থ সম্ভবপর হয়েছে]।

৫/৬—সর্বত্র বিদ্যমান, আরাধনীয়, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেবকর্তৃক রিপুজয়ীবর্গকে প্রদত্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকেরা জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [প্রথমেই একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষ্য করা যেতে পারে—'এই শোধনকালীন সোম, সূর্য-কর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর।' এই মন্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী মন্ত্রের 'সূর্যং অরোচয়ৎ' পদ দু'টির প্রচালিত ব্যাখ্যা এই যে, 'সোম সূর্যকে দীপ্তিমান করেছিল' ; আর এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে—'সূর্যকর্তৃক দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন'। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়, কারণ তাতে 'বিবস্বতা' পদের অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে]। [এই সূক্তটির ঋষি—'আঙ্গিরাপুত্র নৃমেধ ও প্রিয়মেধ']।

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ৬)

এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে।
পুনানো ঘ্নন্নপ দ্বিষঃ॥১॥
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎ পরি ষিচ্যতে।
পবিত্রে দক্ষসাদনঃ॥২॥
এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্ধা বৃষা সুতঃ।
সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ॥৩॥
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ।
ইন্দু সত্রাজিদস্তৃঃ॥৪॥
এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ।
পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা॥৫॥
এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
দেবাবীরঘশংসহা॥৬॥

মন্ত্রার্থ—৬সূক্ত/১সাম—সর্বারাধনীয় সর্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে সম্যক্‌ভাবে গমন করেন; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদের বিনাশ ক'রে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁরা রিপুজয়ী হন। [জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আবার অজ্ঞানতা দূর হ'লে রিপুর আশ্রয়ও ধ্বংস হয়। রিপুদের এই পরাজয় সম্ভব সম্পূর্ণ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা]।

৬/২—আত্মশক্তিবিধায়ক, স্বর্গাধিপতি, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকেরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন)। [প্রকৃত শক্তি তা, যা মানুষকে অবিনশ্বরত্ব দেয়, যা আত্মাকে উন্নত করে, মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যায়। যে শক্তি ক্ষয়হীন, নিত্য বর্ধমান হয়ে মানুষকে অনন্ত শক্তিশালী ক'রে তুলবে। যে শক্তির দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করতে পারবে, সেই শক্তিই মানুষের প্রকৃত কাম্যবস্তু। শুদ্ধসত্ত্বই সেই শক্তি, যা লাভ করলে মানুষ নিজেকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করায়। তাই বলা হয়েছে—'ইন্দ্রায় বায়বে পরিষিচ্যতে'—ইন্দ্র ও বায়ুদেবের জন্য (ভগবানের বলৈশ্বর্যের বিভূতিধারী ও আশুমুক্তিদায়ক বিভূতিধারী দেবতাদের জন্য বা স্বয়ং ভগবানের জন্য) ক্ষরিত হন, আবির্ভূত হন। কোথায়? পবিত্রে—সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে; যাঁরা ভগবৎপরায়ণ, তাঁরাই এই পরমবস্তু লাভ ক'রে ধন্য হন। মন্ত্রে 'ইন্দ্রায়' ও 'বায়বে' পদে প্রকৃতপক্ষে দু'জন দেবতাকে লক্ষ্য

করছে না—কারণ দেব বহু নয়, দেব এক। সেই একই ভগবানের বিভিন্ন রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্ররূপে তিনি ধন ও বলের অধিপতি, আবার বায়ুরূপে তিনি আশুমুক্তিদাতা। মুক্তি ও শক্তিলাভের জন্য সাধক ভগবানের এই দু'রকম বিভূতির শরণ গ্রহণ করছেন]।

৬/৩—দ্যুলোক-প্রাপক, অভীষ্টবর্ষক, সর্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব সৎকর্মসাধকদের দ্বারা তাঁদের জ্যোর্তিময় হৃদয়ে উৎপাদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা অভীষ্টবর্ষক মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করেন)।

৬/৪—পরাজ্ঞানদায়ক পবিত্রকারক, পরমধনদাতা, সকলের জেতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করেন)। [ভগবান্ যে শুধু আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন, তা-ই নয়, তিনি আমাদের পরমধন প্রদান ক'রে থাকেন। তিনি 'সত্রাজিৎ' (সকলের জেতা, সকলকে জয়কারী) এবং 'অস্তৃতঃ' (কারও দ্বারা হিংসিত নন, অজাতশত্রু]।

৬/৫—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষক পাপহারক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে স্থিত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখে গমন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের ভগবৎপ্রাপ্ত করান)।

৬/৬—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, পবিত্রকারক, দেবভাববিবর্ধক, পাপনাশক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [দেবত্ব ও অসুরত্ব, পুণ্য ও পাপ একত্র থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের মতোই যথাক্রমে দেবভাব ও পাপের সম্পর্ক। তাই শুদ্ধসত্ত্ব কেবল 'দেবাবীঃ' নয় তা 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপপ্রবণতানাশকও বটে। দেবভাব হৃদয়ে জাগরিত হ'লে পাপ দূরে পলায়ন করতে বাধ্য হয়]। [এই সূক্তের ঋষি—"ইধ্মবাহ', মতান্তরে 'প্রিয়মেধ' ও 'অঙ্গিরাপুত্র নৃমেধ']।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ৭)

স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি।
বিঘ্নন্ রক্ষাংসি দেবয়ুঃ॥১॥
স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।
অভি যোনিং কনিক্রদৎ॥২॥
স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি।
রক্ষোহা বারমব্যয়ম্॥৩॥
স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ।
জামিভিঃ সূর্যং সহ॥৪॥

স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ।
সোমো বাজমিবাসরৎ॥৫॥
স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি।
ইন্দুরিন্দ্রায় মংহয়ন্॥৬॥

মন্ত্রার্থ—৭সূক্ত/১সাম—অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকদের রিপুসমূহকে বিনাশপূর্বক তাঁদের পবিত্রহৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা রিপুনাশক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—"(ইন্দ্র ইত্যাদির) পানের জন্য অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসনাশক এবং দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে (দশাপবিত্রে বা ছাঁকুনিতে) গমন করেন।' সোমরস, প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে, ছাঁকুনিতে যেতে পারে, কারণ সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশিত করে তা ছেঁকে নেওয়াই উচিত ; সোম নামক মাদক-দ্রব্য দেবতারাও অভিলাষ করতে পারেন ; কিন্তু তা রাক্ষসদের কিভাবে নাশ করবে, বোঝা যাচ্ছেনা। আসলে এই মন্ত্র এখানে মাতালভোগ্য কোন মাদকদ্রব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি, এখানে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা কীর্তিত হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে পরমশক্তি দান করে, রিপুরূপী রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করে। 'পবিত্রে' অর্থে 'দশাপবিত্রে' নয়, 'পবিত্র হৃদয়ে' বোঝাই সঙ্গত]।

৭/২—পরাজ্ঞানদায়ক পাপহারক বিশ্বধারক ভগবান্ সাধকদের পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হন ; সেই পরমদেব আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য প্রখ্যাপক। এটি প্রার্থনামূলকও। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; সেই পরমদেবতা আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [প্রচলিত ভাষ্যে 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে 'সর্বদর্শী'। তা হয় বটে, কিন্তু সোম নামক মাদক-দ্রব্য সর্বদর্শী হয় কেমন ক'রে? এই মন্ত্রার্থে 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ 'প্রাজ্ঞ' প্রজ্ঞাদায়ক, পরাজ্ঞানদায়ক' গৃহীত হয়েছে]।

৭/৩—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, রিপুনাশক, পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের দীপ্তিদায়ক নিত্যজ্ঞানের প্রবাহকে লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যজ্ঞানের সাথে মিলিত হন)।

৭/৪—পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণসাম্য-অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কর্মসাধনে বন্ধুভূত সৎ-বৃত্তিনিবহের সাথে জ্ঞানকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের জ্যোতিঃকে তীক্ষ্ণ করেন)। [উচ্চস্তরের ত্রিগুণসাম্য-অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের সৌভাগ্য বর্তমান মন্ত্রে বিবৃত হয়েছে। অথচ, প্রচলিত ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রটিকে সোমরসার্থক-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি, মন্ত্রের কোথায়ও সোমরসের কোন উল্লেখ না থাকলেও, ভাব থেকেও সোমরসের কল্পনা আসতে না পারলেও। প্রচলিত মতে. সোমরস সোমরসই, তা কোন দৈবশক্তিসম্পন্ন বস্তু নয়। তবে জিজ্ঞাস্য—সোমরস সূর্যকে প্রকাশিত করে কেমন করে? শুধু তাই নয়, মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে পুনঃ পুনঃ 'ত্রিত' নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ত্রিত' নামক ঐ ঋষির যজ্ঞে পবিত্র হয়ে যেন সোমের এই অপূর্ব শক্তিলাভ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু 'ত্রিত' শব্দে কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করা হয়নি। ঐ পদে ত্রিগুণসাম্য-অবস্থাপ্রাপ্ত সাধককেই বোঝায়]।

৭/৫—রিপুনাশক অভীষ্টবর্ষক, পরমধনদাতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক

(অথবা আত্মশক্তিদায়ক) দেবতার ন্যায় সাধককে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকগণ আশু পরমধনদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি 'সোমঃ' পদ আছে; সুতরাং ভাষ্যকার মন্ত্রটিকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মতে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে— '(অশ্ব যেমন) সংগ্রামে গমন করে, তেমনই বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করছেন।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৭/৬—জ্ঞানী সাধক কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রসিদ্ধ সেই দেবতা তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, একটি বঙ্গানুবাদ—'সেই মহান, ক্লেদযুক্ত, কবি কর্তৃক প্রেরিত সোম (সোমরস) ইন্দ্রের জন্য দ্রোণ মধ্যে ধাবিত হচ্ছেন।' এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অসামঞ্জস্য এত স্পষ্ট, যে তা কখনও দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। সোমকে ব্যাখ্যার মধ্যে এক নিঃশ্বাসেই বলা হয়েছে 'মহান্' এবং 'ক্লেদযুক্ত'। আসলে বেদে 'সোম' ব'লে যে বস্তুটির উল্লেখ পাওয়া যায়, তা মদ্য নয়, এবং তার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ ক'রি, তা-ও সত্য নয়। প্রাচীন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কখনই এত অপদার্থ ছিলেন না যে, একটা অতি জঘন্য মাদক-দ্রব্যে এত উচ্চাঙ্গের মহিমা আরোপ করবেন। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ের বস্তু, এটি সাধকের পবিত্র হৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়। তাই 'দ্রোণ' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের উপযোগী পাত্র সাধকহৃদয়কে লক্ষ্য করে। তাই, শুধু এখানেই নয়, সর্বত্রই 'দ্রোণ' শব্দের অর্থ গৃহীত হয়েছে—'হৃদয়রূপ পাত্রাণি, হৃদয়ানি'। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদেরই পবিত্র হৃদয়ে উপর্জিত হয়। বর্তমান মন্ত্রে আছে—'কবিনা উষিতঃ দ্রোণানি অভিধাবতি।' কবি পদে জ্ঞানী সাধককে লক্ষ্য করে। জ্ঞানী সাধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ সাধনার দ্বারা সাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে থাকেন। এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? 'ইন্দ্রায় মংহয়ন্'—ভগবানের আরাধনার জন্য। ভগবৎপরায়ণ হবার জন্যই ভগবানকে যথোপযুক্তভাবে আরাধনা করবার শক্তিলাভের জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। মন্ত্রাংশে এই ভাবই স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হয়েছে। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'রহূগণ আঙ্গিরস']।

●

সপ্তম খণ্ড

(সূক্ত ৮)

যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা॥ ১॥
পাবমানী যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতংরসম্।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্॥ ২॥

পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ।
ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্॥ ৩॥
পাবমানীর্দধন্তু ন ইমং লোকমথো অমুম্।
কামান্ৎসমর্ধয়ন্তু নো দেবীর্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ॥ ৪॥
যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা।
তেন সহস্রধারেণ পবমানীঃ পুনন্তু নঃ॥ ৫॥
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্।
পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ—৮সূক্ত/১সাম—পবিত্রতাসম্পন্ন (অথবা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত) যে সাধক জ্ঞানিগণ কর্তৃক দৃষ্ট অমৃতময় বেদমন্ত্র পাঠ করেন—উচ্চারণ করেন, সেই সাধক আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বেদপাঠনিরত সাধকেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [সৎকর্মের দ্বারা, সৎ-জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ নিত্যপবিত্র পরমবস্তুর সন্ধান পায়। আর তার সন্ধান পেয়ে মানুষ তা-ই পাবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রধাবিত হয়। সেই সমস্ত লাভের উদ্বোধনা এবং সৎ-জ্ঞানে তার স্বরূপ-নির্ণয়ের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব। কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক মন্ত্র, ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে তার কি বিকৃতিই না সাধিত হয়েছে লক্ষণীয়—'যে ব্যক্তি পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ ক'রে গেছেন, তিনিই বায়ুদ্বারা স্বাদুকৃত সংগৃহীত সেই সমস্ত সর্ব-প্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেছেন।' ভাবের বৈচিত্র্যটিই লক্ষ্য করবার বস্তু]।

৮/২—ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক সেবিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধৃত পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সংজননের জন্য নিজেকে উদ্বোধিত করে, শরণাগত সেই ব্যক্তিকে সর্বত্র সর্পণশীল দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সৎকর্ম-সাধনভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কর্মসামর্থ্য এবং প্রাণ-উন্মাদক শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিলাভ করেন)। [মন্ত্রে কর্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন জনের—সাধুসজ্জনের পদাঙ্কের অনুসরণে অগ্রসর হ'লে, আত্ম-উৎকর্ষ লাভ হয়, আর তাতেই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা যায়]।

৮/৩—পরাশক্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণী দেবী আমাদের সম্বন্ধে পবিত্রতাসাধিকা (আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পাদিকা), স্বতঃবর্ষী চন্দ্রসুধার ন্যায় শোভন-ফলদায়িকা এবং সৎ-ভাব-সংজনয়িতা শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা হোন। অপিচ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে ধৃত (উৎপাদিত) শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভক্তিরস, ব্রহ্মজ্ঞ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে, আমাদের অমৃতপ্রাপক পরমার্থদায়ক এবং পরমকল্যাণকর হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। কর্মের প্রভাবে আমরা যেন সৎ-ভাবের অধিকারী হ'তে পারি)।

৮/৪—দেবভাবসমূহের বা সত্ত্বভাব ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন, পবিত্রতাসাধক আত্ম-উৎকর্ষদায়ক

দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবীগণ আমাদের ঐহিক আমুষ্মিক অথবা ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধি কল্যাণ প্রদান করুন এবং সর্ববিধ অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বের গ্রহণে ভগবান্ আমাদের অভিলষিত ফলগুলি প্রদান করুন।

৮/৫—যে পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক নিজের আত্মাকে নিত্যকাল পবিত্র করেন, শুদ্ধসত্ত্বদায়ক সকল দেবতা (অথবা দেবভাবসমূহ) প্রভূতপরিমাণ পবিত্রতাসাধক সেই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমাদের পবিত্র করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে পারি)।

৮/৬—শুদ্ধসত্ত্বদায়ক অবিনাশী-ফলপ্রাপক অমৃতদায়ক যে দেবতাগণ—তাঁদের অনুকম্পায় সাধক স্বর্গপ্রাপ্ত হন ; অপিচ, পবিত্র গ্রহণীয়বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন, এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সাধক দ্যুলোকে গমন করেন, এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে,—ভগবানের অনুকম্পায় সাধকেরা মোক্ষ প্রাপ্ত হন, অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই অমৃতত্বই মানুষের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। যখন ভগবানের করুণাধারা মানুষের মস্তকে বর্ষিত হয়, যখন মানুষ ভগবানের কৃপাকণা লাভ করতে পারেন, তখন তাঁর হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। তখন তিনি যা করেন, যা ভাবেন—সবই পবিত্র বিশুদ্ধ হয়। তাঁর কর্ম-মাত্রই ভগবানের উপাসনায় পরিণত হয়। তাঁর ভাব, চিন্তা, কর্ম সবই তাঁকে অমৃতের পথে নিয়ে যায়]। [এই সূক্তের ঋষি—'পবিত্র আঙ্গিরস']।

•

অষ্টম খণ্ড

(সূক্ত ৯)

অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্বী স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম্॥ ১॥
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নি ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত উত নো মঘোনঃ॥ ২॥
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
ত্বং বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১০)

মহাঁ ইন্দ্র যে ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব।
স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে॥ ১॥
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্।
জামি ব্রবত আয়ুধা॥ ২॥

প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ ভরন্ত বহ্নয়ঃ।
বিপ্রা ঋতস্য বাহসা॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম—স্বর্গে দীপ্ত হয়ে যে দেবতা জ্যোতিঃ প্রদান করেন, বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে স্থিত পরম আরাধনীয়, জ্যোতির্ময় সর্বতোভাবে সর্বত্র-গমনশীল অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান সেই নিত্যতরুণ দেবতাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম জ্যোতির্ময় পরমদেবতাকে আমরা যেন ভক্তি এবং প্রার্থনার দ্বারা লাভ করতে পারি)। ['অগ্নি' শব্দে বেদে কোন সাধারণ অগ্নিকে বোঝায় না। 'অগ্নি'—ভগবানের জ্ঞানরূপ বিভূতি—জ্ঞানদেবতা। এই মন্ত্রের মধ্যে সেই পরমদেবতা—পরমবস্তু জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। অগ্নিকে 'যুবতম' অথবা 'যবিষ্ঠ' বলা হয়। তার কারণ প্রদর্শন করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন—অগ্নি প্রত্যেকবার অরণিকাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় ব'লে অগ্নিকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর্গের গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই জ্ঞান প্রতি মুহূর্তেই মানুষের অন্তরে বিকশিত হচ্ছেন ব'লেই তিনি 'যবিষ্ঠ'। জ্ঞান চিরন্তন আদিহীন। কিন্তু যার হৃদয়ে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হলো, তার কাছে তো তিনি নতুন, নবীনতম]।

৯/২—প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব মহত্ত্বের দ্বারা আমাদের সকল পাপ দূর করুন, জ্ঞানস্বরূপ দেব সৎকর্মের সাধনে সাধকদের দ্বারা স্তুত হন; সেই দেবতা আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন এবং অসৎ-কর্ম হ'তে প্রার্থনাকারী আমাদের রক্ষা করুন। অপিচ, পূজাপরায়ণ আমাদের রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সকল পাপ থেকে রক্ষা করুন)। [ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে পরাজ্ঞান, সেই জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে। পাপ কালিমা প্রভৃতি জ্ঞানরূপ অগ্নিতে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই সেই ভগবৎশক্তির কাছেই সাধক প্রার্থনা করছেন। মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত নিত্যসত্যটি এই যে, জ্ঞানদেব সৎকর্মসাধকদের দ্বারা স্তুত হন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হলেই সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি জন্মে; আবার সৎকর্মের সাধনে প্রবৃত্ত হ'লে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হয়। অর্থাৎ সৎকর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে জন্য-জনক সম্বন্ধ বিদ্যমান। একটির উপস্থিতিতে অন্যটি উপস্থিত হয়]।

৯/৩—হে জ্ঞানদেব! আপনি অভীষ্টবর্ষক এবং মিত্রস্বরূপ হন; জ্ঞানিগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্ধিত করেন—আরাধনা করেন; আপনাতে বর্তমান পরমধনসমূহ আমাদের পরম মঙ্গলসাধক হোক; হে দেবগণ! আপনারা নিত্যকাল আমাদের পরম মঙ্গলের সাথে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রক্ষেপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানের সাধনে যত্ন পরায়ণ হন; পরমমিত্র অভীষ্টবর্ষক দেবতা কৃপাপূর্বক আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুন)। [এই মন্ত্রে অগ্নিকে সম্বোধন করেই প্রার্থনা করা হয়েছে। মূলভাব এই যে, জ্ঞানদেব অগ্নি আমাদের মঙ্গলসাধন করুন, আমাদের বিপদ থেকে চিরকাল রক্ষা করুন। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই ভাব অব্যাহত থাকলেও দু'একটি পদের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে একটু মতভেদ ঘটেছে মাত্র। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন করো।' এই ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিদৃষ্ট হবে যে অগ্নিকে এখানে মিত্র ও বরুণ বলা হয়েছে। ভাষ্যকার কিন্তু অনর্থক তাঁর প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ ক'রে 'বরুণঃ' পদে

'পাপানাং নিবারকঃ' এবং 'মিত্র' পদে 'পুণ্যপ্রাপণে সখা' অর্থ গ্রহণ করেছেন। এখানে এ-কথা ঠিক যে, ভাষ্যকারকে অন্ধভাবে অনুসরণ না ক'রে অনুবাদকার মন্ত্রের মূলভাব অনেক পরিমাণে অবিকৃত রেখেছেন। ভগবান্ এক, তাঁর বিভিন্ন বিভূতিই বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই সত্যই মন্ত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সূর্য, তিনিই অর্যমা—সমগ্র বিশ্ব তাঁরই বিভূতি মাত্র। 'বসিষ্ঠ' পদে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে—পূর্বে অনেকবার তা আলোচিত হয়েছে। 'বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতির দ্বারা বর্ধিত করেন' তার ভাব এই যে, জ্ঞানিগণ সাধনার দ্বারা তাঁদের হৃদয়স্থ জ্ঞানরাশিকে বর্ধিত করেন]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি']।

১০/১—অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাঁর পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তুতিদ্বারা আরাধিত (বর্ধিত) হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকদের দ্বারা আরাধিত হন)। [যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা সাধক তাঁরা সেই পরমপিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। 'বাবৃষে' পদের অর্থ 'প্রবর্ধতে' অর্থাৎ বর্ধিত হন। কেমন ক'রে? তিনি কি অপূর্ণ যে সাধকের স্তুতিতে পূর্ণত্ব লাভ করবেন? সাধক সাধনপথে যতই অগ্রসর হন ততই ভগবানের মাহাত্ম্য তাঁর হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। সুতরাং ভগবান্ স্তুতির দ্বারা সাধকের হৃদয়ে বর্ধিত হন—এ কথা বলা যেতেই পারে। সেইজন্যই 'বাবৃষে' পদে 'প্রবর্ধতে আরাধিতঃ ভবতি' এই অর্থ সঙ্গতভাবেই গৃহীত হয়েছে]।

১০/২—যখন ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিগণ (অথবা স্তোতাগণ) স্তুতির সাথে ভগবানকে সৎকর্মের লক্ষীভূত অর্থাৎ চরমলক্ষ্য করেন, তখন সাধকগণ রক্ষাস্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় (অথবা বন্ধুস্বরূপ) ব'লে থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন)। [সাধকের নিজের সত্তা যখন সেই পরমসত্তায় বিলীন হয়ে যায়, তখন তাঁর প্রতি রিপুর আক্রমণ সম্ভবপর হয় না। কারণ তখন সাধকের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না—আক্রমণ করবে কাকে? তাই বলা হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়, অথবা বন্ধুরূপে পরিণত হয়। অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা শত্রুনাশ হয়, কিন্তু যাঁর শত্রু নেই, তাঁর অস্ত্রশস্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। অথবা যে অস্ত্রশস্ত্র প্রাণনাশক, তা-ই সাধকের পক্ষে বন্ধুস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়]।

১০/৩—যখন জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যসাধককে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে, তখন সেই জ্ঞানিগণ সত্যপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হন)। [মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, তাকে বিকশিত ক'রে কাজে লাগাতে পারলেই সে নিজের সকল অভীষ্টই সাধন করতে পারে। সুতরাং যখন সে অভ্রান্তভাবে নিজের গন্তব্য পথ নির্দেশ করতে সমর্থ হয় এবং যখন সে নিজের অভীষ্টের সন্ধান পায়, তখন সে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। শুধু তাই নয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যে ভগবৎপরায়ণতা তা সে জ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়—ভগবৎ-সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়]। [এই সূক্তটির ঋষি—'বৎস কাণ্ব']।

নবম খণ্ড

(সূক্ত ১১)

পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত।
জীরা অজিরশোচিষঃ॥ ১॥
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ।
হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্‌গণঃ॥ ২॥
পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ।
দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাঁ যো অপ্‌স্বাঽন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ॥ ১॥
নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ!
সুতে চিৎ ত্বাপ্‌সু মদামো অন্ধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তমম্॥ ২॥
পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৩)

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ॥ ১॥
পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্‌ৎসং গ্রাবভির্বসতে বীতে অধ্বরে॥ ২॥
কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধন্ দুরিতা সোম নো মৃড় ঘৃতা বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম—অজ্ঞানতানাশক পাপহারক বিশ্বজ্যোতিঃ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের দেবভাবপ্রাপিকা ধারা সাধকদের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। (মন্ত্রটি নিতসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পাপনাশক দেবভাবপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)।

১১/২—শ্রেষ্ঠতম সৎকর্মসাধক, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধিবিধায়ক, পাপহারক, পরমানন্দদায়ক, বিবেকজ্ঞানদাতা, পবিত্রকাবক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—

'এই যে ক্ষরণশীল সোম, এর তুল্য রথী নেই ; যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্মল ; এঁর ধারা হরিৎবর্ণ · দেবতারা এঁর সহায়, ইনি তাঁদের আহ্লাদিত করেন।' একই মন্ত্রের মধ্যেই সোমকে হরিৎবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বলা হয়েছে। সোম তবে কি বহুবর্ণধারী, বহুরূপী? আসলে মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে অধ্যাহার করার জন্যই 'হরিঃ' প্রভৃতি পদে বিকৃত অর্থ করা হয়েছে। তাছাড়া, সোম নামক মাদকদ্রব্য 'রথীতমঃ' হয় কেমন ক'রে, বুঝতে পারা যায় না। আসলে 'হরিঃ' পদের অর্থ পাপহারক ; 'চন্দ্রঃ' পদের অর্থ আহ্লাদকর বা পরমানন্দদায়ক ; 'মরুদ্‌গণাঃ' অর্থে বিবেকরূপী দেবগণ ; 'পবমানঃ' অর্থে পবিত্রকারক, শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যাদি—এমন বোঝাই সঙ্গত]।

১১/৩—পবিত্রকারক হে দেব! আত্মশক্তিদায়ক আপনি জ্যোতিঃ দ্বারা আমাদের এবং সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করুন ; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ জনকে আত্মশক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকেরা আত্মশক্তি লাভ করেন ; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতিঃ লাভ ক'রি)। ['সুবীর্যং' পদের অর্থ 'পুত্র ধনজন' নয়, এর প্রকৃত অর্থ শোভনবীর্য। শোভনবীর্য কি? যা মানুষকে প্রকৃতশক্তি (পরাশক্তি) দিতে পার, তা-ই সুবীর্য। মানুষের অন্তরাত্মা যখন জাগরিত হয়, মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার শক্তির সাড়া জাগে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়। সেই শক্তিই আত্মশক্তি]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'শত বৈখানসবৃন্দ']।

১২/১—হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজোপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করো ; কঠোর তপঃ-সাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতকারক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। ['উত্তমং হবিঃ'—সত্ত্বভাবই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। দেবপূজার উদ্দেশ্য—দেবতাকে বা দেবভাবকে প্রাপ্ত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৫দ-২সা) প্রাপ্তব্য]। সুগন্ধি অর্থাৎ পরমপ্রীতিদায়ক, অজাতশত্রু, পবিত্রকারক আপনি নিত্যজ্ঞানের সাথে নিশ্চিতভাবে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; বিশুদ্ধ হ'লে শক্তি এবং জ্ঞানকিরণের সাথে শ্রেষ্ঠ অমৃতস্থিত আপনাকে মিশ্রণকারী আমরা যেন পরমানন্দ লাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমানন্দ লাভ ক'রি)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে দুর্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হ'তে হ'তে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হবার পর তোমাকে জলের সাথে, দুগ্ধের সাথে, এবং আহার-সামগ্রীর সাথে মিশ্রিত ক'রে আনন্দের সাথে সেবন করব।' বা! প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে মন্ত্রটির ভাব চমৎকার বলতে হবে। এবার আর সোমরসকে ভগবানের কাছে নিবেদন করবার কোন আবশ্যকতা নেই। একেবারে নিজেই পান করবার জন্য বক্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন]।

১২/৩—বিশুদ্ধকারক, দেবভাব-উৎপাদক, সৎকর্ম-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান দানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাবের উৎপাদক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। ['স্বানঃ'—বিশুদ্ধকারক। 'দেবমাদনঃ'—দেবতাদের তৃপ্তিদায়ক। 'চক্ষসে' পদের সাধারণ অর্থ 'দর্শনায়' অর্থাৎ দেখবার জন্য। কার দর্শনের

জন্য? এর একমাত্র উত্তর—সাধকের দর্শনের জন্য। সাধক সত্যমিথ্যা, পাপপুণ্য দর্শন করবেন। এক কথায়, তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে—এই জন্যই প্রার্থনা]। [এই সূক্তের ঋষি—'সপ্ত ঋষি' (ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ও বসিষ্ঠ)। মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত বাইশটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'পৃষ্ঠম্', 'কৌল্মলবর্হিষম্', 'অর্কপুষ্পাদ্যম্', 'দৈর্ঘশ্রবসম্', 'দ্ব্যক্ষরোধেয়শ্বম', 'আভীশবাদ্যম্', 'মাধুচ্ছন্দসম্', 'ঐড়মায়াস্যম্' 'পৃশ্নি' ইত্যাদি]।

১৩/১—অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ধক, পাপহারক, পরমরমণীয়, আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত হোন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতপ্রবাহকে প্রাপ্ত হন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হন, তেমনভাবে সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়কে অমৃতময় ক'রে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ ক'রি)। [জ্ঞানের সাথে সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তারই জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৩/২—অমৃতপ্রবাহ মহান্ ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব সকল লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ কঠোরসাধনে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরস্পর ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতে সম্মিলিত হন; শ্রেষ্ঠ সৎকর্মে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্বলোকের পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হন)।

১৩/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরজ্ঞানদাতা আপনি সৎকর্ম-সাধনের ইচ্ছায় প্রশংসনীয় সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হন; বিশুদ্ধ আপনি শীঘ্র আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হন; হে দেব! আপনি আমাদের শত্রুদের বিনাশ করে আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন; অমৃতযুত আপনি পবিত্রতা (অথবা ঔজ্জ্বল্য) প্রাপ্ত হন। মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের রিপু বিনাশ ক'রে পরমানন্দ প্রদান করুক; আত্মশক্তিদায়ক রিপুনাশক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে প্রাপ্ত হয়)। [মন্ত্রটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে এবং তৃতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হ'লে তিনি সৎকর্মের সাধনে আত্ম-নিয়োগ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধতার সাথে শুদ্ধসত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং যে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হন, তাঁর হৃদয় থেকে অপবিত্রতা মলিনতা দূরীভূত হয়। অথবা এটাও বলা যায় যে, হৃদয় পবিত্র না হ'লে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা সম্ভবপর নয়। প্রার্থনার প্রধান ভাব রিপুনাশ এবং পরমানন্দলাভ। —প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সুপণ্ডিত (সোমরস)! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাচ্ছ। স্নান করালে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায়, তেমনই তুমি যাচ্ছ। হে সোমরস! তুমি আমাদের অশেষ অনিষ্ট নষ্ট ক'রে আমাদের সুখী করো, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে নির্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ করো।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সূক্তের ঋষি—'বসু ভারদ্বাজ'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গান আছে। যথা,—'মহাসামরাজম্', 'দ্বিরভ্যাসালৌশম্', 'ঐড়মায়াস্যম্', 'বাসিষ্ঠম্' এবং 'সীমানাং নিবেদম্']।

●

দশম খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতো জনিমানোজসা প্রতি ভাগং ন দীধিমঃ॥ ১॥
অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্॥ ২॥

(সূক্ত ১৫)

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে দ্বিষো বি মৃধো জহি॥ ১॥
ত্বং হি রাধসম্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধর্তা।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১৪সূক্ত/১সাম—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সদাশ্রিত জ্ঞানিজনের ন্যায় অথবা সূর্যরশ্মিসকল যেমন সূর্যকে আশ্রয় ক'রে অবস্থিতি করে তেমন, ভজনা করো—অনুসরণ করো। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, তেমনই বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা করো) ; সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হয়ে, পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যেন অধিকারী হই। (ভাব এই যে,—পিতার সম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবানের বিভূতিসমূহে আমরা যেন তেমনই অধিকারী হই)। [নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সম্বোধন ক'রে সাধক বলছেন—'তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিগুলিকে ভজনা করো। কিভাবে ভজনা করবে? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইভাবে।' মন্ত্রে 'সূর্যং' পদ আছে। আভ্যন্তর-পক্ষে সূর্যদেবকে জ্ঞান ব'লে বর্ণনা সঙ্গত হয়েছে। বাহ্যতঃ সূর্য যেমন জাগতিক অন্ধকারসমূহ ধ্বংস ক'রে জগৎকে আলোকিত করেন জ্ঞানের উদয়ে তেমনই জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি বিধ্বস্ত হয়ে হৃদয়প্রদেশ অপূর্ব আলোকে আলোকিত হয়ে থাকে]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-৪দ-৫সা) দ্রষ্টব্য]।

১৪/২—হে আমার মন। অপাপীজনের দাতা, পরমধনের দাতা দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা করো ; কারণ ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতার দান কল্যাণদায়ক হয় ; যে সাধক পরমধন প্রাপ্তির জন্য তাঁর অন্তঃকরণকে ভগবানের অভিমুখে প্রেরণ করেন, ভগবান্ সেই আরাধনাপরায়ণ সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। (নিত্যসত্যমূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক এই মন্ত্রের ভাব—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করেন)। [ভগবান্ 'অলর্ষিরাতিং'—তিনি নিষ্পাপদের পরমধন বিতরণ ক'রে থাকেন। সুতরাং তুমি যদি নিষ্পাপ হও, তো তাঁর শরণাগত হও। কিন্তু তাঁর শরণ নিলেই কি প্রার্থিত বস্তু পরমধন মুক্তি লাভ হবে? দুর্বল মনের এই সংশয় নিরসন করবার জন্যই বেদমন্ত্র

বলছেন, 'বসুদাং'—হ্যাঁ, যাঁকে তুমি আরাধনা করবে, তিনি পরমধনদাতা]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'নৃমেধ'। এই সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'শ্রায়ন্তীয়ম্' এবং 'নিষেধম্']।

১৫/১—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যা হ'তে আমরা ত্রাস প্রাপ্ত হই, সেই ত্রাসের কারণ হ'তে আমাদের ভয়শূন্য করুন—অভয় দান করুন; হে পরমধনশালিন্! আপনি অশেষ-সামর্থ্যযুক্ত হয়ে থাকেন; অতএব, আমাদের যারা দ্বেষ করে অর্থাৎ রিপুশত্রুদের বিনাশ করুন, এবং আমাদের হিংসাকারী অপকর্মসকলকে নাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের অভয় প্রদান করুন এবং আমাদের শত্রুগণকে নাশ করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখলে মনে হয়, এখানে যেন মানুষে মানুষে যুদ্ধ বা দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ থেকে ভয় পেয়ে ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের অর্থাৎ দেবভাব ও পাপভাবের যে সমর অহরহঃ চলেছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে রিপুগণকে জয় করবার শক্তি-সামর্থ্যের প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে সিদ্ধান্তিত হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-৫দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৫/২—হে ধনাধিপতি! আপনিই মহান্ ধনের আধারের (অথবা বিনাশের) ধারণ কর্তা, রক্ষাকর্তা হন; পরম আরাধনীয়, পরমধনদাতা, ঐশ্বর্যাধিপতি হে দেব! এবম্ভূত প্রসিদ্ধ আপনাকে বিশুদ্ধ হৃদয় ও পূজাপরায়ণ হয়ে আমরা যেন প্রার্থনা ক'রি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ পরমধনদাতা হন)। [ভগবানকে 'রাধসম্পতেঃ' অর্থাৎ ধনের স্বামী ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। ধনের অধিপতি হওয়াতেই তাঁর মাহাত্ম্য পর্যবসিত নয়, তিনি সেই ধনকে বিতরণও করেন। আবার তিনি যে মানুষকে কেবলমাত্র ধন বিতরণই করেন, তা-ই নয়, তিনি সেই ধনকে রক্ষাও করেন। তাই বলা হয়েছে—'রাধস্য ক্ষয়স্য বিধর্তা অসি'—পরম ধনের নিবাসের রক্ষা কর্তা হন। এই 'নিবাস' অর্থে কি বোঝায়? পরমধন যাতে থাকে, যে আধারে সেই পরমধন অবস্থিত হয়, সেই আধারকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সেই আধার সাধকের হৃদয়। ভগবান্ সে আধারকে, সাধকের হৃদয়কে, সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আবার 'ক্ষয়স্য বিধর্তা' পদের অন্য অর্থও কল্পিত হ'তে পারে। 'ক্ষয়' অর্থে বিনাশ বোঝায়। সুতরাং 'রাধস্য ক্ষয়স্য বিধর্তা' পদ তিনটির অর্থ হয়—ধনের বিনাশের রক্ষাকর্তা, অর্থাৎ ধননাশ থেকে যিনি রক্ষা করেন]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'ভর্গ প্রাগাথ'। এই দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানের নাম—'সমন্তম্']।

●

একাদশ খণ্ড

(সূক্ত ১৬)

ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে।
পবস্ব মংহয়দ্ রয়িঃ॥ ১॥
ত্বং সুতো মদিন্তমো দধন্বান্ মৎসরিন্তমঃ।
ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ॥ ২॥

ত্বং সুষ্বাণো আদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ।
দ্যুমন্তং শুষ্মমাভর॥ ৩॥

(সূক্ত ১৭)

পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা।
আ কলশং মধুমান্ৎসোম নঃ সদঃ॥ ১॥
তব দ্রপসা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ।
ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ॥ ২॥
আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্।
বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৮)

পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্ বিশ্বাঁ ইৎ পরি মদেন সহ গচ্ছতি॥ ১॥
দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং সখায়ো অদ্রি সংহৃতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত ঊর্ময়ঃ॥ ২॥
ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায়॥ ১॥
প্র তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি সোমং মহে দ্যুম্নায়॥ ২॥
শিশুং জজ্ঞানাং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে সোমং দেবভ্য ইন্দুম্॥ ৩॥

(সূক্ত ২০)

উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্।
ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ॥ ১॥
তমিদ্ বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সং শিশ্বরীরিব।
য ইন্দ্রস্য হৃদং সনিঃ॥ ২॥
অর্ষা নঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্।
বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যম॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৬সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক শ্রেষ্ঠশক্তিদায়ক আপনি লোকবর্গের সৎকর্মে রক্ষক হন ; আপনি কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লোকগণ সৎকর্ম-সাধনে সমর্থ হন ; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরমধন প্রদান করুন)।

১৬/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ আপনি পরমানন্দদায়ক সৎকর্মের ধারক হন; শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক, রিপুনাশক অথচ স্বয়ং অজাতশত্রু হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক রিপুনাশক হন)। [প্রচলিত একটি অনুবাদ—'হে সোম (সোমরস)! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যগণকে আনন্দিত ও উন্মত্ত করো ; তুমি পণ্ডিত ও ধনদানকর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহারস্বরূপ হয়ে তাঁকে যারপরনাই আহ্লাদিত করো।' সোম অর্থে শুদ্ধসত্ত্বের পরিবর্তে মাদকদ্রব্য অধ্যাহার করাতেই প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি এমন বিসদৃশ হয়েছে। মাদক-দ্রব্যের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ঋষিরা যেন, যা মুখে আসে তেমনভাবেই, মাদক-দ্রব্যের স্তুতিগান করেছেন ব'লে মনে হবে]।

১৬/৩—হে পরমদেব! পবিত্রতাস্বরূপ আপনি পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা প্রীত হয়ে জ্ঞান প্রদান পূর্বক আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; অপিচ, আমাদের জ্যোতির্ময় রিপুনাশক শক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুজয়ী ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [পবিত্রতার আধার জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমদেবতা সাধকের সৎকর্মের দ্বারা তাঁর হৃদয়ে আগমন করেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর আগমনে জ্ঞান আপনা-আপনিই সাধকের হৃদয়ে বিকাশ লাভ করে। তবে বিশেষভাবে জ্ঞান প্রদান করবার জন্য প্রার্থনা কেন? এই প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করুন, সেই জ্ঞানবলে আমরা যেন আপনাকে জানতে পারি, আপনি যেন আপনারই দেওয়া শক্তিবলে আমাদের হৃদয়ে আহূত হন। এই জ্ঞানলাভের মধ্যে যে আরও একটি ভাব নিহিত আছে, তা 'সুষ্বাণঃ' পদে পাওয়া যায়। যাঁকে হৃদয়ে পেতে চাইছি, তিনি কে? তিনি 'সুষ্বাণঃ'—পবিত্রতাস্বরূপ। সুতরাং তাঁকে লাভ করতে হ'লে নিজেরও তেমন শুদ্ধ পবিত্র হওয়া দরকার। হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র হয়, হৃদয়ে পবিত্র জ্ঞানের সঞ্চারের দ্বারা]। [এই সূক্তটির ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য'। তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গানের নাম ; যথা,—'আশ্বসূক্তম্', 'শাম্মদম্' ইত্যাদি]।

১৭/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আত্মশক্তির সাথে প্রভূত পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময় আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে অমৃত-প্রাপক সত্ত্বভাব আবির্ভূত হোন)। [দেবতার পূজাগ্রহণই সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-১০দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৭/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার অমৃতময় আশুমুক্তিদায়ক রস সাধকদের পরমানন্দলাভের জন্য ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত করে ; দেবত্ব-অভিলাষিগণ অমৃতত্বপ্রাপ্তির জন্য পরমমঙ্গলদায়ক আপনাকে গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—দেবত্ব-অভিলাষী সাধকেরা পরমানন্দ লাভের জন্য—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সমুৎপাদিত করেন)।

১৭/৩—বিশুদ্ধ হে সত্ত্বভাবসমূহ! পবিত্রকারক দ্যুলোকের অমৃতস্বরূপ, সর্বলোকের অমৃতপ্রাপক, স্বর্গপ্রাপক আপনারা আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরমধন লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে সোমরসকে লক্ষ্য ক'রেই এইরকম মন্ত্রগুলির অন্তর্গত পদগুলির অর্থ কল্পিত হয়েছে। যেমন, 'রীত্যাপঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল ক'রে পৃথিবীতে জল বহিয়ে যে দেয়'। কিন্তু ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আছে, তার বিশেষণ রূপেই 'রীত্যাপঃ' পদ ব্যবহৃত হয়েছে বোঝাই সঙ্গত। পৃথিবীর

প্রতি অমৃতদানকারী, অর্থাৎ যা পৃথিবীবাসী সকলকে অমৃত দান করে, সেই বস্তু শুদ্ধসত্ত্ব। আর একটি পদ 'বৃষ্টিদ্যাবঃ'। এর ভাষ্যার্থের ভাব এই যে, যার দ্বারা দ্যুলোককে বৃষ্টি প্রদানে উন্মুখ করে। এও তাই, সেই সোমরসকে লক্ষ্য ক'রেই করা হয়েছে। মন্ত্রটিতে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আছে, এমন ভাবলে দেখা যায় 'বৃষ্টিদ্যাবঃ' পদে অমৃত প্রবাহকেও লক্ষ্য করে। প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ। তোমরা শোধিত হচ্ছ ; আমাদের চারিপাশে এমনভাবে ধাবমান হও যে, আমরা যেন ধন লাভ ক'রি। তোমরা দ্যুলোকের বৃষ্টির অনুকূল ক'রে পৃথিবীতে জলে বহিয়ে দাও ; এবং তাবৎ বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা করো।'—অধিক মন্তব্যের প্রয়োজন নেই]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'মনু আপ্সব'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম, যথাক্রমে ;—'বৈশ্বমনসম্' এবং 'সুজ্ঞানম্']।

১৮/১—সাধককে পরমানন্দ দেবার জন্য যে সত্ত্বভাব সমস্ত দেবভাবকে নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাদের সাথে মিলিত হন, সেই পাপহারক, সর্বলোকের স্পৃহনীয়, সজ্জনপালক সত্ত্বভাবকে অমৃতের দ্বারা সাধকগণ সর্বতোভাবে শোধন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হন)। [সতের সঙ্গেই সতের মিলন হয়, সমধর্মী সমধর্মীকেই চায়। তাই সত্ত্বভাব ও দেবভাব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই উভয়ের মিলনে, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে দেবভাব সম্মিলিত হ'লে সাধক পরমানন্দ—অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। মন্ত্রে এই সত্যই বিধৃত হয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৮দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৮/২—সখিভূত দশেন্দ্রিয় প্রসিদ্ধ, প্রীতিদায়ক, ভগবানের প্রিয় যে শুদ্ধসত্ত্বকে পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপন্ন করেন, তাকে অমৃতপ্রবাহ পরিশোধন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতের প্রবাহের সাথে সম্মিলিত হন)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সেই সোম যখন প্রস্তর ফলকের উপর স্থাপিত হন তখন সেই যশস্বীকে দশ ভগিনী (অঙ্গুলী) স্নান করিয়ে দেয়। তখন তিনি তরঙ্গশালী হয়ে ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হন।'—'দ্বিঃ পঞ্চ সখায়ঃ' দশসংখ্যক সখিভূত ইন্দ্রিয় বা সখিভূত দশেন্দ্রিয়। ভাষ্যকার বললেন—দশ ভগিনী (অঙ্গুলী)]।

১৮/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুনাশক ভগবানের গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; এবং দয়াকারুণ্য ইত্যাদি বিভূষিত শক্তিসম্পন্ন সৎকর্মসাধক ব্যক্তির জন্য আপনি ক্ষরিত হন ; অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শক্তিসম্পন্ন সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ; আমরাও যেন—ভগবানের কৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [বস্তুতঃ মানুষ স্বভাববশেই পাপে লিপ্ত হয় না। স্বরূপতঃ সে বিশুদ্ধ পবিত্র। সংসারের মোহ মায়াজালই তাকে বিপথে নিয়ে যায়। অল্পসময়ের মধ্যেই আপাতমধুর পাপকার্য অসীম দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তখন অনুশোচনা ও পরিতাপ এসে তার জীবনকে বিষাক্ত ক'রে দেয়। মানুষ যতই কঠিন-হৃদয় হোক না কেন, তার অন্তরস্থ সৎ-ভাবরাজি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় না, অধঃপতনের মধ্যেও অন্তরের আলোক বিদ্যুৎশিখার মতো বিকাশ পায়। তার আলোকেই মানুষ নিজের উদ্ধারের উপায় নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। তখন পতিতপাবন ভবপারের কাণ্ডারীর কথা স্মরণ হয়, তাঁর চরণে আশ্রয়লাভের চেষ্টা করে। কারণ তিনিই যে একমাত্র শত্রুবিনাশক পরমদেবতা। সেই পরমদেবতাকে লাভ করবার জন্য, তাঁর করুণাকণা পাবার জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজন করতেই হবে]। [এই সূক্তের ঋষি—'অম্বরীষ বার্ষাগির' ও 'ঋজিশ্ব ভারদ্বাজ'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি

মন্ত্রের একত্রগ্রথিত আঠারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'গৌরীবিতম্', 'নিহবম্', 'যদ্বাহিষ্ঠীয়ম্', 'আসিতাদ্যম্', 'সাধ্রম্', 'বসিষ্ঠস্য আকুপারম্', 'শ্যাবাশ্বম্', 'আন্ধীগবম্' ইত্যাদি]।

১৯/১—হে সত্ত্বভাব! ব্যাপকজ্ঞানের তুল্য বিশুদ্ধ, মোক্ষপ্রাপক তুমি মহতী আত্মশক্তি সঞ্চারের জন্য, এবং পরমধন প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ের আবির্ভূত হোক)। [মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য সেই পরম আনন্দ—আত্মানন্দ। এই আনন্দই ভগবানের চরণামৃত। এটি পেতে হ'লে হৃদয় পবিত্র ও নির্মল করা চাই, হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। তবেই সেই অপার্থিব ধনলাভ—স্বর্গীয় আনন্দলাভ জীবনে সম্ভব হবে। এই সত্য জেনেই মন্ত্রের প্রার্থনা—আমার হৃদয় পবিত্র হোক, আমি যেন পরমধন লাভের উপযোগিতা লাভ ক'রি। হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হোক ; আমি যেন সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করতে পারি]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৯দ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৯/২—প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধহৃদয় সাধকগণ পরমানন্দ লাভের জন্য, এবং মহৎ ধনপ্রাপ্তির জন্য, হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে প্রদ্দীপিত করেন ; সেই সাধকগণ অমৃত প্রকৃষ্টরূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিশুদ্ধহৃদয় সাধকেরা অমৃত লাভ করেন)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'নিষ্পীড়ন কর্তারা সেই রসরূপী সোমকে শোধন করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য যে, আনন্দ ও প্রচুর ধন পাবেন।' অথচ মন্ত্রের ভাব—মানুষের হৃদয় থেকে যখন রজোগুণজনিত চাঞ্চল্য ও তমোগুণজনিত জড়তা দূরীভূত হয়, অর্থাৎ হৃদয় যখন সত্ত্বগুণাশ্রিত হয়ে ওঠে, তখনই সে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করতে পারে। তখন তার চিত্তে যে প্রসন্নতা ও প্রশান্ত ভাব জাগ্রত হয়, তা-ই তার বিমলানন্দের কারণ। এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধকেরা কঠোর সাধনায় রত হন। সেই সাধনার ফলে সাধক অমৃতত্ব লাভ করতে পারে]।

১৯/৩—সাধকগণ উৎপাদ্যমান শিশুস্থানীয় পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে দেবভাব লাভের জন্য তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে শোধন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। [প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে এই মন্ত্রটিও যথারীতি সোমার্থকরূপে গৃহীত হয়েছে। 'সোম জলের শিশুর মতো' 'জলের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করছেন'—এমন সব বিবরণ সেখানে পেশ করা হয়েছে। আসলে কিন্তু মন্ত্রটি শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা-প্রখ্যাপক। সাধকের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তখন তাকে শিশুর সাথে তুলনা করা হয়। শিশুকে যেমন প্রথমে তার জীবন রক্ষার জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার, ঠিক তেমনই হৃদয়ে অঙ্কুরিত শুদ্ধসত্ত্বকে সৎ-ভাব-রাজির পরিরক্ষণের জন্য সাধকের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ সাধকহৃদয়ে সদ্যোজাত ক্ষীণশক্তি পুণ্যজ্যোতিঃটি পাপঝঞ্ঝাবাতের ফুৎকারে শূন্যে যাতে বিলীন না হয়ে যেতে পারে, তার জন্যই তাকে (সেই পুণ্যালোককে) অতিশয় সাবধানে, শিশুর মতো যত্নে ও সেবায়, বর্ধিত করতে হয়। তাই সত্ত্বভাবকে 'জজ্ঞানং শিশুং' বলা হয়েছে। আবার বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে শোধন করার অর্থও ইঙ্গিতপূর্ণ। সত্ত্বভাব স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ বটে ; কিন্তু সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন মূর্তি প্রতিবিম্ব তার উপর পড়ে তাকে মলিন ক'রে তোলে। সাধনার দ্বারা যেমন এই মলিনতা দূরীভূত করতে হয়, তেমনই যাতে তার উপর মলিন ছায়াপাত না হয়, তারও উপায় বিধান করা চাই]। [এই সূক্তের ঋষি—'অগ্নি ধিষণ্য ঈশ্বর'। এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানের নাম—'বিধর্মং']।

২০/১—সৎকর্মের ও সৎভাবের দ্বারা পূর্ণবিকশিত সৎকর্মসঞ্জাত অমৃতসদৃশ রিপুনাশক বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবকে দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—দেবভাবান্বিত ব্যক্তিগণ সৎকর্মের সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)।

২০/২—স্তনদাত্রী মাতা যেমন লালন-পালনে শিশুকে প্রবর্ধিত করেন, তেমনই যে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রীতিদায়ক, সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের প্রার্থনা প্রবর্ধিত করুক। (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটির ভাব—আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে প্রবর্ধিত করতে পারি)। [মায়ের মতো যত্ন ও স্নেহ করবার আর কেউই নেই। মায়ের প্রত্যেক অনুপরমাণুও যেন সন্তানের মঙ্গল-কামনায় ধাবিত হয়। আমাদের সমগ্র শক্তি যেন সত্ত্বভাব লাভের ও পরিবর্ধনের জন্য ধাবিত হয়, আমাদের সমগ্র সত্তা যেন তার উপযুক্ত সাধনায় নিয়োজিত হয়—এটাই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য যেন আমরা কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করতে পারি—মন্ত্রের এটাই গূঢ় তাৎপর্য। মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণ—'ইন্দ্রস্য হৃদং সনিঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রীতিদায়ক। ভগবানের প্রিয়বস্তু—শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? ভগবানের উপাসনার প্রধান উপকরণ—হৃদয়ের এই পবিত্র বিশুদ্ধ ভাব]।

২০/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের পরাজ্ঞানলাভের জন্য পরমমঙ্গল (অর্থাৎ সেই পরাজ্ঞানলাভের সামর্থ্য) প্রদান করো; আত্মশক্তিদায়িকা সিদ্ধি প্রদান করো; (অভীষ্ট পূরণ করো)। অপিচ, হে আরাধনীয় দেব! আমাদের জন্য অমৃতসমুদ্র প্রবর্ধিত করো; আমাদের অমৃত প্রদান করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান এবং অমৃত প্রদান করুন)। [এখানে জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—পরমমঙ্গল প্রদান করো—জ্ঞানলাভের জন্য। এখানে পরমমঙ্গল ও পরাজ্ঞান অভিন্ন-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরমমঙ্গলই পরাজ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোক,—এটাই প্রার্থনার তাৎপর্য]। [এই সূক্তের ঋষি—'অমহীয়ু আঙ্গিরস'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'শ্রুধ্যম্' ও 'প্রতীচীনেড়কাশীতম্']।

•

দ্বাদশ খণ্ড

(সূক্ত ২১)

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্।
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ১॥
বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরিং শস্ত্রং পৃথুঃ স্বরুঃ।
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ২॥
অযুদ্ধ ইদ্ যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ।
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ৩॥

(সূক্ত ২২)

য এক ইদ্ বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ১॥
যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আ বিবাসতি।
উগ্রং তৎ পত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ২॥
কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ।
কদা ন শুশ্রবদ্ গির ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ৩॥

(সূক্ত ২৩)

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদবংশমিব যেমিরে॥ ১॥
যৎ সানোঃ সান্বারুহো ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বম্।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ ২॥
যুঙ্ক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা।
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—২১সূক্ত/১সাম—যে জনগণ অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক যে জনগণ, যে সকল কার্যের আনুকূল্যে অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ-কার্য-সকলের আনুকূল্যে, অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক ব'লে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃকে প্রজ্বলিত করতে পারেন এবং কুশরূপ হৃদয়কে বিস্তৃত করতে পারেন বা করেন, তাঁদের সেই সকল যজ্ঞে, শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহায়রূপে অনুষক্ত করতে (প্রাপ্ত হ'তে) পারেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান উদ্দীপিত এবং সত্ত্বভাবে হৃদয় বিস্তৃত হ'লে, জ্ঞানময় ভগবান্ সেখানে আবির্ভূত হন)। [এ অগ্নি-শব্দে সাধারণ অগ্নি নয় এবং বর্হিঃ-শব্দেও সাধারণ কুশ নয়। অগ্নি—জ্ঞান। বর্হিঃ—হৃদয়। অগ্নি যেমন অন্ধকার নাশ ক'রে দ্রব্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে, তেমনই জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকার নাশ ক'রে স্বরূপ প্রকাশিত করে ; অগ্নির সাথে জ্ঞানের এমন সাদৃশ্য থাকায়, জ্ঞানরূপ অগ্নি অর্থই এখানে বুঝতে হবে ; এবং কুশ যেমন আসন হয়, হৃদয়ও তেমনই জ্ঞানের বা দেবতার আসন হয়]। [মন্ত্রটি ঋগ্বেদ ছাড়াও যজুর্বেদ সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকায় এবং ছন্দ আর্চিকে (ঐন্দ্র পর্বে) ২অ-২দ-৯সামেও পাওয়া যায়]।

২১/২—যে সাধকদের সাধনা নিশ্চিতই মহতী, স্তোত্র প্রভৃতপরিমাণ এবং প্রার্থনা ঐকান্তিক হয়, নিত্যতরুণ (চিরনবীন) ভগবান্ তাঁদের বন্ধু হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধনার প্রভাবে ভগবানই সাধকদের পরমবন্ধু হন)। [ভগবানই সাধকদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তাঁকে এইরূপে (বন্ধুরূপে বা সখারূপে) পেতে হ'লে সাধনার আবশ্যক, ঐকান্তিক প্রার্থনার প্রয়োজন। অর্থাৎ কারা ভগবানকে লাভ করতে পারে, তার উত্তরস্বরূপ বলা হচ্ছে—যাঁদের সাধনা মহতী, প্রার্থনা ঐকান্তিকী—তাঁরাই তাঁকে লাভ করতে পারেন]।

২১/৩—নিত্যতরুণ ভগবান্ যে সাধকগণের বন্ধু হন, তাঁদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি অযোদ্ধা হয়েও সৈন্যবলযুত রিপুকে শূরের ন্যায় আত্মশক্তিদ্বারা বিনাশ করতে সমর্থ হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্রজনও মহৎকর্ম সাধন করতে সমর্থ হয়)। [ভগবান্ যাঁর প্রতি প্রসন্ন, যিনি ভগবানের কৃপালাভ করতে পেরেছেন, তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তিনি দৈববলে বলীয়ান্, ঐশীশক্তিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ। সুতরাং মূক হলেও তিনি বাক্যবাগীশ হয়ে যেতে পারেন, পঙ্গু হলেও তিনি অনায়াসে গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হ'তে পারেন]। [এই সূক্তের ঋষি—'ত্রিশোক কাণ্ব'। সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'ঐধ্মবাহাদ্যম্']।

২২/১—সকল জগতের পতি, না-প্রতিশব্দরহিত অভীষ্টপূরক, অদ্বিতীয় লোকহিতসাধক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তিনি এই মরণধর্মশীল উপাসককে শীঘ্রই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ ধন বিশেষরকমে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সকলের অভীষ্টপূরক ভগবান্ উপাসককে শীঘ্রই পরিত্রাণ ক'রে থাকেন)। [মন্ত্রটির সাদাসিদা ভাব—'ভগবানের উপাসকেরা ত্বরায় তাঁর করুণা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।' কিন্তু প্রচলিত অর্থগুলিতে ঐ ভাব একটু পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একটি বঙ্গানুবাদে প্রকাশ—'যিনি হব্যদাতা ঋত্বিককে ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্র শীঘ্র সমস্ত জগতের প্রভু হন।' আর এক অনুবাদে প্রকাশ—'যে ইন্দ্রই কেবল হব্যদ্বারা যজমানকে ধন প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের নির্বিরোধী স্বামী।' দু'টি অর্থই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। এর তাৎপর্য কিছুই বোঝা যায় না। ঋত্বিককে কিংবা যজমানকে ধন প্রদান করলেই কি জগতের স্বামিত্ব লাভ হয়? প্রকৃতপক্ষে শব্দার্থ-বিভ্রাটই এর কারণ। 'ঈশানঃ অপ্রতিষ্কুতঃ' পদ দু'টির যুগ্ম প্রয়োগ পূর্বেও পাওয়া গেছে। তিনি যে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন, তিনি যে না-প্রতিশব্দরহিত অর্থাৎ প্রতিকূলতাহীন বা প্রার্থনাকারীর সকল প্রার্থনা তিনি যে পূর্ণ করেন, সেখানে সেই ভাবই ব্যক্ত। 'একঃ ইৎ' পদেই তাঁর অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। তিনি লোকহিতসাধক, তিনি সুপ্রসিদ্ধ, তিনি জগৎপতি, তিনি অভীষ্টপূরক, তিনি অদ্বিতীয়; বিশেষণগুলি তাঁর সেই পরিচয়ই প্রদান করছে। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, যাঁরা ভগবানের উপাসক, ভগবান্ তাঁদের প্রতি চিরকৃপাবান্ আছেন, তাঁদের তিনি সকলরকম ধন প্রদান ক'রে থাকেন]।

২২/২—হে ভগবান্! বহুলোকের মধ্য হ'তে শুদ্ধসত্ত্ব সমন্বিত সৎকর্মানুরত যে জন সর্বতোভাবে নিরন্তর আপনার পরিচরণ করেন—অর্থাৎ যে জন ভগবানের অনুসারী হন; সেই উপাসককে ভগবান্ ইন্দ্রদেব ত্বরায় প্রবল শক্তি প্রাপ্ত করান। (ভাব এই যে,—লোকসমূহের মধ্যে অল্প জনই শুদ্ধসত্ত্বপরায়ণ ভগবৎ-অনুসারী হন; তাঁরাই কেবল ভগবানের কৃপা লাভ করেন—শক্তিসামর্থ্য প্রাপ্ত হন)। [মন্ত্রটির প্রচলিত অর্থ—'যে জন ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমরস প্রস্তুত করেন, ইন্দ্র তাঁকেই শীঘ্র ধনদান ক'রে থাকেন।' এ পক্ষে, 'সুতাবান্' পদে সোমরস-প্রস্তুতকারীর প্রসঙ্গ এসে থাকে। কিন্তু 'সুতাবান্' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত' অর্থই পাওয়া যায়। 'সুত' শব্দে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বোঝায় তা পূর্বেই প্রতিপন্ন হয়েছে]।

২২/৩—ভগবৎ-উপাসনায় বিমুখ অপকর্মকারী মনুষ্যকে (এই আমাকে) কবে পদাঘাতের দ্বারা সর্পদংশনের ন্যায় তীব্রজ্বালা অনুভব করাবেন? (হে ভগবন্! কঠোর দণ্ডবিধানের দ্বারা আমাদের সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করুন—এই-ই প্রার্থনা); ভগবান্ ইন্দ্রদেব কতদিনে আমাদের প্রার্থনাসকল অবিলম্বে শ্রবণ করবেন? (হে ভগবান্! অসৎ পদসমূহ হ'তে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত ক'রে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ

করুন—এই আকাঙ্ক্ষা)। [এই সূক্তের ঋষি—'গোতম রাহুগণ'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'ত্রৈককুভম্']।

২৩/১—প্রজ্ঞান-স্বরূপ হে ভগবন্! সামগায়িগণ সামগানে আপনারই মহিমা গান করেন, ঋক্-মন্ত্রোচ্চারণকারী হোতৃগণ ঋক্-মন্ত্রের উচ্চারণে আপনারই অর্চনা করেন, স্তোত্রপাঠক ঋত্বিকগণ উচ্চবংশের ন্যায় আপনাকেই উন্নত করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণগান করেন। (ভাব এই যে,—সামগানে, ঋক্-মন্ত্রে এবং সব রকম স্তোত্রে সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়)। [যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের যে কোন বিভূতির অর্চনা করা হোক না কেন, সে সবই অর্চনা সর্বস্বরূপ সেই একেরই—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়।—কিন্তু প্রচলিত একটা অনুবাদে দেখা যায়—'হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চকেরা অর্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চনা করে, নর্তকেরা যেমন বংশদণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারকেরা তোমাকে তেমনই উন্নত করে।' এতে দেবতার কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল, বুঝে পারা যায় না]।

২৩/২—সাধক যেমন ক্রমশঃ সাধন-মার্গে অগ্রসর হন (শনৈঃশনৈঃ নিম্নস্তর হ'তে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন) ; তাঁর (ইষ্টাপূর্ত) কর্মনিবহও তেমন প্রভূতভাবে আরব্ধ হয় (ভগবানকে স্পর্শ করে—প্রাপ্ত হয়)। ভগবান্ তখন, সাধকের অভিপ্রায় ভক্তের (প্রয়োজন) বুঝতে পারেন। এবং বুঝতে পেরে, সর্বাভীষ্টাসিদ্ধিপ্রদ তিনি, প্রয়োজন-অনুরূপ ঐশ্বর্য ইত্যাদি সহ সাধকের সমীপে উপস্থিত হন। (যেমন ক্রমশঃ সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হন, সৎকর্মনিবহ তাঁর অনুগমন করেন ; ভগবানও তখন তাঁর প্রয়োজন বুঝে তাঁর অভীষ্ট পূরণ করেন)। [সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'যে সময়ে যজমানেরা সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সোমলতা ও সমিধ প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পর্বতের শিখর হ'তে শিখরান্তরে আরোহণ (পরিভ্রমণ) করেন, তখন তাঁরা যে সোমযাগ-রূপ কর্ম করবার জন্য উদযোগী হয়েছেন—তা বুঝতে পেরে, অভীষ্ট বর্ষণকারী ইন্দ্রদেব, মরুৎ-ইত্যাদি সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ তাঁদের যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হন।' ফলতঃ, ইন্দ্রদেব সোমরস মাদক-দ্রব্যের এতই ভক্ত যে, সোমলতা-প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্‌যোগ দেখলেই যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হ'তে প্রলুব্ধ হন। —বলা বাহুল্য, মন্ত্রটির এই যে অর্থ অধুনা দাঁড়িয়েছে, তার প্রধান কারণ মন্ত্রের দু'তিনটি পদের উপর ব্যাখ্যাকারিদের সংস্কার-অনুরূপ দৃষ্টির প্রভাব]।

২৩/৩—হে ভক্তাধীন ভগবন্! আপনি আমাদের চতুর্বর্গফলসাধনের নিমিত্ত ঐশীশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টপ্রদ তুল্যতাসাধক পাপ-তমোনাশী জ্ঞানভক্তিরূপ দিব্যজ্যোতিঃ (হরিদ্বয়) আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমীপে (শব্দব্রহ্মরূপে) বিচরণ করুন (সর্বদা বিরাজমান থাকুন)। (এই মন্ত্রে ঊর্ধ্বগতিবিশিষ্ট সাধক জ্ঞানের ও ভক্তির প্রার্থনা করছেন ; কেন-না, ঐ উভয়ই অভীষ্টফল প্রদান করে)। [এই সূক্তের ঋষি—'মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গানের নাম—'উদ্‌ংশীয়ম্', 'দ্বিরভ্যস্তত্বাষ্ট্রীসাম্' এবং 'গৌরীরিতম্']।

— দশম অধ্যায় সমাপ্ত —

বেদ
সামবেদ সংহিতা
অক্ষয় লাইব্রেরী

PDF CREATED BY

সামবেদ সংহিতা

উত্তরার্চিক ১১ - ২১ অধ্যায়

@SATROYEE

উত্তরার্চিক—একাদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে)—১।১০ অগ্নি ; ২ আদিত্য ; ৩।৫।৬ ইন্দ্র ; ৪।৭।৮।৯ পবমান সোম ; ১১ আত্ম বা সূর্য।
ছন্দ—১।২।৩।১১ গায়ত্রী ; ৪ ত্রিষ্টুভ্ ; ৫।৬ প্রগাথ বার্হত ;
৭ অনুষ্টুভ ; ৮ দ্বিপদা পঙ্ক্তি ; ৯ জগতী ; ১০ বিরাড্ জগতী।
ঋষি—প্রতিটি সূক্তের শেষে উল্লিখিত।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

সুষমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে।
হোতঃ পাবক যক্ষি চ॥ ১॥
মধুমন্তং তনূনপাদ্ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে।
অদ্যা কৃণুহ্যূতয়ে॥ ২॥
নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপ হ্বয়ে।
মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্॥ ৩॥
অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আবহ।
অসি হোতা মনুর্হিতঃ॥ ৪॥

(সূক্ত ২)

যদদ্য সুর উদিতেহনাগা মিত্রো অর্যমা।
সুবাতি সবিতা ভগঃ॥ ১॥
সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ৎসুদানবঃ।
যো নো অংহোহতিপিপ্রতি॥ ২॥

উত স্বরাজ্যে অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে।
মহো রাজান ঈশতে॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

উ ত্বা মদন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।
অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি॥ ১॥
পদা পণীনরাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি।
ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি॥ ২॥
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্।
ত্বং রাজা জনানাম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—কর্মসিদ্ধিকারক (দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী) পাপনাশক হে জ্ঞানদেব! স্বপ্রকাশ আপনি আমাদের দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত সকল দেবভাব প্রদান করুন; এবং কর্মকারী আমার জন্য কর্ম সম্পাদন ক'রে দিন। (ভাব এই যে,—আমার কর্মসমূহ জ্ঞানসহযুত হোক; আর যেন আমরা দেবত্বমাণ্ডিত হই, তা-ই বিহিত করুন)।

১/২—হে তত্ত্বজ্ঞ! জন্মকারণনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক আপনি, অদ্য (নিত্যকাল) আমাদের ইহলৌকিক সুখপ্রদ কর্মকে বা কর্মফলকে নাশ করবার জন্য অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করবার নিমিত্ত, শুদ্ধসত্ত্ব-সমূহের অন্তর্ভুক্ত করুন অর্থাৎ দেবভাবসমূহে লীন ক'রে দিন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হোক এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হোক; আর তার দ্বারা আমাদের কর্মকারণ নাশ পাক এবং মোক্ষ আমাদের অধিগত হোক)। [অগ্নিদেব বা জ্ঞানদেবের কাছে কর্ম 'নবকলেবর প্রাপ্ত হয়' বলেই তিনি 'তনূনপাৎ'। 'তনু + উন + প + অৎ—এই পদাংশ চারটির সমাবেশে 'তনূনপাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ উন (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ) তনু (দেহের) প (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তা যিনি অৎ (ভক্ষণ) করেন, তাঁকেই 'তনূনপাৎ' বলে। এই অর্থেই 'তনূনপাৎ' শব্দে ঘৃতভোজী অগ্নিকে বোঝায়। পরন্তু, কর্মকে বিশুদ্ধভাব দান ক'রে, তার স্থূলভাব ক্লেদরাশি তিনি ভস্মসাৎ করেন, এখানে এই অর্থও সঙ্গত হ'তে পারে। দেহের পূর্ণতা—কিনা 'স্থূলভাব', তার 'নাশ'—কিনা 'তনূনপাৎ'। তার ভাব এই যে, দেহ ইত্যাদি ধারণমূলক কর্মের নাশ। 'তনূনপাৎ' শব্দে এখানে তাই 'ঘৃতভুক' না ব'লে 'জন্মকারণনিবারক' পক্ষান্তরে 'বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক' অর্থ পরিগৃহীত হয়েছে]।

১/৩—এই কর্মে (অর্থাৎ আমাদের সকল কর্মে) প্রীতিপ্রদ সুখদায়ক সত্ত্বপ্রাপক সকলের আরাধনীয় (নরাশংস) সেই জ্ঞানদেবতাকে আমি আহ্বান ক'রি। (আমাতে জ্ঞানের সমাবেশ হোক—এই মন্ত্র এমনই আকাঙ্ক্ষামূলক)। [এই মন্ত্রে অগ্নিদেবের যে ক'টি বিশেষণ দেখা যায়, তাতে তাঁকে জড়াগ্নি ব'লে আদৌ মনে আসতে পারে না। ঐসব বিশেষণের দ্বারা, তিনি দেবগণের প্রীতসম্পাদক—ইত্যাদি ভাবও আসতে পারে; আবার তিনি যে আমাদের সকলরকম শুভসাধক, এরকম অর্থও পরিগ্রহ করতে পারা যায়। তাঁকে আহ্বান করলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে, অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, আবার তাঁর মধ্য দিয়েই সর্বদেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে, এখানে এ মন্ত্রে সে ভাবও গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং এ অগ্নি

যে কোন্ অগ্নি (অর্থাৎ তিনি যে জ্ঞানদেব) তা অনুভব করতে পারা যায়। যেমন,—'নরাশংস' শব্দের অর্থ—'সকল মানব কর্তৃক প্রশংসিত' অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। সে অর্থে, এ মন্ত্রে জ্ঞান-রূপ অগ্নিরই অর্চনা করা হয়েছে। অগ্নিকে এখানে যে 'মধুজিহ্বং' অর্থাৎ 'মধুরভাষী' বলা হয়েছে, তারও সার্থকতা—জ্ঞানের (সত্যের) মধুর-ভাষকতা, চিরপ্রত্যক্ষীভূত। এখানে জ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হওয়ার কামনাই প্রকাশ পাচ্ছে]।

১/৪—হে জ্ঞানদেব! আপনি আরাধিত বা স্তুত হয়ে অতিশয় সুখহেতুকর আমাদের কর্মের মধ্যে বা হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণনিবহকে) আনয়ন করুন ; যেহেতু, আপনিই মনুষ্যগণের হিতসাধক এবং আমাদের মধ্যে দেবভাবের আহ্বানকারী হন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনিই একমাত্র দেবত্ব-বিধায়ক ; আমাদের দেবত্ব প্রদান করুন। [এই মন্ত্রে অগ্নির এক নাম ঈড় (ঈল) ব'লে উক্ত হয়েছে। যিনি সর্বদা সর্বত্র ঈড়িত অর্থাৎ স্তুত হবার উপযুক্ত। এই জন্যই তাঁর 'ঈড়' নামের সার্থকতা। নিগূঢ় অনুসন্ধান করলে, এ মন্ত্রে যে অনুপম, আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করা যায়, তাতে এই অগ্নি যে প্রজ্বলন্ত অগ্নি নয়, তিনি যে জ্ঞানদেব (জ্ঞানাগ্নি) তা অনুভূত হয়। অগ্নিদেব যে সুখতম রথে দেবগণকে আরোহণ করিয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে নিয়ে আসেন এবং মানুষের হিতসাধনপূর্বক দেবগণকে আহ্বান ক'রে থাকেন, তার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব এই যে,—হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় (জ্ঞানরূপ অগ্নির সঞ্চার) হ'লে ভগবানের প্রতি ভক্তি আপনিই সঞ্জাত হয়, এবং ভক্তিবিমিশ্র কর্ম ভগবৎসম্বন্ধযুত হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত হয় ; তাতে মানুষের মঙ্গল, এবং দেবতার আহ্বান সার্থক হয়। নিজেরই জ্ঞান, নিজেরই ভক্তি, নিজেরই কর্ম—নিজেরই শ্রেয়ঃসাধক। এটা বুঝে, জ্ঞানার্জনে, ভক্তির স্ফুরণে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে, মানুষ যেন প্রবৃত্ত হয়—তাতেই তার পরম মঙ্গল সাধিত হবে।—মন্ত্রের এটাই উপদেশ। প্রার্থনার এটাই মর্ম]। [এই সূক্তের ঋষি—'মেধাতিথি কাণ্ব']।

২/১—সাধকদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুৎপন্ন হ'লে, পাপনাশক, মিত্রভূত, মাতৃস্থানীয়, বিশ্বের সৎকর্মের প্রেরয়িতা, ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতা সাধকদের সেই প্রসিদ্ধ পরমধন নিত্যকাল প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসম্পন্ন সাধক পরমধন লাভ করেন)। [মিত্র—ভগবানের মিত্রভূত বিভূতিঃ ; অর্যমা—মাতৃস্থানীয় ; সবিতা—বিশ্বের সৎকর্মের প্রেরয়িতা ; ভগ—ঐশ্বর্যাধিপতি দেবতা বা ভগবানের বিভূতি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'ভগঃ' 'অর্যমা' প্রভৃতি পদ বিভিন্ন দেবতা অর্থে গৃহীত হয়েছে। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'অদ্য সূর্য উদিত হ'লে, পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তা প্রেরণ করুন।'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২/২—যে দেবভাবসমূহ আমাদের পাপ বিনাশ করেন, যে দেবভাবসমূহ পরমধনদায়ক, পাপকবল হ'তে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী এবং আমাদের আশ্রয়স্বরূপ, প্রকৃষ্টরূপে, আশু আমাদের হৃদয়ে তাঁদের আগমন হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমধনদায়ক, পাপনাশক, দেবভাবসমূহ আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোন)। [দেবত্ব অথবা দেবভাব ভগবানেরই শক্তি, বিভূতি। সুতরাং হৃদয়ে তার সাড়া জাগলে মানুষ ভগবানের স্পর্শই লাভ করে। দেবত্ব অথবা দেবভাব মানুষকে মোক্ষদান করে ; তার অর্থই এই যে, সাধক হৃদয়ের দেবভাবের প্রেরণায় ক্রমশঃ ভগবানের সাথে একাত্ম হয়ে যান, জলবুদ্বুদ জলে মিশে যায়, জীবন-নদী অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে আত্মহারা হয়। এটাই মোক্ষ, এটাই নির্বাণ। যিনি এই অবস্থা লাভ করতে পেরেছেন, তিনি পাপের আক্রমণ থেকেও মুক্তিলাভ

ক'রে থাকেন, পাপ তাঁর ছায়াস্পর্শও করতে পারে না। সেই জন্যই বলা হয়েছে—দেবভাব পাপ বিনাশ করেন]।

২/৩—যে দেবগণ এবং অনন্তস্বরূপ দেব হিংসারহিত সৎকর্মের অধিপতি হন, মহাধনের স্বামী সেই দেবগণ আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['অদিতি'—'দিত' ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম, তা-ই অদিতি। অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁকে 'অদিনা দেবমাতা' বলেছেন। এই মন্ত্রে 'অদিতি' পদে অনন্তরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। যিনি অখণ্ড, অনন্ত, অসীম, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং', সেই পরমপুরুষকেই 'অদিতিঃ' পদে লক্ষ্য করে সত্য, কিন্তু সেই পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অংশীভূত দেবগণ বা দেবভাবের উল্লেখ করা চলে। এখানেও তা-ই হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি']।

৩/১—অদ্রির ন্যায় দৃঢ় অচঞ্চল হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ (সৎকর্মনিবহ) আপনাকে আনন্দিত (বিচলিত) করে ; আপনি আমাদের পরমার্থরূপ ধন এবং রক্ষা প্রদান করুন ; আর আমাদের রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের শত্রুগণকে নাশ ক'রে আমাদের আশ্রয় দিন ও পরমার্থ প্রদান করুন)। [পর্বতের ন্যায় দৃঢ় অর্থাৎ অচঞ্চল আনন্দময় ভগবান্ কিভাবে বিচলিত হন, আনন্দের সাগরে কিভাবে কার দ্বারা আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়? 'সোমাঃ' পদ তা-ই নির্দেশ করছে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হ'লে সেই অবস্থা উপনীত হয় ; অর্থাৎ সৎকর্ম অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব সেই অচঞ্চল ভগবানকেও বিচলিত করতে পারে তার পর, লক্ষণীয়, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে,—আমাদের পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন, আশ্রয়-দানে রক্ষা করুন। সে পক্ষে তিনি আর কি করবেন? 'ব্রহ্মবিদ্বেষিদের হনন করুন।' এখানে 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' পদে 'ব্রাহ্মণদের হিংসাকারী' অর্থ কেন গ্রহণ করব? ভগবানের প্রতি যারা হিংসা পরায়ণ, সৎকর্মে যারা বাধা প্রদানকারী, তারাই ব্রহ্মদ্বিষ নামে অভিহিত হয় না কি? এ পক্ষে আমাদের রিপুগণের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণই ভগবানের কার্যে (সৎকর্মে) বাধা প্রদান করে। এখানে সেই রিপুগণের প্রভাব নাশের কামনাই প্রকাশিত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-৯খ-৯দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২—হে ভগবন্! আপনি মহান্ হন, আপনার সমান কোনও ব্যক্তি নিশ্চিতই নেই ; আপনি সাধনবিঘ্ন লোভ ইত্যাদি রিপুগণকে পদাঘাতে সর্বতোভাবে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহত্ত্বপূর্ণ হন ; তিনি আমাদের রিপুসমূহকে বিনাশ করুন)।

৩/৩—হে ভগবন্! আপনি বিশুদ্ধহৃদয়দের স্বামী হন ; আপনি পাপীদেরও স্বামী হন ; অপিচ, আপনি সর্বলোকের অধিপতি হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সর্বলোকের অধিপতি)। [তিনিই সব, সবই তিনি—সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্'-ই। যদি তা-ই হয়। যদি একই এক বস্তুর পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে, তবে এই বহু এল কোথা থেকে? মানুষের মনের এমন বহু প্রশ্নের সমাধানকল্পে বেদ বলছেন—'ত্বং লোকানাং রাজা।' কিন্তু তাতেও সকল সংশয় দূরীভূত হয় না। তিনি

যদি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' হন, তবে তিনি কি পাপীদের কৃপা করবেন? পাপীও কি তাঁর করুণালাভ করতে সমর্থ হবে? জনগণের মনের এই সন্দেহ দূর করবার জন্য বেদ বলছেন—'সুতানাং অসুতানাং ঈশিষে',—তিনি পবিত্র অপবিত্র সকলের অধিপতি। তিনি সর্বলোকের—সুতরাং পাপীতাপীরও—পিতা। পিতার স্নেহে তিনি পাপীকেও নিজের কোলে টেনে, তাই তো তাঁকে পতিতপাবন বলা হয়]। [সূক্তের ঋষি—'প্রগাথ কাণ্ব']।

•

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতং মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ॥ ১॥
স পুনান উপ সূরে দধান ওভে অপ্রা রোদসী বী ষ আবঃ।
প্রিয়া চিদ যস্য প্রিয়সাস ঊতী সতো ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ॥ ২॥
স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাং অভি নো জ্যোতিষাবিৎ।
যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমিষ্ণন্॥ ৩॥

(সূক্ত ৫)

মা চিদন্যদ্ বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত॥ ১॥
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথা জুবং গাং ন চর্ষণীসহম্।
বিদ্বেষণং সংবননমুভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্॥ ২॥

(সূক্ত ৬)

উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব॥ ১॥
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমাশত।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্॥ ২॥

(সূক্ত ৭)

পর্য্যূষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে॥ ১॥
অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ।
গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরন্ধ্যা॥ ২॥
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে।
বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

পরি প্র ধন্ব॥ ১॥
এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ॥ ২॥
ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াৎ ক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—পরস্পরসম্মিলিত সৎকর্মপরায়ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সর্বতোভাবে কামনাকারী সাধকগণ যে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন, চৈতন্যস্বরূপ সত্যভূতস্তোত্রের জ্ঞাতা (অথবা লক্ষ্যস্থল) পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব তাঁদের হৃদয়পাত্রে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনকারিগণ সর্বতোভাবে পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব তাঁদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করেন)। ['জাগৃহিঃ' পদের অর্থ 'জাগরণশীল', অর্থাৎ জাগরিত থাকাই যার স্বভাব। যা চিরজাগরূক, তা-ই 'জাগৃহিঃ', তা-ই চৈতন্যস্বরূপ। কারণ চৈতন্যের স্বভাবই জাগ্রত থাকা, 'চেতনা অচৈতন্য' এমন ধারণা করাও যায় না। কাজেই বাক্যের মধ্যেই আত্মবিরোধ দেখা যায়। তাই এখানে 'জাগৃহিঃ' পদে 'চৈতন্যস্বরূপ' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত হয়েছে]।

৪/২—পবিত্রকারক সৎকর্মসাধক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে মিলিত হন, স্বমহিমায়—দ্যুলোক-ভূলোককে প্রপূরিত করেন, শুদ্ধসত্ত্ব নিশ্চিতভাবে আপন তেজে আমাদের পূরণ করুন; যে প্রীতিদায়ক সর্বত্র বিদ্যমান শুদ্ধসত্ত্বের অত্যন্ত প্রিয়তম ধারা বর্তমান আছে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব, ভৃত্যকে যেমন পুরস্কার দেওয়া হয়, তেমন আমাদের বিশিষ্টরূপে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সাথে মিলিত হন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [সোমরসের কোন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও,—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সোমরসার্থক ভাবই প্রদান করা হয়েছে]।

৪/৩—যে শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হয়ে ভগবানের চরণজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, আমাদের পূর্বগামী পিতৃস্থানীয় সাধকগণ পরাজ্ঞানলাভের জন্য পাষাণকঠোর সাধন করেন, সর্বদেবের বর্ধনকারী, প্রবৃদ্ধ, পবিত্রকারক, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের আত্মতেজের দ্বারা রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—যে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকেরা মোক্ষলাভ করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন)। [মন্ত্রের সূক্ষ্মভাবটিকে অস্বীকার ক'রে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে নানারকম

উপাখ্যানের অবতারণা ক'রে ভাবের ও অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন ; রসসেচনকারী সোম শোধিত হয়ে নিজের জ্যোতিঃর দ্বারা আমাদের রক্ষা করলেন। তাঁর আশ্রয় পেয়ে অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদের পূর্বপুরুষগণ পর্বত হ'তে গাভী আহরণ করেছিলেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে অন্যত্রও পণিনামক অসুরের উপাখ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সরমাই অপহৃত গাভীর সন্ধান করেছিলেন ব'লে কথিত। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ অবান্তরভাবে ভাষ্যকার পণির কথা উল্লেখ ক'রে পূর্বপুরুষগণ গাভী উদ্ধার করেছেন ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন]। [এই সূক্তের ঋষি—'পরাশর শাক্ত্য'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'গৌরীবিত্তম্', 'অশনম্', 'যজ্ঞ-যজ্ঞীয়ম্' এবং 'গোশৃঙ্গম্']।

৫/১—মিত্রভূত হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদের চরম দশায়ও অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষায়ও কখনও বিরুদ্ধাচারের দ্বারা আমাদের শাসন করবেন না এবং আমাদের হিংসক হবেন না অর্থাৎ আমাদের পরিত্যাগ করবেন না ; (কঠোর পরীক্ষাতেও যেন আমরা সৎ-ভাব-পরিশূন্য না হই, এটাই অভিপ্রায়)। হে দেবগণ! আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার ক'রে আপনারা তার সাথে সম্মিলিত হোন এবং সর্বাভীষ্টপূরক একমেবাদ্বিতীয় ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অর্চনা করবার জন্য আমাদের নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ করুন ; অপিচ, ভগবৎ-বিষয়ক স্তোত্রসমূহ গান করতে শিক্ষা প্রদান করুন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যেন সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হ'তে পারি—এই প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে)। অথবা—মিত্রভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা কখনও ভগবৎ-সম্বন্ধ-পরিশূন্য বাক্য উচ্চারণ করো না বা (তেমন) কর্ম অনুষ্ঠান করো না ; এবং নিজের হিংসক হয়ো না, অর্থাৎ ভগবৎ-বিদ্বেষী চার্বাকধর্ম-অবলম্বিগণের অনুষ্ঠিত অসৎ-অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেদের উপক্ষয়িতা হয়ো না। (মন্ত্রাংশের মধ্যে আত্ম-উদ্বোধনা রয়েছে ; ভগবানের প্রতি অবিচলিত-মন হবার জন্য এখানে সাধক নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছেন)। আরও, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শুদ্ধসত্ত্ব সুসংস্কৃত হ'লে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় ক'রে, তোমরা অনন্যমন হয়ে অর্থাৎ একাগ্রভাবে সকল কামনার বর্ষক অর্থাৎ সর্বাভীষ্টপূরক চতুর্বর্গফলপ্রদাতা পরমৈশ্বর্যশালী অদ্বিতীয় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে স্তুতি অর্থাৎ অর্চনা করো ; অপিচ, তোমরা সর্বকাল ভগবানের সম্বন্ধযুত স্তোত্রসমূহ সদাকাল উচ্চারণ করো। (এই মন্ত্রাংশ আত্ম-উদ্বোধক ; ভগবৎসম্বন্ধমূলক কর্মের অনুষ্ঠান শুভফলপ্রদ। ভক্তিসহযুত মনে একাগ্রচিত্তে ভগবানের কর্ম সাধনের জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! ভক্তির দ্বারা এবং নির্মল চিত্তের দ্বারা তোমার কর্মসম্পাদনে তোমার প্রীতি-সাধনে আমরা যেন সমর্থ হই ; কৃপাপূর্বক তা বিহিত করুন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-১দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শত্রুদের হিংসক, পরমাভীষ্টদায়ক, আশুমুক্তিদায়ক, জ্ঞানতুল্য শত্রুনাশক, স্তোতৃদের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আরাধনীয়, নিগ্রহানু গ্রহকর্তা, রিপুনাশক, পরমধনদাতা, দ্যুলোকভূলোকস্বামী ভগবানকে তোমরা পূজা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [তিনি কেবলমাত্র রিপুনাশক নন, দ্যুলোক-ভূলোকের অধিপতিও তিনি। তিনি অনুগ্রহনিগ্রহ সমর্থ। কেবলমাত্র ভক্তের প্রার্থনাই পূরণ করেন না, প্রয়োজন হ'লে, তার মঙ্গলের জন্য তাকে শাস্তিও প্রদান করেন। নিগ্রহের অগ্নিতে ফেলে সাধকের অন্তরের খাদ সব পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। তাই ভগবানের শাস্তিও পরমমঙ্গলধারক। অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এই উভয়

উপায়ের দ্বারা সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ ক'রে তাকে পরমধন প্রদান করেন।—প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সঙ্গে এই মন্ত্রার্থের বিশেষ মতানৈক্য ঘটেনি। যেমন, একটি অনুবাদ—'বৃষভের ন্যায় শত্রুদের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যবর্গের পরাভবকারী ও শত্রুদের বিদ্বেষ্টা ও স্তোতৃগণের সম্ভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব করো।' সবই ঠিক আছে; তবে আগের মন্ত্রটির মতোই, এখানেও ইন্দ্র ভিন্ন অন্য দেবতার স্তোত্র না করতে উপদেশ থাকায়, ব্যাখ্যাটি সঠিক হয়েছে ব'লে মনে করা যায় না। এক দেবতার প্রাধান্য খ্যাপন ক'রে অন্য দেবতাকে অপ্রধান প্রতিপন্ন করা, বেদমন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনও হ'তে পারে না। তবে এই ইন্দ্র যদি স্বতন্ত্র কোন দেবতা না হন, অর্থাৎ তিনি যদি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরই হন, তবে অন্য কথা। তথাপি বলতে হয়, বরুণ, অগ্নি, সূর্য ইত্যাদিও তো তাই। তবে তাঁদের স্তুতি করতেও বাধা থাকার কথা নয়]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'প্রগাথ ঘৌর' বা 'কাণ্ব'। এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'মৈধাতিথম্']।

৬/১—হে ভগবন্! ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অতিশয় মধুর অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিদায়ক বেদমন্ত্ররূপ স্তুতিসমূহ উচ্চারণ করেন; সেই স্তুতিমন্ত্রসকল,—সদা শত্রুনাশক, শ্রেষ্ঠধনসাধক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধনসমূহের প্রেরক, অখণ্ড-আশ্রয়দাতা অর্থাৎ সর্বদা রক্ষাকারী, শুদ্ধসত্ত্ব-সংবাহক রথসমূহের ন্যায় অর্থাৎ রথ যেমন অভীষ্টকে প্রাপ্ত করায় বা আনয়ন করে, তেমনই অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়। (এই মন্ত্রটি স্তোত্রমাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাবার্থ,—সুবুদ্ধির এবং সৎকর্মের দ্বারা যখন আমরা ভগবানের অনুসারী হই, তখন আমাদের অশেষ শ্রেয়ঃ সাধিত হয়; তখনই আমাদের কর্মসমূহ আমাদের ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করায়)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-২দ-৯সা) পাওয়া যায়]।

৬/২—আদিত্যরশ্মি যেমন সকল জগৎকে ব্যাপ্ত করে, তেমনই আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনশীল জনতুল্য সাধনাপরায়ণ সাধকগণ বিশ্বব্যাপী, আরাধনীয় ভগবানকে ব্যাপ্ত করেন, অর্থাৎ তাঁতে আত্মসমর্পণ করেন; পূজাপরায়ণ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন মনুষ্যগণ সেই ভগবানকে স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। মেধাসম্পন্ন সাধকেরা ভগবৎপরায়ণ হন)। [এই সূক্তের ঋষি—'মেধাতিথি কাণ্ব'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্র-গ্রথিত গেয়গানের নাম—'অভীবর্তম্']।

৭/১—হে ভগবন্! সুষ্ঠুরূপে সৎকর্মসাধনের জন্য আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত করুন; ক্ষমাপ্রবণ আপনি সত্ত্বভাবরোধক অজ্ঞানতারূপ পাপসমূহ বিনাশ করুন; অপিচ, আমাদের সঞ্চিত কর্মফলনাশক আপনি আমাদের রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করবার জন্য প্রবৃত্ত হন। (ভাব এই যে,—রিপুনাশক ভগবান্ রিপু বিনাশ ক'রে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার ক'রে দিন)। [মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে, তা পাপ মোহ প্রভৃতির দ্বারা আবরিত থাকে ব'লে মানুষ নিজের চরম লক্ষ্যের দিকে সহসা অগ্রসর হ'তে পারে না। ভগবানের কৃপায় সেই আবরণ অপসারিত হ'লে, মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। তাই মন্ত্রে সেই পাপ-আবরণ বিনাশ করবার জন্য প্রার্থনা]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৯খ-৯দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৭/২—পবিত্রকারক হে দেব! আপনিই অমৃতধারণসমর্থ হৃদয়ে আত্মশক্তির দ্বারা পরাজ্ঞানকে উৎপাদন করেন; জ্ঞানকারক প্রভূত বলের দ্বারা আমাদের আশুমুক্তিদায়ক হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আমাদের

প্রতি আশুমুক্তিদায়ক হোন)।

৭/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধভাবপ্রাপক তোমাকে আমরা প্রার্থনা করছি (হৃদয়ে উৎপন্ন ক'রি)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। অথবা—হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতাপ্রদানকারী তোমাকেই প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— আমরা সকলে যেন সত্ত্বভাবসম্পন্ন এবং সৎকর্মসাধক হই)। [দু'রকম অন্বয়েই একইরকম ভাব-পরিব্যক্ত হয়েছে। হৃদয় যখন নির্মল, পবিত্র হয়, তখনই সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ভগবানের ধারণা করতে পারে। সৎকর্মের সাহায্যে মলিন হৃদয় পবিত্র হ'লে তাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। তাই বলা হয়েছে, সৎকর্মের অভিমুখেই সত্ত্বভাব ধাবিত হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৯দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তের ঋষি—'ত্ররুণ', 'ত্রৈবৃষ্ণ', 'ত্রসদস্যু', 'পৌরুকুৎস'। সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'শ্যাবাশ্বম', 'আন্ধীগবম', 'বিরাট্‌সুবামদেব্যম্', 'গৌরীবিতম্' এবং 'ওকোনিধনম্']।

৮/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমাদের হৃদয়ে সর্বতোভাবে উপজিত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবানকে লাভ করবার জন্য আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হোক)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৯দ-১সা) পাওয়া যায়]।

৮/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ময় অমৃতময়, দেবত্বপ্রাপক আপনিই অমৃতপ্রাপ্তির জন্য এবং মহান্ আশ্রয়লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— অমৃতত্বপ্রাপক পরম জ্যোতির্ময় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাদের পেয় বস্তু, তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও।' ভাষ্যকার 'পীযূষঃ' পদের অর্থ করেছেন—দেবতাগণের পানযোগ্য। এতে আপত্তি করার কিছু নেই। তবে তিনি প্রথমেই 'হে সোম' সম্বোধন ক'রে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং 'পীযূষঃ' পদ বা তার অর্থ সোমরস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছে। এখানেই আপত্তি। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে যে সোমরসের পরিচয় পাওয়া যায়, তা 'দিব্য' অথবা 'শুক্র'-ও নয়, 'পীযূষ' তো নয়ই। 'পীযূষ' শব্দে অমৃত অথবা অমৃতময় বস্তুকে লক্ষ্য করে। তা দেবতার পানযোগ্য তো নিশ্চয়ই। সেই অমৃত পান করেই দেবতা দেবত্ব পেয়েছেন ; এবং মানুষের হৃদয় হ'তে উত্থিত এই সুধা পান করবার জন্যই ভগবান্ ইচ্ছা করেন। সেই বস্তুটি অবশ্যই সাধকের হৃদয়ের অমৃত—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই স্বর্গীয় বস্তুকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিশেষণই এই ধারণার সমর্থন করছে]।

৮/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন বিশুদ্ধ আপনার অমৃত আমাদেরই প্রজ্ঞানলাভের (অথবা সৎকর্ম-সাধনের) এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য ইন্দ্রদেব ও সকল দেবতা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজা-উপহার গ্রহণ করুন)। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'অগ্নি ধিষ্ণ্য ঈশ্বর'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত সাতটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'বাঙ্‌নিধনংসৌহবিষম্', 'বারবন্তিরম্', 'সফম্', 'বাজদাবর্যম্' স্বর্ণিধনম্', 'বাজজিৎ' এবং 'পৌষ্কলম্']।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৯)

সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুতঃ সাকমীরতে।
তন্তুং ততং পরিসর্গাস আশবো নেন্দ্রাদ্ ঋতে পবতে ধাম কিঞ্চন॥ ১॥
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি।
পবমানঃ সন্তনিঃ সুন্বতামিব মধুমান দ্রপ্সঃ পরিবারমর্ষতি॥ ২॥
উক্ষা মিমেতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরূপ যন্তি নিষ্কৃতম্।
অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরিসোমো অব্যত॥ ৩॥

(সূক্ত ১০)

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তম্।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুং॥ ১॥
তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃন্বন্‌ৎসুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ॥ ২॥
প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ।
ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রযন্‌ৎস্বঃ॥ ১॥
অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।
ব্যখ্যন্ মহিষো দিবম্॥ ২॥
ত্রিংশদ্ ধাম বি রাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে।
প্রতি বস্তোরহদ্যুভিঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম—অগ্নির অর্থাৎ জ্ঞানদেবের কিরণতুল্য প্রবহমান আনন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূত পরিমাণে আপনা-আপনিই সাধককে প্রাপ্ত হন ; সূর্যব্যাপক, সাধকদের হৃদয়ে উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ ভিন্ন অন্য পরমবিস্তৃতও কোন স্থানের প্রতি প্রধাবিত হয় না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

যে, সোমরস লোকেদের মদমত্ত করে এবং তাদের নিদ্রা উপস্থিত ক'রে দেয়।—তাহলে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সোম (মাদক-দ্রব্য) মানুষকে যে কেবল মাতাল করে তা-ই নয়, তার দ্বারা মানুষের চৈতন্যও তিরোহিত হয়। অথচ বেদ-মন্ত্রের পদে পদে তার এত গুণগান? প্রাচীন ঋষিরাও কি তবে মাতাল ছিলেন? এমন ধারণার সৃষ্টিকারী ঐ-সব ব্যাখ্যা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। 'সোম' সাধকহৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বই—এ কথা এর আগে এবং পরেও প্রমাণিত]।

৯/২—সাধকগণ কর্তৃক স্তুতি উচ্চারিত হয়, এবং পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের ধারা হৃদয়ে উৎপাদিত হয় ; বিশুদ্ধহৃদয়দেরই অমৃতময় আশুমুক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের প্রবাহকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সাধকেরা পরমানন্দদায়ক অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হচ্ছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হচ্ছে, তাঁর মুখের মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এই সোমরস ক্ষরিত হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্ধারীর হস্ত হ'তে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে শীঘ্র যথাস্থানে গিয়ে থাকে, তেমনই এই সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাচ্ছে।'—এখন যেমন বাড়ীতে অতিথি এলে 'চা' দেওয়া হয়, তেমনভাবেই যেন বিশিষ্ট অতিথি ইন্দ্রের মুখের মধ্যে সোমরস ঢেলে দেওয়ার এই কল্পনা সত্যই অভাবনীয়। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে সোমরস বা তা ইন্দ্রের মুখে ঢেলে দেওয়ার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। মন্ত্রের কোথাও 'ধনুর্ধারী' বা 'বাণ' প্রভৃতি সূচক কোন পদ নেই, ভাষ্যকারও এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি। সুতরাং তথাকথিত অনুবাদক যে কিভাবে এই অর্থ গ্রহণ করলেন তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ, মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নেই]।

৯/৩—অভীষ্টবর্ষক জ্ঞান প্রদান করেন ; জ্ঞানকিরণসমূহ সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়, ভগবৎ-প্রাপিকা প্রার্থনা দেবভাবের আশ্রয় প্রাপ্ত হয় ; শুদ্ধসত্ত্ব সুদৃঢ় কবচতুল্য, উজ্জ্বল, নির্মল নিত্যজ্ঞানপ্রবাহের সাথে সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে মিলিত হয় ; সাধকেরা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [এই সূক্তের ঋষি—'হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'বাজজিৎ' এবং 'কাবম্']।

১০/১—জননায়ক শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, সৎকর্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে (জ্ঞান-কিরণের সাহায্যে), দূরে দৃশ্যমান অথবা নিজের দেহরূপ গৃহেরই অধিপতিরূপে বিদ্যমান, বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ অথবা চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই জ্ঞানদেবতাকে ভক্তিসহযুত কর্মের মধ্যেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (মন্ত্রের ভাব,—দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে, কেউ বা মনে করেন,—সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব দূরে আছেন ; কেউ বা তাঁকে দেহ-রূপ গৃহেরই অধিপতিরূপে দেখতে পান ; কেউ দেখেন—তাঁর সাথে আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ; কেউ দেখেন—সেই সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছিন্ন। এমন যে জ্ঞান-দেবতা শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, নিজেদের সৎকর্মপ্রসূত মেধার প্রভাবে, ভক্তিসহযুত কর্মের মধ্যেই, তাঁকে দেখতে পান)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৭দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২—পূজনীয় শাশ্বত যে জ্ঞান সর্বত্র বর্তমান আছেন, পরমধনার্থী (অথবা জ্ঞানার্থী) সাধকগণ সকল ভয়েরই কারণ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য পরমোজ্জ্বল প্রসিদ্ধ সেই পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে স্থাপন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা সর্ববিপদ হ'তে এবং শত্রুগণ হ'তে রক্ষালাভের জন্য তাঁদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন)। [পূর্বের মন্ত্রেই অগ্নিদেব তথা জ্ঞানদেবের

স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেখানে 'দূরেদৃশং', 'গৃহপতিং', 'হস্তচ্যুতং', 'অথব্যুং' এই চারটি পদই যথেষ্ট ছিল। এর প্রথম ও দ্বিতীয় পদ দু'টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পদ দু'টি পরস্পর বিপরীত ভাবদ্যোতকও ছিল। তিনি 'দূরেদৃশং', আবার তিনি 'গৃহপতিং'। তিনি 'হস্তচ্যুতং', আবার তিনি 'অথব্যুং'। এতে বোঝা যায়, সেখানে বলা হয়েছে, দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে মানুষ তাঁকে বিভিন্ন বিপরীত ভাবে দর্শন করে থাকে। যারা দূরে তারা দেখে তিনি দূরে আছেন ; যাঁরা তাঁর নিকটস্থ হ'তে পেরেছেন, তাঁরা দেখতে পান—এই তো তিনি আমাদের দেহেরই অধিপতি হয়ে আছেন। এইভাবে যাঁরা তাঁকে ধরতে পারেননি, তাঁরা বলেন—তিনি 'হস্তচ্যুতং' অর্থাৎ নিঃসম্বন্ধ ; যাঁরা তাঁকে ধরতে পেরেছেন, তাঁরা জানেন—তিনি 'অথব্যুং', অর্থাৎ তিনি আর কোথায় যাবেন—এই তো আমাদের মধ্যেই চিরসম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছেন। এটাই তাঁর, অর্থাৎ জ্ঞানদেবের, স্বরূপ। যে তাঁকে ধরতে পারে, সে তাঁকেই ধ'রে আছে; যে তাঁকে ধরতে পারেনি, সে তাঁর থেকে অনেক দূরেই থেকে গেছে। জ্ঞানকে সকলে চিনতে পারে না, জ্ঞানদেবের ভাব বা দান সকলের আয়ত্তাধীন হয় না। এখানে, এই মন্ত্রে, তাই বলা হচ্ছে, অপবিত্র বস্তু (পাপ, হিংসা ইত্যাদি) জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) কাছে আসতে পারে না। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সকল অজ্ঞানতাই দগ্ধীভূত হয়ে যায়]।

১০/৩—নিত্যতরুণ হে জ্ঞানদেব। জ্যোতির্ময় আপনি প্রভূতপরিমাণ তেজের সাথে আমাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হোন ; যেহেতু সর্বশক্তি আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্বশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক)। [ইতিপূর্বেও অগ্নিকে 'যবিষ্ঠ' বলা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাকাররা বলেন—যজ্ঞকার্যের জন্য প্রত্যেকবারই নূতনভাবে অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ ক'রে অগ্নি উৎপাদন করা হয়, সেইজন্য তিনি 'যুবতম'। অগ্নিকে স্থূল প্রজ্বলিত অগ্নি না ধ'রে তাঁকে জ্ঞানাগ্নি তথা ভগবানের জ্ঞানদেবরূপ বিভূতি ধরলেও সেই একই ভাব আসে। যদিও জ্ঞান নিত্য শাশ্বত ; তথাপি প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে নব নব ভাবে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন। মানুষের হৃদয়ে যে সৎকর্মরূপ অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষিত হচ্ছে, তার দ্বারাই জ্ঞানাগ্নির উৎপন্নতা। জ্ঞান অনাদি অনন্ত, তা নিত্য বর্তমান। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে প্রত্যেকবারেই তা নূতনভাবে দেখা দেয় ব'লে তাকে চিরনূতন বলা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি- -'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি']।

১১/১—প্রসিদ্ধ সর্বত্রগ বিচিত্রকর্মোপেত জ্ঞানসূর্য সর্বতোভাবে (সকল স্থানে) পরিভ্রমণ করেন ; আমাদের মাতৃস্থানীয়া এই পৃথিবীকে তিনি প্রথমেই প্রাপ্ত হন, এবং স্বর্গে সঞ্চরণ ক'রে আমাদের পরম-আশ্রয় স্থান পিতৃলোকও তিনি প্রাপ্ত হন। (ভাবার্থ—জ্ঞানরূপে সেই ভগবান্ ইহলোকে এবং পরলোকে বিরাজ করেন)। ['গৌঃ' 'পৃশ্নি' 'স্বঃ' তিনটি পদই জ্ঞান-কিরণের স্বরূপ প্রকাশ করছে। গতি-অর্থক 'গম্' ধাতু 'গৌঃ' পদের উৎপত্তিমূল। তার দ্বারা জ্ঞানের অবাধগতির ভাব বোঝায়। 'স্পৃশ্' ধাতু 'পৃশ্নি' পদের মূল। তাতে বৈচিত্র্যের ভাব আসে। জ্ঞান যে বিচিত্র কর্মোপেত, জ্ঞান যে সকল বৈচিত্র্যকেই স্পর্শ ক'রে আছে, ঐ পদ তা-ই প্রকাশ করছে। 'স্বঃ' শব্দে 'প্রভা' বোঝায়—'সূর্য' বোঝায়। জ্ঞানরূপ সূর্যের প্রভা যে সর্বত্র-সঞ্চরণশীল, ঐ পদে তা প্রকাশ পাচ্ছে। 'প্রয়ন' পদ তাঁর সেই সঞ্চরণ-শীলতা ব্যক্ত করছে। পিতৃলোক (পরমপদ) আমাদের চরম আশ্রয়-স্থান ; এখান থেকে সেখানে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য]। [এই মন্ত্রটি শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতাতে (৩প-৬ক-১ম) এবং ছন্দ আর্চিকেও (৪প-৬অ-৫খ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২—এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের দীপ্তি, প্রাণাপান-বায়ুর প্রয়োজক হয়ে, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে (শরীরের অভ্যন্তরে) বিচরণ করছে (প্রাণব্যাপার সম্পাদন করছে) ; কর্মফলদাতা সেই অগ্নি, দ্যুলোককে (স্বর্গের স্বরূপতত্ত্ব) প্রকাশ করেন। (ভাব এই যে,—যে অগ্নি জ্ঞানরূপে বিদ্যমান আছেন, প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে তিনিই সর্বত্র বিরাজিত রয়েছেন)। [এ মন্ত্রের 'মহিষঃ' এবং 'প্রাণাদপানতী' পদ দু'টি অনুধাবনার বিষয়। 'মহিষঃ' পদে অগ্নিকে বোঝায়। কেউ বা ঐ পদে 'বিদ্যুৎ' অর্থ গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানাগ্নি কর্মফল দান করেন ; তাই তাঁর নাম 'মহিষঃ'। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ এবং অপানবায়ু নিঃসরণ—এটাই জীবনরক্ষার মূল। যোগিগণ যোগের প্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রাণবায়ু ধারণ ও অপান-বায়ু নিঃসরণ করতে পারেন। তাই তাঁরা দীর্ঘায়ুঃ ও শক্তিমান্ হন। অগ্নিদেবের রোচনা (দীপ্তি বা জ্ঞান) বায়ুর ধারণায় ও পরিত্যাগে সমর্থ হন। তার দ্বারা দ্যুলোকের তত্ত্ব অধিগত হয়। সেই জ্ঞান অর্জন করো।—এই উপদেশ এখানে গ্রহণীয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকে (৬অ-৫দ-৫সা) এবং শুক্ল-যজুর্বেদ সংহিতাতেও (৩অ-৭ক-১ম) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/৩—পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হোক ; তারপর আমাদের হৃদয়-উত্থিত স্তুতি জ্ঞানসমন্বিত হয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উচ্চারিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি, ভগবৎপরায়ণ হই)। [মন্ত্রের বিভিন্ন পদের বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এখানে 'ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে'—অংশের সমীচীন ও সঙ্গত অর্থ অধ্যাহৃত হয়েছে—'সাধকগণ যাঁকে সর্বগ শব্দব্রহ্মস্বরূপ জেনে ধ্যান করেন, তিনি সকল কালে সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন।' এখন বোঝা গেল না কি—কাকে লক্ষ্য ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হলো? আবার, মন্ত্রের শেষাংশ—'প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ'। ভাষ্যকার যা-ই বলুন, এখানে একটি 'উদ্ভাস্যতে' ক্রিয়া মাত্র অধ্যাহার করেই সঙ্গত অর্থ দাঁড়িয়েছে—'সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে আপন জ্যোতিঃর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে আছেন।'—'দ্যুভিঃ'—জ্যোতিঃর দ্বারাই তিনি উদ্ভাসিত]। [এই সূক্তের ঋষি—'সার্পরাজ্ঞী'। মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকে (৬অ-৫দ-৬সা) এবং শুক্ল-যজুর্বেদ সংহিতাতেও (৩অ-৮ক-১ম) পরিদৃষ্ট হয়]।

— একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—দ্বাদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্ত অনুসারে)—১।২।৭।১০।১৩।১৪ অগ্নি ; ৩।৬।৮।১১।১৫।১৭।১৮ পবমান সোম ; ৪।৫।৯।১২।১৬।১৯।২০ ইন্দ্র।
ছন্দ—১।২।৭।১০।১৪ গায়ত্রী ; ৩।৯।১৯ (১ ও ২ সাম), ২০ (২ সাম) অনুষ্টুভ্ ; ৪।৬।১৩ কাকুভ প্রগাথ ; ৫।১৯ (৩ সাম) বৃহতী ; ৮।১১।১৫।১৮ ত্রিষ্টুভ্ ; ১২।১৬ প্রগাথ বার্হতঃ ১৭ জগতী ; ২০ (১ সাম) স্কন্ধগ্রীব বৃহতী।
ঋষি—প্রতিটি সূক্তের শেষে উল্লেখিত আছে।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে।
আরে অস্মে চ শৃণ্বতে॥ ১॥
যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্যঃ সঞ্জগ্মানাসু কৃষ্টিষু।
অরক্ষদ্ দাশুষে গয়ম্॥ ২॥
সনো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু শন্তমঃ।
উতাস্মান্ পাত্বংহসঃ॥ ৩॥
উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি।
ধনঞ্জয়ো রণেরণে॥ ৪॥

(সূক্ত ২)

অগ্নে যুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ।
অরং বহন্ত্যাশবঃ॥ ১॥
অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রযাংসি বীতয়ে।
আ দেবান্ৎসোমপীতয়ে॥ ২॥
উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতং শোচা হি ভাহ্যজর॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

প্র সুশ্বানানায়ান্ধসো মর্তো ন বষ্ট তদ্‌বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ॥ ১॥
আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরঞ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোসিমাসদম্॥ ২॥
১৩৮৮ স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী।
হরি পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—হিংসাপ্রত্যবায়রহিত যজ্ঞকে সমীপে প্রাপ্ত হয়ে, অর্থাৎ সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে, জ্ঞানদেবতার নিমিত্ত মন্ত্রকে আমরা যেন উচ্চারণ ক'রি। (ভাব এই যে,—সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে আমরা যেন জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হই) ; দূরে অবস্থিত থেকেও তিনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞান আমরা যদিও জ্ঞান থেকে দূরে অবস্থিত হই, কিন্তু আমাদের সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা জ্ঞান আমাদের সমীপবর্তী হন)। ['অগ্নয়ে' অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে, আমরা যে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রি—এই সঙ্কল্প থেকেই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হবার ভাবই প্রকাশ পায়। দেবতার পূজায়—দেবভাব অধিগত করাই বুঝিয়ে থাকে। দেবী সরস্বতীর আরাধনায় বিদ্যার্জন অর্থ-ই সংসূচনা করে। এই দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, প্রার্থনাকারী এখানে জ্ঞানার্জনেই সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছেন ; আবার প্রার্থনাকারী বুঝেছেন,—অজ্ঞানতা-নিবন্ধন আমরা যদি দূরে পড়ে থাকি, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'লে, জ্ঞান আমাদের নিকটস্থ হন। 'শৃণ্বতে' পদে 'শ্রবণ করেন' অর্থ থেকেই, জ্ঞান আমাদের সান্নিধ্যে আসেন, আমরা জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারি—এই ভাবই পাওয়া যায়]।

১/২—শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত (অথবা—সকলের প্রতি অথবা ভগবানের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন) দেবসামীপ্যে আগত সাধকগণের মধ্যে যে দেবতা নিত্যকাল নিজেকে রক্ষা করেন (অর্থাৎ যে দেবতার অনুকম্পায় তাঁর অনুরাগী জন রক্ষা প্রাপ্ত হয়) ; সেই দেবতা উপাসকের নিমিত্ত রক্ষার উপায় বিধান ক'রে রেখেছেন। (এই মন্ত্রটি দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক ; দেব-অনুরক্ত জনগণ যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হন, দেবগণই তাঁদের রক্ষা করেন এবং তাঁদের শ্রেয়ঃসাধন ক'রে থাকেন)।

১/৩—পরমসুখদায়ক প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব আমাদের পরাজ্ঞান (অথবা পরমধন) এবং হৃদয়ে অবস্থিত জ্যোতিঃকে বিনাশ হ'তে রক্ষা করুন ; অপিচ, প্রার্থনাকারী আমাদের পাপকবল হ'তে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত জ্যোতির্ময় জ্ঞানকে এবং আমাদের রিপুকবল হ'তে রক্ষা করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাথে এই মন্ত্রার্থের বিশেষ অনৈক্য ঘটেনি ; একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন, সমস্ত বিপদ হ'তে রক্ষা করুন, এবং আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন।' কেবল জ্বলন্ত অগ্নির কাছেই এমন প্রার্থনা, মনে সংশয় আনে। 'জ্ঞানদেব অগ্নি' বা জ্ঞানাগ্নির কাছেই এমন প্রার্থনা সমীচীন ও সঙ্গত, বোঝা যায়]।

১/৪—আর, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর নাশকারী, সকলরকম সংগ্রামে, অর্থাৎ বাহিরের ও অন্তরের বিপ্লবে শত্রুজয়কারী, জ্ঞানদেবতা আমাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হোন, অথবা সৎকর্মের সাথে সকলের

হৃদয়ে সঞ্জাত হোন ; এবং অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন মনুষ্যগণও তাঁকে স্তব করুক—তাঁর পূজা করুক, অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসারী হোক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের উৎপত্তির সাথে মানুষ জ্ঞানের অনুসারী হোক—আমরা যেন জ্ঞানের অনুসারী হই—এটাই প্রার্থনা)। ['রণেরণে' পদে বহিঃসংঘর্ষের এবং অন্তরস্থ বিপ্লবের বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়। হৃদয়ের মধ্যে, রিপুবর্গের সংঘর্ষে, যে বিপদ উপস্থিত হয়, এবং বাহির থেকে—বহিঃশত্রু থেকে—যে সকল বিপদ এসে আমাদের আক্রমণ করে ; জ্ঞানের সাহায্যে তাদের সকলকেই আমরা দূর করতে সমর্থ হই]। [এই সূক্তের ১ম ও ২য় সামের ঋষি—'গোতম রাহূগণ' এবং ৩য় সামের ঋষি—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি']।

২/১—দ্যোতমান হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী সত্যস্বরূপ যে ব্যাপক কিরণসমূহ, আমাদের শীঘ্রই পরমার্থ প্রাপ্ত করায় (অর্থাৎ আপনার যে কিরণপ্রভাবে আমরা শীঘ্রই পরমার্থ লাভ ক'রি) ; আপনার সেই কিরণসমূহ আমাদের হৃদয়দেশে প্রোদ্ভাসিত করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার কিরণস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের দ্বারাই আমরা যেন পরমার্থ লাভ করতে সমর্থ হই)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৩দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/২—হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন ; আমাদের পূজা-আরাধনা গ্রহণের জন্য, এবং আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য সকল দেবভাব আমাদের প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাব লাভ ক'রি ; ভগবান্ আমাদের প্রাপ্ত হোন)।

২/৩—সজ্জনপালক হে জ্ঞানদেব! প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল করুন ; নিত্যতরুণ হে দেব! পরম জ্যোতির্ময় আপনি প্রভূত পরিমাণে জ্যোতিঃর সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমজ্যোতির্ময় পরাজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ে লাভ ক'রি)। ['ভারত' শব্দ 'ভৃ'-ধাতু-নিষ্পন্ন। 'ভৃ' ধাতুর অর্থ ভরণ করা, পোষণ করা। যিনি পোষণ করেন, সৎ-জনদের যিনি পালক, তিনিই 'ভারত'। 'অগ্নি' অর্থাৎ জ্ঞানদেবই সেই সৎ-জন-পোষক। জ্ঞানের বলেই মানুষ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পায়, আত্মশক্তির অধিকারী হয়। 'অজর' পদেও সেই নিত্যতরুণ, চিরনবীন বস্তুকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। সেই পরমবস্তু (জ্ঞান) লাভ করবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [সূক্তটির ঋষি—'বীতহব্য ভরদ্বাজ' বা 'বার্হস্পত্য']।

৩/১—সাধক যেমন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান গ্রহণ করেন এবং সাধকগণ যেমন সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তেমনই হে আমার চিত্তবৃত্তি সমূহ! তোমরা সাধনবিঘ্নকারী রিপুদের বিনাশ করো, অর্থাৎ বিনাশ ক'রে জ্ঞানসম্পন্ন এবং সৎ-কর্ম-সাধনরত হও। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মান্বিত এবং জ্ঞানসম্পন্ন হই)। [মন্ত্রটির মধ্যে দু'টি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি 'মর্ত্তঃ ন' অর্থাৎ সাধকগণ যেমন জ্ঞানগ্রহণে...।' সাধকেরা তাঁদের সাধনার বলে নিজেদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ভগবৎ-অভিমুখী করেন। সাধনার প্রভাবে তাঁদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। সেই সাধনাগ্নিপূত হৃদয়ে সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান পূর্ণজ্যোতিতে আবির্ভূত হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয়ই জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল। উপযুক্ত সাধনার দ্বারা মানুষ-মাত্রেই পরাজ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারেন। ভগবান্ কাউকেই জ্ঞানদানে বিমুখ নন। কেবলমাত্র সেই জ্ঞান ধারণ করবার উপযোগী হৃদয় প্রস্তুত করা চাই। যিনিই সেই উপযোগিতা লাভ করবেন, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে তিনিই ভগবানের সেই পরমদান গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। আমরাও মানুষ, আমরাও সেই পরমধন লাভ করবার অধিকারী ;

কেবলমাত্র সেই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা চাই। 'মর্ত্তঃ ন' উপমায় সেই সাধন-ধারার ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপমা 'ভৃগবঃ ন মখং'। 'সাধকেরা যেমন সৎকর্ম সাধন করেন তেমনই সৎকর্ম সাধনের জন্য আত্ম-উদ্বোধনই এই উপমার লক্ষ্য। এই উপমা থেকেও প্রথমোক্ত উপমার সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় উপমার ব্যাখ্যায় এক আখ্যান উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে,—'মখ' নামক সাধনকর্মরহিত ব্যক্তিকে ভৃগুগণ নাকি নিধন করেছিলেন। এই উপাখ্যান কোথা থেকে এল, তা জানা যায়নি। 'ভৃগু' পদে 'সৎকর্মসাধনশীল' অর্থই সঙ্গত ও সমীচীন। 'মখং' শব্দ নিরুক্তে 'যজ্ঞ', 'সৎকর্ম' ইত্যাদি-বাচক পর্যায়ভুক্ত। তা হঠাৎ 'অরাধসং' অর্থাৎ 'সাধনকর্মরহিত' হলো কেমন ক'রে তা-ও বোঝা যায় না]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৮দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২—পুত্র যেমন মাতাপিতার ক্রোড়ে সম্বদ্ধ হয়, তেমনভাবে বন্ধুভূত শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রহৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হন ; সকর্মসাধক যেমন দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন, এবং বর যেমন কন্যাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনভাবে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'আমাদের আত্মীয় এই সোম পবিত্রের উপর তেমনিভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করছেন, যেমন কোন বালক তাকে ধারণ করবার জন্য উদ্যত পিতামাতার হস্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেমন উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি কিংবা বর কন্যার প্রতি যায়, তেমন ইনি (সোমরস) আপন আধারভূত কলসে যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।' পবিত্র বেদের মধ্যে এমন উপমা উপযুক্তই বটে। আবার উপমার উদ্দেশ্য সোমরস, তা প্রচলিত মত অনুসারেই মাদকদ্রব্য ; সুতরাং 'যুগ্যেন যোগ্যং যোজয়েৎ' নীতি অনুসারেই উপমান ও উপমেয় নির্বাচিত হয়েছে। যেমন মাদকদ্রব্য, তেমনি তার উপযুক্ত উপমা—উপপতি। অথচ 'জারঃ' শব্দের অর্থ—'জারয়িতা' 'প্রবর্ধয়িতা'—যা প্রবৃদ্ধ করে। এই পদের অর্থ সম্বন্ধে আগেও আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি পদ—'ঘোষণাং'। এর প্রকৃত অর্থ—'জ্যোতিঃ', 'দীপ্তি'। কিন্তু ভাষ্যকার অর্থ করেছেন—'অসতী স্ত্রিয়ং'। 'ঘোষণা' শব্দে যদি স্ত্রীলোক অর্থ প্রকাশ করে তবে সেই স্ত্রীলোককে যে অসতী হ'তেই হবে তার কোন অর্থ আছে কি?—অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৩/৩—শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন যে শুদ্ধসত্ত্ব, তিনি দ্যুলোক-ভূলোককে বিশেষভাবে আপন তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন (অথবা, ধারণ ক'রে আছেন)। সৎকর্মসাধক যেমন সৎকর্মসাধন-স্থান প্রাপ্ত হন, তেমন পাপহারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরমশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হন)। [এই সূক্তের ঋষি—'প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র' বা 'বাক্‌পুত্র'। এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত সতেরটি গেয়গান আছে। তাদের নাম—'মহাগৌরীবিতম্', 'গৌতমম্', 'ওকোনিধনম্', 'ঔদলম্', 'সাধ্রম্', 'শ্যাবাশ্বম্', 'ঔদলম্', 'আকুপারম্', 'দৈবোদাসোত্তরম্', 'শুদ্ধাশুদ্ধীয়ম্', 'বৈশ্বামিত্রম্', 'স্বারকৌৎসম্', 'উরুক্ষয়ম্'. 'কণ্বরথন্তরম্' ইত্যাদি]।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৪)

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে॥ ১॥
ন কী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎ পিতেব হূয়সে॥ ২॥

(সূক্ত ৫)

আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে॥ ১॥
আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে॥ ২॥
পিবা ত্বতস্য গির্বণঃ সুতস্য পূর্বপা ইব।
পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

আসোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্।
বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্॥ ১॥
সহস্রধারং বৃষভং পয়োদুহং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋতেন য ঋতজাতো বি বাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—৪সূক্ত/১সাম—পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে দেব! আপনি অজাতশত্রু এবং স্বতন্ত্র হন ; আপনি অনাদিকাল হ'তে স্বতন্ত্র ; চিরকাল যে জন রিপুসংগ্রামে আপনাকে আহ্বান করে, তাকে আপনি বন্ধু করেন। (ভাব এই যে,—অজাতশত্রু অনাদিদেব চিরকাল রিপুসংগ্রামে সাধকের সহায় হন)।

৪/২—হে দেব! সৎকর্মরহিত বৃথাগর্বিত মূঢ় ব্যক্তিকে আপনি সখিত্ব লাভের জন্য আশ্রয় করেন না (অর্থাৎ সে আপনার কৃপা লাভ করতে সমর্থ হয় না) ; সেই সুরাপায়ী প্রমত্ত জনগণ আপনাকে আরাধনা করে না ; হে দেব! যখন আপনি কোনও স্তোতাকে আপনার আশ্রিত করেন তখন তাকে পরমধন প্রদান করেন ; তারপর সেই সাধকের দ্বারা আপনি পিতার ন্যায় আরাধিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম-রহিত লোকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয় না। সাধকগণ পরমধন লাভ করেন)। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'সোভরি কাণ্ব'। এর অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত

গেয়গানের নাম— 'উক্থামহীরবম্']।

৫/১—হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের নিমিত্ত অথবা আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করাবার জন্য, অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহের সাথে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সম্মিলিনের জন্য, জ্ঞানরশ্মিযুক্ত অর্থাৎ সৎপথপ্রদর্শক, ব্রহ্মের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ ভগবানের সংন্যস্ত, নিখিল জ্ঞানকিরণসমূহ, হিরণ্যের ন্যায় আকাঙ্ক্ষণীয় সৎকর্মরূপ রথে যুক্ত হয়ে, আমাদের হৃদয়ে অথবা আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে আনয়ন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ এই যে,—আমাদের কর্ম জ্ঞানভক্তি-সহযুত ও শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত হোক ; অপিচ, তেমন কর্ম আমাদের ভগবানে নিয়োজিত করুক)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-২দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২—হে দেব! অমৃতময় পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্বের প্রাপ্তির জন্য বিচিত্র বিশুদ্ধ পাপনাশক ভক্তিজ্ঞান মঙ্গলদায়ক সৎকর্মসাধনের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা জ্ঞানভক্তিযুক্ত সৎকর্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন)।

৫/৩—পরম আরাধনীয় হে দেব! আদিস্বরূপ আপনি আমাদের হৃদয়স্থিত নির্মল অমৃতময় প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে শীঘ্র গ্রহণ করুন ; এই কল্যাণকর, হৃদয়ে উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব পরম আনন্দ দানে সমর্থ হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ প্রদান করে ; ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন)। [প্রার্থনা আরাধনা প্রভৃতি ভগবৎপূজার নানারকম উপকরণ আছে সকল উপকরণের শ্রেষ্ঠ উপকরণ হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব। যিনি ভগবানের চরণে নিজের বিশুদ্ধ হৃদয়ভাব নিবেদন করতে পারেন, সর্বশ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব তাঁকে অর্পণ করতে পারেন, আর যাঁর সেই অর্ঘ্য গৃহীত হয়, তাঁর পূজাই সার্থক। এই সার্থকপূজার অধিকার লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সূক্তটির ঋষি—'মেধাতিথি' ও 'মেধ্যাতিথি কাণ্ব'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'অভীবর্তম্', 'ভরদ্বাজম্' ইত্যাদি]।

৬/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ব্যাপকজ্ঞানতুল্য আশুমুক্তিদায়ক প্রার্থনীয় অমৃতপ্রাপক (অথবা ত্রাণকারক) শক্তিদায়ক জ্যোতির্ময় অমৃতময় সত্ত্বভাবকে তোমরা হৃদয়ে উৎপাদন করো এবং তাকে বিশুদ্ধ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করতে পারি)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-১১দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৬/২—সত্যজাত (অথবা সৎকর্মের দ্বারা উৎপন্ন) সর্বলোকাধীশ সত্যস্বরূপ যে দেবভাব সত্যের দ্বারা (অথবা সৎকর্মের দ্বারা) বর্ধিত হন, বহুশক্তিযুক্ত, অভীষ্টবর্ষক, অমৃতদায়ক, আনন্দদায়ক, সেই দেবভাবকে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যেন আমরা লাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষপ্রাপক দেবভাব আমরা যেন লাভ করতে পারি)। ['ঋত' শব্দ সাধারণতঃ দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ—'সত্য' অন্য অর্থ 'সৎকর্ম'। বর্তমান স্থলে দু'টি অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সৎকর্মের সাধনের দ্বারা মানুষ সত্যলাভ করতে সমর্থ হয়, আবার সেই সত্যই মানুষকে দেবত্বে পৌঁছিয়ে দেয়। তাই দেবভাবকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে—'ঋতেন বিবাবৃধে।' অর্থাৎ 'সত্যের দ্বারা প্রবর্ধিত হয়।' সত্যের বলে মানুষ দেবত্ব লাভ করে]। [এই সূক্তের ১ম সামের ঋষি—'ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ' ও ২য় সামের ঋষি—'উর্ধ্বসদ্মা আঙ্গিরস'। এই সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে প্রথম দু'টির নাম—'বাচঃসাম' এবং তৃতীয়টির নাম—'সফম্']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৭)

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া।
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুত॥ ১॥
গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে।
সীদন্নৃতস্য যোনিমা॥ ২॥
ব্রহ্মা প্রজাবদা ভর জাতবেদা বিচর্ষণে।
অগ্নে যদ্ দীদয়দ্ দিবি॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমন্তি হোতা॥ ১॥
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাভবসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ॥ ২॥
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানৌ অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বর ধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃ ধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্বান্মমত্তু॥ ১॥
ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরুতিভিঃ।
শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্য॥ ২॥
ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে।
শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৭সূক্ত/১সাম—অভীষ্টধনপ্রদ, সম্যক্ দীপ্যমান স্বপ্রকাশ, নির্মল শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞানদেব, আমাদের কর্তৃক সম্পূজিত ও স্তুত হয়ে অর্থাৎ আমাদের দ্বারা সর্বথা অনুসৃত হয়ে, আমাদের শত্রুগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানতারূপ আমাদের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু সকল শত্রুকে সংহার করুন। (এই মন্ত্রে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নানারকম শত্রুনাশের কামনা অর্থাৎ অজ্ঞান-অন্ধকারের নাশের কামনা

প্রকাশ পেয়েছে)। [বিভিন্ন দিক থেকে এই মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ পরিগৃহীত এবং প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এ মন্ত্রে বহিঃশত্রু এ অন্তঃশত্রু—নানা শত্রু-বিনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রের 'বৃত্রাণি' পদে, পৌরাণিক বৃত্রাসুর নয়, সকল দিকের সকল রকম শত্রুর প্রতি লক্ষ্য আছে। এই সব শত্রুরই সৃষ্টির মূল অজ্ঞানতা। ভগবান্ জ্ঞানদানে সেই অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করুন]।

৭/২—বিশ্বের মূলকারণস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, আপন-আত্মায় স্থিত অর্থাৎ কূটস্থ পরমব্রহ্ম সত্যের (অথবা সৎকর্মের) আশ্রয়স্থান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি)। [প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রের মূল প্রার্থনা—ব্রহ্মপ্রাপ্তি। তিনি মাতার মাতা, তিনি পিতার পিতা। তিনি কারণের কারণ। 'অক্ষরে গর্ভে' পদ দু'টিতে কূটস্থব্রহ্মের স্বরূপ উপলক্ষিত হচ্ছে। সেই পরমব্রহ্ম যাতে আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে এসে আবির্ভূত হন, মন্ত্রে সেই জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৭/৩—সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, জ্ঞানস্বরূপ হে পরব্রহ্ম! যে পরমধন দ্যুলোকে দীপ্তি পায় সেই শক্তি দায়ক পরমধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [এখানেও মন্ত্রের প্রার্থনা পরব্রহ্মের প্রতিই প্রযুক্ত হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'বীতহব্য ভরদ্বাজ' বা 'বার্হস্পত্য']।

৮/১—পরমধনদানে পবিত্রকারক ভগবান্ তাঁর অমৃতকে লোকগণের হিতের জন্য দেবভাবের সাথে সংযোজিত করেন। (ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে)। অপাপবিদ্ধ দেবতা যেমন পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হন, তেমন প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্মসাধক রিপুগণকে বিনাশ করবার জন্য সৎকর্মসাধনস্থল প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনের দ্বারা রিপুনাশ হয়)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৬দ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২—কল্যাণদায়ক রিপুনাশক তেজ ধারণ ক'রে পরাজ্ঞানদায়ক দেব আমাদের স্তোত্র গ্রহণ করুন; পবিত্রকারক সর্বদর্শী চৈতন্যস্বরূপ দেব আমাদের দেবত্বপ্রাপক কঠোর-সাধনে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)।

৮/৩—সুপ্রসিদ্ধ প্রীতদায়ক পৃথিবীস্থ জনগণের হৃদয়ে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের কল্যাণের জন্য প্রকৃষ্টরূপে বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে সম্মিলিত হয়। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি আমাদের দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং পরমকল্যাণসাধনের দ্বারা সর্বদা আমাদের রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরিত্রাণের জন্য আমরা পরাজ্ঞান লাভ করব)। [দৃশ্যমান্ জাগতিক বস্তুমাত্রই অনিত্য—তার স্বরূপও এক নয়। যেমন, রৌদ্রময় দিনে দূর থেকে কোন বৃক্ষকে দেখলে তার যে রূপ যে বর্ণ দেখা যায়, কাছ থেকে তার অন্যরকম রূপ ও বর্ণ দেখা যায়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে দূর বা কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বর্ণ দেখা যায়। সুতরাং ঐ বৃক্ষ সম্পর্কিত যে জ্ঞান, তা অনিত্যজ্ঞান—পরিবর্তনশীল বোধ। সেই আদিকারণ পরমপুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তা-ই সত্যজ্ঞান, নিত্যজ্ঞান। পরব্রহ্ম চিরন্তন, এক-রূপ। মন্ত্রে মোক্ষদায়ক এই জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি'। এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'উহ্বায়িবাসিষ্ঠম্']।

৯/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শীঘ্র জাগরিত হও। অপাপবিদ্ধ বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে পবিত্র স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন আরাধনা ক'রি; বিশুদ্ধ স্তোত্রসমূহের দ্বারা মহান্ দেবতাকে আমরা

যেন আরাধনা ক'রি ; পবিত্র অপাপবিদ্ধ সে দেবতা শুদ্ধসত্ত্বভাব সমূহের দ্বারা আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা ক'রি ; তিনি যেন আমাদের সকল রকমে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন)। ['ইন্দ্রং শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না'—পদগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার এক আখ্যায়িকার অবতারণা করেছেন। সেই আখ্যায়িকার মর্মার্থ এই যে,—বৃত্রকে হত্যা করায় ইন্দ্রের মনে হলো, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েছেন ; তাই ঋষিদের কাছে গিয়ে বললেন—আমাকে তোমরা শুদ্ধ করে দাও। ঋষিরা ইন্দ্রকে সাম-মন্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ ক'রে নিয়ে বিশিষ্ট স্তোত্রের দ্বারা তাঁর স্তব করলেন। এই উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। 'শুদ্ধং ইন্দ্রং' পদ দু'টির জন্য এত কথা বলা হয়েছে এবং সেইজন্য ভাষ্যকার আপ্তবাক্যের উল্লেখ করেছেন। 'ইন্দ্রং' পদের সঙ্গে যখন 'শুদ্ধং' আছে, তখন মনে করতেই হবে যে,—ইন্দ্র নিশ্চয়ই একবার 'অশুদ্ধ' হয়েছিলেন। এটাই বোধ হয় ভাষ্যকারের যুক্তি। কিন্তু তিনি যে 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'। বেদের মহান্ গভীর ভাবসমূহ পরবর্তীকালে কেমন বিকৃত আকার ধারণ করেছে, লক্ষণীয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-১২দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৯/২—বলাধিপতি হে দৈব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন ; শুদ্ধ আপনি বিশুদ্ধ রক্ষাশক্তির সাথে আগমন করুন ; বিশুদ্ধ আপনি আমাদের পরমধন প্রদানের জন্য আগমন করুন (পরমধন প্রদান করুন)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)।

৯/৩—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! বিশুদ্ধ আপনিই আমাদের পরমধন প্রদান করুন ; শুদ্ধ আপনি আরাধনাপরায়ণ আমাদের পরমধন প্রদান করুন ; অপাপবিদ্ধ আপনি জ্ঞানের অবরোধক পাপ বিনাশ করুন ; হে দেব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [পূর্ববর্তী দু'টি মন্ত্রের মতো এই মন্ত্রেও সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' পরমদেবতার কাছে পরমধনপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ভগবানের পবিত্রতার বিষয় লোকসাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্য এই মন্ত্রেও 'শুদ্ধ' শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'তিরশ্চী আঙ্গিরস'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত গেয়গানের নাম—'শুদ্ধাশুদ্ধীয়োত্তরম্']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১০)

অগ্নে স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ।
দেরস্য দ্রবিণস্যবঃ॥ ১॥
অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা।
স যক্ষদ্ দৈব্যং জনম্॥ ২॥

ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ।
ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনাবসানো বরুণো ন সিন্ধুর্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি॥ ১॥
শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাঢ়ঃ সাহ্বান্ পৃতনাসু শত্রূন্॥ ২॥
উরুগব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্‌ৎসমীচীনে আ পবস্বা পুরন্ধী।
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইৎ পূর্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ॥ ১॥
তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে।
মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নুবন্॥ ২॥

(সূক্ত ১৩)

যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥ ১॥
অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিমগ্নিম্ শ্রেষ্ঠশোচিষম্।
স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১০সূক্ত/১সাম—নিত্যকাল পরমধনার্থী আমরা যেন স্বর্গপ্রাপক জ্ঞানদেবের সিদ্ধিদায়ক প্রার্থনা উচ্চারণ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন নিত্যকাল ভগবৎপরায়ণ হই)। [মন্ত্রে অগ্নিকে ধনদাতা বলা হয়েছে। অগ্নি (সাধারণ প্রজ্বলিত অগ্নি) ধনদাতা হবেন কেমন ক'রে? অগ্নি তো সর্বধ্বংসকারী। কিন্তু জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারে। জ্ঞানের বলেই মানুষ দেবত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই এই পরমবস্তু—জ্ঞানাগ্নির স্তুতিই মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যাতে আমরা ভগবৎশক্তি সেই পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি, তার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১০/২—দেবভাবের উৎপাদক যে জ্ঞানদেব মানুষের হৃদয়ে বর্তমান আছেন, সেই জ্ঞানদেব আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; সেই দেবতা দেবত্বপ্রার্থী আমাকে অনুগ্রহ করুন—গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের কৃপায় পরাজ্ঞানের অধিকারী হই)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'যে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান ক'রে দেবগণের আহ্বান করেন, সেই

অগ্নি আমাদের স্তব সকল গ্রহণ করুন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত দেবগণের সমক্ষে বহন করুন।' এইবারে, এই ব্যাখ্যা থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রচলিত ব্যাখ্যাকাররাও এখানে 'অগ্নি' শব্দে সাধারণ অগ্নিকে লক্ষ্য করেননি। কারণ এই পরিদৃশ্যমান অগ্নি মানুষের মধ্যে অবস্থান করে না, অথবা দেবগণকেও আহ্বান করতে অসমর্থ। সুতরাং কাষ্ঠ ইত্যাদি-দাহনশীল অগ্নি ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে। ঐ বস্তুটিই—জ্ঞানাগ্নি, পরাজ্ঞান। মানুষের অন্তরস্থায়ী এই জ্ঞানই তাকে মোক্ষপথে পরিচালিত করে]।

১০/৩—হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্বদা প্রীতচিত্ত, বিশ্বব্যাপক, দেবভাব-উৎপাদক বরণীয় হন ; আপনার সাহায্যে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা জ্ঞানের দ্বারা সৎকর্ম সম্পন্ন করতে সমর্থ হন)। [এই সূক্তের ঋষি—'সুতম্ভর আত্রেয়']।

১১/১—সর্বলোকপূজিত অভীষ্টবর্ধক শক্তিপ্রদাতা, স্তুতিদ্বারা আরাধিত দেবতাকে কামনাকারী আমাদের প্রার্থনা, সেই দেবের অভিমুখে গমন করুক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের স্তুতিপরায়ণ হই)। কারুণ্যরূপ দেবতারতুল্য জ্যোতিঃধারণকারী, পরমধনদাতা, অভীষ্টপূরক দেবতা বরণীয় ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৬খ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! মহাপরাক্রমশীল বীরশ্রেষ্ঠ, অপরাজেয় রিপুনাশক পরমধনপ্রদাতা আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; রক্ষাস্ত্রধারী, আশুরিপুবিনাশক রিপুসংগ্রামে অপরাজেয় আপনি রিপুসংগ্রামে শত্রুদের বিনাশ করুন। মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি, এবং রিপুজয়ী হই)।

১১/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! উন্নতিবিধায়ক, মোক্ষদায়ক, পার্থিবজনকে স্বর্গপ্রদায়ক আপনি অভয় প্রদান ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; অমৃত, জ্ঞানের উন্মেষণ, মোক্ষ, জ্ঞানকিরণ এবং মহৎ পরমধন প্রদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [প্রচলিত অনুবাদে মন্ত্রটিকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সোমনামক মাদকদ্রব্যের যাবার পথ নাকি বিশাল ; তিনি নাকি অভয় দান করতে ক্ষরিত হন। তিনিই নাকি জল ও প্রভাতের কর্তা এবং তাঁর থেকেই নাকি প্রার্থনাকারী স্বর্গ ও গাভী লাভ করেন—ইত্যাদি]। [এই সূক্তটির ঋষি—'নৃমেধ' ও 'পুরুমেধ আঙ্গিরস'। এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'সম্পাবৈয়শ্বম্']।

১২/১—পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষকীর্তিসম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারক ও সকল শক্তির আধারভূত হন। আপনি অপ্রতিগত (অবাধগতি), অন্যের অপরাজেয়, নিখিলজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুগণকে সম্যক্-ভাবে বিনাশ করেন। আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের বিশিষ্টরূপে ধারণকর্তা অর্থাৎ রক্ষক আপনি অদ্বিতীয় হন। (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অদ্বিতীয় আপনি আমাদের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বের সঞ্চার করুন, অসৎ-বৃত্তির প্রভাব নাশ করুন এবং আমাদের আত্ম-উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ধনপতি ইন্দ্র! তুমি উপার্জিত সোমবান হয়ে যশস্বী হয়েছ। তুমি একাকী অপ্রতিহত এবং পরাজয়ে অশক্য, বৃত্রগণকে মনুষ্যদের রক্ষক বজ্র দ্বারা হনন করেছ।' ভাষ্যে 'বজ্র'-শব্দের প্রয়োগ নেই। মন্ত্রেও তা দেখতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের তিনরকম

বিভাগে তিন রকম প্রার্থনার ভাব বর্তমান। প্রথম অংশে 'ত্বমিন্দ্র' থেকে 'শবসম্পতিঃ' পর্যন্ত, 'ত্বং অপ্রতীনি অনুত্তঃ পুরু বৃত্রাণ হংসি' পর্যন্ত শত্রুনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়ের শত্রু কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিদূরিত না হ'লে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয় না ; শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত না হ'লে হৃদয়ে শক্তির (অর্থাৎ ভগবানকে হৃদয়ে বসাবার সামর্থ্যের) উপজয় হয় না। সেইজন্যই শত্রুনাশের প্রার্থনা। 'চর্ষণীধৃতিঃ এক ইৎ' অংশে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে—আপনি আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকদের উদ্ধারকর্তা। আমি যাতে আত্ম-উৎকর্য সম্পন্ন হ'তে পারি, আপনি বিধান করুন। আপনি ভিন্ন সেই অসাধ্যসাধন আর কেউ করতে পারেন না। তাই প্রার্থনা, আপনি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন ; আমাদের অন্তরের শত্রুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হোক ; এবং শেষ পর্যন্ত আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনে আমরা আপনাতে লীন হই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-২দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়। বিবরণকারের মতে এই মন্ত্রের ঋষি একমাত্র 'পুরুমেধ'। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের শেষ চরণে একটু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়]।

১২/২—বলবন্ বলাধিপতে হে দেব! পুত্র যেমন পিতা হ'তে ধন প্রার্থনা করে, তেমনভাবে আমরা প্রজ্ঞানস্বরূপ প্রসিদ্ধ পিতৃতুল্য আপনার নিকট হ'তেই নিশ্চিতরূপে পরমধন প্রার্থনা ক'রি ; হে দেব! আপনার শক্তিদায়ক মহৎ আশ্রয়স্থান বর্তমান আছে, অর্থাৎ আপনিই পরমাশ্রয় ; আপনার পরমমঙ্গল আমাদের প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের পরমধন এবং পরমমঙ্গল লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রে প্রধানভাবে পরমধন ও পরমমঙ্গল লাভের জন্য প্রার্থনা করা হলেও, তার মধ্যেও, ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'নৃমেধ' ও 'পুরুমেধ আঙ্গিরস'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গানের নাম—'অভীবর্তম্', 'দ্বিহিঙ্কারস্বামদেব্যম্' এবং 'যশম্']।

১৩/১—হে দেব! আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মের সুনিষ্পাদক, যাজক-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠপূজক, দেবগণের আহ্বানকর্তা অর্থাৎ দেবভাব-প্রদাতা দেবগণের মধ্যে অতিশয়রূপে দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত, অবিনাশী মরণরহিত) আপনাকে আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনা ক'রি—অর্চনা ক'রি—অনুবরণ ক'রি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতাই দেবত্বপ্রদায়ক। অতএব আমরা জ্ঞানের অনুসারী হই—এই সঙ্কল্প)। [মন্ত্রে জ্ঞানদেবের স্বরূপ পরিব্যক্ত। তিনি দেবগণের আহ্বানকর্তা অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের জনয়িতা, তিনি যাজকশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবগণের সন্তোষ-বিধানে হৃদয়ে দেবভাব আনয়নে একমাত্র পারদর্শী ; তিনি দেবগণের মধ্যে অতিশয় দান ইত্যাদি গুণযুক্ত অর্থাৎ তাঁর মতো মানুষের আর কেউ নেই ; তিনি আবনাশী অর্থাৎ মরণরহিত বা চিরবর্তমান। জ্ঞান যে, অনন্তরূপ ভগবানের অঙ্গীভূত, এখানে তা-ই উপলব্ধ হয়]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-১২দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৩/২—অমৃত-প্রদায়ক, পরমধনদায়ক, উত্তমদীপ্তিযুত, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেবকেই আমরা আরাধনা করছি ; সেই জ্ঞানদেব (অগ্নিং) আমাদের মিত্রদেবতার (মিত্রস্য), অভীষ্টবর্ষক দেবতার (বরুণস্য) পরমকল্যাণ প্রদান করুন এবং সেই দেবতা মোক্ষলাভের জন্য অমৃতরূপ কল্যাণ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন অমৃতপ্রদান করুন)। [সূক্তটির ঋষি—'সোভরি কাণ্ব'। সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'সাধ্যম্' এবং 'ঐধ্মাবাহসম্']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ।
স যন্তা শশ্বতীরিষঃ॥ ১॥
ন কিরস্য সহন্ত্য-পর্যেতা কয়স্য চিৎ।
বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ॥ ২॥
স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা।
বিপ্রেভিরস্তু সনিতা॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ে ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবঞ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী॥ ১॥
সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ৎসং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ॥ ২॥
উত প্র পিপ্য উধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।
মূর্ধানং গাবঃ পয়সা চমূম্বভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৬)

পিব সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
আপির্নো বোধি সধমাদ্যে বৃধেতঽস্মাং অবন্তু তে ধিয়ঃ॥ ১॥
ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মান স্তরভিমাতয়ে।
অস্মাং চিত্রাভিরবতা-দভিষ্টিভিরা নঃ সুম্নেষু যাময়॥ ২॥

(সূক্ত ১৭)

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদ্ ঋতৈরবর্ধত॥ ১॥
স ভক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ॥ ২॥
তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্ রাজানং মতনা অগৃভ্ণত॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৪সূক্ত/১সাম—হে জ্ঞানদেব (অগ্নিদেব)। সংসাররূপ সমরক্ষেত্রে যে পুরুষকে রক্ষা করেন, যে পুরুষকে আপনি পাপসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান ; সে পুরুষ সর্বতোভাবে নিত্যধন (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (ভাব এই যে,—যে জন ভগবানের প্রেরণায় সংসারসমরাঙ্গনে পাপের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে জন ভগবানের কৃপায় পরাগতি লাভ করে)।

১৪/২—শত্রুবিমর্দক হে দেব। আপনার ভক্ত (ভগবৎ-ভক্ত) জনের কারও কোনও শত্রু নেই (থাকতে পারে না)। প্রকৃষ্ট পরমধন তাঁদেরই থাকে (তাঁরাই মোক্ষরূপ পরমধনের অধিকারী হন)। (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ জনের কোনও শত্রু নেই। তিনি আপন ভক্তির প্রভাবে পরাগতি লাভ করেন)। [আগের মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে,—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, ভগবানই মানুষকে পাপ-দমনে প্রবৃত্তি দেন। এখানে, এই মন্ত্রে তারই মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ পাচ্ছে। ভগবান্ শত্রুকে অভিভবকারী সত্য ; কিন্তু কাদের শত্রুকে তিনি অভিভব করেন? এখানে, তাঁর ভক্তের প্রসঙ্গই অধ্যাহৃত হয়]।

১৪/৩—সকল উৎকর্ষের বিধায়ক সেই ভগবান্ জ্ঞানদেব (অগ্নিদেব), আমাদের পাপকর্মসঞ্জাত কর্মফলসমূহের ত্রাণকর্তা হন ; জ্ঞানিগণের সাহায্যে (জ্ঞানের সাহায্যে) তিনি আমাদের পক্ষে সুফলদাতা হোন। (ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ সকল মানুষকে পাপ হ'তে ত্রাণ করেন এবং জ্ঞানদানে সকলের সুফলপ্রদ হন)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অর্বদ্ভিঃ' এবং 'বাজং' পদ দু'টি উপলক্ষে নানা অর্থান্তর ঘটে। 'অর্বদ্ভিঃ' অর্বণ-শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনের বৈদিক শব্দ। 'অর্বণ' শব্দের এক অর্থ—অশ্ব। 'বাজং' পদের এক অর্থ সংগ্রাম। সেই অনুসারে প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সংগ্রামে অশ্বের বা অশ্বসৈন্যের দ্বারা তিনি (অগ্নিদেব) পরিত্রাণ করেন।' সেই মতে 'বিশ্বচর্ষণিঃ' পদে 'বিশ্ববাসীর পূজার্হ' এমন ভাব গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মন্ত্রার্থে ঐ তিনটি শব্দেরই অনুরূপ অর্থ (অবশ্য কোষগ্রন্থ ইত্যাদি সম্মত অর্থই) গৃহীত হয়েছে। এখানে 'বিশ্বচর্ষণিঃ' পদের অর্থ—সর্বজনের উৎকর্ষবিধায়ক। 'চর্ষণ' শব্দ উৎকর্ষসাধনভাবমূলক। সকলেরই যাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সকলেই যাতে শ্রেয়োলাভ করেন, দয়াল ভগবানের এটাই অভিপ্রেত। তাই তাঁর বিশেষণ—'বিশ্বচর্ষণিঃ'। তারপর 'অর্বদ্ভিঃ' পদে কি বোঝায়, অনুধাবনীয়। 'অর্বণ' শব্দেরই এক অর্থ—'নীচ', 'অপকৃষ্ট'। এখানে সেই অর্থই বিশেষ সঙ্গত হয়। 'বাজং' শব্দে 'ধনই' (কর্মফলরূপ) বলা যেতে পারে। অপকর্মের দ্বারা যে কর্মফল রূপ ধন পাওয়া যায়, পরিণামে দুঃখপ্রদ যে পাপ সঞ্চয় হয়, 'অর্বদ্ভিঃ বাজং' পদ দু'টিতে তাই বুঝিয়ে থাকে। সেই যে পাপকর্ম-জনিত দুঃখরূপ ফল ভগবান্ তা গ্রহণ করেন, সে কষ্ট থেকে তিনি পরিত্রাণ করেন,—মন্ত্রের প্রথমাংশের এটাই লক্ষ্য। শেষাংশের মর্ম—জ্ঞানের দ্বারা শ্রেয়ঃফল লাভ করা যায়। এবং সে পক্ষেও তিনিই সহায়তা করেন]। [এই সূক্তের ঋষি—'শুনঃশেপ আজিগর্তি']।

১৫/১—সৎ-বৃত্তির বর্ধনকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে ; প্রাজ্ঞ জনের সমস্ত সৎকর্ম মোক্ষদায়ক হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ মোক্ষ লাভ করেন)। পাপহারক দেবতা জ্ঞানশক্তি আমাদের প্রদান করুন ; আত্মশক্তি তুল্য ঊর্ধ্বগতি প্রাপক জ্ঞান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [মহাপুরুষ জ্ঞানিগণের হৃদয়বৃত্তিই এমনভাবে বিশুদ্ধ হয় যে, তা কখনও বিপথে চালিত হয় না। তাঁদের বাক্য, চিন্তা, কর্ম সমস্তই ভগবানের আরাধনার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাঁদের সকল কর্মই মোক্ষপথের সহায়

হয়। একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানের বলেই এই অবস্থা লাভ সম্ভবপর হয়। তাই সেই পরমকল্যাণদায়ক জ্ঞানলাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৭দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৫/২—মাতৃগণ কর্তৃক যেমন পুত্র পরম স্নেহের সাথে প্রতিপালিত এবং পরিবর্ধিত হয়, তেমনভাবে দেবত্বপ্রাপক অভীষ্টবর্ষক পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতের দ্বারা পরিবর্ধিত হন ; পার্থিব প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি যেমন তরুণীর প্রতি প্রেমের সাথে আকৃষ্ট হয়, তেমনই ভাবে জ্ঞানকিরণের সাথে পরমপদপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা যেন লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রের মধ্যে দু'টি উপমা। দু'টির মধ্যেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দু'টিতেই সাধারণ পার্থিব জনগণের জন্যই বক্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে। অমৃতের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব কিভাবে প্রবর্ধিত হয়, তা দেখাবার জন্য বলা হলো—মায়ের স্নেহযত্নেই সন্তান যেমন পরিবর্ধিত হয়। দ্বিতীয় উপমায় দেখানো হচ্ছে, প্রার্থনার ঐকান্তিকতা। সে ঐকান্তিকতা, আকর্ষণ, কেমন? যুবতীর প্রতি যুবকের আকর্ষণ, প্রেমবন্ধন]।

১৫/৩—শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানকিরণের অমৃতপ্রবাহকে প্রপূরিত করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানামৃত পরিপূর্ণতা লাভ করে ; অপিচ, প্রজ্ঞাদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূতপরিমাণে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; বিশুদ্ধ পরম ধনের দ্বারা সাধকগণ যেমন সম্যকরূপে শ্রীসমন্বিত হন, তেমনই ভাবে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাবকে জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের দ্বারা শ্রীসমন্বিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়)। [এই সূক্তের ঋষি—'নোধা গৌতম'। সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে গ্রথিত তিনটি গেয়গানের নাম—'ইহবদ্বাশিষ্ঠম্', 'পার্থম্' এবং 'ঔশনম্']।

১৬/১—হে ইন্দ্র! ভক্তিরসযুত জ্ঞানকিরণসমন্বিত, আমাদের সৎকর্ম ইত্যাদির দ্বারা সুসংস্কৃত শুদ্ধসত্ত্বকে পান (গ্রহণ) ক'রে আনন্দিত অর্থাৎ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন অপিচ, হে ইন্দ্র! আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে বন্ধুরূপে সহায় হয়ে, আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য প্রবুদ্ধ হোন ; আরও হে ইন্দ্র! আপনার সম্বন্ধীয় পরমার্থ-বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করুক অর্থাৎ পাপের প্রভাব হ'তে আমাদের রক্ষা করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের ভক্তিসুধা এবং শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে, আমাদের অভীষ্টফল প্রদান করুন এবং আমাদের পাপের প্রভাব হ'তে পরিত্রাণ করুন)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় ইন্দ্রদেবকে সোম পান করবার জন্য আহ্বান জানান হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে সোমের কোনও উল্লেখ নেই। 'সুতস্য' পদ থেকেই সোমের সম্বন্ধ অধ্যাহার করা হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-১দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/২—হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা আপনার অনুগ্রহে যেন আত্মশক্তিসম্পন্ন হই ; শত্রুর জন্য আমাদের হিংসা করবেন না অর্থাৎ আমাদের রিপুগণের বশীভূত করবেন না ; প্রার্থনীয় বিচিত্র রক্ষাশক্তিদ্বারা আমাদের রক্ষা করুন; অর্থাৎ আমাদের পরমসুখী করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুকবল হ'তে রক্ষা করুন এবং আমাদের পরমমঙ্গল প্রদান করুন)। [প্রার্থনার ভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন হ'তে পারে, আত্মশক্তি অন্যে কিভাবে দিতে পারে? ভগবানের কৃপায় আমরা সমস্তই লাভ ক'রি, সুতরাং ভগবান্ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হ'তে পারে না। ভগবানই মানুষের মধ্যে শক্তির বীজ প্রদান করেছেন, তাঁর কৃপাতেই মানুষ আত্মশক্তি লাভ

করতে পারে, তাই তার জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'মেধ্যাতিথি' বা 'মেধাতিথি কাণ্ব'। সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটি গেয়গানের নাম—'অভীবর্তম্', 'উৎসেসম্', 'নিষেধম্', 'পৃষ্ঠম্' এবং 'জমদগ্নেঃসাম']।

১৭/১—দ্যুলোকস্থিত সত্ত্বভাবকে পাবার জন্য অর্থাৎ তার সাথে মিলিত হবার জন্য সমস্ত জ্ঞানরশ্মি লোকবর্গের যথার্থ আশ্রয়স্বরূপ সত্যকে দোহন করে। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান সত্যাশ্রয়ী হয়)। যখন সত্ত্বভাব সত্যের দ্বারা প্রবর্ধিত হন, তখন তিনি তমোগুণাত্মক অমঙ্গলকে বিনাশ করবার জন্য সকল ভুবনকে অর্থাৎ বিশ্বকে মঙ্গলপূর্ণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্যজ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব জগতের হিতসাধন করেন)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৫অ-৯দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৭/২—কল্যাণদায়ক অমৃতের গ্রহণকারী সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্ম সাধক প্রার্থনার দ্বারা, দ্যুলোক-ভূলোককে পরিপূর্ণ করেন, অর্থাৎ ঐকান্তিকতার সাথে প্রার্থনা করেন ; যখন সাধক আরাধনার দ্বারা দেবভাব প্রাপ্ত হন তখন মহৎকর্মসাধনের দ্বারা জ্যোতির্ময় অমৃতের প্রবাহ প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধক প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তি অমৃত লাভ করেন)।

১৭/৩—শুদ্ধসত্ত্ব যে জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা দেবভাবদায়ক শক্তিকে পবিত্র করে, শুদ্ধসত্ত্বের সেই নিত্য, সকলের প্রার্থনীয় জ্যোতিঃ বিশ্বের সকল বস্তুকে রক্ষা করুক ; অপিচ, প্রার্থনা নিত্যকাল জ্যোতির্ময় দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা লব্ধ হন ; শুদ্ধসত্ত্ব বিশ্বকে অকল্যাণ হ'তে রক্ষা করেন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হোক, তার দ্বারা স্থাবর জঙ্গম এই দু'রকম বস্তু রক্ষা প্রাপ্ত হোক। সেই ঔজ্জ্বল্য দ্বারা তিনি আমাদের বলবান্ ও ধনবান্ করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তার উদ্দেশে স্তুতিপাঠ হ'তে লাগল।' এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'যেভিঃ' পদের ভাব এই ব্যাখ্যায় নেই। ভাষ্যেও 'যঃ' পদের সাথে নিত্যসম্বন্ধযুত 'সঃ' পদের কোন ও উল্লেখ নেই। কিন্তু 'যদ্' শব্দের সঙ্গে 'তদ্' শব্দের সংযোগ না থাকলে অর্থ পূর্ণ হয় না বা হ'তে পারে না। সেইজন্য ভাষ্য ইত্যাদির ব্যাখ্যায় ব্যাকরণের দিক থেকে অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়]। [এই সূক্তের ঋষি—'রেণু বৈশ্বামিত্র'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত গেয়গানের নাম—'মারুতম্']।

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৮)

অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোত হভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্॥ ১॥

অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ।
অভি চন্দ্রা ভর্তবে নো হিরণ্যাভশ্বান্ রথিনো দেবসোম॥ ২॥
অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

যজ্জাযথা অপূর্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায়।
তৎ পৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ ১॥
তৎ তে যজ্ঞো অজায়েত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ।
তদ্বিশ্বমভিভূরসি যঞ্জতং যচ্চ জন্ত্বম্॥ ২॥
আমাসু পক্বমৈরয় আ সূর্যং রোহয়ো দিবি।
ঘর্মং ন সামন্তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ২০)

মৎস্বপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ।
বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতমঃ॥ ১॥
আ নস্তে গন্ত মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ।
সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্যঃ॥ ২॥
ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।
সহাবান্ দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৮সূক্ত/১সাম—হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি আশু মুক্তিদায়ক দেবতার অভিলক্ষ্যে এবং পবিত্রকারক আপনি মিত্রস্বরূপ অভীষ্টপূরক দেবতার অভিলক্ষ্যে তাঁদের গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সৎকর্মনেতা আশুমুক্তিদায়ক, সৎকর্মে বর্তমান, (অথবা হৃদয়রূপ রথে বর্তমান), অভীষ্টবর্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিলক্ষ্যে অর্থাৎ তাঁদের প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের আরাধনার জন্য আমরা শুদ্ধসত্ত্ব যেন লাভ করতে পারি)। [মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে 'গৃণানঃ' বলা হয়েছে। সত্ত্বভাব সকলের দ্বারা স্তুত হন, অর্থাৎ সকলেই পরমবস্তুর জন্য প্রার্থনা করেন। কারণ ভগবৎপ্রাপ্তির সেটাই প্রধান সোপান। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হ'লে মানুষ আপনা-আপনিই পবিত্রহৃদয় হয়। তাই সত্ত্বভাবকে 'পূয়মানঃ' বলা হয়েছে]।

১৮/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপনাশক পরমধন আমাদের প্রদান করুন ; পবিত্রকারক আপনি অমৃতদায়ক জ্ঞানকিরণসমূহ প্রদান করুন ; হে পরমদেব! আমাদের ঊর্ধ্বগতিপ্রাপ্তির জন্য আনন্দদায়ক মঙ্গলপ্রদ হন এবং সৎ কর্মসমন্বিত পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরমধন লাভ ক'রি)। [পাপনাশক ধনের অর্থ—

পাপনাশক শক্তি, যার দ্বারা মানুষ পাপের বিনাশ করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় অংশের মর্ম—অমৃতদায়ক পরাজ্ঞান লাভ। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে, সেই জন্যই জ্ঞান—'সুদুঘাঃ'। কোন কোন স্থলে জ্ঞানকেই অমৃত বলা হয়েছে, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনে অভেদত্ব কল্পনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশেও মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনভূত পরাজ্ঞান ও সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৮/৩—হে দেব! পবিত্রকারক আপনি আমাদের মোক্ষদায়ক পরমধন প্রদান করুন, এবং জগতের সকল ধন প্রদান করুন ; যে শক্তির দ্বারা আমরা পরমধন লাভ ক'রি, সেই শক্তি আমাদের প্রদান করুন ; পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধক যেমন সাধক-ভোগ্য পরমধন লাভ করেন, আমাদের সেই ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান এবং পরমধন যেন লাভ ক'রি)। [এই সূক্তের ঋষি—'কুৎস আঙ্গিরস'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্র গ্রথিত গেয়গানের নাম—'পার্থম্']।

১৯/১—হে অনাদিদেব। হে পরমধনদাতা! আপনি যখন পাপনাশের জন্য প্রাদুর্ভূত হন অর্থাৎ প্রবৃত্ত হন তখনই বিশ্বকে পাপবিমুক্ত দৃঢ় করেন ; আরও, তখন দ্যুলোককে ধারণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই পাপনাশক হন। তাঁর কৃপাতেই লোকসমূহ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়)। ['বৃত্রহত্যায়' অর্থে 'পাপনাশায়' অর্থাৎ 'পাপনাশের জন্য' হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রেও বৃত্রাসুরের উপাখ্যান কল্পিত হয়েছে]।

১৯/২—হে ভগবন্! যখন আপনি জগতে প্রাদুর্ভূত হন তখন আপনাকে পাবার জন্য সৎকর্ম উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ লোকগণ সৎকর্মপরায়ণ হন ; অপিচ, তখন পরমানন্দদায়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ লোকসমূহ জ্ঞানপরায়ণ হন ; যা উৎপন্ন এবং যা উৎপাদ্যমান তা সমস্তই আপনি অভিভূত করেন অর্থাৎ সেই সকলের অধীশ্বর হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সৎকর্ম এবং জ্ঞানের মূলকারণ। তিনিই বিশ্বাধিপতি)। [বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগৎ যেমন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে ওঠে, জগতে ভগবানের স্বয়ং-আবির্ভাবে অর্থাৎ তাঁর প্রকটনে জগতের সকলরকম উন্নতির সূত্রপাত হয়। মানুষ সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করে, জ্ঞানপরায়ণ হয়। কারণ তখন দুষ্কৃতকারীর বিনাশ হয়]।

১৯/৩—হে দেব! আপনি অজ্ঞান আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন ; মোক্ষলাভের জন্য পরাজ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রদান করুন ; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! পরম আরাধনীয় দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য তোমরা মহৎ ভগবৎপ্রীতিসাধক পরম জ্যোতির্ময় স্তোত্র উচ্চারণ করো এবং শোভনস্তুতির দ্বারা সেই পরম দেবতাকে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন ; আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই)। [মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য পরাজ্ঞানলাভের প্রার্থনা করেই সাধকের নিবৃত্তি হচ্ছে না। তিনি জানেন যে, ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য, তাঁর কৃপালাভের জন্য উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাধনার জন্য—সর্বশক্তি লাভের জন্য তাঁরই শরণগ্রহণ করতে হবে। সেইজন্যই মন্ত্রে আত্ম-উদ্বোধনমূলক প্রার্থনাও করা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'পুরুমেধ আঙ্গিরস']।

২০/১—পাপহারিণীশক্তিযুক্ত হে দেব! আপনার মহাতৃপ্তিদায়ক পরমানন্দপ্রদ যে শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে প্রীত হোন ; হে দেব! অভীষ্টদায়ক আপনার শক্তিদায়ক অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রতি পরমধনদায়ক হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের পরমধন প্রদান করুন)।

২০/২—বলাধিপতি হে দেব! আপনার তৃপ্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, বরণীয় মোক্ষলাভে সাহায্যদাতা, পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, শত্রুনাশক, অমৃতদায়ক, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন অমৃতপ্রাপক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [শুদ্ধসত্ত্ব 'পৃতনাষাট্' অর্থাৎ শত্রুনাশক। যে সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত হয় তিনি রিপুর কবল থেকে উদ্ধার লাভ করেন। সত্ত্বভাবের প্রাধান্যে রিপুগণ হীনশক্তি হয়ে পরাজিত হয়। রিপুর কবল থেকে মুক্তিলাভ করলে মানুষ অমৃতের অধিকারী হ'তে পারে। অমৃতত্বই মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। রজঃ-তমঃজনিত দুঃখ থেকে উদ্ধার লাভ ক'রে সাধক পরমানন্দ লাভ করেন। তাই সেই পরম আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়]।

২০/৩—হে দেব! আপনিই সর্বশক্তিমান্ এবং পরমধনদাতা হন ; প্রার্থনাকারী আমাকে সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন ; মোক্ষলাভে সহায় হয়ে, অগ্নি যেমন আপন তেজে তার আধারভূত পাত্রকে দহন করে, তেমনভাবে আপনি আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, সৎকর্মের বিরোধী রিপুশত্রুকে দহন করুন—বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন এবং আমাদের রিপুজয়ী করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে ভগবৎ-মহিমাকীর্তন এবং প্রার্থনা উভয়ই আছে। ভগবান্ সর্বশক্তিমান, তাঁরই শক্তিবলে জগৎ বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর শক্তিই জগতের রক্ষাবিধান করছে। তিনিই মানুষকে পরমধন প্রদান ক'রে কৃতার্থ করেন। তাই তিনি 'নিতা'—পরমদাতা। এই পরমদাতার কাছে কি প্রার্থনা করা হয়েছে?—রথং। ভাষ্যকার এবার আর লৌহ-কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা নির্মিত যানবিশেষকে লক্ষ্য করেননি। তিনি ঐ পদের অর্থ করলেন—'রথং বৃংহণং স্যন্দনং মনোরথং বা স্বর্গগমন-সাধনং যজ্ঞার্থং রথং বা'। এর মধ্যে একটি অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে তা-ই রথ। সেটি কি? 'যজ্ঞার্থং রথ' অর্থাৎ সৎকর্মরূপ যে রথ। রথের কার্য কি? মানুষকে তা কোথায় নিয়ে যায়? তার উত্তরে ভাষ্যকার রথের স্বরূপবর্ণনায় বললেন—'স্বর্গগমনসাধনং' অর্থাৎ রথ স্বর্গে যাবার উপায়স্বরূপ। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাষ্যের মতেও 'রথ' স্বর্গপ্রাপক। ভাষ্যকার আরও একটু অগ্রসর হয়ে বললেন—'যজ্ঞার্থং রথং'। যজ্ঞের অর্থাৎ সৎকর্মের সাথে রথের সম্বন্ধ সূচিত করলেন। আমাদের মন্ত্রার্থেও, পূর্বাপরের মতোই, 'রথ' শব্দের অর্থ গৃহীত হয়েছে 'সৎকর্মসাধনের সামর্থ্য'। রথ যেমন মানুষকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, সৎকর্মও তেমনই ভগবানের পদ প্রাপ্ত করায়]। [এই সূক্তের ঋষি—'আগস্ত্য মৈত্রাবরুণ'। সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'কালেয়ম্']।

— দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতা (সূক্তানুসারে)—১।৩।১৫ পবমান সোম ; ২।৪।৬।৭।১৪।১৯।২০ ইন্দ্র ; ৫ সূর্য ; ৮ সরস্বান ; ৯ সরস্বতী ; ১০ সবিতা ; ১১ ব্রহ্মণস্পতি ; ১২।১৬।১৭ অগ্নি ; ১৩ মিত্র ও বরুণ ; ১৮ অগ্নি বা হবি।

ছন্দ—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ বৃহতী, প্রগাথ বার্হত, ত্রিষ্টুপ্, বর্ধমানা গায়ত্রী, অষ্টি, অতি শক্করী, ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রানুসারে নির্ধারিত।

ঋষি—প্রতিটি সূক্তের শেষে উল্লিখিত।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি।
অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ॥ ১॥
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্।
জন্যাস উপ নো গৃহম্॥ ২॥
ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ।
অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব॥ ৩॥
স ন ঊর্জং ব্যতব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া।
দেবাসঃ শৃণবন্ হি কম্॥ ৪॥
পবমানো অসিষ্যদদ্ রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ।
প্রত্নবদ্ রোচয়ন্ রুচঃ॥ ৫॥

(সূক্ত ২)

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ॥ ১॥

এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্।
অমত্রেভির্ঋজীষিণমিন্দ্র সুতেভিরিন্দুভিঃ॥ ২॥
যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ।
বেদা বিশ্বস্য মেথিরো ধৃষৎ তং তমিদেষতে॥ ৩॥
অস্মা অস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্।
কুবিৎ সমস্য জেন্যস্য শর্ধতোঽভিশস্তেরবসরৎ॥ ৪॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—হে দেব! স্বর্গলোক থেকে সুষ্ঠুভাবে অমৃতধারা বর্ষণ করুন এবং আমাদের অমৃতপ্রবাহ প্রদান করুন ; অপিচ, আধিব্যাধিবিরহিত মহতী পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতযুত পরাসিদ্ধি প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হে সোম! চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ করো। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আনয়ন করো। অক্ষয় অন্নের মহাভাণ্ডার উপস্থিত করো।' মন্ত্রের পদগুলির যে অর্থ গৃহীত হয়েছে, তাতে ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। সোম কিভাবে বৃষ্টিবারি বর্ষণ করবে? সোমের নিকট অক্ষয় অন্নের প্রার্থনাও বাতুলতা। এখানে সোমকে অধ্যাহার করবার কোন সার্থকতাই দেখা যায় না। 'অপং উর্মিং' পদ দু'টির ভাষ্যানুসারী অর্থ 'জলের তরঙ্গ'। এই মন্ত্রার্থে এবং পূর্বাপর স্থানেও এই দুই পদের অর্থ 'অমৃতের প্রবাহ'-ই সঙ্গত]।

১/২—হে শুদ্ধসত্ত্ব! যে রকমে জগতে বিদ্যমান জ্ঞান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়, সেই রকমে প্রভূতপরিমাণে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)।

১/৩—হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্মসাধনে দেবত্বপ্রাপক আপনি প্রভূতপরিমাণে অমৃতবর্ষণ করুন ; আমাদের অমৃতের ধারা প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [সাধনভজনের মূলবস্তু হৃদয়ের পবিত্রতা ও ঐকান্তিকতা। এই মন্ত্রেও তাই বলা হচ্ছে—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধতম পবিত্র ভাবই সৎকর্মে মানুষকে দেবত্ব প্রদান করে। 'যজ্ঞেষু দেববীতমঃ' মন্ত্রের এটাই সারমর্ম]।

১/৪—হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের আত্মশক্তি লাভের জন্য বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞান প্রভূতপরিমাণে আমাদের প্রাপ্ত করান ; সকল দেবতা নিশ্চিতভাবে আপনার প্রদত্ত জ্ঞান গ্রহণ করুক)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি ; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হই, সেই জ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন দেবভাবসমূহ লাভ ক'রি)। [জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ অধিগত হয়, জ্ঞানের বলেই রিপুগণ বিধ্বস্ত হয়। জ্ঞানলাভ করলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি আপনা-আপনিই স্ফূর্তিলাভ করে। তাই আত্মশক্তি লাভের জন্য জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১/৫—পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব রিপুগণকে বিনাশ করেন ; চিরবর্তমান, নিত্য জ্যোতিঃ প্রদান ক'রে তিনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব রিপুনাশক হয় ; জ্যোতির্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [নিত্যসত্যের মূলভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা রিপুনাশ হয়। দ্বিতীয় অংশে আছে প্রার্থনা। শুদ্ধসত্ত্ব

নিত্যজ্ঞানের, দিব্যজ্যোতিঃর আধার। আমরা যেন তার সাহায্যে দিব্যজ্যোতিঃ লাভ ক'রে ধন্য হই]। [এই সূক্তের ঋষি—'কবি ভার্গব']।

২/১—হে আমার মন! সত্ত্বভাবের সাথে মিলতে ইচ্ছুক, সর্বজ্ঞ, মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্মের নেতৃস্থানীয় সেই দেবতার জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার করো। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবানে অনুসারী হই)। [ভগবান্ সৎস্বরূপ। সেই সৎস্বরূপকে যদি পেতে চাও, তোমরাও সত্ত্বসম্পন্ন হও। শুধু মানুষই যে তাঁকে পাবার জন্য প্রার্থনা করে তা নয়, তিনিও মানুষকে পেতে ইচ্ছুক। পাপী হোক, পুণ্যাত্মা হোক, মানুষকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন না। বৎসই শুধু মায়ের দিকে ধাবিত হয় না, মাও তার সন্তানকে বুকে নেবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এই বাণীর মধ্যেই মহান্ সত্য নিহিত আছে। দ্বৈতের মধ্যে যে অদ্বৈতের সাড়া পাওয়া যায়, সসীমের মধ্যে যে অসীমের স্পন্দন অনুভূত হয়, তা-ই আমাদের গৌরবময় অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি যে আমাকে চান, এই সত্যই আমাদের কর্ণে গুঞ্জরিত হয়। এই মহতী আশার বাণীই আমরা এই মন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-১দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/২—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের অধিপতিকে আরাধনা করো ; প্রভূতপরিমাণে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা সর্বশক্তিমান প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে সর্বতোভাবে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হয়ে ভগবানকে আরাধনা করতে পারি)।

২/৩—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! যদি তোমরা বিশুদ্ধ পবিত্র সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করো, তাহলে প্রাজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, রিপুনাশক সেই দেবতা তোমাদের সেই সকল অভীষ্ট প্রদান করবেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ আরাধনাপরায়ণ সাধকের সর্বাভীষ্ট পূরণ করেন)। [এই সূক্তের প্রথমেই ভগবানকে সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই সকল জ্ঞানের স্রষ্টা ; সুতরাং তিনি প্রাজ্ঞ, সর্বজ্ঞ। ভগবানের আরাধনা অর্থে জ্ঞানের আরাধনা, জ্ঞানলাভের একনিষ্ঠ সাধনা। পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্থাৎ পরিণামে দেবত্বপ্রাপ্তির বাসনা থাকলে জ্ঞানের সাধনা অপরিহার্য]।

২/৪—হে সৎকর্মসাধনে সহায়ভূত আমার মন! তুমি ভগবৎ-লাভের নিমিত্তই শুদ্ধসত্ত্বের বিশুদ্ধরস সেই দেবতাকে প্রদান করো ; সকল জেতব্য শত্রুর বিনাশ ক'রে সর্বজ্ঞ সেই দেবতা আমাদের পালন করুন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; সেই পরমদেব আমাদের রিপুকবল থেকে রক্ষা করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'অধ্বর্যো' পদের অর্থ ধরা হয়েছে—ঋত্বিক, যিনি যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সম্পাদন করেন। এই মন্ত্রার্থে কিন্তু 'সৎকর্মসাধনে সহায় মন'-কেই ঐ পদে লক্ষ্য করা হয়েছে। নতুবা ঋত্বিককে উদ্বোধনা দেবে কে? —মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব রিপুনাশের জন্যই প্রার্থনা]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য'। সূক্তের অন্তর্গত চারটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'নানদম্' এবং 'গৌরীবিতম্']।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৩)

বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে।
সোমায় গাথমর্চত॥ ১॥
হস্তচুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন।
মধাবা ধাবতা মধু॥ ২॥
নমসেদুপসীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন।
ইন্দুমিন্দ্রে দধতান॥ ৩॥
অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শং গবে।
দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ॥ ৪॥
ইন্দ্রায় সোম পাতবে মদায় পরিষিচ্যসে।
মনশ্চিন্ মনসস্পতিঃ॥ ৫॥
পবমান সুবীর্যং রয়িং সোম রিরীহি ণঃ।
ইন্দ্রবিন্দ্রেণ নো যুজা॥ ৬॥

(সূক্ত ৪)

উদ্ধেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্।
অস্তারমেষি সূর্য॥ ১॥
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা।
অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ॥ ২॥
স ন ইন্দ্রঃ সখাশ্বাবদ্ গোমদ্ যবমৎ।
উরুধারেব দোহতে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৩সূক্ত/১সাম—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা রিপুর কবল হ'তে রক্ষাকারী, পরমশক্তিশালী, জ্যোতির্ময়, মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য নিত্যকাল প্রার্থনা উচ্চারণ করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই)।

৩/২—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাষাণকঠোর সৎকর্ম সাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে পবিত্র করো অর্থাৎ তারপর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করো ; পরমানন্দদায়ক দেবতার হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে তার সাহায্যে পরমানন্দদায়ক ভগবানকে আরাধনা করতে পারি)।

৩/৩—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভক্তির সাথে ভগবানকে আরাধনা করো এবং আত্মসমর্পণের দ্বারাই তাঁকে পূজা করো (অথবা তাঁর সাথে সম্মিলিত হও) ; ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভক্তিসাধনের দ্বারা ভগবানে আত্মলীন হ'তে পারি)। [মানুষ যখন নিজের সমস্ত ভগবানে সমর্পণ করে, যখন তার আর নিজের বলতে কিছুই থাকে না, তখন ভগবানই তাকে কোলে তুলে নেন। এটাই মোক্ষ, এটাই নির্বাণ, এটাই জন্মজরামরণজনিত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সেই পরমধামে শোক নেই, দুঃখ নেই পাপজ্বালাসন্তাপ নেই। মানুষ তাই সেই নিত্যানন্দময় অবস্থা লাভ করবার জন্য ব্যাকুল। মন্ত্রের আত্ম-উদ্বোধনের মধ্যে এই আত্মলীন হওয়ার ভাবই পরিব্যক্ত]।

৩/৪—হে শুদ্ধসত্ত্ব! রিপুনাশক, সর্বজ্ঞ, অভীষ্টপ্রাপক আপনি দেবভাব প্রাপ্তির জন্য, পরাজ্ঞান-লাভের জন্য পরমধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমমঙ্গল প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোমকে উদ্দেশ করা হয়েছে। সোম নাকি রিপুবিনাশক, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। সোমের বিশেষণগুলি দেখলেই বোঝা যায়, বেদের সোম অর্থে সাধারণ মদ্য নয়—শুদ্ধসত্ত্ব]।

৩/৫—হে শুদ্ধসত্ত্ব! অন্তর্যামী হৃদয়াধীশ আপনি ভগবানের গ্রহণের জন্য এবং আমাদের পরমানন্দলাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা ভগবৎ-আরাধনার জন্য এবং পরমানন্দলাভের জন্য যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'মদায়' পদের লক্ষ্য যেন ইন্দ্রদেব। কিন্তু 'মদায়' পদের অর্থ 'পরমানন্দদানের জন্য'। যিনি আনন্দময়, তাঁকে কে আনন্দ দিতে পারে? ব্যাখ্যাকারবৃন্দ এই অর্থ গ্রহণ না ক'রে 'প্রমত্ত করা' অর্থই গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁদের দৃষ্টি 'সোম' নামক মাদকদ্রব্যের উপর]।

৩/৬—পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদের আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদান করুন ; হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদের ভগবানের সাথে সম্মিলিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানে আত্মলীন হ'তে পারি)। [মন্ত্রটিতে নির্বাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই নির্বাণ বা মোক্ষপ্রাপ্তিই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য]। [এই সূক্তের ঋষি—'অসিত কাশ্যপ' বা 'দেবল']।

৪/১—হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব! বিখ্যাতধনযুক্ত (অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ পরমধনযুক্ত) যাচ্ঞাকারীদের প্রতি ধনবর্ষণকারী (অর্থাৎ সদা-দানধর্মপরায়ণ), জনহিতরত ও ঔদার্যগুণবিশিষ্ট সৎকর্মকারীর প্রতি (তাঁদের হৃদয়ে) আপনি উদিত হন। (ভাব এই যে,—সৎকর্মশীল জনের হৃদয়ে আপনি উদিত হবেন, এ আর আশ্চর্য কি? আমাদের ন্যায় অকৃতী জনগণের অন্তরে যদি আপনি স্বপ্রকাশ হয়ে অবস্থান করতে পারেন, তবেই আপনার মহিমা বুঝব। অতএব প্রার্থনা—হে দেব! এই পাপাত্মা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাকে উদ্ধার করুন)। অথবা—হে তেজোময় দেব! শ্রুতিসম্মত বাক্য-নিক্ষেপকারী অর্থাৎ লঙ্ঘনকারী, (সেইজন্য) নরের হিতকর কর্মের বিনাশক, অতএব পাপী এবং বৃষতুল্য (অর্থাৎ অজ্ঞান ও ক্রোধান্ধ), —এমন যে আমি, আমার প্রতি (আমার হৃদয়ে) উদিত হয়ে অর্থাৎ জ্ঞানালোক দান ক'রে আমাকে উদ্ধার করুন। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—হে তেজোময় দেব! শ্রুতিবাক্য-লঙ্ঘনে ও পরের অপকার সাধন ক'রে, পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক্রোধান্ধ ও অজ্ঞান হয়েছি, আমাকে জ্ঞানের আলোক দান ক'রে সৎপথ প্রদর্শন করুন)। [দু'রকম অন্বয়ে মন্ত্রে একই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে]। [এই

মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-২দ-১সা) প্রাপ্তব্য]।

৪/২—যে পরমদেব স্ববলে অসংখ্য রিপুদের আশ্রয়স্থান ভেদ করেন—ধ্বংস করেন অর্থাৎ সকল রিপু বিনাশ করেন এবং অজ্ঞানতানাশক যে দেবতা দুর্দান্ত রিপুকে বিনাশ করেন, সেই দেবতা আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি, প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অজ্ঞানতা ইত্যাদি রিপুগণকে বিনাশ করুন)। [এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে আখ্যায়িকার অবতারণা করেছেন, তা ইতিপূর্বে অন্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তথাপি স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইন্দ্রদেব দিবোদাসনামক রাজার কল্যাণের জন্য শম্বর নামক অসুরের নিরানব্বইসংখ্যক পুরী বিনাশ করেছিলেন। এই মন্ত্রে কিন্তু শম্বর বা দিবোদাসের কোন উল্লেখ নেই। ভাষ্যকার অন্য একটি মন্ত্রের সাহায্যে ঐ আখ্যায়িকার বিষয় প্রতিপন্ন করেছেন। এই ব্যাখ্যা দৃষ্টে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মন্ত্রে একটি প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। 'নবনবতিং' পদ আমরা পূর্বেও পেয়েছি। এই পদে যে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায় না, তা-ও দেখেছি। এমন সংখ্যাবাচক শব্দ 'বহু' অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে, 'নবনবতিং' পদের 'অসংখ্য' অর্থই এখানে সঙ্গত]।

৪/৩—মঙ্গলস্বরূপ বন্ধুভূত প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা আমাদের ব্যাপকজ্ঞানযুত, আত্মশক্তিদায়ক, পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা এই—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সেই কল্যাণকর বন্ধু ইন্দ্র, আমাদের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত গোযুক্ত যবযুক্ত ধন প্রভৃত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন।' আসলে গো ও অশ্ব শব্দ দু'টিতে যথাক্রমে জ্ঞান ও ব্যাপকজ্ঞান বোঝায়। 'যব' শব্দ অন্নার্থক, অর্থাৎ শক্তিবাচক ; তাই 'যবমৎ' পদে 'আত্মশক্তিদায়ক' অর্থই সঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে গরু ঘোড়া ও ধান যব অর্থই গৃহীত হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'সুকক্ষ আঙ্গিরস'। এই তিনটি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত গেয়গানের নাম—'স্বারসৌপর্ণম্']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৫)

বিভ্রাড় বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্ যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পিপর্তি বহুধা বি রাজতি॥১॥
বিভ্রাড় বৃহৎ সুভৃতং বাজসাতমং ধর্মং দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা॥২॥

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড ভ্রাজো মহি সূযো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্॥৩॥

(সূক্ত ৬)

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতির-শীমহি॥ ১॥
মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যোতমাশিবাসোঽবক্রমুঃ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শুর তরামসি॥ ২॥

(সূক্ত ৭)

অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।
বিশ্বা চ নো চরিতৄন্ৎসৎপত অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ॥ ১॥
প্র ভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সম্মিশ্লো বীর্যায় কম।
উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—৫সূক্ত/১সাম—পরমজ্যোতির্ময় দেব সৎকর্মসাধককে নিষ্কণ্টকে সৎকর্মসাধনশক্তি প্রদান করেন ; তিনি আমাদের হৃদয়স্থিত মহান্ সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন ক'রে তা গ্রহণ করুন)। আশুমুক্তিদায়ক ভগবান্ আত্মশক্তির দ্বারা লোকদের রক্ষা করেন এবং পালন করেন ; অপিচ, তিনি বিশেষরূপে লোকবর্গকে জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রদান করেন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবানই লোকগণের রক্ষক এবং পালক হন)। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৫মী দশতির ২য় সামরূপে প্রাপ্তব্য]।

৫/২—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদের হৃদয়ে যেন জ্যোতির্ময়, মহৎ, আত্ম-উন্নতি-বিধায়ক, আত্মশক্তিদায়ক, পাপ হ'তে রক্ষাকারী, দ্যুলোকের আশ্রয়ে স্থাপিত অর্থাৎ স্বর্গজাত, সত্যস্বরূপ, রিপুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, পরাজ্ঞান উৎপন্ন হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমমঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [এখানে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত করা হয়েছে। পরাজ্ঞান—আত্ম-উন্নতি-বিধায়ক এবং আত্মশক্তিদায়ক। মানুষ জ্ঞানের বলেই যেমন আপন গন্তব্যপথ দেখতে পায়, ঠিক তেমনই ভাবে নিজের দুর্বলতা ত্রুটি-বিচ্যুতিও দেখতে পায়। জ্ঞানের সঙ্গে তার মধ্যে শক্তিরও সঞ্চার হয়, সুতরাং অনায়াসেই সে নিজের দুর্বলতা পরিহার ক'রে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে পারে। অপিচ, মানুষের প্রকৃত উন্নতিলাভের, জীবনের চরম পরিণতিলাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন পরাজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ তার সবই লাভ করতে পারে। পরাজ্ঞান শত্রুবিনাশক। যিনি দিব্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েছেন, অজ্ঞানতামোহ ইত্যাদি রিপুগণ তাঁর কাছ থেকে পলায়ন করে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'জ্যোতিঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে—'সূর্য' ; সুতরাং সেখানে সমগ্র মন্ত্রের ভাবই পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা 'জ্যোতিঃ' অর্থে 'পরাজ্ঞানং' এবং 'জজ্ঞে' অর্থে 'উৎপন্না ভবতু' গ্রহণ ক'রে সমীচীন কর্মই করেছি]।

৫/৩—উত্তম মহৎ এই পরাজ্ঞান, মঙ্গলদায়ক বিশ্বাধিপতি পরমধনদাতা এবং সর্বজ্যোতিঃর আশ্রয়ভূত প্রকাশক (ব'লে) অভিহিত হন ; জ্যোতির্ময়, বিশ্বের প্রকাশক, অজ্ঞানতানাশক, মহান্ জ্ঞানদেব আমাদের দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য নিত্যশক্তি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান এবং দিব্যশক্তি প্রদান করুন)। [জ্ঞানই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ। তাই বেদ বলছেন—'ইদং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'। অর্থাৎ জ্ঞান থেকেই সকল রকম জ্যোতিঃর উৎপত্তি। সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ কেমন?—বিশ্বজিৎ, ধনজিৎ। জ্ঞানের প্রভাবে বিশ্ব জয় করা যায়, পরমধন অধিগত হয়]। [এই সূক্তের ঋষি—'বিভ্রাট্ সৌর্য']।

৬/১—হে পরম ঐশ্বর্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান অথবা সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন ; অপিচ, যে রকমে পিতা পুত্রগণের নিমিত্ত অর্থাৎ তাদের মঙ্গলের জন্য বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, সেই রকমভাবে আপনি আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের দ্বারা পরমধন ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন। হে সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রদেব! আপনার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সৎকর্মে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা যেন প্রাণশক্তি-স্বরূপ জ্ঞানকিরণকে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পিতার মতো আপনি আমাদের সৎপথে নিয়ে চলুন। প্রজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত সৎভাব-মণ্ডিত চিত্তের দ্বারা যাতে আমরা পরমধন লাভ করতে পারি, আপনি তা বিধান করুন)। **অথবা**—হে ভূতগণের প্রকাশক, সর্বভূতাত্মন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পিতা যেমন নিজের সন্তানদের মঙ্গলকামনায় তাদের সৎপথ প্রদর্শন করেন, বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, তেমনই আপনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের পরমজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদের সৎপথে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। সকলের পূজনীয় বা সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকলের অভিলষিত বা প্রাপ্তব্য প্রকৃতিতে—ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতে স্থিত জীবনীশক্তির অভিলাষী আমরা যেন অহরহ প্রজ্ঞানরশ্মি অর্থাৎ পরমজ্যোতি সেবা ক'রি অর্থাৎ প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এখানে পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনের জন্য সাধক উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছেন। যে কর্মের দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্ব অধিগত হয়, সেই পরাজ্ঞান ও পরাতত্ত্ব লাভের জন্য সাধক প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবন্! আপনি পিতার মতো পুত্ররূপী আমাকে সৎপথে নিয়ে চলুন এবং আমাকে আত্মজ্ঞান পরাজ্ঞান প্রদান করুন। তাহলেই আমি পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হবো)। [পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ভাবের মধ্য দিয়ে, ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য]। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-৩দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৬/২—হে ভগবন্! লুক্কায়িত অন্তর্নিহিত হিংসক দুষ্ট-অভিসন্ধিসম্পন্ন অমঙ্গলসাধক রিপুগণ আমাদের যেন পরাজয় না করে। হে সর্বশক্তিমন্ দেব! প্রার্থনাকারী আমরা আপনার কৃপায় রক্ষিত হয়ে যেন প্রভূত-পরিমাণ (অথবা নিত্য) অমৃতপ্রবাহ লাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুজয়ী হই ; আপনার কৃপায় অমৃত লাভ ক'রি)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে রিপুকবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। রিপুগণের একটি বিশেষণ 'অজ্ঞাতাঃ' অর্থাৎ লুক্কায়িত। প্রকাশ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মানুষ সতর্ক হ'তে পারে, কিন্তু গোপন-শত্রুই সবচেয়ে ভীষণ। মানুষ তাদের শত্রু ব'লে জানতে পারে না, কখনও বা তারা মিত্ররূপে কাছে থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি না থাকায় সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে

না পেরে মানুষ পরাজিত হয়, তাদের কবলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আবার, এমনই একদল গোপনশত্রু আমাদের হৃদয়েই বাস করে, তাদের 'দুরাধ্যঃ' অর্থাৎ দুষ্ট-অভিপ্রায়-সম্পন্ন বলা হয়েছে। অমঙ্গলসাধক এই শত্রুর অনুচরগণ মানুষের অনিষ্ট করতে সদাই তৎপর। কেউ বলেন—শয়তান, কেউ বলেন—'মার'। প্রত্যেক সাধককেই কোন না কোনও সময়ে এদের সম্মুখীন হ'তে হয়। যিনি জ্ঞানী, যিনি ভগবৎপরায়ণ, তিনি তাদের স্বরূপ অবগত হয়ে তাদের পরিহার করেন এবং জ্ঞানবলে দিব্যশক্তিবলে এই রিপুবর্গকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের স্বরূপ জানতে পারে না ; অনেক সময় তাদের কবলে আত্মবিসর্জন দেয়। যাতে সেই রিপুদের আক্রমণ থেকে উদ্ধারলাভ করা যায় সেই জন্যই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে অমৃতলাভের প্রার্থনা। ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হয়ে যেন আমরা অমৃতলাভে সমর্থ হই]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি'। এই সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'মহাবৈষ্টভম্', 'শ্যতম্', 'নৌধসম্', 'পৌরুমীঢ়ম্', 'মানবাদ্যম্' এবং 'ভারদ্বাজম্']।

৭/১—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! নিত্যকাল আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন ; এবং সকল দিনে, রাত্রিদিনে অর্থাৎ সর্বকাল প্রার্থনাকারী আমাদের সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সকল বিপদ হ'তে সর্বকাল পরিত্রাণ করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদের ত্রাণ করো। হে সাধুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদের রক্ষা করো।' এই অনুবাদে একটু ত্রুটি আছে। 'বিশ্বা দিবা নক্তং চ' পদগুলির মধ্যে 'নক্তং' পদের অর্থ অনুবাদে দেওয়া হয়নি। 'নক্তং' শব্দের অর্থ 'রাত্রি'। সুতরাং 'দিবা নক্তং' পদদ্বয়ে 'রাত্রিদিন' বোঝায়। তার সঙ্গে 'বিশ্বা' বিশেষণ সংযোজিত হওয়ায় তার অর্থ দাঁড়িয়েছে—সকল দিন রাত্রি অর্থাৎ সর্বকাল, নিত্যকাল। আবার মন্ত্রের প্রথম পাদে যে কয়েকটি কালবাচক পদ রয়েছে, তাদের অর্থও নিত্যকালেই পর্যবসিত হয়। যেমন—'অদ্য অদ্য শ্বঃ শ্বঃ পরে চ' পদগুলির অর্থ 'আজ কাল পরশু প্রভৃতি দিনে। 'পরে চ' পদে সীমাবিহীন কাল বোঝায়। সুতরাং বিছিন্ন কালবাচক পদগুলি একত্রে অনন্তকালকেই লক্ষ্য করছে]।

৭/২—শত্রুনাশক, সর্বশক্তিমান্, প্রভূতধনসম্পন্ন, পরমধনদায়ক পরমদেব শক্তিপ্রদানের জন্য আমাদের সাথে সম্মিলিত হোন ; হে সৎকর্মশক্তিদাতা দেব! আপনার যে হস্তদ্বয় অভীষ্টবর্ষক, সেই উভয় হস্ত রিপুনাশক রক্ষাস্ত্র পরিগ্রহণ করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ শক্তিদানের জন্য আমাদের সাথে সম্মিলিত হোন, আমাদের সর্ববিপদ হ'তে রক্ষা করুন)। [এই সূক্তের ঋষি—'ভর্গ প্রাগাথ']।

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ৮)
জনীযন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ।
সরস্বন্তং হবামহে॥ ১॥

(সূক্ত ৯)
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ॥ ১॥

(সূক্ত ১০)
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১॥
সোমানং স্বরণং কৃণুহি॥ ২॥
অগ্ন আয়ুংষি পবসে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৩)
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য॥ ১॥
ঋতমৃতেন সপন্তেষিরংদক্ষমাশাতে।
অদ্রুহা দেবৌ বর্ধেতে॥ ২॥
বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ।
বৃহন্তং গর্তমাশাতে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৪)
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ১॥
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণু নৃবাহসা॥ ২॥
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজয়থাঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৮সূক্ত/১সাম—শক্তিকামী ভগবৎ-আশ্রয়প্রার্থী সৎকর্মসাধক পুত্র কামনাকারী (অথবা মোক্ষকামী) আত্ম-উৎসর্গকারী আমরা জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে নিত্যকাল যেন আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আত্মশক্তি এবং ভগবৎ-আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [সূক্তটি একটি মন্ত্রে গ্রথিত। এটির ঋষির নাম—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি']।

৯/১—সপ্তভগিনীরূপ গায়ত্রী ইত্যাদি সপ্তছন্দের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সাধকগণকর্তৃক আরাধিতা; অপিচ, আমাদের সর্বপ্রিয়ের মধ্যেও প্রিয়তমা জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের কর্তৃক আরাধিত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমকল্যাণদায়িকা জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রটির একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা—'(সপ্তনদীরূপ) সপ্তভগিনীসম্পন্না (প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক) সম্যক্‌রূপে সেবিতা, আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন।' বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশও ব্যাখ্যাকারগণ কর্তৃক সংযোজিত। 'সপ্তস্বসা' পদে ভাষ্যকার গায়ত্রী ইত্যাদি সপ্তছন্দকে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার নদীর সাথে তার তুলনাও করেছেন। ফলে মন্ত্রটি জটিল হয়ে উঠেছে। 'সরস্বতী' পদ নিয়েও গবেষণার অন্ত নেই। কেউ বলেন এটি নদীবিশেষ, কেউ বলেন দেবী। আবার অন্য এক শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন—'সরস্বতী' প্রথমে পাঞ্জাবের নদীর নাম ছিল বটে, পরে অর্থান্তর ঘটে দেবীতে পরিণত হয়েছেন। আমাদের মন্ত্রার্থে 'সরস্বতী' জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই গৃহীতা]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য']।

১০/১—যিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব) আমাদের বুদ্ধিকে সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান্ জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্বপাপনাশক জ্যোতিঃকে আমরা যেন ধ্যান ক'রি। (ব্রহ্মের অনুচিন্তনে যেন আমাদের চিত্ত নিয়ত নিরত হয়)। (সর্বপাপের নাশক সৎ-বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্মে প্রবৃত্তিবর্ধক যে সবিতৃদেব, তাঁর পরম তেজ আমরা যেন সদা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখি। মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক)। [এই মন্ত্রটি আর্যহিন্দুর অবশ্য নিত্যপাঠ্য, ধ্যেয়, প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। এটি গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত ব'লে 'গায়ত্রী' আখ্যায় ভূষিত। আবার এর দেবতা সবিতা (সবিতৃ) ব'লে এটি সাবিত্রী মন্ত্র বলেও পরিচিত। 'গায়ত্রী' নামের অন্য কারণও আছে, যথা—'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।' অর্থাৎ (মন্ত্র) গানকারীকে ত্রাণ করেন ব'লে আপনি গায়ত্রী নামে প্রসিদ্ধ'—ইত্যাদি। কোনও কোনও পৌরাণিক ব্যাখ্যা এই যে, গায়ত্রী মন্ত্র 'সবিতৃ' (সূর্য) দেবতার শক্তি ব'লেই এটি 'সাবিত্রী' মন্ত্র নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণকে যে প্রত্যহ এই মন্ত্রটি পাঠ বা উচ্চারণ করতেই হয়, তা-ই নয়, এই মন্ত্রের বিষয় সম্বন্ধে ধ্যানও করতে হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ধীমহি' ক্রিয়া পদের দ্বারাই ধ্যানের বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে। মন্ত্রার্থের একাংশেই বলা হয়েছে—'জ্যোতিঃকে ধ্যান ক'রি।' ধ্যান না করলে বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু পরমব্রহ্ম অথবা পরমব্রহ্মের জ্যোতিঃ। তাঁর ধ্যানের দ্বারাই মানুষ তাঁর প্রকৃতস্বরূপ অবগত হ'তে পারে। শঙ্করাচার্যের মতে—'প্রণব ইত্যাদি সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী সকল বেদের সার।' যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা—'পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, মন বুদ্ধি আত্মা আর অব্যক্ত—এই চব্বিশটিই গায়ত্রীর অক্ষর। পরমপুরুষ প্রণব নিয়ে পঁচিশটি।' তন্ত্রের মতে—'গায়ত্রীর প্রথম অক্ষর অগ্নিদেবতা, দ্বিতীয় অক্ষর বায়ুদেবতা, তৃতীয় অক্ষর সূর্যদেবতা, চতুর্থ অক্ষর বিদ্যুৎদেবতা, পঞ্চম অক্ষর যমদেবতা, ষষ্ঠ অক্ষর বরুণদেবতা, সপ্তম অক্ষর বৃহস্পতিদেবতা, অষ্টম অক্ষর পর্জন্যদেবতা, নবম

অক্ষর ইন্দ্রদেবতা, দশম অক্ষর গন্ধর্বদেবতা, একাদশ অক্ষর পূষাদেবতা, দ্বাদশ অক্ষর মিত্রাবরুণদেবতা, এবং ত্রয়োদশ থেকে চতুর্বিংশতি (চব্বিশ) পর্যন্ত অক্ষর যথাক্রমে ত্বষ্টা, বাসব, মরুৎ, সোম, আঙ্গিরস, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি, সর্বদেবতা, রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব।'—এইভাবে স্বয়ং বিষ্ণুকর্তৃক গায়ত্রীর গুণব্যাখ্যা, তন্ত্রসম্মত অপর ব্যাখ্যা, মহানির্বাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যা, স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, সায়ণাচার্যের ভাষ্য ইত্যাদিও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অনেকরকমভাবে এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলাতেও এই মন্ত্র সম্বন্ধে বহু পণ্ডিতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন—(১) 'আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান ক'রি, যার প্রভাবে আমরা আপন আপন কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ হই'—সত্যব্রত সামশ্রমী। (২) 'সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান ক'রি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (৩) 'যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান ক'রি'—রমেশচন্দ্র দত্ত। 'সবিতৃদেবতার বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান ক'রি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন'—রমানাথ সরস্বতী। এত সব ব্যাখ্যা সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে—যিনি অবাঙ্মনসোগোচরঃ, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, ভাষায় কি তাঁর পরিচয় দেওয়া যায়? সুতরাং সবিতা দেবতা বলতে, কার প্রতি লক্ষ্য আছে—তা-ই বোঝাতে গিয়ে, সকল ব্যাখ্যাকারেরই গবেষণা পর্যুদস্ত হয়েছে। যিনি নাম-রূপের অতীত, অথচ যাঁর নাম-রূপে বিশ্ব ব্যেপে আছে, সবিতা দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দিষ্ট হয়েছেন। তাঁকে পরব্রহ্মই বলা যাক, হিরণ্যগর্ভই বলা থাক, আর সবিতা দেবতাই বলা হোক—বিশ্বরূপে বিদ্যমান্ বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য]। [এই সূক্তটির ঋষি—'বিশ্বামিত্র গাথিন্]। [শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশী (৩৫) কণ্ডিকায় মন্ত্রটি পাওয়া যায়]।

১১/১—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাকে আপনার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক প্রার্থনাকারী আমাকে উদ্ধার করুন)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকের ঐন্দ্রপর্বের অন্তর্গত (২অ-৩দ-৫সা) একটি মন্ত্রের প্রথম পাদমাত্র। এটি যজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৮ কণ্ডিকাতেও দ্রষ্টব্য]। [এই একটি মন্ত্রসমন্বিত সূক্তের ঋষি—'মেধাতিথি কাণ্ব']।

১২/১—হে জ্ঞানদেব! সৎকর্মসাধনশক্তি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সৎকর্মসাধনসমর্থ করুন)। [মন্ত্রটি উত্তরার্চিকে (১৪অ-৩খ-১২সূ-১সা) এবং ছন্দ আর্চিকেও (৬অ-৫দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]। [একটি মন্ত্রসম্বলিত এই সূক্তটির ঋষি—'শত বৈখানস']।

১৩/১—জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদের সৎকর্মসম্বন্ধিনী আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের জ্ঞানভক্তিযুত আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [এটি উত্তর আর্চিকেও (৮অ-৩খ-৪সূ-৩সা) প্রাপ্তব্য]।

১৩/২—সত্যের দ্বারা (অথবা, সৎকর্মের দ্বারা) সত্যকে (অথবা, সৎকর্মকে) মিলনকারী দেবদ্বয় শক্তিকামনাকারী সাধককে প্রাপ্ত হন ; মঙ্গলসাধক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের প্রবর্ধিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সত্যপ্রাপক আপনি আমাদের প্রবর্ধিত করুন ; জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি শক্তিসমন্বিত করুন)। [সত্যের দ্বারা সত্যকে মিলিত করার অর্থ এই যে,—

যিনি সত্য-অনুসন্ধিৎসু, তিনি ভগবানের কৃপায় সত্যকে লাভ করেন। তেমনইভাবে যিনি সৎকর্ম সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করেন, ভগবান্ তাঁর সেই সৎসঙ্কল্প পূর্ণ করেন]।

১৩/৩—অমৃতবর্ষী দ্যুলোকপ্রাপক, অভিমতফলদাতা পরমশক্তির অধিপতি দেবদ্বয় মহান্ গ্রহণীয় পরমধন সাধকদের প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অভীষ্টবর্ষক, অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। [এই সূক্তের ঋষি—'গভাত আত্রেয়']।

১৪/১—হে ভগবন্! আপনি মহান্ সূর্যরূপে প্রকাশমান রয়েছেন ; আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান্ আছেন ; আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন ব্যেপে রয়েছেন, সেই আপনাকে স্বর্গমর্ত্য ইত্যাদি সর্বলোক অর্চনা করেন। দ্যুলোকে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান হয়ে আপনারই মহিমা প্রকাশ ক'রে থাকে। (ভাব এই যে,—অগ্নি-বায়ু-সূর্য ইত্যাদি-রূপে ভগবান্ সর্বত্র সম্পূজিত হন। নক্ষত্রগণ তাঁর মহিমা প্রকাশ করে)। [প্রচলিত বহু ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিনব মত প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ নিশ্চল জড় পদার্থ ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে। সূর্য ঘোটক-আরোহণে ভ্রমণ করেন, তাৎকালিক জনসাধারণের তেমন ধারণা ছিল,—ব্যাখ্যায় সে ভাবও প্রকাশ পেয়েছে। জনৈক ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা থেকে প্রতিপন্ন হয়, আদিত্য অগ্নি বায়ু নক্ষত্রপুঞ্জ সকলকেই দেবতার আসনে বসিয়ে স্তাবকেরা তাঁদের পূজা উপাসনা করতেন। ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে, বৈদিক মন্ত্র-সমূহ 'চাষার গানে' অর্থাৎ 'অসভ্য বর্বর জাতির জড়োপাসনায়' পরিগণিত হয়েছে।—যতকিছু গণ্ডগোল—'অরুষ' শব্দ নিয়ে। ব্যাখ্যাকারেরা 'অরুষ' শব্দের অর্থ করেছেন—ঘোটক। কিন্তু হিংসার্থ 'রুষ' ধাতু থেকে 'অরুষ' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। যাঁর হিংসা নেই, অথবা যাঁর হিংসক নেই, তিনিই 'অরুষ'। ধাতু-অর্থ ধ'রে অর্থ গ্রহণ করলে, 'অরুষ' শব্দে ঘোটক অর্থ নিষ্পন্ন হ'তে পারে না। সব গণ্ডগোল মিটে যায়। 'সূর্য অশ্বে আরোহণ ক'রে ভ্রমণ করেন'—এ বাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু 'অরুষ' শব্দে হিংসকরহিত বা হিংসারহিত অগ্নিদেবরূপে সেই ব্রহ্মের অন্যতম অভিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করলে, মন্ত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই অর্থই সমীচীন,—সেই অর্থই শাস্ত্রসম্মত। এ মন্ত্রে, একের সেই বহু রূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে মন্ত্রটি প্রযুক্ত। সুতরাং এখানে ইন্দ্রদেব বলতে পরমেশ্বরকেই দ্যোতনা করছে। সূর্যরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজিত, তিনি অবশ্যই 'ইন্দ্রদেব' নামে পরিচিত সেই পরমব্রহ্মাই। এই মন্ত্র সেই পরব্রহ্মের রূপ-গুণেরই ব্যাখ্যান]।

১৪/২—(সাধুগণ) সেই ভগবানের আগমন উপযোগী রথে (নিজেদের মনোরথে) দুই পার্শ্বে (সৎ-অসৎ দু'রকম কর্মে) কামনার উপযোগী, দমনশীল, ক্ষিপ্রগামী (বিচিত্রবর্ণ), জনবাহক, জ্ঞান-ভক্তিরূপ অশ্বদ্বয়কে (জ্ঞানভক্তির জ্যোতিঃ) যোজনা করেন। (জ্ঞানভক্তির প্রভাবেই সাধুগণ ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন—এই-ই তাৎপর্য)। [আসলে, এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে—'তোমার সৎকর্মনিবহ-রূপ সারথিগণের দ্বারা তোমার মনোরথের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ হরিদ্বয় (অশ্বদ্বয়) সংযোজিত করো। তার দ্বারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে, শত্রু বিমর্দিত হবে, তুমি ভগবানের পাদপদ্মে সংবাহিত (উপনীত) হবে।' এটাই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ]।

১৪/৩—হে জ্যোতির্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন জনের জ্ঞান দান ক'রে, অরূপে রূপের বিকাশ দেখিয়ে, প্রতি ঊষায় প্রকাশমান হন। অথবা—হে ভগবন্! অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা

জন্মজরামরণের অধীন হয়ে আছি ; আমাদের এই অজ্ঞানাবস্থায় প্রজ্ঞান দান ক'রে মায়াবিজৃম্ভিত আমাদের এই বিকৃতরূপকে সত্ত্বভাবযুত ক'রে, আমাদের জ্ঞান-উন্মেষের সাথে আপনি আমাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে অধিষ্ঠিত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞানতার কারণে আমরা জন্মজরামরণের মধ্যগত এবং মায়ার দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে আছি; সৎ-জ্ঞান বিতরণের দ্বারা আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন)। [এই মন্ত্রের দু'রকম অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকারের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত। কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের অর্থই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন ব'লে মনে করা যায়। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—এই মন্ত্র যেন মনুষ্যগণকে (মর্যা) সম্বোধন ক'রে প্রযুক্ত। মন্ত্রে যেন বলা হচ্ছে, 'হে মনুষ্যগণ এই আদিত্য অর্থাৎ সূর্যরূপ ইন্দ্রদেব, রাত্রির অন্ধকার দূর ক'রে, নিদ্রায় সংজ্ঞা দান ক'রে, অন্ধকারাবৃত অদৃশ্য সুতরাং রূপরহিত পদার্থে রূপ দান ক'রে প্রতি ঊষাকালে রশ্মিমান হয়ে উদিত হন।' এ অর্থে ভগবান্ রাত্রির অন্ধকার দূর করায়, তাঁর জগৎপ্রকাশ ভাব দর্শনে স্তবকর্তা যেন বিস্ময় প্রকাশ করছেন। আর এক ব্যাখ্যায় ইন্দ্রদেবকে একজন যোদ্ধৃপুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এ মন্ত্রের ভাব অতি উচ্চ। এখানে কঠোপনিষদের সেই অমূল্য বাণী শ্রুতিপথে জাগ্রত হয়ে ওঠে—এই বিশ্ব তাঁরই প্রকাশে প্রকাশমান হচ্ছে ; তাঁরই জ্যোতিঃ সকলকে জ্যোতিষ্মান্ রেখেছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র']।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৫)

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষে ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্॥ ১॥
স ঈং রথো ন ভূরিষাডযোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বানবন্ত॥ ২॥
শুষ্মীশর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
আপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ ন যজ্ঞঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৬)

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।
দেবেভির্মানুষে জনে॥ ১॥

স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভির্যজা মহঃ।
আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ॥ ২॥
বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা।
অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো॥ ৩॥

(সূক্ত ১৭)

হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তদেতি মায়য়া।
বিদথানি প্রচোদয়ন্॥ ১॥
বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষ প্রণীয়তে।
বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ॥ ২॥
ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৫সূক্ত/১সাম—বলাধিপতি হে দেব! প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ হোক ; আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক ; আপনি আমাদের হৃদয়স্থিত এই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন ; আপনি যে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দপ্রাপ্তির জন্য এবং মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ের জন্য আপনিই গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই গ্রহণ করুন, অকিঞ্চন আমাদের অন্য কোনও পূজোপকরণ নেই)।

১৫/২—প্রভূতপরিমাণে পরমধন আমাদের দান করবার জন্য বহুপাপনাশক মহান্ প্রসিদ্ধ এই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সকলের সাথে মিলিত হোন ; তারপর অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে উৎপন্ন অর্থাৎ ইহজগতে বর্তমান সকল মনুষ্য জ্যোতির্ময় মোক্ষপ্রাপক রিপুসংগ্রামে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্তির জন্য গমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সকলে যেন পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ ক'রি ; বিশ্ববাসী সকল লোক শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মোক্ষলাভ করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'যেমন বিস্তরভারবহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তেমনই সোমকে (সোমরস—মাদকদ্রব্যকে) যোজনা করা হলো, কেননা তিনি প্রভূত ধন দেবেন। পরে তাবৎ ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হোক।' এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যের পার্থক্য আছে। আমাদের মতের সাথেও ঐক্য নেই। বিস্তরভারবহনক্ষম রথের সাথে সোমের কি সাদৃশ্য আছে? কিম্বা 'তিনি প্রভূত ধন দেবেন'—এর সাথে ভারবহনের কি সাদৃশ্য আছে, বোঝা যায় না। 'ভূরিষাট্' পদে 'প্রভূতভারবহনক্ষমঃ' অর্থই প্রকাশ ক'রে সত্য, কিন্তু সেই ভার কি? আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মধ্যে যে আবর্জনা মলিনতা ও পাপ রয়েছে, তা-ই এই 'ভার'। আমাদের জীবনকে দুর্বিষহকারী এই পাপভার বহন করতে পারে, আমাদের পাপরাশি দূরীভূতকারী, আমাদের মোক্ষমার্গে—মুক্তির চরম সীমায় নিয়ে যায় যে বস্তু, তাকেই 'ভূরিষাট' পদে লক্ষ্য করা হয়েছে। সেই বস্তু কি? মন্ত্রেই আছে— সেই

বস্তু 'রথঃ' অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক স্বর্গে বহন ক'রে নিয়ে যাবার উপযুক্ত যান—সৎকর্ম।—মন্ত্রটির দ্বিতীয় অংশে একটি বিশ্বজনীন প্রার্থনা আছে]।

১৫/৩—হে দেব! মুমুক্ষু সাধকগণ যেমন সৎ-ভাব-সমন্বিত হন, তেমনই সৎ-ভাব-সমন্বিতদিব্যশক্তিসম্পন্ন আপনি বিবেকশক্তি তুল্য দিব্যশক্তি আমাদের প্রদান করুন ; নিত্যকাল অমৃততুল্য অর্থাৎ অমৃতদায়ক সৎ-প্রবৃত্তি আমাদের হোক ; বিশ্বরূপতুল্য শত্রুনাশক আপনি আরাধনীয় হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের দিব্যশক্তি প্রদান করুন ; আমরা যেন সৎ-বৃত্তি-সম্পন্ন হই)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ—'হে সোম! তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবলবেগে বহমান হও ; স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায়) বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদের সুমতি দাও। বহুসৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্রদিক্ দিয়ে তোমার গতি।' এই ব্যাখ্যাতে এবং ভাষ্যেও সোমকে প্রথমে বায়ুর সাথে এবং পরে ইন্দ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যে বস্তু বায়ু ও ইন্দ্রের সাথে তুলনীয়, যে বস্তু মানুষের যজ্ঞভাগের অধিকারী, সেই বস্তু কি মানুষের সর্বনাশকারী মদ্য হ'তে পারে? আবার তার কাছে সুমতির প্রার্থনা! বর্তমান মন্ত্রে 'সোম' শব্দই নেই, ভাষ্য ইত্যাদিতে তা অধ্যাহৃত হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'উশনা কাব্য'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'ইহবদ্ধাসিষ্ঠম্']।

১৬/১—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! আপনিই সকল সৎকর্মের প্রবর্তক হন ; এই জন্মজরামরণশীল লোকে, প্রার্থনাকারী আমাদের পক্ষে সকল দেবভাবের সাথে এসে অর্থাৎ আমাদের সকল দেবভাবের অধিকারী ক'রে, আপনি আমাদের হিতসাধক মঙ্গলপ্রদ হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের সকলরকমের মঙ্গল সর্বথা সাধিত হোক)। [মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকে (১অ-১দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/২—হে জ্ঞানদেব! প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের সৎকর্মে আপনার পরমানন্দদায়ক জ্যোতিঃদ্বারা মহৎ-ভাবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করুন ; এবং দেবভাবসমূহকে আহ্বান করুন ও আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! জ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দদায়ক দেবভাবসমূহ লাভ ক'রি)। [মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য রয়েছে। আমাদের অন্তরে যে জ্ঞানবীজ আছে, তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হ'লে মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়, আবার দেবত্ব এলে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ আপনা-আপনিই সাধিত হয়। এখানে জ্ঞানের সাহায্যে দেবভাব প্রাপ্তির প্রার্থনার মধ্যে জ্ঞানবিকাশের প্রার্থনাও নিহিত আছে। মোটের উপর, জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে হৃদয় পবিত্র ক'রে দেবত্বলাভই প্রার্থনার মুখ্য উদ্দেশ্য]।

১৬/৩—হে বিধাতঃ (বেধঃ)! (অথবা সর্বজ্ঞ) সৎকর্মসাধক দ্যুতিমন্ হে জ্ঞানদেব! আপনিই আপন শক্তির দ্বারা আমাদের ভগবৎসাধনে জ্ঞানকর্মভক্তি ইত্যাদি সর্বসাধনমার্গ আমাদের জ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের জ্ঞানকর্মভক্তিযুক্ত করুন)। ['যজ্ঞেষু' পদে একটা বিশিষ্টভাবের দ্যোতনা আছে। মানুষ যখন ভগবানের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'তে চায়, যখন সে ভগবানের চরণে নিজের সমস্ত সমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন প্রকৃত সাধনমার্গে নিজেকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষকে সাধনার সেই বিচ্ছিন্ন পন্থা প্রদর্শন করে,

অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার কৃপায় মানুষ সেই সকল সাধনমার্গের পরিচয় লাভ করে। তাই বলা হয়েছে— 'অগ্নে! অধ্বনঃ পথশ্চ বেত্থা'—হে জ্ঞানদেব! আমাদের সকলরকম সাধনমার্গ পরিজ্ঞাপন করো]। [এই সূক্তটির ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য']।

১৭/১—সৎকর্মনিষ্পাদক অমৃতস্বরূপ দেব, পরাজ্ঞান প্রদান ক'রে আপন শক্তির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক পরাজ্ঞান প্রদান পূর্বক আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [মন্ত্রের প্রথম পদ 'হোতা'। প্রচলিত মত এই যে, প্রজ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করেই এই পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে অর্থ দাঁড়ায়—অগ্নিই যজ্ঞসম্পাদক, অথবা অগ্নি না হ'লে যজ্ঞসম্পন্ন হয় না। ঋত্বিক যখন যজ্ঞ করেন তখন দেব-উদ্দেশে হব্য ইত্যাদি প্রচলিত অগ্নিতেই প্রদত্ত হয়। অগ্নি সেই হব্য দেবতাদের নিকট বহন ক'রে নিয়ে যান, তাই তিনি যজ্ঞের হোতা— যজ্ঞনিষ্পাদক। এটা হলো প্রচলিত মত। কিন্তু যদি মন্ত্রের লক্ষ্য 'অগ্নি'-ই হয় তাহলে এই বাহ্য জগতে প্রকাশমান জ্যোতিঃর পশ্চাতে যে অনন্ত জ্যোতিঃ আছেন, তাঁর প্রতিই লক্ষ্য আসে না কি? যাঁর প্রভাব কণিকামাত্র লাভ ক'রে পার্থিব অগ্নি জ্যোতিষ্মান, সেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপের চিন্তা মনে আসেনা কি? তারপর 'অগ্নি' বলতে যদি প্রজ্বলিত অগ্নিকেই মাত্র লক্ষ্য করা যায়, তাহলে প্রার্থনার সার্থকতা থাকে কি? এই অগ্নি কি আমাদের 'বিদথানি'—পরাজ্ঞান দান করতে পারে? সুতরাং এ-কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে,—অগ্নি শব্দে পরম অগ্নি, সেই দিব্যজ্যোতিঃ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু আলোচ্য মন্ত্রে অগ্নির কোন উল্লেখই নেই। জ্ঞানাগ্নি অর্থে যদিও মন্ত্রের অর্থ সম্পাদিত হ'তে পারে, তথাপি এটি ধারণা করাই সঙ্গত যে,—ভগবৎ অর্থেই মন্ত্রার্থ, মন্ত্রের অন্তর্গত প্রার্থনা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভগবান্ মানুষকে সৎকর্ম-সাধনের শক্তি প্রদান করেন। তিনিই মানুষের হৃদয়ে বিবেকরূপে, জ্ঞানরূপে বর্তমান থেকে মানুষকে সৎকর্মসাধনে প্রবর্তিত করেন। এই সৎকর্মসাধনই তো যজ্ঞ। সুতরাং এই দিক দিয়ে ভগবানকেই হোতা বলা যায়]।

১৭/২—পরাজ্ঞানদায়ক সৎকর্মের উপায়স্বরূপ আত্মশক্তিদায়ক জ্ঞানদেব, রিপুসংগ্রামে সাধকগণকর্তৃক তাঁদের হৃদয়ে স্থাপিত হন, এবং সৎকর্মসাধনে হৃদয়ে উৎপাদিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা রিপুজয়ী হন)। [দু'টি প্রধান বিষয়ের জন্য সাধকেরা জ্ঞানের সাহায্যলাভ প্রার্থনীয় মনে করেন। প্রথম—রিপুজয়ের জন্য। যখন জ্ঞানের জ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে, তখন সেই জ্ঞানালোকের তেজ সহ্য করতে না পেরে রিপুগণ পলায়ন করে। দ্বিতীয়—সৎকর্মসাধন। জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'লে মানুষের প্রবৃত্তি সৎ হয়, কর্মপ্রচেষ্টা পবিত্র হয়। সাধকেরা তা অবগত আছেন বলেই সৎকর্মসাধনের জন্য জ্ঞানের সাহায্য লাভ প্রার্থনীয় মনে করেন]।

১৭/৩—সকলের প্রার্থনীয় যে জ্ঞানদেব সৎবৃত্তির (অথবা, সৎকর্মসাধনের) দ্বারা সাধকদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, সর্বজীবের বীজশক্তিরূপ সেই বিশ্বপোষক জ্ঞানদেবকে সৎকর্মসাধকের আত্মশক্তি ধারণ করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্মসাধক ধীশক্তির দ্বারা বিশ্বপালক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [সমগ্র মন্ত্রের ভাব থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মন্ত্রের লক্ষ্য জ্ঞানদেব। সুতরাং 'ধিয়া চক্রে' পদ দু'টির ভাব এই যে, সাধকেরা সৎ-বুদ্ধির দ্বারা, সৎ-কর্মের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন। এই দুই পদই মন্ত্রের মূলভাব প্রকাশ করছে। সেই জ্ঞান কেমন?

'বরণীয়ঃ' অর্থাৎ সকলের প্রার্থনীয়। সেই জ্ঞান 'ভূতানাং গর্ভং', 'পিতরং' অর্থাৎ জ্ঞানদেব সকল প্রাণীর অন্তরেই বীজশক্তিরূপে বর্তমান আছেন, সর্বভূতের পালক ও রক্ষক তিনি। আবার কে এই পরমমঙ্গলদায়ক বস্তু লাভ করতে পারে? উত্তরে বলা হলো—'দক্ষস্য তনা'—সৎকর্মসাধকের আত্মশক্তি। অর্থাৎ আত্মশক্তিসম্পন্ন সাধকই পরাজ্ঞান লাভে সমর্থ হন। ভাষ্যকার এখানে কিন্তু 'দক্ষস্য তনা' পদের এক পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে 'দক্ষ' শব্দে দক্ষ প্রজাপতিকে বোঝাচ্ছে। 'তনা' শব্দের অর্থ 'তনয়া' অর্থাৎ আত্ম-উদ্ভূত শক্তি। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে ঐ দুই পদে দক্ষ প্রজাপতির পুত্রী দেবীরূপা ভূমি। কিন্তু একথা আমরা পূর্বাপর উল্লেখ করেছি যে, অপৌরুষেয় বেদে কোন ব্যক্তি-বিশেষের আখ্যায়িকার স্থান নেই]। [এই সূক্তের ঋষি—'বিশ্বামিত্র গাথিন']।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১৮)

আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্।
রসা দধীত বৃষভম্ ॥১॥
তে জানত স্বমোক্যংও সং বৎসাসো ন মাতৃভিঃ।
মিথো নসন্ত জামিভিঃ ॥২॥
উপ স্রক্বেসু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি।
ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ ॥৩॥

(সূক্ত ১৯)

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যমাঃ ॥১॥
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥২॥
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সুমধু মধুনাভি যোধীঃ ॥৩॥

(সূক্ত ২০)

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎ সোমমপিবদ্ বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্।
স ঈং মমাদ মহিকর্ম কর্তবে মহামরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥১॥
সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহির্মৃধো বিচর্ষণিঃ।
দাতা রাধঃ স্তুবতে কাম্যং বসু প্রচেতন সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥২॥
অধ ত্বিষীমাঁ অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্রবাবৃধে।
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত প্র চেতয় সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥৩॥

মন্ত্রার্থ—১৮সূক্ত/১সাম—হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা আমাদের হৃদয়কে বিশুদ্ধ ক'রে আমাদের মধ্যে পরমমঙ্গল অভিষিঞ্চন করুন ; দ্যুলোকের অমৃতের সাথে অভীষ্টবর্ষক পরমমঙ্গল আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃতদায়ক পরমমঙ্গল প্রদান করুন)। [বিশ্বের সর্বদেবতাকে অর্থাৎ বিশ্বে অনুস্যূত ভগবানের বিভূতিকে লক্ষ্য করেই প্রার্থনাটি উচ্চারিত হয়েছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'আসিঞ্চত' ও 'দধীত' ক্রিয়াপদের দ্বারাও তা সমর্থিত হচ্ছে]।

১৮/২—সাধকগণ তাঁদের আপন আশ্রয়স্থান জানেন ; বৎস যেমন তাদের জননীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনভাবে সেই সাধকগণ বন্ধুভূত সৎ-প্রবৃত্তির দ্বারা আপন পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকেরা আপনা-আপনিই সৎ-বৃত্তির প্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হন)। [বৎস ও জননীর উপমার দ্বারা সাধকের স্বাভাবিক পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে]।

১৮/৩—জ্যোতিঃর দ্বারা পাপদহনকারী জ্ঞানাগ্নির রক্ষাশক্তি সাধকদের দ্যুলোক প্রাপ্ত করায় ; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা বলাধিপতি দেবতাতে এবং জ্ঞানদেবে ভক্তিযুত আরাধনা প্রেরণ করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হই ; জ্ঞানদেব সাধকদের স্বর্গ প্রাপ্ত করান)। [এই সূক্তটির ঋষি—'হর্যথ প্রাগাথ']।

১৯/১—যাঁর হ'তে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, জ্যোতির্ময় দেবভাবসমূহ উৎপন্ন, সেই পরমদেবতাই সমগ্র বিশ্বে আবির্ভূত হন ; সকল সাধক যে দেবতাকে আরাধনা করেন, সেই দেবতা বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়েই রিপুদের বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ থেকেই নিখিল চরাচর উৎপন্ন, সেই পরমদেবতা সর্বলোকের রিপুনাশক হন)। [মন্ত্রটিতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। ভগবান্ থেকেই নিখিল বিশ্ব, দেবগণ ইত্যাদি সবই সৃষ্ট হয়েছে। ভগবানই জগতের আদিভূত কারণ। তিনিই মানুষের (সৃষ্টিধ্বংসী) শত্রুকুল ধ্বংস করেন। —ভাষ্যে এই মন্ত্রে সূর্যাত্মক ইন্দ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূলে তা নেই। তবে সর্বদেবতা যে একাত্মক, তা প্রদর্শিত হয়েছে]।

১৯/২—বলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ মহাশক্তিসম্পন্ন, দুর্ধর্ষ রিপুনাশক পরমদেব শত্রুদের ভীতি উৎপাদন করেন ; হে দেব! স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্বভূতজাত আপনার কৃপায় পবিত্র হয়ে আপনার পরমানন্দ প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদের রিপুনাশক হন ; সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'সেই

অতি শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হয়ে দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার ক'রে দেন। স্থাবরজঙ্গম সর্বভূতকে তুমি সোমপানের আনন্দে সুখী করো, তাদের শোধন করো ; তখন তারা তোমাকে স্তব করে।' এখানে ব্যাখ্যাকার সোমরসের কথা উত্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু মূলে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নেই। 'মদেষু' 'সংনবন্তে' পদ দু'টি থেকে সোমরসের কথা আসতে পারে না, ভাষ্যকারও সোমরসের কোন কথা (এই মন্ত্রে) উত্থাপন করেন নি ; এটি অনুবাদকারের উদ্ভাবন। 'দাসায়' পদে ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখেছেন—'উপক্ষয়কারিণে শত্রবে' ; এখানে দাস বা দস্যুজাতির উল্লেখ নেই। এই মন্ত্রার্থে 'দাস' পদে রিপুশত্রুদের লক্ষ্য করাই সঙ্গত হয়েছে। যারা আমাদের (রিপুর) দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রাখে, যারা আমাদের মুক্তিলাভের অন্তরায় সেই রিপুদেরই 'দাস' শব্দে লক্ষ্য করে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বিশ্বজনীন প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে]।

১৯/৩—হে দেব! যাঁর হ'তে পরিদৃশ্যমান সকল লোক উৎপাদিত হয়, সেই আপনাকে সকল লোক সর্ব-সৎকর্মই সমর্পণ করে ; হে দেব! আপনি মধুর হ'তে মধুর অর্থাৎ মধুরতম অভীষ্ট অমৃতের সাথে সংযোজিত করুন ; এবং পরমকাঙ্ক্ষণীয় অমৃত অমৃতের সাথে সুষ্ঠুভাবে সম্মিলিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [যেহেতু মানুষ প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ভগবান থেকে এসেছে, সুতরাং তাঁতেই সাধকেরা নিজেদের কর্মাকর্মের পাপপুণ্যের ভার তাঁরই চরণে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হন। এই মন্ত্রাংশে কর্মযোগের একটি কৌশল বিবৃত হয়েছে। মানুষ যে পর্যন্ত কর্মফলের অধীন থাকবে, সে-পর্যন্ত তার মুক্তিলাভ অসম্ভব। অথচ মানুষের পক্ষে কায়-মন-বাক্যে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বনও অসম্ভব। মানুষকে কর্ম করতেই হবে এবং সেই কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। কিন্তু এ থেকে কি মুক্তি লাভের উপায় নেই? আছে ; মন্ত্রাংশেই তা প্রখ্যাপিত আছে। কর্ম করো, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করো না। ভগবানের যন্ত্ররূপে কর্ম ক'রে যাও। মেনে নাও, তুমিও তাঁর, তোমার কর্মও তাঁর, এই কর্মের ফলও তাঁর। তখন কর্মফল তোমাকে আবদ্ধ করতে পারবে না। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে প্রার্থনা।—ভগবান্ যেন আমাদের পরমধন অমৃত প্রদান করেন। অমৃতের সাথে অমৃতের সংযোগ হোক, আমাদের পরম প্রার্থনীয় অমৃততুল্য অভীষ্ট ভগবানের অমৃতময় করুণায় মিলিত হোক—আমাদের জীবন অমৃতময় ধন্য হোক,—এটাই প্রার্থনার সারমর্ম]। [এই সূক্তের ঋষি—'বৃহদ্দিব আথর্বণ'। এই সূক্তটির অন্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রে যে গেয়গানটি আছে, সেটির নাম—'শৈত্যম্']।

২০/১—কর্মভক্তিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করবার জন্য, মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান্ আত্মতৃপ্ত ভগবান্ সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসংস্কৃত পোষণশক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব যথানুক্রমে (যথাযথভাবে) গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর সাথে সম্মিলিত হন)। আর সেই ভগবান্ মহৎ, সাধকের মঙ্গল সাধনভূত, প্রসিদ্ধ পতিত উদ্ধাররূপ-কর্ম করতে আনন্দ লাভ করেন ; (তাই) সত্যপ্রাপক দীপ্তিযুক্ত সেই সত্ত্বভাব সত্যস্বরূপ দীপ্তিমন্ত মহত্বসম্পন্ন সর্বত্র প্রকাশমান পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সত্যস্বরূপ সত্ত্বভাবময়)। [ভগবান্ সত্য ও সত্ত্বভাবের মধ্য দিয়ে সাধকের সাথে মিলিত হন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-১২দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২০/২—হে দেব! সর্বজ্ঞ আপনি সৎকর্মের (অথবা প্রজ্ঞার) সাথে প্রাদুর্ভূত হন, দিব্যশক্তির সাথে

বিশ্বকে ধারণ করেন, আত্মশক্তির সাথে প্রবৃদ্ধ হন, রিপুদের বিনাশক হন ; প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারীর প্রতি ইষ্টসাধক ধনের, প্রার্থনীয় পরমধনের দাতা হন ; আমাদের হৃদয়নিহিত সত্যভূত জ্যোতির্ময় শুদ্ধসত্ত্ব, প্রসিদ্ধ সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ময় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—দিব্যশক্তিসম্পন্ন সর্বজ্ঞ দেব সাধকদের রিপুবিনাশ পূর্বক তাঁদের পরমধন প্রদান করেন ; সেই দেবতা আমাদের হৃদয়ে নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন]।

২০/৩—জ্যোতির্ময় দেব যুদ্ধের দ্বারা পাপকে বিনাশ করেন ; তারপর আপন শক্তিতে দ্যুলোকভূলোক ব্যাপ্ত করেন ; ভগবানের শক্তিতে বিশ্ব প্রবর্ধিত হয় ; সেই দেবতা জ্ঞানকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করুন এবং শুদ্ধসত্ত্বও প্রদান করুন ; হে দেব! আপনি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন ; আমাদের হৃদয়নিহিত দ্যোতমান সত্যভূত শুদ্ধসত্ত্ব, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ময় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকবর্গকে পাপ থেকে ত্রাণ করেন; অর্থাৎ তিনিই লোকবর্গের পাপনাশক হন ; সেই পরমদেবতা আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমাদের পূজোপহার গ্রহণ করুন)। [এই মন্ত্রটিও অনেকগুলি অংশে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হয়েছে। ভগবানই মানুষের রিপুবিনাশ করেন। তিনিই বিশ্বকে ধারণ করেন। তিনি বিশ্বব্যেপে বিরাজ করছেন। শেষাংশের প্রার্থনাটির মর্ম—পরাজ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তি। শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎ-আরাধনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সেই পূজোপকরণ লাভের জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা। এই মন্ত্রটির 'সৈনং সশ্চদ্দেবঃ দেবং সত্যঃ ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রং' অংশটি পূর্ববর্তী দু'টি মন্ত্রেও রয়েছে। এর ভাবার্থ—ভগবান্ সত্যস্বরূপ সত্ত্বভাবময় হন।—একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'পরে দীপ্তিমান্ ইন্দ্র নিজের বলে ক্রিবিকে (অর্থাৎ ক্রিবিনামক অসুরকে) যুদ্ধের দ্বারা অভিভব করেছিলেন, তিনি নিজের তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সমন্তাৎ পূর্ণ করেছিলেন। সোমের বলে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইন্দ্র একভাগ নিজের জঠরে ধারণ ক'রে অন্যভাগ (দেবগণকে) প্রদান করলেন, সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।' ভাষ্যকার 'ক্রিবি' বলতে 'ক্রিবিনামক অসুর' উল্লেখ করেছেন। এই মন্ত্রার্থে 'পাপ ইত্যাদি' বোঝানো হয়েছে। 'ইন্দুঃ'—সোম নয়, শুদ্ধসত্ত্ব]। [এই সূক্তের ঋষি—'গৃৎসমদ শৌনক']।

— ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—চতুর্দশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে)—১।২।৫।৮।৯ ইন্দ্র; ৩।৭ পবমান সোম ; ৪।১০-১৬ অগ্নি ; ৬ বিশ্বদেবগণ।

ছন্দ—১।৪।৫।১২-১৬ গায়ত্রী, ২।১০ প্রগাথ বার্হত ; ৩।৭।১১ বৃহতী ; ৬ অনুষ্টুপ ; ৮ উষ্ণিক ; ৯ নিচৃদ্ উষ্ণিক।

ঋষি—প্রতিটি সূক্তের শেষে যথাযথ উল্লেখিত।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
সূ নুং সত্যস্য সৎপতিম্॥ ১॥
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি।
যত্রাভি সং নবা মহে॥ ২॥
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু।
যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

আনো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসূ ভূষত।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম॥ ১॥
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসিসত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ॥ ২॥

(সূক্ত ৩)

প্রত্নং পীযুষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যাং মহো গাহাদ্ দিব আনিরধুক্ষত।
ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্॥ ১॥
আদীং কে চিৎ পশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।
দিবো ন বারং সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ২॥
অধ যদিমে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভিমজ্মনা।
যূথে ন নিষ্ঠা বৃষভো বি রাজসি॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

ইমমূ ষূ ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্।
অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ॥ ১॥
বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ।
সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি॥ ২॥
আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু।
শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য॥ ৩॥

(সূক্ত ৫)

অহমিদ্ধি পিতুঃ পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ।
অহং সূর্য ইবাজনি॥ ১॥
অহং প্রত্নেন জন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্বরৎ।
যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্ দধে॥ ২॥
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ।
মমেদ্ বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম—হে আমার মন! তুমি সেই পৃথ্বীপতি (অথবা জ্ঞানকিরণসমূহের পালক বা রক্ষক), সত্য হ'তে উৎপন্ন (সত্যের অঙ্গীভূত অথবা সৎকর্মের দ্বারা জাত) সৎ-জনগণের পালক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য ক'রে, স্তুতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চনা করো ; এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও ; অথবা, যে রকমে তিনি জানতে পারেন, সেইমতো পূজা করো। (ভগবানের স্বরূপ অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে তাঁর পূজায় ব্রতী হও— মন্ত্রে এমনই আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ হয়েছে)। ['গোপতিং' পদের সাধারণ প্রচলিত অর্থ গোসমূহের স্বামী। 'সত্যস্য সূনুং' পদ দু'টিতে গোসমূহের স্বামী ইন্দ্রদেবকে 'যজ্ঞের পুত্র' (যজ্ঞস্য পুত্রং), আর 'সৎপতিং' অর্থাৎ 'সাধু যজমানদের পালক' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে প্রচলিত অর্থে সমগ্র মন্ত্রটির ভাব দাঁড়িয়ে গেছে,— "হে যজমান বা ঋত্বিক! তুমি সেই গোসমূহের অধিপতি, যজ্ঞের পুত্র, সাধু যজমানদের পালক, ইন্দ্রের প্রতি স্তুতির দ্বারা পূজা করো ;

সে পূজা যেন 'যথা বিদে' হয় অর্থাৎ তিনি যেন জানতে পারেন।"—কিন্তু আমাদের মন্ত্রার্থে শব্দসমূহের পরিগৃহীত অর্থ সঙ্গত কারণেই ভিন্নতর। 'গো' শব্দে বেদে প্রায়ই জ্ঞানকিরণ বা পৃথিবী অর্থ পরিগৃহীত হয়। যাঁকে ভগবান্ ব'লে অভিহিত করা হয়, তাঁকে গোটাকতক গরুর অধিস্বামী ব'লে ভাবার চেয়ে 'জ্ঞানকিরণের অধিপতি' কিম্বা 'পৃথিবীর পতি' ভাবাই সমীচীন। এইভাবে 'সত্যস্য সূনুং' পদ দু'টিতেও অভিন্ন ভাবমূলক নানা অর্থই গ্রহণযোগ্য। তিনি সত্যের অঙ্গীভূত, সত্য থেকেই তাঁর বিকাশ, সৎ-স্বরূপত্বই তাঁর পরিচায়ক। সুতরাং এইরকম অর্থে দেবতাকে ভগবানের অংশ, অঙ্গীভূত, অথবা বিভূতি-রূপেই গণ্য করা যায় ; এবং সেটাই সঙ্গতিপূর্ণ। আবার আর এক অর্থ— সৎকর্মের দ্বারা তিনি উৎপন্ন অর্থাৎ মানুষের নিকটে প্রকাশমান। এটাও সঙ্গত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-৬দ-৪সা) দ্রষ্টব্য]।

১/২—আমাদের হৃদয়ে জ্যোতির্ময় পাপহারক জ্ঞানভক্তি ইত্যাদি যেন সর্বতোভাবে উৎপাদন করতে পারি ; আমাদের হৃদয়ে প্রাপ্তির জন্য আমরা ভগবানকে আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে, আমরা যেন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি লাভ করতে পারি, এবং ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই)।

১/৩—সাধক যে অমৃত সৎকর্মসাধনের দ্বারা লাভ করেন, রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সেই অমৃত জ্ঞান হ'তে সাধক লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— সাধকেরা জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অমৃত লাভ করেন)। [জ্ঞানমার্গের দ্বারা যেমন মোক্ষলাভ করা যায়, কর্মমার্গের অনুসরণেও সেই ফললাভই হয়ে থাকে। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই ভিন্নপথে একস্থানে উপনীত হয়। শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর পরস্পরের সাথে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। একটির সমাগমে অন্যটিও উপস্থিত হয়। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্র যখন চারদিক হ'তে সমীপস্থিত মধু লাভ করেন, তখন গোসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সাথে মিশ্রিত করবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন।' আমাদের মন্ত্রার্থে 'মধু' অর্থ 'অমৃত'। 'গাবঃ' অর্থ 'জ্ঞানকিরণান, জ্ঞানাৎ' ইত্যাদি। 'দুদুহে' অর্থ 'লভতে'—দোহন করা নয়]। [এই সূক্তের ঋষি—'প্রিয়মেধ আঙ্গিরস']।

২/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুসমূহের সাথে সকলরকম যুদ্ধে, সাধকগণ কর্তৃক আত্মরক্ষার্থে আহ্বানযোগ্য বলৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ ক'রে, আমাদের হৃদয়প্রদেশে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকলকে সঞ্চয় করো। হে স্তবনীয়, হে শত্রুঘাতক, হে পাপবিধ্বংসিন্! আপনি আমাদের ত্রৈকালিক কর্মসমুদয়কে সত্ত্বসমন্বিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্মসমুদয়কে দোষশূন্য করুন)। [ভগবান বল ও ঐশ্বর্যের একমাত্র নায়ক এবং অতিশয় যুদ্ধনিপুণ (অর্থাৎ মানুষের রিপুশত্রুদের ধ্বংসসাধনক্ষম)। তাঁকে আহ্বান করতে হ'লে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপচিত করতে হবে। তাঁর অর্চনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বচন্দনমিশ্রিত ভাবকুসুমরাশি আহরণ করো। তাহলেই তিনি আসবেন। তোমরা ধন্য হবে।—এরপরই ঈশ্বরের বল ও ঐশ্বর্যের বিভূতিধারী ইন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে প্রার্থনা। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৩অ-৪দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/২—হে দেব! আপনি পরমধনের শ্রেষ্ঠতম দাতা হন, সত্যস্বরূপ সাধকদের পরমধনদাতা হন ; প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন সর্বশক্তিময় মহান দেবতার প্রার্থনীয় ধন আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই পরমদাতা হন ; আমরা যেন তাঁর পরম আকাঙ্ক্ষণীয় ধন লাভ করতে পারি)। [এই সূক্তের ঋষি—'নৃমেধ' ও 'পুরুষমেধ আঙ্গিরস'।

সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'শৈত্যম্' ও 'সদোবিশীয়ম্']।

৩/১—দ্যুলোকের অমৃত, নিত্য, আকাঙ্ক্ষণীয় অপূর্ব যে শুদ্ধসত্ত্বকে সাধকগণ লাভ করেন, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য মহান্ দ্যুলোক হ'তে উৎপন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে আমরা যেন দিব্য অমৃত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি। [শুদ্ধসত্ত্ব 'প্রত্নং'—পুরাতন অর্থাৎ নিত্য। ভগবৎ-শক্তি অক্ষয় অব্যয়, চিরবর্তমান। সেই স্বর্গের ধন লাভ করতে, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হবার উপায়লাভ করতে, কে না আগ্রহান্বিত হয়? 'পীযূষঃ' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ 'অমৃত'-ই সঙ্গত। 'নিরধুক্ষত' পদের অর্থ 'দুহন্তি'। তা থেকে লাভ বা প্রাপ্তির ভাবই অধ্যাহৃত হয়। অথচ একটি প্রচলিত মতানুবলম্বী অনুবাদ লক্ষণীয়—'প্রশংসিত সোম প্রাচীনকাল হ'তে দেবতাদের পেয় বস্তু হয়েছেন। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হলেন তখন তাঁকে স্তব করতে লাগল।' অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একটি টীকা সংযোজিত ক'রে দিয়েছেন—'সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় জল। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান থেকে সোমকে দোহন করা হয়েছে, ইত্যাদি বৈদিক বর্ণনা থেকে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় ব'লে বিশ্বাস করা হতো এবং অনেক সময় সমুদ্র ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্র থেকে অমৃতমন্থনরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হলো।' এখানে এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে বৈদিক গবেষণার এই নমুনা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ বৈদিক যুগে আকাশকে সমুদ্র মনে করার কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ব্যাখ্যাকাররা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একটা কথা স্বীকার ক'রে ফেলেছেন যে, সোম ও অমৃত অভিন্ন পদার্থ। পূর্বাপরই আমাদের মন্ত্রার্থে অমৃতময় ভগবানের শক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে অমৃততুল্য বলা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাতাও প্রকারান্তরে তা-ই বলছেন]।

৩/২—বিশ্বের সৎকর্মপ্রেরক দেবতা যখন স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রদান করেন তখন জ্ঞানবান্ সকল জ্যোতিঃধনসম্পন্ন দিব্যভাবযুক্ত সাধকগণ বন্ধুভূত (অথবা, অমৃততুল্য) পরমধন প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ পরমধন লাভ করেন)। ['সবিতৃ' শব্দ প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যিনি বিশ্বকে প্রসব করেন, তিনিই সবিতা। তার সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ এই যে, যাঁর থেকে বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে। তাই 'সবিতা' পদের অর্থ করা হয়েছে—'সর্বলোক প্রসবের জন্য তাঁকে সবিতা বলা হয়। এটাই স্বাভাবিক অর্থ। কিন্তু ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে তার একটি দূরার্থ কল্পনা করা হয়েছে। সেই অর্থে বলা হয়েছে যে, সূর্য তাঁর আলোকের দ্বারা জগৎকে প্রসব করেন অর্থাৎ সূর্যালোকে অন্ধকার দূরীভূত হ'লে জগৎ দৃষ্টিপথে আসে। এই দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হওয়াকেই ব্যাখ্যাকারগণ প্রসবের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু এটা যে কষ্টকল্পনামূলক তাতে আর সন্দেহ নেই। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, এই সূর্যার্থই অনেক স্থলে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতাকে সূর্য ব'লেই গ্রহণ করা হয়। তাই পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতের মতে গায়ত্রী মন্ত্রে উপাসনাকারীগণ জড় সূর্যোপাসক ব'লে অভিহিত হন। এই জন্য আমরাও অনেক পরিমাণে দায়ী; কারণ আমরাই বেদমন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে এই অনর্থ ঘটিয়েছি। বর্তমান মন্ত্রেও (আমাদের মন্ত্রার্থে) সূর্য অর্থ গৃহীত হয়েছে। আমাদের মন্ত্রার্থে, কিন্তু আমাদের পরিগৃহীত ভগবৎ-অর্থেই মন্ত্রার্থের সৌষ্ঠব সাধিত হয়, ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—তা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে]।

৩/৩—পবিত্রকারক হে দেব! সর্বভূতে অভীষ্টবর্ষক দেব যেমন অধিষ্ঠিত হন, তেমন আপনি যখন

পরিদৃশ্যমান দ্যুলোকভূলোক এবং এই সকল ভুবনকে আপন শক্তিতে অভিভূত করেন, তখন আপনি বিশ্বে দিব্যজ্যোতিঃ বিতরণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ বিশ্বাধিপতি হন, এবং বিশ্ববাসীকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটিকে যথাপূর্বং সোমার্থকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। অথচ এ-কথা মনে করা ভুল নয় যে, মন্ত্রে সোমের কোন উল্লেখই নেই। 'পবমান' শব্দে পবিত্রকারক দেবতাকে বোঝায়। যিনি সমগ্র বিশ্বের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, যিনি বিশ্বের উপর আধিপত্য করেন, তিনি কি সোমনামক মাদকদ্রব্য? সুতরাং এখানে, এই মন্ত্রে, এই নিত্যসত্যই বোধগম্য হওয়া উচিত যে, বিশ্বাধিপতি ভগবানই জ্ঞানজ্যোতিঃর আধার ও উৎপত্তিস্থল। তিনি যখন বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হন, প্রকাশিত হন, তখন বিশ্ববাসী পবিত্র হয় দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য ও কৃতার্থ হয়]। [এই সূক্তের ঋষি—'ত্রারুণ ত্রৈধৃষ্ণ পৌরুকুৎস ত্রসদস্যু'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত ছ'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'যৌধাজম্', 'অমহীযবম্', 'ঐড়সৌপর্ণম্', 'সত্রাসাহীয়ম্' 'সদোবিশীয়ম্' এবং 'উৎসেধম্']।

৪/১—হে অগ্নিদেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের আহরণীয় (পূজা) এবং চিরনূতন গায়ত্রী স্তোত্র, সকল দেবতার নিকট আমাদের সুমঙ্গলের জন্য প্রাপ্ত করান। (আমাদের অভীষ্টপূরণের জন্য আমাদের পূজা সকল দেবতার নিকট পৌঁছিয়ে দিন—এটাই প্রার্থনা)।

৪/২—বিচিত্র-রশ্মিযুত হে দেব! তরঙ্গের মধ্যে যেমন অর্ণবের বিস্তার, বিভিন্ন দেহে আপনি (তেমনই বিস্তৃত বিভক্ত হয়ে আছেন। প্রার্থনাকারীকে অবিলম্বে করুণাধারা বর্ষণ করেন। (আপনিই অর্ণব, জীবই তরঙ্গ ; আমি করুণা যাচ্ঞা করছি। আমার প্রতি সদয় হোন, ত্বরায় কৃপা করুন এটাই প্রার্থনা)। [সিন্ধুতে ও ঊর্মিতে যে সম্বন্ধ, জ্ঞানদেবরূপী জগদীশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ। ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে অগণিত জীবসঙ্ঘ তরঙ্গ মাত্র। মন্ত্রের প্রথমাংশে পরিব্যক্ত এই তত্ত্বে ভগবানের মহিমা পরিজ্ঞাপিত হয়েছে। শেষাংশ ভগবানের করুণা-কণার প্রার্থনা। 'বিচিত্ররশ্মি' অর্থে বিচিত্র জ্ঞান]।

৪/৩—হে দেব! আমাদের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় মোক্ষরূপ ধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন ; স্বর্গ ইত্যাদি লাভরূপ যজ্ঞে যেন প্রাপ্ত করান ; ইহসংসার-সম্বন্ধী সৎকর্মসহযুত জ্ঞানস্বরূপ ধন সর্বতোভাবে আপনি আমাদের প্রদান করুন। (আমাদের সৎকর্মসহযুত করুন, আমাদের স্বর্গ ইত্যাদি সুখকামনা এবং যজ্ঞপ্রবৃত্তি দান করুন, অন্তিমে মোক্ষ প্রদান করুন—এটাই প্রার্থনার ভাব)। [এই মন্ত্রে মানুষের তিনরকম আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকটিত দেখা যায়। মানুষ ইহসংসারে সুখ-সম্পদ কামনা করে। সৎকর্মসহযুত জ্ঞানরূপ ধন সে সুখের শ্রেষ্ঠ-সুখ। স্বর্গ ইত্যাদি কামনায় প্রধানতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গসুখ মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সে সুখলাভকে মধ্যম সুখলাভ বলা যায়। সেই সুখলাভের পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে, মোক্ষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। মোক্ষই উৎকৃষ্ট। তাই 'পরমেষু বাজেষু' বলা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'শুনঃশেফ আজিগর্তি']।

৫/১—লোকসমূহের পালক বা রক্ষক সৎস্বরূপ ভগবানের প্রজ্ঞানরূপ স্বরূপশক্তিকে আমি হৃদয়ে পোষণ ক'রি ; তাহলে, হৃদয়ে সত্যভাব-পোষণকারী আমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান হ'তে পারি। (ভাব এই যে,—ভগবানের স্বরূপশক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-বিভূতি লাভের দ্বারা আত্মপ্রকাশ হয়)। [মন্ত্রটিকে আত্ম-উদ্বোধক বলা যায়। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি (মেধা) লাভের জন্য এখানে সাধকের প্রচেষ্টার বিষয় প্রখ্যাত হয়েছে। সাধক বুঝেছেন,—সত্যের মেধা লাভ করতে পারলেই নিজেও সত্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হবেন, সত্যের সাথে মিলিত হলেই সৎস্বরূপত্ব অধিগত হয়]। [ঋগ্বেদে 'জগ্রহ'

স্থলে 'জগ্রত' পাঠ দেখা যায়। এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (২অ-৪দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২—হীনশক্তি প্রার্থনাকারী আমি যেন নিত্যকাল বাক্যসমূহকে প্রার্থনাযুত ক'রি ; সেই প্রার্থনাদ্বারা প্রীত হয়ে, বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতা রিপুনাশক বল এবং পরাজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমি যেন নিত্যকাল প্রার্থনাপরায়ণ হই ; ভগবান্ আমাকে দিব্যশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন)। ['কণ্ব' অর্থাৎ 'কণ্বনামক ব্যক্তি' নয় ; 'কণ্ব' অর্থ 'ক্ষুদ্র, হীন']।

৫/৩— বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! যে সকল ব্যক্তি আপনাকে আরাধনা না করে তারা বিনষ্ট হয়, এবং যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে আরাধনা করেন তাঁরা মুক্তি (অথবা, পরাজ্ঞান) লাভ করেন ; হে দেব! আমা কর্তৃক আরাধিত হয়ে আমার জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করেন, সাধনহীনগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবান্ মানুষের পূজার জন্য লালায়িত নন যে, যে তাঁর উপাসনা না করবে তিনি তাকে ধ্বংস করবেন। মানুষের আরাধনা পাওয়া ভগবানের ব্যবসা নয়। আসলে মানুষই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। মায়ার ঘোরে, অবিদ্যার প্রেরণায় সে নিজেকে সসীম ক্ষুদ্র ব'লে মনে করে। এগুলি অজ্ঞানতার ফল। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, সে সেই ব্রহ্মেরই অংশভূত। এই জ্ঞান লাভ করতে হ'লে সৎকর্ম সাধন করতে হয়, হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বের আলয়রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যের অনুসরণ করতে হয়। তাই যিনি সৌভাগ্যবশতঃ সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, অর্থাৎ ভগবৎ-আরাধনায় রত থাকেন, তিনি ক্রমশঃ নিজের অভীষ্টসাধনের পথে অগ্রসর হ'তে থাকেন। এর অন্যথায় মানুষ ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হ'তে থাকে। মন্ত্রের প্রথম দুই অংশের এটাই সারমর্ম। শেষাংশে আছে ভগবানের কাছে পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনা]। [সূক্তটির ঋষি—'বৎস কাণ্ব']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৬)

অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভির্জোষি ব্রহ্ম সহস্কৃত।
যে দেবত্রা যে আয়ুষু তেভির্নো মহয়া গিরঃ॥ ১॥
প্র স বিশ্বেভিরগ্নিভি রগ্নিঃ সঃ যস্য বাজিনঃ।
তনয়ে তোকে অস্মদা সম্যঙ্ বাজৈঃ পরীবৃতঃ॥ ২॥
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়।
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ে দানায় চোদয়॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।
স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয়॥ ১॥
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কঞ্চিজ্জন পানমক্ষিতম্।
শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ॥ ২॥
অজীজনো অমৃত মর্ত্যায় কমৃতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।
সদা সরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু।
প্র রাধাংসি চোদয়তে মহিত্বনা॥ ১॥
উপো হরীণাং পতিং রাধঃ পৃঞ্চন্তমব্রবম্।
নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য॥ ২॥
ন হ্যংতগ পুরা চ ন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ।
ন কী রায়া নৈবথা ন ভন্দনা॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

নদং ব ওদতীনাং নদং যোযুবতীনাম্।
পতিং বো অঘ্ন্যনাং ধেনু নামিষুধ্যসি॥ ১॥

মন্ত্রার্থ—৬সূক্ত/১সাম—আত্মশক্তির দ্বারা উৎপন্ন, আমাদের হৃদয়ে নিহিত হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! আপনি পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হোন ; হে আমাদের মন! যে জ্ঞানকিরণ দেবতায় বর্তমান এবং যে জ্ঞানকিরণ মনুষ্যে বর্তমান সেই সকল জ্ঞানকিরণের দ্বারা তুমি আমাদের স্তোত্রসমূহকে সমলঙ্কৃত করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [জ্ঞানকিরণ যে বিশ্বের সর্বত্র বর্তমান আছে, তা মন্ত্রের শেষাংশ থেকে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। 'যে দেবত্রা, যে আয়ুষু' পদগুলিতে বিশ্বব্যাপক জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়]।

৬/২—আমরা পরমশাক্তসম্পন্ন যে দেবতার পূজাপরায়ণ, প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব আত্মশক্তির সাথে প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; অপিচ, ভগবান্ সকল জ্ঞানকিরণের সাথে সম্যক্‌রূপে আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি ; ভগবান্ আমাদের সকলের মধ্যে আবির্ভূত হোন)। [প্রার্থনার বিশেষত্ব এই যে, তাতে কেবলমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করা হয়নি—প্রার্থনাকারীর পুত্রপৌত্র ইত্যাদিক্রমে বংশের সকলে যাতে ভগবৎ-পরায়ণ হয়, সকলে যাতে ভগবৎ-কৃপা লাভ করতে পারে, মন্ত্রে তার জন্যও প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৬/৩—জ্ঞানস্বরূপ হে পরমব্রহ্ম! আপনি আপনার পরাজ্ঞানের দ্বারা আমাদের সৎকর্মকে সমলঙ্কৃত করুন ; দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য এবং আমাদের পরমধনপ্রাপ্তির জন্য আপনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন জ্ঞানের বলে সৎকর্ম সম্পাদন ক'রি ; পরমধন প্রাপ্তির জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই)। [সূক্তটির ঋষির নাম—'অগ্নি তাপস']।

৭/১—হে শুদ্ধসত্ত্ব! শ্রেষ্ঠ, ভগবানে সমর্পিতহৃদয় সাধকগণ পরমমঙ্গল ও শক্তিলাভের জন্য আপনাতে বুদ্ধি ন্যস্ত করেন। শক্তিসম্পন্ন হে দেব! যাঁতে সকল সাধক ন্যস্তহৃদয় হন, এমন যে আপনি, আত্মশক্তি লাভের জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সর্বলোকের আশ্রয়ভূত সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদের আত্মশক্তিসম্পন্ন করুন)।

৭/২—হে ভগবন্! আপনি যেমন কোনও সাধককে অক্ষয় অমৃত প্রদান করেন, তেমনভাবে মঙ্গলের সাথে অমৃতপ্রবাহ নিত্যকাল নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রদান করুন ; জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন সৎকর্মের দ্বারা পূর্ণ হয়, তেমনইভাবে আপনি আমাদের পরমমঙ্গলের দ্বারা পূর্ণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন অমৃত প্রদান করুন)।

৭/৩—অমৃতস্বরূপ হে দেব! আপনি পরমমঙ্গলস্বরূপ অমৃতদায়ক সত্যের ধারক, অর্থাৎ প্রাপক পরাজ্ঞানকে আমাদের কল্যাণের জন্য উৎপাদন করেন ; দেবত্বপ্রাপক শক্তিপ্রাপ্তির জন্য আপনি আমাদের নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকহিতের জন্য তাদের পরাজ্ঞান প্রদান করেন ; সেই পরমদেবতা আমাদের শক্তিলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন)। [এই সূক্তটির ঋষি—'ত্র্যারুণ ত্রৈবৃষ্ণ পৌরুকুৎস ত্রসদস্যু'। এই তিনটি মন্ত্রের দু'টি গেয়গানের নাম—'যৌধাজয়ম্' এবং 'দৈর্ঘশ্রবসম্]।

৮/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বলৈশ্বর্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজন করো ; তিনি সেই অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণ করুন এবং কৃপা ক'রে তোমাদের পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাকে পরমধন প্রদান করুন)। [মোক্ষ বা মুক্তি লাভের অর্থই স্বরূপ অবস্থায় ফিরে আসা। যে শুদ্ধসত্ত্বভাব থেকে মানুষ এসেছে, সেই পূর্বভাবে ফিরে যাওয়াতেই তার মুক্তি। মুক্তি বললেই বন্ধনের অবস্থা মনে আসে। সেই বন্ধন, মায়া মোহ অজ্ঞানতা ইত্যাদি—যা মানুষকে আত্মবিস্মৃত ক'রে রেখেছে। সেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে শুদ্ধ-বুদ্ধ-পূর্ণ অবস্থায় ফিরে যাওয়াই মুক্তি। মুক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ সেই সত্ত্বভাব যাতে লাভ করতে পারেন, সেই জন্য সাধক নিজেকে সচেষ্ট করতে যত্ন করছেন। —আমাদের মন্ত্রার্থে 'ইন্দুং' 'সোম্যং' 'মধু' শব্দ তিনটির অর্থ যথাক্রমে 'সত্ত্বভাব' 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' ও 'অমৃত' গৃহীত হয়েছে। ভাষ্যে ঐ তিনটি শব্দে মাদকতার গুণবিশিষ্ট সোমরস অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে]। [এই সামমন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (৪অ-৪দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২—পাপহারক জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদির স্বামী, স্তোতাদের পরমধনদাতা ভগবানকে আমি যেন আরাধনা ক'রি ; হে ভগবন্! পরাজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের সাধন-শক্তি প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব ক'রি। তিনি নিজের বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী ব্যশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ করো।'

বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকার কোথা থেকে 'ব্যশ্ব ঋষির পুত্র'-কে পেলেন তা তিনিই জানেন। আমরা মন্ত্রের মধ্যে এমন ঋষিপুত্রকে খুঁজে পাইনি। আমরা 'হিরণাং পতিং' বলতে 'জ্ঞানভক্তি ইত্যাদির স্বামী' বুঝি। 'অশ্বস্য' পদের অর্থ গৃহীত হয়েছে 'অশ্বায়, ব্যাপকজ্ঞানায়, পরাজ্ঞান প্রাপ্তয়ে' ইত্যাদি। এবং এগুলি যে কত সঙ্গত তা এই অনুবাদের সাথে মিলিয়ে, আমাদের মন্ত্রার্থে দেখলেই বোঝা যায়]।

৮/৩—পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেব! আপনার হ'তে অধিক শক্তিসম্পন্ন কেউই বর্তমান নেই এবং অতীতেও ছিল না; আপনার হ'তে পরমধনদাতা কেউই বর্তমান নেই, স্তোতৃদের রক্ষকও কেউ নেই, আরাধনীয়ও কেউ নেই। (মন্ত্রটি ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানই ত্রিকালাতীত, পরমধনদাতা, সকলের আরাধনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ হন)। [ভগবানই বিশ্বের জনিয়তা, সুতরাং তিনি আদি। তিনিই বিশ্বকে নিজেতে ফিরিয়ে নেন, সুতরাং তিনি অন্ত। তিনি বিশ্বের অধিপতি, বিশ্বের অক্ষয় ভাণ্ডার তাঁরই চরণতলে ন্যস্ত, সুতরাং তাঁর চেয়ে পরমদাতাও আর কেউ ছিল না, নেই এবং থাকবেও না। জগতের পালক, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বা একতম বরেণ্য তিনি, তাঁর চরণেই মানব নিজের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে]। [এই সূক্তের ঋষি—'বিশ্বমনা বৈয়শ্ব'। সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম—'মারুতম্']।

৯/১—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! জ্ঞান-উন্মেষিকা-বৃত্তিসমূহের উৎপাদক এবং শান্ত-স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃসমূহের মূলীভূতকারণ ভগবানকে তোমরা আরাধনা করো; তোমরা অমৃতস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহের অধীশ্বর ভগবানকে আরাধনা করো; হে আমার মন! তুমি পরাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানদায়ক অমৃতাধিপতি ভগবানকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়—'উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি (ইন্দ্রকে আহ্বান করো), যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ (গাভী হ'তে উৎপন্ন অন্ন) ইচ্ছা করছেন।' মন্ত্রের 'ওদতীনাং' পদটির ভাষ্যার্থ 'উষাগণের'। উষা বহু নয়, ঐ পদে প্রভাতের পূর্বসময়কে নির্দেশ করা হ'লে ওটি এক বচনান্তরূপেই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তা হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঐ পদে উষা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে বোঝাচ্ছে। সেই বস্তু—জ্ঞান-উন্মেষিকা সৎ-বৃত্তিরাজী। উষার অরুণ আলোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় এবং জগৎ এক মনোহর নূতন মূর্তি ধারণ করে, জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই মানুষের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের মূলে আছেন—সেই পরমপুরুষ। তাই তাঁকে 'ওদতীনাং নদং' বলা হয়েছে। এই কিরণ, এই জ্যোতিঃ শুধু পাপ তাপ দগ্ধ করে না, মানুষের হৃদয়কে শান্তস্নিগ্ধও করে। যাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের এই বিমল জ্যোতিঃর উন্মেষ হয়, তিনি পরাশান্তি লাভ করেন। তাই যাতে সেই শান্তিদাতার কৃপালাভ করতে পারা যায় সেইজন্যই মন্ত্রে আত্ম-উদ্বোধনা রয়েছে। 'অঘ্ন্যানাং' পদে ভাষ্য ইত্যাদিতে 'গরু' অর্থ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণা,—মরণধর্মরহিত, অমৃতদায়ক, অমৃতস্বরূপ অর্থে জ্ঞানের বিশেষণরূপে তা ব্যবহৃত হয়েছে]। [একটিমাত্র মন্ত্র-সম্বলিত এই সূক্তটির ঋষি—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি'। এর গেয়গানটির নাম—'শ্রুধ্যম্']।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ১০)

দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ১॥
তং হোতার মধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃন্বত।
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্যমগ্নির্জনায় দাশুষে॥ ২॥

(সূক্ত ১১)

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
উপ ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ॥ ১॥
যস্মাদ্ রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃন্বতঃ।
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভির্নমস্যত॥ ২॥
প্র দৈবদাসো অগ্নিঃ—॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

অগ্ন আয়ূংষি পবসে—॥ ১॥
অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ।
তমীমহে মহাগয়ম্॥ ২॥
অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্।
দধদ্ রয়িং ময়িং পোষম্॥ ৩॥

(সূক্ত ১৩)

অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া।
আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ॥ ১॥
তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্।
দেবাং আ বীতয়ে বহ॥ ২॥
বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।
অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১০সূক্ত/১সাম—হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সৎ-ভাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত (আমার) হৃদয়প্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন ; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্-রূপে সিঞ্চন করো এবং সৎ-ভাবের দ্বারা সম্যক্-রূপে পূর্ণ করো ; তারপর (তা হ'লে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদের অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করবেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয় সৎ-ভাব সমন্বিত ভক্তিপ্লুত হোক ; তার দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ যেন প্রাপ্ত হ'তে পারি)। [মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থানেই 'স্রুক' এবং 'সোমরস'-এর জ্ঞাপক কোনও শব্দ দৃষ্ট হয় না। একমাত্র 'পূর্ণাং' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদটি দেখে 'স্রুক' শব্দ ভাষ্যে অধ্যাহৃত হয়েছে। 'স্রুক' থাকলেই হবনীয়ের প্রয়োজন ; তাই ভাষ্যে সোমরস-হবনীয়ের অবতারণা। আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে সোমরস ইত্যাদির প্রসঙ্গ দেখি না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৬দ-১সা) পাওয়া যায়]।

১০/২—দেবভাবসমূহ সৎকর্মপ্রাপক, ভগবৎপ্রাপক, প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞান-স্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্ত হয় ; জ্ঞানদেব পূজাপরায়ণ প্রার্থনাকারী সাধককে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা সাধকেরা পরাজ্ঞান এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা পরমধন লাভ করেন)। [হৃদয়ে যখন জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক জ্ঞানালোকের প্রভাবে নিজের অভীষ্ট গন্তব্য পথ নির্দেশ করতে পারেন এবং সৎকর্মজনিত শক্তির প্রভাবে সেই পথ অনুসরণে চলতেও সমর্থ হন। অবশেষে সেই শ্রেয়ঃমার্গ অবলম্বন ক'রে সাধক নিজের জীবনের চরম অভীষ্ট মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হন—এটাই মন্ত্রের সারমর্ম]। [এই সূক্তটির ঋষি—'বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি'। এর অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্' এবং 'কণ্বরথন্তরম্']।

১১/১—যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হ'লে, (সাধকগণ) সৎকর্মসমূহ সাধন করতে সমর্থ হন ; সৎকর্মবিদ্ সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন (অর্থাৎ সাধকদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন) ; এইরকম সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্ধক, জ্ঞানাগ্নিকে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,—জ্ঞান সৎকর্মের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সাধকগণ তা বুঝতে পারেন। সেই জ্ঞানকে আমাদের স্তোত্রকর্মগুলি প্রাপ্ত হোক)। [এখানে সাধক সুদৃঢ় আশাতে আশ্বস্ত হয়েছেন। তিনি মন্ত্রে উপদেশ পাচ্ছেন—জ্ঞানাগ্নি সাধকদের হৃদয়প্রদেশে দৃষ্ট হন। তুমি সাধনা করো, তাঁকে প্রাপ্ত হবে। দৃঢ়-প্রযত্ন হও তাঁর আরাধনায় ; অবশ্যই তিনি তোমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তাঁর পুণ্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করবেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৫দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২—যেহেতু সৎকর্মসাধনকারী আত্ম-উৎকর্ষশালী সাধকগণ ঊর্ধ্বগমন প্রাপ্ত হন ; সেইজন্য হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম-সাধনের জন্য স্বয়ংই সৎ-বৃত্তির দ্বারা (অথবা, সৎকর্ম সাধনের দ্বারা) প্রভূতধনদাতা জ্ঞানদেবকে আরাধনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্মসাধনের দ্বারা পরমধনদাতা জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা ক'রি)।

১১/৩—দেবভাবপোষক দানশীল জ্ঞানদেব আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবের কৃপায় আমরা যেন পরমধন লাভ ক'রি)। [এটি যে মন্ত্রের অংশবিশেষ সেই মূলমন্ত্রের অর্থ—'দেবভাবের পোষক, দানশীল, দ্যোতমান এবং পরমৈশ্বর্যশালী

ইন্দ্রের ন্যায় (এই) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, মাতৃস্থানীয়—অনন্তের আস্পদ ব'লে অতিবিস্তৃত সাধকের হৃৎ-স্বরূপ ভূমিতে, অর্চনাকারিগণের হিতসাধনে, বিশেষভাবে প্রবর্তিত করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্ধিত হয়ে, স্বর্গসম্বন্ধীয় কল্যাণে অবস্থিত হন (অর্থাৎ সাধকের পরমকল্যাণ সংসাধিত করেন)। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার প্রভাবে মানুষ সৎকর্মে প্রবুদ্ধ হয়। তাতে তার নিজের এবং সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়ে থাকে)। [কিন্তু ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'দৈবোদাসো' পদে 'দিবোদাস' নামক ঋষির সম্বন্ধ সূচনা ক'রে, এবং 'ইন্দ্র' পদটিকে অগ্নিদেবের বিশেষণ ব'লে স্বীকার ইত্যাদি ক'রে সমগ্র মন্ত্রটির ভিন্ন অর্থ সংস্থাপিত করেছেন। আমাদের বিশ্লেষণে দেখান হয়েছে— জ্ঞানাগ্নি যে ভগবানের প্রতিকৃতি তা এই মন্ত্রে জাজ্বল্যমান রয়েছে। ('দৈবঃ' অর্থে 'দেবভাবপোষক' ; 'দাসঃ' অর্থে 'দানশীল' ; 'অগ্নি' অর্থে 'জ্ঞানদেব' ইত্যাদি নির্ধারণ ক'রে) আমরা সঙ্গত মন্ত্রার্থই নিবেদন করেছি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৫দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]। [সূক্তটির ঋষি—'সৌভরি কাণ্ব'। এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্', 'অভিনিধনংকাণ্ব' ইত্যাদি]।

১২/১—হে জ্ঞানদেব! সৎকর্মসাধনশক্তি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সৎকর্মসাধনসমর্থ করুন। [এটিও একটি মূলমন্ত্রের অংশবিশেষ। মন্ত্রে সাধনশক্তিলাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।—ছন্দ আর্চিকে (৬অ-৫দ-১সা) দ্রষ্টব্য। উত্তরার্চিকেও (১৩অ-৪খ-১২সূ-১সা) এটি প্রাপ্তব্য]।

১২/২—যে জ্ঞানদেব পবিত্রকারক সর্বলোকের কল্যাণদায়ক, সকলের হিতসাধক এবং পরাজ্ঞানদায়ক হন, আমাদের হৃদয়ে আবির্ভাবের জন্য সাধকগণ কর্তৃক আরাধনীয় প্রসিদ্ধ সেই দেবতাকে প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমদেব কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [এই মন্ত্রের 'পাঞ্চজন্যঃ' পদটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। সায়ণাচার্যের প্রথম মত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ—এই পাঁচ শ্রেণীর মানুষকে 'পঞ্চজন' শব্দে বোঝাচ্ছে। তাঁর দ্বিতীয় মত—গন্ধর্ব, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন। তৃতীয় মত—দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব-অপ্সরা, সর্প ও পিতৃগণ। এভাবে গণনা করলে অসংখ্য পঞ্চজন পাওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আবার এই পদে পাঁচ দেশান্তরগত পাঁচটি জাতিকে বুঝিয়েছেন। আবার এই পাঁচটি জাতির নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদও আছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'পঞ্চজনাঃ' পদে সকল মানুষকেই বোঝায় ; অর্থাৎ আর্য হিন্দু-ধর্মান্তর্গত চতুর্বর্ণের সকল মানুষ এবং তার বহির্ভূত (অপর ধর্মের অন্তর্গত) সকল মানুষ নিয়েই 'পঞ্চজনাঃ'। সুতরাং 'পাঞ্চজন্যঃ' পদের অর্থ—যে দেবতা পঞ্চজনের অভীষ্ট সাধন করেন। 'অগ্নি' এই পাঁচজাতীয় প্রাণীর উপকার করেন, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি সমগ্র মানবজাতির হিতসাধন করেন। ভগবানই মানুষের পরম মঙ্গলদাতা, তিনিই মানুষকে চরম কল্যাণের পথে নিয়ে যান, তাঁর চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। তিনি যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের অভীষ্টপথে মোক্ষমার্গে অগ্রসর করিয়ে দেন, এটাই প্রার্থনার সার মর্ম]।

১২/৩—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! সৎকর্মের সাধক আপনি আমাদের আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন ; আমার হৃদয়ে আত্মপোষক পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের আত্মশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করুন)। [একটি

প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে অগ্নি! তোমার কার্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদের তেজস্বী ও বীর্যবান্ করো। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ করো।'—'পোষং' পদের ভাষ্যার্থ 'গরুর পুষ্টি অথবা গবাদি পশু'। কিন্তু এই অর্থ কোন্ যুক্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে 'পোষং' পদে পুষ্টি—আত্মপুষ্টিই অথবা 'আত্মপোষক' অর্থ প্রকাশ পায়। যার দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তাই আত্মপোষক। আত্ম-উন্নতি-বিধায়ক সেই পরমধনের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'বৈখানসগণ']।

১৩/১—পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! আপন তেজে পরমানন্দদায়ক জ্যোতিঃর দ্বারা দেবভাবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন এবং সেই দেবভাবসমূহকে যত্নের সাথে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে লাভ ক'রি)।

১৩/২—অমৃতদায়ক বিচিত্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব। সর্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা আরাধনা করছি। আপনি পূজাপরায়ণ আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের কল্যাণের জন্য দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে অমৃতপ্রাপক পরমদেব! আমাদের কল্যাণের জন্য দেবভাব প্রদান করুন)।

১৩/৩—সর্বজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আমরা যেন সৎকর্মসাধক, জ্যোতির্ময়, মহান, আপনাকে সৎকর্মসাধনে সমিদ্ধ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাবার্থ—হে ভগবন্! আমরা যেন সৎকর্মের সাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞানকে পূর্ণরূপে লাভ করতে পারি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিকে উদ্দেশ্য ক'রে 'তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হব্যভোজী' ইত্যাদি বলা হয়েছে। কিন্তু সেই অগ্নি জ্ঞানসম্পন্ন হয় কেমন ক'রে? আমরা মনে ক'রি, জ্ঞানাগ্নিই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। তা-ই 'বীতিহোত্রং' অর্থাৎ সৎকর্মসাধক। জ্ঞান না থাকলে প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মসাধন সম্ভবপর হয় না]। [এই সূক্তের ঋষি—'বসূয়ব আত্রেয়গণ']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

অবা নো অগ্নে উতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি।
বিশ্বাসূ ধীষু বন্দ্য॥ ১॥
আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্।
বিশ্বাসু পৃৎসূ দুষ্টরম॥ ২॥
আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ু পোষসম্।
মাডীকং ধেহি জীবসে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

অগ্নিং হিবন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু।
তেন জেষ্ম ধনং ধনম্॥ ১॥
যয়া গা আকরামহে সেনযাগ্নে তবোত্যা।
তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে॥ ২॥
আগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্।
অঙ্‌ধি খং বর্তয়া পণিম্॥ ৩॥
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি।
দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ॥ ৪॥
অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ॥
বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ॥ ৫॥

(সূক্ত ১৬)

অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা
অয়ম অপাং রেতাংসি জিন্বতি॥ ১॥
ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বঃপতিঃ।
স্তোতা স্যাং তব শর্মণি॥ ২॥
উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।
তব জ্যোতিংষ্যর্চয়ঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৪সূক্ত/১সাম—সকল কর্মসমূহের মধ্যে হয়ে (অথবা জ্ঞানিগণের অনুসরণীয়) হে জ্ঞানদেব! গায়ত্রীছন্দোযুক্ত মন্ত্রের সম্পাদনে বা প্রযুক্তিতে নিমিত্তভূত হয়ে, আপনার রক্ষণের বা পালনের দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের উচ্চারিত মন্ত্রের সাথে মিলিত-হয়ে আমাদের রক্ষা করুন)। [আমরা যেন জ্ঞানের সাথে সম্মিলিত হয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারি ; আমরা যেন অজ্ঞানের মতো অযথাভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ না করি। আমাদের কর্ম যেন জ্ঞানসমন্বিত হয় ; আমরা যেন অজ্ঞানোচিত কোনও কার্যে প্রবৃত্ত না হই। এই মন্ত্রের প্রার্থনায় এমন ভাবেরই দ্যোতনা আছে]।

১৪/২—হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! আমাদের দারিদ্র্যনাশক (সৎকর্ম প্রবর্তক) বরণীয়, রিপুগণের প্রলোভন-রূপ বা প্রাধান্যভূত সকল সংগ্রামে অনতিক্রম্য অর্থাৎ অজেয় পরমার্থ-রূপ ধন সম্পূর্ণরূপে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমাদের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হোক)। [এই মন্ত্রের 'সত্রাসাহং' পদে যাগ ইত্যাদি সৎকর্মের প্রবর্তনার ভাব আসে। জ্ঞানের অধিকারী হ'লে, মানুষ সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে ভাবও এখানে গ্রহণীয়। কিন্তু ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—দারিদ্র্য-নাশক।

তাতেও সঙ্গতি রয়েছে। এরপর 'বিশ্বাসু পৃৎসু' পদ দু'টির ভাব অনুধাবনীয়। যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তার ভাবে ঐ পদে পারিপার্শ্বিক যজ্ঞবিঘ্নকারী দস্যুগণকে বা মানুষের শত্রুগণকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মতে, হৃদয়ের মধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুদের যে সংগ্রাম অহরহঃ চলছে, এখানে সেই সংগ্রামের প্রতিই লক্ষ্য আছে। এবার বুঝতে হবে, সেই 'রয়িং' বা ধন কি রকমের? উত্তর 'বিশ্বাসু পৃৎসু দুস্তরং', অর্থাৎ বিশ্বের সকল সংগ্রামে অজেয়—সকল শত্রুকর্তৃক অনতিক্রমণীয়। ভাব এই যে,—সেই ধনের অধিকারী হ'তে পারলে, কোনও শত্রুই হিংসা করতে পারে না। 'রয়িং' পদে যে পরমার্থ-রূপ ধনের প্রতি লক্ষ্য আসে, তা বারংবার বলা হয়েছে। জ্ঞানের সাহায্যে যে, সে ধন পাওয়া যায়, তা-ই এখানে প্রখ্যাত হয়েছে। সুতরাং 'অগ্নে' অর্থে 'হে জ্ঞানদেব'-ই সম্পূর্ণ সঙ্গত]।

১৪/৩—হে জ্ঞানদেব! আমাদের জীবনের বা রক্ষণের জন্য শোভনজ্ঞানযুত অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সর্বপ্রাণীর প্রতিপালক (জগৎব্রহ্ম—এমন ভাবজ্ঞাপক), পরমসুখকর, পরমার্থরূপ ধন আমাদের মধ্যে স্থাপন করুন—আমাদের প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সেই ভগবানের অনুকম্পায় চৈতন্যসম্বন্ধযুত সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ পরমসুখকর ধন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক—এই প্রার্থনা)। [চৈতন্যময়ের সম্বন্ধযুত হয়ে, জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান ক'রে, জনসেবায় আত্মনিয়োগপূর্বক, অশেষ সুখের হেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধনকে যেন আমরা প্রাপ্ত হই। আমাদের জ্ঞানের প্রভাবে আমরা যেন তেমন ধনকে ('রয়িং') লাভ করতে পারি—এমন আকাঙ্ক্ষাই এখানে পরিব্যক্ত। আমরা জানি না জ্বলন্ত অগ্নির অতীত 'অগ্নে' সম্বোধনে সম্বোধন না করলে, ঐরকম আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা করা যায় কি না]। [এই সূক্তের ঋষি—'গোতম রাহূগণ']।

১৫/১— যোদ্ধাগণ যেমন সংগ্রামে যুদ্ধজয়ের জন্য শীঘ্রগামী যুদ্ধাশ্ব প্রেরণ করেন, সেইরকমভাবে আমাদের কর্মসমূহ (অথবা, সৎ-বৃত্তিসমূহ) পরাজ্ঞানকে প্রেরণ করুক ; অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বোধিত করুক ; সেই পরাজ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমধন—মোক্ষলাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সৎকর্মের সাধনের দ্বারা যেন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি ; তার পর পরাজ্ঞানর দ্বারা যেন মোক্ষ প্রাপ্ত হই)।

১৫/২—হে জ্ঞানদেব! রিপুসংগ্রামে সহায়ভূত আপনার প্রসিদ্ধ যে রক্ষাশক্তির দ্বারা আমরা পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি, পরমধন প্রাপ্তির জন্য সেই রক্ষাশক্তি আমাদের প্রদান করুন অর্থাৎ আমাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন এবং সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [মানুষ চারিদিকে দুর্দান্ত রিপুদের দ্বারা বেষ্টিত এবং তাদের আক্রমণে বিব্রত, বিপর্যস্ত। মানুষের অন্তরস্থিত রিপুগণই সৎকর্মসাধনের সর্বপ্রধান বিঘ্ন। তবে কি এ থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই? আছে। চিরমঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে পাপের আধিপত্য চিরন্তন হ'তে পারে না তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা তাঁর ভক্ত সন্তানদের রক্ষা করছেন। বর্তমান মন্ত্রে ভগবানের কাছে সেই রক্ষাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৫/৩—হে জ্ঞানদেব! আমাদের সমৃদ্ধিদায়ক পরাজ্ঞানযুত ব্যাপকজ্ঞানোপেত প্রভূতপরিমাণ পরমধন প্রদান করুন ; অপিচ, আপন তেজে স্বর্গপ্রাপক পবিত্রকারক ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন)। [ভাষ্যকার 'গোমন্তং' এবং 'অশ্বিনং' পদদু'টিতে যথাক্রমে 'গোভির্যুক্তং' এবং 'অশ্বোপেতং'

অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাতে প্রার্থনার ভাব দাঁড়িয়েছে—'হে ভগবন্! আমাদের গরু দাও, ঘোড়া দাও।' এটা প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে প্রায়ই দেখা যায়। এটি থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রশ্ন তোলেন—প্রাচীনকালে আর্যহিন্দুরা সবাই নিশ্চয়ই কৃষক এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। কারণ কৃষির জন্য গরু এবং যুদ্ধের জন্য ঘোড়াই তাঁদের প্রার্থনীয়। (প্রাচীন হিন্দুরা যে মদ্যপ ছিলেন, তা তো প্রচলিত ব্যাখ্যাকারেরা 'সোম'-এর মাধ্যমেই পরিবেশন করেছেন)। প্রকৃত অর্থে, আমাদের মন্ত্রার্থে 'গোমন্তং' ও 'অশ্বিনং' পদ দু'টিতে যথাক্রমে 'পরাজ্ঞানযুতং' এবং 'ব্যাপকজ্ঞানোপেতং' অর্থ সঙ্গতভাবেই গৃহীত হয়েছে]।

১৫/৪—হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্বলোকের জ্যোতিঃদায়ক, ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক, নিত্যতরুণ, দ্যুলোকে বর্তমান জ্ঞানালোককে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের—বিশ্ববাসী সকলকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [প্রার্থনার ভাবটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্ববাসী সকলের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। সকল লোক যাতে পরাজ্ঞান লাভ করতে পারে, মুক্তির পথে অগ্রসর হ'তে পারে—বিশ্বজনীন্ এই ভাবই প্রার্থনার বিশেষত্ব]।

১৫/৫—হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্বলোকের জ্ঞানদায়ক হন; অপিচ, শ্রেষ্ঠতম প্রিয়তম হন; আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন এবং প্রার্থনাকারী আমাদের দিব্যশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে প্রিয়তম পরাজ্ঞানদায়ক দেব! কৃপাপুর্বক আমাদের দিব্যশক্তি প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হে অগ্নি! তুমি প্রজাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দাও। অর্থাৎ তোমাকে দেখলেই সেখানে লোকালয় আছে এমন অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন করো, স্তবের প্রতি কর্ণপাত করো; অন্ন এনে দাও।' মূলে আছে 'বিশাং কেতুঃ' অর্থাৎ লোকগণের জ্ঞানবিধাতা। কিন্তু অনুবাদকার 'কেতুঃ' পদের যে অর্থ করেছেন তা অনুবাদের প্রথম অংশ থেকেই উপলব্ধ করে সেখানে মানুষ আছে। এ বাক্যের সার্থকতা আমাদের বোধাতীত। 'কেতুঃ' পদের ভাষ্যার্থ জ্ঞাপয়িতা, যিনি জ্ঞান দান করেন। আমাদের মন্ত্রার্থেও তাই ঐ পদে 'জ্ঞানদায়ক' অর্থ গৃহীত হয়েছে]। [এই সূক্তটির ঋষি—'কেতু আগ্নেয়']।

১৬/১—দ্যুলোকের মধ্যে মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণের পালক এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতবর্গকে প্রীত করেন। (ভাব এই যে,—এই দেব জ্ঞানরূপে সকলের প্রীতিদায়ক হন)। [এই মন্ত্রে জ্ঞানশক্তির গুণ পরিবর্ণিত আছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে ঐভাবে জ্ঞানাগ্নির গুণকীর্তন করছেন। সেই জ্ঞান কেমন? না তিনি 'দিবো মূর্ধা'। অর্থাৎ—তিনি দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়। এতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—তাঁর স্বরূপ-বিজ্ঞান ব্যতীত হৃদয়ে কোনও দেবভাবই অনুভব করা যায় না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৩দ-৭সা) প্রাপ্তব্য]।

১৬/২—হে জ্ঞানদেব! স্বর্গাধিপতি আপনিই বরণীয় পরমধনের ঈশ্বর হন; হে দেব! আপনার আরাধনাপরায়ণ আমি যেন পরমকল্যাণে থাকি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পরমদাতা দেব! আমাকে পরম-কল্যাণে স্থাপন করুন)। [তিনি কেবলমাত্র স্বর্গের অধিপতি নন, অক্ষয়কল্যাণরূপ পরমধনভাণ্ডারও তাঁর করতলগত। তিনি 'বার্যস্য দাত্রস্য ঈশিষে'—বরণীয় পরমধনের দাতা। তাঁর কল্যাণেই মানুষ পরমধন লাভ করতে সমর্থ হয়। তাই তাঁর কাছেই প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৬/৩—হে জ্ঞানদেব! আপনার পবিত্র নির্মল দীপ্যমান্ প্রভা আপনার জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের

প্রদান করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন বিশুদ্ধ পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [মন্ত্রটির সাধারণ অর্থ সরল হলেও, আপাতঃদৃষ্টিতে একটু জটিল ব'লে মনে হয়। মন্ত্রে 'অগ্নি' অথবা 'জ্ঞানদেব'-এর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। কিসের জন্য প্রার্থনা? জ্ঞানকিরণ অথবা পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য। কে সেই প্রার্থনা পূরণ করবে?—অগ্নিদেব। কিভাবে তা পূর্ণ হবে? জ্ঞানদেবের শক্তি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করবে, তাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এই বিশ্লেষণের শেষের অংশই জটিলতার কারণ। জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করবে। কিন্তু একটু অনুধাবন ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোন জটিলতা নেই। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। সুতরাং শক্তি যা প্রদান করবে, তা প্রকৃতপক্ষে শক্তিধরেরই দান। জ্ঞানশক্তির অধিপতি পরমদেবতা আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করবেন—এটাই প্রার্থনার সারমর্ম। প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারেও এই জটিলতা দূরীভূত হয়নি। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে অগ্নি! তোমার নির্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করছে।' এখানে ভাবও একই। 'দীপ্তিসকল' 'জ্যোতিঃ' প্রকাশ করছে। কিন্তু এস্থলেও যে সত্যিকার জটিলতা নেই তা-ও পূর্বে উক্ত উপায়ে বোঝা যায়]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'বিরূপ আঙ্গিরস'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম যথা—'সত্রাসাহায়ম্']।

— চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—পঞ্চদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়টির সকল সূক্তেরই দেবতা—অগ্নিদেব। ছন্দ—(সূক্তানুসারে)—
১।২।৩।৬।৯।১৪ গায়ত্রী ; ৪।৭।৮ প্রগাথ ; ৫ ত্রিষ্টুপ্ ; ১০ কাকুভ প্রগাথ
১১ উষ্ণিক ; ১২ (১) অনুষ্টুপ ; ১২ (২-৩) গায়ত্রী ; ১৩ জগতী।
ঋষি—প্রতিটি সূক্তের শেষে যথাযথ উল্লেখিত।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ।
কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ॥ ১॥
ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ।
সখা সখিভ্য ঈড্যঃ॥ ২॥
যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাং ঋতং বৃহৎ।
অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

ঈডেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা॥ ১॥
বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ।
তং হবিষ্মন্ত ঈড়তে॥ ২॥
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি।
অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

উৎ তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ।
অগ্নে শুক্রাস ঈরতে ॥ ১॥
উপ ত্বা জুহ্বো৩মম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত।
অগ্নে হব্যা জুযস্ব নঃ ॥ ২॥
মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্।
অগ্নিমীড়ে স উ শ্রবৎ ॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যু৩ত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গার্ভিস্তিসৃভিরূর্জাম্পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ১ ॥
পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোঽব।
ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— হে জ্ঞানদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী কেউই নেই) ; আর, আপনার ন্যায় সৎকর্মপ্রাপকই বা কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৎকর্মপ্রাপক কেউই নেই) ; আর আপনার হন্তা বা স্বরূপশক্তিসম্পন্নই বা কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞানের হন্তা সমশক্তিসম্পন্ন কেউই নেই) ; অতএব, কোন্ স্থানে বা কোন্ কর্মে আপনি অবস্থিত আছেন, তা অনুসরণ করা আবশ্যক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাব অনুভব ক'রে জ্ঞানের অনুসরণে সকলের অনুরাগ উপজনন কর্তব্য)। [পূর্বে ভাষ্যকার 'জামিঃ' পদে 'ভগ্নী' অর্থ গ্রহণ ক'রে গিয়েছেন। সে দৃষ্টিতে 'ভগ্নী' বা 'সহজাতা' থেকে জ্ঞান যে পৃথক নয়, এই ভাবই মানে আসে। কেননা, জ্ঞানের ভগ্নী বা সহজাতা বলতে 'ভক্তির' প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু তাতে 'কঃ' পদের ভাব সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সুতরাং 'জামিঃ' পদের 'শত্রু' বা প্রতিদ্বন্দ্বী' অর্থই এখানে সঙ্গত ব'লে মনে করাই উচিত]।

১/২— হে জ্ঞানদেব! পূর্বোক্ত গুণশক্তিসম্পন্ন আপনি মনুষ্যগণের অর্থাৎ বিষয়ী কুটিলগণের শত্রু এবং সরলচিত্ত সাধুগণের প্রিয় মিত্র হন ; আর অনুরাগসম্পন্ন জনগণের পূজ্য সখা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় হন। (ভাব এই যে,—যাঁরা জ্ঞানের অনুসারী, জ্ঞান তাদের হিতসাধন করেন, এবং জ্ঞান-উন্মেষের সাথে পাপিগণ অনুতপ্ত হয়)। [জ্ঞান কাদের পক্ষে শত্রু আর কাদের পক্ষে মিত্র তা বুঝতে গেলে পাপী কুটিলগণের প্রতি এবং সরল সাধুগণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। জ্ঞানের সান্নিধ্যে এসে কুটিল পাপিগণের যে অনুতাপ, একদৃষ্টিতে তা 'জামির' (শত্রুর) কার্য বলা যেতে পারে ; অন্য দৃষ্টিতে আবার বিকৃত পথে পরিচালিত হয়ে জ্ঞান (বিকৃত জ্ঞান) যে অনিষ্ট সাধন করে, তাতেও 'জামির' কার্য ব'লে লক্ষ্য করতে পারি। সৎ-জ্ঞানের প্রভাবে সাধুগণ যে আনন্দ লাভ করেন, তা-ই মিত্রের কার্য। যখন সরল সাধুগণের হৃদয়ে তার বিকাশ দেখতে পাই, জ্ঞানকে তখনই 'প্রিয়ঃ মিত্রঃ' ব'লে অভিহিত করা যায়]।

১/৩— হে জ্ঞানদেব (হে আমার জ্ঞান)! আপনি আমাদের হিতসাধনের জন্য, মিত্র ও বরুণ দেবতা দু'জনকে (অর্থাৎ মিত্রস্বরূপ হিতসাধক এবং অভীষ্টবর্ষক-রূপ মঙ্গল বিধায়ক দেবদ্বয়কে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত করুন ; এবং দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণসমূহকে অর্থাৎ সকল দেবভাবকে পূজা করুন অথাৎ আমাদের প্রাপ্ত করুন ; এবং শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্মকে আর আপনার আবাস-স্থানকে (অথবা শাসনকে —কুকর্ম হ'তে মনের নিবৃত্তিকে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—আমাদের জ্ঞান আমাদের দেবভাব-প্রদানে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে ও কুকর্মের নিবৃত্তিতে আমাদের নিয়োজিত করুক)। [এই মন্ত্রে সাধক-গায়ক নিজেকে দেবভাব-সমন্বিত করবার এবং কুকর্মে প্রতিনিবৃত্ত করাবার কামনা প্রকাশ করছেন। জ্ঞানের সাহায্যে দেবত্ব-প্রাপ্তিই মন্ত্রের সঙ্কল্প]। [এই সূক্তের ঋষি—'গোতম রাহূগণ']।

২/১— স্তোতাগণের দ্বারা আরাধিত পূজনীয় অজ্ঞানতানাশক সর্বজ্ঞ অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদেব বিশ্বকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় তাঁর জ্ঞানালোকের দ্বারা জগতেব অজ্ঞানতার তমঃ দূরীভূত হয়)। [তিনি 'তম্যংসি তিরঃ' অর্থাৎ অন্ধকার নাশ করেন। জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি। তাঁর জ্যোতিঃর প্রভাবেই জগৎ জ্ঞানের আলোক লাভ করে। তিনি 'দর্শতঃ'—সকলের দ্রষ্টা, তাঁর দিব্যদৃষ্টিতেই জগৎ ভাসমান রয়েছে]।

২/২—ব্যাপকজ্ঞান যেমন দেবত্বপ্রাপক, তেমন দেবত্বপ্রাপক অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদেব নিশ্চিতভাবে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সাধকগণ সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবতাকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হন। আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [এখানেও, পূর্বাপর মন্ত্রার্থের মতোই, 'অগ্নি' ও 'অশ্বঃ' পদদু'টিতে যথাক্রমে 'জ্ঞানদেবঃ' ও 'ব্যাপকজ্ঞানং' অর্থ সঙ্গতভাবেই গৃহীত হয়েছে। 'অগ্নি' বলতে কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহনশীল অগ্নিকে এবং 'অশ্ব' বলতে ঘোড়াকে লক্ষ্য করা হয়নি]।

২/৩—অভীষ্টবর্ষক হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাপরায়ণ আমরা অভীষ্টবর্ষক জ্যোতির্ময় মহান্ আপনাকে আমাদের হৃদয়ে যেন প্রোজ্বল করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা হৃদয়ে যেন পরাজ্ঞান সমুৎপাদিত করতে সমর্থ হই)। [এই সূক্তটির ঋষি—'বিশ্বামিত্র গাথিন']।

৩/১—দীপ্যমান্ হে জ্ঞানদেব। জ্যোতির্ময় আপনার মহান্ নির্মল জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)।

৩/২—পাপহারক (অথবা কামনাপূরক) হে জ্ঞানদেব। প্রার্থনাকারী আমার অমৃতকামী আরাধনা আপনাকে প্রাপ্ত হোক ; আমাদের প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্। আমরা যেন আপনার আরাধনাপরায়ণ হই ; অকিঞ্চন আমাদের পূজা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন)।

৩/৩—পরমানন্দদায়ক, দেবভাবপ্রাপক, সর্বজ্ঞানময়, সৎকর্মসাধক জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেবকে আরাধনা করছি ; সেই পরমদেবতা নিশ্চিতভাবে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমি জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছি ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাকে পরাজ্ঞান

প্রদান করুন)। [এই সূক্তের ঋষি—'বিরূপ আঙ্গিরস'। মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'অমহীয়বম্' এবং 'জরাবোধীয়ম্']।

৪/১— হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি প্রথম—কর্মমূর্তির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ; এবং দ্বিতীয়—জ্ঞানমূর্তির দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ; বলপালক হে দেব! আপনি আমাদের স্তুতি দ্বারা স্তুত হয়ে, কর্মজ্ঞানভক্তিরূপ মূর্তিত্রয় দ্বারা আমাদের পালন করুন। নিবাসস্থানীয় হে দেব! আপনি কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-মোক্ষ-রূপ মূর্তি চতুষ্টয়ের দ্বারাও আমাদের রক্ষা করুন। (এখানে সাধনমার্গের স্তর-পর্যায় বিবৃত হয়েছে। ভাব এই যে,—সাধক যথাক্রমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমবায়ে মোক্ষরূপ চতুর্থ অবস্থা লাভ করেন)। [নিগূঢ়-তত্ত্বমূলক এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'একয়া' 'দ্বিতীয়য়া' প্রভৃতি পদ কয়েকটি নিয়ে ব্যাখ্যাকারেরা বিষম সমস্যায় পড়েছেন। শেষপর্যন্ত এই মন্ত্রের ভাষ্য-অনুমোদিত অর্থ দাঁড়িয়েছে —'হে অগ্নিদেব! আপনি একটি ঋকের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন ; অপিচ, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা (আমাদের) পালন করুন। অন্ন অথবা স্বামী হে দেব! আপনি তিনটি স্তুতির দ্বারা তেমন রক্ষা করুন। বালক (গার্হপত্য-নামক) হে অগ্নি! চারটি বাক্যের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন।' —কিন্তু মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়টি একটু বিশদভাবে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সে পক্ষে, রসায়ন বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিমিশ্রণের প্রক্রিয়া-পরিণতির স্তরপর্যায় অনুধাবনীয়। একের সাথে অন্যের সংমিশ্রণে একটি নূতন অবস্থার উৎপত্তি হয়। সে অবস্থায় সেই দুই মূল বস্তুর সত্ত্বা বিদ্যমান থাকে ; অথচ আর এক নূতন বস্তুর উদ্ভব হ'তে পারে। তার সাথে যদি অপর কোনও সামগ্রীর মিশ্রণ ঘটে, তাতে অপর এক রূপান্তর উপস্থিত হয়। এতে তিন অবস্থার মধ্যে আবার এক চতুর্থ অবস্থা এসে পড়ে। এখানে সেই মিশ্রণের ভাব ব্যক্ত আছে। প্রথম ছিল কর্ম ; তারপর এলো—জ্ঞান তারপর এলো—ভক্তি। তখন আর তিনের মধ্যে পার্থক্য রইল না। সেই তিন যখন এক হয়ে রইল অথবা একাধারে তিনই হয়ে রইল, তখনই তাদের সম্মিলন-সংমিশ্রণ-জনিত চতুর্থ অবস্থা উপস্থিত হলো। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বা মোক্ষ ব'লে অভিহিত করা যায়। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, সে অবস্থায় তিন থেকে চারের উৎপত্তি বুঝতে পারা যায়। মন্ত্রের চারটি পাদের ('চতসৃভিঃ'-র সার্থকতা এই অনুভাবনাতেই প্রতিভাত হয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-৪দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৪/২— হে দেব! সকল অসৎকর্মে নিয়োজক রিপুগণ হ'তে আমাদের রক্ষা করুন ; রিপুসংগ্রামে আমাদের প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন ; দেবত্বলাভ ও উৎকর্ষপ্রাপ্তির জন্য নিকটতম—শ্রেষ্ঠতম বন্ধুভূত আপনাকেই যেন লাভ করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সর্বরিপুর কবল হ'তে রক্ষা করুন ; যেভাবে আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হই, তা করুন)। [এই সূক্তটির ঋষি—'ভর্গ প্রাগাথ'। এর অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'রৌরবম্', 'দৈর্ঘশ্রবসম্', 'সম্মতম্' এবং 'যৌধাজয়ম্']।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৫)

ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি।
চিকিদ্‌বিভাতি ভাসা বৃহতাসিক্লীমেতি রুশতীমপাজন্॥ ১॥
কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসাভূজ্জনয়ন্ যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্।
ঊর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥ ২॥
ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশাদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

কয়া তে অগ্নে অঙ্গির ঊর্জোনপাদুপস্তুতিম্।
বরায় দেব মন্যবে॥ ১॥
দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো।
কদু বোচ ইদং নমঃ॥ ২॥
অধা ত্বং হি নস্করো বিশ্ব অস্মভ্যং সুক্ষিতীঃ।
বাজদ্রবিণসো গিরঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

অগ্নে আয়াহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
আ ত্বামনক্তু প্রযতা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে॥ ১॥
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুবশ্চরন্ত্যধ্বরে।
ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্। ২॥

(সূক্ত ৮)

অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্।
অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরবসুং পুরুপ্রশস্তমূতয়ে॥ ১॥
অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্যাণাম।
দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্তেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—৫সূক্ত/১সাম— হে জ্যোতির্ময় প্রভো! আপনি বিশ্বাধিপতি হন ; উজ্জ্বল, মঙ্গলদায়ক দেবারাধনায় প্রযোজক রিপুনাশক সেই দেবতা সাধকদের সৎকর্মসাধনের জন্য তাঁদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন। সর্বজ্ঞ তিনি জ্যোতিঃর সাথে বিশ্বে জ্ঞানালোক বিতরণ করেন ; তাঁর অনুগ্রহে অন্ধকার দূর ক'রে উজ্জ্বল দীপ্তি আমাদের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—বিশ্বাধিপতি পরমদেব সাধকদের রিপুনাশ ক'রে তাঁদের পরাজ্ঞান প্রদান করেন ; তিনি আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।

৫/২— দেবারাধনায় প্রযোজক দেবতা যখন মহান্ জগৎপালক দেবতার (অর্থাৎ ভগবানের) জায়মান শক্তিকে বিকাশ ক'রে আপন তেজে অজ্ঞানান্ধকারকে অভিভূত করেন, তখন জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় ; এবং সেই পরমদেবতা দ্যুলোকের পরমধন সহ সাধককে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার আপন জ্যোতিঃতে নিবারণ ক'রে সাধকদের প্রদান করেন)। [চন্দ্রসূর্য, অগ্নি প্রভৃতি যে সমস্ত পার্থিব পদার্থ জ্যোতিষ্মান্ ব'লে পরিচিত তা সমস্তই সেই এক পরমজ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃর কণিকাবিকাশ মাত্র। সুতরাং সূর্য অগ্নি প্রভৃতি পদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করলেও তাদের স্বরূপতঃ অভেদত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এখানে সূর্য অগ্নি প্রভৃতি শব্দে যে বস্তুর দ্যোতনা করে, তা পার্থিব পদার্থের অতীত সেই পরম জ্যোতিঃর সন্ধানই দেয়। সুতরাং মন্ত্রে সেই এক পরম জ্যোতির্ময়ের মহিমাই কীর্তিত হয়েছে। তিনিই জগতের তমঃ বিনাশ করেন, তিনি মানুষের অন্তরে জ্ঞানরূপে বিবেকশক্তিরূপে বিরাজমান থেকে মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করছেন]।

৫/৩— পরম আরাধনীয়—কল্যাণদায়ক দেবতা পরম কল্যাণের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন ; তারপর রিপুনাশক সেই দেবতা ভগিনীভূত জ্ঞানশক্তি আমাদের প্রাপ্ত করান ; জ্ঞানদেব পরাজ্ঞানের সাথে, জ্যোতিঃর সাথে, সর্বত্র বর্তমান হন ; সেই দেবতা নির্মল জ্যোতিঃর সাথে, পরম রমণীয় ধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পরমদেবতা! আমাদের পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সাথে সমাগত হয়ে আসছেন, তিনি উপপতির ন্যায় ঊষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে তিনি নিজের শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করছেন।' এই সঙ্গে এই মন্ত্রের ঠিক পূর্বমন্ত্রের বঙ্গানুবাদের একাংশ লক্ষণীয়—'এই অগ্নি সূর্যের পত্নী ঊষাদেবীকে জন্মদান করলেন।' —এইভাবে সূর্য, অগ্নি, ও ঊষাকে কেন্দ্র ক'রে কেউ কেউ উপন্যাস সৃষ্টিও করলেন—যেমন ঊষার পশ্চাতে সূর্য ধাবমান হন ব'লে সূর্যের কন্যাবলাৎকার অপবাদ আছে। আবার অন্যত্র সূর্য ও ঊষার মধ্যে প্রণয়সম্বন্ধ সূচনারও অভাব ঘটেনি। যাই হোক, পূর্ব মন্ত্রের ও বর্তমান মন্ত্রের অনুবাদ বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা একসঙ্গে পাঠ করলে আমরা কি বুঝতে পারি? আগের মন্ত্রে দেখলাম যে, অগ্নি ঊষার পিতা; আবার এখানে তিনি ঊষার উপপতির মতো পিছনে পিছনে যাচ্ছেন। কি অপূর্ব সামঞ্জস্য! পিতা ও উপপতি একই! এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেখে যদি কেউ বেদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, সে-জন্য এই মহা-মহা ব্যাখ্যাকারগণই দায়ী। এই বিকৃত ব্যাখ্যার কারণ মন্ত্রান্তর্গত 'জারঃ' পদ। অনুবাদকার ঐ পদের 'উপপতি' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভাষ্যে এটির অর্থ

'শত্রূণাং জারয়িতা' অর্থাৎ শত্রুদের যিনি বিনাশ করেন। এটাই সঙ্গত অর্থ। অনুবাদকার তা গ্রহণ না ক'রে একটা বিকৃত অর্থ ক'রে বসলেন। বিশেষতঃ উপমাবাচক 'উপপতির ন্যায়' অর্থ কোথা থেকে এলো, তা বোঝা যায় না। কারণ, মন্ত্রে উপমাবাচক কোন পদ নেই]। [এই সূক্তের ঋষি—'ত্রিত আপ্ত্য'। সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'ঔশনম্']।

৬/১— জ্ঞানিগণের আরাধনীয় আত্মশক্তিদায়ক হে জ্ঞানদেব! বরণীয় রিপুদমন আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আপনার মহিমাকীর্তন কোন্ বাক্যের দ্বারা সম্পাদন করব? (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—বাক্যমনের অগোচর পরমদেবতার মহিমাকীর্তন আমাদের মতো লোকের সাধ্যাতীত ; সেই দেবতা কৃপাপূর্বক আমাদের তাঁর আরাধনা করতে সমর্থ করুন)। [ভগবান্ অবাঙ্‌মনসোগোচরং—বাক্যমনের অতীত। সসীম মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও কর্মশক্তি নিয়ে সেই অসীম অনন্তকে বুঝতে পারে না। মানুষ তাঁকে জানতে পারে না —যদি তিনি নিজে তার নিকট নিজেকে ধরা না দেন। শ্রুতিও বলেছেন, —আত্মা (অর্থাৎ বিশ্বাত্মা ভগবান) যাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁকে প্রাপ্ত হন। তাই সেই পরমদেবতাকে জিজ্ঞাসা—'আমি তো জানি না কি উপায়ে কি উপচারে তোমার পূজা করতে হয়, কোন্ মন্ত্রে তোমার আরাধনা করতে হয়। ওগো আমায় ব'লে দাও কিভাবে তোমার পূজা করব।' —'নপাৎ' পদের অর্থ যার হ'তে বা যার দ্বারা পতন হয় না, অর্থাৎ যা রক্ষা করে। তাই 'ঊর্জঃ নপাৎ' পদে 'আত্মশক্তিদায়ক' অর্থ গৃহীত হয়েছে]

৬/২— আত্মশক্তি এবং সৎকর্মের পুত্র অর্থাৎ আত্মশক্তি এবং সৎকর্ম হ'তে উৎপন্ন হে জ্ঞানদেব! আমরা কোন্ দেবতার মনোশক্তির সাথে যুক্ত হয়ে পূজা প্রদান করব? কখন আমাদের হৃদয়নিহিত ভক্তি ইত্যাদি নমস্কার অর্থাৎ প্রার্থনা উচ্চারণ করব? (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের আপনাকে আরাধনা করবার শক্তি প্রদান করুন)। [পূর্বের মন্ত্রটির মতোই সাধক এখানেও ভগবানের কাছে নিজের দুর্বলতা ও দৈন্য নিবেদন করছেন। অবশ্য ভগবানের আরাধনাতে, তাঁর চরণে আত্মনিবেদনই যে মানুষের পরম পুরুষার্থ সে সম্বন্ধে ধারণাও তাঁর আছে। সাধক ভগবানের কাছে শুধু জানতে চায়—'কদু ইদং নমঃ বোচে'—কখন আমি তোমার চরণে প্রণত হবো, তোমার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হবো? —একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ—'হে বলসে উৎপন্ন হুএ অগ্নিদেব! কৌন সে দেবযজন করনেওয়ালে যজমানকে মনসে যুক্ত হুএ হাম তুম্হে হবি অর্পণ করে। যহ হবি বা নমস্কার কব উচ্চারণ করু?' —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৬/৩— হে দেব! আপনিই আমাদের সকল প্রার্থনাকে আত্মশক্তিদায়িকা করুন। তারপর আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [এই সূক্তটির ঋষি—'উশনা কাব্য'। এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম যথা,—'মহাবম্‌দেব্যম্']।

৭/১— হে জ্ঞানদেব! দেবভাবপ্রদানকারী আপনাকে আরাধনা করছি ; আপনি জ্ঞানকিরণসমূহের সাথে আগমন করুন—আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; এই পূজাপরায়ণ জন অতিযত্নের সাথে আরাধনীয় আপনাকে প্রাপ্ত হোক। হে দেব! আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)।

৭/২— আত্মশক্তির পুত্র অর্থাৎ আত্মশক্তি হ'তে উৎপন্ন, জ্ঞানিগণের বরণীয় হে জ্ঞানদেব! সৎকর্মের সাধনে আপনাকেই সম্যক্‌রূপে পাবার জন্য আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা উদ্গমন করুন ; সৎকর্মসাধনে আত্মশক্তির রক্ষক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) অমৃতদায়ক নিত্য জ্ঞানদেবতাকে আমরা যেন আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই ; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে, এই মন্ত্রেও বলা হচ্ছে, জ্ঞান বা জ্ঞানদেব আত্মশক্তির পুত্র। 'সহসঃ সূনো' বাক্যের ভাব্যার্থ 'বলস্য পুত্র' অর্থাৎ শক্তির দ্বারা বা শক্তি হ'তে উৎপন্ন। আত্মশক্তি থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাধনায় আত্মনিয়োগের ফলে সাধকের হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্মল হয়। সুতরাং সেই পবিত্র হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকশিত হয়। তাই জ্ঞানকে 'সহসঃ সূনো' বলা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভর্গ প্রাগাথ'। এর দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'নৌধসম্' এবং 'নৈপাতিথম্']।

৮/১— আমাদের প্রার্থনা জ্যোতির্ময় সর্বজ্ঞ দেবতার অভিমুখে গমন করুক ; রিপুকবল হ'তে রক্ষালাভের জন্য আমাদের সৎকর্মসমূহ ঐকান্তিক ভক্তির সাথে প্রভূতধনসম্পন্ন সকল লোককর্তৃক আরাধনীয় জ্ঞানদেবতার অভিমুখে গমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ ক'রি। আমরা যেন ভগবানে সর্বকর্মের ফল অর্পণ করতে সমর্থ হই)। [এই মন্ত্রেও নিষ্কামভাবে কর্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'যজ্ঞাসঃ পুরূবসুং অচ্ছা'—আমাদের কর্মসমূহ সেই পরমধনদাতার প্রতি ভগবানের প্রতি গমন করুক, আমরা যেন আমাদের সর্বকার্যের পাপপুণ্যের বোঝা তাঁরই চরণে নিবেদন করতে পারি]।

৮/২— অমৃতস্বরূপ যে জ্ঞানদেব লোকবর্গের মধ্যে পরা ও অপরা এই দুই রূপে বর্তমান আছেন, দেবভাবপ্রাপক এবং পরমানন্দদায়ক যে দেবতা সাধকবর্গের মধ্যে বিরাজ করেন, আত্মশক্তি হ'তে উৎপন্ন সর্বজ্ঞ সেই জ্ঞানদেবতাকে পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যাচ্ঞা করছি ; অমৃতস্বরূপ ভগবান্ আমাদের তা প্রদান করুন)। ['দ্বিতা' পদে অগ্নির দুই স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় ; অর্থাৎ জ্ঞান সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। পরা ও অপরা। অপরাজ্ঞান মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায় না হলেও, জাগতিক জ্ঞান—এই অপরাজ্ঞান মোক্ষপথের প্রথম অবস্থায় সাহায্য করে। কারণ জগৎ—বিশ্ব, সেই পরমপুরুষ থেকে ভিন্ন নয়। যদিও পরাজ্ঞান লাভ করলে অপরাজ্ঞানের কোনও প্রয়োজন থাকে না, তথাপি প্রথমে অপরাজ্ঞান সাধকের সহায়তা করে। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এবং তার জ্ঞান ও জ্ঞানপ্রণালীর মধ্য দিয়েই মানুষকে অগ্রসর হ'তে হয়। একটি সাধারণ বস্তুর (পরিবর্তনশীল) পরিচায়ক জ্ঞান অপরাজ্ঞান। সেই বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে, তার সৃষ্টি অর্থাৎ মূল সম্পর্কিত তত্ত্ব তথা তার আদিমতম স্রষ্টাসম্পর্কিত জ্ঞানই পরাজ্ঞান। প্রথমে অপরাজ্ঞানকে অবলম্বন না করলে পরাজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। তাই সাধনায় পরা এবং অপরা এই দুই জ্ঞানেরই স্থান আছে। মন্ত্রে এই দুইরকম জ্ঞানের কথা উল্লেখিত আছে]। [এই সূক্তটির ঋষি—'সুদীতি' ও পুরুমীঢ়'। সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রদু'টির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম —'সালেয়ম্' এবং 'শ্রায়ন্তীয়ম্']।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৯)

অদাভ্যঃ পুরএতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্।
তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ॥ ১॥
অভি প্রযাংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ।
ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ॥ ২॥
সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ।
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥ ৩॥

(সূক্ত ১০)

ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ১॥
ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে যেনা সমৎসু সাসহিঃ।
অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাং বনেমা তে অভিষ্টয়ে॥ ২॥

(সূক্ত ১১)

অগ্নে বাজস্য গোমতঃ ঈযানঃ সহসো যহো।
অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ॥ ১॥
স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীডেন্যো গিরা।
রেবদস্মভ্যং পূর্বণীক দীদিহি॥ ২॥
ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ।
স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম— মনুষ্যলোকদের অর্থাৎ সকল জনের সৎ-মার্গ প্রদর্শক আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্মপ্রাপক নিত্যতরুণ জ্ঞানদেব অজাতশত্রু হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—নিত্যজ্ঞানই লোকবর্গের মোক্ষপ্রাপক হয়)। [মানুষের মধ্যে থেকে জ্ঞানই মানুষকে ঊর্ধ্বমার্গে পরিচালিত করে—সৎ-মার্গে নিয়ে যায়। 'মানুষীণাং' 'বিশাং' পদ দু'টিতে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাচ্ছে। জ্ঞানবলেই মানুষ আশুমুক্তিলাভে সমর্থ হয় ; 'তূর্ণী' পদে তা-ই বোঝাচ্ছে। জ্ঞানের অন্য বিশেষণ—'রথঃ'। জ্ঞান (রথের মতোই) মানুষকে সৎকর্মে প্রবর্তিত ক'রে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে

দেয়। 'সদা নবঃ' পদেও জ্ঞানের একটি বিশেষত্ব প্রকটিত হয়েছে। এর অর্থ 'চিরনূতন' 'নিত্যতরুণ'। জ্ঞান অনাদি অনন্ত হ'লেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নবনবরূপে দেখা দেয়]।

৯/২— সাধক মনুষ্য আরাধনার সাধনভূত জ্ঞানের দ্বারা শক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত হন ; এবং পবিত্রতাসাধক পরাজ্ঞান হ'তে পরমপদ লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সাধক পরাজ্ঞানের দ্বারা সর্বাভীষ্ট পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হন)।

৯/৩— সকল রিপুদের অভিভবকারী দেবভাবপ্রাপক শত্রুগণকর্তৃক অহিংসিত অর্থাৎ অপরাজেয় জ্ঞানদেব পরমধনদায়ক হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —জ্ঞানের দ্বারাই পরমধন লাভ হয়। [জ্ঞানের দ্বারা যে কেবল রিপুনাশ হয়, তা-ই নয়, জ্ঞান মানুষের মধ্যে দেবভাবেরও সঞ্চার করেন। তিনি 'দেবানাং ক্রতুঃ' অর্থাৎ দেবভাবসমূহের কর্তা, দেবভাবের প্রাপক। জ্ঞানের সাথে দেবভাবের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জ্ঞানের সাধনায় মানুষ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়, দেবত্বলাভ করে। এটাই 'দেবানাং ক্রতুঃ' পদ দু'টির অর্থ]। [এই সূক্তটির ঋষি—'বিশ্বামিত্র গাথিন'। এর অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'সংহিতম্']।

১০/১— আহুত অর্থাৎ আমাদের মানস যজ্ঞে সত্ত্বভাব ইত্যাদির দ্বারা প্রবৃদ্ধ, জ্ঞানদেব, আমাদের কল্যাণবিধায়ক হোন। হে শোভনদানসমর্থ অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গের ফলদাতা জ্ঞানদেব! আপনার দান আমাদের কল্যাণপ্রদ হোক ; আর আমাদের যজ্ঞ (সৎকর্ম-অনুষ্ঠান) আমাদের কল্যাণপ্রদ হোক ; এবং আমাদের স্তুতিসমূহ আমাদের কল্যাণদায়িকা হোক। (ভাব এই যে,— জ্ঞানদেব সকল কল্যাণের নিলয়। তিনি আমাদের অশেষ-কল্যাণহেতুভূত হোন, এবং মোক্ষের বিধান করুন)। [মন্ত্রের শেষ প্রার্থনা—'আমাদের স্তুতিসমূহ মঙ্গলপ্রদ হোক।' ভাব এই যে, —আমরা যেন একমনে একসাথে তাঁকে ডাকতে সমর্থ হই। ডাকার মতো ডাকতে পারলে, ভগবান্ নিজেই এসে উপস্থিত হন। আমরা যেন তাঁকে ডাকার মতো ডাকতে পারি। আমাদের স্তবস্তুতিতে যেন কোনরকম কপটতা না থাকে। আর আমরা সেই উপলক্ষে যে সব কর্মের অনুষ্ঠান করব, তা যেন সৎসংশ্রবযুক্ত হয়। সৎকর্মের প্রভাবে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে পেতে সমর্থ হবো]। [এই মন্ত্রটি ছন্দ আর্চিকেও (১অ-১২দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২— হে দেব! রিপুসংগ্রামে পাপনাশের জন্য আমাদের মনকে কল্যাণকামী করুন ; যেভাবে রিপুসংগ্রামে আমরা শত্রুজয়ী হই, তেমন করুন ; রিপুদের প্রভূতপরিমাণ দৃঢ়বল বিনাশ করুন ; অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমমঙ্গল প্রদান করুন এবং আমাদের রিপুজয়ী করুন)। [দু'টি উপায়ে রিপুর কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। প্রথম উপায়—নিজে শক্তিলাভ করে। দ্বিতীয় উপায় —রিপুদের হীনশক্তি ক'রে। মন্ত্রের মধ্যে এক অংশে মঙ্গলজনক শক্তিলাভের প্রার্থনা—রিপুজয়ের প্রার্থনা আছে। অপর উপায় অর্থাৎ রিপুদের হীনশক্তি করবার জন্যও অপর অংশে প্রার্থনা আছে। 'শর্ধতাং ভূরি স্থিরা অবতনুহি'—শত্রুদের অভেদ শক্তিকে বিনাশ করুন। সবশেষে অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা —'হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর করো, তুমি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করো, অভিভবকারী শত্রুদের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত করো, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা তোমার ভজনা করব।' —একমাত্র প্রজ্বলন্ত

অগ্নিকেই উদ্দেশ ক'রে এমন প্রার্থনা সমীচীন কিনা বিচার্য। জ্ঞানদেবের কাছেই এমন প্রার্থনার সঙ্গতি নির্দ্বিধায় মান্য]। [এই সূক্তের ঋষি—'সোভরি কাণ্ব']।

১১/১— শক্তির আশ্রয় অর্থাৎ সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানসহযুত সৎকর্মের পালক হন ; অতএব হে সর্বতত্ত্বজ্ঞ! আমাদের মধ্যে মহৎ বা প্রভূত মঙ্গল স্থাপন করুন। (সৎকর্মসমুদ্ভূত জ্ঞানের প্রভাব এখানে পরিবর্ণিত আছে ; তার দ্বারা মহতী সিদ্ধি হয়—এটাই ভাবার্থ)। [প্রচলিত ব্যাখ্যায়, এই মন্ত্রে, বলের পুত্র অগ্নিকে সম্বোধন ক'রে গরু ইত্যাদি পশুসহ ধন বা অন্ন প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এই মন্ত্রে সেই শক্তির আশ্রয় সৎকর্মের প্রজনক জ্ঞানদেবতাকেই সম্বোধন ক'রে, তিনি যে জ্ঞানসহযুত সৎকর্মের পালক অথবা তিনি যে স্তুতিমন্ত্র-নিষেবিত ভগবৎ-উপাসনারূপ সৎকর্মের ঈশ্বর তা-ই বলা হয়েছে ; এবং তাঁর কাছে পরমমঙ্গল প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১১/২— প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক সেই জ্ঞানদেবতা—দীপনশীল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা, নিবাসয়িতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রদাতা, সর্বদর্শী এবং স্তোত্রের দ্বারা (অনুশীলনের দ্বারা) স্তোতব্য অর্থাৎ অনুসরণীয় হন ; বহুমুখপ্রসারিত অর্থাৎ সর্বত্র ক্রিয়াশীল হে দেব! উপাসক আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (জ্ঞানের প্রভাব অনুধ্যান ক'রে উপাসক পরমধন প্রার্থনা করছেন—এটাই তাৎপর্য)।

১১/৩— স্বপ্রকাশশীল হে জ্ঞানদেব! আমাদের মধ্যে পরমধন প্রেরণ করুন ; এবং আপনার সাথে তা আগমন করুক ; এবং সকল দিবসে ও সকল রাত্রিতে আমাদের মধ্যে তা বিরজামান্ থাকুক। (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানের সাথে সদাকাল শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক)। তীক্ষ্ণদ্যুতিসম্পন্ন হে দেব! লোকহিতসাধক সেই প্রসিদ্ধ আপনি শত্রুগণকে (রিপুদের) নাশ করুন। (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে রিপুসমূহের প্রাধান্য সকল রকমে খর্ব হোক)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের প্রতিবাক্য ইত্যাদি গ্রহণের বিষয়ে এই মন্ত্রার্থে ভাষ্যের অনুসরণ করা হলেও মূল প্রার্থনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অন্তরে পোষণ করা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি —'গোতম রাহূগণ'। সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'পৌষ্কলম্' এবং 'শ্রুধ্যম্']।

●

চতুর্থ খন্ড

(সূক্ত ১২)

বিশো বিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ॥ ১॥
যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্।
প্র শংসন্তি প্রশস্তিভিঃ ॥ ২॥

পন্যাংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্ম্যুদ্যতা।
হব্যান্যৈরয়দ্ দিবি॥ ৩॥

(সূক্ত ১৩)

সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরাগৃণে শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্।
বিপ্রং হোতারং পুরুবারমদ্রুহং কবিং সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্॥ ১॥
ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগেযুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্।
দেবাসশ্চ মর্তাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং বিশ্পতিং নমসা নি ষেদিরে॥ ২॥
বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনুব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে।
যৎ তে ধীতিং সুমতিমাবৃণীমহেঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব॥ ৩॥

(সূক্ত ১৪)

উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ।
বায়োরনীকে অস্থিরন্॥ ১॥
যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনম্।
আপশ্চিন্নি দধাপদম্॥ ২॥
পদং দেবস্য মীঢ়ুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ।
ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃক্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১২সূক্ত/১সাম— হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি ভগবানকে পাবার কামনা করো, তাহলে তোমাদের এবং নিখিল জনগণের অতিপ্রিয় অতিথির ন্যায় পূজ্য (মিত্রের ন্যায় সহজপ্রাপ্য), অগ্নিদেবকে (জ্ঞানাগ্নিকে) ভক্তিসহযুত স্তোত্রের দ্বারা আহ্বান (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করো। তোমাদের শান্তিকামনায় সকল সুখের নিদান, শ্রেষ্ঠনিবাসস্থল, অগ্নিদেবকে (স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবতাকে) স্তুতির দ্বারা (ভক্তিসহযুত অর্চনাকারী) আমি স্তব ক'রি (হৃদয়ে উদ্দীপিত ক'রি)। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—মুক্তি-ইচ্ছাকারী জনগণ যেন ভক্তির সাথে ভগবানকে অর্চনা করেন। অতএব আমিও যেন হৃদয়ে তাঁকে উদ্বোধন ক'রি)। [মন্ত্রটির প্রচলিত অর্থ এই যে, 'তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকেরও প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন করো, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করছি।' ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রটি ঋত্বিক্ যজমানদের সম্বোধন ক'রে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সম্বোধনকারী যে কে, তা ভাষ্যে উল্লেখিত নেই]।

১২/২— সাধনাপরায়ণ জনসমূহ মিত্রতুল্য অমৃতদায়ক যে দেবতাকে স্তুতির দ্বারা আরাধনা করেন, সেই দেবতাকে আমরা আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হই)। [মানুষ অনেক সময় ভগবৎ-পূজায় আত্মনিয়োগ করতে চায় বটে, কিন্তু সামর্থ্যের অভাববশতঃ পূজা করতে পারে না। ইচ্ছা থাকলেই কোন কার্যে সফলতা লাভ

হয় না, ইচ্ছার সঙ্গে কর্মসামর্থ্যও থাকা চাই। এই মন্ত্রে সেই পূজাশক্তি লাভ করবার জন্যই প্রার্থনা রয়েছে। —এই মন্ত্রটির যে সব ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা—'যাঁর উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয়, এবং লোকে যাঁর উদ্দেশে হব্য দান ক'রে স্তুতির দ্বারা প্রশংসা করে।' এ থেকেই প্রচলিত অর্থের ভাব অধিগত হয়]।

১২/৩— সৎকর্মের সাধনে উচ্চারিত স্তোত্র-সমূহ যে দেবতা ভগবৎ-সমীপে প্রেরণ করেন, সাধকদের উৎসাহবর্ধক জ্ঞাত-প্রজ্ঞ সেই জ্ঞানদেবতাকে আমরা আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎ-প্রাপক নিত্যজ্ঞান লাভ ক'রি)। [পূর্ব-মন্ত্রের মতো বর্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে অসম্পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,—'যিনি (স্তোতার) প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্য-সমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন।' এই ব্যাখ্যার দ্বারা মন্ত্রের মধ্যে কি ভাব আছে, তা বোঝা অসম্ভব]। [এই সূক্তের ঋষি 'গোপবন আত্রেয়'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত চারটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'শ্যাবাশ্বম্', 'আন্ধীগবম্', 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্' এবং 'গৌরীবিতম্']।

১৩/১— ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা দীপ্ত জ্ঞানদেবকে আমি স্তুতি করছি ; পবিত্র, পবিত্রকারক নিত্যজ্ঞানকে সৎকর্মসাধনে যেন অগ্রে স্থাপন ক'রি, অর্থাৎ সকল কর্মে যেন জ্ঞানপ্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ ক'রি ; জ্ঞানদায়ক দেবভাবপ্রাপক সকলের বরণীয় সাহায্যকারক সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ জ্ঞানদেবকে আমরা যেন পরমধনপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —আমরা যেন জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সৎকর্মসাধন ক'রি ; ভগবান্ আমাদের পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করুন)। [এই অগ্নি সর্বার্থেই জ্ঞানাগ্নি—জ্ঞানদেব। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রজ্বলন্ত অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে ; যেমন—'আমি ইন্ধন দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব ক'রি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতাবিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন ক'রি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণের আহ্বায়ক, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্বদর্শী ও সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা ক'রি।' একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে, কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহনশীল অগ্নির প্রতি এই স্তুতি উচ্চারিত হ'তে পারে না]।

১৩/২— হে জ্ঞানদেব! সকল লোক অমৃতস্বরূপ, নিত্যকাল ভগবৎসমীপে পূজোপচারপ্রাপক, সাধকদের পালক আরাধনীয় আপনাকে ভগবানের সাথে মিলনসাধক করেন ; চিরজাগরণশীল, সর্বব্যাপক, লোকবর্গের অধিপতি আপনাকে সাধকগণ ভক্তির সাথে হৃদয়ে সংস্থাপন করেন (অথবা আরাধনা করেন)। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সকল লোক ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আরাধনা করেন)।

১৩/৩— হে জ্ঞানদেব! স্বর্গমর্ত্যবাসী সকল লোককে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান ক'রে সৎকর্মে দেবভাবের মিলনসাধক আপনি দ্যুলোক-ভূলোক বিচরণ করেন ; যেহেতু আপনার প্রজ্ঞা এবং সৎবৃত্তি সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা করছি, সেইজন্য সর্বত্রব্যাপক আপনি আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক মঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [জ্ঞানই 'দেবানাং দূতঃ'—দেবভাবের সাথে মিলনসাধক। জ্ঞানী ব্যক্তি দেবভাবের অধিকারী হন। এটাই পদ দু'টির তাৎপর্য। তাই প্রার্থনা করা হয়েছে—'তে ধীতিং সুমতিং বৃণীমহে'—আমরা যেন জ্ঞানজনিত প্রজ্ঞা ও সৎবৃত্তি লাভ ক'রি। 'ত্রিবরূথঃ' পদের দ্বারা ত্রিলোকের ত্রিকালস্থ ইত্যাদি বোঝায়।

অর্থাৎ জ্ঞান সর্বত্র সর্বকালে বর্তমান আছে। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। সুতরাং তা বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে। সেই জ্ঞান যেন আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করে, জ্ঞানের বলে যেন আমরা পরাশক্তির অধিকারী হ'তে পারি—এটাই মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য' বা 'বীতহব্য'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলি নাম, যথা ;—'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম' এবং 'কাবম্']।

১৪/১— হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! পুনঃপুনঃ আপনার গুণানুকীর্তনকারী, সাধনার্থী আমার এই বাক্যসমূহ আপনাকে (আমার) প্রাণবায়ুর সমীপে উদ্বুদ্ধ করছে। (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সাথে আপনার নিত্যসম্বন্ধ লাভের কামনায় আমি আপনার স্তব করছি। অথবা, এই স্তুতিসকল আপনাকে সর্বত্র প্রাপ্ত হোক)। [সাধারণতঃ এই মন্ত্রটির অর্থ করা হয়—'হে অগ্নিদেব! যজমানের জন্য, ভগিনীগণের ন্যায় তোমার গুণসমূহের বর্ণনকারী স্তুতিসকল, তোমার নিকটে উপস্থিত হচ্ছে এবং তারা বায়ুর সমীপে তোমাকে পরিবর্ধিত ক'রে স্থিতি করছে।' ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'জাময়ঃ' পদের অর্থ করেছেন,—'স্বসার ইব' অর্থাৎ ভগিনীগণের মতো। তাতে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে, ভ্রাতার স্বল্পমাত্র গুণ থাকলেও ভগিনীগণ যেমন তা দর্শনে সহস্রমুখিনী হয়, তেমনই এই স্তুতিসকল আপনার গুণসমূহের বর্ণনাকারী হয়ে আপনার নিকট সমুপস্থিত হচ্ছে।' জানি না ; এ অর্থ কতদূর সৎ-ভাবমূলক। এই মন্ত্রার্থে কিন্তু ধাতু-অর্থের অনুসরণে ঐ 'জাময়ঃ' পদে 'উৎপন্ন' অর্থ গৃহীত হয়েছে। তাতে ঐ পদ 'গিরঃ' (বাচঃ) পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হয়েছে। নিত্যসত্যসনাতন বেদে অনিত্য ভ্রাতা-ভগিনীর উপমা কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-২দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৪/২— যে জ্ঞানদেবের ত্রিলোক অবারিত অর্থাৎ যে জ্ঞানদেব ত্রিলোকের সর্বময়প্রভু, যিনি সাধকদের মুক্ত হৃদয়ে নিবাস করেন, সেই জ্ঞানদেবে অমৃত নিশ্চয়ই আশ্রয় গ্রহণ করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্বলোকের অধিপতি জ্ঞানের সাথে অমৃত সম্মিলিত হয়)।

১৪/৩— প্রকৃষ্ট রক্ষাশক্তির দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা যেন অভীষ্টবর্ষক দেবতার পরমাশ্রয় লাভ ক'রি ; সেই পরমদেবতার কৃপাদৃষ্টি জ্ঞানদেবতুল্য মঙ্গলপ্রদ হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানের পরমাশ্রয় লাভ ক'রি ; পরাজ্ঞান আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক)। [মন্ত্রে ভগবানের আশ্রয়লাভের প্রার্থনা আছে। অভীষ্টবর্ষক পরমদেবতা তাঁর রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের সর্ববিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাঁর কৃপাতেই মানুষ রিপুদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তাঁর মঙ্গলশক্তি আমাদের ঘিরে আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি ; তাঁর অনুকম্পাতেই আমরা তাঁর চরণে পৌঁছাতে পারি। তাঁর কৃপাদৃষ্টিই আমাদের পরম মঙ্গলসাধক]। [এই সূক্তের ঋষি—'ভার্গব অগ্নি' বা 'পাবক বার্হস্পত্য'। এই মন্ত্র তিনটির একত্র-গ্রথিত গেয়গানের নাম—'বারবন্তীয়োত্তরম্']।

— পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—ষোড়শ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে)—১।৩।৪।৭।৮।১৫।১৭-১৯ ইন্দ্র; ২ ইন্দ্রাগ্নী; ৫/১৬ অগ্নি; ৬ বরুণ; ৯ বিশ্বকর্মা; ১০।২০।২১ পবমান সোম; ১১ পূষা; ১২ মরুৎগণ; ১৩ বিশ্বদেবগণ; ১৪ দ্যাবাপৃথিবী।

ছন্দ—১।৩-৫।৮।১৭-১৯ প্রগাথ; ২।৬।৭।১১-১৬ গায়ত্রী; ৯ ত্রিষ্টুপ্; ১০ অত্যষ্টি; ২০ উষ্ণিক; ২১ জগতী।

ঋষি— প্রতিটি সূক্তের শেষে যথাযথ উল্লেখিত।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্॥ ১॥
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥ ২॥

(সূক্ত ২)

প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ।
ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥ ১॥
ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্।
সাকমেকেন কর্মণা॥ ২॥
ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্য্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ।
ঋতস্য পথ্যাতঅনু॥ ৩॥
ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রযাংসি চ।
যুবোরপ্তূর্যং হিতম্॥ ৪॥

(সূক্ত ৩)

শগ্ধ্যূ৩ষূ শচীপত ইন্দ্রং বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি॥ ১॥
পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্ গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
ন কির্হি দানং পার মর্দ্ধিষৎ ত্বে যদ্য দ্যামি তদাভর॥ ২॥

(সূক্ত ৪)

ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্ বাবৃষস্ব মঘবন্ গবিষ্টয়ে উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥ ১॥
ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি চ যূথা দানায় মংহসে।
আ পুরন্দরং চকৃম বিপ্রবচস ইন্দ্রং গায়ন্তোঽবসে ॥ ২॥

(সূক্ত ৫)

যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মঘোর্ন পাত্রা প্রথমা ন্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্বগ্নয়ে ॥ ১॥
অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো মর্মৃজ্যন্তে দেবয়বঃ।
উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— হে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শ্রেয়ঃকামী অর্থাৎ দেবত্ব-অভিলাষী সাধুগণ চিরকাল ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে অনুসরণ করছেন ; সম্যক্ জ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বদর্শী মেধাবিগণ অর্থাৎ সংসার-সাগর-উত্তীর্ণ নরদেবগণ সম্যক্‌রূপে আপনার স্তুতি করেছেন—অনুসরণ করেছেন ; রৌদ্রভাবাপন্ন দেবগণ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণ (বিবেক-অনুসারী জনগণ) আদি-অন্তরহিত চিরনূতন আপনাকে স্তব করছেন। অতএব হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরাও ভগবৎপরায়ণ হও। এটাই মন্ত্রার্থ। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-আরাধনা সকলেরই সুখদায়ক। অজ্ঞানতার দূরীকরণে জ্ঞানীকে, সৎপদ প্রদর্শনে ধর্মমার্গের অনুসারিগণকে, করুণা-বিতরণে নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্মসামর্থ্যহীন জনের পরিচালনায়, ভগবান্ সর্বদা নিরত আছেন। অতএব যে জীব! শ্রেয়ঃলাভের জন্য সদাই ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হও।—মন্ত্রটি এমনই আত্ম-উদ্বোধনমূলক)। [ঋভুগণ বা ঋভুদেবগণ —মেধাবিগণ। এঁরা প্রকৃতপক্ষে নরদেব ; অর্থাৎ মানুষরূপেই মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। পরে আপন সৎকর্মের ফলে দেবত্ব লাভ করেন। এঁদের সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটি পৌরাণিক উপাখ্যান,— 'অঙ্গিরোবংশীয় সুধন্বার তিনটি পুত্র ছিল। সেই তিন পুত্রের নাম,—ঋভু, বিভু ও বাজ। জ্যেষ্ঠের নাম অনুসারে তাঁরা একযোগে ঋভুগণ নামে পরিচিত হন। ইন্দ্রের তুষ্টির জন্য তাঁরা বহুশ্রমসাধ্য কর্মসম্পাদন করেছিলেন। তারই ফলে তাঁরা পূজার্হ হন। কথিত আছে—এখন তাঁরা তিনজন সূর্যলোকে বসতি করছেন। সূর্যের রশ্মির মধ্যে তাঁদের অস্ফুট পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান। ঋভুগণ ইন্দ্রের ঘোটকদের ইন্দ্রের জন্য শিক্ষিত করেছিলেন ; অর্থাৎ

ঋভুগণ ইন্দ্রের ঘোটকের শিক্ষক বা তত্ত্ববধায়ক ছিলেন। আর, তাঁরা চমস ইত্যাদি যজ্ঞীয় পাত্র নির্মাণ করতেন এবং সেইজন্য যজ্ঞীয়ত্ব (দেবত্ব) প্রাপ্ত হন।' এই মন্ত্রার্থে 'রুদ্রাঃ' পদের অর্থ 'রৌদ্রভাবাপন্নাঃ দেবাঃ, বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ' ইত্যাদি। —'রুদ্র' বলতে প্রধানতঃ শিবকে বোঝায়। একাদশ গণদেবতাও 'রুদ্র' নামে অভিহিত হন। তাঁদের নাম—অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর। মতান্তরে, 'রুদ্র' বলতে অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক ইত্যাদি। সায়ণাচার্য 'রুদ্রা' পদের অর্থ করেছেন এইভাবে—'রুদ্রপুত্রা মরুতশ্চ।' এমন অর্থ থেকেও এক উপাখ্যানের অবতারণা হয়। সেখানে বলা হয়েছে বৃত্রাসুর বধের সময় মরুৎ-দেবগণ ব্যতীত সকল দেবতাই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেন। সেই থেকে তাঁরা ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন ; এবং সোমপানে ইন্দ্রের সহকারিত্ব লাভ করেন। 'রুদ্রাঃ' পদে আরও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়ে থাকে। তাতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক স্থলেই নানারকম জটিলতার সৃষ্টি করে। এই মন্ত্রার্থে এই পদে 'যাঁরা কঠোর তপঃ রূপ রৌদ্রভাবের দ্বারা নিজেদের অন্তরস্থ শত্রুদের বিনাশ সাধন করতে পেরেছেন, যাঁরা নির্মল হৃদয়, ভগবৎ-পরায়ণ', তাঁদের অভিহিত করা হয়েছে। এই মানুষই যে, 'কর্মের প্রভাবে দেবতা হ'তে পারে, ভগবান্ রুদ্রের মতো জীবন্মুক্ত হ'তে পারে' ; তাঁদেরই লক্ষ্য করা হয়েছে। 'ঋভবঃ' এবং 'রুদ্রাঃ' সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন। এইভাবে বিশ্লেষণে দেখা যায়—ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করলে, তাঁর পূজাপরায়ণ হ'লে অর্থাৎ সৎকর্মে জীবন-মন উৎসর্গ করলে যে শ্রেয়ঃলাভ অবশ্যম্ভাবী, মন্ত্র আদর্শ সেই উপদেশ বক্ষে ধারণ ক'রে আছে]।

১/২— ভগবান্ ইন্দ্রদেব প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দ দানের জন্য সাধকের আত্মপোষণ-সমর্থ বল প্রবর্ধিত করেন ; সাধকগণ নিত্যকাল ভগবানের প্রসিদ্ধ সেই মাহাত্ম্য আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকবর্গকে পরাশক্তি প্রদান করেন ; সাধকগণ নিত্যকাল ভগবৎ-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। [এই সূক্তের ঋষি—'মেধ্যাতিথি কাণ্ব'। এই সূক্তটির অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'বষট্‌কারনিধনম্' এবং 'কণ্বরথন্তরম্']।

২/১— হে বলাধিপতি (ইন্দ্র) এবং জ্ঞানদেব (অগ্নি)! বেদজ্ঞ মন্ত্রাভিজ্ঞ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ আপনাদের আরাধনা করেন ; আত্মশক্তিলাভের জন্য আমি আপনাদের আরাধনা করছি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। প্রার্থনামূলকও বটে। এর ভাব এই যে, —সাধকগণ ভগবানকে আরাধনা করেন ; আমরাও যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই)।

২/২— হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! আপনারা রিপুগণের রক্ষক, (অথবা সাহায্যকারী) অসংখ্য আশ্রয়স্থান (অথবা প্রভূতশক্তি) যুগপৎ অবহেলায় বিনাশ করেন। (নিত্যসত্যমূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে, —ভগবানই লোকবর্গের রিপুনাশক হন)।

২/৩— হে বলাধিপতি এবং জ্ঞানদেব! আপনাদের কৃপায় আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সত্যের পথ লক্ষ্য ক'রে সৎকর্মের অভিমুখে গমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবানের কৃপায় আমরা যেন সত্যপরায়ণ সৎকর্মসাধক হই)। [সত্যের আলোকরেখাকে লক্ষ্য ক'রে যদি চলতে পারি, তবে আমাদের সম্মুখস্থ অন্ধকাররাশিকেও ভয় নেই। সেই ধ্রুবজ্যোতিঃ ধ্রুবতারা—সত্য, অনন্ত অবিনশ্বর সত্য। যিনি সেই সত্যের পথে চলতে সমর্থ হন, তাঁর আর অধঃপতনের ভয় থাকে না। তাই সেই সত্যের পথে চলবার শক্তি লাভ করবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে]।

২/৪— হে বলাধিপতি ও জ্ঞানদেব! আপনাদের শক্তি ইত্যাদি এবং উর্ধ্বগমনদায়ক পরমাশ্রয় একত্র নিবাস করে ; আপনাদের অমৃতদানের শক্তি আমাদের পরমমঙ্গলদায়িকা হোক। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই কেবলমাত্র লোকবর্গের পরমাশ্রয় হন। তিনি আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুন)। [মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম এই যে, ভগবানই মানুষকে পরমধন—পরমাশ্রয় প্রদান করেন। 'প্রয়াংসি' পদ গমনার্থক যা ধাতুমূলক। প্রকৃষ্টরূপে যাতে গমন করা যায়, বা গমন ক'রে যাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি লাভ করা যায়— 'প্রয়াংসি' পদে তা-ই বোঝায়। সেই বস্তু কি?—পরমপদ ভগবৎ-আশ্রয়। সেই পরমাশ্রয় ও ভগবৎশক্তি একত্র অবস্থিতি করে অর্থাৎ ভগবৎশক্তিই সেই আশ্রয়ের কারণ। দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনার মর্ম এই যে,—ভগবৎশক্তি, তার অমৃতদায়িকা শক্তি আমাদের চরম ও পরমমঙ্গল সাধন করুক। 'অপ্তুর্যং' পদের অর্থ—'অমৃতদায়কঃ'। ভগবানের সেই শক্তিই আমাদের মঙ্গলের পথে নিয়ে যাক। আমাদের বাক্য, চিন্তা, কর্ম মঙ্গলময় হোক—এটাই প্রার্থনার ভাবার্থ —প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটির ভাব কেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তা বোঝাবার জন্য একটি বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হলো— হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে, এবং বৃষ্টি-প্রেরণরূপ কার্য তোমাদের দু'জনেতেই নিহিত আছে]। [এই সূক্তের ঋষি— 'বিশ্বামিত্র গাথিন']।

৩/১— নিখিল কর্মাধার হে পরমৈশ্বর্যশালিন ভগবন্ ইন্দ্রদেব। আপনি সর্বরকম রক্ষার সাথে অভীষ্টফল পরমার্থরূপ ধন প্রদান করুন। হে সর্বশক্তির আধার ইন্দ্রদেব! ধনের ন্যায় অর্থাৎ রজত-কাঞ্চন ইত্যাদি ধনসমূহ যেমন লোকের অতি প্রিয়তম এবং কামনার সামগ্রী, অপিচ, লোকে সেই রজতকাঞ্চন ইত্যাদি যেমন ভজনা করে— তেমনই, অশেষমহিমান্বিত অর্থাৎ সকলরকম যশের আধার এবং নিখিল ধনের প্রাপক আপনাকে যেন পরিচর্যা ক'রি —অনুসরণ করি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক, আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনাজ্ঞাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন, এবং আমাদের পরমার্থ ধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৩দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২— পরমমঙ্গলদায়ক হে দেব! আপনি ব্যাপকজ্ঞানের পুরয়িতা, জ্ঞানকিরণসমূহের প্রবর্ধয়িতা এবং মূলকারণ হন ; আপনার কল্যাণদানকে কোনও রিপু বিনাশ করতে পারে না ; হে দেব! যে পরমধন আমি প্রার্থনা করছি, সেই ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে দেব! আপনিই পরাজ্ঞানদায়ক হন; কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন —মোক্ষ প্রদান করুন)। ['হিরণ্যয়ঃ' পদে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপকে বোঝায়। তিনি পরমমঙ্গলের আধার জ্ঞানের উৎস। তিনি 'অশ্বস্য পৌরঃ, গবাং উৎসঃ' —জ্ঞান তাঁর থেকে উৎপন্ন বা তিনিই জ্ঞানের আধার। মানুষের হৃদয়ে তাঁর শক্তি বর্তমান থেকে মানুষকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যায়। তাঁর শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোন অমঙ্গল, অকল্যাণই তাঁর মঙ্গলময় প্রভাবে জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। 'যৎ যৎ যামি তৎ আভর'— আমরা যা প্রার্থনা করছি, আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো। — 'অশ্ব' পদের অর্থ, আমাদের মন্ত্রার্থে, 'ব্যাপকজ্ঞান ; 'গবাং' পদে 'জ্ঞানকিরণ'। কিন্তু প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়— 'হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গো-সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করো, তুমি হিরন্ময়শরীর ও উৎসসদৃশ। তুমি আমাদের যা দান করতে বাসনা করো, তা কেউই হিংসা করতে পারে না। অতএব যা যাচ্ঞা ক'রি, তা আহরণ করো।'— অর্থাৎ এই অনুবাদক 'অশ্ব' অর্থে ঘোড়া ও 'গাবং' অর্থে

গরু ধরেছেন]। [এই সূক্তের ঋষি— 'ভর্গ প্রাগাথ'। এই দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম— 'হারায়ণম্', 'অভীবর্তম্' এবং 'মানবম্']।

৪/১— হে ইন্দ্র! আপনি (আমাদের অনুষ্ঠিত এই সৎকর্মে অথবা হৃদয়ে) আগমন করুন ; এবং মোক্ষকামী সৎ-অসৎ কর্মপরায়ণ অর্চনাকারী আমার জন্য পরমধন প্রদান করুন। হে ভগবন্ ইন্দ্র! প্রজ্ঞানকামী আমাকে প্রজ্ঞান প্রদান করুন। হে পরমৈশ্বর্যশালী ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অশ্বের ন্যায় ত্বরিতগতিবিশিষ্ট সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য— কাময়মান অথবা সর্বব্যাপক ভগবানকে প্রাপ্তকামী আমাকে সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যকে এবং ভগবানকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সাধক পরমধন ও প্রজ্ঞান এবং সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য ও ভগবৎ-সম্মিলন লাভের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের সৎকর্মপরায়ণ করুন ; দিব্যজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন)। [প্রচলিত অর্থে এবং ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পাবার প্রার্থনা জানান হয়েছে। মূলতঃ 'গবিষ্টয়ে' এবং 'অশ্বমিষ্টয়ে' পদ দু'টি থেকেই ঐরকম অর্থ আনা হয়েছে। ঐ দু'টি চতুর্থী বিভক্তির পদ, বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের মন্ত্রার্থে 'গবিষ্টয়ে' পদের অর্থ 'প্রজ্ঞানং কাময়তে' ; 'গো' শব্দে জ্ঞানরশ্মি বোঝায়। আবার 'অশ্ব' শব্দ 'অশ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ব্যাপ্ত করা বা ব্যেপে থাকা। যা ভগবানকে ব্যাপ্ত বা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়, এখানে 'অশ্ব' পদে সেই ভাব আছে। তাতে সর্বব্যাপক সৎকর্মের বা প্রজ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আছে ব'লে মনে করাই সঙ্গত। মোক্ষকামী জনের, ভগবৎ-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ এবং সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্যলাভই কামনার সামগ্রী। ভগবানের কাছে গরু-ঘোড়া লাভের কামনা তাঁর পক্ষে অতি তুচ্ছ]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৪/২— হে দেব! আপনি প্রভূতপরিমাণ শ্রেষ্ঠ পরমধন ইত্যাদি সাধকদের প্রদান করেন ; রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য ভগবৎ-মাহাত্ম্য-কীর্তনকারী প্রার্থনাকারী আমরা যেন রিপুনাশক ভগবান্ ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! পরমধনদায়ক আপনাকে প্রার্থনাকারী আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! পরমমঙ্গলদায়ক আপনাকে প্রার্থনাকারী আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। [এই সূক্তের ঋষি— 'ভর্গ প্রাগাথ'। সূক্তান্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম— 'কৌল্মল হিষম' এবং 'কণ্ববৃহৎ']।

৫/১— দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তা, সাধকদের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সকল রকম ধন (চতুর্বর্গধন) অর্চনাকারীকে প্রদান করেন ; অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) মুখ্যপাত্রের (শ্রেষ্ঠ আধার-স্বরূপ হৃদয় প্রদেশের) ন্যায়, এই স্তোত্রসমূহ সেই অগ্নিদেবকে প্রাপ্ত হোক। (ভাব এই যে,— শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃদয়প্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রীতিদায়ক হয়, তেমনই এই স্তোত্রসমূহও তাঁর প্রীতির কারণ হোক)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ —'দেবগণের আহ্বানকর্তা হর্ষপ্রদ যে অগ্নিদেব, মনুষ্যদের সকল প্রকার ধন প্রদান করেন, সেই এই অগ্নিকে উদ্দেশ ক'রে মদকর সোমের ন্যায় মুখ্য পাত্রসমূহ ও মুখ্য স্তোত্রসমূহ গমন করছে।' ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করলেই এ মন্ত্রটির এমনই অর্থ অবগত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য —ভাষ্যকার, এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মধোঃ' পদের 'মদকরস্য সোমস্য' অর্থ এনেছেন। তাতেই এমন অর্থ অবভাসিত হয়েছে। এই অর্থে অগ্নিদেব অতিশয় মদ্যপায়ী এবং মদকর সোম তাঁর অতীব প্রিয়বস্তু, এমন ভাব আপনা-আপনিই মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। কিন্তু 'মধোঃ' পদের 'মদকর-সোম' অর্থ আনবার কোন কারণই দেখা যায় না। বেদের মধ্যে 'মধু' পদ বহু স্থানে প্রযুক্ত দেখতে

পাওয়া যায়। তার অনেক স্থলেই ঐ 'মধু' পদের সুসঙ্গত অর্থ— 'অমৃত, শুদ্ধসত্ত্ব'। এই মন্ত্রার্থেও তা-ই স্বীকৃত হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৪দ-১০স) পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২— সর্বলোকবরণীয় লোকবর্গের অধীশ্বর হে পরমদেব! ভগবানে আত্ম-উৎসর্গকারী দেবভাবপ্রার্থী সাধকবর্গ সৎ-মার্গ-প্রাপক জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে স্তোত্রের দ্বারা আরাধনা করেন। হে দেব! আমাদের পুত্রপৌত্র প্রভৃতি সকল জনে পরমধনবান্ আপনার পরমধন প্রদান করুন! (নিত্যসত্যমূলক এবং প্রার্থনামূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,— সাধকগণ জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা করেন ; ভগবান্ আমাদের এবং আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সকলকে পরমধন প্রদান করুন)। [পরমধন অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রার্থনা। শুধু আমরা নই— আমাদের ভাবী বংশধরেরাও যেন মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হয়। প্রার্থনা, কার কাছে? জ্ঞানদেবতার কাছে। 'অশ্বং ন' পদে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপেরই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কোন উপমার ভাব নেই]। [এই সূক্তের ঋষি— 'সোভরি কাণ্ব'। সূক্তান্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত গেয়গানটির নাম— 'দৈর্ঘপ্রবসম্']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৬)

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়।
ত্বামবস্যুরা চকে॥ ১॥

(সূক্ত ৭)

কয়া ত্বং ন ঊত্যাভি প্র মন্দসে বৃষন্।
কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ২॥

(সূক্ত ৮)

ইন্দ্রমিদ্ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে॥ ১॥
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ॥ ২॥

(সূক্ত ৯)

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব তন্ব৩ং স্বা হি তে।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু॥ ১॥

(সূক্ত ১০)

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বোষাংসি তরতি সযুগ্বভিঃ সুরো ন সযুগ্বভিঃ।
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
বিশ্বা যদ্ রূপা পরিয়াস্যৃক্বভিঃ ঋকৃভিঃ॥ ১॥
প্রাচীমনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎ স রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ।
অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্ বজ্রশ্চ যদ্ ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা॥ ২॥
ত্বং হ ত্যৎ পণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে।
পরাবতো ন সাম তদ্ যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৬সূক্ত/১সাম— হে অভীষ্টবর্ষক (বরুণ) দেব! আমার উচ্চারিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমার সুখসাধন করুন। পরিত্রাণকামী আমি আমাদের উদ্দেশে এই স্তব (প্রার্থনা) করছি। (ভাব এই যে,— হে দেব! পরিত্রাণকামনার জন্য আমি আপনাকে প্রার্থনা করছি; সেই প্রার্থনা শ্রবণ করুন, এবং সুখবিধান করুন)। [একটি মন্ত্র-সম্বলিত এই সূক্তটির ঋষি— 'শুনঃশেফ আজীগর্তি']।

৭/১— অভীষ্টদায়ক হে দেব! আপনি কোন্ রক্ষাশক্তির বলে আমাদের পরমানন্দ প্রদান করেন? কোন্ শক্তির দ্বারা প্রার্থনাকারী আমাদের পরমধন প্রদান করেন? অর্থাৎ ভগবানের মহিমা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজনের বুদ্ধির অতীত। (মন্ত্রটি আত্মদৈন্য-নিবেদনমূলক ও নিত্যসত্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,— ভগবান্‌ই লোকবর্গকে পরমানন্দ এবং পরমধন প্রদান করেন; তাঁর মহিমা লোকসমূহের ধারণাতীত)। [শুধু রক্ষাকার্য নয়, ভগবান্ মানুষকে পরমধন মোক্ষ প্রদান করেন; কিন্তু কি সে অসীম ভাণ্ডার, যা থেকে জনগণ অনন্তকাল অবধি নিজেদের অভীষ্ট রত্ন সংগ্রহ করছে? বিস্ময়ের সাথে সাধক সেই রত্নভাণ্ডারের পরিচয় লাভেরও চেষ্টা করেছেন]।·[একটি মন্ত্র-সম্বলিত এই সূক্তের ঋষি— 'সুকক্ষ আঙ্গিরস']।

৮/১— দেবপূজনের জন্য অর্থাৎ সকল সৎকর্মে, অদ্বিতীয় ভগবানকে আহ্বান ক'রি; এবং সৎ-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অর্থাৎ সৎ-কর্মসাধনের কল্পনায় ভগবানকে আহ্বান ক'রি; অপিচ, সৎ-অসৎ-বৃত্তির পরস্পর সংঘর্ষে অথবা কর্ম-সম্পূর্ণে সৎকর্মে ব্রতী আমরা ভগবানকে আহ্বান ক'রি (হৃদয়ে ধারণ ক'রি); এবং সৎকর্মের ফল চতুর্বর্গরূপ পরমধন লাভের নিমিত্ত ভগবানকে আহ্বান ক'রি। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। সকল কার্যে— কর্মের প্রারম্ভে, কর্মসম্পাদনকালে এবং কর্মসমূহের সম্পূর্ণে— সকল সময়ে ভগবানের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হ'লে সুফললাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অনুষ্ঠিত সকল কর্মে আমরা ভগবানের প্রতি যেন সংন্যস্তচিত্ত হ'তে পারি— এমন সঙ্কল্প এখানে বিদ্যমান আছে)। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-২দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২— ভগবান্ ইন্দ্রদেব আত্মশক্তির মাহাত্ম্যের দ্বারা দ্যুলোক-ভূলোককে ধারণ করেন; ভগবান্ ইন্দ্রদেব পরাজ্ঞান প্রকাশিত করেন; ভগবানে সকল ভূতজাত বর্তমান আছে এবং ভগবানেরই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব বর্তমান আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— ভগবানে বিশ্ব বর্তমান আছে; তাঁর হ'তে সবই আগত হয়েছে, তাঁতেই সব প্রলীন হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বের আধার হন)। [এই

সূক্তের ঋষি— 'মেধ্যাতিথি কাণ্ব'। এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম —'যৌক্তস্রুচম্' এবং 'নৈপাতিথম্']।

৯/১— বিশ্বাধিপতি হে দেব! আপনি নিজেকে আহুতি দিয়ে নিজেই যজ্ঞ-সম্পাদন করেন ; যজ্ঞে প্রদত্ত হবিঃ-দ্বারা আপনিই প্রবর্ধিত হন ; সত্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞ জনসমূহ সর্বতোভাবে মোহপ্রাপ্ত হয় ; পরমধনদাতা সেই দেবতা ইহলোকে প্রার্থনাকারী আমাদের জ্ঞানদায়ক (অথবা স্বর্গপ্রাপক) হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই বিশ্বে প্রকাশিত হন, তিনিই সর্বময় ; সেই দেবতা আমাদের মোক্ষ প্রদান করুন)। [পূর্বাপর বিশ্লেষিত হয়েছে— মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। সুতরাং মানুষ যা করে, একদিক দিয়ে তা ভগবানের কার্যও বলা যায়। বর্তমান মন্ত্রে এই ভাবই গৃহীত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে— 'তন্বা স্বয়ং যজস্ব'। আবার 'হবিষা বাবৃধানঃ'— সেই যজ্ঞের ফলও তিনিই ভোগ করেন। হোতাও তিনি, যজমানও তিনি, হব্যও তিনি— কারণ তিনি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে জগতে আর কিছুই নেই]। [এই সূক্তের ঋষির নাম— 'বিশ্বকর্মা ভৌবন']।

১০/১— সূর্য যেমন আপন কিরণের দ্বারা আবরক অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, তেমনই পবিত্রতাপ্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব তেজঃ প্রদীপ্ত ও দীপ্তিমন্ত তেজপূর্ণ শক্তির দ্বারা এবং আত্মজ্ঞান উন্মেষণের দ্বারা বিশ্বের সকল শত্রুকে নাশ করেন। (ভাবার্থ— সূর্য যেমন রশ্মির দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, তেমনই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ আপন প্রভাবের দ্বারা আত্মজ্ঞান উন্মেষ ক'রে সাধকের অন্তঃশত্রুদের বিনাশ করেন)। তারপর (শুদ্ধসত্ত্ব প্রদীপ্ত হ'লে) পবিত্রকারক সেই ভগবানের তেজোরাশি অর্থাৎ করুণাধারা সাধকদের উদ্ভাসিত অর্থাৎ অভিসিঞ্চিত করে ; (ভাব এই যে,— হৃদয়ে সৎ-ভাব সঞ্জাত হ'লে ভগবানের করুণাধারা আপনিই বিগলিত হয়)। আরও, ভগবান্ যখন দেহ ইত্যাদি সপ্ত-সংজ্ঞক সৎকর্ম-সাধনের উপাদান সমন্বিত তেজঃসমূহের দ্বারা বিশ্বের ভূতজাতসমূহকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করেন, তখন শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহক পবিত্রকারক ভগবান্ আপন তেজের দ্বারা আপনা-আপনিই প্রকাশমান হন। (ভাব এই যে,— সূর্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ তেমনই দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে)। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-১২দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২— বরণীয় জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্মরূপ যান সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয় ; পরম আকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্গীয় সৎকর্মরূপ যান জ্ঞান-কিরণের সাথে মিলিত হয় ; সাধকদের শক্তিদায়ক স্তোত্র-সমূহ ভগবানকে প্রীত ক'রে রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য তাঁকে প্রাপ্ত হয় ; হে দেব! আপনি এবং আপনার রক্ষাস্ত্র অপরাজেয় হন ; যেহেতু রিপুসংগ্রামে আপনারা অপরাজেয় হন, সেই হেতু আমরা রক্ষালাভের জন্য আপনার শরণ প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞান কর্মের সাথে সম্মিলিত হয় ; সাধকগণ প্রার্থনাপরায়ণ হন)।

১০/৩— হে ভগবন্! আপনিই স্তুতিকারক উপাসকদের মুক্তিদায়ক প্রার্থনীয় পরমধন অবগত আছেন ; সৎকর্মসাধনরত সাধকদের আপনি মাতৃভূত শক্তির দ্বারা পরিশুদ্ধ করেন ; তাঁদের আপন অনুষ্ঠিত সৎকর্মে সত্যের ধারণশক্তি (অর্থাৎ সৎ-বুদ্ধি) দ্বারা তাঁদের সম্যক্‌রূপে পরিশুদ্ধ করেন ; যে পরাজ্ঞানে সৎ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরমানন্দ লাভ করেন, সেই প্রসিদ্ধ পরাজ্ঞান স্বর্গেও পরমানন্দ প্রদান করে ; জ্যোতির্ময় দেব ত্রিলোকধারণ সমর্থ পরাজ্ঞানের সাথে শক্তি প্রদান করুন ;

কৃপাপূর্বক আমাদের পরাশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই সকলের শক্তিসঞ্চারক, পবিত্রকারক এবং জ্ঞানদায়ক হন ; সেই দেবতা আমাদের পরাশক্তি প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'হে সোম! পণিগণ (পাণি নামক দস্যুগণ) যে গোধন অপহরণ করেছিল, তা কোথায় ছিল, তুমি তা জানতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করতে করতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেমন দূর হতে সামধ্বনি শোনা যায়, তেমন সেখানে তোমার শব্দ শোনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্তি দ্বারা তুমি অন্ন দান করো, এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ করো।' কেবলমাত্র 'পণানাং' পদটির জন্যই ভাষ্যের সাথে আমাদের মন্ত্রার্থের সম্পূর্ণ ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ প্রদান করেননি ; শুধু 'বসু' পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন— 'পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গবাদি ধন।' 'বসু' পদের মধ্যে এ দূরার্থ কল্পনার কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। এটির সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থ— ধন অথবা পরমধন। এটিই আমাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। 'পণি' শব্দ সম্পর্কেও বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ-সম্বন্ধেও ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। কারো কারো মতে এরা একশ্রেণীর দস্যু ছিল, যারা আর্যদের গরু ইত্যাদি হরণ ক'রে নিয়ে যেত এবং এই উপলক্ষে আর্যদের সঙ্গে তাদের প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। কেউ কেউ গ্রীক ভাষায় রচিত 'ইলিয়ড' কাব্যের উৎসরূপে বেদের পণির উপাখ্যানকে সূচিত করেন। কেউ কেউ অবশ্য এই পণির উপাখ্যানকে রূপক ব'লে চিহ্নিত করেছেন। —ইত্যাদি। এই মন্ত্রার্থে আমরা পূর্বাপর সঙ্গত অর্থেই 'পণীনাং' বলতে 'স্তুতিকারকাণাং, 'উপাসকানাং' বুঝেছি এবং প্রয়োগ করেছি। [এই সূক্তের ঋষি— 'অনানত পারুচ্ছেপি'। এই দু'টি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'গায়ত্রপার্শ্বম্']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ১১)

উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত।
নৃবৎ কৃণুহ্যুতয়ে॥ ১॥

(সূক্ত ১২)

শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ।
বিদা কামস্য বেনতঃ॥ ১॥

(সূক্ত ১৩)

উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে।
সূমড়ীকা ভবন্তু নঃ॥ ১॥

(সূক্ত ১৪)

প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে।
শুচী উপ প্রশস্তয়ে॥ ১॥
পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথঃ।
উহ্যাথে সনাদ্‌ঋতম্॥ ২॥
মহী মিত্রস্য সাধয়স্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম।
পরি যজ্ঞং নি ষেদথুঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্।
বচস্তচ্চিন্ন ওহসে॥ ১॥
স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে।
বিভূতিরস্তু সুনৃতা॥ ২॥
উর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো।
সমন্যেষূ ব্রবাবহৈ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৬)

গাব উপবটাবট মহী যজ্ঞস্য রপ্‌সুদা।
উভা কর্ণা হিরণ্যয়া॥ ১॥
অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু।
অবটস্য বিসর্জনে॥ ২॥
সিঞ্চন্তি নমসাবটমুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্।
নীচীনবারমক্ষিতম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১১সূক্ত/১সাম— হে ভগবন্! রিপুকবল হ'তে রক্ষালাভের জন্য আমাদের বুদ্ধিকে (অথবা কর্মকে) পরাজ্ঞানদায়িকা, ব্যাপকজ্ঞানদায়িকা এবং শক্তিদায়িকা অপিচ, ভগবৎ-ভক্তি-সম্পন্ন পুত্রদাত্রী করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের সৎ-বুদ্ধি-সম্পন্ন করুন এবং আমাদের পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে পূষা! তুমি আমাদের উপভোগের জন্য আমাদের যাগকার্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারকবর্গের উৎপাদক করো।'—

'গোষণিং' পদের ভাষ্যার্থের অনুবাদ 'গো প্রদানকারী'। 'অশ্বসাং' পদেও অশ্ব বা ঘোড়া অর্থ গৃহীত হয়েছে। সেইজন্যই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদে গরু ঘোড়া ইত্যাদির প্রার্থনা। — আমাদের মন্ত্রার্থে 'উত' শব্দে সূক্ত-দেবতা 'পূষা' উপলক্ষে ভগবান্‌কে তথা ভগবৎ-বিভূতিকে লক্ষ্য করা হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষি— 'ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য']।

১২/১— অবিতথবল (সত্যপরিজ্ঞাপক) সৎপথে পরিচালক হে দেবগণ! এই স্তুতিপরায়ণ, ভগবানের কর্মে অথবা ঐহিকের কর্মে পরিশ্রান্ত, কামনাপর অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী জনের কামনাকে অথবা ভগবৎ-প্রাপ্তি-রূপ অভিলাষকে সর্বথা পূরণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেবগণ! আমাদের আপনাদের স্তুতিপরায়ণ সৎকর্মসমন্বিত এবং দেবত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষী ক'রে আমাদের কামনাকে পূর্ণ করুন)। [এই মন্ত্রের প্রার্থনায় দু'রকম ভাব গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ ভাব গ্রহণ করতে পারি— 'আমরা সংসারকীট, সাংসারিক কর্মে পরিশ্রান্ত ও অভিভূত হয়ে আছি, এবং আমাদের কামনারও অন্ত নেই। সেই আমরা, এখন স্তুতিপরায়ণ হয়ে কামনাপূরণের জন্য প্রার্থনা করছি।' অন্য ভাব গ্রহণ করতে পারি— 'আমরা স্তুতিপরায়ণ হয়ে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ ক'রে যেন ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী হই।' প্রথম পক্ষে দীনতা এবং দ্বিতীয় পক্ষে নিজের মঙ্গল-অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে, এই শশমানের (শশমানস্য), স্বেদের (স্বেদস্য) এবং বেনতের (বেনতঃ) প্রার্থনা দেবগণ পূরণ করুন। এটাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা]। [এই সূক্তের ঋষি— 'গোতম রাহূগণ']।

১৩/১— অমৃতস্বরূপ দেবতার পুত্রভূত যে দেবগণ, তাঁরা আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন ; তাঁরা আমাদের পরমসুখদাতা হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের পরমানন্দ প্রদান করুন)। [মন্ত্রে মানুষের চিরন্তন প্রার্থনাই ফুটে উঠেছে। 'অমৃতস্য' পদে তাঁর সত্যস্বরূপই প্রকাশ পায়। তিনি অনাদি অনন্ত— তিনি নিত্য শাশ্বত। মানুষ নিজের অনিত্যতা বিনশ্বরত্ব উপলব্ধি ক'রে, সেই নিত্য সনাতন দেবতার শরণাপন্ন হয়। 'অমৃতস্য সূনবঃ' পদেও দেবতার অথবা দেবভাবের নিত্যত্বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন— আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। সেই প্রার্থনা কেন— কিসের জন্য? প্রার্থনার উদ্দেশ্য পরমসুখ— চরমানন্দ প্রাপ্তি। 'নঃ সুমৃড়ীকাঃ ভবন্তু'— সেই দেবতা (অথবা দেবতাগণ) আমাদের পরমসুখদায়ক হোন। ভগবানের কৃপায় আমরা যেন পরমানন্দের অধিকারী হ'তে পারি— এটাই প্রার্থনার সারমর্ম]। [এই সূক্তের ঋষি— 'ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ']।

১৪/১— পবিত্র জ্যোতির্ময় হে দেবদ্বয়! আপনাদের প্রীতির জন্য মহতী প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে ঐকান্তিকতার সাথে যেন উচ্চারণ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা যেন 'শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ' জ্যোতির্ময় পরমদেবকে আরাধনা ক'রি)। [মন্ত্রে 'বাং' 'দ্যবী' প্রভৃতি দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মন্ত্রের উপাস্য দেবতার দ্বিত্ব প্রতিপন্ন করা হয়। ভাষ্য ইত্যাদিতে এই দুই দেবতা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক এবং ভূলোক। অবশ্য এই স্থানকেই দেবতা ব'লে গ্রহণ করা হয়নি। এটির প্রকৃত অর্থ দু'রকমে গৃহীত হয়। এক—দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দুই—দ্যুলোকে ও ভূলোকে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে যে সমস্ত দেবতা আছেন, তাঁরা। যদিও এই বহুর পশ্চাতে সেই 'একং' বর্তমান আছেন। বহুর দ্বারা সেই এক পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করা হয়। আমাদের মন্ত্রার্থে ঐ দ্বিতীয় ভাবটিই গৃহীত]।

১৪/২— হে দেবদ্বয়! আপনার আপনাপন প্রকাশের দ্বারা, আবির্ভাবের দ্বারা, প্রত্যেককে শোধন ক'রে আপন শক্তিতে বিরাজ করেন ; এবং নিত্যকাল আমাদের সত্য প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই পবিত্রকারক এবং সত্যপ্রাপক হন)।

১৪/৩— মহান্ হে দেবদ্বয়! আপনারা মিত্রভূত জনের অর্থাৎ সাধকের অভীষ্ট সম্পাদন করেন ; পরিত্রাণকারক সত্যপ্রাপক আপনারা আমাদের সৎকর্মসাধনে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই সাধকদের অভীষ্টপূরক হন। তিনি আমাদের পরিত্রাণকারক হোন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে মহতী (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমাদের মিত্রের (স্তোত্রের) অভীষ্ট সাধন করো এবং অন্নবিভাগও পূর্ণ করতঃ যজ্ঞোপরি উপবেশন করো।'— মন্ত্রের অন্তর্গত 'মিত্রস্য' ইত্যাদি পদগুলির অর্থ ভাষ্যে এবং এই মন্ত্রার্থে কেমন ভিন্ন হয়েছে, লক্ষণীয়। সঙ্গত বা অসঙ্গত পাঠকেরই বিচার্য]। [এই সূক্তটির ঋষি— 'বামদেব গৌতম']।

১৫/১— হে দেব! আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব— যার সাথে আপনার কপোত-কপোতীর ন্যায় সাম্মিলন হয়, সেই ভাবসহযুত আমাদের স্তোত্র (সৎকর্ম) আপনি নিশ্চিতই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (ভাব এই যে, জ্ঞানসহযুত সৎকর্ম ও স্তোত্র নিশ্চয়ই ভগবানের সামীপ্য লাভ করে)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়মু' পদে সাধারণতঃ সোমরসের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। সে পক্ষে কপোত-কপোতীর দৃষ্টান্ত, তথাকথিত ব্যাখ্যাকারদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হয়ে যায়। অর্থাৎ সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের প্রতি ইন্দ্রদেবের এতই আসক্তি যে, তিনি কপোতীর অনুসরণে কপোতের মতো ভ্রাম্যমাণ থাকেন। কিন্তু একটু বিবেচনা ক'রে দেখলে বোঝা যায়— ঐ 'অয়মু' পদ পূর্ব-মন্ত্রের সাথেই সম্বন্ধ খ্যাপন করছে। পূর্ব-মন্ত্রে যে জ্ঞান-উন্মেষের বিষয় বিবৃত হয়েছে, ভগবানের যে প্রভাবের বিষয় খ্যাপন করা হয়েছে তা থেকে ভগবান্ যে কোথায় অবস্থিতি করেন, তা বোঝা যায়। সৎভাবের শুদ্ধসত্ত্বের সাথে তাঁর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। এখানে তার প্রতিই লক্ষ্য আসে। সকল শাস্ত্রে সর্বত্রই এ তত্ত্ব বিবৃত আছে। এ পক্ষে কপোত-কপোতীর মিলনের তুলনা অতি সঙ্গত ব'লেই মনে হয়]।

১৫/২— উপাস্যগণের শ্রেষ্ঠ, দুষ্প্রবৃত্তি দমনকারী,স্তুতিমন্ত্রের প্রাপক হে দেব! সত্ত্বভাবসম্বন্ধযুত আমাদের স্তোত্র আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। আপনার ঐশ্বর্যবিভূতি আমাদের পক্ষে অক্ষয় হোক। (ভাব এই যে, — আমার স্তোত্র সত্ত্বভাবসম্পন্ন হোক ; তার দ্বারাই আমার অভ্যুদয় হয়)। [এই মন্ত্রের 'যস্য' পদ পূর্ব-মন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করছে। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সাথে ভগবানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এখানে সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়]।

১৫/৩— পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান্ (নিত্যসংঘটিত) সংগ্রামে (সৎবৃত্তির সাথে অসৎবৃত্তির দ্বন্দ্বে) আমাদের রক্ষার জন্য আপনি মূর্ধ্নিদেশে (জ্ঞানস্বরূপে) অবস্থিতি করুন। তাহলে অন্য উন্নত স্তরে (আপনার সামীপ্য লাভের পরে, তার ফলে) আমরা উভয়ে সংলাপ করতে সমর্থ হবো (অর্থাৎ, আপনার সাথে আমাদের সম্মিলন সংঘটিত হবে)। (ভাব এই যে,— হে ভগবন্! যখন আপনি জ্ঞানরূপে মূর্ধ্নিদেশে অবস্থান করেন, তখন আমাদের মোক্ষপথ প্রশস্ত হয়)। [পূর্ববর্তী মন্ত্র দু'টির সাথে সম্বন্ধ লক্ষ্য না করাতেই প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে এ মন্ত্রের এক হাস্যকর অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। তাতে দেবতা ও মানুষ একই স্তরের জীববিশেষ ব'লে প্রতিপন্ন হয়। সে অর্থে আর্যদের সাথে অনার্যদের যুদ্ধবিষয়ক কথোপকথনের প্রসঙ্গও অধ্যাহৃত হ'তে পারে। ফলতঃ মানুষের সাথে মানুষের

ব্যবহার-বিষয়ক ব্যাপার যে ঐ মন্ত্রে বর্ণিত আছে, ব্যাখ্যা-বিবৃতি দেখে সাধারণতঃ তা-ই মনে হয়। কিন্তু বাস্তব তা নয়। বিভিন্ন স্তর থেকে লক্ষ্য করলে, মন্ত্রের বিভিন্ন ভাব অবভাসিত হয়। পূর্ব মন্ত্রে ভগবানের একটি বিশেষণ আছে— 'বীর'। তার অর্থে— 'দুষ্টপ্রবৃত্তির দমনকারী' ভাব গৃহীত হয়েছে। সেখানে প্রার্থনা জানান হয়েছে— 'আপনার বিভূতি আমার পক্ষে অক্ষয় হোক।' এইভাবে ভগবৎ-বিভূতি সত্ত্বগুণ ইত্যাদি— মানুষের পক্ষে অক্ষয় হ'তে গেলে, ভগবৎ-বিভূতিতে নিজেকে মণ্ডিত করতে হ'লে, কত রকম বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হয়, কতরকম প্রতিবন্ধকতার সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এখানে 'অস্মিন্ বাজে' পদ দু'টিতে সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাপিত হচ্ছে। সত্ত্বভাবের অধিকারী হ'তে হ'লে, অসতের সাথে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। 'অস্মিন বাজে' বাক্যে সৎ ও অসৎ-বৃত্তির সেই দ্বন্দ্বই নির্দেশ করে। তারপর, 'উর্ধ্বঃ তিষ্ঠ' পদ দু'টি কি বোঝায়, অনুধাবনীয়। 'যুদ্ধের সময় উর্ধ্বে অবস্থান করুন — এমন বাক্যে কি কোন অর্থ প্রকাশ করে? 'উর্ধ্ব' পদের অতি সঙ্গত অর্থ— 'মূর্ধ্নিস্থিত জ্ঞান, সহস্রারে অবস্থিত শিব-শক্তি।' সেই জ্ঞান উদিত হ'লে, সেই শক্তি জেগে উঠলে, আর কোনও কামনাই স্থান পায় না। তখন, যে ভাব— যে অবস্থা আসে, 'অন্যেষু' পদে তার প্রতি লক্ষ্য আনছে। সে ভাব— সে অবস্থাই— সামীপ্য-লাভের অবস্থা। সেই ভাবে— সেই অবস্থায়— উপনীত হ'তে পারলেই, পরস্পর কথোপকথনের অবস্থা আসবে ; অর্থাৎ, সামীপ্য-সম্মিলনের আশা সফল হবে]। [এই সূক্তের ঋষি— 'শুনঃশেপ আজীগর্তি']।

১৬/১— হে আমার জ্ঞানকিরণনিবহ (অথবা, বাগরূপ স্তোত্রমন্ত্র সমূহ)! তোমরা সৎকর্মের আধারভূত সেই ভগবানে গিয়ে উপনীত হও ; (তাতে) এই পৃথিবীই সৎকর্মসমূহের সুফল প্রদানে সমর্থ হবে ; ভক্তি ও কর্মরূপ (সংসার-সাগর-পরিত্রাণকারক) ক্ষেপণীদ্বয় তোমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হোক! (ভাব এই যে, — আমাদের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সহ মিলিত হোক ; তাতে জন্মজরামরণধর্মী এই পৃথিবীই ইষ্টফল প্রদান করবেন)। **অথবা**— হে আমার জ্ঞানসমূহ (জ্ঞানরূপ কিরণ-সমূহ)! তোমরা রক্ষক সেই মহাপুরুষ ভগবানে উপগত হও, অর্থাৎ তাঁকে লাভ করো। সেই ভগবান্ সৎকর্মসমূহের ফলপ্রদ পাত্রবিশেষ (অর্থাৎ তিনিই সৎকর্মের ফলদানকারী)। হে জ্ঞান! তুমি এবং সৎকর্ম উভয়েই ক্ষেপণীরূপ কর্ণের ন্যায় ; অতএব, তোমরা উভয়েই স্বর্ণতুল্য অর্থাৎ স্বর্ণের মতো আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। (ভাব এই যে,— ক্ষেপণী (অর্থাৎ হাল এবং দাঁড়) যেমন নৌকাকে তার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত করায়, তেমনই তোমরা উভয়েই ভগবানকে পাইয়ে দাও ; সুতরাং তোমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হও)। [ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই সামের যে অর্থ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে বোধ হয়, কেউ (যজমান বা পুরোহিত) যেন প্রাণি-বিশেষকে (গরুকে বা ছাগকে) লক্ষ্য করে বলছেন— 'হে গোসকল (অথবা হে ছাগসকল)! তোমরা মহাবীরকে প্রাপ্ত হও ; কেননা, তাঁদের ধর্মযাগের অর্থাৎ আরব্ধকার্যের ফলদানকারী ও সাধনভূত তোমাদের দুগ্ধ বহু পরিমাণে আবশ্যক হবে। অতএব তোমরা উপগত হও। অপিচ, সেই মহাবীরের দু'টি কর্ণ, একটি স্বর্ণময়, অপরটি রজতময়।' এরকম অর্থে, বেদের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিষ্কাশিত হয়েছে ব'লে বুঝতে পারা যায় না। আমাদের মন্ত্রার্থে দু'রকমে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুই ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রায় অভিন্ন ভাব লক্ষ্য করা যায়]। [মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি 'প্রগাথের পুত্র হর্যত' ব'লে প্রসিদ্ধ। বিবরণকারের মতে 'হর্যতস্যার্যম্'। মতান্তরে 'প্রগাথনং প্রগাথঃ'। ঋগ্বেদে মন্ত্রটি অগ্নিদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে এটি ইন্দ্রদেবের উপলক্ষে প্রবর্তিত]। [ছন্দার্চিক (২অ-১দ-৩সা) দ্রষ্টব্য]।

১৬/২— বিপদে রক্ষাকারী দেবতার দান-হেতু অনুগ্রহে কঠোরসাধনপরায়ণ সাধকগণ সেই বিশ্বপালক দেবতাতে অবস্থিত অমৃত প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভগবৎ-প্রদত্ত অমৃত-লাভ করেন)।

১৬/৩— সাধকগণ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক, সর্বদেবভাবপ্রদাতা, অকিঞ্চনদের হৃদয়েও সঞ্চরণশীল, শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী জ্ঞানদেবকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— সাধকগণ ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণতদীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারবিশিষ্ট, অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হয়ে তাঁকে সিক্ত করছেন।' ভাষ্যকার যে অর্থ নির্দেশ করেছেন উপরোক্ত অনুবাদটি তারই অনুসারী। এই মন্ত্রে এবং পূর্বের মন্ত্রে আমরা 'অবট' অর্থে 'রক্ষক, বিপদে রক্ষাকারী' অর্থ গ্রহণ করেছি। এখানে 'উচ্চচক্রং' বলতে 'যা মানুষকে ঊর্ধ্বমার্গে নিয়ে যায়, তা-ই, বোঝায়। 'নীচীনবারং' পদের অর্থ 'অধোমুখং'। 'নীচীন' শব্দের দ্বারা অধোদিক বোঝায়। সেই অধোদিকেও যাঁর দৃষ্টি আছে, অর্থাৎ যিনি হীন পতিতকেও অবহেলা করেন না, তিনিই 'নীচীনবারং'। পতিতপাবন ভগবানের জ্ঞানশক্তি, অজ্ঞান অকিঞ্চনের হৃদয়কেও সমুদ্ভাসিত করে, তাই তাঁকে 'নীচীনবারং' বলা হয়েছে। 'অক্ষিতং' পদের অর্থ 'অক্ষীণঃ'। যা ক্ষীণ নয়, যা শ্রেষ্ঠ, যা পরমমঙ্গলপ্রদ, যার কল্যাণে মানুষ ক্ষীণতা দীনতা প্রাপ্ত হয় না, তা-ই 'অক্ষীণঃ'। সাধকেরা ভক্তির দ্বারা সেই পরমমঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন— মন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে]। [এই সূক্তের ঋষির নাম—'হর্যত প্রাগাথ']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১৭)

মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।
মহৎ তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং পশ্যেম তুর্বশং যদুম্॥ ১॥
সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা ন দানো অস্য রোষতি।
মধ্বা সম্পৃক্তাঃ সারঘেণ ধেনবস্তূয়মেহি দ্রবা পিব॥ ২॥

(সূক্ত ১৮)

ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোহভি স্তোমৈরনূষতঃ॥ ১॥
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে॥ ২॥

(সূক্ত ১৯)

যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ।
তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎ সো অজ্যতে রয়িঃ॥ ১॥
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচুঃ।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে স্বানাস ইন্দবঃ॥ ২॥

(সূক্ত ২০)

গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎ সুতঃ সুদক্ষ ধনিব।
শুচিং চ বর্ণমধি গোষু ধারয়॥ ১॥
স নো হরীণাং পত ইন্দো দেবপ্সরস্তমঃ।
সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব॥ ২॥
সনেমি ত্বমস্মদা অদেবং কঞ্চিদত্রিণম্।
সাহ্বাং ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্॥ ৩॥

(সূক্ত ২১)

অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥ ১॥
বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি।
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীড়ন্নসরদ্ বৃষা হরিঃ॥ ২॥
অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাম্ভুবনেষ্বর্পিতঃ
হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায়ওকাঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১৭সূক্ত/১সাম— হে ভগবন্! আমরা যেন পরমশক্তিসম্পন্ন আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হয়ে কোথা হ'তেও ভীত না হই, হীনবল না হই; অভীষ্টবর্ষক আপনার মহৎ কর্ম, পতিত-উদ্ধার কর্ম পরিকীর্তনযোগ্য। ক্ষিপ্র ভগবৎ-আশ্রয়প্রাপ্ত জন এবং অমিতসাধনসম্পন্ন সাধককে দর্শন ক'রি, অর্থাৎ তাঁরা পরমানন্দে বর্তমান থাকেন, তা আমরা জানি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,— সর্ববিপদভয়বারক, পতিত-উদ্ধারক, অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ আমাদের শক্তিদাতা সখা হোন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'যদুং' এবং 'তুর্বশং' শব্দ দু'টিতে দু'জন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু এ-কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হয়েছে যে, বেদে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্থান নেই, স্থানের নাম নেই, রাজা রাজ্যের কোনও ইতিহাস বিধৃত নেই। এখানে 'তুর্বশং' পদে 'ক্ষিপ্রং ভগবৎ-আশ্রয়প্রাপ্তং জনং' এবং 'যদুং' পদে 'অমিতসাধনসম্পন্নং সাধকং' অর্থই সঙ্গত হয়েছে]।

১৭/২— অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ শরীরের একাংশের দ্বারা সর্বভূতজাতকে আচ্ছাদন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং সমগ্র জগৎ-অতীতরূপে বর্তমান আছেন, আত্ম-উৎসর্গকারী সাধক ভগবানের ক্রোধ উৎপাদন

করেন না, অর্থাৎ তাঁকে প্রীত করেন ; অমৃতাভিলাষী সাধকের দ্বারা অমৃতযুত জ্ঞানকিরণ লব্ধ হয়; হে দেব! নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন ; এবং আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ জগৎরূপে বিরাজ করেন এবং জগতের অতীতও হন ; সেই দেবতা কৃপাপূর্বক আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [বেদ এই মন্ত্রে প্রচার করছেন যে, এই বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত আছে। বিশ্ব তাঁর থেকে পৃথক নয়, অথচ তিনি বিশ্বেরও অতীত। তিনি বিশ্বের মধ্যে আছেন অথচ বিশ্বেই তিনি পর্যবসিত নন। এটাই পাশ্চাত্যদর্শনশাস্ত্রের 'পেনেনথিজম্' নামক সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি]। [এই সূক্তের ঋষি— 'দেবাতিথি কাণ্ব']।

১৮/১— হে পরমৈশ্বর্যশালিন্, হে বহুজনের আশ্রয়স্থল ভগবন্! আমার (উচ্চারিত) এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্ররূপ বাক্যসকল আপনাকে তৃপ্ত করুক, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজোযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা আপনার স্তব ক'রে থাকেন অর্থাৎ কোন্ কর্মের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার উপদেশ প্রদান করেন। (মন্ত্রের ভাব এই যে,— বিশুদ্ধভাবে অথবা সৎকর্মের অনুষ্ঠানের সাথে উচ্চারিত বেদ-মন্ত্রসমূহই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা,— হে ভগবন্! আমাদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন এবং সৎ-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা আমাদের আপনাতে সম্মিলিত করুন)। [মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য এই যে,— সেই ভগবান্ যেন আমাদের পূজা গ্রহণ করেন, আমাদের কর্ম তাঁর সাথে যেন যুক্ত হয় ; আর সেই কর্মরূপ যানে সংবাহিত হয়ে তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোন। আমরা যেন সাধু-সৎ-জনের ক্রিয়া-কলাপে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে ভগবানের পূজায় সমর্থ হই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-২দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৮/২— সকল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত প্রসিদ্ধ এই দেবতা সমুদ্রের ন্যায় অসীম হন ; সেই পরমদেবতা সত্যস্বরূপ হন ; জ্ঞানরাজ্যে সৎকর্মসাধনে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং শক্তি প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— সাধকগণ ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হন ; আমরা সত্যস্বরূপ দেবতার শক্তি প্রার্থনা করছি)। [তিনি— সত্য, অসীম। তিনি সত্যস্বরূপ, তাঁর চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই। তিনি অসীম, অনন্ত। সেই অনন্তের শক্তি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, মন্ত্রে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তের ঋষি— 'মেধাতিথি কাণ্ব'। সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম— 'শ্যৈতম্' এবং 'নৌৎসম্']।

১৯/১— সকল জ্ঞানী ব্যক্তি এবং রিপুশত্রুও (অথবা অসৎ লোকসমূহও) যে দেবতার ধনের অধিকারী হয়, প্রসিদ্ধ সেই দেবতা ঊর্ধ্বগমনশীল জ্যোতির্ময় জ্ঞানসাধককে— জ্ঞানীজনে পরমধন প্রদান করেন ; হে দেব! আপনাকে পাবার জন্য জ্ঞানীজন আরাধনাপরায়ণ হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ সকল লোককেই পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [ভাষ্যকার এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বারা কোনও ভাব তো পরিস্ফুট করেনই নি, বরং মূল অর্থ জটিলতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যের চেয়ে পরিষ্কার ব'লে মনে হয়। যথা,— 'এই সমস্ত আর্য ও দাসগণ যার ধনপালক ও হোতা, যিনি আর্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সেই ধনদাতা তোমার সাথে মিলিত হন।' তবু এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি আছে। 'এখানে তোমার সাথে মিলিত হন' এই বাক্যাংশের দ্বারা কি অর্থ প্রকাশিত হয়? 'তোমার' পদে কাকে

লক্ষ্য করা হয়েছে? আবার 'পবীরবি' পদেই বা কি বোঝায়? বাংলা ব্যাখ্যাকার এর সাথে একটি টিপ্পনী সংযোজিত করেছেন, তা এই যে, আর্য ও অনার্যগণের উল্লেখে বোঝা যায় অনার্য আর্যদের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হয়ে আর্যধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্র ইত্যাদিকে স্তুতি করত। আমাদের মন্ত্রার্থে 'পবীরবি' অর্থে 'জ্ঞানসাধককে' গৃহীত]।

১৯/২— আশুমুক্তিকামী সাধক জ্ঞানিগণ অমৃতস্বরূপ, অমৃতদায়ক, জ্যোতির্ময় দেবতাকে আরাধনা করেন; সেই দেবতা আমাদের অভীষ্টপূরক পরমধন প্রদান করুন; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হন। আমরা যেন আত্মশক্তি এবং পরমধন লাভ ক'রি)। [এই সূক্তের ঋষি— 'শ্রুষ্টিগু কাণ্ব'। এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত গেয়গানের নাম— 'কালেয়ম্']।

২০/১— মহাশক্তিসম্পন্ন হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদের ব্যাপকজ্ঞানযুক্ত পরাজ্ঞানরূপ ধন প্রদান করুন; তারপর আমাদের জ্ঞানযুক্ত হৃদয়ে পবিত্র অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের অমৃতত্ব প্রাপ্ত করান)। ['ইন্দো'— হে সত্ত্বভাব। 'অশ্ববৎ'— ব্যাপকজ্ঞানযুত। 'গোমৎ'— পরাজ্ঞনযুত, পরাজ্ঞানরূপ ধন। 'গোষু'— জ্ঞানযুক্ত হৃদয়ে আমাদের। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'ইন্দো' অর্থে সোম', গো, অর্থে গরু, 'অশ্ব' অর্থে ঘোড়া ইত্যাদি গৃহীত হওয়ায় এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই দাঁড়িয়েছে— 'হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে; তুমি আগমন করো এবং গো অশ্ব সঙ্গে নিয়ে এস।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-১০দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২০/২— শ্রেষ্ঠতম পাপনাশক সত্ত্বস্বরূপ হে দেব! সখা যেমন সখার মঙ্গল সাধন করেন, তেমনই জ্যোতির্ময় পরমমঙ্গলসাধক সেই আপনি আমাদের জ্ঞানদায়ক হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— সেই পাপনাশক পরমদেবতা আমাদের পরমজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [তিনি সখার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় মানুষকে (সৎকর্মের সাধককে) নিজের স্নেহময় ক্রোড়ে ধারণ করেন। তিনি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, অনন্ত জ্ঞানজ্যোতিঃর আধার, তাই সেই পরমজ্যোতির্ময়ের চরণেই, পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

২০/৩— হে ভগবন্! আপনি আমাদের সম্যক্‌রূপে আপনার বন্ধুভূত করুন; দেবভাববিরোধী সমস্ত রিপুকুল বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আপনি আমাদের মিত্রভূত হোন; আমাদের সকল রিপুকে বিনাশ করুন। [একটি ভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ— 'হে সোম! তুমি পূর্বের ন্যায় আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করো; যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করে তুমি বল প্রকাশপূর্বক তাকে পরাভব কর।'— আমাদের মন্ত্রার্থে আমরা মন্ত্রটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশ— 'অস্মাৎ সনেমি'— আমাদের আপনার বন্ধুভূত করুন। আমরা যেন আপনার পরম সুহৃদের মতো নিরুপদ্রবে সাধনমার্গে অগ্রসর হ'তে পারি। আপনার বন্ধুত্বলাভ করলে আমাদের আর কোন ভয় থাকবে না। এর অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ রিপুনাশকারী। সুতরাং তাঁর কৃপা লাভ করলে মানুষ রিপুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রার্থনা— আমাদের রিপুকুল যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'অদেবং' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থই 'অদেবনশীলং'— যা দেবভাববিরোধী, যা দেবত্ব-বিকাশের পথে বিঘ্ন। আবার 'দ্বয়ুং' 'বাধঃ' পদদু'টিতে এই রিপুগণের

প্রকৃতি আরও পরিস্ফুট হয়েছে। 'দ্বয়ং' পদে রিপুদের দু'টি ভাব প্রকাশিত হয়েছে। সেই দুই দিক— অন্তর ও বাহির। অন্তরের শত্রু ও বাহিরের শত্রু— এই দুই রকমের শত্রুরই বিনাশের প্রার্থনা এই মন্ত্রে পরিস্ফুট। — কেবলমাত্র ভাষ্যকার যেখানে এই মন্ত্রে 'ইন্দো' পদে সোমকে সম্বোধন করেছেন, আমাদের মন্ত্রার্থে সেখানে ভগবানকে— হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে উদ্দেশ করা হয়েছে। — বিশেষ এবং প্রধান পার্থক্য এখানেই]। [এই সূক্তের ঋষি— 'পর্বত' ও 'নারদ'। এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম 'শ্রুধ্যম্', 'ত্রৈতম্' এবং 'পৌষ্কলম্']।

২১/১— সাধকগণ সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে পতনকালে অর্থাৎ সত্ত্বভাবপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম সম্যক্‌প্রকারে সাধন করেন, অমৃতের সাথে মিশ্রিত করেন। (ভাব এই যে,— সাধকগণ সত্ত্বভাবপ্রাপক অমৃতময় সৎকর্ম সাধন করেন)। পবিত্রহৃদয় সাধকগণ অজ্ঞানতাকে অমৃতপ্রবাহে নিয়ে যান। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— সাধকগণ অমৃতের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করেন)। [সাধকেরা সৎকর্ম সম্পাদন করেন। সাধনার ঐকান্তিকতা বোঝাবার জন্য একার্থবাচক 'অঞ্জতে' 'ব্যঞ্জতে' 'সমঞ্জতে' প্রভৃতি পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধকেরা শুধু বাহ্য আড়ম্বরের জন্য সৎকর্মসাধনে ব্যাপৃত হন না, পরন্তু তাঁদের হৃদয়-মন তাতে ঢেলে দেন। তাঁদের প্রত্যেক নিশ্বাসেও সৎকর্মের চিন্তা মনে জাগরুক থাকে। সেই সৎকর্মের স্বরূপ বোঝাবার জন্য কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তং'— সমুদ্রতরঙ্গে পতনশীল অর্থাৎ সত্ত্বভাবের প্রাপক। সৎকর্ম স্বভাবতঃই সত্ত্বভাবের সাথে মিলিত হয়। যাঁদের হৃদয় পবিত্র, তাঁদের কাছে অজ্ঞানতা থাকতে পারে না। অজ্ঞানতা তাঁদের হৃদয়ে অমৃতময় পবিত্রতায় ডুবে যায়, অজ্ঞানতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। মানুষের হৃদয়ে যে পশুত্ব, অজ্ঞানতা আছে, তা সাধকের সাধনার অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়; তাঁদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। — প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। উদাহরণ— '(পুরোহিতগণ) তাঁকে (সোমরসকে) মাখছেন ও সেই প্রতিভাবে মাখছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্যকুশল। যখন সিন্ধু অর্থাৎ তাঁর রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিজে পতিত হন, তিনি রস সেচন করতে থাকেন। তখনই সুবর্ণ-আভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁকে জলে নিয়ে যান, যেমন লোকে পশুকে (স্নানের জন্য) জলে নিয়ে যায়।' — মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৫অ-৯দ-১১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২১/২— হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! জ্ঞানস্বরূপ পবিত্রকারক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আরাধনা করো; মহতী অমৃতধারাতুল্য শক্তিপ্রবাহ (অথবা শুদ্ধসত্ত্ব) সেই দেবতা প্রদান করেন; তাঁর কৃপায় সর্পের ন্যায় ক্রূরজনও মালিন্যদোষযুত কর্ম পরিহার করে; ব্যাপকজ্ঞান যেমন শীঘ্র সাধককে উদ্ধার করে, তেমনভাবে অভীষ্টবর্ষক পাপহারক দেবতা অনায়াসেই সাধকদের প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হই; সেই পরম-দেবতা সাধকদের অমৃত প্রদান করেন)। [সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের আরাধনায় বিনিযুক্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন]।

২১/৩— সর্বশ্রেষ্ঠ লোকাধীশ অমৃতদায়ক সেই দেবতা সকল সাধকগণ কর্তৃক স্তুত হন; সর্বলোকে বিরাজিত সেই দেবতা কালাধীশ হন; তিনি পাপহারক, অমৃতস্বরূপ, পরমকল্যাণময়, অসীম, জ্যোতির্ময়, পরমাশ্রয়স্বরূপ, পরমধনদাতা আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সর্বলোকাধীশ কল্যাণদায়ক ভগবান্ আমাদের

পরমধনপ্রাপক হোন)। [এখানে আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই এই প্রচলিত অনুবাদটি লক্ষ্যণীয়— 'এই সোম রাজার ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলছেন ; তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাচ্ছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, (তিনি জলে স্নান করেছেন, তিনি দেখতে এমনি সুশ্রী, যেন তাঁর শরীরে ঘৃত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি ধনের ভাণ্ডার-স্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন।' মন্ত্রের পদগুলির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যা বলেছেন, তাতে প্রচলিত একটা মত গড়ে উঠেছে যে, চন্দ্র ও সোম একই বস্তু। অন্ততঃ বৈদিকযুগের শেষভাগে চন্দ্রকেই সোমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং পরিশেষে চন্দ্র ও সোম অভিন্নরূপ ধারণ করেছেন। সোমকেই অনেক স্থলে অমৃত ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে এবং চন্দ্রের সাথে সোমের অভিন্নতা গৃহীত হবার পর। চন্দ্রও সুধার অধীশ্বর ব'লে গৃহীত হলেন। চন্দ্রকে 'সুধাকর' বলার এটাও একটা কারণ। যাঁরা এই মত সমর্থন করেন, তাঁরা এই মন্ত্রের ভাষ্যে এই মতবাদের বীজ দেখতে পান। প্রচলিত মত অনুসারে এই মন্ত্রটির দেবতা সোম, 'বিমানঃ' পদ তাঁরই বিশেষণ। সুতরাং মন্ত্রের এই পদের ব্যাখ্যায় চন্দ্রেরই মাহাত্ম্যঃ কীর্তিত হয়েছে। এইভাবে সোম চন্দ্রে পরিবর্তিত হয়েছেন। এই গবেষণা-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা থেকে আমরা বিরত থাকছি। কারণ বর্তমান-মন্ত্রে আমরা সোমের কোনও প্রসঙ্গই পাচ্ছি না। এখানে ভগবৎ-মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে, সুতরাং চন্দ্র বা সোমের সম্পর্কে কিছুরই উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না। এখানে 'অহ্নাং বিমানঃ' পদ দু'টির অর্থ গৃহীত হয়েছে— 'কালাধীশঃ' অর্থাৎ যিনি কালের নিয়ন্তা। যিনি কালকে নিয়মিত করেন। স্থান ও কাল প্রভৃতি সমস্ত তাঁতেই বর্তমান। তিনি কালাতীত। অথবা অন্য মত অনুসারে কালও অনন্ত এবং কাল ভগবানের বিভূতিরই অংশ মাত্র। সুতরাং এই দিক দিয়েও কালকে ভগবানের বিভূতি বললে ভগবানকে কালাধীশ বলা যায়। অন্য একটা দিকও আছে। মানুষ যে সমস্ত কর্ম করে, তার সমস্তই কালসাপেক্ষ। কালের দ্বারা অনেক সময় তাদের কর্ম অথবা কর্মশক্তি নিয়মিত হয়। সুতরাং মানুষের সবরকম কর্মাকর্মের নিয়ন্তা বলেও ভগবানকে কালাধীশ বলা যায়। তাছাড়া 'কালাধীশ' শব্দের অন্য একটা লৌকিক অর্থও আছে। মানুষের আয়ুষ্কাল ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, তা ভগবানের কৃপার দান-মাত্র। সুতরাং এই দিক দিয়েও ভগবানকে 'কালাধীশ' বলা যায়। যাই হোক, মন্ত্রে চন্দ্রের কোন উল্লেখ নেই, এটাই ঠিক। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সাধকেরা তাঁকে আরাধনা করেন। সেই পরম দেবতা আমাদের সর্বাভীষ্টপূরক পরমধন (পরাজ্ঞান বা মুক্তি বা মোক্ষ) প্রদান করুন— এটাই প্রার্থনার সারমর্ম]। [এই সূক্তের ঋষি— 'অত্রি ভৌম'। সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'কাবম্']।

— ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—সপ্তদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে) — ১।৩।৭।১২ অগ্নি ; ২।৮-১১।১৩।১৪ ইন্দ্র ; ৪ বিষ্ণু ; ৫ ইন্দ্র-বায়ু ; ৬ পবমান সোম।

ছন্দ—১।২।৭।৯।১০।১২।১৩ গায়ত্রী ; ৩।৮ বার্হত প্রগাথ ; ৪ ত্রিষ্টুপ ; ৫।৬ অনুষ্টুপ্ ; ১১ উষ্ণিক ; ১৪ এ তৎসাম।

ঋষি— ১।৭ শুনঃশেপ আজীগর্তি ; ২ মধুছন্দা বৈশ্বামিত্র ; ৩ শংসু বার্হস্পত্য ; ৪ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ৫ বামদেব গৌতম ; ৬ রেভসূনু কাশ্যপদ্বয় ; ৮ নৃমেধ আঙ্গিরস ; ৯।১১ গোষুক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন ; ১০ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস ; ১২ বিরূপ আঙ্গিরস ; ১৩ বৎস কাণ্ব ; ১৪ অজ্ঞাত উদ্‌গাতা।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ।
চনো ঘাঃ সহসো যহো॥ ১॥
যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে।
ত্বে ইদ্ধুয়তে হবিঃ॥ ২॥
প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতির্হোতা মন্দ্রোবরেণ্যঃ।
প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ম্॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১॥
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি।
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ॥ ২॥

বৃষা যুথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা।
ইশানো অপ্রতিষ্কুতঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
অস্য রায়স্তমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ॥ ১॥
পর্ষি তোকং তনয়ং পর্তৃভিস্ট্বমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ।
অগ্নে হেড়াংসি দৈব্যা যুযোধি নোহদেবানি হ্বরাংসি চ॥ ২॥

(সূক্ত ৪)

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষি নাম প্র যদ্ ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গুহ এতদ্ যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ॥ ১॥
প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট হব্যমর্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে॥ ২॥
বষট্‌তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— সকল শক্তির আশ্রয়স্থান হে জ্ঞানদেব! সর্বরকমের প্রকাশরূপের দ্বারা (জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে) আপনি আমাদের অনুষ্ঠিত যাগ ইত্যাদি কর্ম ও স্তোত্র গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— সকল শক্তির আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব! আমাদের কর্ম এবং বাক্য যেন আপনার সাথে সম্বন্ধযুত হয়, তা ক'রে দিন)। [মন্ত্রটি সম্বন্ধে ভাষ্যকারদের মধ্যে যে গবেষণা চলেছে, তার আভাষ দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা বলেন— 'সহসঃ যহো' পদ দু'টির অর্থ 'বলের পুত্র'। সেই অনুসারে অধ্যাহার করা হয়— বলের (শক্তির) দ্বারা ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে থাকে, এখানে সেই অগ্নিকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে— 'হে বলের পুত্র অগ্নি! আপনি অন্যান্য অগ্নিসকলের (বার্হস্পত্য, আহবনীয় প্রভৃতি) সাথে আমাদের এই যজ্ঞ ও স্তোত্র ধারণ করুন।' এইরকম অগ্নি, অন্যান্য অগ্নির সাথে আসবেন— এটাই যদি অর্থ হয়, তবে তার তাৎপর্য বোঝা যায় কি? সুতরাং এখানে ঐ পরিদৃশ্যমান অগ্নির বিষয় যে বলা হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। 'বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ' পদ দু'টিতে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ অগ্নি—জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি— এই ভাবই প্রকাশ পায়]।

১/২— হে জ্ঞানদেব। যদিও আমরা সদাকাল অশেষ পূজোপকরণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা ক'রে আসছি; তথাপি সেই সকল পূজা আপনাতেই বর্তাচ্ছে। (ভাব এই যে,— জ্ঞানই সর্বদেবময়; সকল দেবতার পূজার সঙ্গেই জ্ঞান সম্বন্ধযুক্ত)। [এখানে সাধকের ভেদ-ভাব বিদূরিত হয়েছে। এখানে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সকল দেবতাই এক। অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্মই যে নানা দেবরূপে আপন বিভূতি বিস্তার ক'রে আছেন, এখানে সাধকের তা বোধগম্য হয়েছে। আলোকস্তম্ভ যেমন কেন্দ্রস্থান থেকে চারিদিকে রশ্মিরূপে বিস্তৃত হয়, এবং সেই অনন্ত রশ্মিমালার অনুসরণে অগ্রসর হ'তে হ'তে পরিশেষে যেমন কেন্দ্রস্থানে উপনীত হওয়া যায়; এখানেও সেই ভাব দ্যোতনা করছে। যে দেবতার বা যে বিভূতির মধ্য দিয়েই পূজা উপচার প্রেরিত হোক না কেন, সকলই সেই অভিন্ন

একে গিয়ে মিলিত হবে, সেই কথাই এখানে ব্যক্ত আছে। — একেশ্বরবাদিগণ যে বহুদেব-উপাসকদের প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, এই মন্ত্রের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করলে তাঁদের সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হ'তে পারবে]।

১/৩— হে দেব! আপনি জগৎপালক, যজ্ঞসম্পাদক (সকর্মকারক), আপনি আমাদের বরণীয় প্রিয় এবং আনন্দবর্ধক হোন ; প্রার্থনাকারী আমরা যেন সু-অগ্নি-সহযুত (সৎ-গুণান্বিত) হয়ে আপনার প্রিয় (অনুগৃহীত) হ'তে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— যেন আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা আপনার প্রেমের অধিকারী হই ; হে দেব! সেই অনুগ্রহ করুন)। [আমার হৃদয়ের প্রেমভক্তির দ্বারা ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে আমি যেন সমর্থ হই,— তিনি যেন আমার বরণীয় ও প্রিয় হন। তাহলে, তাঁর সাথে সম্বন্ধযুত হয়ে সৎ-জ্ঞান লাভ ক'রে, আমিও তাঁর প্রিয় হ'তে পারব। হে ভগবন্! তুমি আমাদের প্রিয় হও, আমরা তোমার প্রিয় হই, আমাদের ও তোমার মধ্যে যেন অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাদাসিধা এ মন্ত্রের এটাই মর্মার্থ]।

২/১— বিশ্বের সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান (স্তব) করছি ; তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কৈবল্যমোক্ষ-প্রদানকর্তা। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কেবল আমাদের ব'লে নয় ; তিনি সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন)। [সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,— 'হে যজমানগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সকল লোকের উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করছি। তিনি কেবল আমাদেরই (অর্থাৎ আমাদেরই প্রতি অনুগ্রহশীল) হন।'— এ হিসাবে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা এই মন্ত্রে যেন জাজ্জ্বল্যমানভাবে প্রকাশমান রয়েছে। এমন হ'লে তো বেদ-মন্ত্র বেদ-মন্ত্রই নয়। — 'অস্মাকমস্তু কেবলঃ' ; এ বাক্যের অর্থ কেউ কেউ আবার 'তিনি (ঈশ্বর) কেবল ভারতবাসীরই হন'— এমন ব্যাখ্যাও ক'রে গেছেন। এ-ও অবশ্যই বৈশম্যমূলক এবং অগ্রহণীয়। 'কেবল আমাদের'—এই একটা স্বার্থপূর্ণ ভাব ব্যক্ত করতে, সূক্তের শেষে— মন্ত্রের শেষে উপসংহারে একটা বাজে শব্দ কখনও ব্যবহৃত হ'তে পারে না,—উপসংহারে সারবাক্যে পরিণতি-মূলক ভাবই ব্যক্ত হওয়া সঙ্গত। অতএব, এখানে মন্ত্রের সঙ্গত অর্থ হলো— 'সেই পরাৎপর পরমেশ্বর আমাদের এবং তোমাদের সকলেরই মুক্তিদাতা। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় মুক্তিদাতা কেউই নেই। তাঁর শরণ নাও,— তিনি মুক্তিদান করবেন।' অর্থাৎ— 'কেবলঃ' শব্দের অর্থ কৈবল্যপ্রদঃ, মোক্ষদঃ ; 'অস্তু'— ভবতু]।

২/২— অভীষ্টফলপ্রদ, প্রার্থনাপরিপূরক (অথবা বৃষ্টিপ্রদ) হে দেব! আপনি আমাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না ; সর্বাভীষ্টসাধক সেই দেবতা আপনি, আমাদের পরিদৃশ্যমান ঐ শত্রুসহচরকে দূর করুন (অর্থান্তরে— ঐ মেঘকে বিদীর্ণ ক'রে জলদান করুন)। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— সৎকর্মের ফলদাতা, অভীষ্টবর্ষণকারী, সকল প্রার্থনার পরিপূরক হে দেব! আমাদের অজ্ঞানতা-সহচর শত্রুকে বিনাশ করুন)। [এই মন্ত্রে, মেঘ-পক্ষে অসুর-পক্ষে এবং আমাদের অজ্ঞানতাপ্রসূত অসৎ-বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে নানারকম ভাব ব্যক্ত আছে ব'লে মনে করা যেতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। মরুক্ষেত্রের অধিবাসী যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এই মন্ত্রের অর্থ— 'হে যজ্ঞফলদাতা বৃষ্টির কর্তা ইন্দ্রদেব! আপনি....দৃশ্যমান ঐ মেঘকে বিদীর্ণ করুন।'.....অসুরভীত যজ্ঞকর্তারা বলবেন— 'হে দেব! ....আপনি অসুরদের ও তাদের সহচরদের সত্বর দূরীভূত করুন।' —অন্য অর্থ আধ্যাত্মিক ভাবমূলক। কিবা মেঘ বিদারণ, কিবা গুপ্তচর-বিতাড়ন,

সেখানে দু'টি অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সেই অর্থই কিন্তু সমীচীন। — হৃদয়ের মধ্যে অহরহঃ দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে। সৎ-বৃত্তির সাথে অসৎ-বৃত্তির সংগ্রামই— সেখানে দেবাসুরের সংগ্রাম ব'লে বুঝতে হবে। সে সংগ্রামে অসুরপক্ষের গুপ্তচর— কামনা (প্রলোভন) [কামনাই পাপবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করে। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা— 'আমার শত্রুর গুপ্তচর-রূপ কামনাকে তুমি ধ্বংস করো....।' অন্য অর্থ— 'অজ্ঞানতার সহচর রিপুগণ আমার হৃদয় অধিকার ক'রে আছে। আপনি তাদের সংহার করুন।' — আবার, কুকর্মের খরতাপে, পাপের অনলবর্ষী শিখায় অহরহঃ জ্বলে পুড়ে জর্জরিত আমার এই মরুক্ষেত্রের মতো ঊষর অনুর্বর হৃদয়ে তোমার করুণাবারি সিঞ্চন করো]।

২/৩— দুঃখ নিশ্চয়ই বিষয়সংসর্গজ— সহজাত ; অভীষ্টফলপ্রদ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্ সাধন-পরায়ণ মনুষ্যগণকে সেই দুঃখ হ'তে সত্বর পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রের ভাব,— জন্মমাত্র দুঃখ-হেতুভূত ; ভগবানের অনুকম্পায় সেই দুঃখ দূর হয় ; আত্ম-উৎকর্ষ-সম্পন্ন জন ত্বরায় পরিত্রাণ লাভ করেন)। অথবা— অভীষ্টবর্ষণশীল, প্রত্যাখ্যানসূচক না-প্রতিশব্দ রহিত, পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সেই ভগবান্, বননীয় গতিতে অর্থাৎ বিচিত্র গতিবিশিষ্ট হয়ে মনুষ্যগণকে ষড়ৈশ্বর্য ইত্যাদি দান করেন ; কিন্তু আত্ম-উৎকর্ষ-সাধন-সম্পন্ন জন, আত্ম-উৎকর্ষের প্রভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন। (এ পক্ষে ভাব এই যে,— 'বিচিত্রগতি-ক্রমে ভগবান্ মনুষ্যগণের দুঃখ নাশ করেন ; কিন্তু সাধুগণ আত্মশক্তির দ্বারাই দুঃখ থেকে বিমুক্ত হন)। [এই অমূল্য মন্ত্রটির প্রচলিত কু-ব্যাখ্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিস্ময়ান্বিত হ'তে হয়। একে 'বৃষা', তায় 'যূথা', উপরন্তু 'বংসগঃ' —সুতরাং ষাঁড়ের গাভীর ও কৃষকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত অর্থ ক'রে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে দেখলে নিশ্চয়ই বোধগম্য হবে যে, এই মন্ত্রের 'বৃষা' পদের অর্থ ষাঁড় নয়। এর অর্থ—অভীষ্টবর্ষণশীল। 'বংসগঃ' (বংশগঃ) পদের অর্থও 'বংশবৃদ্ধির জন্য' নয়, তার অর্থ— 'সহজাত', 'জন্মগত'। ভাবান্তরে 'বননীয় গতিবিশিষ্ট' অর্থ ঐ পদে গ্রহণ করা যায়। 'যূথ' শব্দের অর্থ—বিষয়-সংসর্গ থেকে উৎপন্ন। অর্থবা, তার অর্থ— ষড়ৈশ্বর্য ইত্যাদি (ভগবানের যা স্বরূপ), 'ইব' অব্যয় শব্দ— নিশ্চয়ার্থক। ফলে, 'বৃষা যূথেব বংসগঃ' বাক্যের অর্থ— গো-বংশ বৃদ্ধির জন্য গাভীর নিকট ষাঁড়ের গমন নয়। তার প্রকৃত অর্থ— 'বিষয়সংসর্গজাত কর্মানুসৃত জন্মগত দুঃখপ্রবাহ'। অন্য অর্থে—'অভীষ্টবর্ষণশীল ভগবানের বিচিত্র গতিতে ষড়ৈশ্বর্য ইত্যাদি দানের ভাব আসে।' মনে রাখতে হবে প্রথম অন্বয়ে 'বৃষন্' শব্দের প্রথমার একবচনে 'বৃষা' পদ নিষ্পন্ন ক'রে তার অর্থ করা হয়েছে— 'দুঃখ'। দু'টি অন্বয়েই একই ভাব রূপান্তরে পরিব্যক্ত]।

৩/১— আশ্রয়স্থানস্বরূপ হে দেব। বিচিত্রদর্শন আপনি আমাদের রক্ষণের দ্বারা চতুর্বর্গধন প্রদান করুন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্বর্গরূপ ধনের নেতা (প্রভু) হন। আমাদের এবং আমাদের অপত্যগণকে (বংশপরম্পরাকে) শীঘ্রই সৎকর্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন। (ভাব এই যে,— হে দেব! আপনি চতুর্বর্গপ্রদানকারী। আমাদের চতুর্বর্গ প্রদান করুন ; আমাদের অপত্যগণকে সৎকর্মপরায়ণ করুন)। [সাধক জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিকট আপন অভীষ্ট—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গধন প্রার্থনা করছেন, সর্বতোভাবে নিজের রক্ষা কামনা করছেন ; এবং নিজের বংশপরম্পরায়ও মঙ্গল প্রার্থনা জানাচ্ছেন। — ভাষ্যকারের ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করলে এইরকম অর্থ অবভাসিত হয়— 'হে বাসক অগ্নিদেব। বিচিত্রদর্শন আপনি, রক্ষার সাথে ধনসমূহকে আমাদের প্রতি প্রেরণ করুন। আপনি এই লোকে পরিদৃশ্যমান ধনের নেতা হন, (এই কারণবশতঃ আমাদের প্রতি ধনসমূহকে প্রেরণ করুন)। পরন্তু আমাদের অপতনহেতুভূত পুত্রকে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন।',

আমাদের মন্ত্রার্থে ভাষ্য-অনুমোদিত অর্থই গৃহীত হয়েছে। মাত্র ভাবার্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্য থেকে আমাদের অর্থ কিছুটা ভিন্ন আকার ধারণ করেছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৪দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২— হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্বলোকপ্রার্থনীয় আপনার বিভূতিস্বরূপ রক্ষাশক্তির দ্বারা আমাদের পুত্রপৌত্র ইত্যাদিকে পালন করুন—আপনার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন করুন ; হে দেব! দেবত্ববিরোধী ভাব এবং রিপুগণের আক্রমণ দূর করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের পুত্র পৌত্র ইত্যাদি সকলকে তাঁতে ভক্তিপরায়ণ করুন ; এবং আমাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে অগ্নি! তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষার দ্বারা আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে রক্ষা করো। তুমি আমাদের নিকট হ'তে দেবগণের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ দূর করো।'— এখানে 'দৈব্যা হেড়াংসি' পদ দু'টির অর্থ করা হয়েছে 'দেবগণের কোপ' ; কিন্তু আমরা অর্থ করেছি— 'দেবত্ব বিরোধিনঃ ভাবান'— যে সকল ভাবের প্রাধান্য ঘটলে দেবত্বলাভে বিঘ্ন ঘটে অর্থাৎ অসৎ-বৃত্তিসমূহ। আবার 'অদেবানি হ্বরাংসি' পদ দু'টিতে রিপুর আক্রমণকে বোঝায়। 'তোকং তনয়ং' পদ দু'টিতে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির জন্য যে প্রার্থনা করা হয়েছে— সন্তান ভগবৎপরায়ণ হোক— বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে ভগবৎ-ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হোক— তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রার্থনা আর কিছুই হ'তে পারে না]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'বারবন্তীয়ম্']।

৪/১— হে সর্বব্যাপক দেব! আমি জ্যোতির্ময়' ইত্যাদি আপনার যে নাম আপনি পরিবর্ণন করেন, সেই নামের মাহাত্ম্য অকিঞ্চন আমি কিভাবে পরিকীর্তন করব? অর্থাৎ আপনার মাহাত্ম্যবর্ণনা আমাদের সাধ্যের অতীত ; আপনার যে এমনতর রূপ, আমাদের নিকট হ'তে প্রসিদ্ধ সেই জ্যোতির্ময় রূপ সংবৃত করবেন না ; রিপুসংগ্রামে আপনি রিপুনাশক করালরূপ হন। (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভাব এই যে,— ভগবান্ অবাঙ্‌মনসোগোচরং হন ; জ্যোতির্ময় পরমকল্যাণরূপ সেই দেবতা রিপুনাশকালে করালরূপ ধারণ করেন)। [মানুষের বাক্যমনের অতীত ভগবান্। মানুষের সাধ্যই নেই যে, তাঁর অসীম মহিমা কীর্তন করতে পারে। মন্ত্রে ভগবানের সেই বর্ণনাতীত মহিমাই এবং তার সাথে মানুষের শক্তির সীমা প্রকাশিত হয়েছে]।

৪/২— হে জ্যোতির্ময় দেব! নিত্যকাল প্রার্থনাপরায়ণ আমি আপনার সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জেনে আপনাকে যেন প্রার্থনা ক'রি। প্রসিদ্ধ পরমশক্তিসম্পন্ন আপনাকে আরাধনা করছি। এই লোকের দূরদেশে, অর্থাৎ ভগবানের নিকট হ'তে দূরে, অবস্থিত হীনশক্তি আমাকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! হীনশক্তি আমাকে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন, এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [যে অসীম অনন্তের মধ্যে সমগ্র জগৎ বিধৃত আছে, মানুষ তাঁর থেকে দূরে যাবে কি করে? তাহলে, 'পরাকে ক্ষয়ন্তং'— আপনার নিকট হ'তে দূরে অবস্থিত কথাটির তাৎপর্য কি? প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন সম্বন্ধ নেই। ভগবানের বিশ্বমঙ্গলনীতির নিয়ম অনুসারে যে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে না, সে-ই ভগবানের নিকট হ'তে দূরে চলে যায়, সত্যমঙ্গলময় পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিরয়ের পথে অগ্রসর হয়। এই সত্যবিচ্যুতি, অজ্ঞানতা ও দুর্বলতাই দ্বারাই সম্ভবপর হয়। তাই সাধক ভগবানের চরণে নিজের এই দুর্বলতা,— দৈন্য নিবেদন করছেন]।

৪/৩— হে সর্বব্যাপী দেব! আপনাকে প্রাপ্তির জন্য মুখের দ্বারা স্তুতি উচ্চারণ ক'রি ; হে জ্যোতির্ময় দেব! আমার প্রার্থনারূপ সেই পূজোপচার গ্রহণ করুন, আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা আপনাকে প্রবর্ধিত করুক, অর্থাৎ আপনার মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত করুক। হে দেবগণ! আপনারা সকলে নিত্যকাল আমাদের রক্ষাশক্তির দ্বারা রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; ভগবান কৃপাপূর্বক অকিঞ্চন আমাদের পূজা গ্রহণ করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে দূর হ'তে বষট্‌কার করেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা করো, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্ধিত করুক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন করো।' — এ থেকে মন্ত্রের প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হবে। আমরা 'বিষ্ণো' অর্থে 'হে সর্বব্যাপিন্ দেব!' গ্রহণ করেছি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'গৌরীবিতম্']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৫)

বায়ো শুক্রো অযামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।
আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা॥ ১॥
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্॥ ২॥
বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী।
নিযুত্বন্তা ন ঊতয় আ যাতং সোমপীতয়ে॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজা অভি প্র গাহসে।
যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বন্তি যাতবে॥ ১॥
তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ।
যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ॥ ২॥
তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত।
উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।
সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্॥ ১॥
স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ।
মীঢ়বাং অস্মাকং বভূয়াৎ॥ ২॥
স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদধায়োঃ।
পাহি সদমিদ্ বিশ্বা॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহাজনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ॥ ১॥
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীষতুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—৫সূক্ত/১সাম— বায়ুর ন্যায় গতিশীল সর্বভূতাশ্রিত আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানসমন্বিত হয়ে যেন আমি আপনার অমৃত বিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত হই। হে দেব! সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনি ভগবৎপ্রাপক দেবভাবের সাথে আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আপনার কৃপায় যেন অমৃত লাভ করতে পারি ; আপনি আমাদের দেবভাব প্রাপ্ত করান)। [ভগবান্ অনন্ত, তাঁর রূপ অনন্ত— বিভূতিও অনন্ত। তাঁকে যে নামেই ডাকা যায়, তিনি সেই নামেই সাড়া দেন। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাঁকে বায়ুরূপে আহ্বান করা হয়েছে। এটি তাঁর অনন্ত বিভূতির এক আংশিক বিকাশ মাত্র। বায়ু যেমন সর্বত্রগতিশীল, তীব্রবেগসম্পন্ন— ভগবানও তেমনি সর্বভূতে নিত্য বিরাজিত এবং বায়ুর ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়ে ত্বরায় সাধকের প্রতি আশুমুক্তিদায়ক হন। এটাই 'বায়ু' বিশেষণের তাৎপর্য। আলোচ্য মন্ত্রে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত অমৃত-লাভের জন্য প্রথম প্রার্থনা। এখানে মোক্ষপ্রাপ্তির প্রার্থনা দৃঢ়তর করবার জন্যই 'মধ্বঃ অযামি' পদ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্রের শেষভাগে হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে বায়ু!. আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গাভিলাষে তোমার নিকট প্রথমে সোমরস আনয়ন করছি। হে দেব! তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোম পানের জন্য নিযুৎ (অশ্বে) আগমন করো।' ভাষ্যকার 'মধ্বঃ' দেখলেই সোমকে লক্ষ্য করেন। আমরা ঐ শব্দে 'অমৃত' লক্ষ্য ক'রি]।

৫/২— আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনি এবং বলাধিপতি দেবতা আপনারা আমাদের হৃদয়ে নিহিত সত্ত্বভাব পান করবার যোগ্য হন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। অমৃত যেমন দীনভাবাপন্ন জনের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করে, তেমনই আমাদের হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব আপনাদের প্রতি গমন করুক,— আপনাদের প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই

যে,— হে ভগবন্! দীনজন আমরা, আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রের শেষাংশের 'নিম্নং আপঃ ন সধ্র্যক্' উপমায় সাধকের হৃদয়ে দৈন্যনিবেদন পরিস্ফুট হয়েছে। ভাষ্যকার কিংবা ব্যাখ্যাকার কিন্তু মন্ত্রের ভিন্নার্থ কল্পনা করেছেন। তাঁরা ইন্দ্র ও বায়ুদেবতাকে সোম পান করবার যোগ্য ব'লে বর্ণনা করেন ; কারণ জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে, তেমনই সোমরস নাকি তাঁদের অভিমুখে গমন করুক— এমনই প্রার্থনা]।

৫/৩— আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনি এবং বলাধিপতি দেব শক্তির মূলীভূত, প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হন ; আপনারা কৃপাপূর্বক আমাদের রক্ষার জন্য এবং আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য ও ভগবৎ-প্রাপক দেবভাবের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সৎকর্মসাধনের শক্তি এবং দেবভাব প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের 'বায়ু' ও 'ইন্দ্র' নামধেয় দু'টি বিভূতির একসঙ্গেই উল্লেখ করার মধ্যেই তিনি যে একতম, তা বোঝান হয়েছে। প্রকৃতার্থে এই মন্ত্রেও ভগবানের মুক্তি ও শক্তি এই দুই বিভূতিকেই আহ্বান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হয়েছে]।

৬/১— হে শুদ্ধসত্ত্ব! অজ্ঞানান্ধকার অপগত হ'লে, পবিত্রকারক আপনি আত্মশক্তিকে লক্ষ্য ক'রে গমন করেন অর্থাৎ আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হন ; যখন স্তোতৃগণের সৎ-বুদ্ধি (অথবা সৎকর্ম) ঊর্ধ্বগমনের জন্য পাপহারক আপনাকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করে, তখন সেই সাধকগণ মোক্ষ লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানসম্পন্ন সাধকবর্গ সৎকর্মসাধনের দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন)। [হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়ে যখন জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষের অন্তরের সকলরকম মলিনতা দূরীভূত হ'তে থাকে। মন্ত্রের সম্বোধ্য— শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয় থেকে অজ্ঞানতা দূরীভূত হ'লে হৃদয়ের সকলরকম সৎ-বৃত্তি সৎ-ভাব বিশুদ্ধ হয়, স্ফূর্তি লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বের সাথে আত্মশক্তির সম্মিলন হয়, সত্ত্বভাবাপন্ন সাধক পরমশক্তির অধিকারী হন।— এটাই মন্ত্রের প্রথমাংশের তাৎপর্য। যখন সাধকগণ সৎ-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাঁরা ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে থাকেন— এটাই শেষাংশের অর্থ]।

৬/২— যে শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক এবং ভগবান্ ইন্দ্রদেবের গ্রহণযোগ্য, এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রসিদ্ধ অমৃত আমরা যেন প্রাপ্ত হই। নিত্যকাল জ্ঞানকিরণসমূহ যে অমৃত মুখ্যভাবে ধারণ করে, যে অমৃত জ্ঞানিগণ ধারণ করেন, সেই অমৃত আমরা যেন লাভ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং জ্ঞানজনিত অমৃত লাভ ক'রি)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'এর (সোমের) যে অতি চমৎকার রস, যা ইন্দ্রের সর্ব শ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যা গাভিগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্বক আস্বাদন করছেন, এস সেই রস আমরা শোধন ক'রি।' গাভিগণ তৃণ ভক্ষণ করে, সেই তৃণের মধ্যে সোমরস বর্তমান আছে, সুতরাং গাভিগণ সোম ভক্ষণ করে— এটাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। সোমরস সাধারণতঃ 'সোম' নামক এক রকম লতা থেকে উৎপন্ন হতো— এটা প্রচলিত মত। এখানে ভাষ্যকার বলছেন— তৃণের মধ্যেও সোম বর্তমান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৃণ থেকে সোমরসের উৎপত্তির প্রসঙ্গ কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না। যাই হোক, ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও একটি ভাব গৃহীত হ'তে পারে ; তা এই যে, সোম তৃণে পর্যন্ত বর্তমান আছে— অর্থাৎ জগতের

সকল বস্তুতে সোমরস বর্তমান আছে। এই ভাব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদকদ্রব্য হ'তে পারে না। কারণ সাধারণ মাদকদ্রব্য কখনই বিশ্বের সকল বস্তুতে বর্তমান থাকতে পারে না। সুতরাং 'সোম' বলতে প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় পরমার্থপ্রদ, যা আমাদের মোক্ষের পথে নিয়ে যায়, তেমন কোনও বস্তুকে অবশ্যই লক্ষ্য করে]।

৬/৩— সাধকগণ নিত্যপ্রার্থনার দ্বারা পবিত্রকারক ভগবানকে আরাধনা করেন ; অপিচ, দেবমাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক সৎ-বৃত্তিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সমর্থ হন। (মন্ত্রটি নিতসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— আরাধনাপরায়ণ সাধকেরা ভগবানকে প্রাপ্ত হন)। [প্রচলিত বঙ্গানুবাদে, ভাষ্য অনুসারে, সোমরসকে শোধনকালে নানারকমে স্তব করার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। অথচ সমগ্র মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও সোমরসের উল্লেখ নেই]।

৭/১— হে দেব! রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) সর্বযজ্ঞের (সকল সৎ-কর্মের) সম্পাদক (প্রভু) জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আমরা যেন (অভীষ্টসিদ্ধির জন্য) বন্দনা করতে প্রবৃত্ত হই। (ভাবার্থ,— রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশক সর্ব সৎকর্মসম্পাদক জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যেন ভজনা ক'রি)। **অথবা**— যজ্ঞসমূহের সম্রাটস্বরূপ, (প্রভু) অমৃতবিশিষ্ট, সর্বব্যাপক, প্রখ্যাত (সেই) জ্ঞানস্বরূপ দেবকে নমঃ-শব্দ উচ্চারণপূর্বক আমরা যেন বন্দনা করতে (সর্বদাই) প্রবৃত্ত হই। ['অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং' শব্দ ক'টি সমস্যামূলক। ব্যাখ্যাকারগণ, ভাষ্যকারের অনুসরণে ঐ শব্দ ক'টির অর্থ করেছেন— 'পুচ্ছ ও কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়।' তা থেকে টেনে বুনে দৃষ্টান্তক্ষেত্রে ভাব আনা হয়েছে— 'অশ্ব যেমন পুচ্ছাদি সঞ্চালনে ব্যথাদায়ক দংশন মশক ইত্যাদিকে দূরীভূত করে, অগ্নিদেবও তেমনই আপন জ্বালা (শিখা) দ্বারা আমাদের পীড়াদায়ক শত্রুগণকে দূর করেন।'— আমরা ব'লি, মন্ত্রে অনিত্য ঘোটকদের সম্বন্ধ নেই। উপমাপক্ষে এখানে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃর উপমাই বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের প্রথম অন্বয়ে 'অশ্বং' অর্থে 'ব্যাপকং, রশ্মিং', 'অগ্নি' অর্থে 'জ্ঞানস্বরূপং দেবং' ইত্যাদি ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রায় একইরকম অর্থ সূচিত হয়েছে ; যেমন, 'অশ্বং'—'ব্যাপ্তিশীলং' ইত্যাদি বলা বাহুল্য আমরা শব্দগুলির ব্যাখ্যাকালে বৈদিক-প্রয়োগ উপেক্ষা করতে পারিনি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-২দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৭/২— সকল শক্তির আশ্রয়, সর্বত্রবিদ্যমান সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদের পরম সুখদায়ক হোন, প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট প্রদানকারী হোন। সর্বশক্তির আশ্রয়ভূত জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব আমাদের সুখবর্ধন এবং অভীষ্টপূরণ করুন— এটাই প্রার্থনা। [এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে 'শবসা সূনুঃ' পদ দু'টিতে 'বলের পুত্র' অর্থাৎ বল-উৎপন্ন (ঘর্ষণোৎপন্ন) অগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়েছে বোঝা যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলিতে সেই অর্থই প্রকট হয়েছে। আমরা কিন্তু ঐ দু'টি পদে 'শক্তির আশ্রয়স্থান' অর্থই গ্রহণ ক'রি। শক্তি থেকে অগ্নি, কি অগ্নি থেকে শক্তি তা-ও নির্ধারণ করা অসম্ভব। এতে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, আধার আধেয় ভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট— এই তত্ত্বই, তত্ত্বপক্ষে অভিন্নত্ব ভাবই, উপলব্ধ হয়। এখানে 'শবসা সূনঃ' এবং 'পৃথুপ্রগামা' সেই অগ্নিকেই বোঝাচ্ছে, যিনি শক্তি থেকে উৎপন্ন অথচ শক্তিরই হেতুভূত এবং বিশ্বব্যাপক। ফলতঃ যিনি স্রষ্টা অথচ সৃষ্টি, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত ; এখানে বিশেষণে তাঁকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। তিনি যে সাকার ও নিরাকার— 'শবসা সূনুঃ' পদ দু'টিতে তা-ও ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং 'অগ্নিরূপী' এ তিনি কে? ঐ

প্রজ্বলন্ত অগ্নি নিশ্চয়ই নয়। অবশ্য ঐ অগ্নিকে উপলক্ষ ক'রে সেই সকল উৎপত্তির মূলরূপে অদৃষ্ট, উৎপন্নরূপে পরিদৃশ্যমান, ঈশ্বরকেও লক্ষ্য করে]।

৭/৩— সর্বপ্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ু) সেই ভগবান্ অগ্নিদেব আমাদের দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন (কর্ম অনুসারে আমরা তাঁকে নিকটেও দেখতে পাই, আবার দূরেও দেখতে পাই) ; হে দেব! মানব-জন্ম-সহজাত পাপ হ'তে আমাদের পরিত্রাণ করুন। হে ভগবন্! পাপ হ'তে পরিত্রাণ করুন, হৃদয়ে আগমন করুন—এটাই প্রার্থনা। [তিনি বিশ্বায়ু বিশ্বপ্রাণরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলেও মানুষ আপন কর্মানুসারে কখনও তাঁকে অন্তরে অধিষ্ঠিত দেখতে পায়, কখনও পায় না। এই মন্ত্রে মানুষের সেই বিভ্রমের বিষয় বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে—'মানুষ, যদি তুমি তাঁকে সর্বদা নিকটে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর শরণাপন্ন হও ; তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন এই মানব-জন্মের সাথে নিত্য-সম্বন্ধযুত পাপসমূহকে বিদূরিত করেন।' পাপ বিদূরিত হলেই অজ্ঞান অন্ধকার অপসারিত হলেই, পুণ্যস্বরূপ তাঁর— জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁর— অধিষ্ঠান হবে। তাই প্রার্থনা, হে দেব! পাপ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুন]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম— 'বারবন্তীয়োত্তরং' এবং 'বারবন্তীয়াদ্যম্']।

৮/১— বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! পূজ্য আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদের সকল রিপুগণকে বিনাশ করুন। পাপহারক হে দেব! শ্রেষ্ঠ আপনি অমঙ্গলনাশক, মঙ্গলময় এবং শত্রুগণের নাশক হোন। (ভাব এই যে,— মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের রিপুগণকে নাশ করুন ; এবং মোক্ষবিঘ্নসমূহ নিবারণ করুন)। [প্রকৃতির ক্রিয়ায়, মায়ার প্রভাবে, অমঙ্গলের—পাপের উৎপত্তি হয়। কর্মবশে মানুষ পাপের— অসুরের— অধীনতা স্বীকার করে। মুহূর্তের জন্য, পাপ অমঙ্গল জগতে আধিপত্য বিস্তার করে বটে। কিন্তু মঙ্গলময় পরমশিব ভগবানের রাজত্বে শয়তানের আধিপত্য টিকতে পারে না। ভগবান্ রুদ্ররূপে তা ধ্বংস করেন। কিন্তু প্রশ্ন হ'তে পারে, ভগবান্ যদি মঙ্গলময়ই হন তো পাপ অমঙ্গল এল কোথা থেকে? আসলে জগতে এই অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়— মায়ার প্রভাবে, প্রকৃতির চাতুরীতে। ত্রিগুণের সাহায্যে প্রকৃতি কাজ করেন। এই গুণত্রয়ের অসামঞ্জস্য-হেতু বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়, মানুষের মধ্যে পার্থক্য জন্মায়। মায়ার প্রভাবে— অজ্ঞানতাবশে মানুষ ভুল করে ; পাপ করে, নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আনে। তাই জগতে এই অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে— মায়ার প্রভাবের ও জীবের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্রের জন্য। মঙ্গলময় ভগবান্ অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন না, তাঁর উপরে অসামঞ্জস্যের দোষ আসে না। কিন্তু মানুষ যখন ভুলের বশে, প্রকৃতির চাতুরীতে পাপের পথে যায়, অমঙ্গলের সৃষ্টি করে,— নিজের প্রকৃত স্বরূপ ভুলে নিজেকে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়ার পুতুল ক'রে তোলে ; তখন ভগবান্ রুদ্ররূপে অমঙ্গল ধ্বংসের জন্য আবির্ভূত হন, মানুষকে সচেতন ক'রে দিয়ে পথ প্রদর্শন করেন। এই ধ্বংসের মধ্যে পরম মঙ্গল দর্শন ক'রে সাধক প্রার্থনা করেন 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।' তাই ধ্বংস ও সৃষ্টি এই দু'টিরই মধ্য দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় রূপ প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি একাধারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা, আবার অমঙ্গলের নাশয়িতা,— তাঁর প্রতি এই অসামঞ্জস্য-দোষ আরোপ করা যায় না। সেইজন্যই মন্ত্রের মধ্যে, একসঙ্গে ভগবানকে 'অশস্তিহা' 'জনিতা' 'বৃত্রতু' বলা হয়েছে। 'বৃত্র' পদে আমরা পূর্বাপরই 'অজ্ঞানতা' 'পাপ' অর্থ ক'রে আসছি]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৮দ-৯সা) প্পাওয়া যায়]।

৮/২— হে ভগবন্! মাতাপিতা যেমন শিশুকে অনুগমন করেন, তেমন ভাবে দ্যুলোক-ভূলোকে অবস্থিত সকল লোক আপনার আশুমুক্তিদায়িকা শক্তি পেতে ইচ্ছা করেন। বলাধিপতি হে দেব! যেহেতু আপনি অজ্ঞানতারূপ রিপুকে বিনাশ করেন, সেই হেতু সকল শত্রু আপনার রিপুনাশিকা শক্তির জন্য হীনবল হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সকল লোক ভগবৎ-শক্তি-লাভ করতে ইচ্ছা করেন ; ভগবান্ লোকদের সকল রিপু বিনাশ করেন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির নমুনাস্বরূপ একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে ইন্দ্র! মাতা যেমন শিশুর অনুগমন করে, তেমন মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল-হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ করো, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারিগণ তোমার ক্রোধে খিন্ন হয়।' কিন্তু এই অনুবাদ ভাষ্যের অনুসারী নয় ; বিশেষতঃ দু' এক স্থলে ভাষ্যের বিপরীত ভাবই প্রকাশ করছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'অভিবর্ত্তং']।

•

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৯)

যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্ ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ।
চক্রাণ ওপশং দিবি॥ ১॥
ব্য৩ন্তরিক্ষমতিরন্ মদে সোমস্য রোচনা।
ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্॥ ২॥
উদ্ গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গূহা সতীঃ।
অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্। ৩॥

(সূক্ত ১০)

ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্।
আ চ্যাবয়স্তূতয়ে॥ ১॥
যুধ্মং সন্তমনর্বাণং সোমপামনপচ্যুতম্।
নরমবার্যক্রতুম্॥ ২॥
শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাং ঋচীষম।
অবা নঃ পার্যে ধনে॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ তব দক্ষমুত ক্রতুম্।
বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্॥ ১॥

তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে॥ ২॥
ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্ ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ।
ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৯সূক্ত/১সাম—সৎকর্ম ভগবানকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে অর্থাৎ সন্তুষ্ট করে ; সেই সন্তোষহেতু, সেই ভগবান্ স্বর্গলোকে অবস্থিতি করেও, এই ভূলোককে— এর অন্তর্গত সৎকর্মের অনুষ্ঠাতাকে— বিশেষভাবে রক্ষা করেন। (ভাব এই যে,— সৎকর্ম ভগবানের সন্তোষবিধান করে এবং সৎকর্মের অনুষ্ঠাতাকে ও ভূলোককে পালন ক'রে থাকে)। [এই মন্ত্রে মানুষ-মাত্রকেই সৎকর্ম করবার জন্য উদ্বোধিত করা হয়েছে। সৎকর্মই— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির সাধন। কর্ম না করলে, শরীর-যাত্রা (জীবিকা) নির্বাহিত অসম্ভব। কর্ম করো—ফল আপনিই আসবে। ফলাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন নেই। — কিন্তু ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রটির অর্থ প্রতিপন্ন হয় যে, যজমান কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ইন্দ্রদেবকে বর্ধিত করেছে। ভাষ্যের ভাবে ও আমাদের ভাবে একটু পার্থক্য ঘটার কারণ, এ মন্ত্রের 'যজ্ঞঃ' 'অবর্ধযৎ' ও 'ব্যবর্তয়ৎ'— এই তিনটি পদের অর্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়েছে। আমরা মনে ক'রি, যজ্ঞ বলতে কেবলই যে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দান বোঝায়, তা নয়। আমরা যজ্ঞ পদে সৎকর্মমাত্রকে লক্ষ্য ক'রি। তাতে একটা বিশ্বজনীন উদার ভাব আসে। যজ্ঞ বা হোম ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের তৃপ্তি বা সন্তোষ হয়— বললে, যাঁরা তেমন যজ্ঞ করতে সমর্থ হবেন না, তাঁরা তবে ভগবানের সন্তোষ জন্মাতে পারবেন না? পরোপকার, রোগিচর্যা, বিপন্নত্রাণ, সৎকর্মের সহায়তা এই সব সৎকর্ম করলেও তথাকথিত যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। কারণ ঐ-সব কর্মেও ভগবান্ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন। তাই মনে হয়, মন্ত্রের যজ্ঞ-পদে সৎকর্ম মাত্রকেই সূচিত করে। যজ্ঞ যেমন সৎকর্ম, এগুলিও তেমনই সৎকর্ম। 'অবর্ধয়ৎ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—ভগবান্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু যিনি পরমৈশ্বর্যশালী, যিনি প্রবৃদ্ধ, তাঁর আবার বৃদ্ধি কি? এখানে তাঁর সন্তোষ-সাধনই তাঁর পরিবৃদ্ধি মনে করতে হবে। এইরকম 'ব্যবর্তয়ৎ' পদ। এই পদ সম্বন্ধে ভাষ্যে উক্ত হয়েছে— 'পৃথিবীং বৃষ্ট্যাদিদানেন বর্তমানং অকরোৎ',— তারও সঙ্গতি নেই। পৃথিবী তো বর্তমানা আছেই ; তাকে আবার কিভাবে বর্তমানা করবে? এ এক বিসদৃশ উক্তি ব'লে মনে হয়। 'ব্যবর্তয়ৎ' পদে আমরা তাই 'ব্যবর্তয়েৎ' মনে ক'রে (বর্তমানে অতীত কাল প্রয়োগ ক'রে) তার অর্থ গ্রহণ করেছি,— 'পৃথিবীকে রক্ষা ক'রে থাকেন।' ফলতঃ সৎকর্মের দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন এবং সৎকর্মের প্রভাবেই পৃথিবী রক্ষিত হয় ;— 'অবর্ধয়ৎ' ও 'ব্যবর্তয়ৎ' পদ দু'টি এই ভাবই ব্যক্ত করছে। 'চক্রাণ ওপশং দিবি'— এই বাক্যাংশের ভাব— স্বর্গ যাঁর আবাস-স্থান, সৎকর্মের প্রভাবে এই মর্ত্যে এসেও তিনি অবস্থিতি করেন, মর্ত্যবাসীর শ্রেয়ঃ সাধনে উদ্বুদ্ধ হন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-১দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৯/২— বলাধিপতি দেবতা যখন শত্রুবল নাশ ক'রে সাধককে শক্তি প্রদান করেন, তখন সাধক শুদ্ধসত্ত্বজনিত পরমানন্দ লাভ ক'রে জ্যোতির্ময় স্বর্লোক সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানের শক্তি লাভ ক'রে সাধকগণ মোক্ষলাভে সমর্থ হন)। [মন্ত্রটিতে যুগপৎ ভগবানের মাহাত্ম্য এবং সাধকের সৌভাগ্য বর্ণিত হয়েছে। ভগবান্ সাধককে শক্তিদান করেন, এবং সেই শক্তিলাভ ক'রে সাধক সাধনমার্গে অগ্রসর হ'তে সক্ষম হন। যখন সাধক ভগবৎশক্তির অনুভূতি হৃদয়ে লাভ করেন, তখন ক্রমশঃ হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। তা-ই সাধককে বিমলানন্দ দানে ধন্য করতে পারে। ভগবানের কৃপায় সাধক মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হন]।

৯/৩— ভগবান্ নিগূঢ় জ্ঞানকিরণ প্রকাশিত ক'রে জ্ঞানিদের প্রদান ক রন ; এবং হীনবল অসহায় জনকে শক্তি প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকেরা ভগবানের কৃপায় প্রাকৃতজনের অপরিজ্ঞাত পরাজ্ঞান লাভ করেন ; ভগবান্ হীনবল কৃপাপ্রার্থী জনকে শক্তি প্রদান করেন)। [ভাষ্য ইত্যাদিতে, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, পণি অসুরের উপাখ্যানের উল্লেখ আছে। কিন্তু মূলে পণির কোনও প্রসঙ্গই নেই। মন্ত্রের প্রথম অংশের 'গাঃ' পদের অর্থ কিরণ, জ্ঞানকিরণ। তা কেমন? 'গুহা সতীঃ'— নিগূঢ় অবস্থিত। আসলে জ্ঞানশক্তি জগতে বিদ্যমান থাকলেও তা প্রাকৃত জনের অনধিগম্য। যাঁরা সাধনার বলে নিজেকে সেই পরমবস্তু লাভের উপযোগী ক'রে তুলতে পারেন, তাঁরাই জ্ঞানলাভ করতে পারবে। সুতরাং জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে 'গুহা সতীঃ'— নিগূঢ় বর্তমান। কিন্তু সেই জ্ঞানকে কে লাভ করতে পারেন? কিভাবেই বা তা লাভ করা যায়? বেদ বলছেন—'অঙ্গিরোভ্য'— জ্ঞানিগণকে তা প্রদান করা হয়। 'অঙ্গিরা' শব্দে যে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে, তা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার ব্যক্ত করেছি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'অর্চাঞ্চং নুনুদে বলম্'— হীনবল, অসহায়, কৃপাপ্রার্থী জনকে ভগবান্ শক্তি প্রদান করেন। — ইত্যাদি। কিন্তু ভাষ্যকার এইরকম সরল ও সঙ্গত অর্থ পরিত্যাগ ক'রে কল্পিত অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাঁর অনুবাদ—'অঙ্গিরা ঋষিগণকে বলানুচর পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহ প্রদান করেছিলেন। কিভাবে? কেউ দেখতে না পায়—এমনভাবে পণিগণ কর্তৃক নিগূঢ়ভাবে গুহাতে লুক্কায়িত গাভিগণকে প্রকাশিত ক'রে। অপিচ, পণিদের অধিপতি বলনামক অসুরকে অধোমুখে প্রেরিত করেছিলেন।' ভাষ্যকার 'অর্বাঞ্চং' পদের অর্থ করেছেন— 'অধোমুখং'। আমরা তা অস্বীকার ক'রি না। আমরা বলেছি—যারা নতমুখে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে]।

১০/১— হে আমার মন! তোমাদের নিজেদের রক্ষার জন্য শত্রুগণের অভিভবকারী, সকল স্তোত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ স্তোত্ররূপে অবস্থিত, সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে উৎকর্ষের সাথে অভিমুখে আগমন করাও অর্থাৎ আনয়ন করো। (আত্ম-উদ্বোধন-প্রকাশক এই মন্ত্রটির ভাব এই যে,— হে মানুষ! তোমার কর্মের দ্বারা তুমি যেন ভগবানের সামীপ্য লাভ করো, তার জন্য উদ্বুদ্ধ হও)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে, কাকে সম্বোধন ক'রে যে মন্ত্রটি উচ্চারিত, তা বোঝা যায় না। যেমন,—'সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিমুখে আগমন করাও।' ভাষ্য অনুসারে এই মন্ত্রটি স্তোতাকে সম্বোধন ক'রে উচ্চারিত হয়েছে সিদ্ধান্ত করা যায়। আমাদের সিদ্ধান্ত— প্রার্থনাকারী সাধক নিজের মনকে সম্বোধন ক'রে এই মন্ত্রে বলছেন— 'হে আমার মন! তুমি সেই দেবতাকে নিকটে আনয়ন করো ; অর্থাৎ তাঁর সাথে তোমার মিলন হোক।' সে মিলনে কি হবে? তোমার অর্থাৎ আমার রক্ষা হবে। কেননা সেই দেবতা শত্রুগণের অভিভবকারী। তাঁর উদ্দেশে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করো ; তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হও ; তার দ্বারাই তাঁকে প্রাপ্ত হবে ; কেন-না, তিনি সকল স্তোত্র-মন্ত্রের সাথে বিদ্যমান আছেন। — মন্ত্র এমনই আত্ম-উদ্বোধনার ভাব প্রকাশ করছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৬দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২— শত্রুনিবারক সৎস্বরূপ অপ্রতিহতগতি শুদ্ধসত্ত্বদাতা অপরাজেয় অনিবার্যশক্তি সর্বলোকের অধিপতি দেবতাকে আরাধনা করতে আমরা যেন সমর্থ হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। [মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক হলেও তার মধ্যে আত্ম-উদ্বোধনার ভাবও বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ভগবানকে যেন আমরা পূজা করতে পারি, তাঁর সেবায় যেন আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি—আমাদের যেন সেই শক্তি লাভ হয়— এটাই

প্রার্থনার সারমর্ম। এর মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপনও আছে। জগতে এমন কোনও বাধাবিঘ্ন নেই, যা তাঁর শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে। তাই তিনি 'অনির্বাণং'। তিনি 'অনপচ্যুতং'— অপরাজেয়। কারণ তাঁর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কেউই নেই। তিনি 'সোমপাং'। ভাষ্যকার অর্থ করছেন,— সোমপানকারী। কিন্তু আমরা মনে ক'রি, পালনার্থক 'পা' ধাতু এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। তাই 'সোমপাং' পদের অর্থ হয়— যিনি শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদাতা]।

১০/৩— পরমারাধনীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সর্বজ্ঞ আপনি আমাদের প্রভূত পরিমাণে পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন ; হে দেব! পরমধন দান ক'রে আমাদের রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, — হে ভগবন্! আমাদের পরমধন প্রদান করুন, এবং আমাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [মন্ত্রটি প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতেও প্রার্থনামূলক ব'লে গৃহীত হয়েছে। যেমন,— 'হে স্তুতির দ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান, তুমি শত্রুদের নিকট হ'তে আমাদের প্রভূত ধন করো। শত্রুদের ধনের দ্বারা আমাদের রক্ষা করো।' প্রার্থনামূলক ব'লে গৃহীত হলেও ভাষ্য ইত্যাদিতে প্রার্থনার ভাব বহুলপরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম 'সত্রিসোহীয়ম্']।

১১/১— হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধী প্রসিদ্ধ বীর্য এবং আপনার সম্বন্ধী মহৎ বল, সৎকর্মসাধনসামর্থ্য, অপিচ পরমাকাঙ্ক্ষণীয় রিপুনাশিকা শক্তিকে আমাদের প্রার্থনা— সম্যকরূপে লাভ করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবানের পরমধন এবং দিব্যশক্তি লাভ করতে পারি)। [আলোচ্য মন্ত্রটির একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'হে ইন্দ্র! স্তুতি তোমার সেই বৃহৎ বীর্য তোমার সেই বলকর্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করছে।' প্রচলিত অর্থে ইন্দ্রদেবের আয়ুধ সেই বজ্রকে স্তুতি কিভাবে তীক্ষ্ণ করবে তা বোঝা যায় না। সুতরাং 'শিশাতি' অথবা 'তীক্ষ্ণ করা' ক্রিয়ার নিশ্চয়ই একটা বিশেষ অর্থ আছে। কিন্তু ব্যাখ্যায় তা পরিস্ফুট হয়নি। ভাষ্যকারও এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ করেননি। —প্রথমতঃ 'বজ্র' শব্দের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তা দেখতে হবে। 'বজ্র' সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা প্রায় সকলেই জানেন। দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত এই অস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুরবধ করেন। এখানে একটি বিশেষ বিষয় অনুধাবনযোগ্য। যতই কেন শক্তিশালী হোক না, শেষপর্যন্ত অসুর বা অসদ্ভাব ধ্বংস হয়— দেবশক্তিই জয়লাভ করে। কিন্তু কোন্ উপায়ে সেই মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়? তা-ও ঐ আখ্যায়িকাতেই বিবৃত হয়েছে। সাধক যখন জগতের হিতসাধনে, পরমমঙ্গললাভের জন্য আত্মবিসর্জন করেন, সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ ক'রে সাধক যখন মর্ত্যের অবিনশ্বর বস্তুর মোহ অতিক্রম ক'রে সৎ-বস্তুর সন্ধানে, সৎ-বস্তু লাভে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই জগতে ধর্মশক্তির পুনরভ্যুদয় হয়। সাধকের প্রাণশক্তি, দধীচির অস্থিই লুপ্তপ্রায় দেবশক্তির পুনরুদ্ধার করতে পারে। দধীচির অস্থিই সেই অসুরবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণের প্রকৃত উপাদান। দেবতাও মানুষের এই শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। — বজ্র নির্মাণের এটাই তাৎপর্য। — আমাদের এই মন্ত্র বলছেন— 'ধিষণা বজ্রং শিশাতি'— স্তুতি বজ্রকে তীক্ষ্ণ করে। আপাতদৃষ্টিতে এই বাক্যটি অসংলগ্ন ব'লে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। দধীচির আখ্যান থেকেই বোঝা গেছে— সাধক যখন সাধনায় (প্রার্থনা-আরাধনায়) আত্মনিয়োগ করেন, তখনই, পাপশক্তি অসুরগণ হীনবল হয়, এবং তেমনভাবেই দেবশক্তি, অসুরনাশক শক্তি, বজ্রশক্তি প্রবর্ধিত হয়। তাই সমগ্র মন্ত্রের সার অংশ ঐ বাক্যেই প্রকাশিত হয়েছে]।

১১/২— সর্বশক্তিমান হে দেব! দ্যুলোক আপনার শক্তি বর্ধন করে এবং ভূলোক আপনার যশঃ বর্ধন করে, অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকলেই আপনার শক্তি এবং মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত (কীর্তন) করে। অমৃতপ্রাপিকা পাষাণকঠোর সাধনা পরমদেবতা আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— বিশ্বস্থিত সকল লোক ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করে। মানুষেরা কঠোর সাধনার দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হন)। [দ্যুলোক ও ভূলোক যথাক্রমে ভগবানের শক্তি বর্ধন করে ও শক্তি-মাহাত্ম্য কীর্তন করে। কিন্তু এই দুই বিভাগের দ্বারা তাঁর ভক্তগণের শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,— দ্যুলোক-ভূলোকের সকল প্রাণীই তাঁর মহিমা কীর্তন করে। দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,— সাধকেরা কঠোর সাধনার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 'আপঃ' পদের সাথে 'পর্বতাসঃ' পদের সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে তাই এই উভয় পদের অর্থ দাঁড়ায়— 'অমৃতপ্রাপকাঃ পাষাণকঠোরসাধনাঃ' অর্থাৎ সাধনার দ্বারা সাধকেরা ভগবানকে লাভ করেন]।

১১/৩— হে ভগবন্! পরমাশ্রয়স্বরূপ সর্বব্যাপী দেবতা, মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষক দেবতা আপনাকে স্তুতি করেন ; বিবেকসম্বন্ধিনী শক্তি আপনাকে প্রীত করে। (মন্ত্রটি ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— ভগবন্ সকলের আরাধনীয় এবং সকলের অধিপতি। এতএব তাঁর শরণ গ্রহণ করো)। [মন্ত্রটির ভাষ্যে বলা হয়েছে— বিষ্ণু মিত্র বরুণ প্রভৃতি দেবতা ইন্দ্রের স্তুতি করেন। এর দ্বারা (প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারেই) বোঝা যায় যে,— ইন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রে ইন্দ্রের কোন উল্লেখ নেই। আমরা মনে ক'রি, এখানে মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা স্বয়ং ভগবান্। ভগবৎ-চরণেই সকলে প্রণত হয়। বিষ্ণু (সর্বব্যাপী দেব—ভগবানের বিভূতি), মিত্র (মিত্রভূত দেবতা—ভগবানের বিভূতি), বরুণ (অভীষ্টবর্ষক দেবতা— ভগবানের বিভূতি), মরুৎ (বিবেকরূপী দেবতা— ভগবানের বিভূতি)— সবই তাঁর অংশ বা অংশের বিকাশ মাত্র। তাই সকলেই তাঁতে লীন হয়। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে বহুত্বের মধ্য দিয়ে একত্বের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। এটাই মন্ত্রাংশের বিশেষত্ব]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রে একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'সৌভরম্']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১২)

নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ।
অমৈরমিত্রমর্দয়॥ ১॥
কুবিৎ সু নো গবিষ্টয়েহগ্নে সংবেষিষো রয়িম্।
উরুকৃদুরু ণস্কৃধি॥ ২॥

মা নো অগ্নে মহাধনে পরা বগর্ভারভৃদ্যথা।
সংবর্গং সং রয়িং জয়॥ ৩॥

(সূক্ত ১৩)

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্ব নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ ১॥
বি চিদ্ বৃত্রস্য দোধতঃ শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা।
বজ্রেণ শতপর্বণা॥ ২॥
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ।
ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী॥ ৩॥

(সূক্ত ১৪)

সুমন্মা বস্বী রন্তী সূনরী॥ ১॥
সরূপ বৃষন্না গহীমৌ ভদ্রৌ ধূর্যাবভি।
তাবিমা উপ সর্পতঃ॥ ২॥
নীব শীর্ষাণি মৃঢ়বং মধ্য আপস্য তিষ্ঠতি।
শৃঙ্গেভির্দশভির্দিশন্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১২সূক্ত/১সাম—দ্যোতমান্ হে অগ্নিদেব (প্রজ্ঞানরূপ দেবতা)! আত্ম-উৎকর্ষ-নিষ্পন্ন জনগণ, জ্ঞানলাভের জন্য, আপনার উদ্দেশে নমঃসূচক স্তোত্র গান ক'রে থাকেন (অতএব আমিও আপনাকে স্তব করছি)। আপনি অমিত বলপ্রভাবে (আমার) শত্রুকে বিনষ্ট করুন। (ভাব এই যে,— হে দেব! জ্ঞানলাভের জন্য সাধকবর্গ আপনাকে স্তুতি করেন। আপনিও অমিতপরাক্রমে শত্রুদের বিনাশ ক'রে থাকেন)। [মন্ত্রের 'ওজসে' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে 'বলায়' অর্থাৎ বললাভের জন্য। আমরা ঐ পদের অৎ করছি— জ্ঞানলাভের জন্য। সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করতে হ'লে বিশুদ্ধ জ্ঞানবলই একমাত্র প্রধান বল। হৃদয়ে জ্ঞানবল সঞ্চিত না হ'লে, হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হ'লে, ভগবানের করুণা-লাভ সম্ভবপর হয় না। তাই সাধক প্রার্থনা জানাচ্ছেন— 'হে দেব! আপনি জ্ঞানস্বরূপ; আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করুন. তার অব্যর্থ প্রভাবে অজ্ঞানজনিত কাম-ক্রোধ ইত্যাদি অন্তঃশত্রু ভস্মীভূত হোক,— হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব বিকাশ পাক।' — মন্ত্রের এটাই তাৎপর্য]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-২দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়। এর ঋষি—'বামদেব']।

১২/২— হে জ্ঞানদেব! পরাজ্ঞানলাভের জন্য আমাদের প্রভূত পরিমাণে (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) পরমধন প্রদান করুন। মহত্ত্বপ্রদাত হে দেব! আমাদের জ্ঞানভক্তির দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক, প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদের জ্ঞানভক্তিসম্পন্ন করুন)। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতেও মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক ব'লেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,— 'হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করতে পারব ব'লে তুমি বহুধন দান

করো ; তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদের সমৃদ্ধ করো।'— কিন্তু এই ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত নই। 'গবিষ্টয়ে' পদে ভাষ্য ইত্যাদিতে যে অর্থ গৃহীত হয়েছে, তার ভাব— গরু লাভের জন্য। কিন্তু এই পদে গরুলাভের কোনও প্রসঙ্গ নেই। 'গো' শব্দে জ্ঞানকিরণ বোঝায়। সে মতে 'গোবিষ্টয়ে রয়িং সংবেষিষঃ' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,— আমরা যেন পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করতে পারি। মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ সরল। তিনিই মানুষের আশ্রয়, সর্বশক্তির আধার। তিনিই মানুষকে শক্তি দান করতে পারেন। তাই সেই পরম-দেবতার চরণে শক্তি-লাভের প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। যা মানুষকে জীবনের চরম অভীষ্টলাভে সাহায্য করতে পারে, তা-ই প্রকৃত শক্তি। সেই শক্তির মূলে আছে— জ্ঞানভক্তি। তাই মহত্ত্ব অর্থে আমরা জ্ঞানভক্তি ইত্যাদি শক্তিকে লক্ষ্য করেছি]।

১২/৩— হে জ্ঞানদেব! বিশ্বের ধারক আপনি রিপুসহ আমাদের সংগ্রামে আমাদের যেন পরিত্যাগ করবেন না। পরন্তু হে দেব! শত্রুজয়ে প্রভূতপরিমাণ পরমধন আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের রিপুশত্রু নাশ করুন এবং আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। ['ভারভৃৎ যথা' পদ দু'টিতে বিশ্বের ধারক ভগবানকেই বোঝাচ্ছে। সেই পরমদেবতার কৃপায় যেন আমরা পরমধন লাভে বঞ্চিত না হই, তিনি যেন কখনও আমাদের পরিত্যাগ না করেন— এটাই মন্ত্রের অন্তর্গত প্রার্থনার সারমর্ম]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'জরাবোধীয়ম্']।

১৩/১— প্রবহমান নদীসকল, সমুদ্রের জন্য অর্থাৎ সমুদ্রের সাথে মিলনের জন্য প্রণত হচ্ছে অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশে নিজেকে প্রেরণ করছে। তেমনই, আত্ম-উৎকর্ষসাধক বিশ্ববাসী জনগণ, বিশ্বব্যাপক সেই ভগবানের অর্চনা করবার জন্য অর্থাৎ তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য, প্রণত হচ্ছে অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশে আত্ম-প্রেরণ করছে। (ভাব এই যে,— বিশ্ববাসী সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হচ্ছে ; অতএব হে মন! তুমিও সেই বিশ্বের অন্তর্গত হয়ে তাঁর প্রতি তেমনই প্রণত হও)। [এই সামমন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রকাশ ও নিজের (আত্মার) উদ্বোধন-ভাব প্রতীত হয়। ভগবান্ কেমন? না—তিনি 'বিশঃ'— বিভু বিশ্বব্যাপক অনন্ত অসীম সমুদ্রের মতো—'সমুদ্রায় সিন্ধবঃ'। সমুদ্র যেমন এ বিশ্বসংসারে যত নদ-নদী আছে— সকলকেই, নিজেতে মেশাতে নিজের ধনে ধনী করতে, আপনজন করতে, তরঙ্গ-নিকর কর প্রসারিত ক'রে আহ্বান করতে থাকে ; ভগবানও সকল দিকে সকল স্থানে থেকে বলছেন— 'হে বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যদি আত্মার উৎকর্ষ সাধন করতে চাও, যদি আমাতে আত্মসমর্পণ করতে চাও, তাহলে নত হও, সত্ত্বভাবসম্পন্ন হও, আমার দিকে লক্ষ্য করো ;— সকল কাজের ভেতর দিয়ে, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়ে, আমার পানে ছুটে এস। দেখবে— সংসারের যত কিছু মায়া-মমতা, যতকিছু কামনা-প্রলোভন, কেউই তোমাকে বন্ধন করতে পারবে না, কেউই তোমাকে ঠকাতে পারবে না, তুমি তোমার লক্ষ্যকে (আমাকে) পাবেই পাবে।' তাই ব'লি— 'মন! দৃঢ় অচল অটল সঙ্কল্প করো। আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হও। ভগবানকে লক্ষ্য করো। তাঁর অর্চনায় রত হও। দেখবে তোমার সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ভগবান্ নিকটে আসবেন— তোমাকে ভব-পার করবেন, নিজের জন করবেন— তোমার সকলরকম দুঃখতাপজ্বালা দূর হবে।'— এই সামমন্ত্রে এই ভাবটিই ব্যক্ত হচ্ছে ব'লে আমরা মনে ক'রি]।

১৩/২— হে দেব! আপনি আপনি অভীষ্টবর্ষক প্রভূতশক্তিযুত রক্ষাস্ত্রের দ্বারা আমাদের হৃদয়-আচ্ছাদক অজ্ঞানান্ধকারের কেন্দ্রশক্তিকে বিশেষরূপে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন)। ['বৃত্রস্য' পদে ভাষ্যকার 'আবরকস্য' অর্থ করেছেন, আবার তাকে অসুরও বলেছেন। প্রচলিত অর্থে 'বৃত্র' শব্দে কোনও এক অসুরকে বোঝায়। 'বৃত্র' শব্দের প্রকৃত অর্থ—জ্ঞানাবরক অর্থাৎ অজ্ঞানতা। সুতরাং এই দিকের বিচারে তাকে অসুর বলা যায়। কারণ, অজ্ঞানতার মতো মানুষের অনিষ্টকারক এমন আর কোনও শত্রু নেই, যা মানুষকে দেবত্ব বা দেবভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'বৃত্র' শব্দের সাথে অনেক উপাখ্যান সংযোজিত রয়েছে। এখানে অবশ্য এমন কোনও উপাখ্যানের সমাবেশ করেননি। তথাপি একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব বীর্যশালী বজ্রের দ্বারা ছেদ করেছিলেন।' — অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৩/৩— চর্ম যেমন প্রাণীকে আবরণ ক'রে রক্ষা করে, তেমনই সর্বশক্তিমান সেই ভগবান্ যে তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবেষ্টন ক'রে রক্ষা করেন, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রসিদ্ধ সেই তেজঃ আমাদের হৃদয়কে সমুদ্ভাসিত করুক। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানের পরমজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করতে সমর্থ হই)। ['চর্মেব'—মন্ত্রের এই একটি উপমা পদের ভাষ্যানুসারী ভাব—চর্ম যেমন কখনও বিস্তারিত হয়, কখনও বা সঙ্কোচিত হয়। —কিন্তু এতে মন্ত্রার্থের কি সম্বন্ধ আছে, বোঝা যায় না। আমরা মনে ক'রি, চর্মের স্বাভাবিক শক্তিই এখানকার উপমার লক্ষ্য— আবরণ। চর্ম যেমন শরীরকে আবৃত ক'রে রেখে মানুষকে রক্ষা করে, ভগবানের শক্তিও তেমনইভাবে বিশ্বকে আবৃত ক'রে রক্ষা করছে]।

১৪/১— পরমধনদায়ক, পরমরমণীয়, শ্রেষ্ঠনেতৃস্থানীয় পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— আমরা যেন সৎপথ-প্রদর্শন পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [আমরা এই মন্ত্রের প্রার্থনামূলক ভাব অধ্যাহার করেছি/ 'সূনরী' পদের অর্থ— শ্রেষ্ঠপথপ্রদর্শক। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের শ্রেষ্ঠমার্গ প্রদর্শন করতে পারে। সেই পরমজ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হোক— এটাই মন্ত্রাংশের মর্মার্থ]।

১৪/২— নিত্য অপরিবর্তনীয় অভীষ্টবর্ষক হে দেব। আপনি আমাদের হৃদয়-নিহিত কল্যাণদায়ক মোক্ষপ্রাপক ভক্তি-জ্ঞানের অভিমুখে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত হোন ; সেই ভক্তিজ্ঞান আপনাকে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভক্তিজ্ঞান সাধনের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [ভগবান 'স্ব-রূপ' অর্থাৎ নিত্য অপরিবর্তনীয়। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। তাঁর পরিবর্তন নেই। তিনি যা ছিলেন, তা-ই আছেন, অনন্তকাল তা-ই থাকবেন। জগতের এই বিবর্তন, আপাতঃপ্রতীয়মান পরিবর্তন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। — ভাষ্য ইত্যাদিতে অশ্বের উল্লেখ আছে ; যথা— 'একটি ভাষ্যানুসারী হিন্দী অনুবাদ,— 'হে নিত্য এক সমানরূপওয়ালে অভীষ্টফলদাতা ইন্দ্র! কল্যাণরূপ ইন রথমে জোড়েহুয়ে সর্তয়ারোকে যোগ্য ঘোড়কে দ্বারা হমারে যজ্ঞমে শীঘ্র আইয়ে। এ্যয়সে যহ ঘোড়ে আপকো ভলে প্রকারে সেবা করতে হ্যায়।' কিন্তু আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোথাও ঘোড়ার সন্ধান পাইনি]।

১৪/৩— উভয় হস্তের দ্বারা অর্থাৎ প্রভূতপরিমাণে পরমধন প্রদানকারী ভগবান্ অমৃতের মধ্যে বিদ্যমান আছেন অর্থাৎ তিনি অমৃতস্বরূপ হন। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবৎ-দত্ত পরমকল্যাণ ধারণ করো— লাভ করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— ভগবানই অমৃতস্বরূপ হন ; আমরা যেন তাঁর কৃপায় পরমকল্যাণ লাভ করতে উদ্বুদ্ধ হই)। [মন্ত্রটি

দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবানের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনি অমৃতস্বরূপ। 'আপস্য' পদের ভাষ্যার্থ—'রসস্য'। ওর একটি হিন্দী অর্থ— সোমরসকে অর্থাৎ সোমরসের। কিন্তু 'আপ' শব্দে যে সোমরসকে লক্ষ্য করে, তার দৃষ্টান্ত আমরা এই প্রথম পেলাম। এখানে সোমরসের কোন সম্পর্ক নেই। ব্যাখ্যাকার অনর্থক সোমরসের প্রসঙ্গ এনে মন্ত্রের অর্থব্যত্যয় ঘটিয়েছেন মাত্র। 'আপস্য' পদের সোমার্থ গ্রহণ করলে, 'আপস্য মধ্যে তিষ্ঠতি' মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়— সোমরসের মধ্যে বর্তমান আছেন। মন্ত্রাংশটি যে ভগবানের উদ্দেশে উচ্চারিত, ভাষ্যকারও তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভগবান সোমরসের মধ্যে বর্তমান আছেন— এ তো একমাত্র সোমরস পানে উন্মত্ত ব্যক্তির চিন্তাতেই আসা সম্ভব। আমরা মনে ক'রি, 'আপ' শব্দে অমৃত বোঝায় এবং এই অর্থ বর্তমান স্থলেও সঙ্গত ভাবই প্রকাশ করে। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ, অমৃতেই তিনি বাস করেন-এটাই মন্ত্রাংশের ভাবার্থ। 'দশভিঃ শৃঙ্গেভিঃ' পদ দু'টির ভাব— তিনি দুই হাতে পরমধন বিতরণ করেন— প্রভূতপরিমাণে দান করেন। .....মানুষের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য, ব্যাধিবিপত্তিনিগৃহীত জনগণকে যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ করবার জন্য, সন্তাপ-নিবারক ভগবানের এই করুণার বিকাশ। যুগে যুগে অবতার-রূপ গ্রহণ ক'রে তিনি জগৎবাসীকে যে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করেছেন, এখানে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। .....ফলতঃ, এখানে প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে,— আমাদের সৎকর্মসমুদ্ভূত সৎ-ভাবের সাথে ভগবান্ মিলিত হোন। সৎকর্ম-সাধনে ভগবান্ তুষ্ট হয়ে, আমাকে ক্রোড়ে নেবার জন্য নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবেন। ভক্তি-সহকারে যেমন উপকরণেই তাঁর অর্চনা ক'রি না কেন, তা-ই তিনি গ্রহণ করবেন। মন্ত্রের শেষ অংশে ভগবৎ-দত্ত কল্যাণলাভের উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য আত্ম-উদ্বোধন আছে]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'বারবন্তীয়োত্তরম্'। এই সামমন্ত্র অন্য কোন বেদে পরিদৃষ্ট হয় না]।

— সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—অষ্টাদশ অধ্যায়

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে)— ১।২।৪।৬।৭।৯।১০।১৩।১৫ ইন্দ্র ;
৩।১১।১৮।১৯ অগ্নি ; ৫ অশ্বিদ্বয় দেবতা (মতান্তরে নিযুৎ) ; ৮।১২।১৬
পবমান সোম ; ১৪।১৭ ইন্দ্রাগ্নী।
ছন্দ—১-৫।১৪।১৬-১৮।১৯ গায়ত্রী ; ৬।৭।৯।১২।১৩ প্রগাথ বার্হত ; ৮ অনুষ্টুপ ; ১০ উষ্ণিক্
; ১১ প্রাগাথ কাকুভ, ১৫ বৃহতী।
ঋষি— ১ মেগাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস ; ২ শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ আঙ্গিরস ; ৩ শুনঃ
শেপ আজীগর্তি ; ৪ শংযু বার্হস্পত্য ; ৫ মেগাতিথি কাণ্ব ; ৬।৯ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ;
৭ বালখিল্য (আয়ু কাণ্ব) ; ৮ অম্বরীষ বার্ষাভিঃ ; ১০ বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ; ১১ সোভরি কাণ্ব ;
১২ সপ্ত ঋষি (পূর্বে উল্লেখিত) ; ১৩ কলি প্রাগাথ ; ১৪।১৭ বিশ্বামিত্র গাথিন ;
১৫ প্রিয়মেধ কাণ্ব ; ১৬ নিধ্রুবি ; ১৮ ভারদ্বাজ বার্হস্পত্য ; ১৯ বামদেব।

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

পন্যং পন্যমিৎ সোতার আ ধাবত মদ্যায়।
সোমং বীরায় শূরায়॥ ১॥
এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্ ইন্দ্রং গীর্ভির্গির্বণম্॥ ২॥
পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মৎ।
নি যমতে শতমূতিঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

আত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে॥ ১॥
বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্ ভক্ষং সোমস্য জাগৃবে।
য ইন্দ্র জঠরেষু তে॥ ২॥

অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে সোমো ভবতু বৃত্রহন্।
অরং ধামভ্য ইন্দবঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

জরাবোধ তদ্ বিবিড্‌ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্॥ ১॥
স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ।
ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ২॥
স রেবো ইব বিশ্‌পতি-র্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ।
উক্‌থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

তদ্ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে।
শং যদ্ গবে ন শাকিনে॥ ১॥
ন ঘা বসুর্নিযমতে দানং বাজস্য গোমতঃ।
যৎ সীমুপশ্রবদ্ গিরঃ ॥ ২॥
কুবিৎ সস্য প্র হি ব্রজং গোমতং দস্যুহা গমৎ।
শচীভিরপ নো বরৎ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিষবকারী হে প্রাণসমূহ (অথবা, হে চিত্তবৃত্তিনিবহ)! ব্যবহার্য (ব্যবহারিক অর্থাৎ অতাত্ত্বিক) অনিত্য ধন ইত্যাদি এবং প্রশংসনীয় (অর্থাৎ বাস্তব নিত্যসত্য) সোম (অমৃত অর্থাৎ অমৃতের মতো ভগবানের তৃপ্তিপ্রদ হৃৎ-গত সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধা সকলই) সেই বীর (অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বিক্রমকারী) শূর (অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের বিষয়ে শৌর্যসম্পন্ন) ভগবানকে প্রাপ্ত করো (অর্থাৎ প্রদান করো)। (ভাবার্থ,— হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি আত্ম-উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিনব করতে ইচ্ছা করো, তাহলে তোমাদের বাহ্যধন ইত্যাদি আর আন্তর সত্ত্বভাব ইত্যাদি ভগবানে অর্পণ করো)। [মন্ত্রে বলা হচ্ছে— 'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ অথবা প্রাণসকল! আর কেন মোহের পঙ্কে ডুবে আছ? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করো। চেয়ে দেখো, দৃশ্যমান এ সবই অনিত্য। কিছুই তো তোমার নয়। এর সবকিছুই এখন আছে, পরক্ষণে নেই। জীবনাবসানে তারা তো কেউই সঙ্গে যায় না। তাই ব'লি, ভেবে দেখো— এ সব কিছুই তোমার নয়— সবই ভগবানের। তাঁর জিনিষ, সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, তাঁকেই অর্পণ করো। শুধু এই বাহ্যবস্তুই বা কেন! তোমার অন্তরেও যা আছে— জ্ঞান ভক্তি সুখ বা আনন্দ (সত্ত্বভাব-রূপ) এ সবও তো সেই ভগবানেরই প্রদত্ত। সুতরাং তাঁর বস্তু তাঁকেই অর্পণ করো। তাহলে তোমার আত্ম-উদ্বোধনের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। আর ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করো। তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই

তিন ভুবনকে ব্যেপে আছেন ; অর্থাৎ তিনি বিশ্বব্যাপী বিভু। আর কেমন? না— এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। লীলাময় ইচ্ছাময় তিনি ; যখন যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই লীলা করেন। সর্বশক্তিমান্ তিনি ; তাঁর সেই লীলায় বাধা দেবার শক্তি কারো নেই।'— বিভিন্ন পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রেই, সঙ্গত অর্থে মন্ত্রের এই ভাবই গ্রহণ করা হয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-১দ-৯সা) দ্রষ্টব্য]।

১/২— ব্রহ্মপ্রাপক, কল্যাণদায়ক, পাপহারক ভক্তি ও জ্ঞান— স্তোত্রের দ্বারা আরাধনীয়, মিত্রস্বরূপ, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন জ্ঞানভক্তি সাধনার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [জ্ঞান ও ভক্তির সাধনার দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ করতে পারি— এটাই প্রার্থনার মর্ম। কিন্তু মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তার মধ্যে একটি বঙ্গানুবাদ এই—'স্তোত্রযুক্ত সুখকর অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে স্তুতি দ্বারা বিশ্রুত এবং সম্ভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনয়ন করুন।' এখানে অশ্বের প্রসঙ্গ কেন এল, বোঝা যায় না। মূলে আছে— 'হরী'। ভাষ্যকার তার অর্থ করেছেন— 'অশ্বৌ'। একজন হিন্দী ব্যাখ্যাকার লিখেছেন— 'পাপনাশক ইন্দ্রকে ঘোড়ে।' আমরা বলেছি— 'পাপহারকে ভক্তিজ্ঞানে'। 'ব্রহ্মযুজা' পদের ভাষ্যকার অর্থ করেছেন— 'ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ স্তোত্রেণ হবিষা বা যুজামানৌ।' এই অর্থ যে অসঙ্গত, আমরা তা বলছি না। কিন্তু বর্তমান স্থলে আমাদের গৃহীত 'ব্রহ্মপ্রাপকে' অর্থই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। জ্ঞান-ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়, মন্ত্রের শেষাংশের দ্বারাও এই মত সমর্থিত হচ্ছে]।

১/৩— আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপকরণ গ্রহণকারী অজ্ঞানতানাশক পরমদেবতা নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোন ; আমাদের নিকট হ'তে যেন দূরে না থাকেন ; পরমরক্ষক সেই দেবতা আমাদের পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— অজ্ঞানতা-নাশক, বিপদ থেকে রক্ষাকারী ভগবান্ আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [ইতিপূর্বেও আমরা একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখেছি যে, ভগবান্ বিশ্বব্যাপী। সুতরাং তাঁর দূরে থাকার ব্যাপারটা স্থান ও কালের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। তিনি ভগবৎপরায়ণের 'কাছে' অর্থাৎ অন্তরে এবং অভক্তদের 'দূরে' অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন। — বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের যে সব ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে একটি —'সোমপানশীল বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আগমন করুন, আমাদের দূরবর্তী যেন না হন। বহুরকম রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র (শত্রুগণকে) নিহত করুন।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন)। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম —'শ্রৌতকক্ষং']।

২/১— হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ অর্থাৎ আমাদের সকল কর্ম, নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ সাগরগামিনী নদী সকলের মতো, আপনাতে সম্মিলিত হোক। (ভাব এই যে,— নদী যেমন আপনা-আপনিই সাগরসঙ্গম-অভিলাষিণী, আমার কর্মসমূহও তেমন ভগবৎপরায়ণ হোক,— এটাই আকাঙ্ক্ষা)। যেহেতু হে ভগবন্! আপনাকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। (ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আপনিই শ্রেষ্ঠ ; আপনার সমকক্ষ কেউই নেই ; অতএব আপনারই শরণ নিচ্ছি)। [এই মন্ত্রের 'ইন্দবঃ' পদ উপলক্ষে, ভাষ্য অনুসারে যথাপূর্বং, সোমরসকে আকর্ষণ ক'রে আনা হয়। সেই অনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়িয়েছে— 'স্যন্দনশীলা নদীসমূহ যেমন সর্বতোভাবে জলাশয়ে প্রবেশ করে, আমাদের প্রদত্ত সোমরস-সকল তেমনই আপনাকে প্রাপ্ত হোক।

যেহেতু আপনার চেয়ে ধনে বা বলে কারও আধিক্য নেই। অর্থাৎ ধনে বলে আপনি শ্রেষ্ঠ ব'লে আমাদের প্রদত্ত সোমরস সকল আপনার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হচ্ছে। আপনি সেগুলির সবই গ্রহণ করুন।' কিন্তু 'ইন্দবঃ পদে কেন সোমলতার রস অর্থ গ্রহণ করব? যা অমৃতের ন্যায় অনাবিল, যা জ্যোতির্ময়, তা-ই তো 'ইন্দবঃ'। এ পক্ষে সৎকর্ম শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতিই 'ইন্দবঃ' পদের তাৎপর্য পাওয়া যায়। বেদমন্ত্রের বহু স্থলে 'ইন্দবঃ' পদ ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হ'তে দেখা গেছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৯দ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/২— অভীষ্টবর্ষক চিরজাগরণশীল চৈতন্যস্বরূপ পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব। আপনাতে বা আপনার অনুগ্রহে যে সাধক বর্তমান থাকেন, অর্থাৎ সে সাধক ভগবৎ-গতপ্রাণ হন, তাঁর— শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ ক'রে স্বমহিমায় সেই সাধককে আপনি প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ পূজাপরায়ণ সাধককে প্রাপ্ত হন)। [ভগবান্ 'জাগৃবে' চিরজাগরণশীল। তিনি চৈতন্যস্বরূপ। তিনি বিশ্বচৈতন্য। 'বৃষণ্' পদেও ভগবানের করুণার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি অভীষ্টবর্ষক। এমনকি তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ অভীষ্টবস্তু মোক্ষও দান করেন]।

২/৩— অজ্ঞানতানাশক (অথবা পাপনাশক) বলাধিপতি হে দেব! আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার আপনার তৃপ্তির জন্য পর্যাপ্ত হোক। হে দেব। শুদ্ধসত্ত্ব পরমাশ্রয় প্রাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবানের কৃপায় আমরা যেন পরমাশ্রয় লাভ ক'রি)। [আবার 'বৃত্র'—'বৃত্রহন্'। ভাষ্যকার 'বৃত্র' পদের দু'টি অর্থ দিয়েছেন—'জলাবরক মেঘ' এবং 'পাপ'। আমরা সর্বত্রই 'বৃত্র' শব্দে পাপ— অজ্ঞানতা প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ ক'রে আসছি। অবশ্য অন্যত্র তিনি (ভাষ্যকার) 'বৃত্র' পদে কোনও নির্দিষ্ট হস্তপদ ইত্যাদি বিশিষ্ট অসুর অর্থই গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ভাষ্যকারের এখানকার ব্যাখ্যা অনুসারে (জলাবরক মেঘরূপ অসুর) অর্থ ক'রে অনেক পণ্ডিত 'বৃত্র' ও ইন্দ্র সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে ইন্দ্র মধ্য আকাশের দেবতা, বৃষ্টি প্রভৃতি তারই কার্য। —ইত্যাদি। আবার সব কিছু ব্যাখ্যাকে অতিক্রম ক'রে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দাঁড়িয়েছে— 'হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্যাপ্ত হোক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্যাপ্ত হোক।' বলা বাহুল্য, এখানেও সোমের চিন্তার উৎস সেই— 'ইন্দবঃ']। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'আষ্টাদংষ্ট্রম' এবং 'ঊদ্বংশীয়ম্']।

৩/১— সাধনপ্রভাবে উদ্‌বুদ্ধমান্ হে দেব! পাপ হ'তে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের জন্য আপনি সর্বলোকে অধিষ্ঠিত (অনুপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য, সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে, — জনহিতসাধক ভগবান্ জনহিতসাধনের জন্য সর্বলোকে অবস্থিত আছেন। তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন— মন্ত্রের এটাই প্রার্থনা)। [মন্ত্রের জটিল শব্দ— 'জরাবোধ'। সায়ণের ভাষ্যে ঐ শব্দ স্তুতির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধমান অগ্নিকে বোঝাচ্ছে। এক ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দে 'যাজ্ঞিক বিপ্র' অর্থ এনেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ প্রায়ই ঐ শব্দকে ব্যক্তিবিশেষের বা দেবতাবিশেষের নাম-মাত্র ব'লে কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আমরা এ পক্ষে সায়ণেরই অনুসরণ করেছি]।

৩/২— মহান্, অতুলনীয়, অন্ধকারমধ্যগত আলোকরশ্মিপ্রভ, পূর্ণদীপ্যমান্ সেই অগ্নিদেব, জ্ঞানে এবং পরমার্থরূপ ধনে (জ্ঞান ও পরমার্থ প্রদান ক'রে) আমাদের প্রবর্ধিত করুন। (ভাব এই যে,— হে দেব! আমাদের জ্ঞান এবং পরমার্থধন প্রদান করুন)। [দেবতাকে 'ধূমকেতু' বলার অর্থ—ধূমের মধ্যে যেমন অগ্নির বিকাশ সম্ভবপর, তেমনই পাপান্ধকারের মধ্যেও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পেতে পারে। 'পাপি! তুমি কেন হতাশে অবসন্ন হচ্ছ? তোমার দেবতা—ধূমকেতু ; তাঁর শরণাপন্ন হও।' গ্রহ-পক্ষেও ধূমকেতুর উপমা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ধূমকেতুর উদয় দেখে এক সম্প্রদায়ের লোক ভীত হয়। কিন্তু যাঁরা জ্যোতিষতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁরা এর উদয় বিষয়ে আতঙ্কিত নন। তেমনই, পাপী যারা— দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ নয়, তাদের কাছে দেবতা ধূমকেতুর, মতো ভীতিপ্রদ ; বিজ্ঞজন তাঁর উদয়-কারণ, অনুসন্ধানে অবগত হয়ে আনন্দ লাভ করেন। পূর্ণ দীপ্তিমান্ সেই দেবতার কাছে জ্ঞান ও পরমার্থরূপ ধন প্রার্থনাই এ মন্ত্রের লক্ষ্য]।

৩/৩— বিশ্বপাতা, দেবগণের দূতস্থানীয়, পরমদীপ্তিমান্ সেই অগ্নিদেব, আমাদের উচ্চারিত উক্ত-স্তুতি মন্ত্রে (সন্তুষ্ট হয়ে), দাতাদের মতো, আমাদের অনুগ্রহ করুন। (ভাব এই যে,— দাতা যেমন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে দয়ার্দ্র হন, তেমনই হে দেব! আপনি আমাদের প্রতি সদয় হোন)। [এ মন্ত্রের প্রধান বিতর্কমূলক পদ—'রেবান্ ইব'। তার অর্থ 'বড়লোকের ন্যায়'— সাধারণভাবে এমন নিষ্পন্ন হয়ে আসছে। তাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে, রাজার বা বড়লোকের কাছে বন্দিগণ স্তব-স্তুতি ক'রে যেমন কিছু ধন প্রাপ্ত হয়, এখানেও তেমন প্রার্থনা করা হয়েছে। কারো কারো মতে,— ঋষিকুমার শুনঃশেফ এই মন্ত্রের উচ্চারণকারী। এই মতের যাঁরা পরিপোষক, তাঁরা ভুলে যান যে, শুনঃশেফ অর্থের ভিখারী হ'তে পারেন না ;— যাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি, তিনি বধ্যভূমে বলিদানের জন্য নীত, অর্থ প্রার্থনা তিনি কেন করবেন? অতএব স্তুতিবাদকদের উপমা এখানে অবান্তর। আমরা 'রেবান্ ইব' অর্থে 'প্রকৃত দাতার ন্যায়' অর্থ পরিগ্রহ করেছি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'জরাবোধীয়ম্']।

৪/১— যে স্তোত্র (অথবা, যে কর্ম) জ্ঞানীর এবং পরমৈশ্বর্যশালী দেবতার যুগপৎ প্রীতিপ্রদ হয় ; হে আমার মনোবৃত্তিনিবহ! তোমরা বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন হয়ে, তেমন স্তোত্রের সাথে (অথবা, তেমনই কর্মের দ্বারা) সর্বজনের নমস্য, শত্রুগণের অভিভবকারী (অথবা, পরমধনপ্রদাতা) দেবতাকে আরাধনা করো। (ভাব এই যে,— সৎকর্মের দ্বারা যেমন জ্ঞানী পরিতুষ্ট হন, তেমন পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতাও তৃপ্তিলাভ করেন ; অতএব, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হয়ে, সৎকর্মের সাথে আমরা যেন দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, এটাই সঙ্কল্প)। [ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই সামের অর্থ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, কেউ (ঋত্বিকই হোন, আর পুরোহিতই হোন, অর্থাৎ স্তোতৃবর্গের দলের কেউ) যেন স্তোতৃগণকে সম্বোধন ক'রে বলছেন,— 'এস, সকলে সমস্বরে মিলে স্তোত্র গান করো। গাভী যেমন যবের ভূসি বা ঘাস পেলে পরিতৃপ্ত হয়, বহু যজমানের আহ্বাণীয়, শত্রুবিমর্দক অথবা ধনদাতা ইন্দ্র তেমনই ঐ রকম স্তোত্রগানে সুখলাভ করেন।' — বঙ্গভাষায় একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'হে স্তোতৃবর্গ! ঘাস যেমন ধেনুর সুখকর হয়, তেমনই সোমরস অভিযুত হ'লে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হয়ে গান করো।' হিন্দী এবং ইংরাজী অনুবাদগুলিও ঐ একইরকম উপমায় বেদের মাহাত্ম্য কতদূর রক্ষা করতে পারে, তা সহজেই

বোধগম্য হয়। —'যৎ' পদে ভাষ্যকার প্রতিবাক্য গ্রহণ করেছেন 'স্তোত্রং' আমরা এর অর্থ 'স্তোত্র' ও 'কর্ম' দুই-ই গ্রহণ করতে পারি। তারপর 'গবে ন' ; প্রচলিত অর্থ—'গরু যেমন ঘাস খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়।' কিন্তু গো শব্দমূলক 'গবে' প্রভৃতি পদের বিষয় বহুস্থলে আমরা আলোচনা করেছি। ঐ শব্দে প্রধানতঃ 'জ্ঞানকিরণ' অর্থই প্রকাশ করে। তাতে 'গবে ন' এই উপমায় 'জ্ঞানকিরণসমন্বিত জন বা জ্ঞানীজন যেন' এই ভাব আসাই সঙ্গত। তারপর সম্বোধন। ভাষ্যের এবং তার অনুবর্তী ব্যাখ্যাকারবৃন্দের অভিমত এই যে, স্তোতৃগণকে সম্বোধন ক'রে ঐ পদ প্রযুক্ত হয়েছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ স্তোতৃগণকে সম্বোধনের কারণ কি? বেদের কোনও মন্ত্রই কোথাও ব্যক্তিবিশেষের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়নি। আমরা দেখেছি বেদমন্ত্রগুলি তিনরকম উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আছে। প্রথম— প্রার্থনা ; দ্বিতীয়— ভগবৎ-মহিমার প্রকাশ ; তৃতীয়— আত্ম-উদ্বোধন। সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে এই মন্ত্রটিকে আত্ম-উদ্বোধন-মূলক মন্ত্র ব'লে মনে করাই সঙ্গত। 'গায়' পদের প্রতিবাক্যে 'পূজয়ত' পদ ব্যবহার ক'রে আমরা উচিত কর্মই করেছি। এমন ক্ষেত্রে 'গায়' পদে পূজা আরাধনার ভাবই প্রকাশ করে। ভগবানের আরাধনা কেবল তোতা পাখীর মতো স্তোত্র উচ্চারণ ক'রে সম্পন্ন হয়, তা আমরা মনে ক'রি না]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-১দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৪/২— যখন পরমধনদাতা সকলের নিধানভূত দেবতা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা গ্রহণ করেন, তখন সেই দেবতা জ্ঞানযুত আত্মশক্তির দান নিশ্চয়ই সংযমিত করেন না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে লোকবর্গকে পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। [আলোচ্য মন্ত্রে ভগবানের করুণা এবং সাধকের সাধনা এই উভয় বিষয় বিবৃত হয়েছে। মানুষ যখন ভগবানের চরণে প্রণত হয়, ঐকান্তিকতার সাথে নিজের দৈন্য নিবেদন করে, তখন তিনিও সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর চরণেই মানুষ পরমশান্তি লাভ করে। আবার আমাদের গৃহীত অর্থের দিক দিয়েও 'বাসয়িতা' অর্থ সিদ্ধ হয়। 'বসু' পদে আমরা পরমধনদাতা অর্থ গ্রহণ করেছি। পরমধন—মোক্ষধন। যিনি মোক্ষদাতা, তিনিই জগতের পরমাশ্রয়। মানুষ মোক্ষলাভ ক'রে তাঁকেই পরমআশ্রয় অভিন্ন ভাবই প্রকাশ করছে]।

৪/৩— রিপুনাশদেবতা সর্বলোকবর্গকে জ্ঞানযুত উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করান ; সেই দেবতা সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— ভগবান সর্বলোকের মোক্ষদায়ক হন ; তিনি আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [মানুষ 'মোক্ষ' লাভের প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু তা পূর্ণ করবার অধিকারী ভগবান্ নিজে। অপারকরুণাময় ভগবান্ মানুষকে রিপুর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে মোক্ষ প্রদান করেন। —'ব্রজং' পদে ভাষ্য ইত্যাদিতে গরুর গোষ্ঠ অর্থ গৃহীত হয়েছে। 'গোমন্তং' পদ থাকায় ভাষ্য ইত্যাদিতে এই ভাবই প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা 'গোমন্তং' পদের যেমন অর্থ করেছি—'জ্ঞানযুতং', তেমনই 'ব্রজং' পদ গত্যর্থক, পদের 'ব্রজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়ায় তার অর্থ 'গমন' 'সাধকের উর্ধ্বগমন' বুঝেছি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম— 'মার্গীয়বাদ্যম্']।

●

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৫)

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ১॥
ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মানি ধারয়ন্॥ ২॥
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ৩॥
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ৪॥
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ ৫॥
অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যা অধি সানবি॥ ৬॥

(সূক্ত ৬)

মো ষু ত্বা বাঘতশ্চ নারে অস্মন্ নি রীরমন্।
আরাত্তা দ্বা সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি॥ ১॥
ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সু তে সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে।
ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো রথে ন পাদমাদধুঃ॥ ২॥

(সূক্ত ৭)

অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীর্ঋতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত॥ ১॥
সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সংক্ষোণীঃ সমু সূর্যম্।
সং শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ॥ ২॥

(সূক্ত ৮)

ইন্দ্রায় সোমপাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে ॥ ১॥
তং সখায়ঃ পুরূরুচং বয়ং যূয়ং চ সূরয়ঃ।
অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্ ॥ ২॥
পরিত্যং হর্যতং হরিম্....॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

কস্তমিন্দ্র ত্বা বসো॥ ১॥
মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয় যে দদতি প্রিয়া বসু।
তব প্রণীতী হর্যশ্ব সূরিভির্বিশ্বা তরেম দুরিতা ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—৫সূক্ত/১সাম—পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যেপে আছেন। অতীত অনাগত বর্তমান—তিন কালেই তাঁর ঐশ্বর্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রয়েছে ; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিল জগৎ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে। (মন্ত্রটি বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণনা করছে। ভাব এই যে,— বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর প্রভুত্বে এই নিখিল জগৎ সর্বদা অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভূতিরূপে অণুপরমাণুক্রমে সকলকে অধিকার ক'রে অবস্থিত আছে)। ['ত্রেধা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুলে সমূঢ়ং'—এই বাক্য তিনটির জন্য মন্ত্রটি বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্নরকম অর্থ পরিগ্রহ করেছে। 'ত্রেধা' শব্দে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' শব্দে 'ভ্রমণ করেছিলেন'। 'পদং শব্দে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করেছিলেন'। তারপর 'পাংসুলে' শব্দে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমূঢ়ং' পদে 'সমাবৃত হয়েছে'—এমন অর্থ স্থির হয়ে যায়। তাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'বিষ্ণু যখন মধ্য এসিয়া থেকে দলবলসহ এ দেশে আসছিলেন, তখন পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করেছিলেন এবং তাঁর চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।' কেউ বা বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—এমন উক্তি থেকে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল ব'লে মনে করেন। কেউ বা বিষ্ণুকে সূর্য জ্ঞান ক'রে সূর্যরশ্মির বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হয়েছে সিদ্ধান্ত ক'রে নেন। আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। আমরা 'বিষ্ণু' অর্থে 'পরমেশ্বর, সর্বব্যাপ্ত দেবতা' বুঝি। 'বি চক্রমে' অর্থে 'বিশিষ্টভাবে ব্যাপ্ত' বুঝি। 'ত্রেধা' শব্দে বুঝি—'অতীত অনাগত বর্তমান তিন কাল', অর্থাৎ তিন কালে তাঁর বিদ্যমানতা সমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ঐ শব্দে আরও এক ভাব আসতে পারে— সত্ত্ব রজঃ তমঃ। এ পক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁর স্থিতিশীলতার ভাব মনে আসে। আমরা মনে ক'রি 'পদং' শব্দে আধিপত্য, ঐশ্বর্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বোঝায়। আমরা মনে ক'রি 'নিদধে' পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত হয়। মন্ত্রের 'পাংসুলে' শব্দে ধূলি নয় ; 'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে ; অর্থাৎ অণুপরমাণুময় জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানরশ্মিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে) তিনি চিরবিদ্যমান রয়েছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং'। ঐ শব্দে, 'এই জগৎ সম্যক্‌রূপে তাঁহায় অবস্থিত রয়েছে'—এ ভাবই দ্যোতনা করছে]। [মন্ত্রটি 'শুক্ল যজুর্বেদ' সংহিতায় এবং 'কৃষ্ণ যজুর্বেদ' সংহিতাতেও পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২—সকলের অজেয়, সকল জগতের রক্ষক, সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু এই লোকসমূহে ধর্মসমূহে (সৎকর্মসকলকে) পোষণ ক'রে ত্রিকাল-ত্রিগুণাদিস্বরূপ স্থান-সমূহকে (আপন আধিপত্যকে) বিশিষ্টরূপে ব্যেপে আছেন! (ভাব এই যে,—বিশ্বপালক বিষ্ণু চিরকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে ধর্মকর্ম পোষণ করছেন)। [ভগবান বিষ্ণু বিশ্বের পালক। তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি বিশুদ্ধ ধর্মকে রক্ষা ক'রে থাকেন। ধার্মিক মাত্রেই তাঁর আশ্রয়ে সুখশান্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্বকাল সর্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছেন। মন্ত্রে এমন ভাব ব্যক্ত রয়েছে। এর দ্বারা মানুষকে যেন ধর্মপরায়ণ হয়ে শ্রেয়োলাভে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রার্থনা পক্ষেও এ মন্ত্রটিকে আত্ম-সম্বোধনমূলক ব'লে মনে করা যেতে পারে]।

৫/৩— হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর যে পালন ইত্যাদি কর্ম হ'তে পুণ্য-অনুষ্ঠানসমূহে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সেই লোক-পরিত্রাণকারী কর্মসকল তোমরা প্রত্যক্ষ করো—অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সেই বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অভিন্ন সখা অর্থাৎ একাত্মক। (ভাব এই যে,—ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহে হে মনুষ্যগণ! তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ; দেবগণ যে অভিন্ন, তা স্মরণ রেখো)। [আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রটি ঋত্বিকদের আহ্বান ক'রে উক্ত বা রচিত হয়নি। মন্ত্রটি নিত্য আত্ম-উদ্বোধনমূলক ; যাজ্ঞিক সাধক আপন মনোবৃত্তিগুলিকে সম্বোধন ক'রে পুণ্য-অনুষ্ঠানে উদবুদ্ধ করছেন। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সব। তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী হ'লে সৎকর্মপরায়ণ হ'তে পারবে। সৎকর্মপর হ'লে তাঁকে জানতে সামর্থ্য আসবে। ইন্দ্ররূপেই হোন, আর বিষ্ণুরূপেই হোন, যে-রূপেই হোন, তিনি এসে তোমাদের অভীষ্টপূরণ--শ্রেয়ঃসাধন করবেন]।

৫/৪—আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, তেমনই জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন। (ভাব এই যে,— সূর্যের আলোকের সাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে পর্যবেক্ষণ করে, জ্ঞানিগণ তেমনই জ্ঞানের প্রভাবে সকল কালেই ভগবানের তত্ত্ব জেনে থাকেন)। [এমন উদার উচ্চ-প্রার্থনামূলক যে মন্ত্র— প্রতিদিন প্রতি দেবকার্যের প্রারম্ভে উচ্চার্য এমন যে মহান্ মন্ত্র, এরও কি আবার অন্য অর্থ আছে? যত বড় পণ্ডিতই এ মন্ত্রে যত উচ্চ অর্থ আনয়ন করুন না কেন, যত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক এ মন্ত্রের সাথে যত গভীর প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রীই প্রাপ্ত হোন না কেন, আমরা মনে করি,— এ মন্ত্র আত্ম উৎকর্ষের পরম সাধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রতি দৈবকর্মের প্রারম্ভ-মন্ত্র-হেতু মনীষিগণ যে এ মন্ত্রের অর্থ ঐভাবেই গ্রহণ করেছিলেন, তা-ই বোধগম্য হয়। কর্মারম্ভের সূচনায় বলা হচ্ছে—'যেন আমি তোমার স্বরূপ জানতে পারি ; যেন আমার দৃষ্টি-পথের বাধা বিদূরিত হয় ; যেন আমি অবাধে তোমার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করতে পারি।' এটাই এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ]।

৫/৫—ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরম পদ (শ্রেষ্ঠ বিভূতি), ভগবৎ-একচিত প্রমাদশূন্য সাধু জ্ঞানী পুরুষগণ তা (সর্বতোভাবে) প্রকাশ করেন,— হৃদয় হ'তে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত রাখেন। (ভাব এই যে,— অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের ভগবৎ-বিভূতিসমূহ হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়)। [ভগবৎ-ভক্ত জ্ঞানী সাধক বিপ্রগণ (বিপ্রাসঃ) ভগবানের সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিস্তার করেন, আমাদের হৃদয় যেন সেই জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ, আমরাও যেন সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হ'তে পারি,— জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হই। আমাদের আদর্শ সেই জ্ঞানিগণ কি ভাবে ভাবান্বিত? না— 'বিপন্যবঃ' অর্থাৎ সর্বতোভাবে স্তুতিপরায়ণ, একনিষ্ঠ পরমভক্ত। তাঁরা কেমন? না— 'জাগৃবাংসঃ'— অর্থাৎ চিরসতর্ক, সদা-জাগরূক, প্রমাদপরিশূন্য। ফলতঃ 'বিপন্যবঃ', 'জাগৃবাংসঃ' ও 'বিপ্রাসঃ' পদ

তিনটিতে যথাক্রমে ভক্তি কর্ম ও জ্ঞানের সমবায় হয়েছে ব'লেই মনে করা যেতে পারে]।

৫/৬— যে পৃথিবী হ'তে আরম্ভ করে স্বর্গলোকের (অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের) সাথে ভগবান্ বিষ্ণু পরিব্যাপ্ত ; সেই (এই) পৃথিবী-লোক হ'তে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,— পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ; সকললোকে তাঁর বিভূতি অবিচ্ছিন্ন অবস্থিত ; সেই বিভূতিগুলি (পৃথিবীস্থ দেবগণ) আমাদের রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা)। [ভাষ্যকার ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার কত দিক থেকে কতরকমভাবে যে এই এবং এর পূর্ব্ববর্তী মন্ত্রগুলির অর্থ পরিগ্রহ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই সকল ব্যাখ্যা ও বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করে, পূর্বাপর সকল দিকের সঙ্গতি রক্ষা পক্ষে দৃষ্টি রেখে, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি সাধু-বিষয়-সকল স্মরণ ক'রে, মন্ত্রের অর্থ স্থিরীকৃত হলো যে,— 'যে ভগবান্ বিষ্ণুর বিভূতিগুলি পৃথিবী ইত্যাদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক, (অর্থাৎ যে বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছেন) তাঁর গুণ-বিভূতির অংশ-স্বরূপ পার্থিব দেবগণ (দেবভাবগুলি) আমাদের প্রাপ্ত হোক।' পূর্ব মন্ত্রে (ঋগ্বেদে) পৃথিবী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে যে প্রার্থনা করা হয়েছে, এ প্রার্থনা তারই দ্যোতক। পৃথিবীদেবী কি রকম? তিনি এই বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন দেবভাববিভূষিতা, এখানে তা-ই প্রকাশ পেয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত ছ'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'মার্গীয়বোত্তরম্']।

৬/১— হে ভগবন্! আপনার উপাসকগণও যেন আমাদের কাছে সুষ্ঠুভাবে আনন্দ উপভোগ করেন। (ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ ক'রি) ; এবং দূর স্বর্গলোক হ'তে আপনি আমাদের হৃদয়-রূপ যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, এবং আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন)। [ভক্ত সখেদে বলেছেন—'যে যাহারে ভালবাসে, বাঁধা তার প্রেমপাশে। আমি যদি বাসতেম ভাল, জানতেম না আর তোমা বই। প্রভো! তোমায় ভালবাসি কই?'—আর এই মন্ত্রে সাধক-গায়ক প্রার্থনা করছেন— 'প্রভো আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, তোমাকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরাও যেন আমা থেকে দূরে সরে না যান। আমি যেন ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে থাকবার সৌভাগ্য লাভ ক'রি। যাঁরা তোমাকে ভালবাসেন, তোমার প্রতি যাঁরা ভক্তিযুত, তাঁদের চরণরেণুর স্পর্শও যে পবিত্র! আমি পাপী, আমি তোমার মাহাত্ম্য জানি না। যদি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে মুক্তিলাভের উপায়ভূত সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারি— এই মাত্র ভরসা।' —ভক্ত ভগবৎপরায়ণা রাধিকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,— 'কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, তাইতো তমাল ভালবাসি।' এখানেও সাধক বলছেন—'মো ষু ত্বা বাঘতশ্চনারে অস্মন্নিরীরমন্'— তুমি যাঁদের প্রিয়, তাঁরাও যেন আমার নিকটে থাকেন— আমি যেন তাঁদের সঙ্গলাভ ক'রে ধন্য হই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৬দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৬/২—অমৃতকামী সাধকগণ যেমন অমৃতে সর্বতোভাবে বর্তমান থাকেন অর্থাৎ অমৃত প্রাপ্ত হন, তেমনই আপনার প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে বর্তমান থাকেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ; অভীষ্টস্থানে গমনের জন্য মানুষ যেমন যানে পদস্থাপন করে, তেমনভাবে পরমধনকামী স্তোতাগণ ভগবান্ ইন্দ্রদেবে কামনা সমর্পণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানে সমর্পিতপ্রাণ প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন]। [মন্ত্রটিতে একটি মহান্ সত্য রিধৃত আছে। যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারেন, যিনি নিজের সর্বস্ব তাঁর চরণে নিবেদন করতে

পারেন, তিনি মুক্তি বা মোক্ষলাভের অধিকারী হন। সাধকের যে পর্যন্ত 'অহং' জ্ঞান থাকে, সে পর্যন্ত মোক্ষলাভ অসম্ভব। —এই মোক্ষ কি? —পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিকবৃন্দ মোক্ষ বা মুক্তির নানারকম অর্থ করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকেরাও মুক্তির নানারকম স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু সকলেরই ব্যাখ্যার মূলভিত্তি এক— সেই ভিত্তি অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ 'অহং' বুদ্ধিতে কর্ম করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বদ্ধ। কিন্তু তাঁর মন থেকে যখন অহংবুদ্ধি চলে যায়, তখনই তিনি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত বা মোক্ষলাভের অধিকারী হন। তাঁর পূর্বের অসম্পূর্ণতাজনিত (বা অহংবুদ্ধিজনিত) ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সমস্ত ভগবানে সমর্পিত হওয়ায়, তিনি তাঁর কৃতকর্মের ফলও ভোগ করেন না। সুতরাং অনায়াসেই মোক্ষলাভ করতে পারেন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, তেমন স্তোত্রকারিগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত হ'লে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ তেমনই ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৭/১— হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। ভগবান্ আরাধনীয় হন ; সেইজন্য তোমরা ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য প্রকৃষ্ট সনাতন স্তোত্র উচ্চারণ করো। সত্যসম্বন্ধীয় (অথবা সৎকর্মসম্বন্ধীয়) নিত্যা মহতী স্তুতি উচ্চারণ করো। প্রার্থনাকারী আমার ধীশক্তি ভগবৎকৃপায় প্রবর্ধিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। ভগবান্ আমাদের সৎবুদ্ধি প্রদান করুন)। [সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ভগবানের মহিমা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন— তিনি 'অসাবি'— পরম আরাধনীয় দেবতা। তুমিও তাঁর আরাধনায় রত হও। — এই আত্ম-উদ্বোধনার পরই প্রার্থনা। আমরা হীনবল, কেবলমাত্র সেই ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারলেই আমরা তাঁর আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ হই। তাই তাঁর কাছে সেই সাধনশক্তি, মেধাশক্তি লাভের জন্যই প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতেও অনেকাংশে এই ভাব রক্ষিত হয়েছে। যেমন,— 'ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ করো, এবং স্তোত্র উচ্চারণ করো, যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ করো এবং স্তোতার মেধা বর্ধিত করো।'— ভাষ্যকার এখানে 'ইন্দ্র' অর্থে 'ভগবান্' স্বীকার করেছেন]।

৭/২— বলাধিপতি দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের মহা পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করান ; জগতের সর্বশ্রেষ্ঠধন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত করান ; অপিচ, পরাজ্ঞান প্রাপ্ত করান, সেই পরমদেবতা নির্মল জ্যোতিঃকে সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন ; জ্ঞানসমন্বিত আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রীত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, —ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [যে জ্ঞানের বলে মানুষ নিজের জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হয়, তাও ভগবানের দান। তাই সাধক মন্ত্রে ভগবানের কাছে পরমধন (সর্বাভীষ্ট পূরণ) ও পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। আমাদের হৃদয়ে ভগবৎ-দত্ত শুদ্ধসত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, সাধনার দ্বারা তাকে বিকশিত করতে পারলে, মানুষ সেই শক্তিবলেই ভগবৎ-চরণে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। এখানে মন্ত্রের শেষ অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আমাদের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হই]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'সন্তনি']।

৮/১— হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুনাশক ভগবানের গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; এবং

দয়াকারুণ্য ইত্যাদি ভূষিত শক্তিসম্পন্ন সৎকর্মসাধক ব্যক্তির জন্য আপনি ক্ষরিত হন ; অর্থাৎ তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনামূলকও বটে। ভাব এই যে, — শক্তি সম্পন্ন সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ; আমরাও যেন ভগবৎকৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি)। [দুর্বল মানুষ সদা রিপুদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে পরিত্রাহি ডাকে, সর্বশত্রুনিসূদন সেই পরমপ্রভুর চরণে নিজের দুর্দশা জ্ঞাপন করতে চেষ্টা করে ; মন্ত্রের প্রথমাংশে 'বৃত্রঘ্নে' পদে সেই পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। সেই পরমদেবতাকে লাভ করবার জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজন করতে হবে। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করেই প্রার্থনা করা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-শক্তি, সুতরাং পরোক্ষভাবে শক্তির অধিকারী, সেই পরমপুরুষের কাছেই প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। মন্ত্রের অপরাংশের নিত্যসত্য-প্রখ্যাপনে বলা হয়েছে — সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রে ধন্য হন। কিন্তু কেমন সাধক তা লাভ করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা হয়েছে—'দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে'— অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, আত্মশক্তিসম্পন্ন সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হন। — প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ — 'হে সোম ! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাচ্ছে ; যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করছে, তার গৃহে যে দেবতা আসছেন, তাঁরও জন্য তোমাকে সেচন করা যাচ্ছে।'— সোম অর্থে শুদ্ধসত্ত্ব কিছুতেই তথাকথিত ব্যাখ্যাকারদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি]। [এই মন্ত্রটি উত্তরার্চিকের অন্যত্রও (১০অ-১১খ-১৩সূ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২— সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! অর্থাৎ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী আমরা যেন জ্যোতির্ময় বলকর প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হই ; এবং শক্তিদায়ক পরাজ্ঞান যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— আমরা যেন আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরাজ্ঞান লাভ ক'রি)। [সৎকর্ম ও অসৎকর্মের বিচারে মানুষের মনই যথাক্রমে মানুষের পরম বন্ধু ও পরম শত্রু হয়। এখানে সাধক জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হয়ে (জ্ঞানের সহায়তায় সৎকর্মে নিষ্ঠাবান্ হয়ে) নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকেই সখিত্ব কামনা করছেন। তাই 'সখায়ঃ' পদে সেই চিত্তবৃত্তিগুলিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে]।

৮/৩— সাধকগণ প্রসিদ্ধ সর্বলোকস্পৃহণীয় পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকবর্গ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি নিত্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে। সতের সঙ্গেই সতের মিলন হয়, সমধর্মী সমধর্মীকেই চায়। তাই সত্ত্বভাব ও দেবভাব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই উভয়ের মিলনে, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে দেবভাব সম্মিলিত হ'লে সাধক পরমানন্দ— অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে]। [উত্তরার্চিকের অন্যত্রও (১০অ-১১খ-১৭সূ-২সা) এই মন্ত্রটি প্রাপ্তব্য। ছন্দার্চিকেও (৫অ-৮দ-৮সা) মন্ত্রটি পাওয়া যায়]।

৯/১— সকলের আধারভূত সর্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনাকে যে জন উপাসনা করে অর্থাৎ শরণ গ্রহণ করে, আপনার শরণাগত সেই ব্যক্তিকে কেউই অভিভূত করতে সমর্থ হয় না। [পূর্বের মন্ত্রটির মতো এটিও ছন্দ আর্চিকের একটি মন্ত্রের অংশবিশেষ মাত্র। মন্ত্রের ভাব এই যে,— ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে পারলে, সকল বিপদের শান্তি হয়। ভগবান্ রক্ষা করলে, কেউই বিনাশ করতে পারে না। — ভগবানের এই মহিমা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ —যদি সংসার-সমুদ্র উত্তরণে প্রয়াসী হও, ভগবানের শরণ গ্রহণ করো ; তিনি তোমার সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৫দ-৮সা) প্রাপ্তব্য]।

৯/২— হে ভগবন্! পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন আপনার প্রীতির নিমিত্ত যে জন আপনার প্রীতিকর

শুদ্ধসত্ত্বরূপ উপকরণসমূহ উৎসর্গ করে, আপনি অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে সেই জনকে রিপুসহ সংগ্রামে শত্রুনাশসামর্থ্যদানে প্রবর্ধিত করেন। অতএব, প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার প্রেরণায় অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে সৎকর্মে এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত হয়ে, বিশুদ্ধজ্ঞানলাভে এবং সৎ-ভাব সঞ্চয়ে যেন সমুদয় পাপকলুষ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ হই। (মন্ত্রটির প্রথমাংশে নিত্যসত্য এবং দ্বিতীয় অংশে সঙ্কল্প বর্তমান। ভক্তিসহকারে যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে পারেন, ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। অতএব সঙ্কল্প— সংসার তাপ-নাশের জন্য আমরা যেন করুণাময় ভগবানকে আত্মনিবেদন করতে পারি)। [মন্ত্রের প্রথমাংশ শিক্ষা দিচ্ছে— 'সেই ভক্তিই ভক্তি, সেই জ্ঞানই জ্ঞান, অনন্যচিত্তে যার দ্বারা ভগবানের তৃপ্তিসাধনে নিযুক্ত হ'তে পারা যায়। জ্ঞানভক্তির সেই পবিত্র-বন্ধনে ভগবানকে বন্ধন করো। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করবেন।' দ্বিতীয় অংশের উদ্বোধনায় প্রার্থনাকারী ভাবছেন—'আমি জ্ঞানী নই, ভক্ত নই, সাধক নই। তাই ব'লে কি আমি ভগবানের করুণালাভ করতে পারব না? তাই তাঁর জ্ঞানী হবার, ভক্ত হবার সঙ্কল্প। —এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা— 'হে ইন্দ্র! তুমি মঘবান। যারা তোমায় প্রিয় ধন প্রদান করে, তাদের সংগ্রামে প্রেরণ করো। হে হর্যশ্ব! তোমার উপদেশমতো স্তোতৃগণের সাথে সমস্ত দুরিত হ'তে উত্তীর্ণ হবো।' — আমাদের মতে 'হরি' শব্দের 'রশ্মি' (জ্ঞানরশ্মি) অর্থই সর্বথা সঙ্গত হয়]।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ১০)

এদু মধোর্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্যো অন্ধসঃ।
এবা হি বীর স্তবতে সদাবৃধঃ॥ ১॥
ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্।
উদানংশ শবসা ন ভন্দনা॥ ২॥
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ।
অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে।
দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ১॥
বিভূতরাতিং বিপ্রচিত্রশোচিষমগ্নিমীডিষ্ব যন্তুরম্।
অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভরে প্রেমধ্বরায় পূর্ব্যম্॥ ২॥

(সূক্ত ১২)

আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধ্রিষে॥ ১॥
স মামৃজে তিরো অণ্বানি মেষ্যো মীঢ়্বান্ৎসপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋকৃভিঃ ॥ ২॥

(সূক্ত ১৩)

বয়মেনমিদাহ্যোঽপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতেঃ ॥ ১॥
বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।
সেমং ন স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ২॥

(সূক্ত ১৪)

ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ।
তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্ ॥ ১॥
ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পরি॥ ২॥
ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং.... ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

ক ঈং বেদ সুতে সচা... ॥ ১॥
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
ন কিষ্টা নি যমদা সুতে গমো মহাঁশ্চিরস্যোজসা॥ ২॥
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরা রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১০সূক্ত/১সাম—সৎকর্মের নেতা হে আমার মন! তুমি সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দদায়ক মোক্ষপ্রাপক বিশুদ্ধ জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চয় করো। সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা চিরবর্ধনশীল আত্মশক্তি-সম্পন্ন সাধকই কেবল ভগবানের পূজায় সমর্থ হন। (ভাব এই যে,— মোক্ষলাভের জন্য আমি যেন ভগবানের আরাধনা ক'রি)। [যিনি মোক্ষলাভে অভিলাষী তিনিই ভগবানের উপাসনায় রত হন। তিনি 'সদাবৃধ' সত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা চিরবর্ধনশীল। যিনি ভগবানের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন, অথবা যিনি মোক্ষলাভের জন্য তার উপায়সাধনভূত সৎকর্মে রত থাকেন, তিনি ক্রমশঃই উচ্চ থেকে উচ্চতর সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, অবশেষে ভগবৎ-পদে আত্মলীন হয়ে যান। —এই মন্ত্রেরও প্রচলিত ভাষ্য ইত্যাদিতে সোমরসের উল্লেখ আছে]। [ছন্দার্চিকেও (৪অ-৪দ-৫সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২— জ্ঞানরশ্মিসমূহে অথবা জ্ঞানরশ্মিসমূহের অধিষ্ঠাতা অথবা পরাজ্ঞানদায়ক পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধী চিরনবীন অর্থাৎ আপনার অনন্ত মহিমা কেউই বর্ণনা করতে সমর্থ হয় না। আরও, বলের ও মহিমার দ্বারা কেউই আপনাকে অতিক্রম করতে পারে না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আপনিই অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন এবং সকলের বন্দনীয়। আপনার অপেক্ষা শক্তিশালী এবং স্তুত্য অপর কেউই নেই)। [যাঁর চিন্তায় যাঁর অনুধ্যানে আমি নিরত আছি, তাঁর স্বরূপ কি, কি গুণ তাঁর, তিনি কেমন মূর্তি ধারণ করেন, আমি যদি তা জানতে না পারি, কিভাবে তাঁর প্রতি অগ্রসর হবো? ফলতঃ, অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হ'লে, জ্ঞান-রশ্মিসম্পাতে অন্তরের আবিলতা দূর না হ'লে, সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান সম্ভবপর নয়। তাই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভে স্বরূপ উপলব্ধির উপদেশ আছে। তিনি যেমন প্রজ্ঞানের আধার, তেমনই জ্ঞানধনে ধনী হ'তে না পারলে, তেমন গুণ-বিশেষণে ভূষিত না হ'লে, তাঁকে পাওয়া যায় না। —'পূর্ব্যস্তুতিং' পদের অন্তর্গত 'পূর্ব' পদে যে পূর্বকে বোঝাচ্ছে, সে পূর্ব ধ্যানধারণা কল্পনার অতীত। এখন যেমন আমি বলছি—'পূর্বং', তেমনি আমার পিতৃপিতামহগণ বলেছেন—পূর্ব, তাঁদের পূর্ববর্তীগণও বলেছিলেন— 'পূর্ব'। এইভাবে সকলেই সর্বকালে 'পূর্ব' বলে আসছেন। সে যে কোন পূর্ব,—কত পূর্ব, কে তা নির্ধারণ করবে? সুতরাং 'পূর্বস্তুতিং' পদে 'চিরকালের, চিরনূতন স্তুতি' ভাবার্থ গৃহীত হয়েছে।— এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'হে হরিগণের (হরি নামক অশ্বদ্বয়ের) অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র। তোমার পূর্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা এবং ধন আছে ব'লে অতিক্রম করতে পারে না।' বলা বাহুল্য, এ অর্থ সর্বতোভাবে ভাষ্যের অনুসারী নয়]।

১০/৩— হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! কর্মসমূহের প্রকৃষ্টসম্পাদক অর্থাৎ সৎকর্মসাধকদের প্রমাদরহিত সৎকর্মের দ্বারা বর্ধনীয়, সৎভাবসমূহের অর্থাৎ চতুর্বর্গধনের অধিপতি, সৎকর্মের নেতা সেই ভগবানকে তোমাদের রক্ষণের জন্য অর্থাৎ পরমার্থলাভের জন্য (যেন) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত ক'রি। [মানুষ কিভাবে 'অপ্রায়ুঃ' অর্থাৎ প্রমাদরহিত হয়? অন্তর যখন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, অজ্ঞানকিরণ যখন অপসৃত হয়ে যায়, কর্মের স্বরূপ বিষয়ে যখন জ্ঞান জন্মে, তখনই মানুষ প্রমাদরহিত হয়, তখনই তার কর্ম প্রত্যবায় ইত্যাদি দোষ রহিত হয়ে থাকে। ফলতঃ জ্ঞানই মূলীভূত, জ্ঞান ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর নয়। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিকগণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই সকল যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করছি]। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম—'বামদেব্যম্']।

১১/১— হে মন! সকলের নেতা সেই জ্ঞানদেবতাকে তুমি স্তুতি করো। (উদ্বোধনার ভাব এই যে,— হে মন! তুমি জ্ঞানের অনুসারী হও)। দেবভাব-সমন্বিত ভগবৎপরায়ণ জনগণ, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, পরমৈশ্বর্যশালী, সকলের প্রভু, নির্বিকার ভগবানকে প্রাপ্ত হন। হে মন! তুমি তাঁদের অনুসারী হয়ে তোমার পূজাকে (বিহিত কর্মকে) সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। আমার মন কর্ম যেন দেবত্বের অনুসারী হয়— এটাই সঙ্কল্প)। [ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়— 'হে স্তোতা! সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিকে স্তুতি করো। কেমন অগ্নি?— তিনি স্বর্ণরং অর্থাৎ সকলের নেতা, কর্মের প্রারম্ভে যজমানগণের স্তোতব্য, অথবা স্বর্গলোকে দেবগণের সমীপে হবিঃ ইত্যাদির নয়নকর্তা। ঋত্বিকগণ দান ইত্যাদি গুণযুক্ত স্বামী অগ্নির অভিমুখে গমন করেন (তাঁকে প্রাপ্ত হন)। হে স্তোতা! সেই অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁর দ্বারা দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাও।' আমাদের মতে, অগ্নি অর্থে

জ্ঞানদেবতা এবং বিশেষ বিশেষণগুলি জ্ঞানদেবতাতেই প্রযোজ্য। প্রথম—'স্বর্ণরং'। সকলের নেতা। জ্ঞানই তো সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় বিশেষণ—'দেবং'। তিনি দেবতা। তিনি পরমৈশ্বর্যশালী। তাঁর দাতৃত্বশক্তির পরিচয় তত্ত্বজ্ঞানী ও কর্মজ্ঞানী উভয়ের কার্যকলাপেই প্রকটিত। তিনি মোক্ষদান করেন। তাঁতে নিখিল ঐশ্বর্যের সমাবেশ— তিনি স্বর্গাপবর্গ-প্রদানকর্তা। তিনি 'অরতিং' অর্থাৎ তিনি সকলের স্বামী, তিনি নির্বিকার, বিকাররহিত। জ্ঞান বিকারহীন, শ্রেষ্ঠ অর্থে তাঁর প্রভুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ভগবান্ এবং তাঁর বিভূতি (এখানে জ্ঞানরূপ বিভূতি) অভিন্ন। 'অগ্নিদেবের সাথে দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাও' বাক্যের তাৎপর্য এই যে,— এমনভাবে তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হও,— এমন কর্মের অনুষ্ঠান করো, যাতে বিভূতিগণসহ ভগবান্ (জ্ঞানদেবতা) পরিতৃপ্ত হন। শেষপর্যন্ত অগ্নিরূপী জ্ঞানদেব ও ভগবান্ একীভূত হয়ে গেছেন]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-১২দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২— বিশিষ্ট-প্রজ্ঞান-অভিলাষিন্, শোভন পূজা-সম্পাদন-প্রয়াসী, হে জীব (আত্মসম্বোধন)! তুমি প্রকৃষ্ট কর্মসাধনের জন্য (ভগবৎ-কর্ম সম্পাদনের জন্য) পরমদাতা, বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট—পরম প্রজ্ঞানসম্পন্ন, হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সম্পাদনীয় সৎকর্মের পূরণকারী, চিরনবীন—সনাতন সেই জ্ঞানদেবতাকে প্রকৃষ্টরূপে পূজা করে। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। পরাজ্ঞানেই পরমার্থতত্ত্ব অধিগত হয়। অতএব পরাজ্ঞানলাভের জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা বর্তমান)। [মন্ত্রটির একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'হে মেধাবী সোভরি! বিভূতি-দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান, সোমসাধ্য এই যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করবার জন্য স্তুতি ক'রি।' বলা বাহুল্য আমরা ব্যাখ্যাকারের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'রিনি। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, ভাষ্যকার এই মন্ত্রে 'পূর্বং' পদের ব্যাখ্যায় 'চিরন্তনং' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আগের মন্ত্রে (১০সূ/২সা) কিন্তু তা করেননি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র দু'টির একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম—'সৌভরম্']।

১২/১— হে শুদ্ধসত্ত্ব! কঠোর সৎকর্মের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতযুক্ত, অবিনাশী তুমি আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও ; লোক যেমন নরকে প্রবেশ করে সেইরকম দ্যুলোকভূলোকস্থিত পাপহারক তুমি জ্ঞানালোকিত ক'রে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করো। (ভাব এই যে,— আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত পাপনাশক সত্ত্বভাব লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রের কয়েকটি পদের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে আমাদের মতদ্বৈধ ঘটেছে। ভাষ্য এবং নিম্নে উদ্ধৃত একটি বঙ্গানুবাদ থেকে তা উপলব্ধ হবে। বঙ্গানুবাদটি এই,— 'হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হ'তে হ'তে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করছ। দুই ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করছেন। পরে উজ্জ্বল হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন।'— আমাদের ব্যাখ্যা আগের আগের মন্ত্রের শব্দগুলির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এখানেও মন্ত্রার্থের মধ্যে তা প্রকাশিত]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৫অ-৫দ-৩সা রূপেও পাওয়া যায়]।

১২/২— সৎ-ভাবকামী জনের হৃদয়ে অণুপরমাণুক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রবাহ জন্মিয়ে, অভিসেচনসমর্থ আদিত্যের মতো অর্থাৎ আদিত্য যেমন আপন সপ্তকিরণের দ্বারা ভূতসমূহের চেতনা দান করেন, তেমনভাবে, পরমানন্দদায়ক পবিত্রতাসাধক পরমার্থদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব, সৎ-ভাবকামী সেই জনের উৎকর্ষ সাধন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও আত্ম-উদ্বোধক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার পার নেই। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই মানুষ পরমানন্দলাভে সমর্থ হয়)। [কি কুহেলিকা-জালেই মন্ত্রটিকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সে জটিলতার মূল। মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' 'মীঢ্বান্ সপ্তিঃ ন' প্রভৃতি

পদে সেই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। মেষের লোমে সোমরস পতিত হয়ে শোধিত হয়, তখন সে সোম যুদ্ধার্থ সজ্জিত অশ্বের ন্যায় শোভান্বিত হয়,— এই ভাবই ভাষ্যকারের অর্থে পাওয়া যায়। ভাষ্যে 'সঃ' পদ আছে ; 'সোম' শব্দ প্রযুক্ত হয়নি। 'মেষ্যঃ' পদ দেখেই ভাষ্যকার বোধ হয় 'সঃ' পদ থেকে 'সোম' শব্দ টেনে এনেছেন। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের সাথে অশ্ব প্রভৃতির বা সোমরসের কোনই সম্বন্ধ নেই। মন্ত্রের 'অণ্বানি' ও 'মেষ্যঃ' পদ দু'টির অর্থ (ভাষ্যমতেই)— সূক্ষ্ম মেষরোম। আমরা বলেছি অণুপরমাণুক্রমে। 'মেষ্যঃ' পদের অর্থ হয়েছে— বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রবাহ। জ্ঞানের বিচিত্র জ্যোতিঃ অন্তরের সমুদয় ক্লেদরাশি বিদূরিত ক'রে অন্তরের পবিত্রতাসাধন করে। পূর্ণজ্ঞান একেবারেই জন্মে না ; অণুপরমাণুক্রমে অঙ্কুর থেকে বিশাল মহীরুহের উদ্ভবের মতো ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সেই অবস্থার উন্মেষ হয়,— এটাই 'অণ্বানি মেষ্যঃ' পদ দু'টির লক্ষ্য তারপর 'সপ্তিঃ ন' উপমাটি লক্ষ্য করবার বিষয়। 'সপ্তিঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করেছেন 'অশ্ব ইব'। তাঁর অর্থই যদি অনুসরণ করা যায় তো তাতেও অর্থ সঙ্গত হয়। সূর্যের সপ্ত-রশ্মিকে সপ্ত অশ্ব বলা হয়। 'সপ্তিঃ' পদে সেই সপ্ত অশ্বের বা সপ্তরশ্মি অর্থ থেকে আমরা 'আদিত্য' অর্থ আনয়ন করেছি। সূর্যের আলোকরশ্মি সম্পাতে সংসারের ক্লেদরাশি ভস্মীভূত হয়ে সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে আকাশে সঞ্চিত হয়। —ইত্যাদি। জ্ঞান-সম্বন্ধেও সেই উপমা সঙ্গত হয়। সূর্যের প্রভাবান্বিত বাষ্পরাশি যেমন ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে একসময়ে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করে, জ্ঞানও ক্রমে ক্রমে, অনুপরমাণুক্রমে সাধকের হৃদয়াকাশে সঞ্চিত হ'তে হ'তে মহাজ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। সেই জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ ভগবানের সাথে সম্মিলিত হ'তে সমর্থ হয়]।

১৩/১—প্রার্থনাকারী আমরা, শত্রুনাশের জন্য বজ্রধারী এই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে, ইদানীং অর্থাৎ তাঁর মাহাত্ম্য অবগত হয়ে, এই যজ্ঞে (সকল কর্মে) নিশ্চয়ই যেন আপ্যায়ন ক'রি— অনুসরণ ক'রি। হে আমার মন! সেই দেবতার জন্য, এই যজ্ঞে— নিত্য অনুষ্ঠিত সৎকর্মে, সর্বতোভাবে সত্ত্বভাবকে সঞ্চয় করো ; আর হে আমার কর্মনিবহ! তোমরা অধুনা, দেবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে, বিখ্যাত সেই দেবতার উদ্দেশে— দেবতার অনুগ্রহলাভের জন্য, সত্ত্বভাবের দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করো। (এই মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক ; এই মন্ত্রে উপাসক নিজেকে ভগবৎ-অনুসারী সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করছেন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৪দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৩/২—হিংসাপ্রত্যবায় ইত্যাদির বারয়িতা, অসৎমার্গগামিগণকে সৎপথে স্থাপয়িতা ভগবান্, শরণাগতদের সৎমার্গে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অথবা, হিংসক, সৎকর্মবিরোধী উন্মার্গগামী ও পরমকারুণিক ভগবানের প্রেরণায় সৎ-মার্গে বা প্রজ্ঞানে জন্মজন্ম পরিচালিত হয়। (ভাব এই যে,— শত্রুও ভগবানের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়)। পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্! সেই করুণাধার আপনি আমাদের হৃদয়গত সৎভাব গ্রহণ ক'রে নানারকম বিচিত্র ফলসম্পন্ন অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। [মন্ত্রটি বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা সেই জটিলতার উৎপাদক। মন্ত্রের সঙ্গে চোরের সম্বন্ধ খ্যাপিত হয়েছে। ইন্দ্রের সামগ্রী চোরে চুরি করতে পারে না— এমন কত ভাবের কত কথা ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, প্রচলিত একটি অনুবাদ— 'চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীবর্গের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্যে ব্যাঘাত করতে পারে না ; হে ইন্দ্র! সেই তুমি প্রীত হয়ে আগমন করো। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্মবলে বিশেষভাবে আগমন করো।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যের অধ্যাহৃত 'বৃকশ্চিৎ' পদের 'স্তেনোঽপি' অর্থে মন্ত্রের

সাথে চোরের সম্বন্ধ টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু এতে ইন্দ্রের যে কি মহিমা প্রকাশ পায়, আর মন্ত্রের বা কি উচ্চভাব সূচিত হয়? এইরকম অর্থের জন্যই বেদমন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করেছি তার যৌক্তিকতা লক্ষণীয়। শত্রুভাবেও যে ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায়—মন্ত্র সেই সত্য প্রচার করছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃকশ্চিৎ' 'বারণঃ' 'উরামথি' প্রভৃতি পদ তিনটির বিশ্লেষণে আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই। ঐ সব পদের দু'রকম অর্থ নিষ্পন্ন হ'তে পারে। আর সেই দু'রকম অর্থেই মন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব পরিব্যক্ত হয়। প্রথম প্রকার অর্থে 'বৃকশ্চিৎ বারণঃ' পদের অর্থ হয়—'অসৎ-মার্গগামীদের সৎপথে প্রতিষ্ঠাপয়িতা।' এই দু'টিকে 'অস্য' পদের বিভক্তি ব্যত্যয়ে ভগবানের গুণ-বিশেষণরূপে পরিগ্রহণ করা হয়েছে। আবার, অন্যরকম অর্থের তাৎপর্যও অনুধাবনীয়। স্তেন' পদের অর্থ চৌর বা চোর ; ভাষ্যও তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু যদি চোর অর্থই গ্রহণ করতে হয়, তাহলে বাইরের চোরের সন্ধানে কেন ফিরব? নিজের গৃহের মধ্যে যে চোর নিত্য বর্তমান রয়েছে, অন্তরে থেকে যে চোর সর্বস্ব অপহরণ করতে উদ্যত হয়েছে, সেই চোরকে পরিত্যাগ ক'রে, অন্তরের বহির্ভাগে মানুষ চোরের সন্ধান ক'রে কি ফললাভ হবে? অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকাররূপ প্রাচীর-বেষ্টনে, অন্তরের চৌর দৃঢ় দুর্গ নির্মাণ ক'রে রয়েছে, তাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ 'বারণঃ' অর্থাৎ আমার জ্ঞানকে সর্বদা প্রতিহত করছে, তখন অন্যত্র আবার আমি চোরের সন্ধানে ফিরব কেন? প্রথমে সেই শত্রুর বা চোরের দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বার উদ্ভিন্ন করো, হৃদয়ের অন্ধকার অপসারণে উদ্বুদ্ধ হও, তবে তো হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হবে। অন্য ভাবের তাৎপর্য এই যে, —'ভক্ত যিনি, শরণাগত যিনি, তিনি তো ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেই আছেন। কিন্তু যারা আজন্ম পাপপরায়ণ, উৎ-মার্গগামী—এককথায় যারা ভগবানের শত্রু, তারা কি তবে তাঁর করুণালাভে কখনও সমর্থ হবে না? হবে। কারণ, শত্রুভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করেও মুক্তিলাভ করা যায়। (যেমন,— হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কংস ইত্যাদি)। মন্ত্রের অন্যান্য অংশ সরল ও সহজবোধ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'চিত্রয়া' পদের আমরা 'বিবিধবিচিত্রফলযুক্তয়া' অর্থ পরিগ্রহণ করেছি। ভগবান্ কর্মফলবিধাতা, চতুর্বর্গফল মোক্ষফলদাতা। মোক্ষফল চতুর্বর্গফল অপেক্ষা বিচিত্র আর কি হ'তে পারে? তার চেয়ে রমণীয় প্রিয়দর্শন অন্য কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। এই ভাবেই 'চিত্রয়া' পদের সার্থকতা]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম যথা,—'বাসিষ্ঠম্']।

১৪/১—আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত যে ইন্দ্রাগ্নিদেবতা, অথবা সর্বশক্তিমান জ্ঞানময় হে দেবদ্বয়! হৃদয়রূপ দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশক আপনার সৎ-ভাবজনক সৎকর্মের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অলঙ্কৃত হন। (ভাব এই যে;— জ্ঞানজ্যোতিঃ-প্রভাবে ভগবান্ হৃদয়ে স্বপ্রকাশ হন)। **অথবা**—আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হে ইন্দ্রাগ্নিদেবতা, অথবা প্রজ্ঞানময় হে দেবদ্বয়! আপনারা হৃদয়রূপ দ্যুলোকে জ্ঞানজ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়ে, শত্রুসহ সংগ্রামে প্রকৃষ্টভাবে আমাদের বিজয়যুক্ত করুন। হে দেবদ্বয়! আপনাদের সামর্থ্য, আপনাদের অদ্বিতীয় শক্তির মাহাত্ম্য প্রকৃষ্টভাবে বিঘোষিত করে অর্থাৎ আপনাদের মহিমা বিজ্ঞাপিত করে। [সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ জ্ঞানজ্যোতিঃরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হন, জ্ঞানের মধ্য দিয়েই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম অন্বয়ে মন্ত্র এই একভাবই প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রায় একই ভাবের অধ্যাস হয়। সেখানেও জ্ঞানের প্রভাব বিদ্যমান। অজ্ঞানতারূপ অন্তঃ শত্রু জ্ঞানের প্রভাবে অপসারিত হয়, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয়, দ্বিতীয় অন্বয়ে এই ভাবেরই বিকাশ দেখি। ফলতঃ জ্ঞানই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা,— জ্ঞানই জ্ঞানস্বরূপকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায়]।

১৪/২— বলৈশ্বর্যাধিপতে হে ভগবন্ জ্ঞানদেব! আমাদের সৎকর্ম-অভিমুখে প্রেরণ করুন। অথবা হে ভগবন! আমাদের অজ্ঞান-আবরণ সর্বতোভাবে নাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আপনি আমাদের অজ্ঞানতা নাশ ক'রে সৎকর্মপরায়ণ করুন)। [মন্ত্রটি ১৬শ অধ্যায়ের ১ম খণ্ডের ২য় সূক্তের ৩য় সামের অংশ-বিশেষ। এটি সরল প্রার্থনামূলক। সত্যের আলোকরেখাকে লক্ষ্য ক'রে যদি চলতে পারি, তবে আপাততঃ আমাদের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকাররাশি বর্তমান থাকলেও আমাদের ভয়ের কারণ থাকে না। সেই ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য ক'রে সংসার-সমুদ্রে আমাদের জীবন-তরণী নির্ভয়ে পরিচালনা করতে পারি। সেই ধ্রুবতারা, ধ্রুবজ্যোতিঃ—সত্য, অনন্ত অবিনশ্বর সত্য। যিনি সেই সত্যের পথে চলতে সমর্থ হন, তাঁর আর অধঃপতনের ভয় থাকে না। তাই সেই সত্যমার্গে চলবার শক্তি লাভ করবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে]। [মন্ত্রটি উত্তরার্চিকের অন্যত্রও (১৬অ-১খ-২সূ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৪/৩— বলৈশ্বর্যাধার হে ভগবন্ জ্ঞানদেব! আপনাদের সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য আমাদের প্রদান করুন। [পূর্ব-মন্ত্রে অজ্ঞানতা-নাশে সৎকর্মপরায়ণ হবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এই মন্ত্রে সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা রয়েছে। সামর্থ্য না জন্মালে, শক্তি সঞ্চার না হ'লে কিভাবে সৎকর্ম-সাধন করা যেতে পারে? মন্ত্র তাই উপদেশ দিচ্ছেন— যদি ভগবানের প্রীতিকর কর্মসম্পাদনে তাঁর অনুগ্রহভাজন হ'তে চাও, কর্মশক্তির উন্মেষ করো। কিভাবে সে কর্মশক্তির বিকাশ হয়? প্রথমে কর্মের স্বরূপ-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হবে, প্রকৃত কর্মের অনুসন্ধান করতে হবে, তারপর কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। সে কর্ম হবে—নিষ্কাম কর্ম]। [এই মন্ত্রটি উত্তরার্চিকেও (১৬অ-১খ-২সূ-৪সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৫/১—সৎকর্মে নিত্যবর্তমান সেই ভগবানকে কে জানতে সমর্থ হয়? ভাব এই যে,—কেউই ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত নয়। [মানুষের হৃদয়ের চিরন্তনী অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি এখানে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের জ্ঞানেরও সসীমতা প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব যা দেবত্ব লাভের প্রধান কারণ— ঐ অনুসন্ধিৎসা। মানুষের মধ্যে ভগবান্ জ্ঞানের যে বীজ দিয়েছেন, তার থেকেই ঐ অনুসন্ধিৎসার জন্ম। মানুষের মনে প্রশ্ন আসে আমি কে? কোথা থেকে এলাম, যাব কোথায়? আমার পরিণাম কি? আমাকে কে সৃষ্টি করল? এই জগৎ কি? এই জগতের সঙ্গে আমার এবং স্রষ্টার কি সম্বন্ধ? এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই ধর্মলাভের প্রথম সোপান। এই অনুসন্ধিৎসার ফলেই এই প্রশ্ন—'কঃ বেদ?'— তাঁকে কে জানতে পারে? অন্যত্র আরও একটু অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে— 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' তিনি কে? কাকে পূজা করব? তিনি কেমন?— এ সমস্ত প্রশ্ন থেকে পরাজ্ঞানের আরম্ভ। এখানে আপত্তিকারিগণ বলবেন— মন্ত্রে 'কঃ বেদ' ব'লেই পরক্ষণেই আবার সেই জ্ঞেয়বস্তুর সম্বন্ধে নানা বিশেষণ প্রয়োগের ফলে— অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ত্বের মধ্যে এনে আবার তাঁকে অজ্ঞেয়রূপে কল্পনায়-স্ববিরোধিতা দোষ লক্ষিত হচ্ছে। আমাদের মত এই যে,— এখানে স্ব-বিরোধিতাদোষ কল্পনার কোনও কারণ নেই। এখানে এই জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, সে সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষ পরমব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানতে পারে? অর্থাৎ কেউই পারে না যে পর্যন্ত না জ্ঞাতা সেই জ্ঞেয়ের সমভাবাপন্ন হয়েছেন, যে পর্যন্ত না তিনি নিজের অসীমত্বের ও অনন্তত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৭দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৫/২—মদস্রাবী মত্তবারণ যেমন স্ববিরোধিদের ধর্ষক, তেমন শত্রুদের সম্বন্ধে মত্তবারণের মতো ভীষণ, অথবা পাপ-সম্বন্ধ-নাশক, পাপাত্মগণের ভীতিজনক ও পরমানন্দদায়ক, সৎকর্মসমূহে

শত্রুগণের ধর্ষণকারী আপনি (হে ভগবন্!) আপনার সমীপে সংবাহনযোগ্য পরমানন্দ, আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমাকে প্রদান করুন। হে ভগবন্! আপনাকে কেউই প্রতিরোধ (অতিক্রম) করতে পারে না। সোম অভিষুত বিশুদ্ধ হ'লে অর্থাৎ অন্তরে সৎ-ভাব জন্মিয়ে আপনি আগমন করুন (অধিষ্ঠিত হোন)। সকলের পূজ্য আপনি আপন প্রভাবে সর্বত্র বিরাজ করছেন। (অতএব প্রার্থনা—আপনি আমার হৃদয়েও বিরাজমান হোন)। [যখন সংসারে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, ধর্মনিষ্ঠ বেদবিহিত কর্মপরায়ণ সাধুপুরুষদের দুর্দশার অবধি থাকে না, তখন তাঁদের রক্ষার জন্য এবং বিরুদ্ধকর্মনিরত পাপিগণের দণ্ডদান-উদ্দেশ্যে ভগবান্ কঠোর রূপ ধারণ করেন। আর তখনই 'দানা মৃগো ন ধারণঃ' রূপে তাঁর মত্ততা প্রকটিত হয়। 'মৃগঃ' পদের ধাতু অর্থ গ্রহণ করলেও আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হ'তে পারে। 'মৃষ্জ্' ধাতুর অর্থ শুদ্ধ (পরিশোধিত করা)। তিনি (ভগবান) প্রাণিদের পরিশোধিত করেন। পাপকলুষে কলঙ্কিত মানুষ পাপসম্বন্ধ পরিচ্ছিন্ন হলেই— অন্তরে ভগবৎ-অনুষ্ঠান হলেই বিশুদ্ধ হয়। সেই জন্যই তিনি 'মৃগঃ' অর্থাৎ পাপসম্বন্ধ বিচ্ছিন্নকারী পাপাত্মাগণের পরিশোধক। ভগবান্ পাপসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন বলেই, তিনি প্রথমতঃ পাপীদের কাছে 'ভীমঃ' অর্থাৎ ভীতি উৎপাদক এবং ভয়প্রদ। আবার অন্তরের পাপকলুষ বিদূরিত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে সঞ্চার হলেই মানুষ পরমানন্দ লাভ করে। সে আনন্দ কেমন?— 'রথং' অর্থাৎ রথ যেমন অভীষ্টস্থান প্রাপ্ত করায়। তেমনই সে আনন্দ — সে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎকামী জনকে ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। — ভগবানকে কেউই প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় না ; অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান্— সকল শক্তির আধার-স্বরূপ। তিনি সকলের পূজনীয়—'ন কিষ্ট্বা নিয়মত' মন্ত্রাংশের এটাই অর্থ]।

১৫/৩—শত্রুনাশে উগ্রমূর্তিধারী, শত্রুকর্তৃক অনভিভাব্য যে ভগবান্ শত্রুসংগ্রামে অবিচলিত ও জয়যুক্ত হন, পরমধনদাতা পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্, শরণাগত জনের করুণ আহ্বান শ্রবণ ক'রে, সেই শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষার নিমিত্ত আগমন করেন, অপিচ, তাকে পরিত্যাগ করেন না। [বড় সার সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর শরণ গ্রহণ করা তো সহজ নয়। তাঁর শরণ গ্রহণ করতে হ'লে কি করতে হবে? —সব রকম আসক্তিপরিশূন্য হয়ে অবিচ্ছেদে তাঁর অনুরক্ত হ'তে হবে। এর ফলে ব্রহ্ম ও আত্মা বিষয়ে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হবে। এই ভগবৎ-তত্ত্ব অধিগত হ'লেই তাঁর শরণ গ্রহণ করতে পারবে। একবার প্রাণ ভ'রে ডাক। ডাকার মতো ডেকে তাঁতে আত্মসমর্পণ করো। কিন্তু সে প্রাণ তো আসে না। পাপমোহ যে অন্তরায় হয়। তাহলে কিভাবে তাঁর শরণ নিতে পারবে? তাই মন্ত্রে ভগবানের একটি বিশেষণ—'উগ্রঃ'। সংসারবন্ধনকারক শত্রুদের নাশে তিনি কঠোর মূর্তি পরিগ্রহণ করেন ব'লেই তিনি 'উগ্রঃ'। তিনি সে সংসার-মোহ নাশ ক'রে তাঁর শরণ গ্রহণের পথ প্রশস্ত ক'রে দেন। তিনি 'স্থিরঃ' অর্থাৎ অবিচলিত। তিনিই মহাস্থৈর্যসাধন করেন। তিনি রিপুসংগ্রামে অর্থাৎ অন্তঃশত্রুনাশে মানুষকে বিজয়যুক্ত করেন ব'লে তাঁর এক বিশেষণ—'সংস্কৃতঃ'। ফলতঃ কায়মনোবাক্যে তাঁকে আশ্রয় করতে পারলে ভগবান্ সে আশ্রিতকে রক্ষা করেন।— এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ —'ইন্দ্র উগ্র হ'লে (শত্রুরা) তাঁকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন, (অন্যত্র) গমন করেন না, কেবল (তথায়) আগমন করুন'। এমন অর্থে ইন্দ্রকে একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, ধনী মানুষ ব'লেই মনে হয়। দেবতার ভাব আদৌ উপলব্ধ হয় না। একে কুব্যাখ্যাই আখ্যা দেওয়া যায়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম—'পার্ত্রম্' এবং 'আঙ্কারণিধনম্']।

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১৬)

পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ।
অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ১ ॥
পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত।
পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ২ ॥
পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ।
ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥

(সূক্ত ১৭)

তোশা বৃত্রহণা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা।
ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥ ১ ॥
প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরঃ... ॥ ৩ ॥

(সূক্ত ১৮)

উপ ত্বা রণ্বসন্দৃশং প্রযস্বন্তঃ সহস্কৃত।
অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ ॥ ১ ॥
উপচ্ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম তে বয়ম্।
অগ্নে হিরণ্যসন্দৃশঃ ॥ ২ ॥
য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ।
অগ্নে পুরো রুরোজিথ ॥ ৩ ॥

(সূক্ত ১৯)

ঋতা বানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্।
অজস্রং ঘর্মমীমহে ॥ ১ ॥
য ইদং প্রতিপপ্রথে যজ্ঞস্য স্বরুত্তিরন্।
ঋতূনুৎসৃজতে বশী ॥ ২ ॥
অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য।
সম্রাড়েকো বিরাজতি ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ—১৬সূক্ত/১সাম— পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমপবিত্রতাসাধক পরমানন্দদায়ক ভক্তিসুধাসমূহ (শুদ্ধসত্ত্বসমূহ) নিখিল সৎকর্ম সম্পাদন করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎ-ভাবেই সৎকর্ম সম্পূর্ণ হয় ; আর ভগবানও তাতে পরিতুষ্ট ও অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত হন)। ['ইন্দবঃ' পদের অর্থে ভাষ্যকার সায়ণ লিখেছেন,—'দীপ্তাঃ।' তার অধ্যাহার করেছেন—'সোমঃ'। কিন্তু 'সোম' শব্দ মন্ত্রের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা মনে ক'রি এই পদের সঙ্গত অর্থ 'ভক্তিসুধা, শুদ্ধসত্ত্ব' ইত্যাদি। যখনই ভক্তি সর্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে, যখনই ভক্তি ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছে, তখনই আনন্দে আনন্দ মিলে গেছে। ভক্তির প্রবল অবস্থায় মৎসরতারূপ আনন্দ সঞ্জাত হয় ; দ্বিতীয় অবস্থায় আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হয়ে পড়েন ; তৃতীয় অবস্থায় বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হয়ে যান। পরিশেষে মিলনের মধুরতা জীবন জনম মধুময় ক'রে তোলে। অন্তর তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধারে পরিণত হয়। 'ইন্দবঃ'—হবনীয় দ্রব্য ইত্যাদি তখনই সুধামৃতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সকল আনন্দের হেতুভূত তৃপ্তিপ্রদ হর্ষবৃদ্ধিকর মধুর 'ইন্দবঃ' (উপচার) তখনই ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত বা প্রস্তুত হয়েছে বলতে পারা যায়। ভক্তির এই যে তৃতীয় অবস্থা—এটাই 'শুক্রাসঃ'। এই অবস্থায়েই জ্ঞানময়কে হৃদয়সিংহাসনে বসাতে পারা যায়]।

১৬/২—পবিত্রতাসাধক পরমানন্দদায়ক ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্বসমূহ, দ্যুলোকের উপরিভাগে অবস্থিত অন্তরিক্ষলোক হ'তে, অর্থাৎ সহস্রারে অবস্থিত সহস্রদলকমল হ'তে পৃথিবীকে অর্থাৎ হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রে ক্ষারিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক ও আত্ম উদ্বোধক। প্রার্থনার ভাবও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত)। [মন্ত্রটি নিত্য-সত্যমূলক। কিন্তু ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রের অর্থ একটু জটিলতাসম্পন্ন হয়েছে। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'ক্ষরিত সোমরসগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হ'তে (আনীত হয়ে) পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে উৎসাদিত হলেন।' এখানে পর্বতগাত্রে সোমলতার কাল্পনিক উৎপত্তি এবং তা থেকে রসগ্রহণের ভাবই মনে আসে। তবে সোমরসগুলি আনীত হয়ে পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে উৎপাদিত হ'লেন, এ ভাষা ও এ ভাব বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ভাষ্যের ভাবও প্রায় একই। বলা বাহুল্য, আমরা ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যাকারের এ ভাব গ্রহণ করতে পারিনি]।

১৬/৩—আশুমুক্তিদায়ক দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নিত্যশুদ্ধিদায়ক— পরমানন্দস্বরূপ ভক্তিসুধা বা শুদ্ধসত্ত্ব সকল শত্রুকে বিদূরিত ক'রে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভক্তিসুধা ও শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি গতিমুক্তিদায়ক। অতএব যদি মুক্তির অভিলাষী হও, সৎভাব সঞ্চয়ে এবং ভক্তিসুধা আহরণে প্রবুদ্ধ হও)। [মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণে ভাষ্যকারের সাথে আমাদের বিশেষ—মতান্তর ঘটেনি। তবে এই মন্ত্রের যে একটি অনুবাদ প্রচলিত আছে, তা এই,— 'দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি তাবৎ শত্রু সংহার করতে করতে ক্ষরিত হলেন এবং উৎপাদিত হ'লেন।' রস কিভাবে শত্রুকে সংহার করে বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদের আলোচনা পূর্ববর্তী মন্ত্রে পরিদ্রষ্টব্য]।

১৭/১—দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন পাপশত্রুগণের বিনাশকারী, সর্বত্র বিজয়যুক্ত সকলের অতিরস্কৃত, পরমধনের বিধানকারী অর্থাৎ চতুর্বর্গফলদাতা হে সর্বশক্তিমান্ দিব্যজ্ঞানাধার ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়! তোমাদের হৃদয়ে এবং সৎকর্মে যেন প্রতিষ্ঠিত ক'রি। [মন্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করবার সরল সঙ্কল্প বর্তমান। অন্তরে ভগবানের অধিষ্ঠান হ'লে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, মানুষ পরমধনের অধিকারী

হ'তে পারে,—মন্ত্র এই ভাবই প্রকাশ করছে। মন্ত্রের যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তা এই — 'আমি শত্রুনাশক, বৃত্রহন্তা জয়শীল, অপরাজিত ও প্রচুর পরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রাগ্নীকে আহ্বান করছি।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৭/২— হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন জ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়! আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণই আপনাদের অর্চনা করতে সমর্থ হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক)। [যাঁরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁরা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, পরমার্থতত্ত্ব যাঁদের অধিগম্য হয়েছে, তাঁরাই সেই ভগবানের অর্চনায় সমর্থ হন। এই নিত্যসত্য প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছেন,—'যদি ভগবানের পূজা করতে চাও, আত্মজ্ঞানসঞ্চয়ে পরমার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ হ'তে প্রযত্নপর হও। নচেৎ গতিমুক্তিলাভ সুদূরপরাহত। তিনি যে বিশ্বরূপ! তাঁর স্বরূপ যদি উপলব্ধ না হলো, কিভাবে কোন্ রূপে তাঁর অর্চনা করবে? —মূল মন্ত্রে শেষাংশে প্রার্থনা আছে]। [মূল মন্ত্রটি উত্তরার্চিকে ১৬শ অধ্যায়ে ১ম খণ্ডে ২সূক্তের ১ম সামরূপেও দেখা যায়]।

১৭/৩— জ্ঞানশক্তিপ্রদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা বহুসংখ্যক শত্রুগৃহকে বিনাশ করেন ; অথবা নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য শত্রুপরিবৃত আমাদের দেহরূপ গৃহকে, অর্থাৎ সকল শত্রুকে বিনাশ ক'রে নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ গৃহকে রক্ষণ ও পালন করেন। [মূল মন্ত্রটি উত্তরার্চিকের ১৬শ অধ্যায়ে (১৬অ-১খ-২সূ-২সা) সন্নিবিষ্ট আছে। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদেও পরিদৃষ্ট হয়]।

১৮/১— সাধনার দ্বারা উৎপন্ন হে জ্ঞানদেব! পূজাপরায়ণ আমরা পরমরমণীয় আপনাকে অভিলক্ষ্য ক'রে প্রার্থনা যেন উচ্চারণ ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [ভগবানের জ্ঞানবিভূতির প্রতি লক্ষ্য ক'রে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। জ্ঞানের একটি বিশেষণ 'সহস্কৃত' অর্থাৎ বলের দ্বারা, শক্তির দ্বারা উৎপন্ন। সাধনার প্রভাবেই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়। প্রতি মানুষের অন্তরে ভগবানদত্ত জ্ঞানবীজ আছে বটে, কিন্তু তাকে সাধনার দ্বারা পরিস্ফুট করতে হয়। তাই জ্ঞান— 'সহস্কৃত']।

১৮/২— হে জ্ঞানদেব! পরমমঙ্গলদায়ক জ্যোতির্ময় আপনার পরমশক্তিদায়ক কল্যাণ (অথবা আশ্রয়) যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানের জ্ঞানশক্তির আশ্রয় লাভ ক'রি)। [মন্ত্রের মধ্যস্থ উপমা— 'ছায়ামিব'। এর মধ্যে মন্ত্রটির সার অংশ নিহিত আছে। 'ছায়ামিব শর্ম'—'পরমশান্তিদায়ক কল্যাণ বা আশ্রয়'। একটি বাংলা অনুবাদ—'হে অগ্নি। তুমি, রমণীয় তেজঃসম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করছি।'— এই অনুবাদের ভাব আমাদের অনেক কাছাকাছি]।

১৮/৩— যে দেবতা প্রভূতশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধাতুল্য রিপুনাশক এবং রক্ষাস্ত্রধারী ঊর্ধ্বগতিদায়ক অভীষ্টবর্ষক তুল্য, হে জ্ঞানদেব! সেই আপনি শত্রুদের আশ্রয়স্থান বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ আমাদের রিপুনাশক হোন)। [ভগবানের কৃপায় যেন আমাদের রিপুবিনাশ হয়, এটাই মন্ত্রের প্রার্থনার সার মর্ম। এই প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের মহিমাও প্রখ্যাপিত হয়েছে। — একটি প্রচলিত অনুবাদ—'হে অগ্নি! তুমি বাণদ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুষ্কের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরী সকল নষ্ট করেছ।' কিন্তু এই অনুবাদ ভাষ্যেরও ভাব প্রকাশ করতে পারেনি]।

১৯/১— হে দেব! সত্যস্বরূপ, বিশ্বে লোকসমূহের হিতকারী, সত্যজ্যোতিঃর অধিপতি, অনন্তজ্যোতিঃস্বরূপ আপনাকে আমরা যেন আরাধনা করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতাকে আরাধনা ক'রি)। [আমাদের আরাধনা যাঁর চরণতলে নিবেদিত, তিনি কেমন? তিনি 'ঋতাবানং'— সত্যের আকর, সত্যস্বরূপ। আরও তিনি 'বৈশ্বানরং'— বিশ্বের লোকসমূহের হিতকারক। তিনি 'অজস্রং ঘর্মং' অর্থাৎ অনন্তজ্যোতিঃ। তিনিই জ্যোতিঃর আধার, তাঁর থেকেই জগতে আলোকের আবির্ভাব হয়। মানুষ যদি তাঁর চরণে নিজের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে, তবেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। তাই মন্ত্রে সেই চরম সার্থকতা লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে]।

১৯/২— যে পরমদেব পরিদৃশ্যমান এই জগৎকে সৎকর্মের স্বর্গপ্রাপক মহাফল প্রদান ক'রে সর্বত্র প্রখ্যাত হন, জগৎপতি সেই দেব কালাধীশ হন। [মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই সর্বাধিপতি হন]। [জগতের সকল জীব তাঁরই কৃপায় মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়, তিনিই জগৎকে শান্তিবারি বিতরণ করেন। 'যজ্ঞস্য স্ব উত্তিরণ'— যজ্ঞের, সৎকর্মের মহাফল তিনিই বিতরণ করেন। মানুষ কর্মের অধিকারী, কিন্তু ফলদান ঈশ্বরের অধিকার— কর্মের ফললাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। যিনি এই সত্য অবগত আছেন, যিনি এই সত্যের সাধনা করেন, তিনি আশানিরাশাজনিত দুঃখের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। এই মহান্ সত্য জগৎকে জ্ঞাপন করবার জন্যই বেদ বলছেন—'ইদং যজ্ঞস্য স্বঃ উত্তিরন।' বিশ্ববাসীকে স্বর্গপ্রাপক মহাফল প্রদান ক'রে 'প্রতি পপ্রথে'— সর্বত্র ব্যাপ্ত হন, প্রকাশিত হন। জগৎবাসী তাঁর মহিমা অবগত হবার সুযোগ লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে]।

১৯/৩—সমস্ত ভূতজাতের আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানদেব সর্বলোকে অদ্বিতীয় অধীশ্বর হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানস্বরূপ ভগবানই বিশ্বের অধিপতি হন)। [সমগ্র জগৎ বিশ্বের অধিপতি, পালক ও রক্ষক ভগবানকেই লাভ করতে চায়। বিশ্বের সেই অধীশ্বর থেকে জগৎ এসেছে, তাঁতেই বিলীন হবে, আবার তাঁর থেকেই সৃষ্ট হবে। এটাই জগতের চরম গতি। মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণাবশে তাঁর সেই পরম ও চরম লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হ'তে চায়। নানারকম বাধাবিপদের জন্য সে অগ্রসর হ'তে পারে না বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য সেই এক পরম ধাম। — ভাষ্যকারের সাথে আমাদের মতের অনেকাংশেই ঐক্য পরিলক্ষিত হবে। 'ভূতস্য ভব্যস্য' পদের অর্থ করেছেন, অতীতকালীনস্য ভূতজাতস্য আগামিনঃ ভবিষ্যৎকালীনস্য' অর্থাৎ সর্বলোকের। সর্বলোকের কি হন? উত্তরে বলা হচ্ছে—'কামঃ'। সকলের কামনার সামগ্রী। শুধু তাই নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি— 'একঃ সম্রাট' (সম্রাডেকো)। তিনি অদ্বিতীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই জগতের কর্তা, সর্বলোকে সর্বকালে, তাঁরই মহিমা প্রখ্যাপিত হয়। সেই জগৎপতি পরমদেবতার মহিমাই এই বেদমন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে]।

— অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—ঊনবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের দেবতাগণ (সূক্তানুসারে)— ১।১০।১৩ অগ্নি ; ২।১৮ পবমান সোম ; ৩-৫ ইন্দ্র ; ৬।৮।১১।১৪।১৬ ঊষা ; ৭।৯।১২।১৫।১৭ অশ্বিদ্বয়।
ছন্দ—১।২।৬।৭।১৮ গায়ত্রী ; ৩।১৩।১৪।১৫ ত্রিষ্টুপ্ ; ৪।৫ প্রগাথ ; ৮।৯ উষ্ণিক ; ১০-১২ পঙ্ক্তি ; ১৬।১৭ জগতী।
ঋষি— ১ বিরূপ আঙ্গিরস ; ২।১৮ অবৎসার কাশ্যপ ; ৩ বিশ্বামিত্র গাথিন্ ; ৪ দেবাতিথি কাণ্ব ; ৫।৮।৯।১৬ গোতম রাহূগণ ; ৬ বামদেব গৌতম ; ৭ প্রস্কন্দ কাণ্ব ; ১০ বসুশ্রুত আত্রেয় ; ১১ সত্যশ্রবা আত্রেয় ; ১২ অবস্যু আত্রেয় ; ১৩ বুধ ও গবিষ্ঠি আত্রেয় ; ১৪ কুৎস আঙ্গিরস ; ১৫ অত্রি ভৌম ; ১৭ দীর্ঘতমা ঔচথ্য।

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

অগ্নি প্রত্নেন জন্মনা শুম্ভানস্তন্বাঁ৩স্বাম্।
কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে॥ ১॥
ঊর্জো নপাতমাহুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্।
অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধ্বরে॥ ২॥
স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা।
দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

উত্তে শুষ্মাসো অস্থু রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ।
নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ॥ ১॥
অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে।
স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা॥ ২॥
অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা।
রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি॥ ৩॥

তং হিঞ্বন্তি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনম্।
ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্॥ ৪॥

(সূক্ত ৩)

আ মন্দৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যমুরিন্ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি॥ ১॥
বৃত্রখাদো বলংরুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ।
স্থাতা রথস্য হর্যোরভিস্বর ইন্দ্রো দৃঢ়া চিদারুজঃ॥ ২॥
গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

যথা গৌরো অপাকৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব॥ ১॥
মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধোদেয়ায় সুন্বতে।
আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্ দধিষে সহঃ॥ ২॥

(সূক্ত ৫)

ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ॥ ১॥
মা তে রাধাংসি মা ত ঊতয়ো বসোঽস্মান্ কদা চনা দভন্।
বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— সর্বান্তর্যামী জ্ঞানদেব পুরাতন জন্মহেতু অর্থাৎ অনাদিত্ব হেতু আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ ক'রে জ্ঞানিজনের দ্বারা সম্পূজিত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— অনাদি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন)। [সাধকেরা নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের আরাধনায় রত হন। জ্ঞান-স্বরূপ সেই পরমদেবতার কৃপালাভ করবার জন্য তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। জগতে প্রকাশমান ভগবানের বিভূতি দর্শন ক'রে মানুষ তাঁর চরণে প্রণত হয়। 'প্রত্নেন জন্মনা' পদ দু'টিতে জ্ঞানের—জ্ঞানদেবের উৎপত্তি কথিত হয়েছে। 'প্রত্নেন' পদের ভাষ্যার্থ— 'পুরাণেন'। প্রত্ন শব্দের অর্থ 'চির পুরাতন'। 'প্রত্নেন জন্মনা' পদ দু'টির দ্বারা অনাদিত্বকে লক্ষ্য করে। জ্ঞান অনাদি অনন্ত। তার উৎপত্তি নেই, বিলয় নেই, কারণ তা ভগবানেরই বিভূতি মাত্র। এই পরিদৃশ্যমান জগতে তাঁর বিভূতি বিদ্যমান রয়েছে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারা তাঁরই মহিমা বিঘোষিত করে। মলয় পবনে তাঁরই সুরভিত নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হয়, কোকিল-কূজনে তাঁরই কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাওয়া

যায়। মাতৃ-হৃদয়ে তাঁরই স্নেহ-সুষমা, বজ্রধ্বনিতে তাঁরই রুদ্রকণ্ঠের পরিচয় জ্ঞাপন করে। সাধক জ্ঞান-দৃষ্টিতে, প্রেম-দৃষ্টিতে বহির্জগতের সেই বিভূতি দর্শনে অন্তর্জগতের ধ্যানে নিমগ্ন হন। তাই বলা হয়েছে— 'স্বাং তস্বাং শুভ্রানং বিপ্রেণ বাবৃধে']।

১/২—শক্তির রক্ষক, পবিত্রকারক জ্যোতিঃযুত জ্ঞানদেবকে আমরা কল্যাণদায়ক আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে আহ্বান করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্মের সাধনে আমরা ভগবানের জ্ঞানশক্তিকে যেন লাভ ক'রি)। [প্রচলিত ধারণা ব্যতীত 'নপাত' শব্দের মূল অর্থ 'রক্ষাকারী'— পতন থেকে রক্ষাকারী। আমরা সর্বত্র এই অর্থ গ্রহণ করেছি। এখানে 'ঊর্জঃ নপাতং' পদ দু'টি 'অগ্নিং' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। জ্ঞানই মানুষের শক্তিরক্ষক। সেই জ্ঞান 'পাবকশোচিষং' অর্থাৎ জ্ঞানের জ্যোতিঃ পবিত্রকারক। আমরা যেন সেই পবিত্রজ্যোতিঃ দ্বারা সৎকর্মসাধনে পরিচালিত হ'তে পারি— এটাই মন্ত্রের সারাংশ।— এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে একটি অনুবাদ—'বলের পুত্র এবং পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসাশূন্য যজ্ঞে আহ্বান করছি।' এখানে 'উর্জ নপাতং' পদ দু'টি ভাষ্যকারের 'অন্নস্য পুত্রং' অর্থকে অনুসরণ করেছে]।

১/৩—পরম আরাধনীয় মিত্রস্বরূপ হে জ্ঞানদেব! প্রসিদ্ধ আপনি নির্মলজ্যোতিঃর এবং দেবতাসমূহের সাথে আমাদের হৃদয়াসনে আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [ভগবান্ 'মিত্রমহঃ'— পরমপূজনীয় মিত্রস্বরূপ। তাঁর আগমনে মানুষের সকলরকম উচ্চভাব বিকশিত হয়। দেবভাবের বিকাশে মানুষ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমার্গে আরোহণ করতে সমর্থ হন। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি। তুমি দেবগণের সমভিব্যহারে উজ্জ্বল তেজের সঙ্গে যজ্ঞে আসীন হও। 'মিত্রমহঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে— 'মিত্রগণের পূজনীয়'। কিন্তু আমাদের ধারণা যে,— এখানে 'মিত্র' ও 'মহ' এই দুই শব্দের একত্র সংযোগ হয়েছে। তার অর্থ— পরমারাধনীয় মিত্রস্বরূপ দেব]।

২/১—রিপুনাশের জন্য পাষাণকঠোর হে দেব! রাক্ষসবর্গের বিনাশকারী আপনার আশুমুক্তিদায়িকা শক্তি জাগ্রত হোক। যে শত্রুবর্গ আমাদের বাধা প্রদান করে, তাদের বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্। কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন)। [তিনি মানুষকে নিজের কোমল স্নেহধারায় সঞ্জীবিত ক'রে তোলেন। আবার জগতের শত্রুনাশের সময় তাঁরই বিশালগর্জন বিশ্বকে প্রকম্পিত ক'রে তোলে (অথবা স্নেহবান্ পিতাও যেমন অসৎ-পথগামী প্রিয়তম পুত্রকে শাসনকালে পাষাণের মতো কঠোর হয়ে ওঠেন)। সুতরাং পরম করুণাময় মূর্তি পরিত্যাগ ক'রে ভগবানকে কখনও কখনও রুদ্ররূপ ধারণ করতে হয়। 'অদ্রিবঃ' পদে সেই রূপেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'উদস্তু' পদের 'উঠুক, জাগুক' অর্থ অবলম্বনে ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তি জাগ্রত হোক—এমন ভাবই এসেছে। অথবা— তাঁরই শক্তি আমাদের রিপুনাশে উদ্বুদ্ধ করুক। সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই যে,— ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুজয়ী হই। — এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস! রাক্ষসধ্বংসকারী তোমার তেজঃ সমস্ত উদ্রিক্ত হয়েছে, যে সকল বিপক্ষ চতুর্দিকে আস্ফালন করছে, তাদের তাড়িয়ে দাও।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২/২— হে দেব! আপন শক্তির দ্বারা আপনি রিপুনাশক হন ; সৎকর্মজনিত পরমধন লব্ধ হ'লে

আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন নির্ভয় হৃদয়ে আরাধনা করতে পারি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন সৎকর্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে আরাধনাপরায়ণ হই)। ['অয়া ওজসা' পদ দু'টিতে ভগবৎশক্তিকেই লক্ষ্য করেছে। ভগবান্ শক্তির আধার। তিনি নিজে অজাতশত্রু। কিন্তু তাঁর প্রিয় সন্তান মানুষকে রিপুকবল থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে রিপুর শত্রু হ'তে হয়। সৎকর্ম সাধনের দ্বারা মানুষ যখন আপন হৃদয়ের মালিন্য দূরীভূত করতে সমর্থ হয়, তখনই তার পক্ষে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ সম্ভবপর হয়; কারণ দুর্বলেরও হৃদয়ে পুণ্যের শক্তি এমনই প্রবল হয় যে, সে অভীঃ হয়ে উঠতে পারে। প্রার্থনাও সেই শক্তিলাভের জন্যই। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ —'এই আমি নির্ভয় হৃদয়ে (বিপক্ষের) রথমধ্যনিহিত ধন লুণ্ঠন করবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করবার উদ্দেশে সোমের গুণ গান করছি।' আমাদের মনে হয়, এই অনুবাদ মূলমন্ত্রের ভাব মোটেই প্রকাশ করতে পারেনি, বরং অনেকাংশে বিপরীত ভাবই প্রকাশ করেছে। 'বিপক্ষ' শব্দ অনুবাদকার অধ্যাহৃত করেছেন। তারপর রথমধ্যস্থিত ধনরত্ন লুণ্ঠনের কোন প্রসঙ্গ মন্ত্রে নেই। এই ব্যাখ্যা থেকে যদি এটা অনুমান করা যায় যে, সোম বা মদ্যপানে উন্মত্ত আর্যগণও একশ্রেণীর দস্যু ছিলেন, তাহলে বিশেষ অন্যায় হবে কি? তা-ই হয়েছে। এমন ব্যাখ্যার উপর নির্ভর ক'রেই পাশ্চাত্য অথবা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত এমনই সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি যে, বেদে ঐসব বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গ নেই। বেদের মূল লক্ষ্য— জগতে পরাজ্ঞান বিতরণ, ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ। সুতরাং তাতে ঐসব বিষয়ের প্রসঙ্গই থাকতে পারে না, এবং নাই-ও]।

২/৩— হে দেব! আপনার কৃপায় প্রসিদ্ধ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বজনিত কর্মসমূহ বিঘ্নকারক রিপুগণের দ্বারা নিবারিত হয় না; আপনাকে যে জন আরাধনা করে না তাকে বিনাশ করুন। (প্রার্থনামূলক মন্ত্রটির ভাব এই যে,— হে দেব! রিপুদের অপ্রতিহত হয়ে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বজনিত সৎকর্ম সাধন করতে পারি)। [ভগবান্ নিজের রক্ষাশক্তির প্রভাবে মানুষকে সকলরকম রিপুর আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেন। যা সাধনপথের বিঘ্ন, তা ভগবানেরই কৃপায় দূরীভূত হয়। 'রুজ' পদের অর্থ 'বিনাশ করুন'। কথাটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা পাপী, তাদের বিনাশ করার অর্থ, তাদের মধ্যস্থিত পাপপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করা]।

২/৪— সাধকগণ পরমানন্দদায়ক, পাপহারক, আত্মশক্তিদায়ক, পরমানন্দপ্রদ, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অমৃতপ্রবাহে সম্মিলিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকেরা ভগবানকে লাভ করার জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদন করেন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'সেই যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁর বর্ণ দুর্বদলবৎ, যিনি বলকর, তাঁকে ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য ঋত্বিকগণ নদীতে ঢেলে দিচ্ছেন।' ভাষ্যকার 'নদী' শব্দে বসতীবরী জলকে লক্ষ্য করেছেন। বাংলা অনুবাদকার তার সহজ নদী অর্থই গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তার দ্বারা কোন সুষ্ঠুভাব প্রকাশিত হয়নি। সোমরসকে নদীতে ইন্দ্রের জন্য ঢেলে দেওয়ার অর্থ কি? (এটা যেন কোনও মদের বিজ্ঞাপন, অথবা অঢেল মদ্য-প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন)। আমরা মনে করি, 'নদীষু' পদে অমৃতপ্রবাহকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রবাহের সাথে মিলিত হয়— এটাই মন্ত্রের ভাব। আবার ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য এই উভয়ের মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাই বলা হয়েছে— 'ইন্দুং নদীষু হিণ্বন্তি']।

৩/১— পরমৈশ্বর্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্মসাধক সদানন্দদায়ক ময়ূররোমের ন্যায় বিচিত্রদর্শন অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক অথবা বিচিত্র সামর্থ্যোপেত অর্থাৎ নানা রকমে অসৎ-বৃত্তির নাশক জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা যুক্ত আপনি আমাদের কর্মে অথবা হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! নিখিলজ্ঞানকিরণসমূহ আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক। আপনার কৃপায় যাতে প্রজ্ঞান-সম্পন্ন হ'তে পারি এবং সেই প্রজ্ঞানের প্রভাবে যাতে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তা বিহিত করুন)। হে ইন্দ্র! পাশহস্ত ব্যাধ যেমন বন্ধনসাধক পাশের দ্বারা পক্ষিগণের গমনপ্রতিবন্ধক জন্মিয়ে তাদের নিহত করে, তেমনই কোনও শত্রুই যেন আপনার গমনপ্রতিবন্ধক উৎপন্ন ক'রে নিহত না করে। পরন্তু, মরুপ্রদেশ প্রাপ্ত হ'লে পান্থ যেমন শীঘ্র তা অতিক্রম ক'রে আগমন করে, তেমনই আপনি গমনপ্রতিবন্ধক শত্রুগণকে অতিক্রম (অর্থাৎ পরাভূত) ক'রে, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্মে অথবা হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন। (এই মন্ত্রাংশে অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেব! আমাদের সকল শত্রুকে নাশ ক'রে আমাদের আপনার সাথে সম্মিলিত করুন এবং আমাদের উদ্ধার করুন)। [ভাষ্যের অনুসরণে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে তা এই,— ' হে ইন্দ্র! তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সাথে আগমন করো। ব্যাধ যেমন পক্ষীকে বাধা দেয়, তেমন তোমাকে যেন কেউ বাধা না দেয়। (পথিক) যেমন মরুদেশ (অতিক্রম ক'রে গমন করে), তেমন তুমি ঐ সব বাধা অতিক্রম ক'রে আগমন করো।'— কিন্তু আমাদের পরিগৃহীত অর্থ অন্য ভাব দ্যোতনা করে। যেমন, আমরা মনে ক'রি 'মন্দ্রৈঃ' পদে সেই পরমানন্দের প্রতি লক্ষ্য আছে। সে আনন্দ তুচ্ছ মাদক-দ্রব্য-পানের আনন্দ নয়। মানুষের আত্যন্তিক দুঃখনাশজনিত যে আনন্দ—জন্মগতি-রোধে যে নিত্য আনন্দ, এখানে সেই বিষয়ই প্রখ্যাত হয়েছে। 'হরিভিঃ' পদে আমরা (ভাষ্যকারের মতো) 'অশ্বসমূহের সাথে' অর্থ গ্রহণ ক'রি না। আমরা এই পদে পূর্বাপর 'জ্ঞানকিরণসমূহ', 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' অর্থ প্রতিপন্ন করেছি। 'ময়ূররোমভিঃ' পদের 'ময়ূরের লোমের ন্যায়' অর্থও আমরা গ্রহণ ক'রি না। আমাদের মতে, এই পদের অর্থ—'ময়ূরের রোমের মতো বিচিত্রদর্শন, চিত্তাকর্ষক তথা বিচিত্রসামর্থ্যযুত, নানারকম অসৎ-বৃত্তিনাশকারী' ইত্যাদি। সত্ত্বসমন্বিত হ'লে, বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হ'লেই 'জ্ঞান' বিচিত্রদর্শন হয়। এ ভিন্ন তাকে অজ্ঞানতা ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। যখনই জ্ঞান নানা দিকে প্রধাবিত হয়, যখনই সে বিচিত্র সামর্থ্য লাভ করে, তখনই নানা রকমে অসৎ-বৃত্তিনাশে তার সামর্থ্য জন্মায় ; সেই অবস্থাতেই জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ করতে সমর্থ হয়।—ইত্যাদি। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে অজ্ঞানতারূপ শত্রুনাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। .....'ব্যাধ যেমন পাশ বিস্তার ক'রে পক্ষিগণের গমনের প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে, আমার অন্তরের শত্রুরাও আপনাকে সেইভাবে বাধা প্রদান করবে। কিন্তু আপনি (হে ভগবন্) সে ক্ষেত্রে এমন করুন, যেন তারা আপনার আগমনের অন্তরায় না হ'তে পারে। তারা আমার হৃদয় মরুভূমি সদৃশ ক'রে রেখেছে। মরুপথগামী পথিকের সত্বর মরু-অতিক্রমের মতো আমার হৃদয়রূপ মরুভূমি অতিক্রম করুন এবং আমাতে প্রতিষ্ঠিত হোন।' —ইত্যাদি]।

৩/২— পাপবিনাশক রিপুগণের শক্তিনাশক অমৃতদায়ক রিপুগণের আশ্রয়নাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব সৎকর্মের পাপহারিকা শক্তি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করেন ; দৃঢ়শত্রুকেও বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ পাপনাশক রিপুনাশক হন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—

ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করবার জন্য রথে আরোহণ করেন। তিনি বলবান্ শত্রুদেরও ভগ্ন করেন।' এখানে 'বৃত্রখাদঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে, 'বৃত্রাসুরনাশক'। আমরা 'বৃত্র' পদে সবসময়েই জ্ঞানাবরক পাপকেই লক্ষ্য ক'রি। 'বলংরুজঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'মেঘের বিদীর্ণকারী'। এই প্রচলিত মতের পশ্চাতে যে আখ্যায়িকা আছে—ভাষ্যকার তারই দিকে লক্ষ্য রেখে এমন অর্থ করেছেন। এইরকমভাবেই তিনি 'অপামজঃ' পদের অর্থ করেছেন 'জলবর্ষণকারী'। কিন্তু আমরা 'বলংরুজঃ' অর্থে 'রিপুণাং শক্তিনাশকঃ', 'অপামজঃ' অর্থে 'অমৃতদায়কং' ইত্যাদি বুঝি]।

৩/৩— হে দেব! জলের দ্বারা যেমন গম্ভীর সমুদ্র পূর্ণ হয়, তেমনভাবে আপনি সৎকর্মকে পোষণ করেন ; সৎকর্মসাধক যেমন পরাজ্ঞান লাভ করেন, পরাজ্ঞান যেমন আশুমুক্তি প্রদান করে এবং ক্ষুদ্রজলধারা যেমন মহানদীকে প্রাপ্ত হয়, তেমনভাবে সকল জীব আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সকলজীব ভগবানে চরম-আশ্রয় প্রাপ্ত হয়)। [মন্ত্রে কয়েকটি উপমার সাহায্যে মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। —মন্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় জীবের চরম গতি। মন্ত্রের সর্বশেষ উপমাতে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই ভাবের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে ইন্দ্র! সাধু গোপালক যেমন গাভী সকলকে পরিপুষ্ট করে, তুমি যেমন সমুদ্রকে (নদীর দ্বারা পরিপুষ্ট করো), তেমন তুমি যজ্ঞকর্তাকে পুষ্ট ক'রে থাকো। ধেনুগণ যেমন তৃণ ইত্যাদি (প্রাপ্ত হয়, তেমন তুমি সোমরস প্রাপ্ত হয়ে থাকো), সরিৎ যেমন হ্রদ প্রাপ্ত হয়, (তেমন সোমরস তোমাকে ব্যাপ্ত করে)।' —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম— 'অভিনিধনঙ্কাণ্বম']।

৪/১— গৌরমৃগ পিপাসার্ত হয়ে জলপরিপূর্ণ তড়াগের প্রতি যেমনভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হয় ; তেমনভাবে আপনার সাথে বন্ধুত্বে মিলনের জন্য অর্থাৎ আপনাতে আমাদের সন্যস্ত করবার জন্য, হে ভগবন্! আপনি আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুন ; এবং আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের সাথে অভিন্নভাবে অর্থাৎ অভিন্ন হয়ে প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ; অকিঞ্চন আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিসুধা গ্রহণ ক'রে আমাদের আপনার সাথে সম্মিলিত ক'রে নিন)। অথবা— চন্দ্র তৃষ্ণার্ত হয়ে অর্থাৎ সূর্যরশ্মির সাথে সম্মিলনে আকাঙ্ক্ষী হয়ে, যে রকমে অপগত-আবরক অর্থাৎ তেজঃসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ণতেজঃসম্পন্ন সূর্যরশ্মির প্রতি গমন করে ; তেমন, আপনার সখিত্বে অর্থাৎ আপনাতে সন্যস্তচিত্ত হ'লে, হে ভগবন্! আপনি আমাদের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করেন অর্থাৎ আবির্ভূত হন ; এবং আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলিত হয়ে আমাদের হৃদয়-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করেন। (প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব,— আমাদের মতো অকিঞ্চনের শুদ্ধসত্ত্বকে বা ভক্তিসুধাকে গ্রহণ ক'রে আমাদের আপনাতে সম্মিলিত করুন, অথবা আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করুন। চন্দ্র যেমন কখনও সূর্যরশ্মির সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করেন না, হে ভগবন্! আপনিও সেইভাবে আমাদের সাথে চিরসম্বন্ধযুত হয়ে থাকুন)। [মন্ত্রের প্রথম চরণই জটিলতার সৃষ্টি করেছে। 'গৌরঃ' এবং 'ইরিণং' পদ দু'টির যে ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে, তাতে যেন সে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'গৌরঃ' পদের অর্থে,

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে 'গৌরমৃগঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয় ; আর 'ইরিণং' পদের অর্থ হয়— তৃণশূন্য তড়াগদেশ। মন্ত্রের 'পিব' পদ দেখেই সোমের সম্বন্ধ অধ্যাহৃত হয়েছে। 'কণ্বেষু' পদের অর্থ করা হয়েছে— কণ্বপুত্রগণ। শেষপর্যন্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে—'গৌরমৃগ যেমন তৃষিত হয়ে জলপূর্ণ তৃণশূন্য (স্থান) জানতে পারে ; তেমন তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হ'লে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন করো, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সাথে একত্র (সোমরস) পান করো।' এমন ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়,— সোমমদ্যলোভাতুর ইন্দ্র যেন যজমানদের সাথে একসঙ্গে ব'সে সোম পান করেন। এ তো পরিষ্কার কদর্থ এবং কু-ব্যাখ্যা। —আমাদের মন্ত্রার্থে দু'টি অন্বয় অবলম্বনে দু'টি অনুবাদ পরিবেশন করেছি। প্রথমটিতে ভাষ্যকে অনুসরণ ক'রেই যে ভাব প্রদর্শন করা হয়েছে, অবশ্যই তা ভাষ্যকারের ভাবের থেকে স্বতন্ত্র এবং অধিকতর সঙ্গত। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'গৌরঃ' শব্দকে অভিধানিক অর্থেই 'চন্দ্র' ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ইরিণং' পদের অর্থ, অভিধান-মতে—উষর ভূমি। (কেউ 'ইরিণং' পদের সাথে ইরান-দেশের সম্বন্ধ খ্যাপন করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। (পণ্ডিতের ব্যাপার তো!) যাই হোক, ঐ পদের অর্থ আমরা 'পূর্ণতেজস্ক সূর্যরশ্মি' ভাব গ্রহণ ক'রি। — ইত্যাদি। এই সব বিষয় বিবেচনা ক'রে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ব্রতী হ'লে, এই মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,— 'সুধাকর সুধার আধার হয়েও যেমন সুধাপানে সদা তৃষিত হয়ে আছেন, হে ভগবন্! আপনিও তেমন, সকল জ্যোতিঃর সকল সুধার সকল সৎ-ভাবের আধারস্থানীয় হয়েও, আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর ভক্তিসুধার শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি চিরতৃষিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করুন।' ফলতঃ ভগবান্ যেন সর্বতোভাবে সর্বদা অনুগ্রহপরায়ণ থাকেন, উপমায় এই কামনাই প্রকাশ পেয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-২দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৪/২— পরমধনদাতা ভগবন্ হে ইন্দ্রদেব! আপনি সৎকর্মের সাধককে পরমধন প্রদানের জন্য আমাদের হৃদয়-নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে প্রীত করুক ; আপনি কঠোর সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্ব আরাধনাপরায়ণ আমাদের নিকট হ'তে আহরণ ক'রে গ্রহণ করুন, তারপর প্রসিদ্ধ আত্মশক্তি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের পূজোপচার গ্রহণ ক'রে আমাদের পরমশক্তি প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে মঘবন্ ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধন দানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করেছ। ঐ সোম অভিষবণ-ফলকের দ্বারা অভিযুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এইজন্য তুমি মহাবল ধারণ করেছ।' — এই বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই সূক্তের দু'টি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। নাম— 'মনাদ্যম্']।

৫/১— হে বলবত্তম! দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ আপনি, এই মনুষ্যকে— অর্চনাকারী আমাকে— ত্বরায় আপনার উপাসনাপরায়ণত্ব-হেতু প্রশংসনীয় করুন। (প্রার্থনা এই যে,— আমি যেন আপনার উপাসনাপরায়ণ হয়ে প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হই)। হে পরমধনশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার অপেক্ষা অন্য কেউই সুখদাতা নেই ; অতএব, আপনার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করছি। (ভাব এই যে,— ভগবৎপরায়ণ হয়ে আমি যেন প্রশংসনীয় হই এবং ভগবানের উপাসনার প্রভাবে যেন সুখশান্তি লাভ ক'রি, হে ভগবন্! তা-ই বিধান করুন)। [এই মন্ত্রের 'প্রশংসিযো' পদের অর্থ 'প্রশংসা করো'। তাতে প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়ায়— 'হে অতিশয়তম বলবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি মরণশীল মনুষ্যের

প্রশংসা করুন।' এমন বলার তাৎপর্য কি? এতে কোনও সৎ-ভাব প্রকাশ পায় না ব'লে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের অন্তর্গত 'মর্ত্যং' পদের একটা বিশেষণ অধ্যাহার ক'রে নেওয়া হয়েছে। 'যে মরণশীল পুরুষ ভগবানের স্তবপরায়ণ', ভাষ্যে বলা হয়েছে, তাঁরই প্রতি লক্ষ্য রয়েছে। আমরাও সেই ভাবেরই অনুসরণ ক'রি। দ্বিতীয় চরণের দু'টি অংশে যথাক্রমে ভগবানের মহিমা এবং আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে]।

৫/২—আশ্রয়প্রদাতা হে ভগবন্! আপনার অঙ্গীভূত পরমার্থরূপ ধনসমূহ ও আপনার আয়ত্তীভূত রক্ষাকর্মসকল, আমাকে (এই কর্মবিহীন দীনকে) এবং আমাদের (অর্থাৎ অপরাপর সকলকে) কখনও যেন পরিত্যাগ না করে— কখনও যেন আমার প্রতি বিমুখ না হয়। আর, হে মনুষ্যত্বসম্পন্ন (অথবা, হে মনুষ্য)! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিবর্গের নিকট হ'তে— আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের নিকট হ'তে ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ সকল ধন-সমূহকে তুমি সর্বতোভাবে আহরণ ক'রে, আমাদের— আমাদের ন্যায় কর্ম-পরাঙ্মুখ জনের জন্য অর্থাৎ লোকগণের হিতসাধনের নিমিত্ত, প্রদান করো। (এই মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্ম-উদ্বোধক। ভগবানের করুণা ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক; এবং আমরা সকলেই যেন সাধুবর্গের নিকট হ'তে পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে অপরকে তা জানাবার প্রচেষ্টা ক'রি)। [প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ এবং ভাষ্য থেকে এই মন্ত্র আমাদের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ নতুন ও সঙ্গত ভাব-প্রকাশক হয়েছে। একটি ভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ— 'হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র! তোমার ভূতগণ ও সহায়রূপ (মরুৎগণ) আমাদের যেন কখনও বিনাশ না করে। হে মনুষ্যের হিতকারী ইন্দ্র! আমরা মন্ত্র জানি, তুমি আমাদের ধন এনে দাও।'— আমরা 'রাধাংসি' পদে পূর্বাপর পরমার্থরূপ ধনকে লক্ষ্য ক'রে আসছি, এখানেও তা করেছি। 'উতয়ঃ' পদে আমরা 'ইন্দ্রের সহায়, মরুৎগণকে' লক্ষ্য ক'রিনি। আমরা ঐ পদে 'রক্ষাকর্মসমূহ' লক্ষ্য করেছি। 'দভন্' ক্রিয়া-পদে 'বিমুখ হওয়ার', সুতরাং 'পরিত্যাগ করার' ভাব পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চরণের 'মানুষ' পদ থেকে কিভাবে মানুষের হিতসাধক ইন্দ্র' অর্থ আসে তা ভেবে পাওয়া যায় না। আমরা ব'লি, এখানে সম্বোধন— মনুষ্যকে— মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনকে। অথবা 'মানুষ' সম্বোধনে মানুষকে জনসাধারণকে সম্বোধন করা হয়েছে ব'লে মনে করা যেতে পারে। 'চর্ষনিভ্যঃ' পদটিকে আমরা পঞ্চমীর পদ ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রি। ঐ পদের ভাব ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের নিকট হ'তে— আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদের নিকট হ'তে। এখানকার 'চর্ষণিভ্যঃ' পদে ভাষ্যে 'চর্ষণি'—শব্দের সৎ-অর্থই দৃষ্ট হয়। আমরাও পূর্বাপর এই ভাবই গ্রহণ ক'রে আসছি। কিন্তু ভাষ্যকার, বিশেষতঃ তাঁর অনুবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ ঐ শব্দে পূর্বে কৃষক (চাষা) অর্থ গ্রহণ ক'রে গেছেন। তা প্রকৃত অর্থ নয়, এখানেই তা বোধগম্য হবে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গানের নাম—'পৌরুমীঢ়ম্' এবং 'ত্রৈককুভম্']।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৬)

প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ।
দিবো অদর্শি দুহিতা॥ ১॥
অশ্বের চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী।
সখা ভূদশ্বিনোরুষাঃ॥ ২॥
উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি।
উতোষো বস্ব ঈশিষে॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ।
স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ১॥
যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্।
ধিয়া দেবো বসু বিদা॥ ২॥
বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি।
যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

উষস্তচ্চিত্রমাভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি।
যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে॥ ১॥
উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি।
রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥ ২॥
যুঙক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ আদ্যারুণাঁ উষঃ।
অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ।
অর্বাগ্ রথং সমনসা নি যচ্ছতম্ ॥ ১॥

এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী।
উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে॥২॥
যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ।
আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবম্॥৩॥

মন্ত্রার্থ— ৬সূক্ত/১সাম—প্রসিদ্ধ সেই জনগণের সৎপথ প্রদর্শনকারিণী স্বসৃভূত সর্বজনে জ্ঞানপ্রদানকারিণী দিব্যজাতা জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী সর্বজীবের হৃদয়ে আবির্ভূতা হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারি)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'সেই আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হচ্ছেন। তিনি (প্রাণিগণের) নেত্রী ও (সুফলের) উৎপাদয়িত্রী। তিনি, ভগিনী (রাত্রির) পর্যবসান-কালে অন্ধকার বিনাশ করেন।'— আমরা 'দিবঃ' পদে 'দ্যুলোকস্য' অর্থাৎ স্বর্গের অর্থই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি। তাই দিব্যদুহিতা পদ দু'টির অর্থ হয়— 'দিব্যজাত, স্বর্গজাত', জ্ঞান স্বর্গজাত নিশ্চয়ই, কারণ জ্ঞান ভগবানেরই শক্তি। 'সূনরী' পদের অর্থ 'সুষ্ঠু নেত্রী' — জনগণের সৎপথপ্রদর্শনকারিণী। জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী সম্বন্ধেই এই বিশেষণ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে। 'পরিব্যুচ্ছন্তী' (দীপ্তিং কুর্বন্তি, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্তী') পদের অর্থও এই ভাবের সমর্থক। —মন্ত্রটির মূলভাব— জগতের সর্বলোক জ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য হোক, আমরা যেন সেই পরমদেবীর কৃপালাভে বঞ্চিত না হই]।

৬/২— ব্যাপক জ্ঞানের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী হিতকারিণী (অথবা সত্যপ্রাপিকা) জ্ঞানকিরণের উৎপাদয়িত্রী অর্থাৎ জ্ঞানের মূলীভূত জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সখা হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানের প্রভাবে লোকসমূহ আধিব্যাধিমুক্ত হয়)। [এখানে জ্ঞানের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। প্রথম অংশ— 'অশ্বের চিত্রা' অর্থাৎ ব্যাপক জ্ঞানের তুল্য বিচিত্র। এখানে ব্যাপক জ্ঞানের সাথে সমানত্ব সূচিত হচ্ছে। সেই জ্ঞান 'ঋতাবরী' অর্থাৎ হিতকারিণী বা সত্যপ্রাপিকা। 'গবাং মাতা' পদ দু'টিতেও এই অর্থই সূচিত হয়। জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবীই জ্ঞানের জননী। যা থেকে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাকে জ্ঞানের ভিত্তিভূমি বা উৎপত্তিভূমি বলা যায়। এই দিক থেকেও ঐ পদ দু'টিতে আমরা 'জ্ঞানস্য মূলীভূতা' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'অশ্বিনোঃ সখা ভূৎ' মন্ত্রাংশের মধ্যে বিশেষ ভাব নিহিত আছে। মানুষ যখন আধিব্যাধিতে পীড়িত হয়, রিপুবর্গের আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়ে তখন মানুষকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র জ্ঞান। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ সকল রকম বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে— মন্ত্রের এই ভাবই পরিব্যক্ত হয়েছে। 'অশ্বিনোঃ'— অশ্বিনীকুমার যুগলরূপ ভগবানের দুই বিভূতি যা মানুষের অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধির নিবারক। — মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'অশ্বিনীর মতো মনোহরা, দীপ্তিমতী ও রশ্মিসমূহের মাতা যজ্ঞবতী ঊষা অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু হন।' — ভাষ্যকার 'ঋতাবরী' পদের 'যজ্ঞবতী' অর্থ করেছেন। বিবরণকার ঐ পদের 'হিতকরী' অর্থ করেছেন]।

৬/৩— জ্ঞানের উন্মেষিকে হে দেবি। আপনি আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়েরও সখা হন ; অপিচ, পরাজ্ঞানের মূলীভূতা কারণস্বরূপা হন ; এবং আপনি পরমধনের ঈশ্বরী হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক।

ভাব এই যে,— জ্ঞানই লোকবর্গের ভবদুঃখনিবারক পরমবন্ধুস্বরূপ হন)। [এই মন্ত্রের বিশেষ পদগুলি অবলম্বনে মন্ত্রের ভাব পূর্ব মন্ত্রেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে এখানে 'গবাং' পদে ভাষ্যকার 'গরু' অর্থ করেননি। ঐ পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন— 'রশ্মীনাং'। আমরা কিন্তু 'গো' পদে পূর্বাপরই জ্ঞানকিরণ অর্থ করেছি। এখানে 'গবাং' পদের অর্থ 'পরাজ্ঞানের' এবং 'মাতা' অর্থে 'উৎপাদয়িত্রী' বা 'মূলীভূতা']। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'জরাবোধীয়ম্']।

৭/১— সেই (জ্ঞানিগণের দৃশ্যমানা) অভিনবত্বসম্পন্না, রমণীয়া, জ্ঞানের উন্মেষকারিণী ঊষাদেবতা, যখন দ্যুলোক হ'তে এসে অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করেন, তখন হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়, আমি আপনাদের আরাধনা ক'রি। (ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হ'লে, আমরা যেন অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি বিনাশের জন্য প্রচেষ্টাপরায়ণ হই অর্থাৎ দেবভাবের অনুসারী হই)। এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের আভাষ সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই পাওয়া যাবে।— রাত্রি-প্রভাতে ঊষা-সমাগমে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের পূজা আরম্ভ হয়। সাধারণ প্রচলিত অর্থে, মন্ত্রে এই ভাব মাত্র আছে। মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেখলেও কি অর্থ উপলব্ধ হয়, তাতেই বোঝা যায়। অনুবাদ ; যথা,— 'আমাদের দৃশ্যমান সকলের প্রীতিজনক ঊষা দেবতা মধ্যরাত্রিতে অগোচর ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বর্গ হ'তে আগমন ক'রে অন্ধকার বিনাশ করছেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আপনাদের বিস্তর স্তব ক'রি।'— কিন্তু 'ঊষা দেবতা' যে ভাব পাওয়া যায় এবং 'অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়' যে যে ভগবৎ-বিভূতির প্রকাশক হন, তাতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহ করে। যে দেবতার অনুকম্পায়, বা হৃদয়ে যে দেবভাবের বিকাশে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেই দেবতাকে (ভগবানের বিশেষ বিভূতিকে) ঊষাদেবতা ব'লে মনে ক'রি। অশ্বিদ্বয় বলতে অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয় (ভগবানের বিশেষ বিভূতিদ্বয়) বুঝিয়ে থাকে। এ বিষয়ও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ঐ দুই (ঊষা ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়) দেবতার স্বরূপতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা হ'লে, তখন আর মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে কোনরকম দ্বিধাভাব বা অন্তরায় আসতে পারে না। জ্ঞানের উন্মেষ হ'লেই, দেবতার পূজায় (দেবভাব-সঞ্চয়ে) প্রবৃত্তি আসে। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যাধি-বিনাশই সে প্রবৃত্তির প্রথম প্রচেষ্টা। ভগবৎ-কৃপায় জ্ঞানের উন্মেষ হ'লে, মানুষ প্রথমে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত ব্যাধি দূর করতে পারে]।

৭/২— সৎ-বস্তু-দর্শনকারক (আধি-ব্যাধিনাশক) স্নেহক্ষরণশীল, পরমার্থধন-বিতরণে অভিলাষী, সকল সম্পৎপ্রদাতা যে প্রসিদ্ধ দেবদ্বয়, তাঁদের যেন হৃদয়ের সাথে (কর্মের দ্বারা) অনুসরণ ক'রি। (সেই দেবদ্বয় সর্বদা আমাদের অনুসরণীয় হোন—এই ভাব)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রটি বিভিন্ন বিপরীত ভাব ব্যক্ত করছে। যেমন, 'দস্র' পদ। পূর্বে সায়ণ ঐ পদে 'রিপুনাশক' 'শত্রুনাশক' অর্থ করেছিলেন। এখানে ঐ পদে 'দর্শনীয়' অর্থ করছেন। তারপর— 'সিন্ধুমাতরা'। ঐ পদে, 'সমুদ্রের পুত্র' ব'লে অশ্বিদ্বয়কে পরিচিত করা হয়েছে। কেউ আবার বলছেন,—'সিন্ধু' শব্দে 'অন্তরিক্ষকে' বোঝায়। এবং 'সিন্ধুমাতরা' পদে 'অন্তরিক্ষের পুত্র' অর্থ হয়। আমরা পূর্ব পূর্ব মন্ত্রে 'পৃশ্নিমাতরঃ' 'বলস্য পুত্রঃ' প্রভৃতি স্থলে যে ভাব ও যে অর্থ গ্রহণ করেছি এখানেও তা-ই সঙ্গত ব'লে মনে ক'রি। সেই দেবদ্বয় সদাস্নেহধারাক্ষরণশীল (সিন্ধু শব্দের মূল 'স্যন্দ' ধাতুর অর্থ 'ক্ষরিত হওয়া') ; তাঁরা সতত স্নেহকরুণা বিতরণের জন্য উন্মুখ আছেন— 'সিন্ধুমাতরা'

পদে সেই ভাব প্রকাশ করে। ঐ পদে আরও একটা ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত স্নেহকরুণার আধার ভগবানকে সিন্ধু স্বরূপ মনে করলে, তাঁর অঙ্গীভূত দেবদ্বয়কে তাঁর পুত্র-স্থানীয় ব'লে মনে করতে পারা যায়। তাতে ঐ পদের অন্তর্গত মাতৃ-শব্দের এক ভাব প্রাপ্ত হই, আর পূর্বোক্ত অর্থে আর এক ভাব পেতে পারি। তবে এই দুই ভাবেই এক অভিন্ন নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। আমরা তাই 'সিন্ধুমাতরা' পদের প্রতিবাক্যে 'স্নেহধারাক্ষরণশীলৌ' অথবা 'অনন্তস্নেহসমুদ্র-সমুদ্ভূতৌ' পদ গ্রহণ করেছি। —ইত্যাদি।]।

৭/৩— হে দেবদ্বয়! যখন আপনাদের সম্বন্ধীয় আমাদের কর্মরূপ নানাশাস্ত্রে স্তূয়মান স্বর্গলোকে পক্ষির ন্যায় শীঘ্রগতিতে গমন করে ; রথ, তখন আপনাদের স্তুতিসমূহ আমাদের কর্তৃক উচ্চারিত হয়। ভাব এই যে,— সৎকর্মের শুভফলজনিত আনন্দ যখন আমরা উপভোগ করতে সমর্থ হই, তখনই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে। [মানুষ সহসা ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'তে চায় না। তাদের আপনা হ'তে অনুষ্ঠিত সৎকর্মগুলি তাদের প্রথমে সেই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে তারা ক্রমশঃ উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। তখন তারা ভগবানের মহিমা বুঝতে পারে। তখন তারা তাঁর গুণ-অনুকীর্তনে তন্ময় হয়ে পড়ে। এটাই এ সংসারে সংসারীর রীতিপ্রকৃতি। সকল সৎকর্মের প্রারম্ভেই ঔদাসীন্য অবহেলা ও বীতরাগ আসে। কিন্তু কর্মের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, সে আবিল্য দূরীভূত হয়। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। মন্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন,—'সাধনপথে একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করো। তখন ভগবানের মহিমা আপনিই উপলব্ধ হবে। তখন দেবতার উপাসনায় আপনিই প্রবৃত্ত হবে।' মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করলেও, মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু অন্যভাবদ্যোতক। সে অর্থে প্রকাশ—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! যে সময়ে আপনাদের রথ অশেষ শাস্ত্র দ্বারা স্তুত স্বর্গলোকে অশ্ব দ্বারা বাহিত হয়ে গমন করে, সেই কালে আমরা আপনাদের স্তব ক'রি।'— সে যা-ই হোক, 'রথঃ' পদে এখানে 'আমাদের কর্মরূপ যানই' সঙ্গত। তার দ্বারাই দেবগণের (দেবভাবের) অধিষ্ঠান হয়। এটাই প্রকৃত তাৎপর্য]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'জরাবোধীয়ম্']।

৮/১— সৎকর্মে প্রবর্তক হে জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবতা! আমাদের জন্য চায়নীয় শ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রদ সেই ধনকে আহরণ করুন— প্রদান করুন ; এবং যে ধনের দ্বারা পুত্রপৌত্র ইত্যাদি বংশপরম্পরা সকল লোককে আমরা ধারণ করতে অর্থাৎ উদ্ধার করতে সমর্থ হই, সেই ধন আমাদের প্রদান করুন। (ভাব এই যে,— যে জ্ঞান-ধনের দ্বারা আমরা নিজেদের এবং অপর সকলকে উদ্ধার করতে সমর্থ হই, জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবতা সেইধন আমাদের প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম অনুধাবন করলেই উষার সম্বোধনে যে উষাকালকে বোঝায় না, তা প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে ভাষ্য ইত্যাদির ভাব অনুসরণ করেই আমরা ঐ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি। দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে—ধন-প্রাপ্তির জন্য। আবার 'তোকং তনয়ং চ' পুত্রপৌত্র ইত্যাদি যাতে সেই ধন প্রাপ্ত হয়, তারও কামনা প্রকাশ পেয়েছে। ধনের বিশেষণে আবার দেখা যায়—'চিত্রং' ও 'তৎ' পদ দু'টি রয়েছে। তাতে যে ধন বিচিত্র, যে ধন আকাঙ্ক্ষণীয়, যে ধন শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি ভাব আসতে পারে। সে ধন যে ধনই হোক, উষাকাল যে তা প্রদান করতে পারে, কেউই তা মনে করতে পারেন না। কিন্তু জ্ঞানের উন্মেষের ফলে মানুষ যে বিচিত্র পরমরমণীয় শ্রেষ্ঠ ধনকে লাভ করতে পারে, কোনও সংশয় নেই।

আমরা সেই অর্থেই যৌক্তিকতা দেখি]।

৮/২— জ্ঞানপ্রভা-সমন্বিত, বিস্তারক জ্ঞানরশ্মিযুত, প্রকৃষ্ট প্রকাশসম্পন্ন, প্রিয় সত্যবাক্যবিশিষ্ট হে জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবতা! আপনি নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে অথবা আমাদের সম্বন্ধীয় ইহজগতে পরম ধনকে প্রতিষ্ঠা করুন। (ভাব এই যে, — জ্ঞানের উন্মেষিকাদেবতার কৃপায় আমাদের সকলের হৃদয়ে সৎ-জ্ঞানের সঞ্চার হোক)। [এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্যুচ্ছ' পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত পথ পরিগ্রহ করেছে, সেই উপলক্ষেই ভাষ্য ইত্যাদিতে একটা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। মূলে আছে 'রেবৎ' পদ ; তার অর্থ দাঁড়িয়েছে—'ধনযুক্তং কর্ম যথা ভবতি তথা'। আবার মূলে আছে— 'ব্যুচ্ছ' পদ ; তার অর্থ গ্রহণ করতে হয়েছে—'নৈশং তমো নিবারয়।' বুঝে দেখুন, অর্থের উদ্ধার-পক্ষে কেমন পদগুলি অধ্যাহার ক'রে আনতে হয়েছে। কিন্তু এমন কষ্ট-কল্পনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমরা ব'লি, 'ব্যুচ্ছ' পদের অর্থ 'বর্জন করুন' নয় ; তার অর্থ—'সংরক্ষণ করুন।' 'উচ্ছী' ধাতুতে 'বর্জন' অর্থ বোঝালেও বি-উপসর্গের যোগে তার বৈপরীত্য স্বীকার করা যায়। সেই অনুসারে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,— আমাদের মধ্যে পরম ধন সংরক্ষণ করুন ; অর্থাৎ আমাদের সদাকাল সেই পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। দেবতার সম্বোধন ইত্যাদির বিষয় অনুধাবন করলেও ঐ অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। উষাকাল-পক্ষে 'সুনৃতাবতি' (প্রিয়সত্যবাক্যবিশিষ্টে) সম্বোধন সার্থক ব'লে মনে হয় কি? রূপক স্বীকার ব্যতীত এখানে কোনই ভাব পরিগ্রহ হয় না। পক্ষান্তরে জ্ঞানের উন্মেষিকা দেবী বা বৃত্তি আমাদের যে প্রিয়সত্যবাক্যে উদ্বুদ্ধ করেন তা সহজেই বোধগম্য হয়। পরন্তু 'গোমতি' ও 'অশ্বাবতি' সম্বোধনে যে জ্ঞানরশ্মির ও তার ব্যাপকতার বিষয় কীর্তিত হয়েছে, তা-ই বোঝা যায়]।

৮/৩— সৎকর্মে প্রবর্তক হে জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবতা! নিত্যকাল নিশ্চয়রূপে অবিচ্ছেদে নবপ্রভাযুক্ত ব্যাপকজ্ঞানকিরণসমূহকে আমাদের হৃদয়ে সংযোজন করুন ; তারপর আমাদের জন্য সকল সৌভাগ্যকে অর্থাৎ মঙ্গলসমূহকে আনয়ন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবতা! আমাদের জ্ঞান-সমন্বিত ক'রে আমাদের জন্য ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গের ফল প্রদান করুন)। ['যুঙ্ক্ষ্ব' ক্রিয়াপদের সাথে 'অরুণান্ অশ্বান' পদ দু'টির সংযোগ হওয়ায়, মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়িয়েছে,—'অরুণ-বর্ণের অর্থাৎ লাল রঙের ঘোটক সকলকে যুক্ত করো।' ভাষ্যকার আবার 'অশ্বান্' পদে অশ্বস্থানীয় গো-বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় এই যে,—লাল বর্ণের গো-বিশেষকে যুক্ত করতে বলা হয়েছে। কোথায় যুক্ত হবে সে বিষয় অবশ্য ভাষ্যে উহ্য রয়েছে। কোনও ব্যাখ্যাকার ভাবে শকটকে আকর্ষণ ক'রে এনেছেন। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে—' আপন গো-যানে রক্তবর্ণ গো-গণকে যুক্ত করে উষা সৌভাগ্য সকলকে (ধনসমূহকে) এনে দিন।' যাই হোক, আমরা গাড়ীতে ঘোড়া বা গরু যুতবার ভাব গ্রহণ ক'রি না। আমরা যথাপূর্ব জ্ঞানলাভ-পক্ষেই কামনার বিষয় স্বীকার ক'রি। হৃদয়ে জ্ঞান-সংযোগই এখানকার প্রার্থনা]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম—'শ্রুধ্যম্']।

৯/১— অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা শত্রুগণের ক্ষপয়িতা অর্থাৎ বিদূরক হয়ে আমাদের হৃদয়কে জ্ঞানকিরণান্বিত এবং হিত-রমণীধনযুক্ত অর্থাৎ সত্ত্বসম্পন্ন করুন ; এবং ঐকান্তিক যত্নের দ্বারা সুকর্ম-রূপ যানকে অর্বাচীন অর্থাৎ আমাদের হৃদয় অভিমুখে প্রবর্তিত করুন।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেবদ্বয়! পারিপার্শ্বিক সকল বাধা দূর ক'রে আমাদের সকল রকমে সৎকর্মসাধনে সামর্থ্যযুক্ত করুন)। [মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোমৎ' ও 'হিরণ্যবৎ' পদ দু'টি উপলক্ষে, প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে প্রকাশ, দেবতা দু'জনের কাছে গাভীযুক্ত ও হিরণ্য ইত্যাদিযুক্ত ধনের প্রার্থনা ক'রে, তাঁদের রথকে প্রার্থনাকারীর গৃহ অভিমুখে প্রবর্তিত করবার কামনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা— প্রথমে শত্রুকে দূর করতে বলা হয়েছে, অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু যথাক্রমে কামক্রোধ ইত্যাদি ও ভৌতিক আক্রমণের প্রভাবকে প্রথমে নাশ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর হৃদয় জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত হোক, হিত-রমণীয় ধন অধিগত হোক— ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এ সকলেরই মূল — সৎকর্মসাধন। উপসংহারে তাই বলা হয়েছে — 'সমনসা অর্বাক্ রথং নিযচ্ছতং।' এখানে 'রথং' বলতে সৎকর্ম-রূপ যান অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়]।

৯/২— জ্ঞান উন্মেষের দ্বারা প্রবুদ্ধ আমাদের কর্মনিবহ অর্থাৎ আমাদের সৎকর্মসমূহ, শুদ্ধসত্ত্বকে পাওয়াবার জন্য অর্থাৎ সেই কর্মসমূহের সাথে সম্মিলনের জন্য, দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণযুক্ত, সুখপ্রদাত, শত্রুনাশক, হিরণ্যের ন্যায় আকাঙ্ক্ষণীয় মার্গানুসারী অর্থাৎ সৎপথের অনুবর্তী, সেই দেবদ্বয়কে, এই সংসারে— লোকের হৃদয়-অভ্যন্তরে বহন ক'রে আনুক। (ভাব এই যে,— জ্ঞানসমন্বিত আমাদের কর্মের দ্বারা আমরা যেন লোকবর্গকে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবতা দু'জনের তত্ত্ব সর্বথা বিজ্ঞাপিত করতে সমর্থ হই)। [আমাদের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ নূতন ভাবের প্রকাশক হলো। ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেও অবশ্য মতান্তর দৃষ্ট হয়। ব্যাখ্যায় সকলেই ভাষ্যের অনুসরণ করেননি। ভাষ্যের মতে 'উষর্বুধঃ' পদের লক্ষ্য— ঊষাকালে জাগরিত অশ্বের প্রতি। সেই অনুসারে অর্থ হয়— 'অশ্বিদ্বয়ের বাহন অশ্বগণ ঊষাকালে জাগরিত হয়ে তাঁদের (অশ্বিদ্বয়কে) যজ্ঞক্ষেত্রে বহন ক'রে আনুক।' প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'দ্যুতিমান্ আরোগ্যপ্রদ সুবর্ণরথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করবার জন্য অশ্বগণ ঊষাকালে জাগরিত হয়ে এস্থলে আনয়ন করুক।'— আমাদের ব্যাখ্যা আমাদের মন্ত্রার্থেই প্রকাশিত]।

৯/৩— অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা লোকহিতসাধনের জন্য পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ সকলকে কর্মসামর্থ্যদানের পর, দ্যুলোক হ'তে— সত্ত্বনিলয় হ'তে— শংসনীয় তেজঃকে অর্থাৎ জ্ঞানকিরণকে ইহজগতে আনয়ন করুন ; এবং এই প্রার্থনাকারী আমাদের জন্য বলপ্রাণকে অথবা সৎকর্মসাধনের শক্তিকে আনয়ন করুন— প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেবতাযুগল! ইহজগতে সর্বদা জ্ঞানকিরণ বিস্তার করুন এবং আমাদের মধ্যে বল-প্রাণ সঞ্চার করুন)। [মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্লোকং' ও 'জ্যোতিঃ' পদ দু'টির অর্থ উপলক্ষে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সংশয় দেখা যায়। সায়ণ 'শ্লোকং' পদের প্রতিবাক্যে 'শংসনীয়' পদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'জ্যোতিঃ' পদের 'তেজঃ' অর্থই সঙ্গত। সেই অনুসারে, অশ্বিদ্বয় সংসারে শংসনীয় তেজঃকে আনয়ন করেন— এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার 'শ্লোকং' পদে 'স্তোত্র' অর্থের সার্থকতা দেখেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে 'জ্যোতিঃ' পদে 'আলোক' অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। — আমাদের ব্যাখ্যা আমাদের মন্ত্রার্থেই প্রকাশিত]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম— 'শ্রুধ্যম্'']।

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ১০)

অগ্নিং তং মনো যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ১॥
অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণি।
অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ২॥
সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ।
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

মহে নো অদ্য বোধয়োযো রায়ে দিবিৎমতী।
যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ১॥
যা সুনীথে শৌচদ্রথে ব্যৌচ্ছো দুহিতর্দিবঃ।
সা ব্যুচ্ছ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসুনৃতে॥ ২॥
সা নো অদ্যা ভরদ্বসুর্ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
যো ব্যৌচ্ছঃ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।
স্তোতা বামশ্বিনাবৃষি স্তোমেভির্ভূষতি প্রতি।
মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ১॥
অত্যাযাতমশ্বিনা তিরো বিশ্বা অহং সনা।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্ণা সিন্ধুবাহসা।
মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ২॥
আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
রুদ্রা হিরণ্যবর্তনী জুষাণা বাজিনীবসু।
মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ১০সূক্ত/১সাম— প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ সকলের পরমাশ্রয়ভূত ; সকলের আধারভূত প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবানকে আশ্রয় ক'রে জ্ঞানকিরণসমূহ অবস্থিতি করে ; অপিচ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবানকে সদা সৎকর্মপরায়ণ আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আশ্রয় করেন এবং সদা সৎকর্মশীল আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন জ্ঞানিগণ সকলের আশ্রয়ভূত যে ভগবানকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যাঁতে আত্মলীন করেন, জগতের আধারভূত জগৎকারণ প্রজ্ঞানাধার সেই ভগবানকে আমরা স্তুতি ক'রি অর্থাৎ আশ্রয় ক'রি। সেই হেন গুণসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার আশ্রয়-প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্টফল প্রদান করুন। (ভাব এই যে,— সৎকর্মপরায়ণ সাধুবর্গই ইহসংসারে অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন। সেই কর্মের দ্বারাই ভগবানের সামীপ্য-প্রাপ্ত তাঁরা পরমপদ লাভ করেন। অতএব সেই ভগবান্ আমাদের পরমপদ ও সিদ্ধি প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'যিনি নিবাসপ্রদ, এবং যাঁকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণ ও নিত্য প্রবৃত্ত হব্যদাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি ক'রি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আনয়ন করো।' বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার সাথে আমরা একমত নই। আমরা মনে ক'রি, নানা ভাব-প্রকাশক এই মন্ত্রে একদিকে যেমন নিত্যসত্যপ্রকাশক আত্ম-উদ্বোধনা আছে, অন্যদিকে তেমনি উচ্চতর প্রার্থনার ভাব সূচিত হয়েছে। জগৎ-ধারক জগৎ-রক্ষক, সর্ব-স্রষ্টা ও সর্ব প্রলয়ের অধীশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হ'লে, তাঁর পূজায় প্রাণমন উৎসর্গ করলে, তাঁতে সহজেই যে আত্মলীন করতে পারা যায়, ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাঁদের যে উদ্ধার করেন, — মোক্ষপদ প্রদান করেন— এই সত্যই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে সূচিত প্রার্থনার ভাবে যেন প্রার্থনাকারী বলছেন— 'সৎকর্মে জ্ঞান-উন্মেষে যখন আপনাকে পাওয়া যায়, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ যখন তার প্রভাবেই আপনাকে পেয়ে থাকেন, তখন আমরাই বা আপনাকে পাব না কেন? আপনার কৃপাকটাক্ষপাত হ'লে আমরাও তো তাঁদের মতো গুণকর্মসমন্বিত হ'তে পারি। আপনি আসুন। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ক'রে দিন, আমাদের সৎকর্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করুন। আপনাকে পাবার উপযোগী ক'রে নিন। ....অর্থাৎ তাঁর দেওয়া জ্ঞানরশ্মির সাহায্যেই সাধক তাঁর পদপ্রান্তে পৌঁছাতে এবং তাঁর দেওয়া জ্ঞানের ফলেই তাঁর চরণে বিলীন হ'তে চাইছেন। এটাই সঠিক প্রার্থনা]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৮দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/২— বিশ্বদ্রষ্টা জ্ঞানদেবই সাধকদের শক্তিদায়ক জ্ঞান প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব প্রসন্ন হয়ে ধনার্থীকে কল্যাণদায়ক সকলের বরণীয় পরমধন প্রদান করেন ; হে দেব! কৃপাপূর্বক প্রার্থনাকারী আমাদের পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই লোকবর্গকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন ; তিনি আমাদের সেই পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রে জ্ঞানের মহিমা প্রখ্যাপিত হয়েছে। জ্ঞানদেব বলতে এখানে ভগবানের শক্তিবিশেষকেই (বা বিভূতিকেই) লক্ষ্য করা হয়েছে। ভগবান্ বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বের যাবতীয় বিষয় তার নখদর্পণে রয়েছে। তিনি অন্তর্যামীরূপে সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থেকে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। জ্ঞানদেব, সাধকদের জ্ঞান প্রদান করেন— সেই জ্ঞান লাভ ক'রে তাঁরা মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হন। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'সকলের দর্শক অগ্নি যজমানদের অন্নযুক্ত (পুত্র) দান করেন, অগ্নি প্রীত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয় ধন (দানের জন্য) গমন করেন। (হে অগ্নি!) স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ করো।' হোমের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে এমন প্রার্থনাই প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির উপজীব্য বিষয়। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'দিবঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যেই অসামঞ্জস্য ঘটেছে। অবশ্য 'দিবঃ' পদের সূর্য ও দিবস এই উভয় অর্থই গৃহীত হ'তে পারে। কিন্তু প্রচলিত মত অনুসারেই সূর্য ও ঊষার সম্বন্ধ বিষয়ে বিরোধ বর্তমান আছে। কোনওস্থলে সূর্যকে ঊষার পিতা বলা হয়েছে, আবার কোনও কোনও স্থলে সূর্য ঊষার জার (উপপতি) বর্ণিত হয়েছেন। এমন অসঙ্গত ও অসামঞ্জস্য কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারেই সম্ভবপর। এমন ব্যাখ্যার জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বেদ ও বৈদিক ভারত সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। অথচ এখানে সূর্য ও ঊষা সম্বন্ধে কোনও উপাখ্যানের অবসর নেই। — প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের মূলভাব জ্ঞানের মহিমা ও সাধকের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন]।

১১/৩— 'হে দিব্যজাতে দেবি! যে আপনি শক্তিবান্ শক্তিসমুদ্ভূত সত্যশীল শোভনকর্মা সত্যজ্ঞানার্থী ব্যক্তিতে জ্যোতিঃ প্রদান করেন, পরমধনদাত্রী সেই আপনিই নিত্যকাল আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন।' (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ তাঁর জ্ঞানশক্তির দ্বারা আমাদের সর্বতোভাবে নিত্যকাল রক্ষা করুন)। [এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রের মধ্যেই কয়েকটি একই পদ ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই। তবে পূর্বমন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হবার পর বর্তমান মন্ত্রে আছে— প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার মর্ম এই যে, আমরা যেন ভগবানের কৃপায় সর্বদা বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। এই মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, তমোনাশের জন্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকার বিনাশের জন্যই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে। বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনার ভাব বর্তমান আছে সত্য, কিন্তু তা-ও জ্ঞানলাভ-সাপেক্ষ। তাই এই মন্ত্রে জ্ঞানেরই প্রাধান্য পরিকীর্তিত। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে স্বর্গতনয়া ধন-আহরণকারিণী ঊষা! তুমি তেমন অদ্য আমাদের অন্ধকার দূর করো। হে সুজাতা অশ্বার্থ সম্যক্ স্তুতাদেবী! তুমি বয্যপুত্র বলবান সত্যশ্রবার তমোনাশ করেছিলে।' বলা বাহুল্য এরকম ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হ'তে বাধ্য এবং তা-ই হয়েছে]।

১২/১— ভবব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আত্মউৎকর্ষসম্পন্ন সাধক আপনাদের অতিপ্রিয়, অভীষ্টবর্ষণশীল পরমধনপ্রাপক সৎকর্মরূপ বাহনকে সৎ-ভাব সমন্বিত স্তোত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করছেন। (ভাবার্থ— আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন এবং সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করছেন)। অমৃতপ্রদানকারী হে দেবদ্বয়! আপনাদের কর্মে নিযুক্ত আমার প্রার্থনা আপনারা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান ক'রে উদ্ধার করুন)। [জ্ঞানী সাধক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। কেন? — সৎকর্মের সাধনের জন্য সামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য। এখানে 'রথং' পদে ভাষ্যকার কাষ্ঠ ইত্যাদি নির্মিত যানবিশেষকে লক্ষ্য করেছেন। আমরা পূর্বাপর দেবতার রথ-শব্দে 'সৎকর্মরূপ যান' অর্থ গ্রহণ ক'রে আসছি। যা মানুষকে ভগবানের সমীপে বহন ক'রে নিয়ে যায়, তা-ই তো প্রকৃত রথ। সেই রথ— সৎকর্ম। বর্তমান মন্ত্রে 'রথং' পদের বিশেষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই আমাদের 'রথং' পদে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তা পরিস্ফুট হবে। — রথ কেমন? 'প্রিয়তমং'— ভগবানের অতিশয় প্রিয়। সৎস্বরূপ ভগবানের সৎসম্বন্ধ ভিন্ন প্রিয়তম কি হ'তে পারে? মানুষের সৎকর্মই তাঁর অতিশয় প্রিয়। সেই রথ—'বৃষণং'— অভীষ্টবর্ষণশীল। সাধারণ রথ কিভাবে মানুষের সমস্ত অভীষ্ট পূরণ করবে? কিন্তু সৎকর্মসাধনের দ্বারা মানুষ তার চরম অভীষ্ট লাভ করতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যে

পরমধনপ্রাপক সৎকর্মই মানুষকে তার অভীষ্ট পৌঁছাতে পারে। সে রথ আমাদের 'বসুবাহনং'— পরমধনপ্রাপক সৎকর্মই মানুষকে তার অভীষ্ট পরমধন দিতে পারে, সৎকর্মের সাহায্যেই মানুষের বাসনা কামনার নিবৃত্তি ঘটে। সে রথ যেমন মানুষকে ভগবানের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় ; তেমনি সে রথ আবার, ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত পরমধন মোক্ষ বহন ক'রে আনে। মানুষ যে সৎপথে চলে সৎকর্মসাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হ'তে পারে,— 'বসুবাহনং' পদে তা-ই সূচিত হচ্ছে। জ্ঞানী সাধক সেই সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। যাতে প্রার্থনাকারী সেই সামর্থ্য লাভ করতে পারেন, তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনাই মন্ত্রের শেষাংশে দেখতে পাওয়া যায়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৭দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১২/২— আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে প্রাপ্ত হোন ; প্রার্থনাকারী আমি নিত্যকাল যেন সকল শত্রুকে নিবারণ করতে সমর্থ হই ; রিপুনাশক, সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য-প্রাপক, পরমধনদাতা, অমৃতপ্রস্রবণ, অমৃতপ্রাপক দেবদ্বয় প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। ['অশ্বিনা' পদে আধিব্যাধিনাশক দেবতাকে বোঝায়। ভগবানের যে শক্তি মানুষকে শারীরিক আপদবিপদ এবং দৈবদুর্বিপাক থেকে রক্ষা করে, সেই শক্তিকে 'অশ্বিনৌ' (অশ্বিদ্বয়) ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (অন্যান্য যজমানকে) অতিক্রম ক'রে এখানে আগমন করো, কারণ তাহলে আমি সর্বদা সমস্ত (শত্রুকে) পরাভূত করতে পারব। 'হে শত্রুসংহারকারী সুবর্ণময় রথারূঢ় প্রশস্ত ধনসম্পন্ন ও নদী সকলের বেগপ্রবর্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ করো।' বেদমন্ত্রগুলির অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ বিশ্লেষণ করবার সময় বৈদিক যুগকে বিস্মৃত হয়ে আধুনিক শব্দার্থ আরোপ করলে এমনই হয়]।

১২/৩— হে আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের পরমধন প্রদান ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন। রিপুনাশে রুদ্রস্বরূপ হে দেবদ্বয়! সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ্য-প্রাপক, পরমশক্তিসম্পন্ন আরাধনীয় অমৃতপ্রাপক আপনারা প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রেরও আরাধ্য দেবতা 'অশ্বিনা' অর্থাৎ আধিব্যাধিনাশক দেবতা। তবে এই মন্ত্রের মধ্যে রিপুনাশের পরিবর্তে পরমধনলাভের প্রার্থনা আছে। কিন্তু এখানে 'রুদ্রা' পদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রিপুনাশের প্রার্থনার ভাব পাওয়া যায়। 'রুদ্র' ধ্বংসের দেবতা। ভগবান তাঁর স্নেহলালিত মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষের শত্রুরূপী পাপ-তাপ ইত্যাদিকে ধ্বংস করেন, তথা তখন তিনি রিপুনাশক অবশ্যই। 'বাজিনীবসূ' পদের অর্থ, শক্তিই যাঁর ধন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন। 'জুষাণা' পদের মর্ম— আরাধিত, পরমারাধনীয়। অন্যান্য পদ পূর্বমন্ত্রের মতো। তবে প্রচলিত অর্থের ভাব বোঝাবার জন্য একটি প্রচলিত অনুবাদ উদ্ধৃত হলো— 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের জন্য রত্ন নিয়ে আগমন করো। হে সৌবর্ণ-রথারূঢ়, অন্নরূপ ধনে ধনবান্, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ করো।' সঙ্গত-অসঙ্গত পাঠকেরই বিচার্য]।

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১৩)

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবাযতীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্রবয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ॥ ১॥
অবোধি হোতা যজথায় দেবানূর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।
সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্ দেবস্তমসো নিরমোচি॥ ২॥
যদীং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরঙ্‌ক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ।
আদ্ দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যুত্তানামূর্ধ্বো অধযজ্ জুহূভিঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৪)

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্ চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ৈবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্॥ ১॥
রুশদ্‌বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধু অমৃত অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে॥ ২॥
সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

আভাত্যগ্নিরুষসামনীকমুদ্‌বিপ্রাণাং দেবয়া বাচো অস্থুঃ।
অর্বাঞ্চা নূনং রথ্যেহ যাতং পীপিবাংসমশ্বিনা ধর্মমচ্ছ॥ ১॥
ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো গমিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপ স্তুতেহ।
দিবাভিপিত্বেঽবসা গমিষ্ঠা প্রত্যবর্তিং দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা॥ ২॥
উতা যাতং সংগবে প্রাতরহ্নো মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য।
দিবানক্তমবসা শন্তমেন নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ — ১৩সূক্ত/১সাম—ঊষাকালে আগমনকারী সূর্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব জনসমূহের (সাধকগণের) সত্ত্বভাবের সাথে প্রবুদ্ধ হন। (ভাব এই যে,— ঊষার পশ্চাতে আলোকরশ্মি যেমন ধাবমান হয়, সত্ত্বভাবের সাথে জ্ঞান তেমনই সংযুক্ত হন— হৃদয় আলোকিত করেন)। মহান্ বৃক্ষের শাখা বহির্গমনের ন্যায় (অথবা, উড্ডীয়মান পক্ষীর আপন আশ্রয়স্থান ত্যাগের মতো) জ্ঞানরশ্মিসমূহ অন্তরিক্ষ-অভিমুখে প্রসারিত হয় (অর্থাৎ, জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা সাধকগণ পরমার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন)। (ভাব এই যে,— পক্ষিগণ বা বৃক্ষশাখাসকল যেমন বৃক্ষসম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে

আকাশে আত্মসম্প্রসারণ করে, জ্ঞানসম্বন্ধপ্রাপ্ত আমরাও যেন তেমনই সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে পরমার্থের সন্নিকর্ষ বা মোক্ষ লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রটি বড়ই জটিলতাপূর্ণ। সেইজন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ ক'রে গিয়েছেন। একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী ঊষা উপস্থিত হ'লে অগ্নি অধ্বর্যুগণের কাষ্ঠ দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের শিখাসমূহ মহান্ এবং শাখাবিস্তারকারী (বৃক্ষের) ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হচ্ছে।'— আমাদের মন্ত্রার্থে আমাদের গৃহীত ভাব লক্ষণীয় এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির সাথে আমাদের পার্থক্য অনুমেয়। তথাপি নিবেদন, আমরা অন্বয়মুখে মন্ত্রটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশে ('উষাসং প্রতি আয়তীং ধেনুমিব অগ্নিঃ জনানাং সমিধা অবোধি' অংশে) জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষেও অর্থ হয় ; আবার জ্ঞান-পক্ষেও অর্থ আসে। লোকগণের প্রদত্ত সমিধের দ্বারা আগুন জ্বলে ; আবার সত্ত্বভাবের সমাবেশেই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এই দুই ভাবই এখানে গ্রহণ করতে পারি। তবে পূর্ব মন্ত্রের উপসংহার-বাক্যের 'সত্ত্বভাবের নিকট জ্ঞান-কিরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'— এই ভাব স্মরণ হ'লে, জ্ঞানের ও সত্ত্বসম্বন্ধের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত আছে,— মনে আসে। তারপর 'উষাসং প্রতি আয়তীং ধেনুমিব' এই উপমাতেই ঐ ভাবই অধিকতর প্রস্ফুট হয়ে থাকে। যদি বলেন, এই বাক্যের অর্থ—'গাভীর মতো আগমনকারী ঊষা।' তাতে কোনই ভাব অধ্যাহৃত হয় না। পক্ষান্তরে ঊষার সঙ্গে আলোকরশ্মিই অব্যাহত গতি। সংস্কৃত ভাষায় (এমন কি, প্রায় সব ভাষাতেই) এইরকমই প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং 'ধেনুং' পদ এখানে কিরণার্থক স্বীকার করতেই হয়। নানা বিচারের দ্বারা (এমন কি ধাতু-অর্থের বিশ্লেষণেও এই অর্থ সঙ্গত ব'লে প্রমাণ করা যায়। মন্ত্রের শেষ অংশের ('ভানবঃ যহ্বা বয়াং প্রোজ্জিহানাঃ ইব অচ্ছ প্র সস্রতে' অংশের) 'বয়াং' পদে 'শাখাসমূহ' এবং 'পক্ষী সকল' দু'রকম অর্থ আসে। এতেও আমাদের ব্যাখ্যার লক্ষ্য অব্যাহত থাকে। 'বৃক্ষ থেকে যেমন শাখা নির্গত হয়, অথবা 'আশ্রয়স্থান বৃক্ষ ত্যাগ ক'রে পক্ষিগণ যেমন অন্তরীক্ষে উড্ডীন হয়'— এ উপমা অগ্নির শিখা পক্ষেও খাটে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিষয়েও যথাপ্রযুক্ত হ'তে পরে। তবে তা— সেই 'কিরণ' বা 'জ্যোতিঃ' কোথায় বিস্তৃত হয়, তা লক্ষ্য করলে, জ্ঞান-পক্ষের প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হয়। 'নাকং' পদে স্বর্গ বোঝায়। ঐ পদের নিগূঢ় ভাব 'মোক্ষ' বা 'ভগবৎ-সান্নিধ্য'। অগ্নির শিখা আকাশে বা স্বর্গে ওঠে, এই কল্পনার চেয়ে একথা চিন্তাই সঙ্গত যে,—মানুষ যখন সৎকর্মের দ্বারা সত্ত্বভাবের সাহায্যে জ্ঞানরশ্মিকে লাভ করে, তখন সেই জ্ঞানরশ্মির প্রভাবে তারা মোক্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। শাখার উদ্গমের উপমার চেয়ে পক্ষীর উড্ডয়নের উপমায় একটু নিগূঢ় ভাব আসে। পক্ষীর উড্ডয়নে আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ, পার্থিব সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ, জন্মজরামরণের সম্বন্ধ-নাশ—এইরকম ভাব পাওয়া যায়। যিনি যে ভাবে জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারেন, তাঁর পক্ষে উপমায় তেমন অর্থই গ্রহণ করা যায়। যিনি কেবল কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত, তিনি স্বর্গ ইত্যাদি প্রাপ্তি দ্বারা (বৃক্ষের শাখা উদ্গমের মতো) সুখভোগ করেন ; আর যিনি কর্মকাণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁর হৃদয় জ্ঞানের কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাঁর কর্মসম্বন্ধ সমস্তই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তিনি আত্যন্তিক দুঃখনাশ-রূপ পরমসুখ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন। শব্দার্থে দুই ভাবই আসতে পারে। — প্রার্থনার পক্ষে এই মন্ত্রের অর্থ এই যে,— সেই জ্ঞানদেব আমার সত্ত্বভাবের সাথে আমার মধ্যে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হোন ; ঊষার আলোকের মতো আমার সত্ত্বভাবের সাথে প্রজ্ঞান-রশ্মি প্রকটিত হোক। পক্ষিগণ যেমন আশ্রয়স্থান ত্যাগ পূর্বক অনন্তে উড্ডীন হয়, আমার সত্ত্বভাব সহ আমায় সেই দুঃখবিরহিত মোক্ষধামে নিয়ে যাক]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-৮দ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৩/২— সৎকর্মসাধক ব্যক্তি দেবতার আরাধনার জন্য প্রবুদ্ধ হন ; জ্ঞানদেব সৎকর্মের আরম্ভে প্রসন্ন হয়ে সাধকদের ঊর্ধ্বলোকে স্থাপন করেন ; প্রবুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতির্ময়ী দীপ্তি সাধকগণ কর্তৃক লব্ধ হয় ; পরমদেব অজ্ঞানান্ধকার হ'তে সাধকগণকে নির্মুক্ত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধক ভগবানের আরাধনাপরায়ণ হন ; তিনি পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [প্রচলিত অর্থে বা ভাষ্যে 'হোতা' পদের সাথে 'অগ্নিঃ' পদকে অন্বিত করা হয়েছে। তাতে এই মন্ত্রে 'অগ্নিই হোতা' এমন অর্থ করা হয়েছে ; যেহেতু যজ্ঞনির্বাহে অগ্নিই প্রধান বস্তু। কিন্তু আমরা মনে ক'রি, 'অগ্নি' শব্দে মানুষের অন্তরস্থিত সেই পরম জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করা যায়। সৎকর্মসাধন করতে জ্ঞানের প্রয়োজন (যেমন অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না)। ভগবানের আরাধনা করবার জন্য সাধকেরা উদ্বুদ্ধ হন, তাঁরা হৃদয়ে দেবভাব উপজনের জন্য যত্নপরায়ণ হন। — এটাই মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্মার্থ। দ্বিতীয় অংশের প্রচলিত অর্থ 'অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্নমনে ঊর্ধ্বে উত্থিত হন।' এটা থেকে মনে হয়, মন্ত্রে যেন প্রাতঃকালীন হোমের বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে জ্ঞানের মহিমাই ব্যক্ত আছে। অগ্নিদেব— জ্ঞানদেব, সৎকর্মের আরম্ভে সাধকের প্রতি প্রসন্ন হন এবং সেইজন্য সাধকের মনকে ঊর্ধ্বে— সাংসারিক ভয়ভাবনা, সুখদুঃখের অতীত রাজ্যে নিয়ে যান, সাধক যেন পার্থিব মোহমায়ায় আবদ্ধ না হয়ে ঊর্ধ্বপথে বিচরণ করতে পারেন। মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব এই যে, সাধকেরা দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করেন। চতুর্থ অংশে এই সত্যই আরও পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হয়েছে। 'মহান্ দেবঃ তমসং নিরমচি'— সেই পরমদেবতা সাধককে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে নির্মুক্ত করেন]।

১৩/৩— যখন এই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব বদ্ধজগতের ঘন অন্ধকার বিনাশ করেন, যখন পবিত্র জ্ঞানদেব পবিত্র জ্ঞানকিরণের দ্বারা বিশ্বকে প্রকাশিত করেন, তখন শক্তিদানকারিণী, কৃপাপরায়ণা, মঙ্গলসাধিকা জ্ঞানধারা সাধকদের হৃদয়ের সাথে সম্মিলিতা হন এবং অধঃপতিতজনকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয় ; সাধকেরা পরমকল্যাণসাধক পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'যখন অগ্নি একত্রিত (জগতের) রজ্জুরূপ অন্ধকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রদীপ্ত হয়ে দীপ্ত রশ্মির দ্বারা (জগৎকে প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্নাভিলাষী (ঘৃতধারার) সাথে যুক্ত হন এবং উন্নত হয়ে উপরে বিস্তৃত (সেই ধারাকে) জুহুদ্বারা পান করেন।' এই অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীস্থিত অংশগুলি অনুবাদকার অধ্যাহার করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই অনুবাদ সম্পূর্ণভাবে মূলানুগ নয়। ভাষ্যের সাথেও অনেকাংশে এর মিল নেই। যাই হোক, ভাষ্যকার বা অপরাপর ব্যাখ্যাকারেরা 'অগ্নি' শব্দে কাষ্ঠ ইত্যাদি দহনশীল অগ্নিকেই আগাগোড়া লক্ষ্য করেছেন। আমরা 'অগ্নি' পদে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিভূতি তথা জ্ঞানাগ্নি তথা জ্ঞানদেব বুঝি। আমাদের পূর্বাপর মন্ত্রার্থের আলোচনায় তা বিশ্লেষিতও হয়েছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। তার নাম— 'ঔশনম্']।

১৪/১— এই বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ সকল জ্ঞানরশ্মির মূলীভূত প্রজ্ঞান, জ্ঞানহীন আমাদের সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হোন ; রমণীয়, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন সকলের বিজ্ঞাপক, তাঁর রশ্মিসমূহ পর্যাপ্ত হয়ে, সর্বথা আমাদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— জ্ঞানহীন আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হোক)। যেহেতু, অজ্ঞানতা-রূপা রাত্রি, প্রজ্ঞান-রূপ সূর্য হ'তে উৎপন্ন হ'লে অর্থাৎ জ্ঞানের সাথে অজ্ঞানজ কর্ম সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'লে, জ্ঞান-উন্মেষিকা-বৃত্তি-রূপ ঊষাকে প্রকাশ করবার জন্য, নিমিত্তভূত

কারণ হন ; সেহেতু, অজ্ঞানতা-রূপা রাত্রিই জ্ঞান-উন্মেষিকা ঊষার উৎপত্তি-ক্ষেত্র ব'লে অভিহিত হন। (ভাব এই যে, — জ্ঞানের সাথে যে কর্ম সম্বন্ধযুক্ত, তা-ই সুফলপ্রদ হয়ে থাকে ; অতএব আমাদের সকল কর্ম জ্ঞানসম্বন্ধযুত হোক— এটাই প্রার্থনা)। অথবা— এই দৃশ্যমান, মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, দ্যোতনশীল সূর্য ইত্যাদি গ্রহগণের স্বপ্রকাশকরূপ জগৎস্ফূরণাত্মক অনির্বচনীয় আলোক, যখন সর্বতোভাবে হৃদয়দহরাকাশে উপস্থিত হয় ; তখন, অদ্ভুততম বৈচিত্র্যকারক জ্ঞানালোক বিস্তৃত হয়ে, অজ্ঞান-তিমিরের বিনাশক হয়ে থাকে ;— যেমন সূর্য হ'তে উৎপন্ন অন্ধকারময়ী রাত্রিই ঊষাকালের উৎপত্তির কারণ হয়। (ভাব এই যে,— যেমন সূর্য থেকে সমুদ্ভূত রাত্রি, ঊষাকালের নিমিত্ত হয়ে থাকে, তেমন পরমব্রহ্মের উপর ভাসমান এই অজ্ঞান-রাত্রি জ্ঞানালোকের উৎপত্তির নিমিত্ত হয়)। [আমরা দু'রকম অন্বয়ে এই মন্ত্রের দু'রকম অর্থ নির্দেশ করেছি। ঐ দুই অর্থেই আমরা সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হই। প্রথম ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে মন্ত্রটি নিত্যসত্যতত্ত্বজ্ঞাপক অথবা আত্ম-উদ্বোধনা-মূলক। মন্ত্রের প্রথম চরণের 'অগাৎ' এবং দ্বিতীয় চরণের 'অজনিষ্ট'— এই দু'টি ক্রিয়াপদের প্রতিবাক্য গ্রহণ উপলক্ষেই ভাবপার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে। এ মন্ত্রের ঐ দু'টি পদই প্রথম আলোচ্য। প্রার্থনার পক্ষে 'অগাৎ' পদে 'আসুক-আমাদের প্রাপ্ত হোক' এবং 'অজনিষ্ট' পদে 'আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হোক'—এমন অর্থ; গৃহীত হয়েছে। আবার ঐ দু'টি পদে যথাক্রমে 'আগমন করেছেন' এবং 'প্রাদুর্ভূত হয়েছিল' অর্থগ্রহণ করেও নিত্য-সত্যতত্ত্ব-জ্ঞাপক ভাব নিষ্কাশিত হ'তে পারে। আমরা দুই অর্থেই সঙ্গতি দেখি। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটি উপমামূলক। এই চরণের পদগুলির আভিধানিক অর্থ অনুসারে প্রচলিত অনুবাদের যে রূপটি পাওয়া যায়, তা থেকে কোন মর্মই উপলব্ধ হয় না]।

১৪/২— যখন দীপ্তজ্ঞানরূপ-বৎসবিশিষ্ট প্রদীপ্ত সুনির্মল জ্ঞানদাত্রী ঊষা, সম্যক্‌রূপে এসে উপস্থিত হন ; তখন তমোময়ি অজ্ঞানরাত্রি, সত্ত্বময়ী জ্ঞানরূপ ঊষার কেন্দ্রীভূত স্থানস্বরূপ মহেশ্বরে বিলীন হয়ে যায় ; এইজন্য তমোময়ী অজ্ঞানরাত্রি ও সত্ত্বময়ী ঊষা, পরস্পর আশ্রয়-আশ্রয়িতভাবে বন্ধুত্বভাবাপন্ন ও অমরণশীল এবং পরস্পর অনুগতভাবে সমগ্র প্রাণিজগতের রূপ-জ্ঞান নষ্ট ক'রে, এই সৃষ্টিপথের মধ্যে বিচরণ করছে। (ভাব এই যে,— জ্ঞানরূপ ঊষার সমাগম হ'লে মলিনাত্মিকা অজ্ঞানরাত্রি পরমব্রহ্ম মহেশ্বরে আত্মগোপন ক'রে থাকে ; নিখিল জগৎ নাম-রূপ পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মরূপে অবভাসমান হয়ে থাকে)। [নির্মল দীপ্ত ঊষা নিত্য জ্ঞানময়ী। সূর্য ঊষার পুত্র ; যেহেতু ঊষার গর্ভে উদয় হয় এবং জগৎকে প্রভাত করে। জ্ঞানও তেমনই ঊষামাতৃকার সন্তান। এই জ্ঞানময়ী ঊষা সুপ্ত-চেতনার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন এনে দেয়। ঊষার আলোকে অন্ধকার-জগৎ আলোকিত হয়। জগৎ নবীন চেতনায় হেসে ওঠে। জীবজগৎ সমগ্র দিবস অক্লান্ত দেহে কঠোর পরিশ্রমে কর্মের সেবা করে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্ত শরীরে বিবশ-চিত্তে সুপ্তির আশ্রয় নেয়। এই সুপ্তির নাম নিত্য প্রলয়। সুপ্তির সময় জাগ্রৎ-জগতের কোনও জ্ঞান থাকে না। থাকে কেবল— বিরাট্‌ চৈতন্য ও জাগ্রতের সংস্কার মাত্র। বিরাট্‌ চৈতন্যের স্পন্দনে ও সংস্কারের সাহায্যে ঊষার বিমল প্রভায় জগৎ জ্ঞানের মধ্যে এসে পুনঃ কর্মশীল হয়। সুতরাং, এই ঊষা যেমন দৈনন্দিন নৈশ-প্রলয় থেকে জগৎকে মুক্ত ক'রে সৃষ্টির বিমল হাস্যে ভাসিয়ে তোলে, তেমনই জগৎ যখন তমোগুণে আশ্রিত মহেশ্বরের মধ্যে প্রলীন হয়ে অবস্থান করে, অথবা এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ নাম-রূপ পরিত্যাগ ক'রে অ-নাম, অ-ব্যয়, ও নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন্‌ হয়ে থাকে, তখনই এই জ্ঞানময়ী চৈতন্য-রূপা ঊষা পুনঃ-সৃষ্টি সম্পাদনের

জন্য সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বক্ষে ইচ্ছারূপে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। এরই নাম— ইচ্ছাময়ী শক্তি ; এরই নাম— সৃষ্টিময়ী উষা। এই জন্য উষার নাম জ্ঞান বা চৈতন্য। আমাদের ব্যাখ্যাতা 'জ্ঞান উন্মেষিকা দেবী' তথা ঈশ্বরের অন্যতম বিভূতি। — সাধারণ রাত্রি ও উষার বর্ণনা করতে এত বড় বেদের কোনও আবশ্যকতা ছিল না। আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রে যে উষার নির্দেশ দেখতে পাই, সে উষা নিত্য প্রকাশশীলা সাধারণ উষা নয়। উষা পদ উপলক্ষে এখানে রূপকে সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাচ্ছে। এ উষা, কল্পান্তকারী প্রলয়ের পরে সৃষ্টির পূর্বাভাস প্রদান করেন ; গাঢ় তমিস্রার অন্তরালবর্তী আলোকরশ্মি বিকশিত করেন ; অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত সৃষ্টির চিত্তকে বিমল ভাস্বর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলেন]।

১৪/৩— সহোদরার মতো অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপিণী রাত্রির ও উষারপথ এক ও অবসান-রহিত। (রাত্রি অজ্ঞানরূপা এবং উষা জ্ঞানরূপিণী)। দ্যোতনশীল জ্যোতিঃস্বভাব পরমাত্মাতে অনুগত হয়ে, অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপা রাত্রি এবং উষা আপেক্ষিকভাবে সেই বিশাল পথে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ; তুল্য-উৎপাদনশীল ও তমঃ-প্রকাশাত্মক বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, সমানমনা অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপা রাত্রি এবং উষা পরস্পর কেউ কাউকে হিংসা করে না এবং চিরকালও থাকে না। (ভাব এই যে,— যেমন বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন রাত্রি এবং উষা এক স্থান থেকে সমুৎপন্ন হয়েও পরস্পর কেউ কাউকে হিংসা করে না এবং চিরদিনও থাকতে পারে না, অজ্ঞান ও জ্ঞানও ঠিক তেমনই)। [এক নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমব্রহ্ম বা পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বা চিৎশক্তি থেকে সমুদ্ভূত হয় ব'লে, এই অজ্ঞানরূপিণী রাত্রি ও জ্ঞানরূপিণী উষা এরা পরস্পরে সহোদরা ভগ্নীর মতো। এদের উৎপত্তি-স্থান এক। এক বস্তুতেই এই পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মবিশিষ্ট দুই বস্তু আপনিই প্রতিভাত হয়ে রয়েছে। এই-ই হয়। অন্ধকার ও আলোক, অজ্ঞান ও জ্ঞান, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি নানা বিরুদ্ধ বস্তু পরিলক্ষিত হলেও এক চৈতন্যের পূর্ণ সত্তা ব্যতীত অন্য কোনও সত্তাই এখানে নেই। যেমন সুষুপ্তিতে বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপর জাগ্রৎ জীবনের সংস্কার অন্তর্লীন থাকে এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিস্পন্দনে ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার যেমন জাগ্রৎজীবনের সম্পাদন করে ; এখানেও ঠিক তা-ই। রাত্রি— সৃষ্টির প্রলয়কাল ; উষা— তার প্রথম প্রভাত। এইজন্য এই রাত্রি ও উষার পথ এক ; অর্থাৎ এক নির্গুণ নির্লিপ্ত পরমব্রহ্মের উপর ভাসমান এই সৃষ্টির ধারা একটি। যেমন মাটি, ঘট ও কুম্ভকার। মাটি থেকে ঘট হয়, কুম্ভকার তা প্রস্তুত করে। ঘট হ'লেই ভাঙে, আবার ভাঙলেই প্রস্তুত হয়। যেহেতু কুম্ভকার ও কুম্ভকারের মনে ঘট-প্রস্তুত প্রণালীর সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হয়, আবার সংস্কার ও মায়ার বশবর্তী হয়ে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গমালার মতো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয়ে ওঠে। সুতরাং সৃষ্টির পর প্রলয় ও প্রলয়ের পরে সৃষ্টি— রাত্রির পর উষা ও উষার পর রাত্রি। এইভাবেই অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। — এইভাবে বোঝা যায়, এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়— এরা উষা ও রাত্রি। এরা একবৃত্তি এবং অসীম হলেও ব্যবহারিক। এদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বা শক্তি নেই। এরা অনাদি-কাল-পরম্পরায় জগৎরূপে প্রতিভাসমান থাকলেও, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত, নামরূপে আখ্যাত থাকে। আত্মার অপরোক্ষ-অনুভূতি হ'লেই এদের আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, অথবা উপলব্ধ হয় না। তখন একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই বিরাজমান থাকে। সুতরাং জ্ঞানের বিকাশ না হওয়া পর্যন্তই এই অজ্ঞান। অজ্ঞান নামমাত্র। জ্ঞানই চিরন্তন। জ্ঞানই জগৎ-আকারে পরিণত। বেদ সেই সমাচার দেবার জন্য উন্মুক্ত রয়েছেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম— 'ঔষসম্']।

১৫/১— জ্ঞান-উন্মেষণের মূলীভূত কারণস্বরূপ জ্ঞানদেব সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন ; জ্ঞানিগণের দেবকামী প্রার্থনা উদ্গাত হয় ; আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের সাথে আমাদের অভিমুখী হয়ে নিশ্চিতভাবে আমাদের সৎকর্মসাধনে জ্যোতির্ময় মোক্ষ ইত্যাদিরূপ ফল নিত্যকাল প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন)। [আলোচ্য মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'অগ্নি ঊষা সকলের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করছে। মেধাবী স্তোতৃবর্গের স্তোত্র সকল দেব উদ্দেশে উদ্গীত হচ্ছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা অদ্য এই স্থানে অবতীর্ণ হয়ে সোমপূর্ণ এই সমৃদ্ধ যজ্ঞে আগমন করো।' কিন্তু এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যের অনেকাংশে অনৈক্য লক্ষিত হয়। আমাদের ব্যাখ্যার সাথে উপরোক্ত ব্যাখ্যার এবং ভাষ্যের ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। আমরা 'ঊষা' পদে 'জ্ঞানোন্মেষিকা শক্তিকেই বুঝি, আবার 'অগ্নি' শব্দে জ্ঞানদেবতাকে অথবা ভগবানের জ্ঞানশক্তিরূপ বিভূতিকেই বুঝি। সুতরাং জ্ঞানশক্তি অথবা 'অগ্নি'-ই-'ঊষার' মূলীভূত কারণ। নতুবা 'অগ্নি' ঊষার প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করবে কিভাবে? আমাদের মন্ত্রার্থেই তা প্রকাশিত]।

১৫/২— আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্মসাধককে হিংসা করেন না ; নিশ্চিতভাবে ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক আপনারা আমাদের সমীপে আরাধিত হোন ; কর্মজীবনের আরম্ভে সাধকের হৃদয়ে আগমনকারী আপনারা রক্ষার সাথে শক্তিদায়ক এবং আরাধনাপরায়ণ জনে সুখদাতা হন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের ঊর্ধ্বগতি, এবং পরাশক্তি ও পরমসুখ প্রদান করুন)। [প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা করো না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞসমীপে আগমনপূর্বক স্তুতিভাজন হও। যাতে অন্নাভাব না হয় তার জন্য দিবসের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করো এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করতে তৎপর হও।'— 'সংস্কৃতং' পদে ভাষ্য ইত্যাদিতে 'সৎকর্ম' অর্থ গৃহীত হয়েছে। আমাদের মতে, এখানে সৎকর্মের সাধককেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ভগবৎশক্তি কখনও সাধকের অনিষ্ট করেন না,— অধিকন্তু সাধকের পরম মঙ্গলসাধনেই নিযুক্ত থাকেন— এটাই 'গমিষ্ঠা' পদের ভাষ্যার্থ— যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত করান বা প্রাপ্ত হন। দেববিভূতির পক্ষে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত করানই সঙ্গত অর্থ। 'দিবাভিপিত্বে' পদের সাধারণ অর্থ— দিবসের প্রারম্ভে। দিবসের প্রথমেই মানুষ কর্মে রত হয়, তাই এই পদের অর্থ দাঁড়ায়— 'কর্মজীবনের আরম্ভে']।

১৫/৩— হে দেবদ্বয়! সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে, মধ্যসময়ে, সায়াহ্নে সূর্যোদয়কালে, দিবাকালে, রাত্রিতে অর্থাৎ সর্বকালে সুখদায়ক রক্ষাশক্তির সাথে আগমন করুন ; অপিচ, আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! নিত্যকাল আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— সর্বত্র সর্বকালে ভগবানের রক্ষাশক্তি আমাদের রক্ষা করুক)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'তোমরা রাত্রিশেষে গো-দোহন-সময়ে প্রত্যূষে অথবা সূর্য যে সময়ে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হন, সেই মধ্যাহ্নবেলায় কিংবা দিবসে, বা রাত্রিকালে, যে কোনও সময়ে উপস্থিত হবে, সুখকর রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করো ; কারণ অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে (অন্যান্য দেবগণ) সোমরস পানে প্রবৃত্ত হন না।' এই অনুবাদের সঙ্গে ভাষ্যেরও অনেক অমিল রয়েছে। অবশ্য ভাষ্যকারও সোমরসপানের উল্লেখ করতে ভোলেননি। আবার, এক ব্যাখ্যাকার বলছেন— অন্য দেবতার মতো সোম পান করো ; অপরটি বলছেন— অশ্বিনীকুমার না হ'লে অন্য দেবতা সোমপানে প্রবৃত্ত হন না। আমরা কিন্তু

মন্ত্রে সোমরসের কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি]। [এই সূক্তান্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'অশ্বিনম্']।

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৬)

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥ ১ ॥
উদপপ্তনরুণা ভানবো বৃথা স্বায়ুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষারশিশ্রয়ুঃ ॥ ২ ॥
অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ।
ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩ ॥

(সূক্ত ১৭)

অবোধ্যগ্নির্জ্মা উদেতি সূর্যো ব্যুওষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চিষা।
আযুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং প্রাসাবীদ দেবঃ সবিতা জগৎ পৃথক্ ॥ ১ ॥
যদ্যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥ ২ ॥
অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ।
ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ শং ন আবক্ষদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৩ ॥

(সূক্ত ১৮)

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ।
অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥
অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি।
হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা ॥ ২ ॥
স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ।
শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩ ॥
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি।
পুনান ইন্দবাভর ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ—১৬সূক্ত/১সাম—সর্বত্রপ্রকাশমান সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ, অজ্ঞানান্ধকারাবৃত সকলের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন। (ভাব এই যে,— জ্ঞানের উন্মেষিকা বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম-অনুষ্ঠানের দ্বারা মনুষ্য অজ্ঞান-নাশে সমর্থ ও সত্য-তত্ত্বজ্ঞ হয়) ; আর, সেই জ্ঞান-উন্মেষক দেবতাগণ হৃদয়রূপ এই অন্তরিক্ষ-লোকের (অথবা রজোঃভাবের) প্রাচীন-দিক্-বিভাগে (অথবা অভ্যুদয়ে) জ্ঞানের প্রকাশকে পূর্ণজ্ঞানকে ব্যক্ত করেন— প্রকাশিত করেন। (ভাব এই যে,— ঊষা-সমাগমের সাথে যেমন পূর্ব-দিক্-বিভাগে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, জ্ঞান-উন্মেষের সাথে তেমনই হৃদয়ে জ্ঞান-প্রভা প্রকাশিত হয়ে থাকে)। শত্রুধর্ষণশীল যোদ্ধৃগণ যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্র-সংস্কার করেন, তেমনই রিপুদমনে অজ্ঞানান্ধকার-নাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণশীল আপনা-আপনি দীপ্তিসম্পন্ন মাতৃস্থানীয়া জ্ঞানদ্যুতিসকল (ঊষাদেবতাগণ) উপাসকদের অর্থাৎ অনুসারিবর্গের অভিমুখে আপনা-আপনিই গমন করেন। (ভাব এই যে,— নিজের শাণিত অস্ত্রের দ্বারা রিপুদের বিমর্দন ক'রে জ্ঞান আপনা-আপনিই নিজের অনুসারিবর্গকে প্রাপ্ত হন)। [ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমরা মন্ত্রটিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছি। তার প্রথম অংশের প্রথম আলোচ্য 'উষসঃ' পদ। বহুবচনান্ত ঐ পদে সকলেই ঊষা-কালকে বোঝাচ্ছে ব'লে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা ব'লি জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিসমূহ (জ্ঞানের উন্মেষক দেবতাগণ) এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'কেতুং' পদে জ্ঞানকে বোঝায়। যে জ্ঞান অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকে। — ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশে 'উ রজসঃ পূর্বে অর্ধে ভানুং অঞ্জতে' পদ ক'টি গৃহীত। বলা বাহুল্য, এখানেও সেই ঊষা দেবতাগণের ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। কিরকম অবস্থায় কিভাবে কি রকম জ্ঞানকে তাঁরা প্রকাশ করেন, এখানে সেই তত্ত্ব বিবৃত। — ইত্যাদি। তারপর মন্ত্রের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় চরণে 'ধৃষ্ণবঃ আয়ুধানীব নিষ্কৃণ্বানা' বাক্যাংশে একটি উপমার ভাব দেখা যায়। এখানকার সাধারণ অর্থ এই যে, শত্রুধর্ষণকারী যোদ্ধৃগণ যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণিত ক'রে নেন, ঊষা দেবতাগণও তেমন, রিপুশত্রুনাশে— অজ্ঞানতার বিধ্বংসীকরণে, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ক'রে নেন। মর্ম এই যে,— জ্ঞান উন্মেষের সাথে সৎ-বৃত্তির স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা, রিপুদমনের উপযোগী আয়ুধগুলি প্রস্তুত হ'তে থাকে। জ্ঞান-উন্মেষই সেই আয়ুধগুলির চাকচিক্যসম্পাদনকারী হয়ে থাকে। 'অরুষীঃ' 'মাতরঃ' ও 'গাবঃ'— এই তিনটি পদ 'উষসঃ' পদেরই দ্যোতক। জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি বা সৎকর্ম যে দীপ্তিসম্পন্ন, 'অরুষীঃ' পদে সেই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। সৎবৃত্তিগুলিকে বা সৎ-কর্মসমূহকে 'মাতরঃ' অভিধায়ে অভিহিত করারও বিশেষ তাৎপর্য লক্ষণীয়। মাতৃবৎ স্নেহে লালন পালন ক'রে, সুপথ প্রদর্শনের দ্বারা, তাঁরাই নতুন জীবন দান করেন— চতুর্বর্গ ফলের অধিকারী করেন— মোক্ষধামে পৌঁছিয়ে দেন। 'গাবঃ' পদে জ্ঞানদ্যুতি অর্থেই এখানেও সঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। মাতৃস্থানীয় আপনা-আপনি (স্বতঃ) দীপ্তি সম্পন্ন জ্ঞানকিরণসমূহ যে সৎ-বৃত্তির অনুসারী হয় বা সৎকর্মের অনুগামী হয়ে মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হয়, তা বলাই বাহুল্য। সেই তত্ত্বই এখানে প্রখ্যাত হয়েছে। এইভাবে বুঝতে পারা যায়, এই মন্ত্রে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার প্রভাব অর্থাৎ সৎ-বৃত্তির স্ফুরণের বা সৎকর্মের অনুষ্ঠানের শুভফল প্রকীর্তিত রয়েছে]।

১৬/২— (ঊষাদেবতাগণের প্রভাবে বা অনুকম্পায়) অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনিই ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়— অনুসারী জনকে ভগবানে নিয়ে যায় ; এবং সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধকে সংযুক্ত করতে সমর্থ অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানরশ্মিসমূহ হৃদয়ে আপনা-আপনি সংযুক্ত হয়ে বিদ্যমান থাকে। (ভাব এই যে,— জ্ঞান-উন্মেষক বৃত্তির দ্বারা অথবা সৎকর্মের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞানোদয়ের সাথে মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। অজ্ঞান-অন্ধকারের নাশক জ্ঞান-উন্মেষক দেবতাগণ

সর্বাগ্রে সকল প্রাণিগণের জ্ঞানসমূহকে উন্মেষণ ক'রে দেন ; তারপর অনাবিল জ্ঞান-সূর্যকে সেই জ্ঞানের সাথে একীভূত করেন। (ভাব এই যে,— জ্ঞান-উন্মেষক দেবতাগণ অনুসারী জনগণের হৃদয়ে জ্ঞান-উন্মেষণ ক'রে সেই জ্ঞানকে সর্বথা ভগবৎ-সম্বন্ধযুত করেন এবং অনুসারী জনকে ভগবানে সম্মিলন ক'রে দেন। [এই মন্ত্র পাঠ করলে এবং এর ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় বটে— এখানে ঊষাকালেরই বর্ণনা আছে। পরন্তু প্রহেলিকা প্রতি পদে। একে একে পদাবলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে, দেখা যাবে— কবিত্বের ঝঙ্কার, রূপকের বাহার, উপমার অলঙ্কার— মন্ত্রের বর্ণে বর্ণে কেমন উদ্ভাসিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বোধগম্য হবে যে, এ বর্ণনা কেবল ঊষার বর্ণনা নয়— ঊষা উপলক্ষে ঊষার অতীত এক অপার্থিব সামগ্রীর প্রতি এখানে কেমন লক্ষ্য আছে। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হলো, পরে রথযোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভীসকলকে ঊষাদেবতাগণ রথে যোজিত করলেন, এবং পূর্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করলেন ; তার পরে দীপ্তিযুক্ত ঊষাদেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্যকে আশ্রয় করলেন।' — এবার আমাদের দৃষ্টিতে মন্ত্রটি যেভাবে প্রতিভাত, তার একটু পরিচয় আবশ্যক। মন্ত্রের একটি পদ— 'অরুণাঃ'। সহসা মনে হয় বটে—ওটি ঊষারই এক অবস্থা। পক্ষান্তরে আবার দেখা যায়— অজ্ঞানতার অন্ধকারে হৃদয় যখন আচ্ছন্ন ছিল, তখন সে জ্ঞানের উন্মেষ, তা ঊষারই প্রথম বিকাশের মতো অরোচমান অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক। অন্ধকারের ক্রোড়ে প্রথম যে আলোকের দ্যুতি, তা রক্তিমাভা প্রকাশ করে ; অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানোদয়েও রক্তরাগ ফুটে ওঠে। — ইত্যাদি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'স্বাযুজঃ অরুষীঃ গাঃ অযুক্ষতঃ' পদ চারটি পরিগৃহীত হয়। আমরা ব'লি,— এখানেও জ্ঞান-উন্মেষক সৎ-বৃত্তির অনুশীলনের বা সৎকর্মের সাধনার ফল প্রদর্শিত হয়েছে। সেই 'গাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মিসমূহ— তারা কেমন? 'স্বাযুজঃ' ও 'অরুষীঃ' অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত করতে পারে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করতে সমর্থ হয়। তেমন যে 'গাঃ' তারা তখন হৃদয়ে সংযুক্ত হয়ে থাকে। — মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটিও দুই অংশে বিভক্ত করা গিয়েছে। জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবতার অনুকম্পায়, জ্ঞান-উন্মেষক কর্মের বা সৎবৃত্তির স্ফূরণে, মানুষদের মধ্যে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তার ফলে জ্ঞানসূর্যকে জ্ঞানময়কে মানুষ প্রাপ্ত হয়]।

১৬/৩— সেই নেত্রিগণ (সৎপথে পরিচালনকারী জ্ঞানোন্মেষক দেবতাগণ অর্থাৎ সৎ-বৃত্তিসমূহ বা সৎকর্মপরায়ণতা সকল) নিবেশক আপনাদের তেজের বা শক্তির দ্বারা, সত্ত্বভাবসকল যেমন অভীষ্টসাধক হয়, তেমনভাবে, সৎকর্মকারী সত্ত্বানুসারী শোভনদানশীল অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্ট-কর্মফল উপাসকের জন্য সকলরকম অন্ন বা শক্তি প্রদান ক'রে সেই একেরই সাথে সংযোগ-সাধনের দ্বারা অর্থাৎ ভগবানের সাথে সম্মিলন-সাধন ক'রে, পতন থেকে সর্বতোভাবে সেই উপাসককে রক্ষা করেন। (ভাব এই যে,— জ্ঞান-উন্মেষক কর্ম উপাসককে ভগবানে লীন ক'রে দেয়)। [মন্ত্রটি ঊষাদেবতাগণের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রের অন্তর্গত চার রকম প্রশ্নের সমাধানেই দেবতত্ত্ব অধিগত হ'তে পারে। প্রথম প্রশ্ন— সেই দেবতাগণ কেমন? উত্তর—'নারীঃ'। ভাষ্যের অর্থ— তাঁরা নেত্রী অর্থাৎ মানুষদের পরিচালিত ক'রে থাকেন। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে প্রথমে 'সৎপথি পরিচালিকা' পদ গ্রহণ করেছি। কিন্তু আসলে তাঁদের স্বরূপ কি? মানুষদের যারা সৎপথে পরিচালিত করে, তারাই তো সৎবৃত্তিসমূহ বা সৎকর্মপরায়ণতা!— দ্বিতীয়তঃ সেই দেবতাগণ কি করেন? 'বিশ্বেদহ বহন্তীঃ সমানেন যোজনেন আপরাবতঃ' অর্থাৎ ভগবান্ (সেই দেবতাগণ) দূরে থাকলেও, সৎকর্মের দ্বারা সৎ-বৃত্তির অনুশীলনের ফলে, সৎস্বরূপ ভগবানে মিলিত হয়ে, আমরা রক্ষা প্রাপ্ত

হই। — তৃতীয়তঃ, সেই যে রক্ষা, কোন্ জন তা প্রাপ্ত হন? 'সুকৃতে সুধ্বতে সুদানবে'। সুকর্মকারী হ'তে হবে, সত্ত্বানুসারী হ'তে হবে, শোভনদানশীল অর্থাৎ ভগবানে সকল কর্মফল সমর্পণ করতে হবে। এইরকম গুণান্বিত যিনি, তিনিই রক্ষা পান; অর্থাৎ দেবতাগণ তাঁকেই দূর থেকে আকর্ষণ ক'রে এনে ভগবানে লীন ক'রে দেন। — চতুর্থতঃ, কিভাবে সেই দেবতাগণ উপাসকের প্রতি ঐরকম অনুগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন? বলা হয়েছে— 'বিষ্টিভিঃ'। তাঁরা নিজেদের তেজের বা শক্তির দ্বারা উপাসকের অনুসরণকারীর হৃদয়ে তেজঃ বা শক্তি সঞ্চার করেন। কেমনভাবে কাদের মতো? উপমা— 'অপসঃ ন'; অর্থাৎ সত্ত্বভাবগুলি যেমন আপনা-আপনিই সত্ত্বসমূহে লীন হয়; ঐ দেবতাগণ, তেমনই নিজেদের শক্তির দ্বারা তেজের প্রভাবে, অনুসারী জনকে— সৎকর্মান্বিত জনকে, সত্ত্বসমুদ্ররূপ ভগবানে সম্মিলিত ক'রে দেন। — এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'নেত্রী ঊষাদেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী যোদ্ধৃবৃন্দের মতো; এবং উদ্যোগের দ্বারাই দূরদেশ পর্যন্ত আপনাপন তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁরা শোভনকর্মধারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানদের সকল অন্ন প্রদান করেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। নাম— 'উষঃ']।

১৭/১— জ্ঞানদেব পৃথিবীর সাধকদের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হন; মহতী আনন্দদায়িনী জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবী জ্যোতিঃর দ্বারা তমো বিনাশ করেন; আধিব্যাধি নাশক হে দেবদ্বয়; আপনারা সৎকর্মসাধনের স্থান প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম সাধনের সামর্থ্য প্রদান করুন; সৎকর্মে প্রেরক দেবতা জগতের সকল লোকবর্গকে আপন আপন কর্মে নিয়োজিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকেরা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন; ভগবানই সাধকদের হিতের জন্য তাঁদের সৎকর্মে নিয়োজিত করেন]। [প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটিকে আংশিকভাবে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আংশিক ভাবে প্রার্থনামূলক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,— 'ভূমির উপর অগ্নি জাগরিত হলেন, সূর্য উদিত হলেন। মহতী ঊষা তেজঃদ্বারা সকলকে আহ্লাদিত ক'রে (তমঃ) দূরীকৃত করছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আগমনের জন্য তোমাদের রথ যোজিত করো, সবিতা সমস্ত জগৎকে (আপন আপন কর্ম করণে) নিয়োজিত করুন।' — এই মন্ত্রের মধ্যে তিনস্থানে তিনজন বিভিন্ন দেবতার বা দেবশক্তির উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ (আমাদের ব্যাখ্যানুসারে) দেবী ঊষা অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষকারিণী দেবী বা ঈশ্বরের ঐ সম্পর্কিত বিভূতি। দ্বিতীয়তঃ 'অশ্বিনী' বা অশ্বিনীকুমারদ্বয় অর্থাৎ আধিব্যাধিনাশক দেবতা বা ঈশ্বরের ঐ সম্পর্কিত বিভূতি। তৃতীয়তঃ জগৎপ্রসবিতৃ অথবা সবিতাদের তথা 'জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং' সম্পর্কিত ঈশ্বরীয় বিভূতির উল্লেখ রয়েছে। অগ্নি ও সূর্য দেবদ্বয় ভগবানের একই শক্তির প্রকাশক। এইভাবেই আমাদের মন্ত্রার্থ গৃহীত হয়েছে]।

১৭/২— আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! যখন আপনারা অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম-সামর্থ্যকে জ্যোতির্ময় অমৃতের সাথে সংযোজিত করেন, তখন আমাদের শক্তি রক্ষা করুন। হে পরমব্রহ্ম! রিপুসংগ্রামে আমাদের জয়ী করুন; আমরা রিপুসংগ্রামে পরমধন প্রার্থনা করছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন; আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [প্রার্থনার প্রথম অংশের মর্মার্থ— সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আমরা যেন অমৃতলাভ করতে পারি। দ্বিতীয় অংশের মর্মার্থ— আমরা চারিদিকে রিপুগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে আছি; সেই ভয়ঙ্কর শত্রুগণের হাত থেকে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করছ, তখন মধুর জলের দ্বারা আমাদের বল বর্ধিত করো এবং আমাদের লোকবর্গকে অন্নের দ্বারা প্রীত করো। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধন প্রাপ্ত হই।' এটি ভাষ্যানুসারী নয়। 'ক্ষত্রং' পদে

এখানে বীর ধরা হয়েছে। ভাষ্যকার এই পদে 'বল' এবং 'ক্ষত্রিয়জাতি' এই দুই অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা এখানে 'ক্ষত্রিয়জাতি' অর্থে কোনও সঙ্গতি লক্ষ্য করতে পারিনি]।

১৭/৩— আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের সর্বত্রগমনশীল অমৃতপ্রাপক আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্মরূপ-যান সুষ্ঠুভাবে আমাদের অভিমুখে আগমন করুক অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্ত হোক ; জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য-দায়ক সকলের পরমমঙ্গলসাধক পরমধনদাতাদের আমাদের এবং সকল জীবকে পরমমঙ্গল প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের প্রাপ্ত হোন ; সেই পরমদেবতা আমাদের পরমমঙ্গল সাধন করুন)। ['রথঃ' অর্থাৎ সৎকর্মরূপ যান। 'ত্রিবন্ধুরঃ' পদে জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্য এই তিন সারথিকে লক্ষ্য করে। এই তিন সারথি সৎকর্মরূপ যানের পরিচালক হ'লে মানুষ অনায়াসেই সংসারের দুর্গম সাধনমার্গ অতিক্রম ক'রে চরম গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। সেই 'রথ' আবার 'ত্রিচক্রঃ' অর্থাৎ ত্রিভুবন, বিশ্ব অতিক্রম করতে সমর্থ। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালকে তার তিনটি চক্র বা চাকা বলা যায়। এই বিশেষণের দ্বারা এটাই পরিস্ফুট হচ্ছে যে, সৎকর্মের সাধক সর্বত্রই নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন, সর্বত্রই তার অবাধগতি। — অথচ একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এইরকম— 'অশ্বিদ্বয়ের চক্রত্রয়বিশিষ্ট মধুপূর্ণ শীঘ্রগামী অশ্ববিশিষ্ট প্রশংসিত ত্রিবন্ধুর ধনপূর্ণ সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক এবং আমাদের দ্বিপদ (পুত্র ইত্যাদির) ও চতুষ্পদ (গরু ইত্যাদির) সুখ সম্পাদন করুন।' আমরা 'দ্বিপদে চতুষ্পদে' অর্থে 'সর্বজীবেন' অর্থাৎ 'সকল জীবকে' লক্ষ্য ক'রি]। [এই সূক্তটির অন্তর্গত মন্ত্র তিনটির একত্রগ্রথিত একটি গেয়গান আছে এবং সেটির নাম— 'কাবম্']।

১৮/১— হে পরমদেব! দ্যুলোকের অমৃতধারার মতো আপনার করুণাধারা অবাধে আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। আপনি প্রভূতপরিমাণে আত্মশক্তি আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন আত্মশক্তি প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার সাথে ভগবানের করুণার তুলনা করা। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোন উপমা নেই বা থাকতেও পারে না। কারণ স্বর্গীয় ধারা এবং ভগবানের করুণাধারা বলতে একই বস্তুকে বোঝায়। সুতরাং এক-বস্তুর মধ্যেই উপমা সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট করবার জন্য উপমার সাদৃশ্য আনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের করুণারই মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে]।

১৮/২— পাপহারক দেবতা ভগবৎপ্রিয় সর্বকর্ম দর্শন ক'রে সাধকবর্গের প্রতি আগমন করেন ; রক্ষাস্ত্রসমূহ রিপুনাশের জন্য প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সৎকর্মসাধনের দ্বারা লোকসমূহ ভগবানকে প্রাপ্ত হন ; ভগবান্ সাধকদের রিপুগুলি বিনাশ করেন)। [মন্ত্রটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ— পাপহারক দেবতা সর্বান্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ। তিনি সমস্ত অবগত আছেন ব'লেই মানুষের সকলরকম কর্মাকর্মের পুরস্কার বা দণ্ডবিধান করতে পারেন। — 'বিশ্বা কাব্যা চক্ষাণঃ'— জগতের সমস্ত কর্ম তিনি দর্শন করেন। দ্বিতীয় অংশ— 'আয়ুধা তুঞ্জানঃ'— রক্ষাস্ত্রসমূহ প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য— রিপুনাশ এবং রিপুর আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা। — মন্ত্রটির একটি প্রচলিত অনুবাদ যথা,— এই হরিৎবর্ণ সোমরস দেবতাদের প্রীতিকর, সকল কার্যের প্রতি মনোযোগী ; ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে করতে আসছেন।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৮/৩— সৎকর্মসাধক, ভয়হীন, পবিত্র, সর্বাধিপতি, আশুমুক্তিদায়ক দেব সৎকর্মসম্পন্ন

সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হয়ে প্রসিদ্ধ সেই দেবতা সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকেরা সৎকর্ম সাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে পারেন)। [এখানে আপাতঃ প্রতীয়মান দু'টি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি 'রাজেব' অপরটি 'শ্যেনঃন'। এই দু'টির দ্বারা ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজেব'—রাজতুল্য। সাধারণতঃ পার্থিব মানুষ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য রাজার মধ্যেই দেখতে পায়। তাই সাধারণ মানুষকে ভগবৎ-বিভূতি বোঝাবার জন্যই 'রাজেব' উপমামূলক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবান্ মানুষের আশুমুক্তিদায়ক। কেমন আশু? শ্যেনের মতো শীঘ্রগামী— তাই 'শ্যেনঃন'। — কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাতে মন্ত্রটি যে ভাব পরিগ্রহ করেছে, তা এই— 'সোমরসের সকল কার্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা এঁকে শোধন করতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায় শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে গিয়ে আপন স্থান গ্রহণ করেন।'— মন্তব্যের প্রয়োজন দেখা যায় না]।

১৮/৪— হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ আপনি আমাদের দ্যুলোকস্থিত অপিচ, পৃথিবীতে বর্তমান সকল পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [মন্ত্রটি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চারিত হয়েছে। পবিত্রকারক সেই পরমবস্তু আমাদের মধ্যে উদিত হ'লে, আমাদের সমগ্র সত্তা পবিত্র হয়, আমাদের বাক্য মন কর্ম পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। সুতরাং মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পরমধনলাভের (মোক্ষের) উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। 'দিবঃ অধি উত পৃথিব্যাঃ' মন্ত্রাংশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। কারণ তার পরেই আছে 'বিশ্বা বসু' অর্থাৎ সমস্ত ধন। সাধকের প্রার্থনা হীন অকিঞ্চিৎকর বস্তুর জন্য নয়। পৃথিবীতে, স্বর্গে, যেস্থানে যে পবিত্র মহান্ বস্তু আছে, সেই পরমধনের জন্যই প্রার্থনা। তাঁর চরম লক্ষ্য— দিব্যবস্তু, অপার্থিব ধন। 'দিবঃ' পদের দ্বারা সেই স্বর্গীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আছে। অথচ সাধক পার্থিব বস্তুকে উপেক্ষা করেননি। কারণ তিনি জানেন, পার্থিব বস্তুর ভিতর দিয়েই সেই পরম বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি জানেন, যে অবস্থার মধ্যে, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষ অবস্থিতি করে ইচ্ছামাত্রই সে তার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারে না। পার্থিব বস্তুর ধারণার সাহায্যেই ধীরে ধীরে তাকে সেই অপার্থিব পরমার্থতার ধারণায় উঠতে হবে। তাই জ্ঞানী সাধক বলছেন,— 'আমাকে স্বর্গীয় ধন দাও, পার্থিব ধন দাও। কারণ পার্থিব ধনের সাহায্যেই আমার মতো ক্ষুদ্রহৃদয় হীনপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তোমার দিব্যধনের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবে।' সেইজন্যই বেদের অনেকস্থলেই দেখা যায় যে, পার্থিব বস্তুর উদাহরণ দিয়ে অপার্থিব দিব্য বস্তুর বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং তা-ই স্বাভাবিক। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে সোম! তুমি ক্ষরিত হ'তে হ'তে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ সমস্ত ধনসামগ্রী আমাদের বিতরণ করো।' হিন্দী অনুবাদও আছে— 'হে সোম! পূয়মান তু দ্যুলোকমে স্থিত আউর পৃথ্বীলোকমে স্থিত সকল ধন হমৈ দে।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

— ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—বিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের দেবতা (সূক্তানুসারে)— ১।৭ পবমান সোম ; ২।৩।৭।১০-১৬। ইন্দ্র ; ৪-৬, ১৮।১৯ অগ্নি, অশ্বিদ্বয় ও ঊষা ; ৮ মরুৎগণ ; ৯ সূর্য।

ছন্দ—১।৮।১০।১৫-১৬ গায়ত্রী ; ৪ উষ্ণিক ; ১১ ভুরিগনুষ্টুপ্ ; ১৩ বিরাডনুষ্টুপ্ ; ৫ পদপঙ্ক্তি ; ৬।৯।১২ প্রগাথ বার্হত ; ৭ ত্রিষ্টুপ্ ; ১৪ শক্করী ; ৩।১৬ অনুষ্টুপ্ ; ১৭ দ্বিপদা গায়ত্রী ; ১৮ অত্যষ্টি ; ২ দ্বিপদা ককুপ্ ; ১৯ (১-২) বিষ্টার পঙ্ক্তি, ১৯ (৩-৫) সতোবৃহতী, ১৯ (৬) উপরিষ্টজ্জ্যোতি।

ঋষি— ১ নৃমেধ আঙ্গিরস ; ২।৩ প্রিয়মেধ আঙ্গিরস ; ৪ দীর্ঘতমা উচথ্য ; ৫ বামদেব গৌতম ; ৬ প্রস্কণ্ব কাণ্ব ; ৭ বৃহদুক্থ্ বানদেব্য ; ৮ বিন্দু বা পূতদক্ষ আঙ্গিরস ; ৯/১৭ জমদগ্নি ভার্গব ; ১০ সুকক্ষ আঙ্গিরস ; ১১-১৩ বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ; ১৪ সুদা পৈজবন ; ১৫ মেধাতিথি কাণ্ব ও প্রিয়মেধ আঙ্গিরস ; ১৬ নীপাতিথি কাণ্ব ; ১৮ পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি ; ১৯ অগ্নি পাবক।

●

প্রথম খণ্ড

(সূক্ত ১)

প্রাসা ধারা অক্ষরন্ বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসঃ।
দেবাঁ অনু প্র ভূষত॥ ১॥
সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা।
জ্যোতির্জজ্ঞানমুক্থ্যাম্॥ ২॥
সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো।
বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যাম্॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে॥ ১॥
ত্বামিচ্ছবসস্পতে যন্তি গিরো ন সংযতঃ॥ ২॥
বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্ যন্তু রাতয়ঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

আ ত্বা রথং যথোতয়ে....॥ ১॥
তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে।
আ পপ্রাথ মহিত্বনা॥ ২॥
যস্য তে মহিনা মহঃ পরিজ্মায়ন্তমীয়তুঃ।
হস্তা বজ্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

আ যঃ পুরং নার্মিণীমদীদেদত্যঃ কবির্নভন্যোতনার্বা।
সূরো ন রুরুক্বাঞ্ছতাত্মা॥ ১॥
অভি দ্বিজন্মা ত্রী রোচনানি বিশ্বা রজাংসি শুশুচানো অস্থাৎ।
হোতা যজিষ্ঠো অপাং সধস্থে॥ ২॥
অয়ং স হোতা যো দ্বিজন্মা বিশ্বা দধে বার্যাণি শ্রবস্যা।
মর্তো যো অস্মৈ সুতুবো দদাশ॥ ৩॥

(সূক্ত ৫)

অগ্নে ত্বমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুঃ ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্।
ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ১॥
অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ।
রথীর্ঋতসা বৃহতো বভূথ ॥ ২॥
এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাক্ স্বর্ণ জ্যোতিঃ।
অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— অভীষ্টবর্ষক পবিত্র দেবভাবপ্রদানকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতধারা আত্মশক্তির সাথে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ ক'রি)। [ভগবান্ মানুষকে অমৃত প্রদান করেন সত্য, কিন্তু সেই মানুষের পক্ষে সেই অমৃতলাভের উপযোগিতা লাভ করা চাই। কারণ কোন বস্তু লাভ করলেই তা উপভোগ করা যায় না। সেই লভ্য বস্তু রক্ষা করার ও উপভোগ করার শক্তি সঞ্চয়ও করতে হবে। —আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটিকে সোমার্থক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা মন্ত্রের মধ্যে সোমরসের কোনও সংশ্রব পাইনি, অথবা মন্ত্রের প্রধান বিষয়কে সোমরস ব'লে গ্রহণ করলে মন্ত্রের কোনও সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'বর্ষণকারী এই অভিষুত সোমের ধারা দেবগণের উপর স্ব-সামর্থ্য প্রকাশ করতে ইচ্ছা ক'রে ক্ষরিত হচ্ছেন।' এই অনুবাদ যে কোন

সুষ্ঠুভাব প্রকাশ করতে পারে তা মনে হয় না। সোমরস কেমন বর্ষণকারী কিংবা তা দেবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে ইচ্ছুক হয়ে কিভাবে ও কেন ক্ষরিত হচ্ছেন, সে-সব প্রশ্ন থেকেই যায়]।

১/২— জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, স্তুতির দ্বারা আরাধনাপরায়ণ সৎকর্ম-সাধকগণ পরাজ্ঞানদায়ক পরম-আরাধনীয় আশুমুক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, — জ্ঞানী সাধকগণ আরাধনার দ্বারা পরাজ্ঞানদায়ক আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। [মন্ত্রে যে ভাব প্রচলিত আছে, তা এই—'স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্মকর্তা (অধ্বর্যুগণ) দীপ্তিমান প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জিত করছেন।' প্রচলিত হিন্দী অনুবাদও একই রকম প্রায়]।

১/৩— আরাধনীয় পরমধনসম্পন্ন হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনার প্রসিদ্ধ রক্ষাকারক শক্তি ইত্যাদি আমাদের হৃদয়স্থিত অমৃতকে প্রবর্ধিত করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [মানুষের মধ্যেই অমৃতের প্রস্রবণ— অমৃতভাণ্ড লুকিয়ে আছে। মানুষ যেন কস্তুরিকা মৃগ। তার অন্তরের মধ্যেই তার প্রার্থনীয় সমস্ত বস্তু আছে, যা তাকে তার জীবনের সফলতা দান করতে পারে। কিন্তু অজ্ঞানতার বশে মানুষ নিজের মধ্যেকার সেই অমৃত-উৎসের কথা জানতে পারে না। বর্তমান মন্ত্রে সেই অমৃত-উৎসের প্রতিই লক্ষ্য আছে। সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, বিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে আমাদের অন্তরের অমৃত-প্রস্রবণ যেন পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, এটাই প্রার্থনার সারমর্ম। — কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রের অন্যরকম ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে প্রভূতধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সেই তেজঃসকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণকলসকে পূর্ণ করো।' —অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২/১— পরমৈশ্বর্যশালী যে ভগবান্ সত্যস্বরূপ, যিনি লোকসমূহের বিধাতা অর্থাৎ সর্বাভীষ্ট পূরয়িতা, যিনি বিশ্ববিশ্রুত, অকৃতিজনের উদ্ধারকর্তা, সেই ভগবানকে যেন আরাধনা ক'রি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমি যেন ভগবৎ-অনুসারী হই)। [ভগবান্ সত্য-স্বরূপ। তিনিই একমাত্র সত্য। জগতে যা কিছু সত্য আছে, তা তাঁরই প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে সত্যের বিকাশ হয়, তার দ্বারা ভগবানের সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যের ভিতর দিয়েই মানুষের সাথে ভগবানের মিলন সাধিত হয়। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' তিনি 'সৎ'— তিনি আছেন। — মানুষ নিজের সাধনার সুবিধার জন্য, সেই অচিন্তনীয়কে চিন্তা করবার জন্য, ভগবানের নামরূপের সাহায্য গ্রহণ করে। ভগবানও উপাসকদের মঙ্গলের জন্য সেই নাম ও রূপ অঙ্গীকার করেন। নচেৎ সসীম সান্ত মানুষের সাধ্যই নেই সেই অসীম অনন্তকে ধরতে পারে। — বস্তুতঃ, হিন্দুধর্ম এই নামরূপের সাহায্যে ভগবানের আরাধনার উপায় নির্দেশ ক'রে, আপামর সাধারণ সকলকে ঈশ্বর আরাধনার সুযোগ দিয়ে, নিজের মহত্ত্ব ও দূর-দর্শিতারই পরিচয় দিচ্ছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-১০দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

২/২— সর্বশক্তিমন্ হে দেব! সুসংযতচিত্ত সাধক যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হন, তেমন আমাদের প্রার্থনা আপনাকেই প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হই)। [প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য একটি উপমার দ্বারা পরিস্ফুট করা হয়েছে। উপমার বিষয়— সংযতচিত্ত সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি। যিনি আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সুপরিচালিত করতে পারেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে আপন মনের প্রভু, তিনিই রিপুগণের সাথে যুদ্ধে

জয়লাভ ক'রে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হন। —এই মন্ত্রের প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই যে,— সংযতচিত্ত সাধকেরা যেমনভাবে ভগবৎ-লাভ করতে সমর্থ হন, আমরাও যেন আরাধনা প্রভৃতির দ্বারা তেমনভাবে ভগবানকে লাভ করতে পারি। — মন্ত্রের এটাই তাৎপর্য]।

২/৩— হে ভগবন্! রাজমার্গ হ'তে যেমন ক্ষুদ্রমার্গ নির্গত হয়, তেমনই আপনার নিকট হ'তে আপনার পরমকরুণাধারা বিশেষভাবে আমাদের প্রাপ্ত হোক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৪অ-১১দ-৭সা এর একটি অংশমাত্র। সম্পূর্ণ মন্ত্রটির অর্থ সেখানেই দেওয়া আছে। — মন্ত্রটির মর্মার্থ এই যে,— ভগবান্ অনন্ত রত্নের খনি। জগতের পরম শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁর ভাণ্ডারেই আছে। সেই অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার থেকেই মানুষের বাসনা-কামনারূপ ধন বিতরিত হয়। পরম ঐশ্বর্যশালী দেবতা, তাঁর সন্তানবর্গের মঙ্গলের জন্য অবারিতভাবে নিজের পরম সম্পৎ বিতরণ করছেন। অনন্ত অক্ষয় রত্নপ্রবাহ মানুষের মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে। যে যতটুকু পারে, যার যতটুকু শক্তি, সে ততটুকু গ্রহণ করে। সে অনন্ত ভাণ্ডারের আদি নেই অন্ত নেই, ক্ষয় নেই অপচয় নেই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁর রত্নভাণ্ডারও তেমনি অনন্ত, অক্ষয়। কল্পতরুর পাদমূলে দাঁড়িয়ে ঐকান্তিকতাসহকারে প্রার্থনা করলে, কেউই বিফলমনোরথ হয় না। কিন্তু প্রার্থনার মতো প্রার্থনা করা চাই, নতুবা শুধু চাইলেই পাওয়ার অধিকারী হওয়া যায় না। — মন্ত্রের প্রার্থনার আর এক ভাব সূচিত হ'তে পারে। 'রাতয়ঃ'— কেবল যে ভগবানেরই দান তা নয়। প্রার্থীর দাতাকে কোনও বিশেষ সামগ্রী দান করতে সমর্থ। ভগবানের কাছে যেমন সৎ-ভাব প্রার্থনা করা যায়, তেমন আবার তাঁকে সৎ-ভাব প্রদান করাও চলে। মন্ত্রের উপমায় সেই ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র পথ যেমন বৃহৎ পথে মিশে যায়, তেমনি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সৎ-ভাবটুকু বিরাট তোমাতে গিয়ে মিলিত হোক, তোমাকেই আশ্রয় ক'রে তোমাতে আত্মলীন করুক,— উপমায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে ব'লে মনে ক'রি]। [এই সাম-মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-১১দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'কালেয়ম্']।

৩/১— হে ভগবন্! বিপন্ন ব্যক্তি যেমন বিপদ হ'তে আশুমুক্তিলাভের জন্য সৎকর্মরূপ যান গ্রহণ করেন তেমনভাবে আমরা আপনাকে যেন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানকে লাভ ক'রি)। [এই মন্ত্রটিও ছন্দার্চিকে পরিদৃষ্ট হয়। এটি সেই মন্ত্রের একটি অংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রটির অর্থ সেখানে পাওয়া যাবে। মন্ত্রটির প্রথম ভাগে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রার্থনার সঙ্গে, ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য স্বরূপ দু'টি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম,— পাপকবল থেকে রক্ষা ; দ্বিতীয়— পরমানন্দলাভ। ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটলে পাপের আক্রমণের ভয় থাকে না। পাপ মোহ প্রভৃতির যন্ত্রণা সাধককে সহ্য করতে হয় না। কারণ, মোক্ষযাত্রার পথেই এই সমস্ত অসুরের উপদ্রব থাকে ; গন্তব্য স্থানে পৌঁছালে আর সেইসব উপদ্রব থাকে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পরমানন্দ লাভ। ব্রহ্মানন্দ লাভের সঙ্গে পার্থিব কোন সুখ সম্পদের, কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। সেই অতুলনীয় পরমানন্দলাভ হয়,— শুধু তাঁর চরণপ্রাপ্তি ঘটলে। তিনি আনন্দস্বরূপ— আনন্দের খনি। সুতরাং তাঁকে উপভোগজনিত যে আনন্দ লাভ হয়, তা আর কোথাও পাবার উপায় নেই। সাধক সেই অমৃতেরই প্রার্থনা করছেন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-১দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৩/২— প্রভূত ধনশালী প্রভূতকর্মা পূজনীয় পরম-আরাধনীয় হে দেব! আপনি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা সর্বজগৎকে সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— ভগবান্ মহিমার দ্বারা বিশ্বকে প্রপূরিত করেন)। [প্রচলিত মতের সাথে আমাদের কোন অমিল ঘটেনি। যেমন, প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে প্রভূতবলশালী অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা (জগৎ) আপূরিত করছ।' হিন্দী অনুবাদেও আছে— 'মহান্ বলী আউর অনেকো বিচিত্র কর্মওয়ালে অনেকো পরাক্রমোসে যুক্ত হে পূজনীয় ইন্দ্র! বিশ্বব্যাপী মহিমাসে তুমনে বিশ্বভরকো পূর্ণ করা হ্যায়।' —তিনি 'তুবিশুষ্ম'— প্রভূতশক্তির অধিকারী, সর্বশক্তির অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান্। শুধু তাই নয়, তিনি 'তুবিক্রতো'— মহান্ কর্মসাধক। তিনি 'শচীবঃ'— বহুকর্মোপেত পূজনীয়। জগতে যা কিছু সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত তাঁরই কর্ম। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁরই শক্তিবলে বিধৃত আছে ও পরিচালিত হচ্ছে]।

৩/৩— হে ভগবন্! মহান্ যে আপনারই হস্তদ্বয় পরমমঙ্গলসাধক রক্ষাস্ত্র পরিগ্রহণ করে, সেই আপনিই সুমহত্ত্বের দ্বারা সকল বিশ্বকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ রক্ষাস্ত্রের দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা করেন)। [ভগবান্ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে সৃষ্টিকে যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন। (ধ্বংস অর্থে আপন সৃষ্টিকে আপনার মধ্যেই পুনর্গ্রহণ করেন)। এটাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অর্থ। — বর্তমান মন্ত্রে ভগবানের রক্ষাশক্তির মহিমাই পরিবর্ণিত হয়েছে। তিনি জগৎকে সব রকম বিঘ্ন-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁর মঙ্গলময় রক্ষাস্ত্র বজ্র সর্বদাই জগৎকল্যাণ সাধনের জন্য বিনিযুক্ত আছে। 'বজ্র' ভগবানের আয়ুধ। তা যেমনভাবে দুষ্টের বিনাশ সাধনের জন্য প্রযুক্ত হয়, ঠিক তেমনিভাবে শিষ্টের রক্ষার জন্যও প্রযুক্ত হয়। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ — 'তুমি মহান্। তোমার মহত্ত্ব দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করো।' — আমাদের মন্ত্রার্থের সঙ্গে খুব বেশী পার্থক্য নেই]।

৪/১— যে দেবতা পরমসুখদায়ক স্থানকে অর্থাৎ স্বর্গকে দীপ্ত করেন, প্রাজ্ঞ যে দেবতা আশুমুক্তিদায়ক এবং অনন্তস্বরূপ যে দেবতা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হন, সেই পরমদেবতা আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটি নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,— মুক্তিদায়ক জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতা আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন)। [তিনি 'শতাত্মা', অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণুর মধ্যে তিনি বিরাজিত আছেন। জগতে তিনি, তাঁতে জগৎ অবস্থিত রয়েছে। — কিন্তু প্রশ্ন হ'তে পারে, সর্বত্রই যদি তিনি বর্তমান, তবে তাঁকে পাবার জন্য প্রার্থনার অর্থ কি? আছে। সূর্যালোক তো সকলেই দেখতে পায়, কিন্তু অন্ধ পায় কি? এখানেও তেমনি, ভগবান তো সর্বত্রই আছেন, কিন্তু তা উপলব্ধি করবার শক্তি কি সকলের আছে? তাঁকে হৃদয়ে লাভ ক'রে উপভোগ করবার যে শক্তি, তা লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। তাই তিনি সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। তাঁকে লাভ করবার প্রার্থনার মূলে ঐ শক্তিলাভের প্রার্থনাই নিহিত আছে]।

৪/২— পরাজ্ঞান দীপ্ত ত্রিলোককে এবং সর্বজ্যোতিকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করেন; দেবভাবপ্রাপক পরমারাধনীয় দেবতা অমৃতসমুদ্রে বর্তমান থাকেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— বিশ্বপ্রকাশক জ্ঞানদেব অমৃতপ্রাপক হন)। [ভাষ্যকার 'দ্বিজন্মা' পদের অর্থ করেছেন,— দু'টি অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি। কিন্তু এ অর্থ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তা অনুভব ক'রে ভাষ্যকার

নিজেই ব্যাখ্যা দিলেন— অরণিকাষ্ঠ সঙ্ঘর্ষণে অগ্নির যে জন্ম বলা হয়, তা তার প্রথম জন্ম। আবার আধান ইত্যাদি সংস্কারকর্মকে অগ্নির দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। এই সংস্কারপূত অগ্নিই, ভাষ্যমতে, 'দ্বিজন্মা'। বিবরণকার কিন্তু ঐ পদে দ্বিজকে লক্ষ্য করেছেন, দ্বিজ— মানুষ, অগ্নি নয়। ব্যাখ্যাকার আবারও বলেছেন— দ্যুলোক-ভূলোক থেকে উৎপন্ন ব'লে অগ্নি 'দ্বিজন্মা'। আমরা কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের লক্ষ্য বস্তু 'প্রজ্বলন্ত অগ্নি' কিংবা বিবরণকারের 'মানব দ্বিজ' দু'টির কোনটিরই প্রাসঙ্গিকতা আছে ব'লে মনে ক'রি না। আমরা দ্বিজন্মা বলতে যে অগ্নিকে বুঝি, তা জ্ঞানাগ্নি। তা মানুষের জন্মের সঙ্গেই জন্মে, আবার গুরুর উপদেশে, শিক্ষায় সেই সুপ্ত অগ্নি নববল ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে, এই-ই জ্ঞানাগ্নির দ্বিতীয় জন্ম। অথবা এ-ও বলা যেতে পারে যে, ভগবানের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তা মানুষের অন্তরে যখন প্রোথিত হয়, তখন সেই জ্ঞানাগ্নি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। আমরা এই দিক দিয়েই দ্বিজন্মা বলতে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করেছি। এ সত্ত্বেও মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো— 'দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রঞ্জনাত্মক লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবতাগণের আহ্বানকর্তা এবং যেস্থলে জল সংগৃহীত হয় সেখানে বর্তমান আছেন।' — পাঠকই বিচার করুন]।

৪/৩— যিনি জ্ঞানদেব প্রসিদ্ধ সেই সৎকর্মসাধক দেবতা সকল বরণীয় শক্তি ইত্যাদি সাধকদের প্রদান করেন ; যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ এই পরমদেবতাকে পূজোপচার সমর্পণ করেন সেই ব্যক্তি শোভনশক্তি হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি দৈবশক্তি লাভ করেন ; ভগবান্ সাধকদের পরমমঙ্গল প্রদান করেন)। [মন্ত্রে হোতাকেই 'দ্বিজন্মা' বলা হয়েছে। 'হোতা' শব্দের অর্থ— 'হোমনিষ্পাদক' অথবা 'দেবানাং আহ্বাতা'। দু'টি অর্থই সঙ্গত। তাই 'দ্বিজন্মা' অগ্নিই দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করেন, অগ্নিই দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে হব্য গ্রহণ করেন, আবার অগ্নিই সেই হব্য দেবতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, যজ্ঞে অগ্নির স্থান অতিশয় উচ্চে। শুধু তাই নয়, অগ্নি যজ্ঞের প্রাণস্বরূপ। অগ্নি না হ'লে যজ্ঞ আরম্ভই হ'তে পারে না। আবার যজ্ঞের প্রধান অংশসমূহ অগ্নির সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়, তাই অগ্নি হোমনিষ্পাদক। সুতরাং প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনি হব্যলাভের ইচ্ছায় সমস্ত বরণীয়ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্য অগ্নিকে হব্যদান করে তার উত্তমপুত্র হয়।'— কিন্তু আমাদের মতে 'দ্বিজন্মা' পদে জ্ঞানদেবতাকেই লক্ষ্য করে, এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে এবং বর্তমান মন্ত্রেও সেই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞানদেবই মানুষকে বরণীয় ধনের অধিকারী করেন, তিনিই 'বিশ্বা বার্যানি শ্রবস্যা দধে', সকলরকম পরমমঙ্গলদায়ক শক্তিধারণ করেন, তা সাধককে দান করেন। যিনি ভগবানের আরাধনাপরায়ণ অর্থাৎ সাধনাপরায়ণ, তিনিই পরম ধনের অধিকারী হ'তে পারেন]। [এই সূক্তের একত্রগ্রথিত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়গানটির নাম— 'সাকমশ্বম্']।

৫/১— প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানভক্তির ন্যায় কল্যাণদায়ক অথবা দীপ্তিমন্ত এবং সৎ-ভাবপ্রাপক সৎকর্মের মতো অতিশয় প্রিয়তম তোমাকে আমরা সদাকাল ভগবৎপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা ক'রি। (ভাব এই যে,— আমরা সদাকাল সর্বতোভাবে যেন ভগবানের অনুসারী হই)। [জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিন পন্থার অনুসরণে ভগবানের চরণে পৌঁছান যায়। জ্ঞানমার্গের অনুসরণে সাধক ভগবানের স্বরূপ অবগত হ'তে পারেন, অর্থাৎ

মোক্ষলাভ করতে পারেন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েছেন। — কর্মের সাধনাতেও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন ছিন্ন হয়। কর্মমার্গের অনুসরণে সাধকের হৃদয় থেকে পাপ মলিনতা দূর হ'লে ক্রমশঃ ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ তাঁর হৃদয়ে ফুটে ওঠে। সেই জ্যোতিঃ বলে তিনি অভীষ্টলাভে সমর্থ হন। — প্রার্থনার দ্বারা এবং ভক্তির-সাহায্যেও সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছাতে পারেন। এই তিনরকম উপায়ে মুক্তি লাভ হয়, মন্ত্র উপমার ছলে তা-ই খ্যাপন করছেন। অবশ্য জ্ঞান কর্ম ভক্তি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি অন্যটির সাথে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মন্ত্রে তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-৯দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৫/২— হে জ্ঞানদেব! আপনিই নিত্যকাল কল্যাণকামী সৎকর্মসাধনসমর্থ সাধকের মহৎ সত্যপ্রাপক সৎকর্মসাধনের পরিচালক হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই সাধকদের পরিচালক হন)। [ভগবানই সৎকর্মসাধনের পরম সাহায্যকারী। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সেই পরমধনের অধিকারী হ'তে পারে। আবার তাঁর কৃপাতেই মানুষ সৎকর্মসাধন করতে সমর্থ হয়। তিনি মানুষকে রিপুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন ব'লেই মানুষ সৎকর্মসাধনে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয়। আমরা হিন্দু-শাস্ত্র অন্বেষণ করলে এ-সম্বন্ধে প্রভূতপরিমাণ উদাহরণ পেতে পারি। যেমন, রাক্ষসদের উপদ্রব থেকে মুনি-ঋষিদের যজ্ঞ রক্ষার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ইত্যাদি। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে অগ্নি! তুমি এক্ষণেই ভজনীয় প্রবৃদ্ধ (অভীষ্টফল) সাধক সত্যভূত ও মহান্ যজ্ঞের নেতা হয়েছ।' —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৫/৩— হে জ্ঞানদেব! আমাদের উচ্চার্যমাণ এই সকল স্তোত্রের সাথে আমাদের অভিমুখী হোন। হে দেব! জ্যোতিঃস্বরূপ শোভন-মনস্ক আপনি সকল জ্যোতিঃর সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেব! জ্যোতিঃ স্বরূপ আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [জ্যোতিঃর আধার ভগবানের জ্যোতিঃতে বিশ্ব আলোকিত। মানুষের অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে দিব্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তিনি যখন কৃপা করেন, তখন মুহূর্তের মধ্যে হাজার বৎসরের সঞ্চিত জমাটবাঁধা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। নরঘাতী রত্নাকর দস্যু মুহূর্তের মধ্যে সাধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে যায়। — মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে, ভগবান্ যেন কৃপা ক'রে আমাদের হৃদয়ে আগমন করেন, আমাদের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করেন। আমাদের প্রার্থনা আরাধনা যেন তাঁর চরণে পৌঁছায়, তিনি যেন কৃপা ক'রে এই হীন পতিত সন্তানকে তাঁর জ্যোতিঃ দানে কৃতার্থ করেন। — কিন্তু প্রচলিত মন্ত্র ইত্যাদির ভাব অন্যরকম। যেমন,— 'হে অগ্নি! তুমি জ্যোতির্মান্ সূর্যের মতো সমস্ত তেজোযুক্ত এবং প্রসন্ন-অন্তঃকরণ। তুমি আমাদের এই স্তোত্রের দ্বারা নীত হয়ে আমাদের অভিমুখে আগমন করো।' এইরকম ভাষ্য-অনুসারী হিন্দী অনুবাদও আছে]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম— 'সাকমশ্বম্']।

দ্বিতীয় খণ্ড

(সূক্ত ৬)

১৭৮০, অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ॥ ১॥
১৭৮১, জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্।
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ॥ ২॥

(সূক্ত ৭)

১৭৮২, বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান॥ ১॥
১৭৮৩, শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীড়ঃ।
যচ্চিকেত সত্যমিৎ তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুত জেতোত দাতা॥ ২॥
১৭৮৪, ঐভির্দদেবৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্ বৃত্রহত্যায় বজ্রী।
যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্যঃ মহ্ন ঋতে কর্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

১৭৮৫, অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ।
উত স্বরাজো অশ্বিনা॥ ১॥
১৭৮৬, পিবন্তি মিত্রো অর্যমা তনা পতস্য বরুণঃ।
ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ॥ ২॥
১৭৮৭, উতো ন্বস্য জোষমা ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ।
প্রাতর্হোতেব মৎসতি॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

১৭৮৮, বণ্মহা অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহা দেব মহাঁ অসি॥ ১॥
১৭৮৯, বট্ সুর্যশ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি।
মহ্না দেবানামসূর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্॥ ২॥

মন্ত্রার্থ— ৬সূক্ত/১সাম—মরণরহিত (নিত্যস্বরূপ) জ্ঞানাধার হে অগ্নিদেব! এই উপাসককে

(আমাকে) জ্ঞান-উন্মেষ-সম্বন্ধীয় অনুপম (বিচিত্র) পরমার্থ ধন প্রদান করুন ; অপিচ, অদ্যই (নিত্যদিন) জ্ঞান-উন্মেষসাধক দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আনয়ন ক'রে সর্বতোভাবে আমার অধিগত করুন (আমায় প্রাপ্ত করিয়ে দিন)। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে নিত্যসত্য জ্ঞানের আধার দেব! আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ করুন, দেবভাবসমূহ আনয়ন করুন)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে, মন্ত্রে অগ্নিদেবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে— 'হে অগ্নিদেব! আপনি ঊষা দেবতার নিকট হ'তে ধন আনয়ন ক'রে যজমানকে প্রদান করুন ; আর যজ্ঞদিবসে ঊষাকালে দেবসকলকে উদ্বুদ্ধ ক'রে আনুন।' একদিকে অগ্নিদেবের বিশেষণ আছে, তিনি 'অমর্ত্য'— তিনি 'জাতবেদঃ'। প্রচলিত অর্থ পাঠ করলে মনে হয়, ধনের অধিকারী যেন ঊষাদেবতা, অগ্নিদেব ধন বহন ক'রে আনেন মাত্র। অগ্নিদেবকে মানুষরূপে কল্পনা করলে, এমন অর্থ অধ্যাহার করা যায় বটে ; কিন্তু সে পক্ষে আবার 'অমর্ত্য' প্রভৃতির বিশেষণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু এ পক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিপক্ষেও সামঞ্জস্য রাখা যায় না। আমরা তাই মনে ক'রি, 'উষসঃ' পদে, 'ঊষা দেবতার নিকট হ'তে'— এই অর্থ অপেক্ষা 'জ্ঞানোন্মেষ সম্বন্ধীয়' অর্থই সমীচীন হয়। রাত্রির অন্ধকার অবসিত হয় ঊষার আবির্ভাবে ; অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয় ঊষার আলোকের মতো জ্ঞান-কিরণের সম্পাতে। এইভাবে প্রথমে যে জ্ঞানসঞ্চার হয়, 'উষসঃ' পদ তা-ই ব্যক্ত করছে]।

৬/২— হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি নিশ্চয়ই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, আপনিই নিশ্চয়ই সত্ত্বভাবসমূহের প্রদায়ক, আপনি নিশ্চয়ই যজ্ঞসমূহের (সৎকর্ম-নিবহের) আশ্রয়স্বরূপ ; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক (অশ্বিদ্বয়ের) দেবভাবের সাথে জ্ঞানের উন্মেষকারিণী সৎ-বৃত্তির (ঊষা-দেবতার) সাথে একীভূত হয়ে, সৎকার্য-সাধনে শক্তিদায়ক (সুবীর্য) মঙ্গলপ্রদ ধন (শ্রব) আমাদের আপনি প্রদান করুন। (ভাবার্থ ;— হে দেব! আপনিই সকল দেবের অথবা সকল দেবভাবের প্রদাতা। অতএব আপনি আমাদের জ্ঞানের উন্মেষকর অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশমূল পরমধন প্রদান করুন— এটাই প্রার্থনা)। [এই মন্ত্রে অগ্নিকে দূত বলা হয়েছে ; হব্যবাহক বলা হয়েছে, এবং যজ্ঞের রথী বলা হয়েছে। তা থেকে অগ্নিকে মানুষভাবে বা ঋষিভাবে মনে করা যায়। ভাব প্রকাশ পায়,— সেই অগ্নিঋষি দূতরূপে দেবগণের কাছে যাতায়াত করেন, তাঁদের জন্য উপহার ইত্যাদি নিয়ে যান এবং তাঁদের রথীর কার্য করেন। সাধারণ জ্বলন্ত অগ্নিপক্ষেও ঐ ভাব কল্পনা ক'রে নেওয়া যায়। — তবে জ্ঞানমার্গে যাঁরা একটু অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা ঐ অর্থে তৃপ্ত হ'তে পারেন না। দূত সংবাদবাহক। এখানে এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞে, দূত কি সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে কোথায় যাবেন? মনে হ'তে পারে, আমাদের সৎকর্মের সমাচার, ব্যষ্টিস্বরূপ তিনি, সেই সমষ্টিস্বরূপ ভগবৎসমীপে নিয়ে যাবেন। তা থেকেই মর্ম আসে এই যে, আমাতে দেবভাবের সত্ত্বভাবের সমাবেশ ক'রে আমাকে তিনি ভগবৎ-সমীপে পৌঁছিয়ে দেবেন। 'হব্যবাহনঃ' পদেও এই ভাব আসে। আমার হবনীয় দ্রব্য— শুদ্ধসত্ত্বভাব— তিনি বহন ক'রে নেবেন, আমাতে সত্ত্বভাব প্রদান ক'রে তাতে মিশে যাবেন। এই তাৎপর্য এখানে পাওয়া যায়। আর তিনি কেমন? না— 'অধ্বরাণাং রথীঃ'। সৎকর্ম-মাত্রেই তিনি আশ্রয়দাতা ও রক্ষক— এ বাক্যে এই ভাব প্রকাশমান]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটি গেয়গান আছে। সেগুলির নাম— 'বারবন্তীয়ম্', 'মহবামদেব্যম্' এবং 'শ্রুধ্যম্']।

৭/১— রিপুসংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী জগতের (অথবা সৎকর্মের) বিধাতা নিত্যপুরুষকে পাপবশতঃ জীর্ণাতমা আমি, যেন আরাধনা করতে পারি। হে মম মন! ভগবানের

মহত্ত্বপূর্ণ সৃজন ও রক্ষাসামর্থ্য উপলব্ধি করো ; যে জন এই মুহূর্তে পাপবশতঃ পতিত হয়, সে ভগবানের কৃপায়, পরমুহূর্তে পাপ হ'তে মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করে। (ভাব এই যে,— ভগবানকে যেন আমি আরাধনা ক'রি ; তাঁর কৃপায় পাপীও পুণ্য-জীবন লাভ করে ; আমিও পাপ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা করছি)। অথবা— সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী শক্তিমান্ যৌবনসম্পন্ন পুরুষকেও বার্ধক্য গ্রাস করে। হে আমার মন! ভগবানের মহত্ত্বযুক্ত সামর্থ্য উপলব্ধি করো। সেই যুবা নিত্যকাল মরছে ও পুনঃপ্রাদুর্ভূত হচ্ছে। (ভাব এই যে,— এই জীবন যৌবন চঞ্চল ; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর হন)। [ঋষিগণ সাধনা আরম্ভ করলেন। জানতে হবে— মৃত্যুর পরপারে কি আছে। মানুষের ভাগ্য কোন শৃঙ্খলে বাধা, তা জানা চাই-ই চাই। জীবনের ও পরলোকের মাঝখানে যে ঘনতমসাবৃত অজ্ঞান কাল-যবনিকা রয়েছে, তা উত্তোলন করতেই হবে। অন্ধকার ভেদ ক'রে জ্যোতিঃর সন্ধান নিতে হবে। তাঁরা প্রার্থনা করলেন— 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' মহাপুরুষদের সেই প্রার্থনা ভগবান্ গ্রহণ করলেন। বেদ বললেন,— 'বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূণাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার। দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান।' ভয় নেই মানব! তোমরা অনিত্য জলবুদ্বুদ নও। তোমরা নিত্য, তোমরা অমৃতের অধিকারী। এই যে মৃত্যু দেখছ, এ তো মৃত্যু নয়। এ যে নবযৌবন প্রাপ্তি মাত্র। ভয় পেও না মানব। মৃত্যুর জন্য ভয় নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে তোমরা পৃথিবীর কর্মভার বহন করতে যখন অসমর্থ হও, তখন তোমাদের জন্য একটু বিশ্রামের আয়োজন মাত্র।' —আত্মার অবিনশ্বরতা— অধ্যাত্মবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। আত্মা সেই নিত্য পরমপুরুষেরই প্রকাশ। সুতরাং আত্মা মরতে পারে না। — তাঁর ধ্বংস নেই। বেদের এই মহতী বাণী আমাদের সঞ্জীবিত করুক। — এই মন্ত্রে আরও একটি ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো। তাতে পাপীকে উদ্ধারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যত বড় পাপী হোক না কেন— ভগবান্ কৃপা করলে লোক উদ্ধার পায়— চিরশান্তি লাভ করে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১০দ-৩সা) পাওয়া যায়]।

৭/২— যে দেবতা মহান্ শক্তিমান্ নিত্য, সর্বত্রবিদ্যমান পরমশক্তিসম্পন্ন জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক, সেই দেবতা যে জ্ঞান প্রদান করেন সেই জ্ঞান সত্যই হয়, মিথ্যা হয় না। অপিচ, তিনি স্পৃহণীয় পরমধন জয় করেন এবং সেই ধন সাধকদের দান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— পরমজ্যোতির্ময় সর্বশক্তিমান ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। [মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসছে, তার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ, প্রাচীন ও বলশালী, তার কুলায় কোথাও নেই। সে যা করতে চায়, তা সত্যই হবে, বৃথা হবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে।' —মন্ত্রটি যে একটি রূপক, তা প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। রূপকের ভাষার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি সত্যতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। — মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশে 'সুপর্ণঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে—'পক্ষী'। আমাদের ব্যাখ্যা— 'সুনর পক্ষযুতঃ' অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতিদায়ক। আমরা প্রচলিত অর্থ অনুসারে উদ্দিষ্ট বস্তুকে পক্ষী ব'লেই ধরলাম। শ্রুতির অন্যত্রও পরমাত্মাকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই পক্ষী 'অনীড়ঃ'— প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন বাসস্থান থাকতে পারে না। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি সর্বদেশে সর্বকালে বর্তমান আছেন। তিনি 'অরুণঃ' অর্থাৎ তিনি জ্যোতির্ময়— জ্যোতিঃর আধার। তিনি মানুষকে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন, তা তাকে তার চরম গন্তব্যস্থানে নিয়ে যায়। মন্ত্রে বলা হয়েছে—'যৎ চিকেত তৎ সত্যং ইৎ'— তিনি যা প্রকাশিত করেন, তা সত্যই হয়, কখনও মিথ্যা হয় না। অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ। এই মন্ত্রাংশের দ্বারা ভগবানের

সত্যস্বরূপের বিষয় প্রখ্যাত হয়েছে। 'মোঘং ন' (মিথ্যা হয় না) পদ দু'টির দ্বারা এই ভাবই আরও পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি 'স্পাহং জেতা' অর্থাৎ স্পৃহণীয় বরণীয় ধনের জেতা (জয়কারী)। তিনিই পরমধনের অধিপতি অর্থাৎ মানুষ তাঁরই কৃপায় পরমধন লাভ করতে সমর্থ হয়। তাই তার পরের অংশ 'উত দাতা' অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র পরমধনের অধিপতি নন, তা তিনি মানুষকে দানও করেন। এই দান করাতেই তাঁর মাহাত্ম্য এবং ধনের সার্থকতা। ভগবানই মানুষকে পরমধনের অধিকারী করেন। মন্ত্রে এই সমস্ত সত্যই পরিবর্ণিত হয়েছে]।

৭/৩— যে শক্তির সাথে রক্ষাস্ত্রধারী দেব অজ্ঞানতানাশের জন্য সাধকদের অভীষ্ট প্রদান করেন, সেই শক্তির সাথে অভীষ্টদায়ক শক্তি ইত্যাদি সাধককে প্রদান করেন ; যে মহান্ দেবতাগণ সম্পদ্যমান সৎকর্মের সত্যসাধন সম্পাদন করেন, সেই দেবগণ আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— অভীষ্টদায়ক সত্যপ্রাপক দেবভাবসমূহ আমাদের প্রাপ্ত হোক)। [মন্ত্রটির একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'বজ্রধারী ইন্দ্র এইসকল মরুৎ দেবতাদের এইরকম বল প্রাপ্ত হলেন, যাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং বৃত্রকে বধ ক'রে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করলেন। মহীয়ান ইন্দ্র যখন সেই কার্য করেন, তখন মরুৎগণ আপনা হ'তেই বৃষ্টি উৎপাদন কর্মে প্রবৃত্ত হন।' এইরকম একটি হিন্দী অনুবাদও আছে। এই দুই ব্যাখ্যাতেই 'যেভিঃ' এবং 'এভিঃ' পদ দু'টিতে মরুৎদেবগণকে লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত মত অনুসারে মরুৎদেবগণ ইন্দ্রদেবের নিত্যসহচর। ইন্দ্রদেবের সাথে প্রত্যেক কার্যেই মরুৎগণ সহায়করূপে উপস্থিত থাকেন। এখানেও এই চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু মূল মন্ত্রে মরুৎগণ বা ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নেই। 'যেভিঃ' অর্থাৎ 'যাভিঃ শক্তিভিঃ সহ', 'এভিঃ অর্থাৎ 'তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ', 'বৃত্রহত্যায়' অর্থাৎ 'জ্ঞানাবরকশত্রুনাশায় অজ্ঞানতানাশায়' ইত্যাদিরূপেই আমরা পদগুলির ব্যাখ্যা করেছি এবং তা থেকেই এই মন্ত্রে একটি প্রার্থনার সঙ্গত ভাব নিহিত দেখা যায়, তা এই যে,— ভগবান্ যেন সকলরকম অভীষ্টপ্রাপক শক্তি আমাদের প্রদান করেন। তিনি যেন কৃপাপূর্বক আমাদের হীন হৃদয়ে আবির্ভূত হন]।

৮/১— আমাদের কর্মের দ্বারা সঞ্জাত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব থাকে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশকে স্বয়ং দীপ্যমান (সর্বত্র-প্রকাশশীল) মরুৎগণ (বিবেকরূপী দেবতারা) আপনা-আপনিই গ্রহণ করেন, এবং অশ্বিদ্বয়ও (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-বিনাশক দেবদ্বয়ও) তা গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,— সৎকর্মের দ্বারা হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হ'লেই বিবেকের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আন্তর বাহ্য সকল ব্যাধিই নাশপ্রাপ্ত হয়)। [যেখানে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়, যেখানে আপন কর্মের দ্বারা মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে সমর্থ হয় ; সেখানেই মানুষের হৃদয়ে বিবেকের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হ'তে থাকে, সেখানেই অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি সকলরকম ব্যাধির শান্তি আনয়ন করে। এই নিত্যসত্য তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে বোঝা যায়। যদি আমরা বুঝতে পারি— 'অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ' অর্থাৎ এই শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে ; তখনই বোঝা যায়— 'পিবন্ত্যস্য মরুতঃ উত স্বরাজো অশ্বিনা', অর্থাৎ মরুৎদেবগণ তা পান করছেন, আর অশ্বিদ্বয় তা গ্রহণ করছেন। ভাব এই যে,— সেই অবস্থাতেই আমাদের মধ্যে বিবেকরূপী দেবগণের ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাতেই অন্তরের ও বাহিরের সকল ক্লেদকালিমা দূরে যায়। মরুৎদেবগণকে এবং অশ্বিদ্বয়কে আমরা যথাক্রমে বিবেকরূপী দেবগণ ও অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি নাশক দেবদ্বয় ব'লে নির্দেশ ক'রে এসেছি। বিবেক আপনা-আপনিই প্রকাশসম্পন্ন, বিবেকরূপী দেবগণকে (মরুৎগণকে) তাই 'স্বরাজঃ' অভিধায়ে অভিহিত করা হয়েছে।

তাঁরা সোমপান করেন, বলতে, 'হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের সাথে তাঁদের সম্মিলন হয়'— এটাই ভাবার্থ। হৃদয় নির্মল হ'লে, হৃদয়ে বিবেকের প্রতিষ্ঠা ঘটলে, ব্যাধি-বিপত্তির বিভীষিকা আপনিই বিদূরিত হয়। 'উত অশ্বিনা'— এই ভাবই দ্যোতনা করছে। — মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য অভিষব ক্রিয়া দ্বারা সংশোধিত অর্থাৎ পরিশ্রুত হ'লে মরুৎনামক দেবগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় তা পান করেন ; — এমন অর্থই এখন গৃহীত হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, আমরা সে অর্থ অনুমোদন ক'রি না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৬দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২— মিত্রভূতদেব, পরমগতিদায়ক দেব এবং অভীষ্টবর্ষক দেব ত্রিলোকস্থিত পবিত্র জনের অর্থাৎ সকল লোকের সাধনার দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বকে স্বয়ংই গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করেন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'মিত্র, অর্যমা ও বরুণ দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত স্তুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করছেন।' মন্ত্রের মধ্যে সোমরস বা সোমপানের কোনও প্রসঙ্গ নেই। ভাষ্যকার কিংবা বিবরণকার অনেক রকমভাবে ব্যাখ্যা করলেও আমরা মনে ক'রি, 'ত্রিষধস্থস্য' বলতে ত্রিলোকস্থিত অর্থই প্রকাশ পায়। কারণ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবনস্থিত সর্বলোকের পূজোপচারই ভগবান্ গ্রহণ করেন। — সাধকগণ সাধনার দ্বারা যে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন করেন, তা-ই ভগবৎ-আরাধনার প্রকত উপকরণ। ভগবান্ স্বয়ংই সেই উপকরণ কৃপাপূর্বক সাধকদের নিকট হ'তে গ্রহণ করেন— এটাই মন্ত্রের মর্মার্থ]।

৮/৩—সাধনার আরম্ভে সৎকর্মসাধক যেমন ভগবানকে পেতে ইচ্ছা করেন, সেইরকমভাবে বলাধিপতি দেব অর্থাৎ ভগবানও সাধকদের নিকট হ'তে প্রসিদ্ধ জ্ঞানযুত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের গ্রহণ সম্যক্‌রূপে ইচ্ছা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকগণ যেমন ভগবৎ-লাভ কামনা করেন ভগবানও তেমনই ভাবে সাধকদের পূজা-আরাধনা ইচ্ছা করেন)। [মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার অর্থ এই যে, মানুষই যে কেবলমাত্র ভগবানকে লাভ করবার জন্য চেষ্টিত থাকে তা নয়, ভগবানও মানুষকে নিজের কোলে টেনে নেবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তা না হ'লে মানুষের কি সাধ্য যে, সেই অনন্ত অসীমের সন্ধান পায়? তিনি কৃপা ক'রে মানুষের কাছে নিজেকে ধরা দেন ব'লেই মানুষ তাঁকে ধরতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদিতে এই সত্য বহু উদাহরণের (ধ্রুব ইত্যাদি উপাখ্যানের) দ্বারা পরিস্ফুট করা হয়েছে। — আমরা অন্য এক দিক দিয়ে বিষয়টির আলোচনা করতে পারি। ভগবানও মানুষের দিকে অগ্রসর হবেন— তার অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ভগবানের সাথে মানুষের সম্বন্ধের একটু বিচার করতে হবে। বিশ্ব, ভগবানেরই বিকাশ মাত্র। সুতরাং ভগবান্ যখন মানুষের দিকে অগ্রসর হবেন, তখন তিনি নিজেকেই উপভোগের জন্য প্রস্তুত হন। সসীম মানুষ, সসীম বিশ্ব, সেই অসীমেরই একরকম বিকাশমাত্র প্রমাণিত হয়। ভগবান্ নিজেকে উপভোগ করতে পারেন— এই বিশ্বের ভিতর দিয়ে ; অর্থাৎ প্রেম আস্বাদন করবার জন্য দুই পক্ষ চাই। একপক্ষ ভগবান্ নিজে, অপরপক্ষ মানুষ। — কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হয় তা এই বঙ্গানুবাদটি থেকেই উপলব্ধ হবে— 'ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গব্যযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করছেন।' আমরা কিন্তু এই মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ পাইনি]।

৯/১— হে জ্ঞানাধার! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ শ্রেষ্ঠ-ঐশ্বর্যের অধিকারী হন— এটা

সত্য। অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেব! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত-সৎকর্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী হন—এটা সত্য। মহৎ সৎস্বরূপ আপনার বলৈশ্বর্যপ্রদ মহত্ত্ব সাধকগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। হে দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণান্বিত আপনি মহত্ত্বের দ্বারা— জীবের হিতসাধনের দ্বারা— মহান্ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন। (মন্ত্রটি ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক। অন্তর্নিহিত প্রার্থনা— হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনার সকল মহিমা প্রকট হোক)। [এই সাম-মন্ত্রে যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে, তার মধ্যে 'সূর্য' ও 'আদিত্য' পদ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐন্দ্রসূক্তের মধ্যে এই মন্ত্রের সন্নিবেশ হওয়ায় এখানে ইন্দ্রই 'সূর্য' সম্বোধনে আহত হয়েছেন— প্রতিপন্ন হয়। এখানে দেবতত্ত্বের বিষয় প্রণিধান করার আবশ্যক হয়। দেবতাই বা কে, আর ভগবানই বা কে? ইন্দ্রই বা কে, আর সূর্য বরুণ মিত্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতিই বা কে? নাম রূপ বিভিন্ন হ'লেও বস্তুগত যে কোনও পার্থক্য নেই, সেটাই আপনা-আপনি প্রতিপন্ন হয়। সাগরের জলও জল, নদীর জলও জল, হ্রদ-তড়াগ-পুষ্করিণীর জলও জল। নাম-রূপের পার্থক্য হ'লেও, জল যে বস্তু, তাতে কোনও পার্থক্য নেই। স্রষ্টার সাথে সৃষ্ট বস্তুর উপমা-বিন্যাস করছি ;— সে কেবল আমাদের মতো অজ্ঞেরই বোধ-উন্মেষের জন্য। দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হ'লেই ইন্দ্রও যে সূর্য-সম্বোধনে সম্বোধিত হ'তে পারেন, তা আপনিই হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হয়। ভগবৎ-বিভূতি সত্ত্বভাব— যতই বিচ্ছিন্ন অবস্থিত হোক না কেন, মূলতঃ সকলই অভিন্ন। এই আলোচনায় তা-ই উপলব্ধি হয়। —যেমন 'সূর্য' ও 'আদিত্য' পদ অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করছে, তেমনি মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি 'মহান্' পদ বহির্দৃষ্টি উন্মুক্ত করছে। মন্ত্রে প্রথমে বলা হয়েছে,— 'হে সূর্যদেব! তুমি মহান্— এটা সত্য।' তার পর, আবার বলা হয়েছে — 'হে আদিত্য! তুমি মহান্ — এটা সত্য।' একই 'মহান' শব্দ দু'বার প্রয়োগে কি সার্থকতা আছে— এখানে সেটিই বিবেচনার বিষয়। সংসারী মানুষ চায়— ঐশ্বর্য এবং শক্তিসামর্থ্য। এখানে সূর্য সম্বোধনে দেবতাকে যে মহান্ বলা হয়েছে, তার মর্ম তিনি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের অধিকারী একটু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সে ঐশ্বর্য— জ্ঞান। তাই তাঁর সম্বোধন— হে সূর্য (হে জ্ঞানাধার)। দ্বিতীয়তঃ 'আদিত্য' সম্বোধনে তাঁকে যে মহান্ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে, তার ভাব— তিনি শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, শ্রেষ্ঠ কর্মই শ্রেষ্ঠ বলের উৎপাদক, অশেষ শ্রেষ্ঠ কর্ম মানুষকে অশেষ বলে বলী করে। তাই দেবতার সম্বোধন 'আদিত্য'— অনন্তের অঙ্গীভূত অশেষ কর্মের প্রাপক। মন্ত্রের উপসংহারে আছে 'মহা মহান্'। এখানে সম্বোধন পদ 'দেব'। দেবতার মহান্ মহত্ত্ব দীপ্তিদানাদি। 'দেব' সম্বোধনে এখানে তাঁর দাতৃত্বের মহিমাই ব্যক্ত করছে। যিনি জ্ঞানের আধার, জ্ঞানের বিতরণেই তাঁর মহত্ত্ব প্রকটিত। যিনি বলৈশ্বর্যের অধিপতি, বল ও ঐশ্বর্য প্রদানে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যিনি দেব, দীপ্তিদান ইত্যাদিই তাঁর মহত্ত্বের বিঘোষক। এইভাবে বিভিন্ন 'মহান্' পদে দেবতার অশেষ জ্ঞানের ও বলৈশ্বর্যের এবং জীবহিতসাধনে তা বিনিয়োগের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রটি দেবভাবের মাহাত্ম্যপ্রকাশক হ'লেও, একটি প্রার্থনার ভাব তার অন্তর্নিহিত আছে। সে প্রার্থনা— 'আমাদের প্রতি ভগবানের সকল মাহাত্ম্য প্রকট হোক]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকের ৩অ-৫দ-৪সা রূপেও পাওয়া যায়]।

৯/২— হে জ্ঞানদেব! আপনি সত্যই শক্তির দ্বারা মহান্ হন ; সত্যই হে দেব! আপনি মহান্ হন, অজ্ঞানতানাশক হন ; মহত্ত্বের দ্বারা দেবভাবসমূহের শ্রেষ্ঠতম হন ; অপিচ, আপনার জ্যোতিঃ সর্বত্রব্যাপ্ত এবং সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানই পরমবল, জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই)। [মন্ত্রটির একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা— 'হে সূর্য! তুমি শ্রবণে

মহান, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহান্, একথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয়।' এইরকমই হিন্দী অনুবাদও আছে। উভয় ব্যাখ্যাতেই সূর্যের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই সূর্য কে? যাঁর কৃপায় জগৎ প্রকাশিত হয়, যাঁর কৃপায় বিশ্ব আলোক লাভ করে, সেই সূর্যদেবই এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা। সেই মহান্ দেবতার মহিমা মন্ত্রে পরিকীর্তিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদে 'শ্রবসা' পদের অর্থ করা হয়েছে—'শ্রবণে'। কিন্তু 'শ্রবণে মহান্' এই অংশের দ্বারা কোনও সুষ্ঠুভাবই পরিস্ফুট হয় না। ভাষ্যকারও এই অর্থ দিয়েছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি অর্থও দিয়েছেন—'অন্নেন'। 'অন্ন' শব্দ শক্তি-অর্থক। আমরা এই অর্থই (বলেন, শক্ত্যা) গ্রহণ করেছি]। [এই সূক্তের অন্তর্গত দু'টি মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়গান আছে। সেটির নাম—'গৌরীবিতম্']।

●

তৃতীয় খণ্ড

(সূক্ত ১০)

উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে।
উপ নো হরিভিঃ সুতম্॥ ১॥
দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ।
উপ নো হরিভিঃ সুতম্॥ ২॥
ত্বং হি বৃত্রহন্নোষাং পাতা সোমানাসি।
উপ নো হরিভিঃ সুতম্॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্রচর চর্ষণিপ্রাঃ॥ ১॥
উরূব্যচসে মহিনে সুবৃক্তিমিন্দ্রায় ব্রহ্মা জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ॥ ২॥
ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব সত্রা রাজানাং দধিরে সহধ্যৈ।
হর্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্ দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষম্॥ ১॥
শিক্ষেয়মিন্ মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্ বিদে।
ন হি ত্বদন্যন্ মঘবন্ ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চ ন॥ ২॥

(সূক্ত ১৩)

শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রের্বোধা বিপ্রস্যার্চতো মনীষাম্।
কৃষ্বা দুবাংস্যন্তমা সচেমা। ১॥
নতে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্টুতিমসূর্যস্য বিদ্বান্।
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি॥ ২॥
ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ।
মারে অস্মন্ মঘবং জ্যোক্ কঃ॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ১০সূক্ত/১সাম— হে আনন্দের অধিস্বামিন্ (পরমানন্দনিলয়)! আপনি জ্ঞানকিরণ বিস্তারের সাথে আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্মের প্রতি আগমন করুন; এবং আগমন ক'রে, জ্ঞানকিরণ বিস্তারের দ্বারা আমাদের শুদ্ধসত্ত্বকে বা সুকর্মকে পরিপোষণ করুন। (ভাব এই যে,— আমাদের কর্ম জ্ঞানের সাথে মিলিত হোক; তার দ্বারাই আমরা যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হই)। [ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে এই মন্ত্রে যে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে দেবতার প্রতি অভক্তি আসে এবং দেবপূজকদের প্রতি অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। মূলে 'মদানাং পতে' পদ আছে। তা থেকে 'মাদ্যন্ত্যনেনেতি মদঃ সোমঃ' এমন ব্যাখ্যা-মূলে সোম-রস রূপ মাদক-দ্রব্যের অধিস্বামী ব'লে দেবতাকে নির্দেশ করা হয়। সোমরস মাদকদ্রব্য পেলেই যেন সে দেবতার তৃপ্তি হয়। তাতেই যেন তিনি বিভোর হয়ে আছেন। এমন ভাব পরিগ্রহণের পর সেই দেবতাকে যেন বলা হয়েছে,— 'আমরা সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছি; আপনি আপনার ঘোটকসমূহে আরোহণ ক'রে শীঘ্র এসে তা পান করুন।' মূলে দু'বার 'উপ নঃ সুতং' বাক্যাংশ আছে। তাতে যেন সেই মদ্যপায়ী বা মদ্যের অধিকারী দেবতাকে আসবার জন্য আদর ক'রে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব দ্যোতনা করে। যেমন, 'মদানাং পতে' পদ দু'টিতে সেই পরমানন্দের অধিপতি আনন্দের নিলয়-স্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হয়েছে ব'লে মনে ক'রি। সে আনন্দ—তুচ্ছ মাদক-দ্রব্য পানের আনন্দ নয়। মানুষের দুঃখনাশজনিত যে আনন্দ— সেই আনন্দের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত দেখা যায়। 'হরিভিঃ' পদে 'ঘোটকসমূহের দ্বারা' অর্থ আমরা গ্রহণ ক'রি না। দেবতাকে মনুষ্য-প্রকৃতিসম্পন্ন ব'লে মনে করলেও এককালে একাধিক ঘোটকে কেমন ক'রে তিনি আরোহণ করবেন, তা-ও কল্পনাতীত। ঐ 'হরিভিঃ' পদে আমরা সর্বত্রই 'জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা' অর্থই প্রতিপন্ন ক'রে আসছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি রয়েছে। ভাব এই যে,— 'আমাদের কর্ম জ্ঞানসমন্বিত হোক; অর্থাৎ জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমে বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের কর্মকে বিশুদ্ধ ভাব প্রদান করুক। আমরা, যেখানেই 'সুতঃ' পদ দেখেছি, তার সর্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তি বা সৎকর্ম অর্থ প্রাপ্ত হয়েছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি রয়েছে। 'উপ নঃ হরিভিঃ সুতঃ' বাক্যাংশের দু'বার প্রয়োগে দু'রকম ভাব ব্যক্ত হয়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রি। প্রথম,— এস হে ভগবান্, আমার কর্মের মধ্যে জ্ঞানসমন্বিত হয়ে এস। দ্বিতীয়ে,—আমার কর্মকে জ্ঞানের দ্বারা পরিপোষণ করো। আমি যেন অজ্ঞানের মতো কর্ম কখনও না ক'রি]। [ছন্দার্চিক (২অ-৪দ-৬সা) দ্রষ্টব্য]।

১০/২— প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, নিঃশেষে পাপনাশক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব উগ্র এবং শান্ত এই দুই

রকমে সকলের দ্বারা জ্ঞাত হন, সেই দেবতা পাপহারক জ্ঞানকিরণের সাথে আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমের অপেক্ষাও কোমল হন.; তিনি কৃপাপূর্বক আমাদের পূজোপচার গ্রহণ করুন)। ['বৃত্রহন্তমঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন—'অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তা' অর্থাৎ যিনি বিশেষভাবে বৃত্রকে বিনাশ করেন। বৃত্র যদি প্রচলিত মত অনুযায়ী অসুরবিশেষ হয়, তাহলে 'অতিশয়েন' পদের কি সার্থকতা থাকতে পারে? অসুর যদি মরেই গেল, তবে তাকে আবার বিশেষভাবে নিধন করার দ্বারা কি ভাব বোঝাতে পারে? 'বৃত্র' বলতে যদি বহু অসুর বোঝায় অথবা বৃত্রবংশীয় অসুরসমূহকে লক্ষ্য করত, তাহলে না হয় বোঝা যেত যে, ইন্দ্রদেব সমস্ত অসুর অথবা সেই অসুর বংশকে নির্মূল (বিশেষভাবে) করেছিলেন। কিন্তু 'বৃত্রবংশ' বা 'বৃত্রদল' সম্বন্ধে কোন্ ইঙ্গিত কোথায়ও পাওয়া যায়নি। সুতরাং ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করতে হয়, তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, 'বৃত্র' বলতে প্রচলিত অর্থে গৃহীত বৃত্রাসুর ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু বোঝায়, যার আংশিক ধ্বংস এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস এই উভয়ই সম্ভবপর। ....আমরা পূর্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'পাপ' 'অজ্ঞানতা' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ ক'রে আসছি; বর্তমান ক্ষেত্রেও তার অন্যথার কোন কারণ দেখা যায় না। ....মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম এই যে, সেই পরম দয়াল প্রভু কৃপা ক'রে দীন অকিঞ্চন আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার যেন গ্রহণ করেন। আমাদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। তাঁর চরণে নিবেদন করবার মতো কোন বস্তু নেই। হৃদয়ের ভাবকুসুমাঞ্জলি এটাও তাঁরই দান। তাঁরই দেওয়া উপচার দিয়ে তাঁরই পূজা করবার চেষ্টা করছি; তিনি দয়া করে আমাদের এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। —এই মন্ত্রের যে সব ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে একটি বঙ্গানুবাদ—'শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র দুই রকমে জ্ঞাত হন। সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের কাছে আগমন করো।' হিন্দী অনুবাদে অবশ্য 'বৃত্রহন্তমঃ' পদে 'বৃত্রাসুর বা পাপকা অত্যন্তনাশক' বলা হয়েছে]।

১০/৩— পাপনাশক হে দেব! আপনিই আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষক (অথবা গ্রহীতা) হন ; হে দেব! পাপহারক জ্ঞানকিরণের সাথে আমাদের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ করবার জন্য আগমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন)। [ভগবানকে লাভ করবার উপায় যেমন শুদ্ধসত্ত্ব, তেমনি আমাদের হৃদয়নিহতি সেই পরমবস্তুটি ভগবানের কৃপাতেই রক্ষিত হয়। আবার তাঁর পূজার জন্যই এর সত্যিকার প্রয়োজন। মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে—'ত্বং হি সোমানাং পাতা'— আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের একমাত্র রক্ষক ও গ্রহীতা। ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বকে রিপুর— পাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, সেইজন্য তিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষক। আবার মানুষের মনে সৎ-প্রবৃত্তিবিকাশের সাহায্য ক'রে তা পালনও করেন। এই দিক দিয়ে 'পা' ধাতুর ('পাতা') পালনার্থক এবং রক্ষার্থক অর্থ সঙ্গত ব'লে মনে হয়। অপরপক্ষে ভগবানের জন্য, হৃদয়ে তাঁর স্পর্শলাভ করবার জন্যই মানুষের শুদ্ধসত্ত্বের সার্থকতা। ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ— শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের গ্রহণের জন্যই হৃদয়ের পবিত্র ভাবকুসুমাঞ্জলি রক্ষিত হয়, এবং তাঁর গ্রহণেই এর সার্থকতা। তাই এখানে 'পাতা' শব্দের 'গ্রহীতা' অর্থও সঙ্গত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যা— 'হে বৃত্রহা, যেহেতু তুমি এই সোম-সমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সাথে অভিষুত সোমের নিকট গমন করো।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১১/১— হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমধনদাতা মহত্ত্বসম্পন্ন দেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁকে পাবার জন্য, আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করো ; পরাজ্ঞান লাভের জন্য সৎকর্মান্বিকা প্রার্থনা বিশেষরূপে সম্পন্ন করো। হে দেব! সাধকবর্গের আত্ম-উন্নয়নকারী আপনি, প্রার্থনাকারী আমাদের প্রাপ্ত হোন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনাকে পাবার জন্য আমরা যেন সৎকর্মের সাধনে সমর্থ হই ; আপনি কৃপা ক'রে আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [সৎসঙ্কল্প, সাধু উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা। তবেই সৎকর্ম ও প্রার্থনা অভীষ্ট ফল প্রদান করতে পারে। মানুষের উন্নতির প্রকৃত কারণ— ভগবান্ নিজে। তাই তাঁকে 'চর্ষণিপ্রাঃ' (সাধকদের আত্ম-উন্নয়নকারী বা অভীষ্টপূরক) বলা হয়েছে]। [মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১০দ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১১/২— জ্ঞানিগণ যে মহান্ সর্বব্যাপী বলাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য মঙ্গলদায়ক স্তুতি উচ্চারণ করেন, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের আরাধনা সাধকগণ সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আরাধনাপরায়ণ হন)। [জ্ঞানিগণ নিজেদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের প্রভাবে চরম মঙ্গলের উপায় স্থির করতে পারেন। সেই উপায়— ভগবানের আরাধনা। দেখতে হবে, এই ভগবানের আরাধনা বলতে কি বোঝায়?— মানুষও ভগবানের অংশ, মানুষ তাঁরই বিভূতির একরকম বিকাশমাত্র। উভয়ের মধ্যেই এটাই মিলনসূত্র,— মিলনের সাধারণ ভিত্তিভূমি। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর। আরাধনার দ্বারা সেই পার্থক্যকে দূরীভূত করবার চেষ্টা করা হয়, এবং আরাধনা সফল হ'লে সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়ে সাধক ভগবানের সাথে একাত্মতা লাভ করেন। আরাধনার এটাই উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থক্য কি এবং কিভাবে সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, তা দেখা যাক। প্রথমতঃ মানুষ সসীম, সান্ত ; ভগবান্ অসীম, অনন্ত। তবুও মানুষের মধ্যে অসীমত্বের অনন্তত্বের বীজ রয়েছে, এবং সেই জন্যই সে অসীমকে অনন্তকে হৃদয়ে ধারণা করতে পারে। মানুষের মধ্যে যে শক্তিবীজ আছে, আরাধনার দ্বারা তাকে বিকশিত করতে পারলেই মানুষ নিজেকে অনন্তের মধ্যে সমাহিত করতে পারে এবং এটাই সাধনার চরম লক্ষ্য। দ্বিতীয় পার্থক্য— মানুষ মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞান ; ভগবান্ মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হ'লেও অবিদ্যার দ্বারা মায়ার দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে আছে ব'লে সে নিজেকে জানতে পারে না এবং সেই জন্যই যত অশান্তি ও পাপের সৃষ্টি হয়। আরাধনার দ্বারা মানুষের এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। আরাধনার অর্থ— আরাধ্যের অনুসরণ। সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের ধ্যানে, চিন্তায়, তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তনে মানুষও তার সঙ্কীর্ণতাহীনতার হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়। এটাই আরাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। — প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান্, তাঁর উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করছেন। প্রাজ্ঞলোকে তাঁর ব্রত হিংসা করতে পারে না।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১১/৩— সাধকদের রিপুনাশের জন্য, তাঁদের প্রার্থনা বিশ্বপতি অপ্রতিহতশক্তি বলাধিপতি দেবকে অনুসরণ করে। হে আমার মন! পাপহারক জ্ঞান-ভক্তি-দাতা দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য বন্ধুভূত সৎ-বৃত্তিসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে উদ্বোধিত করো। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— সাধকেরা বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করেন ; আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই)। ['অনুত্তমন্যুং' পদের অর্থ— অপ্রতিহতক্রোধং অর্থাৎ যাঁর ক্রোধ বা শক্তি কেউই প্রতিরোধ করতে পারে না। যিনি অপ্রতিহতশক্তি, অথবা সর্বশক্তিমান্, তাঁর প্রতিই এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। যিনি

রিপুনাশক, তিনিই অপ্রতিহতক্রোধ। অর্থাৎ তাঁর ক্রোধ রিপুর বিনাশেই প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই পরমদেবতার আরাধনা করবার জন্য আত্ম-উদ্বোধন আছে]।

১২/১— বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! আপনি যে পরমধনের অধিকারী, প্রার্থনাকারী আমিও সেই ধনের অধিকারী যেন হই। পরমধনদাতা হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাকে আপনি যে জ্ঞান প্রদান করেন, তা যেন আমি পাপকার্যে কিছুই ক্ষয় না ক'রি, অর্থাৎ পাপীর সাথে যেন আমার কোনও সম্বন্ধ না হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে, — হে ভগবন্! কৃপা ক'রে আমাকে পরমধনের পূর্ণ অধিকারী করুন ; আমি যেন পাপসম্বন্ধশূন্য হই)। [মানুষ পরব্রহ্মেরই অংশীভূত ; কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্নবুদ্ধি থাকায় তা সে বিস্মৃত হয়ে থাকে। নিজে অমৃতের সন্তান হয়েও মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে। কিন্তু যদি আপন স্বরূপ জানতে পারে, তাহলে নিজের অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করবার জন্য— নিজের গৌরবময় অবস্থায় উন্নীত হবার জন্য— আত্মনিয়োগ করে। — এইভাবে, মানুষ যখন সত্য সত্য জাগে, তখন তার কাছে পাপ আসতে পারে না, এবং পাপের ছায়া দেখলেও সাধক ভয় পান। তাই প্রার্থনা করছেন— 'পাপত্বায় ন রংসিষং' — আমি যেন পাপের সংশ্রবেও না যাই]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৮দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১২/২— পরমধনদাতা হে দেব! আপনিই সকল সাধককে নিত্যকাল পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করেন। হে দেব! আপনি ব্যতীত অন্য কেউই আমাদের বন্ধু নন ; অপিচ, পরম আরাধনীয় নন ; পালক কেউই বিদ্যমান নেই। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই আমাদের পালক ও রক্ষক হন। তিনিই সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। ['দিবেদিবে' পদের দ্বারা কালকে লক্ষ্য করছে। এই পদ ইঙ্গিত করছে যে, সাধক সকল সময়েই ভগবানের কৃপাভাজন হন। 'কৃতচিদ্বিদে' পদে আমরা বুঝি যে, সাধক যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন। তাই মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,— সাধক সর্বত্র সর্বকালে সর্ব-অবস্থায় ভগবানের কৃপাবলে রক্ষিত হন।— মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আত্মনিবেদন আছে। ভগবান্ ব্যতীত মানুষের অন্য কোন বন্ধু নেই, রক্ষক নেই। তিনিই একমাত্র পালক ও রক্ষক। তাই মন্ত্র বলছেন,— 'ন পিতা ন আপ্যং ত্বদন্যৎ'— আপনি ব্যতীত আমাদের কোনও বন্ধু নেই— আত্মীয় নেই, পালক নেই। আপনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু ; তাই আপনার চরণে শরণ গ্রহণ করছি। — প্রচলিত ব্যাখ্যায় কিভাবে মন্ত্রটি ভিন্নার্থক হয়ে উঠেছে, লক্ষণীয়— 'যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে ধনদান করব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নেই।' — বলা বাহুল্য, এই অনুবাদটি ভাষ্যকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেই রচিত]।

১৩/১— হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী কঠোরসাধনাপরায়ণ জ্ঞানের পূজা (অথবা আহ্বান) আপনি গ্রহণ করেন ; জ্ঞানার্থী পূজাপরায়ণ আমার স্তুতি গ্রহণ করুন ; বন্ধুভূত হয়ে হে দেব! আমার এই আরাধনা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের প্রার্থনা ও পূজোপকরণ গ্রহণ করুন)। [আরাধনা প্রার্থনা যখন ভগবানের চরণতলে পৌঁছায়, তখনই সেই প্রার্থনা পূজা সার্থক হয়। ভগবানের নিকট পৌঁছাবার জন্যই সাধক নিজের প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। ভগবান্ যখন সেই পূজোপকরণ গ্রহণ করেন, যখন সাধক নিজের সমস্ত ভগবানের চরণে নিবেদন করেন, আর তা গৃহীত হয়, তখনই সেই পূজা সার্থক হয়। অর্থাৎ শুধু পূজা করলেই হয়

না, প্রার্থনা করলেই ফললাভ হয় না, পূজার মতো পূজা, প্রার্থনার মতো প্রার্থনা করা চাই। মন্ত্রের প্রার্থনার এটাই মর্মার্থ। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে ইন্দ্র! আমি সোমপান করেছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শ্রবণ করো, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এই যে পরিচর্যা করছি, সহায়ভূত হয়ে এটি সমস্ত বুদ্ধিস্থ করো।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৩/২— হে দেব! আশুমুক্তিদায়ক আপনার শক্তি জেনে আমি প্রার্থনা পরিত্যাগ করব না ; এবং মঙ্গলদায়ক প্রার্থনা পরিত্যাগ করব না ; অর্থাৎ আমি যেন সকল অবস্থাতে সর্বত্র প্রার্থনাপরায়ণ হই ; সর্বলোকবিদিত হে দেব! নিত্যকাল আপনার মাহাত্ম্য উচ্চারণ করব। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হ'তে সমর্থ হই)। ['তুরস্য' পদের অর্থ 'ত্বরমাণস্য' অর্থাৎ যিনি আশুমুক্তিদান করেন। তাঁর শরণাগত হ'লে, কায়মনোবাক্যে নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করতে পারলে আর ভবব্যাধির ভয় থাকে না। তিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং মানুষের সকলরকম বিপদনাশক, রিপুনাশক ও মুক্তিদাতা। সেইজন্যই বলা হয়েছে— 'গিরঃ ন মৃষ্যে'— প্রার্থনা পরিত্যাগ করব না, অর্থাৎ সর্বদা প্রার্থনানিরত থাকব। এটাই মন্ত্রের প্রথম অংশের ভাব। এই ভাব 'সুষ্টুতিং' এবং 'গিরঃ' এই পদ দুটির দ্বারা পরিস্ফুট করা হয়েছে। এই উভয় পদের সাথে 'ন মৃষ্যে' (ন পরিত্যজানি) মন্ত্রাংশ অন্বিত হয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে এটি দ্বিরুক্তি ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দ্বিরুক্তি নয়। প্রার্থনার আবেগ, ভাবের ঐকান্তিকতা বোঝাবার জন্য প্রার্থনামূলক পদ দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। — মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে ইন্দ্র! তুমি (শত্রু) হিংসক, আমি সর্বদা তোমার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করব।' এটি ভাষ্যানুসারী]।

১৩/৩— হে পরমধনদাতা দেব! আপনারই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূতপরিমাণে আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হোক। জ্ঞানী সাধক আপনাকেই আরাধনা করেন ; হে দেব! আমাদের নিকট হ'তে চিরকাল আপনাকে দূরে রাখবেন না, অর্থাৎ আপনি আমাদের প্রাপ্ত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করতে পারি ; ভগবান আমাদের প্রাপ্ত হোন। [প্রার্থনার মূলভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানের কৃপায় শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতে পারি। মন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তার মধ্যে একটি— 'হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করছে। অতএব আপনাকে আমাদের থেকে দূরে (স্থাপন করো না)।' — মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার 'বর্তন্তে' এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করেছেন। তাতে প্রচলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে— প্রচুর পরিমাণে সোমাভিষব হয়। কিন্তু এই অংশের দ্বারা কোন সুষ্ঠু ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা মনে ক'রি 'উৎপন্নাঃ ভবন্তু' পদ দু'টি অধ্যাহার করলেই সঙ্গত অর্থ হয়। মন্ত্রের শেষাংশে যে প্রার্থনা আছে, তার ভাব এই যে, আমরা যেন কখনও ভগবানের নিকট হ'তে দূরে না থাকি, ভগবান্ যেন আমাদের তাঁর মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলে নেন]। [এই সূক্তের অন্তর্গত তিনটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দু'টি গেয়গান আছে। সে দু'টির নাম—'মহাদৈর্ঘতমসম্' এবং 'মরায়ম']।

●

চতুর্থ খণ্ড

(সূক্ত ১৪)

প্রোষ্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত।
অভীকে চিদু লোককৃৎ সঙ্গে সমৎসু বৃত্রহা।
অস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥ ১॥
ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্।
অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যম্।
ত্বং ত্বা পরিষ্বজামহে নভন্তা মন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥ ২॥
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ।
অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি।
যা তে রাতির্দদির্বসু নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥ ৩॥

(সূক্ত ১৫)

রেবাঁ ইদ্ রেবতস্তোতা স্যাৎ ত্বাবতো মঘোনঃ।
প্রেদু হরিবঃ সুতস্য॥ ২॥
উক্‌থং চ ন শস্যমানং নাগো রয়িরা চিকেত।
ন গায়ত্রং গীয়মানম্॥ ২॥
মা ন ইন্দ্র পীযত্নবে মা শর্ধতে পরা দাঃ।
শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১৬)

এন্দ্র যাহি-হরিভিরুপ কণ্বস্যসুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো॥ ১॥
অত্রা বি নেভিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো॥ ২॥
আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমো ঘোষেণ বক্ষতু।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো। ৩॥

(সূক্ত ১৭)

পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ॥ ১॥
তে সুতাসো বিপশ্চিতঃ শুক্রা বায়ুমসৃক্ষত॥ ২॥
অসৃগ্রং দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ— ১৪সূক্ত/১সাম— হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা প্রসিদ্ধ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম এবং আত্মশক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করো আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম সম্পাদন করো ; লোকপালক পাপনাশক দেব রিপুসংগ্রামে আমাদের সহায়ভূত হোন। হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের উদ্বুদ্ধা হয়ে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন ; শত্রুদের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা নাশপ্রাপ্ত হোক অর্থাৎ শত্রুবল বিনষ্ট হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— আমরা যেন সৎকর্মপরায়ণ হই, ভগবান্ আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশে 'অস্মৈ ইন্দ্রায়' পদ দু'টি চতুর্থান্ত ; কিন্তু ভাষ্যকার বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার ক'রে ঐ পদ দু'টিকে ষষ্ঠ্যন্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাতে 'অস্মৈ ইন্দ্রায় পুরোরথং' মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়িয়েছে— 'এই ইন্দ্রের পুরোভাগস্থিত রথের অগ্রে বর্তমান।' এই অংশকে বিশেষণরূপে গ্রহণ ক'রে 'শূষং' পদকে বিশেষ্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাতে অর্থ দাঁড়ায়—'ইন্দ্রদেবের অগ্রভাগস্থিত বলকে পূজা করো।' একখানি বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থে আছে— 'ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁর রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপে তাঁর পূজা করো।' দেখা যাচ্ছে দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। অবশ্য বাংলা অনুবাদকার 'শূষং' পদের 'সৈন্য' অর্থ একদিক দিয়ে সঙ্গতই করেছেন। কারণ বল অথবা শক্তি বলতে যা বোঝায়, 'সৈন্য' শব্দ তারই প্রতিরূপ। কিন্তু এই সৈন্যের দ্বারা কাকে বোঝায়, অথবা কোন বস্তুকে নির্দেশ করে? আমরা এই অংশের অর্থ করেছি— 'প্রসিদ্ধ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠতম সৎকর্মকে এবং আত্মশক্তিকে প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করো অর্থাৎ আত্মশক্তিদায়ক সৎকর্ম সম্পাদন করো।' আমরা মনে ক'রি, 'অস্মৈ ইন্দ্রায়' পদ দু'টির বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নেই। — মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ('লোককৃৎ বৃত্রহা সমৎসু অভীকে সঙ্গে চিৎ উ'র) প্রচলিত অর্থের ভাব— ইন্দ্রদেব যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমূহের নিকটবর্তী থাকেন, তিনি বৃত্রকে বধ করেন— ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অংশের ভাব— ভগবান্ আমাদের রিপুসংগ্রামে সহায় হয়ে আমাদের সকল রকম বিপদ থেকে রক্ষা করুন। — তৃতীয় অংশের ভাব অনেকটা দ্বিতীয় অংশের অনুরূপ। শত্রুর অধিরোপিত জ্যা যেন নষ্ট না হয় অর্থাৎ শত্রুর অনিষ্টকারিণী শক্তি যেন বিনষ্ট হয়, রিপুগণ যেন আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে না পারে— এটাই মন্ত্রাংশের ভাব]।

১৪/২— বলাধিপতি হে দেব! আপনি দীনতাসম্পন্ন আমাদের অমৃতপ্রবাহ প্রদান করুন ; আমাদের রিপুবর্গকে বিনাশ করুন ; আপনি অজাতশত্রুরূপে বিদ্যমান আছেন ; সকল বরণীয় বস্তুজাত পালন করেন, প্রসিদ্ধ আপনাকে প্রার্থনার দ্বারা প্রাপ্ত হব ; শত্রুদের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা নাশপ্রাপ্ত হোক, অর্থাৎ শত্রুবল বিনষ্ট হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করুন ; আমরা যেন রিপুজয়ী হই)। [এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব— 'আমরা দীনহীন তা জানি, আমরা অজ্ঞান হীনমতি তা জানি, কিন্তু এ-ও জানি প্রভু, তুমি দীনদয়াল, তুমি

পতিতপাবন, তাই তো তোমার দুয়ারে জীবনের যত দুর্বিসহ বোঝা নামাতে আসি। আমরা জানি, আমরা যতই পাপী হই না কেন, যতই পতিত অপরাধী হই না কেন, হতাশহৃদয়ে তোমার নিকট হ'তে প্রত্যাখ্যাত হবো না। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝেছি, প্রভু, জগতে একমাত্র একটি শান্তিপ্রদ স্থান আছে, তা তোমার চরণাশ্রয়। আমাদের বিমুখ করো না প্রভো, তোমার স্নেহশীতল ক্রোড়ে আমাদের তুলে নাও। — কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে আমরা এই মন্ত্রের যে-সব ব্যাখ্যা দেখতে পাই, তার ভাব সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, — 'যে সব জলরাশি নীচে আসে, তা তুমিই মোচন ক'রে দাও এবং বৃত্রকে বধ করো। হে ইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হ'য়ে জন্মেছ, বিশ্বকে পালন ক'রে থাকো। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জেনে আমরা কাছে এসেছি। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ ছিন্ন হ'য়ে যাক।' — 'সিন্ধু' শব্দে প্রচলিত মতে নদীপ্রবাহকে লক্ষ্য করে, আমরা ব'লি 'অমৃতপ্রবাহ' ; 'অধরাচঃ' পদের অর্থ— অধোমুখে গমনকারী। প্রচলিত মতে, এটা নদীপ্রবাহের গতি বা নিম্নগতি ; আমরা ব'লি, দীনতাসম্পন্ন তথা নতমস্তকে ঈশ্বরের শরণার্থী সাধকগণ;]।

১৪/৩— হে ভগবন্! আমাদের সকল শত্রুভূত মানুষ সম্যক্‌রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হোক; হে দেব! আমাদের প্রার্থনা আপনার জন্যই উদ্‌গত হোক। বলাধিপতি হে দেব! যে শত্রু আমাদের হিংসা করে সেই শত্রুর জন্য বিনাশ প্রেরণ করেন, অর্থাৎ তাকে বিনাশ করেন। আপনার যে দান, সেই দান আমাদের পরমধন প্রদান করুক ; শত্রুদের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন রিপুজয়ী হই ; ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন প্রদান করুক)। [মন্ত্রের প্রথম অংশ ও শেষ অংশের ভাব এক ; উভয় এই রিপুনাশের, রিপুর শক্তিনাশের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। বিশেষতঃ মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা প্রণিধানযোগ্য। এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রেই আছে— 'শত্রুদের ধনুতে আরোপিত যে জ্যা তা বিনষ্ট হোক'— এটাই প্রার্থনা। এখানে শত্রুদের ধনুর্বাণধারী রিপু ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। তার তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করে, আমাদের হৃদয়স্থ সৎ-বৃত্তিরাজিকে ধ্বংস করে। তাদের সেই অধিরোপিত জ্যা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ যদি তাদের অনিষ্টকারিণী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে মানুষ তাদের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। শত্রু ধনুতে বাণযোজনা করে আমাদের আক্রমণ করে, শরই তার প্রধান অস্ত্র, সেই শর যদি জ্যাচ্যুত হয়, অথবা জ্যা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বহুপরিমাণে রিপুর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে (অন্তঃশত্রু) রিপুবর্গকে হীনবল করা যায়? সাধনার দ্বারা রিপুনাশের শক্তি যেমন বর্ধিত হয়, ঠিক সেইভাবে শত্রুদের শক্তিও বিনষ্ট হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যটিই প্রখ্যাপিত হয়েছে। — মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে একটি— 'যারা দান করে না, এমন সব শত্রু দৃষ্টিপথ থেকে দূর হোক। আমাদের স্তবগুলি চলতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, তুমি তার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ করো। তোমার যে দানশীলতা, তা আমাদের ধন দান করুক। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক।' — আমাদের মন্ত্রার্থের সাথে এই অনুবাদ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, মন্ত্রের ভাবের দিক দিয়ে খুব বেশী পার্থক্য নেই]।

১৫/১— পাপহারক হে দেব! পরমধনসম্পন্ন আপনার উপাসক পরমধনসম্পন্নই হন ; আপনার ন্যায় পরম ধনবান্ পবিত্রকারক দেবতার স্তোতা ধনসম্পন্ন হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ পরমধন লাভ করেন)। [যিনি যে ভাবের অনুসরণ করেন তিনি

সেইভাব প্রাপ্ত হন। যে সাধক যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি সেই দেবতার সাযুজ্য এবং সারূপ্য লাভ করেন। এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমধনসম্পন্ন দেবতার উপাসক ধনলাভ করেন। — এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে,— দেবতা কি? আরাধনার অর্থ কি?— প্রকৃতপক্ষে মানুষই দেবতা, কেবলমাত্র অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকার জন্যই মানুষ আপন দেবত্বকে বিস্মৃত হয়ে থাকে। ঈশ্বরের কৃপায় যখন সে সাধনার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করে, তখনই সে দেবতা হয়। দেবত্বলাভের জন্য, নিজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত মহাশক্তিকে জাগরিত করবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। সাধনার অর্থ— মানুষের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-দত্ত মহাশক্তির উদ্বোধন ও তার সৎ-ব্যবহার। কোন উচ্চ মহান্ আদর্শের অনুসরণে তা সম্ভবপর হয়। সেই উচ্চ আদর্শ-দেবতা। দেবতার আরাধনার অর্থ— দেবভাবের অনুসরণ ; দেবপূজার অর্থ— নিজের মধ্যে দেবত্বের উদ্বোধন। সুতরাং যে দেবতা যে গুণ বা ভাবসম্পন্ন, তাঁর সাধকও সেই গুণ বা ভাব প্রাপ্ত হন। যিনি ধনের আকাঙ্ক্ষী তিনি ধন পাবেন। যিনি জ্ঞানের প্রার্থী, তিনি জ্ঞানলাভ করবেন। —'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশীঃ।'— কিন্তু এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে— দেবতা কি বহু? দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ বহু নন,— তিনি এক অব্যয়। তাঁর বিভূতি বহু। সাধক নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই পূর্ণস্বরূপের কোন বিশেষ বিভূতির আরাধনা করেন। ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করবার শক্তি সকলের নেই। সুতরাং সকল শ্রেণীর সাধক পূর্ণব্রহ্মের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন না। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ। শাস্ত্রে আছে— সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম অরূপ — অনাম। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্— এক এবং দ্বিতীয়রহিত। তবে আমরা বহুর পরিচয় পাই কিভাবে? সে একেরই বিকাশ বহু। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বিভূতি বিভিন্ন সাধক কর্তৃক বিভিন্ন নামে পূজিত হয়। কিন্তু এই আংশিক ব্রহ্মানুভূতি অথবা ব্রহ্ম-উপাসনা মানুষকে পূর্ণমুক্তি দিতে পারে না। তাই বলা হয়— দেবতার উপাসনায় সেই দেবতাকেই বা দেবভাবকেই পাওয়া যায়, মুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও এই দেব-উপাসনা মানুষকে ভগবৎ-অভিমুখে নিয়ে যায়, অবস্তু থেকে সৎ-বস্তুর দিকে তাকে প্রেরণা দেয়। এই দিক দিয়ে দেব-উপাসনার মূল্য অসীম, কারণ তা-ই সাধককে পরিণামে ব্রহ্ম-উপাসনায় পৌঁছিয়ে দেয়। মন্ত্রে এই দেব-উপাসনারই মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। —এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে হর্যশ্ব (হরি নামক অশ্ববাহিত রথারোহী ইন্দ্র)! তুমি ধনবান্, তোমার স্তোতা ধনবান্ হয়। তোমার মতো ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়।' —আমরা 'হরিবঃ' পদে 'পাপহারক হে দেব' অর্থই পূর্বাপর সঙ্গত মনে ক'রে আসছি]।

১৫/২— অভক্তের (অস্তোতার) শত্রু সেই ভগবান্, অভক্তের পঠ্যমান্ বা উচ্চারিত বেদমন্ত্রও গ্রহণ করেন না এবং গীয়মান্ সামমন্ত্রও শ্রবণ করেন না। (ভাব এই যে,— হৃদয়ে যদি ভক্তি সঞ্জাত না হয়, তাহলে মন্ত্রের উচ্চারণে কোনই ফল নেই)। [এই মন্ত্রটির একটি অভিনব পদ—'নাগোঃ'। ঋগ্বেদে এটি 'আগোঃ' রূপে পঠিত হয়। সায়ণের ভাষ্যে 'অগোঃ' পাঠ-গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুসারে ঐ পদের অর্থ দাঁড়িয়েছে—'অস্তোতুঃ' (অস্তোতার)। এই রকমভাবে আরও কয়েকটি পদের অন্তর্ভুক্ত বর্ণের ঋগ্বেদ-সামবেদ বা ভাষ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ফলে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে—'অস্তোতার শত্রু ইন্দ্র হোতার পঠ্যমান্ শস্ত্রকেও (মন্ত্রকেও) জানতে থাকেন ; সম্প্রতি প্রস্তোতাদের দ্বারা গীয়মান গাতব্য সাম অথবা গায়ত্রাখ্য সাম জানছেন। এই কারণে আমরাও সেই

ইন্দ্রকে স্তব ক'রি।' এই ভাষ্যার্থেরই অনুসরণে মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচারিত আছে। তা এই—'ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্যমাণ উক্থ জানতে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্রও গান করা হয়েছে।' এরকম হিন্দী অনুবাদও প্রচারিত আছে। — কিন্তু আমাদের মন্ত্রার্থে সম্পূর্ণ অন্য ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,— 'অন্তরে অনুধ্যান করো, মুখে মন্ত্র উচ্চারিত বা নীত হোক, তাহলেই ভগবান্ তা গ্রহণ করবেন।' — এটাই সঙ্গত]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-১২-দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৫/৩— বলাধিপতি হে দেব! রিপুর জন্য আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, অর্থাৎ রিপুকবল হ'তে আমাদের উদ্ধার করুন, এবং ভীষণকবলে পরিত্যাগ করবেন না। হে শক্তিমান্ দেব! আপনি সৎকর্মের দ্বারা আমাদের উপদেশ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুর কবল থেকে উদ্ধার করুন— আমাদের পরাশক্তি প্রদান করুন)। [রিপুর জন্য পরিত্যাগ করার অর্থ কি? রিপুদের কবলে পরলে তারা মানুষকে তাদের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করে। রিপুদের দাসরূপে মানুষের জীবনের সকল সৌন্দর্য মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রার্থনায় বলা হয়েছে, রিপুদের কবলে আমাদের সমর্পণ করবেন না। আমরা তো রিপুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়েই আছি, তবে রিপুকবলে আবার পরিত্যাগ করার অর্থ কি? রিপুকবলে আমরা আছি সত্য, কিন্তু ভগবান্ কৃপা করলে রিপুদের আক্রমণ থেকে, তাদের প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন। এই প্রার্থনার মর্ম এই যে,— ভগবান্ যেন দয়া ক'রে আমাদের রিপুদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। 'মা শর্ধতে' মন্ত্রাংশের একই মর্ম। ভীষণ রিপুগণের কবলে আমরা যেন পতিত না হই। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— ' হে ইন্দ্র! তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে পরিত্যাগ করো না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করো না, হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! তুমি আপন কর্মবলে আমাদের ধনদান করো।' —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৬/১—বলৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানভক্তি ইত্যাদির সাথে অজ্ঞানন্ধ আমার প্রার্থনার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হোন। দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেব-ভাব আমাকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! অজ্ঞান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাকে সকল রকমে সত্ত্বভাব প্রদান করুন)। [মানুষ যখন নিজের দুর্বলতা-হীনতা বুঝতে পেরে সেই হীনতা-দুর্বলতা পরিহারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। আর সেই প্রার্থনা যদি হৃদয়ের প্রার্থনা হয়, ঐকান্তিক প্রার্থনা হয়, তাহলে প্রার্থনাকারী যতই ক্ষুদ্র ও পতিত হোক না কেন, সে উদ্ধার পায়। বিশেষভাবে মানুষ নিজের অসম্পূর্ণতা— নিজের অভাব অনুভব করতে পেরে, তা দূর করবার জন্য প্রার্থনা করলে ভগবান্ তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। নিজের এই দৈন্যের জ্ঞান সহজে জন্মায় না। মানুষ নিজেকে বড় ব'লে— জ্ঞানীগুণী ব'লে ভাবতেই অভ্যস্ত। অন্যের কাছে দূরে থাকুক, নিজের কাছেও মানুষ নিজের দৈন্য স্বীকার করতে চায় না। সে নিজেকে বড় ভেবে আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা নিজেকে অধঃপাতের দিকে প্রেরণ করে। সুতরাং যিনি নিজের দৈন্য বুঝতে পারেন, তিনি অন্তরের সাথেই ভগবানের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করেন। নিজের অজ্ঞানতা-অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্য তিনি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন। — এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সাথে আমাদের যথেষ্ট অনৈক্য ঘটেছে। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সাথে কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে আগমন করো। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন ; হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।' এখানে 'দীপ্তহব্যবিশিষ্ট' পদ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করছে। নতুবা, হঠাৎ একজন তৃতীয়

ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে কিছু বলার অর্থ থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে, একটু তরল ভাষায় বলতে গেলে—ধুলোপায়েই বিদায় দেবার অর্থ কি? আবার সেই অর্থ কি? আবার সেই অর্থ করা হয়েছে— বহু কষ্ট—কল্পনার সাহায্য নিয়ে। আমরা এত কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন মনে ক'রি না]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-১২দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৬/২— বৃক যেমন মেষীকে কম্পিত করে। দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোককে শাসনকারী আপন দেবভাব আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— মানবগণ রিপুপরিবেষ্টিত আছে, ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের দেবভাব প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের নিত্যসত্যপ্রখ্যাপনে—ব্যাঘ্র যেমনভাবে দুর্বল মেষীর হৃদয়কে কম্পিত করে, যেমনভাবে মরণভয়ে ভীত করে, ভীষণ রিপুগণ তেমনভাবে মানুষকে, মানুষের হৃদয়কে কম্পিত করে। — এই উপমার সার্থকতা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। বৃক অর্থ নেকড়ে বাঘের কোন প্রয়োজন না থাকলেও কেবলমাত্র স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই পশুবধ করে। বৃকের যা ক্রীড়া, মেষ ইত্যাদির পক্ষে তা-ই মৃত্যু। রিপুর কবলে পড়লে, ঐরকমভাবেই মানুষের মৃত্যু—আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটে। মানুষের অন্তরাত্মা রিপুদের আক্রমণের ভীষণতা অনুভব ক'রে কম্পিত হন। এই ভীষণ রিপুগণের কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে না পারলে, তার অনিবার্যফল— মৃত্যু। রিপুদের তাতেই আনন্দ ও তৃপ্তি। — দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মূল ভাব এই, —'দিবং যয'— দেবভাব আমাদের প্রদান করো। কে প্রদান করবে? —'দিবাবসো'— দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন দেবতা। আরও বলা হয়েছে— তিনি 'দিবঃ অমুষ্য শাসতঃ'— স্বর্গলোকের শাসনকারী। সুতরাং তিনিই আমাদের দেবভাব প্রদান করতে পারেন। — আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে— মন্ত্রের প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের কি সম্পর্ক আছে?— রিপুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য দেবভাবের প্রয়োজন। তাই প্রথম অংশে রিপুর ভীষণতা বর্ণনা ক'রে তার কবল থেকে উদ্ধারলাভ করবার উপায়ভূত দেবভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। সুতরাং এই উভয় অংশের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। — মন্ত্রটির প্রচলিত বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে—'বৃক যেমন মেষীকে কম্পিত করে তেমনি এই যজ্ঞে অভিযব-প্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।'— ভাষ্যকার বলেছেন—'নেমিঃ' সোম-লতাং। আমরা 'নেমিঃ' পদে 'হৃৎ-চক্র' বা 'হৃদয়' লক্ষ্য ক'রি]।

১৬/৩— হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন প্রার্থনাপরায়ণ সাধক পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা এবং প্রার্থনার দ্বারা ইহজগতে আপনাকে প্রাপ্ত হন। দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেবভাব আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, — সাধকবর্গ কঠোর সাধনার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের দেবভাব প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশ,— 'সোমী গ্রাবা ইহ ঘোষেণ আবক্ষতু'— শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন কঠোরসাধনাপরায়ণ ব্যক্তি আপনাকে লাভ করেন। কিভাবে লাভ করেন? উত্তর—'গ্রাবা'—কঠোর সাধনার দ্বারা। শুধু তাই নয়, 'ঘোষেণ' অর্থাৎ প্রার্থনার দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।— মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। এই প্রার্থনা পূর্ববর্তী দু'টি মন্ত্রেই আছে। 'দিবাবসো' পদের দ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। তিনিই দিব্যজ্যোতিঃর আধার, সেইজন্যই তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনার বিষয়— দেবভাব। তিনি দেবভাবের—মহত্ত্বের আধার। তাই তাঁর চরণে— এই প্রার্থনা।

—কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদির ভাব ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'এই যজ্ঞে সোমবান অভিষব-প্রস্তর শব্দ ক'রে ধ্বনির সাথে তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।'— এটাতে কি সুষ্ঠুভাব পাওয়া যায়? 'তোমাকে দান করুন'—এর 'তোমাকে' কে? সোমলতা? আবার 'শব্দ ক'রে ধ্বনির সাথে' অংশেই বা কি ভাব প্রকাশ করে? এই ব্যাখ্যার প্রথম অংশ আমাদের কাছে অর্থহীন ব'লেই মনে হয়। এই মন্ত্রের হিন্দী অনুবাদ—'হে ইন্দ্র! ইস যজ্ঞমে সোমওয়ালা শব্দ করতা হুআ অভিষব কা পাষাণ ধ্বনিকে সাথ তুঝে সোম পহুঁচাওয়ে। ইস ইন্দ্রকে দ্যুলোককা শাসন করতে সময় হম বড়ে সুখমে রহতে হ্যায়। হে দীপ্তধনওয়ালে ইন্দ্র! তুম স্বর্গলোককো পধারো।'—এ যেন মূল মন্ত্রটি না পড়েই, শুধু ভাষ্যার্থ দেখেই অনুবাদ]।

১৭/১— হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতোপম আপনি পরমানন্দ প্রদান ক'রে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। [এই প্রার্থনার দ্বারা এটাই স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, শুদ্ধসত্ত্বই বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করাটাই জীবনের চরম সার্থকতা নয়, তার দ্বারা অন্য উচ্চতর মহত্তর বস্তু লাভ করাই চরম উদ্দেশ্য। অবশ্য শুদ্ধসত্ত্ব সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরম সহায়। তাই প্রথমে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। — সোমের বিশেষণগুলি দেখলেই সোম যে কি পদার্থ, তা উপলব্ধ হবে। সোম 'মধুমত্তমঃ' অর্থাৎ যার থেকে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষের পক্ষে অমৃততুল্য। কারণ শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে পরমবস্তু দিতে পারে। ভগবানের কৃপায় সাধনশক্তি লাভ ক'রে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ ঘটালে মানুষ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক-আধিদৈবিক দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার লাভ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ উপভোগ করতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই মানুষ সেই পরমানন্দের অধিকারী হয়। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে 'মন্দয়ন' পদ প্রযুক্ত হয়েছে। — প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু আর কিছুই নেই; তুমি ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য রক্ষিত হও।' 'ইন্দ্রায় পদের অর্থ করা হয়েছে 'ইন্দ্রের আনন্দবিধানের জন্য। কিন্তু 'ইন্দ্রায় মন্দয়ন' পদ 'সোম' পদের সাথে সংসৃষ্ট। 'ইন্দ্রায়' পদের অর্থ ইন্দ্রকে লাভ করবার জন্য। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতির লক্ষ্য মাদকদ্রব্য সোমরস, এবং তা ইন্দ্রের আনন্দের জন্য কল্পিত হয়েছে ব'লে তাঁদের ধারণা।— এরকম হিন্দী অনুবাদও আছে]।

১৭/২— পবিত্রকারক, পরাজ্ঞানদায়ক, নির্মল শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করেন)। ['একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস, যাদের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নেই, তারা প্রস্তুত হবার সময় শব্দ করতে লাগল।' কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলির দ্বারা এই অর্থ কিছুতেই সমর্থিত হ'তে পারে না। 'যাদের তুল্য....কিছুই নেই'— এই অর্থ-জ্ঞাপক কোনও পদ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশ ব্যাখ্যাকার কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? ভাষ্যেও এর অর্থবোধক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আবার প্রচলিত মত অনুসারেও যদি এই মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যাই গৃহীত হয়, তথাপি 'বিপশ্চিতঃ' পদের 'মেধাবিনঃ' অর্থ করলে মদ্যপের প্রলাপ ব'লেই মনে হবে। 'সোমরস' মেধাবী হয় কিভাবে? আবার শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও এই অর্থ প্রযুক্ত হ'তে পারে না। 'বিপশ্চিতঃ' পদের স্বাভাবিক অর্থ 'মেধাবিনঃ' 'জ্ঞানিনঃ' হয় সত্য, কিন্তু বর্তমানস্থলে জ্ঞানদায়ককেই লক্ষ্য করছে। তাই আমরা

ঐ পদে 'পরাজ্ঞানদায়ক' অর্থ গ্রহণ করেছি। বলা বাহুল্য এটি সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারে না, পারে শুদ্ধসত্ত্বের প্রসঙ্গেই। তাই আমরা 'সোম' অর্থে শুদ্ধসত্ত্বই পূর্বাপর গ্রহণ ক'রে আসছি। 'সুতাসঃ' পদের 'পবিত্রকারক' অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। 'শুক্রাঃ' পদের স্বাভাবিক অর্থ—'শুভ্রবর্ণ'; কিন্তু শুভ্রতা পবিত্রতা ও নির্মলতার চরম আদর্শ ব'লে 'শুক্রাঃ' পদে 'নির্মলা' অর্থ গৃহীত হয়েছে]।

১৭/৩— সৎকর্মসাধন যেমন আত্মশক্তি উৎপাদন করে, তেমনভাবে আত্মশক্তিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবানের গ্রহণের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব তাঁদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকেরা ভগবানকে পাওয়ার জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে সমুৎপাদিত করেন)। [এই মন্ত্রে সাধনপদ্ধতির একটি ক্রম পরিবর্ণিত হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে— 'রথা ইব' অর্থাৎ সৎকর্ম সাধনের দ্বারা যেমন আত্মশক্তি উৎপন্ন হয়। এর পরের অংশে সেই আত্মশক্তি থেকে সমুৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে। যাঁরা আত্মশক্তিসম্পন্ন তাঁরা অনায়াসেই ভগবানের উপাসনায় অথবা ভগবৎ-আরাধনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করতে সমর্থ হন। আমাদের সাথে ভাষ্য ইত্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মন্ত্রটির একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'এইসকল সোমরস দেবতাদের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছে। এরা রথের ন্যায় বিপক্ষদের নিকট হ'তে সম্পত্তি হরণ ক'রে এনে দেয়।' ভাষ্যকার আবার 'বাজয়ন্ত' পদের অর্থ করেছেন 'যজমান বা ভক্তকে শক্তিদান করতে ইচ্ছাকারী'। এই ইচ্ছাকারী কে? ভাষ্যকার বলছেন—'সোমাঃ' অর্থাৎ সোমরস। সোমরস কিভাবে শক্তিদান করতে পারে, আমরা বুঝতে পারি না। আমরা মনে ক'রি 'বাজয়ন্তঃ' পদে আত্মশক্তিসম্পন্ন সাধককেই লক্ষ্য করে]।

●

পঞ্চম খণ্ড

(সূক্ত ১৮)

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনুং সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।
য উর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা।
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনুশুক্রশোচিষা আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ॥ ১॥
যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্।
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ॥ ২॥
স হি পুরূ চিদোজসা বিরুক্মতা দীদ্যানো ভবতি দ্রুহন্তরঃ পরশুর্ন দ্রুহন্তরঃ।
বীড়ু চিদ্ যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্ বনেব যৎ স্থিরম্।
নিষ্ষহমাণো যমতে নাযতে ধন্বাসহা নাযতে॥ ৩॥

(সূক্ত ১৯)

অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো।
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যাং৩দধাসি দাশুষে কবে॥ ১॥
পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা।
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে॥ ২॥
ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ।
ত্বে ইষঃ সন্দধুর্ভূরিবর্পসঃ চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ॥ ৩॥
ইরজ্যন্নগ্নে প্রথমস্য জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য।
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি দর্শতং ক্রতুম্॥ ৪॥
ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্॥ ৫॥
ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যা মানুষা যুগা॥ ৬॥

মন্ত্রার্থ—১৮সূক্ত/১সাম— দেবগণের আহ্বানকারী অর্থাৎ দেবভাবসমূহের জনক, অতিশয়িত-রূপে দাতা অর্থাৎ পরমধনপ্রদাতা, সকলের নিবাসহেতুভূত, সকল শক্তির আধার অর্থাৎ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রজননকারী, তত্ত্বদর্শী আত্ম-উৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের ন্যায় সর্বতত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে স্তুতি ক'রি। পূর্বোক্ত প্রভাবসম্পন্ন সেই ভগবান্ সৎকর্মসমূহে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করবার জন্য, সাধকের হৃদয়ে দেবভাবের উৎপাদক সামর্থ্য উৎপাদন করেন ; এবং সেই ভগবান্ প্রদীপ্ততেজস্ক জ্ঞানভক্তিসহযোগে দীয়মান ভগবৎসম্বন্ধযুত শুদ্ধসত্ত্বের অনুক্রমে গ্রহীত হন অর্থাৎ গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,— ভগবানের অনুসরণ জ্ঞানপ্রাপ্তিমূলক। এই জন্যই সাধুগণ সৎ-জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা যেন জ্ঞানার্থী হই। হে ভগবন্! আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন করুন ; তাতে আমাদের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হোক)। [আমরা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্ত্রটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম ভাগে প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে নিত্যসত্য ও আত্ম-উদ্বোধনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম অংশে ভগবানে পূজার সঙ্কল্প আছে। সেখানে যদিও নির্গুণে গুণের সমাবেশ করা হয়েছে, তথাপি সেই সগুণত্বের মধ্যে সেই সেই গুণে গুণান্বিত হবার উদ্বোধনাই দেখতে পাই। পুনঃ পুনঃ গুণকীর্তন করতে করতে, গুণময় গুণাতীতের গুণবিশেষণের আলোচনায় রত হ'তে হ'তে যদি সে গুণের আভাষমাত্রও পেতে পারি,— এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের গুণ-অনুকীর্তনে, নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় ভাবে পরিদর্শন সেই গুণময়ের স্তুতি ক'রি, প্রার্থনার বা সঙ্কল্পের তাৎপর্য, আপনাকে সেই গুণের অংশভাগী করবার উদ্বোধন। যদি সে গুণের কণামাত্র আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই আমার জীবন সার্থক হ'তে পারে। মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে এক নেওয়া-দেওয়ার অভিনয় দেখা যায়। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে— ভগবান্ সৎকর্মসাধনসামর্থ্য উৎপন্ন করেন, সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার ক'রে দেন। তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে, সাধক জ্ঞানভক্তি-সহযোগে ভগবৎ-সম্বন্ধযুত যে সত্ত্বভাব প্রদান করেন, ভগবান্

তা গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হন। তাঁরই দেওয়া সামগ্রী তিনিই আবার গ্রহণ করেন। বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায়, আমরা যত-কিছু সামগ্রীই তাঁকে অর্পণ ক'রি না কেন, সবই তো পড়ে থাকে, তিনি নেন কই? তবে কি বধির, জড়পিণ্ড? তা নয়। ডাকার মতো ডাকতে পারলে, ভগবান্ তা শুনতে পান ; দেবার মতো দিতে পারলে, ভগবান্ তা গ্রহণ করেন। (ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিদুর, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী তার প্রমাণ)। আসলে সকল কামনা রহিত হয়ে, তাঁকে পাবার জন্য আকুলতম আহ্বান তিনি শুনতে পান। আমার আমিত্বহীন সামগ্রী কোন ফললাভের আশা না রেখে তাঁকে সমর্পণ করতে পারলে তিনি তা গ্রহণ করবেনই। ফলতঃ নিঃস্বার্থ দান, নিষ্কাম প্রার্থনাই ভগবানের গ্রহণযোগ্য। এছাড়া কোনও আহ্বান তিনি শোনেন না, কোনও দানই তিনি গ্রহণ করেন না। চাই—আত্মদান, চাই— সর্বস্ব সমর্পণ, চাই,— 'আমিত্ব' ঘুচিয়ে তন্ময়তা। আমিই তো তিনি, সুতরাং তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো তাঁকেই তাঁর পাওয়ার অভিলাষ। যা কিছু সামগ্রী, সবই তো তাঁরই দেওয়া, সুতরাং যা কিছু সমর্পণ সে তো তাঁরই সামগ্রী তাঁকে দান। মনে এই ভাবের উদয় হলেই, এই পরমজ্ঞান লাভ হ'লেই, পরমার্থ-সমাবেশে ভগবান্ এসে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হবেন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিগূঢ় তত্ত্বের বিকাশ হয়েছে ব'লেই আমরা মনে ক'রি। — মন্ত্রের অন্তর্গত 'সহসঃ সূনুঃ' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই অগ্নিকে 'বলের পুত্র' ব'লে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে অগ্নির বিবিধ পর্যায়, নির্দিষ্ট হয়। তার মধ্যে মন্থনাগ্নিকে তাঁরা 'সহসঃ সূনুঃ' ব'লে অভিহিত করেন। কাষ্ঠ মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদনকালে বলের আবশ্যক হয়। তা থেকে অগ্নির ঐরকম ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়ে থাকে। আমাদের মতে, এ অগ্নি সাধারণ অগ্নি নয়। আমরা এ অগ্নিকে 'জ্ঞানাগ্নি' ব'লে অভিহিত ক'রি। 'অগ্নি' তথা 'জ্ঞানাগ্নি' যে সকল শক্তির আধার, তা অবশ্যই স্বীকার্য। — একটি প্রচলিত অনুবাদ— 'কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাসভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা ব'লে সম্মান ক'রি। যজ্ঞনির্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেবপূজা সমর্থ হয়ে, চতুর্দিক প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ ক'রে নিজ শিখার দ্বারা তা প্রার্থনা করছেন।' — ব্যাখ্যার ভাব ব্যাখ্যায়ই পরিব্যক্ত। সেই সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৪অ-১২দ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১৮/২— জ্যোতির্ময় পরাজ্ঞানদায়ক হে দেব! জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরম-আরাধনায় আপনাকে মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনাকারী আমরা যেন আরাধনা করি ; জ্ঞানযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা যেন আরাধনা ক'রি ; দেবভাবতুল্য উন্নতিবিধায়ক আত্ম-উৎকর্ষ সাধকদের দেবভাবপ্রদায়ক অভীষ্টবর্ষক পরমজ্যোতির্ময় যে দেবতাকে সকল লোক প্রকৃষ্টরূপে পূজা করেন, প্রার্থনাপরায়ণ আমরা সেই দেবতাকে মোক্ষলাভের জন্য যেন আরাধনা ক'রি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করতে সমর্থ হই)। [মন্ত্রটির একটি প্রচলিত অনুবাদ— হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি! আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যবর্গের উপকারের জন্য মননসাধন অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান ক'রি। সর্বতোগামী সূর্যের ন্যায় তুমি যজমানদের জন্য দেবতাদের আহ্বান ক'রে থাকো। তুমি কেশের ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। যজমানগণ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুক।' অন্য একটি হিন্দী অনুবাদও 'হে মেধাবী আউর প্রজ্বলিত জ্বালাওয়ালে অগ্নিদেব!' ব'লে সম্বোধন ক'রে প্রায় একইরকমভাবে মন্ত্রটিকে উপস্থাপিত করেছে। এই অনুবাদগুলি, বলাই বাহুল্য, ভাষ্যকে অনুসরণ ক'রেই বিরচিত। 'অঙ্গিরসাং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন,— 'অঙ্গিরা অঙ্গারতঃ, যে অঙ্গিরা

আসংস্তেঽঙ্গিরসঃ ভবন্' ; কিন্তু 'অঙ্গিরা' শব্দে যে জ্ঞানীকে বোঝায় তা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। 'অঙ্গিরসং জ্যেষ্ঠং' পদ দু'টিতে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীকে বোঝায়। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানের চরম-উৎকর্ষস্থান ভগবান্। সুতরাং মন্ত্রের লক্ষ্য ভগবান্। অন্যপদ 'যজিষ্ঠং' অর্থাৎ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আরাধনায়, যাঁর অপেক্ষা পূজ্য আর কেউ নেই অথবা থাকতে পারে না। সে তো ভগবানই। দু'টি সম্বোধন পদ— 'বিপ্র' ও 'শুক্রঃ'। — 'বিপ্র' অর্থাৎ জ্ঞানী। এই বিশেষণই 'অঙ্গিরসাং জ্যেষ্ঠং' পদ দু'টিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। —'শুক্রঃ' অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। তিনিই সর্বজ্যোতিঃর আধার ভগবান্। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ব্যপদেশে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। 'চর্ষণীনাং হোতারং' পদ দু'টির ভাব এই যে,— যাঁরা আত্ম-উৎকর্ষ-সাধনশীল, তাঁদের যিনি দেবভাব ইত্যাদি প্রদান করেন, সেই দেবতাকে যেন আমরা পূজা ক'রি। কি উদ্দেশ্য ?—তার উত্তর—'জূতয়ে'—মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য। ভগবানের আরাধনার দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। 'শোচিকেশং' পদের ভাষ্যার্থ—'কেশের ন্যায় অত্যন্ত জ্বালাবিশিষ্ট'। কিন্তু তার দ্বারা কোন ভাব অধিগত হয় না। 'শোচিস্' শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। যাঁর শিরোদেশে জ্যোতিঃ আছে ; অর্থাৎ জ্যোতিঃই যাঁর শ্রেষ্ঠ বস্তু অথবা জ্যোতিঃই যাঁর শোভা, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতাকে 'শোচিকেশং' পদে বোঝাচ্ছে)।

১৮/৩— ভগবান্ই জ্যোতির্ময় শক্তির দ্বারা, কুঠার যেমন বৃক্ষের ছেদক হয়, তেমনভাবে শ্রেষ্ঠতম শত্রুনাশক হন। যে দেবতার কৃপালাভে পাষাণহৃদয় পাপীও সুশীল হয়, এবং পাষাণ ইত্যাদিও জলের ন্যায় বিগলিত হয়, সেই জ্ঞানদেব সমূলে রিপুগণকে বিনাশ করেন, পলায়ন করেন না, অর্থাৎ শত্রুগণকে বিনাশই করেন, কিন্তু পলায়ন করেন না। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপালাভে পাপীও সাধু হয়ে যায় ; ভগবানই সাধকদের রিপুগণকে বিনাশ করেন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'অগ্নিবিশেষ দীপ্তিবিশিষ্ট জ্বালার দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান ; তিনি বিদ্রোহীদের ছেদনার্থে পরশুর মতো বিনাশে অমোঘ ; তাঁর সাথে মিলিত হ'লে দৃঢ় ও স্থির বস্তুও জলের মতো শীর্ণ হয়। শত্রুপরাভবকারী ধনুর্ধর যেমন পলায়ন করে না, অগ্নিও তেমন (শত্রুদের) অভিভবকার্য থেকে বিরত হন না।' এইরকম ভাষ্যানুসারী হিন্দী অনুবাদও আছে। — ভাষ্যের সাথে আমাদের ব্যাখ্যা তুলনীয়। মন্ত্রের প্রথম অংশ—'স হি বিরুক্মতা ওজসা দ্রুহন্তরঃ ভবতি'— তাঁর দীপ্ত তেজের দ্বারা তিনি শত্রুনাশক হন ; অর্থাৎ তাঁর পুণ্যজ্যোতিঃ বলে পাপ দূরীভূত করেন। তাঁর দীপ্ত পুণ্যজ্যোতিঃর কাছে পাপ পরাভূত হয়। কিভাবে পাপ অথবা রিপুবিনাশ করেন, তা একটি উপমার দ্বারা বোঝান হয়েছে। সেই উপমাটি —'পরশুঃ ন'। পরশু অর্থাৎ কুঠার যেমনভাবে বৃক্ষ ইত্যাদি ছেদন করে, তেমনভাবে ভগবান্ সমূলে পাপ ধ্বংস করেন। — মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ — 'যস্য সমৃতৌ বীডুচিৎ শ্রুবৎ'— যাঁর সংস্পর্শে পাষাণকঠোর হৃদয়ও বিগলিত হয়, অথবা যাঁর করুণাকণা লাভ ক'রে ভীষণ পাপীও পুণ্যাত্মা হয়ে যায়। জগতের ইতিহাসেই তার অসংখ্য প্রমাণ মেলে। এর দ্বারা মন্ত্রের 'দ্রুহন্তরঃ ভবতি' অংশেরও অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। ভগবান্ পাপ বিনাশ করেন, এবং পাপের বিনাশের সঙ্গে পাপীরও বিনাশ ঘটে, কারণ যে পাপী ছিল, তার মধ্য থেকে পাপের তিরোভাব ঘটায়, সে তো আর পাপী নয়, তখন সেই পাপী পুণ্যাত্মা হয়ে যায়। তাই ভগবান্ সম্বন্ধে 'দ্রুহন্তরঃ' পদের প্রয়োগ করা যায়। যিনি সৌভাগ্যবশে ভগবানের কৃপালাভ করতে পারেন, যিনি তাঁর করুণার আস্বাদ লাভ করতে পারেন, তাঁর জীবনই ধন্য হয়, সার্থক হয়। তাঁর জীবন পাষাণের মতো কঠিন হ'লেও তা গলে যায়, ভগবানের অর্ঘ্যরূপে সেই জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। কেমনভাবে বিগলিত

হয়, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—'বনেব' অর্থাৎ জলের মতো। পাষাণ তাঁর পরশে জল হয়ে যায়। এখানে পাষাণ বলতে পাষাণকঠোর মানবহৃদয়কেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ভগবান্ সেই শত্রুগণ অথবা পাপীদের বিনাশ করেন। এই বিনাশের অর্থ কি তা ইতিপূর্বেই বিবৃত করেছি। আবার, তিনি অপরাজিত চিরজয়শীল। সর্বত্রই তাঁর জয়লাভ হয়। অর্থাৎ যখন পাপের, অধর্মের সাথে পুণ্যের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন সেই পুণ্যশক্তিই জয়যুক্ত হয়, পাপ পরাজিত হয়। নচেৎ পাপের দ্বারা বিশ্ব ধ্বংসমুখে পতিত হতো। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশে পুণ্যের জয় হয়ে থাকে। আজ হোক, কাল হোক, পাপের বিনাশ অনিবার্য— এটাই ভগবানের মঙ্গলনীতি। মন্ত্রে সেই মঙ্গলময় নীতির মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে]।

১৯/১— হে জ্ঞানদেব! আপনার শক্তি আকাঙ্ক্ষণীয় হয় ; পরমজ্যোতির্ময় হে দেব! আপনি স্বশক্তির দ্বারা প্রশংসনীয় শক্তি আরাধনাপরায়ণ সাধককে প্রদান করুন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ বিশ্বে আলোক বিতরণ করেন, তাঁর কৃপায় সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন)। [মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। সেই জ্ঞানস্বরূপকেই সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে মন্ত্রটিকে অগ্নির গুণবর্ণনাসূচক ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে। তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাচ্ছে। ঔজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি। তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড ; তুমি ক্রিয়াকুশল ; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও।' — 'অগ্নি' বলতে কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে, তা আমরা বহুবার বলেছি। মানুষের অন্তরে থেকে যে অগ্নি তার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করছে, যে অগ্নির তেজোপ্রভায় মানুষ মোহকুহেলিকার মায়াজাল ছিন্ন করতে সমর্থ হয়, যে অগ্নিতে মানুষের সকল রকম পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়, বেদে 'অগ্নি' বলতে সেই অগ্নিকেই বোঝাচ্ছে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক পদে এই ভাবই প্রকাশ করছে]।

১৯/২— হে দেব! পবিত্রজ্যোতিষ্ক নির্মলদীপ্ত পূর্ণতেজস্ক আপনি দিব্যজ্যোতিঃর সাথে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। পুত্র যেমন তার মাতাপিতাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে, তেমনভাবে আপনি সমস্ত লোককে রক্ষা করেন ; আপনি বিশ্বকে রক্ষা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তিনি বিশ্বকে রক্ষা করেন)। [একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির সাথে উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করতে থাকে। এটি শুক্লবর্ণ ধারণপূর্বক বৃহৎ হয়ে ওঠে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করতে থাকো ; তুমি যেন পুত্র, তাঁরা যেন মাতা, সেই জন্য যেন তুমি ক্রীড়াপূর্বক তাঁদের আলিঙ্গন করো।' বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যাকার মন্ত্রটিকে অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত ব'লে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একটু আলোচনা করলেই বোঝা যায় যে, অনেকাংশে মন্ত্রটি অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হ'তে পারে না। যে অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করে, সেই অগ্নি পবিত্র হবে কিভাবে? বস্তুর অস্তিত্ব যে নষ্ট ক'রে দেয়, সে কি পবিত্র করবে? 'অগ্নি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানাগ্নি। সেই জ্ঞানাগ্নি অন্তরের সামগ্রী। যাঁর হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে অর্থাৎ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর সকলরকম হীনতা মলিনতা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। এই অগ্নি সেই জ্ঞানাগ্নি— কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহনশীল পরিদৃশ্যমান অগ্নি নয়। — 'পুত্রঃ মাতরাঃ বিচরণ উপাবসি' অংশের প্রচলিত ভাব এই যে,— অগ্নি পুত্র এবং যে অরণিকাষ্ঠ থেকে অগ্নির উৎপত্তি তা অগ্নির মাতৃস্বরূপা। সুতরাং অগ্নি যেন ক্রীড়াচ্ছলে তাদের প্রাপ্ত হন। কিন্তু এমন অর্থ যে অত্যন্ত কষ্টকল্পনাপ্রসূত তা বলাই বাহুল্য।

কারণ এই চারটি পদের মধ্যে অগ্নি এবং অরণিকাষ্ঠের সম্বন্ধ কিভাবে এল বোঝা যায় না। আমাদের ধারণা 'উপাবসি' এবং 'পৃণক্ষি' পদ দু'টির দ্বারা এক ভাবই প্রকাশ করছে, সেই ভাব— রক্ষা করা। পুত্র যেমন একান্তভাবে নিজের হৃদয়ের আদেশে তার মাতাপিতার সেবা করে, অথবা মাতাপিতাকে রক্ষা করে ভগবানও ঠিক তেমনিভাবে স্নেহের সাথে তার সন্তানসদৃশ জনগণকে রক্ষা করেন। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে— উপমাতে পিতা ও পুত্রের স্নেহকে এক করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, ভগবান্ মানুষের পিতামাতা ভ্রাতা সমস্তই। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে সকল সম্বন্ধই প্রযুক্ত হ'তে পারে। এই রক্ষার ভাব মন্ত্রের শেষাংশে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে]।

১৯/৩— শক্তিস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আমাদের প্রার্থনার দ্বারা (অথবা প্রজ্ঞার দ্বারা) আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন ; সকলরকম বিচিত্র রক্ষাশক্তিসমন্বিত সুজাত সিদ্ধি আপনাতে বর্তমান আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোন, তিনিই সকলের রক্ষক হন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে তেজের পুত্র জাতবেদা। উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ সহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হয়েছে ; তুমি আনন্দ করো। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকার সংগৃহীত উত্তম সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।'— এইরকম, ভাষ্যানুসারী, হিন্দী অনুবাদও আছে]।

১৯/৪— অমৃতস্বরূপ হে জ্ঞানদেব! শত্রুগণকে বিনাশকারী আপনি আমাদের পরমধন প্রদান করুন ; প্রসিদ্ধ আপনি পরমরমণীয় শরীরের সাথে অর্থাৎ জ্যোতির্ময় প্রকাশের সাথে বর্তমান আছেন ; আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মকে সুফলের সাথে সংযোজিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরমধন এবং সৎকর্মজনিত সুফল প্রদান করুন)। [মন্ত্রের প্রথম অংশের মধ্যে দু'টি ভাব নিহিত আছে। প্রথম ভাব— শত্রুনাশ। ভগবান রিপুনাশক। তাঁর অপার করুণাবশেই মানুষ রিপুনাশ করতে সমর্থ হয়। তাই বলা হয়েছে— 'জন্তুভিঃ ইরজ্যন'— শত্রুদের বিনাশ করতঃ, অথবা শত্রুগণের বিনাশকারী। দ্বিতীয় ভাব— পরমধন-লাভের প্রার্থনা 'অস্মে রায়ঃ প্রথয়স্বঃ'— আমাদের পরমধন প্রদান করুন। ভাষ্যকার 'অস্মে' পদে ষষ্ঠ্যন্ত 'অস্মাকং' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'প্রথয়স্য' ক্রিয়াপদের সাথে ষষ্ঠ্যন্ত 'অস্মাকং' পদের সুসঙ্গতি হয় না। ষষ্ঠ্যন্ত প্রতিশব্দ গ্রহণ ক'রে যদি ঐ অংশের অর্থ করা হয়, তা হ'লেও মূলতঃ আমাদের পরিগৃহীত অর্থেই উপনীত হওয়া যায়। মন্ত্রের মধ্যে অন্য যে একটি প্রার্থনা আছে, তার অর্থ এই যে,— আমাদের কর্ম ইত্যাদি যেন সুফলপ্রদ হয়। মানুষ কর্ম করবার অধিকারী, ফলদাতা ভগবান্। আমরা যাতে আমাদের কর্মের সুফল লাভ করতে পারি, মন্ত্রে তারই প্রার্থনা করা হয়েছে। — প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে আমর অগ্নি! নবজাত কিরণমণ্ডলে বিভূষিত হয়ে আমাদের নিকট ধন বিস্তার করো, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হয়েছ, সর্বফলদাতা যজ্ঞকে সংস্পর্শ করছ।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

১৯/৫— হে ভগবন্! সৎকর্মে প্রবর্তক প্রজ্ঞানস্বরূপ মহান্ ধনের স্বামী পরমধনদাতা আপনাকে আমরা যেন আরাধনা ক'রি। আপনি সৌভাগ্যদায়িকা মহতী সিদ্ধি এবং উপভোগ্য পরমধন সাধকদের প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই ; ভগবানই পরম ধনদাতা)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্নদান ক'রে থাক, উত্তম বস্তুও দান কর। এমন যে তুমি, সেই তোমাকে স্তব ক'রি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্বফল-উৎপাদক ধন দান করো।' অন্য একটি ভাষ্যানুগত

হিন্দী অনুবাদ— 'যজ্ঞকা সংস্কার করনেওয়ালে, শ্রেষ্ঠজ্ঞানওয়ালে আউর বহুতলে ধনকে ঈশ্বর আউর ধনদেনেওয়ালে তুম্মারি হম স্তুতি করতে হ্যায়, য্যায়সে তুম সৌভাগযুক্ত, বহুতসা ধন আউর ভোগনেযোগ্য ধন স্তুতি করনেওয়ালোকো দেতে হো।'— এই দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দী ব্যাখ্যাটি ভাষ্যেরই অনুসরণ করেছে। আমাদের মতে ভাষ্যার্থই এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে অধিকতর সঙ্গত। আমাদের ব্যাখ্যা অনেক অংশে ভাষ্যানুসারী। মন্ত্রের মধ্যে দু'টি ভাব আছে। প্রথম অংশ আত্ম-উদ্বোধক। আমরা যেন পরমমঙ্গলময় জগৎপিতার আরাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রি— এটাই প্রথম অংশের মর্ম। দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,— ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন। মন্ত্রেই এই অংশে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই পরিকীর্তিত হয়েছে]।

১৯/৬—সাধকগণ সৎকর্মসাধক (অথবা সত্যস্বরূপ মহান্) সর্বদ্রষ্টা জ্ঞানদেবকে পরমসুখলাভের জন্য অগ্রে স্থাপন করেন। হে দেব! সাধকদের প্রার্থনা শ্রবণকারী সর্ববিদিত দিব্যভাবযুত আপনাকে ভগবৎপ্রাপিকা প্রার্থনার দ্বারা সাধকগণ আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিতসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সাধকবর্গ পরমসুখলাভের জন্য সত্যস্বরূপ জ্ঞানদেবকে প্রার্থনার দ্বারা আরাধনা করেন)। [মন্ত্রের দু'টি বিভাগ। প্রথম অংশে আছে—মানবগণ সত্যস্বরূপ মহান সর্বদর্শক জ্ঞানদেবতাকে অগ্রে স্থাপন করে। কেন? 'সুম্নায়' অর্থাৎ পরম সুখলাভের জন্য। এই অংশের প্রথম ভাব ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্তন, এবং দ্বিতীয় ভাব সাধকদের আরাধনা। সাধকেরা পরম সুখলাভের জন্য কাকে আরাধনা করেন? উত্তর— 'ঋতাবানং'— 'সত্যস্বরূপং। মন্ত্রের অন্তর্গত অন্য একটি পদ 'মহিষং'। এর ভাষ্যার্থ মহান্তং' 'পূজ্যং'। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করেছি। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। যাঁরা মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্তমান সময়ের আভিধানিক অর্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, তাঁরা এস্থলে 'মহিষ' শব্দের কি অর্থ করবেন? প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রটিকে না হয় অগ্নি-অর্থক ব'লে গ্রহণ করা গেল। কিন্তু তা হ'লেও অগ্নিকে মহিষ বলার কোনও সার্থকতা আছে কি? কিন্তু যাঁরা প্রচলিত মতের অনুসারী তাঁদের এই অর্থই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভাষ্যকারও বর্তমান স্থলে মহিষ শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেননি। মন্ত্রাংশের তৃতীয় পদ— 'বিশ্বদর্শতং'। এই পদও ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক। তিনি বিশ্বকে— বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে দর্শন করেন, অর্থাৎ সমগ্রজগৎই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত। — মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আমরা 'আরাধয়ন্তি' পদ অধ্যাহার করেছি— এবং প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারই কোনও না কোনও পদ অধ্যাহার করেছেন। মন্ত্রের এই অংশের ভাব এই যে,— মানবগণ সাধকগণ সেই পরম দেবতার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেমন আরাধনা? 'যুগাগিরা' অর্থাৎ ভগবানের সাথে সংযোজনসাধক প্রার্থনার দ্বারা। যে প্রার্থনা ঐকান্তিকতার সাথে উচ্চারিত হয়, যে প্রার্থনার উদ্দেশ্য থাকে ভগবৎপ্রাপ্তি, সেই প্রার্থনাই সাধককে ভগবানের চরণতলে নিয়ে যেতে পারে, সেই প্রার্থনাই মানুষ ও ভগবানের মিলন সাধন করতে সমর্থ হয়। — প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞোপযোগী সর্বদ্রষ্টা (প্রজ্বলিত) প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করেছি। তোমার কর্ণ সবই শোনে, তোমার মতো বিস্তারশালী কিছু নেই, তুমি দেবলোকবাসী, এমন যে তুমি, সেই তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রী পুরুষে স্তব করে।'— অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

— বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—বিংশ অধ্যায়।

(দ্বিতীয়াংশ)

এই অধ্যায়ের দেবতা (সূক্তানুসারে)— ১-৩।৬।৭।১১ অগ্নি ; ৪।৫ বিশ্বদেবগণ ; ৮ ইন্দ্র ; ৯ আপ ; ১০ বায়ু ; ১২ বেন।

ছন্দ—১ কাকুভ প্রগাথ ; ২ জগতী ; ৪।৫।১১।১২ ত্রিষ্টুভ্ ; ৩।৬-১০ গায়ত্রী।

ঋষি— ১ সৌভরি কাণ্ব ; ৩ অরুণ বৈতহব্য ; ৪।৫ অবৎসার কাশ্যপ ; ৭ বৎসপ্রী ভালন্দন; ৮ গোযুক্তি ও অশ্বসূক্তি কাণ্বায়ন ; ৯ ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র বা সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ ; ১১ উল বাতায়ন ; ১২ বেন ভার্গব, ৫।৬।১ স্যম।

●

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূক্ত ১)

প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্মভিঃ।
যস্য ত্বং সখ্যমাবিথ॥ ১॥
তব দ্রপ্সো নীলবান্ বাশ ঋত্বিয় ইন্ধান সিষ্ণবা দদে।
ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি॥ ২॥

(সূক্ত ২)

তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।
তমিৎ সমানং বনিনশ্চ বীরুধোহন্তর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা॥ ১॥

(সূক্ত ৩)

অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বি রাজতি।
মহিষীব বি জায়তে॥ ১॥

(সূক্ত ৪)

যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্ত যো জাগার তমু সামানি যন্তি।
যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ॥ ১॥

(সূক্ত ৫)

অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ॥ ১॥

(সূক্ত ৬)

নমঃ সখিভ্যঃ পূর্বসদ্ভ্যো নমঃ সাকংনিষেভ্যঃ।
যুঞ্জে বাচং শতপদীম্....॥ ১॥
যুঞ্জে বাচং শতপদীং গায়ে সহস্রবর্তনি।
গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগৎ॥ ২॥
গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগদ্ বিশ্বা রূপাণি সম্ভৃতা।
দেবা ওকাংসি চক্রিরে॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ।
সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ॥ ১॥
পুনরূর্জা নিবর্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা।
পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ॥ ২॥
সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া।
বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— হে জ্ঞানদেব! আপনি যে জনের মিত্রত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ যে জন আপনার অনুগ্রহলাভ করে), সেই জনই আপন শোভনবীর্যোপেত সৎভাবজননসমর্থ রক্ষার দ্বারা প্রবর্ধিত হয়। (ভাব এই যে,— জ্ঞানদেব সর্বরক্ষণক্ষম ; অতএব, আমরা তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা সংসার সমুদ্রের পার কামনা করছি)। [ভাষ্যের মতে এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তা এই,— 'হে অগ্নি! তুমি যার সখিত্ব প্রাপ্ত হও, সে তোমার অন্ন বা বলের রক্ষাকারী পুত্র ইত্যাদি-রূপ রক্ষার দ্বারা সম্বর্ধিত হয়।' অর্থাৎ-তোমার মিত্রভূত ব্যক্তি এইরকম রক্ষার দ্বারা রক্ষিত হয় যে, তাতে তার বল সঞ্চিত হয়ে যায়। ভাষ্যের অনুসরণে একজন ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আমনন করেছেন, তা এই—' হে অগ্নি! তুমি যার সখ্য গ্রহণ করো, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষা দ্বারা প্রবর্ধিত হয়।'— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে বলা হচ্ছে— 'যে ব্যক্তির সখ্যতা ভগবান্ প্রাপ্ত হন, অথবা যিনি ভগবানের সখ্যতা

লাভ করেন, তিনি শোভনবীর্যোপেত রক্ষার দ্বারা প্রবর্ধিত হন।' এতে কি ভাব প্রকাশ পায়? তাঁর প্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়। সত্ত্বের অধিকারী হ'লেই সৎস্বরূপকে লাভের সামর্থ্য আসে। ভগবান্ সৎস্বরূপ। তাঁর সকল কর্ম-সৎ। তাঁর সকল কর্ম শোভন-কর্ম। তাঁর বীর্য শোভনবীর্য। তিনি যেভাবে যাঁকে রক্ষা করেন, তা সুশোভন আদর্শের মধ্যেই পরিগণিত। এতে বিশেষণ-বিরহিতের বিশেষণসমূহে, সেই সেই বিশেষণে বিশেষিত হবার উপদেশ আছে বোঝা যায়। এতে আর এক উদার ভাবও পরিব্যক্ত দেখি। তাতে বোঝা যায়,— ভগবানের করুণা যেমন সর্বত্র সমভাবে বর্ষিত হয়, তিনি যেমন সকলকে সমভাবে রক্ষা করেন, তুমিও তেমনি সর্বজীবে সমদর্শী হও ; পরের উপকারে, আর্তের দুঃখ-বিমোচনে, অভাবগ্রস্তের অভাব-দূরীকরণে জীবন-মন উৎসর্গ করো। ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করবার এটাই একমাত্র উপায়। — এই বোধ কিন্তু সহজে সকলের মধ্যে আসে না। অজ্ঞতাই তার প্রতিবন্ধক। সত্যজ্ঞানের অভাবই অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করতে না পারলে, সত্যের নির্মল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হ'লে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানতার বিনাশসাধন না হ'লে সত্যের সন্ধান মেলে না। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হ'লে— রিপুদস্যুর ধ্বংস-সাধনে সমুৎসুক থাকলে, সত্যের সন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান— সত্ত্বের অনুসন্ধান— ধর্মের অনুসন্ধান সৎস্বরূপের অনুস্মরণ]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (১অ-১২দ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১/২— অভীষ্টবর্ষণশীল হে দেব! সর্বদর্শক পরমধনসম্পন্ন যে দেবতা, সেই আপনার রমণীয় সত্যভূত জ্যোতিঃ সাধকদের প্রদত্ত হয়। হে দেব! আপনি মহতী জ্ঞান-উন্মেষিকা দেবীগণের উদ্বুদ্ধা হন এবং অজ্ঞানান্ধকারে বস্তুসমূহকে প্রকাশিত করেন অর্থাৎ অজ্ঞানতা বিনাশ ক'রে সকল বস্তুজাতকে জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, — সাধকেরা ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন ; ভগবান্ জনগণের অজ্ঞানতা বিনাশ করেন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে সোমসিক্ত! দ্রবিণবান নীতবান কমণীয়, ঋতুজাত, দীপ্ত অগ্নি, তোমার জন্য সোম গৃহীত হচ্ছে ; তুমি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও।' কিন্তু এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যের অমিল পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ভাষ্যানুবাদের চেয়ে ঐ বাংলা অনুবাদটিই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, ভাষ্যকার মন্ত্রের দেবতাকে অগ্নি ব'লেই সাব্যস্ত করেছেন ; কিন্তু মন্ত্রে তার কোন প্রসঙ্গ নেই]।

২/১— মোক্ষপ্রাপক ভক্তি ইত্যাদি, সত্যজাত বীজরূপ প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানকে ধারণ করেন। প্রসিদ্ধ সেই পরাজ্ঞানধারক সাধকগণ অমৃত হৃদয়ে উৎপাদন করেন ; এবং জ্যোতির্ময় সাধকগণও এইরকম উপায়ে সেই অমৃত লাভ করেন ; অপিচ, অন্তর্শক্তিযুত সাধকপ্রবর সর্বপাপবিনাশক জ্ঞান উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানী সাধকগণ অমৃত লাভ করেন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হয়ে দিন দিন একভাবে তাকে প্রসব করে।'— স্পষ্টতঃ এখানে অগ্নির জন্মবিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রে কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহনশীল অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। ভাষ্যেও এই ভাবই অনেকাংশে গৃহীত হয়েছে। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বর্তমান থাকে ব'লে কাষ্ঠকে অগ্নির গর্ভস্বরূপ বলা হ'তে পারে। কিন্তু অনুবাদকার 'যথাকালে' পদটি

কোথা থেকে পেলেন, বোঝা যায় না। এর দ্বিতীয় অংশের কোন যৌক্তিকতা কেউই প্রদান করেননি। এবং প্রচলিত মত অনুসারেও দুর্বোধ্য। জল কিভাবে অগ্নির জন্মদান করবে? বরং অনেক স্থলে অগ্নিকে জলের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র বলা হয়েছে; যেমন জল থেকে বৃক্ষ ইত্যাদির উৎপত্তি এবং বৃক্ষ থেকে অগ্নির উৎপত্তি। — ইত্যাদি। কিন্তু অগ্নিকে জলের পুত্র বলা যায় কোন্ যুক্তিতে? মন্ত্রের তৃতীয় অংশে লতাগণকে বৃক্ষ ইত্যাদির সমপর্যায়ের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।— ভাষ্যকারও যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেও সংশয় কাটে না। — আমরা মনে ক'রি, মন্ত্রের মধ্যে অগ্নির জন্মবিবরণ দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু সে কোন্ অগ্নির বিবরণ? আমরা পূর্বাপর দেখিয়েছি, বেদে অগ্নি বলতে মানুষের অন্তর্নিহিত অথবা বিশ্বস্থিত জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করে। 'ওষধীঃ' পদে মোক্ষপ্রাপক ভক্তি প্রভৃতিকে বোঝায়। ওষধী শব্দের সাধারণ অর্থ— ফল পাকলে যে সব বৃক্ষ মরে যায়। ভক্তি প্রভৃতির চরম অবস্থায়, পূর্ণবিকশিত অবস্থায় সাধকের পার্থিব অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়, তিনি দিব্যজীবন লাভ করেন। তাই ভক্তি প্রভৃতি সৎ-ভাবগুলিকে 'ওষধীঃ' বলা অসঙ্গত নয়। 'ঋত্বিয়ং' পদের অর্থ— 'ঋতজাতং'। 'ঋত' অর্থ সত্য পরাজ্ঞান সম্বন্ধেই এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হ'তে পারে। নতুবা প্রজ্বলিত অগ্নিকে 'সত্যোৎপন্ন' অথবা প্রচলিত মতানুসারে 'ঋতু থেকে উৎপন্ন' বলার কোনও সার্থকতা থাকে না। 'গর্ভঃ' পদের দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানই বিশ্বের বীজস্বরূপ। সাধকেরা সেই পরমবস্তু লাভ করেন।— জ্ঞানের সাহায্যে। 'মাতরঃ' পদে সাধকদের লক্ষ্য করা হয়েছে। এই পদের ভাষ্যার্থ— মাতৃস্থানীয়া— অর্থাৎ ধারণকারী। এই অর্থ আমরাও গ্রহণ করেছি। তাই এই অংশের ভাব হয়— সাধকেরা ভক্তি প্রভৃতি সৎ-ভাবসমূহের দ্বারা জ্ঞানলাভ ক'রে থাকেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব— সাধকগণও এক উপায়ের দ্বারা অমৃতলাভ করেন। অমৃতপ্রাপ্তির দু'টি উপায়। প্রথম উপায় জ্ঞানলাভ, দ্বিতীয় উপায় সাধনা। জ্ঞান স্বভাবতঃই অমৃতের পথে মানুষকে পরিচালিত করে। সাধনার ফলও তা-ই। — মন্ত্রের শেষাংশে 'বিশ্বহা' পদের প্রচলিত অর্থ 'বিশ্বনাশক'। কিন্তু ভগবানের কোন শক্তিই বিশ্বকে বিনাশ করে না; অধিকন্তু ভগবৎশক্তি বিশ্বকে রক্ষাই করে। 'বিশ্বহা' পদের প্রকৃত অর্থ বিশ্বের পাপনাশক। বিশ্বের পাপ নাশ করেই ভগবান্ বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। বিশেষতঃ মন্ত্রটি পরাজ্ঞান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে, সুতরাং বিশ্বধ্বংসমূলক শব্দ একেবারেই অব্যবহার্য। মন্ত্রের কয়েকটি অংশের মূলভাব একই। সেই ভাব জ্ঞান-উৎপাদন। কারা জ্ঞানলাভের অধিকারী, কি উপায়ে জ্ঞানলাভ হয়, ইত্যাদি বিষয়ই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে]।

৩/১— পরাজ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, এবং জ্যোতির্ময় জ্ঞান দ্যুলোকে বিশেষভাবে বর্তমান আছে, অপিচ, মহান্ হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানের প্রভাবে সাধকেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন, পরাজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়)। [মন্ত্রটির মূলভাব জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করা। সাধকবর্গ জ্ঞানলাভ ক'রে ধন্য হন। সেই জ্ঞানের বলে তাঁরা ভগবানের চরণে পৌঁছাতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রচলিত মত ভিন্ন। ভাষ্যানুগত একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ— 'যজ্ঞসে অগ্রণী অগ্নি ইন্দ্রকে লিয়ে হমারে দিয়ে হুএ পুরোডাশমে অধিক দিপতা হ্যায়, দীপ্ত হো কর অন্তরীক্ষমে বিশেষ প্রকাশিত হোতা হ্যায়। জৈসে মহিষী তৃণাদিসে দুধ ঘী আদি উৎপন্ন করতী হ্যায় জ্যায়সে হী দেবতাওকে অর্থ অনেকো অন্ন উৎপন্ন করতা হ্যায়।' — 'অগ্নিঃ ইন্দ্রায় পবতে'— মন্ত্রের প্রথমাংশ। ভাষ্যকার অর্থ করেছেন,— যজ্ঞেষু প্রথমং প্রণেতা অগ্নিঃ ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং পবতে

অস্মাভির্দত্তেন চর্বন্নেন পুরোডাশেন দেবানামধিকঃ ক্ষরতি।' এখানে 'পবতে' অথবা 'ক্ষরতি' পদের দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, তা বোঝা যায় না। কারণ প্রচলিত মতানুসারে 'পবতে' পদের অর্থ করা হয়— ক্ষরিত হওয়া। কিন্তু আগুন (অগ্নি) তো তরল পদার্থ নয় যে ক্ষরিত হবে। সুতরাং এখানে প্রচলিত অর্থ কিভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে? আমরা মনে ক'রি, ঐ মন্ত্রাংশে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে। জ্ঞান কিসের জন্য? তার উত্তর— 'ইন্দ্রায়'— ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য]।

৪/১— যে দেবতা চৈতন্যস্বরূপ, প্রার্থনা সেই দেবতাকে পেতে ইচ্ছা করে; যে দেবতা প্রজ্ঞানস্বরূপ, প্রার্থনা সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়; যে দেবতা চিরজাগরূক, সেই দেবতাকে সাধকহৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব বলে— 'আমি আপনার সখিত্বে নিত্যকাল থাকব।' (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধকগণ চৈতন্যস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা করেন)। [মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্যের একটি দিকই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই দিক— ভগবানের নিত্যচৈতন্য অথবা প্রজ্ঞানস্বরূপত্ব। মন্ত্রে 'যঃ জাগারঃ' এই অংশ তিনবার উল্লিখিত হয়েছে। 'জাগার' পদের ভাষ্যার্থ— 'সর্বদা বিনিদ্রঃ' অর্থাৎ যাঁর কখনও নিদ্রা হয় না। অথবা জ্ঞানলোপ হয় না। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতা ও মোহের প্রভাবাধীন। কিন্তু ভগবান্ সেই অজ্ঞানতা ও মোহের প্রভাব থেকে চিরমুক্ত। অথবা তিনি জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং জ্ঞান ও চৈতন্য যে স্থানে বর্তমান আছে সেখানে অজ্ঞানতা অথবা মোহ আসতে পারে না। আলোর মধ্যে যেমন অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমন ভগবানে অজ্ঞানতা থাকে না বা থাকতে পারে না। 'যঃ জাগার' পদ দু'টিতে ভগবানের সেই পরমশক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। — মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে বলা হয়েছে— 'সেই পরমদেবতার চরণেই মানুষের চরম প্রার্থনা— আকুল আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত হয়। পরের অংশের ভাব এই যে,— শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধকেরা সর্বদা নিত্যকাল ভগবানের সখ্যলাভের জন্য চেষ্টান্বিত থাকেন। — কিন্তু এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ভাব আছে, তাতে কাষ্ঠ ইত্যাদি দাহনশীল প্রজ্বলিত অগ্নিরই মাহাত্ম্য লক্ষ্য হয়। ভাষ্যকার যথারীতি 'সোম' শব্দে 'সোমরসের' সন্ধান দিয়েছেন]।

৫/১—জ্ঞানদেব চৈতন্যস্বরূপ হন; আমাদের প্রার্থনা সেই জ্ঞানদেবকে পেতে ইচ্ছা করে; জ্ঞানদেব প্রজ্ঞানস্বরূপ হন; প্রার্থনা সেই দেবকেই প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানদেব চিরজাগরূক হন; প্রসিদ্ধ সাধকহৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব—'আমি আপনার সখিত্বে যেন নিত্যকাল থাকি, এমন সেই জ্ঞানদেবকে বলে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— সকল লোকে পরাজ্ঞান প্রার্থনা করে, শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সাথে মিলিত হয়)। [বর্তমান মন্ত্রটি পূর্ববর্তী মন্ত্রেরই অনুরূপ। শুধু অনুরূপ নয়, এই মন্ত্র পূর্ব মন্ত্রের অর্থকে পরিস্ফুট করেছে। আমার দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করার জন্য বর্তমান মন্ত্রে 'যঃ' পদের স্থলে 'অগ্নি' পদ প্রদত্ত হয়েছে। পূর্বমন্ত্রে 'যঃ' পদের দ্বারা ভগবানের জ্ঞানশক্তিকে পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছিল, কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষভাবে 'অগ্নিঃ' পদই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই উভয় মন্ত্রের ভাব এক এবং একটি অপরটির অর্থ বিশদ করছে। — আলোচ্য মন্ত্রে একটি ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে, তা এই যে, জ্ঞান ও সত্ত্বভাব পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব থাকবে; অথবা যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব থাকবে, সেখানে জ্ঞানও থাকবে। একটির দ্বারা অপরটি লাভ করা যায়। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে, তা-ই মন্ত্রের শেষাংশে বিবৃত হয়েছে]।

৬/১— নিত্যকালবর্তমান বন্ধুস্বরূপ দেবতাগণকে আমরা নমস্কার করছি। নিত্যসহচররূপ দেবতাগণকে আমরা নমস্কার করছি; আমরা যেন প্রভূতপরিমাণ প্রার্থনা উচ্চারণ করতে পারি। (মন্ত্রটি আত্মনিবেদনমূলক এবং আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানে ভক্তিপরায়ণ এবং প্রার্থনাপরায়ণ হই)। [নমঃ সখিভ্যঃ— সখিস্থানীয়, বন্ধুস্বরূপ দেবগণকে প্রণিপাত করছি। দেবতা অথবা দেবভাব প্রকৃতপক্ষেই মানুষের বন্ধু, কারণ এই দেবভাবের সাহায্যেই মানুষ নিজের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে পারে। তাই বলা হয়েছে— নিত্যকাল বর্তমান দেবতাগণকে নমস্কার ক'রি, তারাই আমার প্রকৃত বন্ধু। দ্বিতীয় অংশ— যাঁরা আমাদের নিকটে বর্তমান আছেন, তাঁদের প্রণাম করছি। কারা আমাদের নিকটে আছেন? দেবভাব, দেবত্ব অথবা দেবগণ। দেবগণ শুধু যে চিরবর্তমান, তা নয়, তাঁরা সর্বত্র বিদ্যমান, চিরকাল তাঁরা আমাদের ঘিরে আছেন, আমরা ইচ্ছা করলে সাধনার দ্বারা তাঁদের কৃপা লাভ করতে পারি]।

৬/২— আমি যেন সর্বতোমুখী, প্রার্থনা উচ্চারণ ক'রি; গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দে গ্রথিত মন্ত্রসমূহ যেন আমি সর্বতোভাবে উচ্চারণ ক'রি; (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমি যেন আরাধনাপরায়ণ হই)। [মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনাকারীর ব্যাকুলতার ভাব পূর্ণ প্রকটিত। মন্ত্রে দু'টি অংশ আছে। উভয় অংশেই প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট। প্রথম অংশ— আমরা যেন শতমুখে প্রার্থনা করতে পারি, আমাদের প্রার্থনা যেন শতধারায় প্রবাহিত হয়ে ভগবানের চরণতলে পৌছায়। দ্বিতীয় অংশ সহস্রমুখে, সহস্রভাবে আমরা যেন গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দে গ্রথিত পবিত্র বেদমন্ত্রে উচ্চারণ করতে পারি। এখানে প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র নিত্য সনাতন বেদমন্ত্রের সাহায্যে আমরা যেন আমাদের প্রার্থনা নিবেদন ক'রি]।

৬/৩— গায়ত্রী ইত্যাদি ছন্দে গ্রথিত সকলরকম মন্ত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধা দেবভাবসমূহ পরমাশ্রয় সাধকবর্গকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— প্রার্থনা এবং দেবভাবের দ্বারা পরমাশ্রয় লাভ হয়)। [আলোচ্য মন্ত্রের সাথে পূর্ববর্তী দু'টি মন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। মন্ত্রের গঠনের দিক দিয়েও এই কথা প্রযোজ্য। কারণ বর্তমান মন্ত্রের শেষ পদ দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম-পদ রূপে গৃহীত হয়েছে। আবার দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ পদ, বর্তমান মন্ত্রের প্রথম পদরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শুধু পদগুলিতে এই সমভাব পর্যবসিত হয়নি। ভাবের দিক দিয়েও মিলন পরিলক্ষিত হয়। প্রথম মন্ত্রে দেবতাগণকে অথবা দেবভাবকে নমস্কার করা হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই নমস্কার অথবা প্রার্থনার পদ্ধতি নিরূপিত হয়েছে। আবার তৃতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ফল পরিবর্ণিত দেখতে পাই। তৃতীয় মন্ত্রে বর্ণিত সেই প্রার্থনার ফল কি? প্রার্থনার, সাধনার ফল পরমাশ্রয়, পরমপদলাভ। প্রার্থনার দ্বারা হৃদয়ে দেবতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, তার দ্বারা জীবনের চরমাশ্রয় লাভ ঘটে, এটাই মন্ত্রের বিশেষভাব]।

৭/১— যিনি জ্ঞানদেব, তিনিই দৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং যিনি দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনিই জ্ঞানদেব হন। যিনি ভগবান্ ইন্দ্রদেব তিনিই জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনিই ভগবান্ ইন্দ্রদেব হন। যিনি সূর্যদেব তিনিই জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং যিনি জ্যোতিস্বরূপ তিনিই সূর্যদেব হন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— এক পরমদেবকেই বহুরূপে প্রকাশিত দেখি)। [এই মন্ত্রের চারটি অংশ অগ্নিহোত্র হোমের মন্ত্র। এর প্রথম অংশটি সায়ংকালীন হোমে এবং দ্বিতীয় অংশটি

প্রাতঃকালীন হোমে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় অংশে ব্রহ্মবর্চসকামী অর্চনাকারী সায়ংকালীন হোম এবং প্রাতঃকালীন হোম সম্পন্ন করবেন। চতুর্থ অংশ দ্বিতীয় মন্ত্রের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়। — এই চারটি অংশেরই মর্মার্থ অভিন্ন। যাঁকে আমরা সূর্যদেব ব'লে উপাসনা ক'রি, যাঁকে আমরা অগ্নিদেব ব'লে পূজা ক'রি, যাঁকে আমরা জ্যোতিঃ ব'লে অথবা তেজঃ ব'লে ধারণা ক'রি, তাঁরা ভিন্ন নন— অভিন্ন ও এক। এই মন্ত্রের অংশ কয়েকটি সেই শিক্ষা প্রদান করছে।— ভাষ্য অনুসারে এই মন্ত্রটি অগ্নিদেবের ও সূর্যদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়েছে, প্রতিপন্ন হয়। সেই অনুসারে অর্থ হয়ে থাকে,— 'অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃই অগ্নি। অগ্নিদেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হোক।' এইরকম,— 'সূর্যই জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃই সূর্য। সূর্যদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হোক।' ইত্যাদি। যাই হোক, মূল লক্ষ্য উভয়ত্রই যে অভিন্ন, তা বলাই বাহুল্য]। [এই সাম-মন্ত্রটি শুক্ল-যজুর্বেদ সংহিতায় (৩অ-৯ক-১০৫ম) পরিদৃষ্ট হয়]।

৭/২— হে জ্ঞানদেব! শক্তির সাথে আমাদের পুনঃ প্রাপ্ত হোন। সৎকর্মসাধনসামর্থ্যের সাথে আমাদের পুনঃ প্রাপ্ত হোন। আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ পতিত আমাদের আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি প্রদান করুন এবং আমাদের পাপের কবল থেকে রক্ষা করুন)। [এই প্রার্থনায় 'পুনঃ' শব্দ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। —মানুষ পতিত অবস্থায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে— 'হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন, পুনরায় আমাদের আয়ুঃশক্তি প্রভৃতি ফিরে পাই।' এই 'পুনঃ' বলার তাৎপর্য কি? এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট বোঝাচ্ছে যে, মানুষ এক সময়ে মহান্ পবিত্র ছিল, এখন সে হীন পতিত হয়েছে। — একটু অনুসন্ধান করলেই আমরা এই শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব। — মানুষ স্বরূপতঃ ভগবানের অংশ,— দেবতা। সুতরাং সে তো ভগবৎ-শক্তি ও পবিত্রতার অধিকারী। একদিন সে তা ছিলও। পাপের মোহের আক্রমণে ভুলে সে সেই শক্তি ও পবিত্রতা নষ্ট করেছে। তাই পুনঃ সে বিনষ্ট ধন লাভ করবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা ধ্বনিত করা হয়েছে। — আত্মবিস্মৃত মানুষের মধ্যে, ঈশ্বরের কৃপায়, যখন ক্ষীণালোকের মতো বিবেকের স্মৃতি জাগে ; যখন প্রশ্ন জাগে—কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব— তখনই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় সাধনার আকুলতা। এই সাধনা, এই আকুলতার উদ্দেশ্য স্বরূপত্বলাভ। যা ছিলাম (ছিলাম অমৃতের সন্তান) তা-ই আবার হ'তে চাই ; যা হারিয়েছি (অমৃতত্ব) তা-ই আবার লাভ করতে চাই। পাপের হাতে আত্মসমর্পণ করেছি, সেই পাপকে দূরীভূত পরাভূত করতে চাই। আবার (পুনঃ পুনরায়) পুণ্যজীবন লাভ করব— এটাই প্রার্থনার— 'পুনঃ নিবর্তস্ব, ন পাহি অংহসঃ'— এর সারমর্ম] [এই সামমন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নবম কণ্ডিকা থেকে সঙ্কলিত।— এই মন্ত্রটির মনুসংহিতাবিহিত একটি প্রয়োগ আছে। তা এই, ব্রহ্মচারীদের স্বপ্নে রেতঃক্ষরণে এই মন্ত্র জপ করতে হয়। সেখানে তার বিধান আছে]।

৭/৩— হে জ্ঞানদেব! পরমরমণীয় ধনের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন ; সমস্ত লোককে বিশ্বপোষক অমৃতপ্রবাহের দ্বারা অভিসিঞ্চিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের— বিশ্বস্থিত সকল লোককে অমৃত প্রদান করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি বিশ্বজনীন ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রের প্রথম অংশ,— পরমধনের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হোন, অর্থাৎ আমাদের পরমধন প্রদান করুন। কি প্রদান করতে হবে, এবং কাকে প্রদান করতে হবে তা পরবর্তী

অংশে প্রদত্ত হয়েছে। 'বিশ্বতঃ পরি' পদ দু'টিতে বিশ্বের সকল লোককে বোঝাচ্ছে ; অর্থাৎ বিশ্বের সকল লোককে অমৃতসিঞ্চনে অভিষিক্ত করো। সেই অমৃতধারা কেমন? 'বিশ্বপ্স্ন্যা' অর্থাৎ যা বিশ্বকে পোষণ করতে পারে। 'বিশ্বতঃ' পদটির দ্বারা বোঝাচ্ছে যে, জগতের পাপীতাপী ধনী দরিদ্র, সকলেই যেন ভগবানের করুণালাভ ক'রে ধন্য হয়। কি উপায়ে? —'বিশ্বপ্স্ন্যা' অর্থাৎ যা বিশ্বকে পোষণ করতে পারে। যে অমৃতধারায় বিশ্ব প্লাবিত হবে, তা বিশ্বপোষক, অর্থাৎ বিশ্বের সকল লোককে প্রতিপালন করতে, সঞ্জীবিত করতে সমর্থ। — এই সার্বজনীনতাই হিন্দুত্বের আদর্শ ও বিশেষত্ব। হিন্দু জানেন, তিনি বিশ্বে একা নন, বিশ্বের প্রতি অনুপরমাণুর সাথে তাঁর সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাউকেও ফেলে অন্যের অগ্রসর হবার উপায় নেই। যদি অগ্রসর হ'তে হয়, তাহলে বিশ্বের সাথে অগ্রসর হ'তে হবে। যে পতিত থাকবে, সে অগ্রবর্তীকে পশ্চাতে টানবে। সুতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণমুক্তিলাভের জন্য বিশ্বের মুক্তির প্রয়োজন। তাই এই সার্বজনীন প্রার্থনা। — এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ— 'হে অগ্নিদেব! রমণীয় ধনসহিত হমৈ প্রাপ্ত হোও, সবকে উপর বিশ্বভরকা উপভোগ করনেওয়ালী ধারাসে হমৈঁ সীচো।' এটি ভাষ্যেরই অনুসারী]।

●

সপ্তম খণ্ড

(সূক্ত ৮)

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।
স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ॥ ১॥
শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে।
যদহং গোপতি স্যাম্॥ ২॥
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে।
গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ১॥
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উতশীরির মাতরঃ॥ ২॥
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১০)

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।
প্র ন আয়ুংষি তারিষৎ॥ ১॥
উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা।
স নো জীবাতবে কৃধি॥ ২॥
যদদো বাত তে গৃহে৩ঽমৃতং নিহিতং গুহা।
তস্য নো ধেহি জীবসে॥ ৩॥

(সূক্ত ১১)

অভি বাজী বিশ্বরূপো জনিত্রং হিরণ্ময়ং বিভ্রদৎকং সুপর্ণঃ।
সূর্যস্য ভানুমৃতুথা বসানঃ পরি স্বয়ং মেঘমৃজ্রো জজান॥ ১॥
অপ্সুরেতঃ শিশ্রিয়ে বিশ্বরূপং তেজঃ পৃথিব্যামধি যৎসং বভূব।
অন্তরিক্ষে স্বং মহিমানং মিমানঃ কনিক্রন্তি বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ॥ ২॥
অয়ং সহস্র পরি যুক্তো বসানঃ সূর্যস্য ভানুং যজ্ঞো দাধার।
সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা ধর্তা দিবো ভুবনস্য বিশ্পতিঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ১২)

নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম॥ ১॥
উর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ প্রত্যঙ্চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বা৩র্ণ নাম জনত প্রিয়াণি॥ ২॥
দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্ গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্।
ভানুঃ শুক্রেন শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রেরজসি প্রিয়াণি॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—৮সূক্ত/১সাম— হে পরমৈশ্বর্যশালিন দেব! যদি আপনার স্তবকারী ভক্ত বা সাধক আমার জ্ঞান-উন্মেষণের সহায় (সখীভূত) হতেন ; তাহলে, হে দেব! আপনি যেমন অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞ ও ধনবান্ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যশালী রূপ ধনবান্, আমিও তেমন (আপনার ঐশ্বর্যে) ঐশ্বর্যযুক্ত হ'তে পারতাম অর্থাৎ তন্ময় হতাম। (ভাবার্থ হে ইন্দ্রদেব! আপনাকে স্তব করতে জানি না, অর্থাৎ আমি অজ্ঞান ; যদি কেউ আপনার স্তবকার্যে— আমার জ্ঞান-উন্মেষণের কার্যে আমার শিক্ষক হতেন, তাহলে আমিও আপনার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে তন্ময় হ'তে পারতাম। — এই মন্ত্রটি পিতার কাছে পুত্রের আবদারের মতো, ভগবানের কাছে ভক্ত-সাধকের আত্মশ্লাঘাসূচক আত্মনিবেদনরূপ আবদার সূচনা করছে)। [ভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুসরণে এ মন্ত্রটির যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তা এই,—'হে ইন্দ্র! যেমন্ তুমি একমাত্র ধনের ঈশ্বর, তেমন আমিও যদি ঐশ্বর্যযুক্ত হই ; তখন আমার স্তবকারীও

গোসখা হন অর্থাৎ বহু গরুযুক্ত হন। ঈশ্বর তুমি! তোমার স্তোতা কি জন্য গরুযুক্ত না হবেন? অবশ্যই হবেন।' মন্ত্রের অন্যান্য অংশের ভাষ্যকার-কৃত ব্যাখ্যার সাথে আমাদের মতানৈক্য তো আছেই। এখানে বিশেষ ক'রে মন্ত্রের শেষ অংশ— 'স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ' সম্বন্ধে স্বল্প আলোচনা করা যেতে পারে। ভাষ্যকার এই অংশের ব্যাখ্যা করেছেন— 'আমার স্তবকারী বহু গরুযুক্ত হন।' তারপর লিখেছেন— 'ঈশ্বর তুমি.......অবশ্যই হবেন (এমন অভিপ্রায়)। এতে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হয়— 'আমার স্তোতা গরুযুক্ত হয়' লিখে, যখন 'ঈশ্বর তুমি, তোমার স্তবকারী কেন গোযুক্ত হবে না? হবেই'— এমন লিখেছেন ; তখন, 'আমিও ঐশ্বর্যলাভ করলে ঈশ্বরই (তুমিই) হব, সুতরাং আমার স্তবকারী তোমারই স্তবকারী হবেন।' এমন তাঁর (ভাষ্যকারের) অভিপ্রায় মনে হয়। জীবের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হ'লে, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় সত্য; কিন্তু তাঁর (জীবব্রহ্মের) স্তবকারী বহু গরুযুক্ত হন, এর তাৎপর্য কি? ঈশ্বরকে স্তব ক'রে কেবল গোটাকতক গরু পেলেই কি পাওয়া হলো? তাঁর অভীষ্ট যত কিছু, এমন কি পরমৈশ্বর্য পর্যন্তও তো লাভ করতে পারেন। সেই জন্য আমরা 'স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ' এই মন্ত্রাংশের পূর্বে একটি 'তব' পদ অধ্যাহার ক'রে তোমার স্তোতা আমার (মে) 'গোসখা' (গো-স্তববাক্য, জ্ঞান-উন্মেষণ, তার সখা বা সহায়ক অর্থাৎ স্তবের বা জ্ঞান-উন্মেষণের সহায়ক হতো)—এই অর্থ গ্রহণ করেছি। তাৎপর্য এই যে,— 'আমি অজ্ঞ অধম। দেব! তোমার স্তবের বিষয় (আরাধনা) আমি কিছু জানি না। তুমি তো নানারূপে—কখনও গুরু বা শিক্ষকরূপে, কখনও শিষ্য বা উপদেশ্যরূপে বিরাজ করো। তাই ব'লি, উপদেশক বা সত্যপথ-প্রদর্শক মনীষিরূপে, আমার কাছে এস, পথ দেখাও। অজ্ঞানতা দূর হয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হোক, ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হোক। ফলে, তোমাতে ও আমাতে এক হয়ে যাই।' মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকটিত ব'লে মনে ক'রি। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-১দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

৮/২— যজ্ঞাধিপতি হে দেব! পরমধনদাতা আপনি, যে রকমে আমি পরাজ্ঞানসম্পন্ন হ'তে পারি, তেমনভাবে প্রার্থনাকারী আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [ভগবানকে 'শচীপতে' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। ভাষ্যকার তার অর্থ করেছেন— 'শক্তিমন্'। আমরাও তা স্বীকার ক'রি। পুরাণ ইত্যাদির 'সর্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ' বাক্য আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। সৎকর্মের অধিপতি ভগবান্। অর্থাৎ সৎকর্ম সম্পাদন করতে হ'লে, ভগবানের কৃপাতেই সম্ভবপর হয় ; নচেৎ শয়তান বা পাপের কবলে পতিত হয়ে সবই পণ্ড হয়ে যায়। — মন্ত্রের অন্তর্গত 'দিৎসেয়ং' পদটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদের দ্বারা মন্ত্র ভগবানের করুণার পরিচয় দিচ্ছেন। ভগবান্ 'দিৎসেয়ং'— পরমধনসহ সর্বস্ব তাঁর সন্তানদের বিলিয়ে দিতেই তিনি প্রস্তুত আছেন। মন্ত্রের মধ্যে পরমদাতা ভগবানের সেই পরমধন লাভ করবার জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। 'হে ভগবন্! যাতে আমি পরাজ্ঞান লাভ করতে পারি, আপনি তার উপায় বিধান করুন। আমাকে এমন সাধনশক্তি প্রদান করুন, আমাকে এমনভাবে পরিচালিত করুন যে, আমি যেন আপনার চরণপ্রান্তে পৌঁছাবার উপযোগী জ্ঞানলাভ করতে পারি। আপনার করুণা ব্যতীত আমার কি শক্তি আছে যে, নির্বিঘ্নে আপনার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারি। চারদিকে রিপুবর্গের আক্রমণ, মোহের প্রলোভন বর্তমান আছে। তাদের ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি, আমার এমন শক্তি নেই। হে প্রভো, হে দয়াময়! আমাকে আপনার শক্তি দান ক'রে, আপনার মহাজ্ঞান

দান ক'রে আমাকে পরিত্রাণ করুন। যাতে আপনি আমাকে আপনার সেবকের যোগ্য ক'রে তুলতে পারেন, তার বিধান করুন।' — মন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে এই প্রার্থনাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। — অথচ একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়— 'হে শক্তিমান্! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোত্রকে দান করতে ইচ্ছা করব এবং (প্রার্থিত ধন) দান করব।' দেবতাকে সম্বোধন ক'রে এই কথা বলার তাৎপর্য কি? প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক নয় ; অধিকন্তু এটাই মনে হয় যে, মন্ত্র-উচ্চারণকারী যেন দেবতাকে নীতিশিক্ষা দিচ্ছেন]।

৮/৩— বলাধিপতি হে দেব! আত্মপোষণসমর্থ সত্যস্বরূপ আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধককে পরাজ্ঞান এবং ব্যাপকজ্ঞান অর্থাৎ সকলরকম জ্ঞান প্রদান করে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধকেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। [ভগবৎ-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সেই জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। মন্ত্রে সেই জ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে— সেই জ্ঞান 'সুনৃতা' অর্থাৎ সত্যস্বরূপ। এটাই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপযুক্ত বিশেষণ। তার পরেই বলা হয়েছে— 'পিপ্যুষি'। এর ভাষ্যার্থ— যা যজমান অথবা সাধককে প্রবর্ধিত করে, উন্নত করে। ভগবৎ-জ্ঞানের মতো উন্নতিসাধক আর কি থাকতে পারে? যাঁর হৃদয়ে সেই জ্ঞানের আলোক বিকাশলাভ করেছে, যিনি সেই পরমজ্যোতিঃ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি ক্রমশঃই উন্নত থেকে উন্নততর লোকে আরোহণ করতে সমর্থ হন। 'পিপ্যুষি' পদের অর্থ — 'পোষণকারী'। যে বস্তু সাধকের আত্মাকে পরিপোষণ করে, সেই বস্তুকে 'পিপ্যুষি' বলা যায়। জ্ঞানই মানবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ পোষণকারী, কারণ এই জ্ঞানের বলেই মানুষ তার স্বরূপ অবস্থা লাভ করতে সমর্থ হয়। জ্ঞানের বলেই মানুষ জানতে পারে যে, সে জন্মজরামরণকবলিত দুর্বল জীব নয়, সে অজর অমর শাশ্বত নিত্যজীব। — প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ— 'হে ইন্দ্র! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্ধক (স্তুতিরূপ) ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে।'— পূর্বের মন্ত্রে ভাষ্যকার 'গোপতিঃ' বলতে 'গবামধিপতিঃ' লক্ষ্য করেছিলেন ; আমরা ঐ পদে 'জ্ঞানাধিপতিঃ' অর্থাৎ পরাজ্ঞানসম্পন্ন অর্থ করেছিলাম। এই মন্ত্রের 'ধেনুঃ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের উক্তি 'দোগ্ধ্রী গৌভূত্বা' ; আমরা অর্থ করেছি 'জ্ঞানং'। 'সুন্বতে' পদে ভাষ্যকার বলছেন— 'সোমাভিষব কুর্বতে'। আমরা বলি— 'শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নায়'। দু'টিই সম্মত অর্থ, কিন্তু সঙ্গত কোনটি তা পাঠকেরই বিচার্য]।

৯/১— আপনারা যে অমৃতপ্রবাহ পরমসুখদায়ক হন, সেই আপনারাই আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদের যোগ্য করুন ; মহান্ রমণীয় জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের যোগ্য করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। আমরা অমৃতের সাথে পরাজ্ঞান যেন লাভ ক'রি)। [মন্ত্রে অমৃতস্বরূপ ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অমৃতকে 'ময়োভুবঃ' অথবা সুখের হেতুভূত বলা হয়েছে। দেখা যাক, সুখ কি বস্তু এবং অমৃতত্বই বা কি ; এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধই বা কি। — অমৃত, যা পান করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে, মৃত্যুর অধীন হয় না। এই অমৃতের স্বরূপ জানতে হ'লে মৃত্যুর স্বরূপ জানা প্রয়োজন। সকল মানুষই অথবা সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই কায়িক মৃত্যুর অধীন। কিন্তু স্বরূপতঃ কোন বস্তুরই ধ্বংস নেই, ধ্বংস থাকতে পারে না। যা আছে তার আধ্যাত্মিক বিনাশ সম্ভবপর নয়। সুতরাং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা যায়, বস্তুমাত্রেই অমর, ধ্বংসহীন। তা-ই যদি হয়, তবে অমরত্বের জন্য এত আকুলতা কেন? আসলে, বস্তু আত্যন্তিক ধ্বংসহীন সত্য, কিন্তু পরিবর্তনের

অধীন। এই পরিবর্তনই মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথবা এই পরিবর্তনকেই মানুষ মৃত্যু নামে অভিহিত করে। এই পরিবর্তিত অবস্থা অবধারিত এবং অজ্ঞাত। তাই মানুষ মৃত্যু নামে অভিহিত পরিবর্তনকে ভয় করে। বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যু দুঃখজনক না হলেও ব্যবহারিক হিসেবে, সংসারের অথবা সাধনার দিক দিয়ে এই পরিবর্তন জীবের পক্ষে অশান্তিজনক বটে। সেইজন্যই উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা ইহজগতে দীর্ঘজীবনের কামনা করেন, এমন কি অমরত্বও প্রার্থনা করেন। অবশ্য সাধকদের অমরত্ব তাঁদের জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য যে প্রার্থনা তার একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই জন্মজরামরণরূপ পরিবর্তনের হাত থেকে চিরতরে উদ্ধারলাভ করাই অমরত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য। মানুষ যদি এই সব পরিবর্তনকে পরিত্যাগ করতে পারে, অথবা এই সব পরিবর্তন যদি মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে তাহলে মানুষ এই সব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই দিক দিয়েও অমরত্বলাভ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অমরত্ব লাভের এর চেয়েও গভীরতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য বর্তমান আছে। প্রকৃত অমর কে? যাঁর ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই, অক্ষয় অব্যয়, তিনিই অমর। সামান্য মানব কিভাবে সেই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? হ্যাঁ, পারে। মানুষ সামান্য জীব নয়। মানুষ অমৃতের পুত্র; অমৃতস্বরূপ ভগবান্ থেকেই সে এসেছে। মোহমায়া অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন ক'রে যখন সে সেই স্বরূপত্বে অমৃতত্বে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আকুল প্রার্থনা করে, তখনই ভগবানের কৃপায় সে তথাকথিত ধ্বংস অথবা পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কারণ তখন সে রিপু প্রভৃতির আক্রমণের বহির্ভূত হয়ে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পিত হ'তে পারে। তখন অবশ্যই তার আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সুখ। এই সুখেরই অপর নাম মোক্ষ। তাই, অমৃতের সাথে সুখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। — দেখা যাচ্ছে, এই মন্ত্রে দু'টি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ অমৃতত্বপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়তঃ পরাজ্ঞান লাভ। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। অথচ এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়—'হে জল। তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্নসঞ্চয় ক'রে দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টিদান করো।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]। [এই মন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদের ১১শ অধ্যায়ের ৩০শ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়]।

৯/২— হে দেবগণ! আপনাদের যে অমৃত পরম মঙ্গলদায়ক, পুত্রমঙ্গলকামী মাতা যেমন পুত্রবর্গকে স্তন্যসুধা প্রদান করেন তেমনভাবে আপনারা আমাদের প্রসিদ্ধ সেই অমৃত প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্। কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে জলগণ। তোমরা স্নেহময়ী জননীর মতো, তোমাদের যে রস অতি সুখকর আমাদের তার ভাগী করো।' মন্ত্রের মধ্যে জলবাচক কোন শব্দ নেই। সুতরাং অনুবাদকার এবং ভাষ্যকারও জল শব্দ অধ্যাহার করেছেন। আমরা মনে ক'রি, দেবগণকেই সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে। তাঁদের অমৃত বলতে অমৃতপ্রবাহকেই লক্ষ্য করে, এবং দেবগণই মানুষকে অমৃত দিতে সমর্থ। কিন্তু ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তার দ্বারা কোন সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন, 'জল' তরলপদার্থ, তা নিজেই রস, তবে তার আবার রস থাকবে কিভাবে? সুতরাং আমরা দেখছি 'জল' শব্দকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করলে কোন অর্থই পাওয়া যায় না। তবে এ কি জল (পদার্থ)? অন্যত্র দেখা যায়— 'আপঃ নারায়ণঃ স্বয়ং' অর্থাৎ জলই নারায়ণ। আবার শ্রুতি বলছেন— 'রসঃ বৈ সঃ'— তিনি রসস্বরূপ। সুতরাং বোঝা যায়, 'রস' সেই পরমপুরুষের শক্তিকেই বোঝায়, তাঁর শক্তিই যেন

তাঁর থেকে একটু পৃথক্ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। অর্থাৎ 'রস' শব্দে ভগবানের শক্তিকেই লক্ষ্য করে এবং মন্ত্রটি (জলের নয়) ভগবানের উদ্দেশেই উচ্চারিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রার্থনার ভাব দাঁড়িয়েছে এই যে,— ভগবান্ যেন কৃপা পূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করেন, মাতা যেমন সস্নেহে তাঁর সন্তানের মঙ্গলকামনায় তাঁর আয়ত্তাধীন সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান করেন, সেইরকম তিনি আমাদের তাঁর করুণার ধারায় অভিষিক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন]।

৯/৩— অমৃতস্বরূপ হে দেবগণ! আপনারা যে পাপের বিনাশে প্রীত হন, সেই পাপক্ষয়ের জন্য ক্ষিপ্র আপনাদের যেন প্রাপ্ত হই ; এবং হে দেবগণ! আমাদের পাপনাশিকা শক্তি উৎপাদন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেব! আমাদের পাপনাশিকা শক্তি প্রদান করুন)। [ভগবানের কৃপায় আমরা যেন আমাদের মধ্যে পাপনাশিকা শক্তি সমুৎপাদিত করতে পারি। অমৃতস্বরূপ দেবতাকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে। ভগবানের একটি বিশেষ ভাব মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রের সেই অংশটি এই, 'যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ'— যার বিনাশে আপনি প্রীতিলাভ করেন। এখানে 'যস্য' পদে ভাষ্যকার 'যস্য পাপস্য' অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমাদের মতেও এই অর্থই সঙ্গত। কোন্ সূত্র অবলম্বন ক'রে মন্ত্রের অকথিত পদ অধ্যাহার করা যেতে পারে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মই এই যে, কোন একটি পদ বা পদাংশ অধ্যাহার করলে যদি বাক্য পূর্ণতা লাভ করে, তবে সেই অধ্যাহার অবিধিজ নয়। আবার অর্থ ও ভাবের দিক দিয়েও পদ অধ্যাহার করা যায়। তারও উদাহরণ বর্তমান মন্ত্রে পাওয়া যায়।— জগতের মধ্য দিয়ে, মানুষের মধ্য দিয়েই ভগবৎশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মধ্যে যে শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, তা ভগবানেরই শক্তি। তাই ভগবানেই শক্তিলাভের কামনাই মন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে। — মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ—'হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদের মস্তকে নিক্ষেপ ক'রি। তোমরা আমাদের বংশবৃদ্ধি করো।' এখানে ব্যাখ্যাকার জলকে সম্বোধন ক'রে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। কিন্তু 'জল' শব্দে যদি সাধারণ পানীয় বস্তু জল বোঝায়, তাহলে সেটি বহুবচনে ব্যবহৃত হবে কেন, বোঝা যায় না। বিশেষতঃ এই ব্যাখ্যাটি পড়লে মনে হয়, এটি যেন একটা স্নানের মন্ত্র, শরীরে জল দেওয়ার পূর্বে মন্ত্রটি উচ্চারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ জলের পাপনাশিকা কি শক্তি থাকতে পারে, তা-ও বোঝা দুঃসাধ্য। আবার এই ব্যাখ্যার শেষ অংশ আরও অদ্ভুত। বলা হয়েছে— সেই জল যেন আমাদের বংশ বৃদ্ধি করে। এই কথার কি অর্থ বা কি সার্থকতা থাকতে পারে, তা-ও বোঝা দুষ্কর]। [এই মন্ত্রটি শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতার একাদশ অধ্যায়ের দ্বিপঞ্চাশী (৫২তম) কণ্ডিকায়ও পরিদৃষ্ট হয়]।

১০/১— হে ভগবন্! আপনার কৃপায় বায়ু আমাদের হৃদয়ে ব্যাধিবিনাশক শান্তিপ্রদ ঔষধ আনয়ন করুন ; এবং আমাদের জীবনকালকে প্রবর্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, — বায়ু আমাদের প্রাণশক্তি দান করুন)। [বায়ু সর্বব্যাপী। বায়ু প্রাণরূপে অবস্থিত। সুতরাং বায়ু যদি মানুষের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হয়, তাহলে উদ্বেগের কারণ আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই প্রার্থনা জানান হচ্ছে,— 'বায়ু আমাদের ঔষধস্বরূপ হোক।' 'বায়ু আমাদের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হোক।'— এখানে লক্ষ্য করা যায়, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্য ইত্যাদিতে এই মন্ত্রের দেবতা 'বায়ু' ব'লে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু এখানে 'ইন্দ্র'ই দেবতা ব'লে প্রতিপন্ন হয়। যদিও ভাষ্য ইত্যাদিতে সে ভাব প্রকাশ নেই। কিন্তু

তাৎপর্যার্থে তা-ই সিদ্ধান্তিত হয়ে থাকে। অথচ, বায়ুও একজন দেবতা। তাহলে তাঁর শান্তিপ্রদ মূর্তি দেখবার জন্য, অন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয় কেন? এই সমস্যার সমাধানে দু'রকম ভাব মনে আসতে পারে। প্রথমতঃ, 'সর্বদেবময় ব্রহ্ম' ব'লে যাঁর ধারণা জন্মেছে, তাঁর কাছে বায়ু অগ্নি ইন্দ্র—সকলেই অভিন্ন। তিনি যে কোন এক দেবতাকে অবলম্বন ক'রে মূলতঃ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ গ্রহণ করেছি। 'হে ভগবন্' সম্বোধন—সেই দৃষ্টিতেই সূচিত হয়েছে। — দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা দেবতায় ভেদভাব পরিকল্পনা করেন, ইন্দ্রদেবের উপাসক হ'লে তাঁরা ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন ক'রেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছেন ব'লে মনে করা যেতে পারে। অথবা, বায়ুদেবতার উপাসক হ'লে, তাঁকে সম্বোধন করছেন ব'লে মনে করতে পারি। ফলতঃ, বিভিন্ন স্তরের ও ভাবের উপাসকের পক্ষে মন্ত্রের সম্বোধন বিভিন্ন রকমে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে সব সংশয় দূর হয়— যদি সাধারণতঃ ভগবৎ-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করা যায়। প্রার্থনা— ভেষজের। কিন্তু সে ভেষজ (ঔষধ) কেমন হওয়ার প্রয়োজন? তারই সম্বন্ধে 'শম্ভু' ও 'ময়োভু' পদ দেখতে পাই। অর্থাৎ, সেই ঔষধ শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হোক। এই পক্ষে একটি পদ বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। সেটি— 'হৃদে' পদ। যে ঔষধ প্রার্থনা করা হচ্ছে, তা যেন হৃদয়ে আসে— এটাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং এখানে প্রার্থী কি সামগ্রী চাইছেন, সহজেই বুঝতে পারা যায়। হৃদয় নির্মল হোক, হৃদয়ের কলুষকালিমা দূরে যাক, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করুক, এই প্রার্থনাই এখানে প্রকাশমান। — কিন্তু ভাষ্যের অর্থের অনুসারী হ'তে হ'লে পক্ষান্তরে এখানে জলের (বৃষ্টির) কামনা প্রকাশ পেয়েছে প্রতিপন্ন হয়। কেননা, ভাষ্যে 'ভেষজং' পদের প্রতিবাক্যে 'ঔষধং উদকং বা' পদ-সমষ্টি দৃষ্ট হয়। একটি হিন্দী অনুবাদে এই অনুসরণই দেখতে পাই। কিন্তু প্রচলিত বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদে সেই ভাব প্রকাশমান নয়]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (২অ-৭দ-১০সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে সামান্য পাঠান্তর আছে]।

১০/২—হে আশুমুক্তিদায়ক দেব! আপনি আমাদের পালক এবং জনয়িতা হন; অপিচ, আমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ স্নেহপরায়ণ হন; এবং আমাদের বন্ধুস্বরূপ হন; অপিচ, প্রসিদ্ধ সেই আপনি আমাদের সৎকর্মসাধনসামর্থ্য সম্পাদন করুন। (এই মন্ত্র নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবানই লোকবর্গের পিতাভ্রাতাবন্ধুস্বরূপ হন; তিনি আমাদের সৎকর্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন)। [মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ 'বাত' অর্থাৎ বায়ু। ভগবানের বিভিন্ন বিকাশের উপাসনা বেদের নানাস্থলে পরিদৃষ্ট হয়। 'বায়ু'-ও ভগবানের অন্যতম বিভূতি। এইভাবে ভগবান সাধকের অভীষ্ট শীঘ্র সম্পাদন করেন, অথবা বায়ুর তীব্রগতির দ্বারা ভগবানের আশুমুক্তির স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে ব'লে 'বায়ু'-কে আশুমুক্তিদায়ক বলা হয়। অগ্নিরূপে আমরা ভগবানের জ্ঞানের—জ্যোতিঃর সন্ধান পাই, 'ইন্দ্ররূপে' তাঁর ঐশ্বর্যের, বীর্যের পরিচয় পাই। সেইরকমই আমরা বায়ুরূপে তাঁর যে বিভূতির পরিচয় পাই, তার নাম আশুমুক্তিদায়ক শক্তি। বায়ুরূপে সেই ভগবানেরই প্রকাশ। মন্ত্রে এই ভগবৎ-বিভূতির আরাধনাই পরিদৃষ্ট হয়।— তিনি মানুষের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সবই। পিতারূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করছেন, মাতারূপে তিনি পালন করছেন। পিতার শাসন ও মাতার স্নেহই জগৎকে ধারণ ক'রে আছে। আবার তিনিই মানুষকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে সৎ-মার্গে মোক্ষমার্গে প্রেরণ করেন— সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধুর কাজ করেন। সুখে দুঃখে তিনিই ভ্রাতার মতো মানুষের সঙ্গী —

সুখদুঃখের ভাগী। সেই বিশ্ববন্ধুর কাছে আরও একটি প্রার্থনা করা হয়েছে— তিনি যেন কৃপা ক'রে আমাদের দীর্ঘজীবন প্রদান করেন। সৎকর্মের দ্বারাই মানুষের আয়ুঃ নিরূপিত হয়। যে হাজার বৎসর পৃথিবীতে থেকেও কোন সৎকার্য করতে পারল না, তাকে জীবন-মৃত বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে অল্পসময় জীবনধারণ ক'রে যিনি সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারলেন, তাঁর জীবনধারণই সার্থক। আমরা এইদিক দিয়েই 'জীবাতবে' পদের অর্থ গ্রহণ করেছি]।

১০/৩— আশুমুক্তিদায়ক হে দেব! আপনার স্থানে নিগূঢ় যে অমৃত আছে সৎকর্মসাধনের জন্য আমাদের সেই অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের অমৃত প্রদান করুন)। [বর্তমান মন্ত্রে দেখতে পাই— 'যদদঃ অমৃতং গুহা নিহিতং' অর্থাৎ সেই অমৃত গুহানিহিত অর্থাৎ লুক্কায়িত, যা লাভ করা কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। এ থেকেই মহাভারতে বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন— 'ধর্মস্য তত্ত্বঃ নিহিতঃ গুহায়াঃ'— ধর্মের তত্ত্ব গুহানিহিত। বাস্তবিক, ধর্ম এবং অমৃত কেবলমাত্র কঠোর সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। যিনি সেই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই অমৃতলাভে সমর্থ হন। সেই ধর্মতত্ত্ব অধিগত হয়— কঠোরসাধনা এবং সৎসঙ্গের দ্বারা। সাধুগণ ধর্মের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, সুতরাং সাধুসঙ্গের দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব অবগত হ'তে পারেন। তাই সাধুসঙ্গের এত মহিমা পরিকীর্তিত হয়। — মন্ত্রের সম্বোধ্যদেবতা 'বায়ু' সম্পর্কে পূর্ব মন্ত্রেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও ভগবানের সেই এক বিভূতিকেই লক্ষ্য ক'রে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। সেই প্রার্থনা— 'তস্য নঃ ধেহি জীবসে'— দীর্ঘায়ুঃ লাভের জন্য আমাদের সেই পরম অমৃত প্রদান করুন। অমৃতপ্রাপ্তি শুধু দীর্ঘায়ুঃ লাভের কারণ নয়,— অমরত্ব লাভের হেতুও বটে। অর্থাৎ অমৃতের দ্বারা অমরত্বের প্রাপ্তি ঘটে। এটাও পূর্বমন্ত্রে বিবৃত হয়েছে। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে বায়ু! তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তা থেকে অমৃত নিয়ে দাও, আমাদের জীবন দান করো।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পূর্বমন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদে বায়ুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, বায়ু যেন প্রার্থনাকারীকে জীবনের ঔষধ ক'রে দেন]।

১১/১—ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক সর্বত্রপ্রকাশশীল পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সকলের মূলীভূত পরম কল্যাণদায়ক জ্যোতির্ময় পরাজ্ঞান আমাদের প্রদান করুন। সর্বকালে প্রকাশমান্ উজ্জ্বল অজ্ঞানতানাশক পরাজ্ঞান পূর্ণতেজের সাথে আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের পরম কল্যাণদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। [এই মন্ত্রটি দু'টি অংশে বিভক্ত। উভয় অংশেই জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথম অংশের প্রার্থনা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশে সেই এক প্রার্থনাই একটু ভিন্নভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। — প্রথম 'বাজী' 'বিশ্বরূপঃ' 'সুপর্ণঃ' পদ তিনটি ভগবানের মহিমাদ্যোতক। 'বাজী' শব্দের অর্থ 'বলবান্'। চরম-উৎকর্ষের প্রতীক, যাঁতে শক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে, অথবা যিনি শক্তির উৎস, তাঁকেই এই 'বাজী' শব্দে বোঝাচ্ছে। ভগবানই শক্তির আধার, তাঁর থেকেই সমগ্র বিশ্ব শক্তিলাভ করে। তাই তিনি 'বাজী'। আবার তিনি 'বিশ্বরূপঃ' অর্থাৎ সর্ব-বিশ্বরূপ-ধারণক্ষম। বিশ্বের সমস্তই তাঁর প্রতীকমাত্র। আবার 'সুপর্ণঃ' পদের দ্বারা আমরা ভগবানের যে ঊর্ধ্বগতিপ্রাপক রূপের ভাব গ্রহণ ক'রি, মন্ত্রে তারই ভাব পরিস্ফুটিত। পূর্বে বহুত্র এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। — মন্ত্রের প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগে আছে — আমাদের সেই পরমরমণীয় পরাজ্ঞান প্রদান করুন।

'হিরন্ময়ং' পদে ভাষ্যকার 'হিরন্ময়মিব স্থিতং' অর্থ করেছেন ; কিন্তু 'হিরণ্ময়' শব্দে হিতকারক এবং রমণীয় বস্তুকেই বোঝায়। সেই পরমবস্তু— জ্ঞান। 'বিভ্রং অৎকং' পদ দু'টিতে সেই বস্তুকেই লক্ষ্য করছে। এই জ্ঞানের আরও একটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে— 'জনিত্রং', অর্থাৎ জগতের কারণভূত। জ্ঞান থেকে জগতের উৎপত্তি। জ্ঞানের দ্বারাই বিশ্ব বিধৃত। জ্ঞানের অভাবই জগতের ধ্বংস। জ্ঞানের আলোকই সকল জীবন ; জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতাই মৃত্যু। তাই জ্ঞান— 'জনিত্রং'। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব— 'পরাজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক।' এটা ভগবানের কাছে পরোক্ষভাবে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা]।

১১/২— সর্বরূপধারণসমর্থ শক্তিরূপ যে জ্যোতিঃ অমৃতে মিশ্রিত হয়ে ভূলোকের সকল মানুষে বর্তমান থাকে, সেই তেজঃই আপন মহিমায় দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হয় ; অর্থাৎ পরাজ্ঞানের দ্বারা লোকসমূহ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানদায়ক দেবতার সারভূত শক্তি জ্ঞান প্রদান করে, অর্থাৎ জ্ঞানদায়িকা হয়। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানের দিব্যশক্তি দ্যুলোক-ভূলোকে বর্তমান থাকে ; তার দ্বারা লোকেরা মোক্ষ লাভ করে)। [ভগবানের শক্তি সর্বত্র বর্তমান আছে, সেই শক্তিকে বিশ্বরূপ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। 'বিশ্বরূপ' এই জন্য যে, সেটি সকলরকম রূপের মধ্যে বর্তমান থাকে। মানুষ, পশুপাখী থেকে আরম্ভ ক'রে তৃণগুল্ম প্রস্তর পর্যন্ত, যা কিছু দৃশ্য বা অদৃশ্য আছে, তা সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয়ের বিকাশ। সুতরাং সেই পরমপুরুষের শক্তি এই সমস্ত বস্তুতেও বর্তমান থাকে। অথবা সেই একই শক্তি লীলায় বহুরূপ ধারণ করে। সেইজন্যই শক্তিকে 'বিশ্বরূপ' বলা হয়েছে। কিন্তু এই শক্তি কিভাবে জগতে প্রকাশিত হয়? — জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে, চৈতন্যরূপে এই শক্তি বিশ্বে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব একচৈতন্য-স্বরূপের বিকাশমাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুতে সেই চৈতন্য প্রকাশিত আছেন। তাই মন্ত্রে বলা হয়েছে 'বিশ্বরূপং তেজঃ'। সেই চৈতন্যশক্তি যখন অমৃতপ্রবাহের সাথে মিলিত হয়, তখন মানুষ ঊর্ধ্বলোকে গমন করতে সমর্থ হয়, মোক্ষলাভ করে। মন্ত্রে তা-ই পরিব্যক্ত হয়েছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে— ভগবানের জ্ঞানশক্তিই মানুষকে জ্ঞানসম্পন্ন করে, অর্থাৎ ভগবানের শক্তিই মানুষের মধ্যে বিসর্পিত হয়। অথবা মানুষ ভগবানের কাছ থেকেই পরাজ্ঞান লাভ করে]।

১১/৩— দ্যুলোক-ভূলোকের ধারণকর্তা, লোকসমূহের অধিপতি, কল্পতরুর ন্যায়, বহুরকম শক্তিযুক্ত সৎকর্মসাধক (অথবা সৎকর্মাধিপতি) জ্ঞানাধিপতি প্রসিদ্ধ মহান্ দেবতা সাধকবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবানের কৃপায় সাধকেরা পরাজ্ঞান লাভ করেন)। ['দিবঃ ভুবনস্য ধর্তা'— দ্যুলোক-ভূলোকের ধারণকর্তা। শুধু দ্যুলোক-ভূলোক নয়, সপ্তলোক, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল— এককথায় বলতে গেলে সমগ্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনি তা ধারণ ক'রে আছেন। কিন্তু ধারণ করাই যথেষ্ট নয়, তিনি রক্ষণ ও পালনও করেন। তিনি বিশ্বপতি— বিশ্‌পতি। 'পতি' শব্দের অর্থ কেবলমাত্র প্রভুত্বসূচক নয়। পালনার্থক 'পা'-ধাতু থেকে 'পতি' শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং 'বিশ্‌পতি' পদের মধ্যে পালন অর্থই সমধিকভাবে প্রকাশিত। সেই পালনকার্য কিভাবে সম্পন্ন হয়, তা 'শতদা' 'সহস্রদাঃ' 'ভূরিদাবা' পদগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধক যেন ভগবানের মহান্ দানের পরিমাণ করতে গিয়ে নিজের বর্ণনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রথমে বললেন, ভগবান্ যে ধন দান করেন, তা শত (শতদা) সংখ্যক। কিন্তু এতেও তৃপ্ত না হয়ে বললেন 'সহস্রদা' অর্থাৎ শতদা পদে যা বোঝায়, তার চেয়েও বেশী। কিন্তু এই পদ ব্যবহার করেও সাধক

সন্তুষ্ট নন, কারণ ভগবানের অসীমশক্তি, অসীম করুণা, তাঁর দানও অসীম। সীমাসূচক কোন সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে ভগবানের করুণা বর্ণিত হ'তে পারে না। সুতরাং সাধক বলছেন,— 'ভুরিদা' অর্থাৎ তিনি খুব দান করেন, 'প্রভূতপরিমাণে দান করেন, এত বেশী পরিমাণে দান করেন যে, তা আমরা প্রকাশ করতে পারি না। ছোট ছেলে কোন বস্তুর পরিমাণ নির্দেশ করতে না পেরে তার ক্ষুদ্র হাত দু'টি বিস্তার ক'রে যেমন বলে— 'এত বড়!'— এই 'ভুরিদা' পদও ঠিক যেন সেই ভাবই প্রকাশ করছে। — সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমদেবতা মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন, অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ থেকেই জ্ঞান মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে। — ভাষ্যানুসারী একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ— 'স্বর্গকা আউর সকল ভুবনোকা ধারণ করনেওয়ালা প্রজাওকা পালনকরনেওয়ালা যাচকোকো উনকী ইচ্ছানুসার সহস্র সৌ বা অসংখ্য ধন দেনেওয়ালা যজন করনেওয়ালা যহ অগ্নি অপনেসে মিলাহুই সহস্রো কিরণোকো চারো ওর ফৈলাতা হুআ রাত্রিমে সূর্যকে ভী প্রকাশ কো স্বয়ং হী ধারণ করতা হ্যায়।' একটি আধুনিক বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে যে,— সূর্যের যজ্ঞকর্ম সকলদিকে জলের বসন পরিধান ক'রে এই সূর্য কিরণকে ধারণ করল। সূর্যদেব সহস্রদাতা, শতদাতা, ভুরিদাতা, দ্যুলোকের ধাতা, ভুবনের জনগণপালক]।

১২/১— হে দেব! সর্বান্তঃকরণে আপনাকে কাময়মান সাধকবর্গ যখন মুক্তিদাতা, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাসকারী, সর্বশক্তিমান্, দেবভাবপ্রদায়ক, সাধকদের আত্ম-উন্নয়নকারী, জগৎপালক, সর্বনিয়ন্তা আপনাকে আরাধনা করেন, তখন আপনি সেই সাধকবর্গকে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,— ভগবৎ-পরায়ণ সাধকেরা মোক্ষ লাভ করেন)। [এই মন্ত্রে আমরা ভগবানের কয়েকটি বিশেষণ দেখতে পাই। তিনি 'সুপর্ণ— ঊর্ধ্বগমনই যাঁর প্রকৃতি, যিনি সাধকদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যান। এ ঊর্ধ্ব ব্যবহারিক ঊর্ধ্ব নয়— এ আত্মার ঊর্ধ্বগমন। পতিত পাপগ্রস্ত অথবা সাধারণ প্রার্থনাকারীকে তিনি অসার মায়ামোহের আবাস থেকে ঊর্ধ্বে সত্ত্বলোকে নিয়ে যান— তাঁর চরণে আশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ মুক্তি দান করেন। মানুষের পক্ষে এর অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কিছুই হ'তে পারে না। তিনি স্বর্গে বা শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিয়ে যান কেন? যেহেতু তিনি শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাস করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবই তাঁর আশ্রয়। তাই সাধককেও সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের আশ্রয়ে নিয়ে যান, আর সেটাই প্রকৃত পক্ষে আত্মার ঊর্ধ্বগমন। — তিনি 'হিরণ্যপক্ষ'— হিতকারক ও রমণীয় শক্তির অধিকারী। জগতের মঙ্গলের মূল রয়েছে— তাঁর এই শক্তিতে। হিরণ্যপক্ষ তিনি— তাঁর প্রভাবে জগতের অমঙ্গল দূর হচ্ছে— বিশ্ব এক চরমমঙ্গলের দিকে চলছে। তাঁর উপাসনায় চরমমঙ্গলই লাভ হয়। তিনি 'বরুণের দূত'— দেবতাদের মিলন-সাধক। কার সাথে দেবভাবের সাধন হবে? সাধকের সাথে। অর্থাৎ, তিনি সাধকদের হৃদয়ে দেবভাব প্রদান করেন। যিনি নিজে সত্ত্বভাবের— দেবভাবের উৎস ; যিনি সেই দেবভাব প্রদান করেন। যিনি সেই দেবভাব প্রদানের শক্তি ধারণ করেন, তিনি 'বরুণের দূত'— ভগবান্ স্বয়ং। মুক্তিলাভের প্রধান উপায়— হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে এই দেবভাব সঞ্চার করতে পারেন— আর সাধকের মঙ্গলের জন্য তা করেনও ; সেই জন্য তাঁকে দেবভাব-প্রদাতা বলা হয়েছে। — তিনি 'শকুন'— সাধকদের আত্ম-উন্নয়ন-বিধায়ক। প্রচলিত ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— 'শকুনং পক্ষিরূপেণ বর্তমানং'। কিন্তু নিরুক্তে আছে শক্নোত্যুন্নেতুমাত্মানং'। তাই আমরা 'শকুনং' পদে 'সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারিণং' অর্থ গ্রহণ করেছি। — তিনি 'ভুরণ্যু'— জগৎপালক। তাঁর শক্তিতে,

তাঁর কৃপায় জগৎ পরিপালিত হচ্ছে — জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর শক্তি না হ'লে জগৎ নির্জীব, অচল। তিনি জগৎ ধারণ ক'রে আছেন, জগৎ পোষণ করছেন। তিনি জগতের পিতা ; জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁর শক্তিই ক্রিয়াশীল। তাই তিনি 'ভুরণ্য'। — তিনি 'যমস্য যোনৌ'—সর্বনিয়ন্তা, বিশ্বের নিয়ামক। তিনি ভিন্ন অন্য শক্তি জগতে নেই। — সেই পরমদেবতাকে কামনাকারী সাধকেরা, তাঁকেই প্রাপ্ত হয়। সেই সাধক কেমন? তাঁরা 'হৃদা বেনন্তঃ' — তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানকে কামনা করেন। শুধু ডাকলেই হয় না। 'তনুমন প্রাণ সব সমর্পণ' ক'রে তাঁকে ডাকা চাই— তবেই তাঁর শ্রীচরণাশ্রয়লাভ ঘটে থাকে]। [এই মন্ত্রটি ছন্দার্চিকেও (৩অ-৯দ-৮সা) পরিদৃষ্ট হয়]।

১২/২—তাঁর বিচিত্র রক্ষাস্ত্রসমূহ ধারণ ক'রে জ্ঞানদায়ক দেবতা উর্ধ্বলোকে অর্থাৎ দ্যুলোকে আমাদের অভিমুখ হয়ে বর্তমান আছেন ; পরাজ্ঞান-প্রদানের জন্য পরমসুখদায়ক দেব দিব্য প্রিয়বস্তুসমূহ সাধকদের প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ সাধকদের পরমধন প্রদান করেন)। [জ্ঞান দ্যুলোকের অধিবাসী, মর্ত্য-মানবের জন্য তিনি পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাঁর কৃপায় মানুষ জ্যোতিঃর সন্ধান পায়, অথবা জ্ঞানই দিব্যজ্যোতিঃ। মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সেই পরমজ্ঞান তাঁর রক্ষাস্ত্রের সাথে আমাদের অভিমুখী হয়ে আছেন অর্থাৎ আমাদের রক্ষার জন্য ভগবানের জ্ঞানশক্তি সর্বদাই প্রস্তুত আছে। ভগবান্ সর্বদাই আমাদের তাঁর দিব্যজ্যোতিঃর দ্বারা পরিচালিত করতে উৎসুক এবং যাঁরা তাঁর সেই পরিচালনাধীনে থাকেন, তাঁদের ভগবান্ সততই সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করেন। কারণ জ্ঞানের শক্তি বিপদ নাশ করে। মানুষ অজ্ঞানতার প্ররোচনায় পাপ পথে পদার্পণ করে, নিরয়গামী হয়, আবার যখন সে ভগবানের কৃপায় সৎপথের সংবাদ জানতে পারে, তখন সেই পথেই চলতে চায়। কারণ মানুষ বাস্তবপক্ষে পাপী নয়, অথবা অসৎপথে চলাই তার প্রকৃতি নয়। কিন্তু যখন রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় যখন মায়ার জালে আবদ্ধ হয়, তখন সে নিরয়গামী হয়। কিন্তু জ্ঞানের মহিমাবলে মানুষ সেই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে, তাই জ্ঞানকে রক্ষাস্ত্রধারী বলা হয়েছে। আবার সেই পরমদেবতা, মানুষকে কেবলমাত্র জ্ঞানের অধিকারী করেন না, মানুষকে তার অভীষ্ট বস্তুও প্রদান করেন। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়— 'সেই গন্ধর্বরূপী যেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হ'লেন। তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ ক'রে আছেন ; তিনি নিজের অতি সুন্দর মূর্তি আচ্ছাদন করেছেন।' এইভাবে অন্তর্হিত হয়ে তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করছেন।' — কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি ঠিক মূলানুগত তো বলাই যায় না, অধিকন্তু ভাষ্যের সাথেও এই বঙ্গানুবাদের যথেষ্ট অনৈক্য রয়েছে। এবার ভাষ্যানুসারী একটি হিন্দী অনুবাদও লক্ষ্য করা যেতে পারে— 'উপর বর্তমান জলোকা ধারণ করনেওয়ালা যেন হমারে অভিমুখ হোতা হুআ অন্তরিক্ষ মে স্থিত হোতা হ্যায়। ক্যা করতা হুআ অপনে আশ্চর্যভূত আয়ুধোকো ধারণ করতা হুআ দর্শনকে লিয়ে সুন্দর আউর কৈলানেওয়ালে আপনে রূপকো সর্বত্র আচ্ছাদন করতা হুআ জ্যায়সে সূর্য অপনে রূপকো দিখানে কে লিয়ে সর্বত্র ব্যাপজাতা হ্যায় ত্যায়সে। তদনন্তর জলোকো সবকে অনুকূল করতা হ্যায় অর্থাৎ বরষা করতা হ্যায়।' ভাষ্যের সাথে প্রচলিত বঙ্গানুবাদের, প্রচলিত হিন্দী অনুবাদের সাথে বঙ্গানুবাদের এবং তিনটির সাথেই আমাদের মন্ত্রার্থের পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। কোন্‌টি সঙ্গত তা পাঠকেরই বিবেচ্য]।

১২/৩— দ্যুলোকস্থ অমৃতদায়ক জ্ঞানদায়ক দেবতার জ্যোতিঃর সাথে বিশ্বপ্রকাশক মহান্ দেবতা যখন সাধকদের অমৃত-সমুদ্র প্রাপ্ত করান, তখন দীপ্যমান্ জ্ঞানদেব উজ্জ্বল তেজের সাথে স্বর্লোকে সাধকের অভীষ্ট সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক সাধকদের দিব্যজ্ঞান এবং পরম অভীষ্ট প্রদান ক'রে তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন)। [ভগবান্ সকলকে দিব্যজ্ঞান প্রদান ক'রে, অভীষ্ট বস্তু প্রদান ক'রে, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। এটাই মন্ত্রের প্রধান মর্ম। অথচ একটি প্রচলিত বাংলা অনুবাদ লক্ষণীয়— 'বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম সাধনকালে গৃধ্রের তুল্য দূরবিস্তারি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টি করতে করতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হন। দীপ্যমান হয়ে তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ থেকে সর্বলোক-বাঞ্ছিত বলের সৃষ্টি করেন।' — কিন্তু এই ব্যাখ্যার সাথে ভাষ্যের পার্থক্য আছে। যেমন, ভাষ্যানুসারী একটি হিন্দী অনুবাদ— 'অন্তরিক্ষমে স্থিত আউর জলকী বিন্দুওয়ালা, রসকো চাহেনেওয়ালে সূর্যকে তেজসে প্রকাশিত হুআ বেন জব মেঘকী ওরকো জাতা হ্যায়, তব সূর্য স্বচ্ছ তেজসে তীসরে লোকমে দীপ্ত হোতা হুআ সবকে প্যারে জলকো বর্ষা করতা হ্যায়।'— প্রচলিত ব্যাখ্যাতে 'গৃধ্রস্য' পদে 'গৃধ্র' নামে পরিচিত পক্ষীবিশেষকে লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু ভাষ্যকার এর অর্থ করেছেন,— 'রসানভিকাঙ্ক্ষতঃ সূর্যস্য' ; আমাদের মনে হয় এই অর্থই সঙ্গত। আমরা এই ভাবেই অর্থ গ্রহণ করেছি। সাধক যখন ভগবানের কৃপার উপযুক্ত শক্তি লাভ ক'রে জ্ঞানলাভ ক'রে ঊর্ধ্বলোকে গমন করতে সমর্থ হন। ভগবানের এই করুণার বিষয়ই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হয়েছে।

— বিংশ অধ্যায় (দ্বিতীয়াংশ) সমাপ্ত —

উত্তরার্চিক—একবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির দেবতা (সূক্তানুসারে)— ১।২ (২,৩)।৩।৪।৬ (১,২)।৭।৯ (১) ইন্দ্র ; ৫ (২) ইন্দ্র অথবা মরুৎগণ ; ২ (১) বৃহস্পতি বা অপ্বা; ৫ (১) অপ্বা ; ৫ (৩)।৬ (৩) ইষুদেবতা ; ৮ (১) কবচ সোম ও বরুণ দেবতা ; ৮ (২) লিঙ্গোক্তা সংগ্রামাশিব ; ৮ (৩) দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা ; ৯ (২,৩) বিশ্বদেবগণ।

ছন্দ—১-৪।৫ (১)।৬ (১)।৮ (১)। ৯ (১,২) ত্রিষ্টুপ্ ; ৫ (২,৩)।৬ (২)।৭ (১,২)।৮ (২) অনুষ্টুপ্ ; ৬ (২)।৮ (৩) পঙ্‌ক্তি ; ৯ (৩) বিরাট ; ৭ (৩) জগতী।

ঋষি— ১-৩।৪।৫। (১,২) অপ্রতিরথ ঐন্দ্র ; ৫ (৩)।৬ (৩)।৮ (১,৩) পায়ু ভারদ্বাজ ; ৬ (১,২)।৭ (১,২) শাস ভারদ্বাজ ; ৮ (২)।৯ (১) জয় ঋষি ; ৭ (৩)।৯ (২,৩) গোতম রাহূগণ।

●

একতম খণ্ড

(সূক্ত ১)

আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সঙ্‌ক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ॥ ১॥
সঙ্‌ক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুণা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎ সহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা॥ ২॥
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সং স্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সং সৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্ধ্যু৩গ্রধন্বা প্রতি হিতাভিরস্তা॥ ৩॥

(সূক্ত ২)

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জন্‌ৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্॥ ১॥

বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমাতিষ্ঠ গোবিৎ॥ ২॥
গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্‌ম প্রমৃণন্তমোজসা।
ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সংরভধ্বম্ ॥ ৩॥

(সূক্ত ৩)

অভিগোত্রাণি সহসা গাহমাতোহদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাডযুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু॥ ১॥
ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্॥ ২॥
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৪)

উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎ সত্বনাং মামকানাং মনাংসি।
উদ্ বৃত্রহন্ বাজিনাং বাজিনান্যুদ্ রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ১॥
অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু॥ ২॥
অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন ওজসা স্পর্ধমানা।
তাং গূহত তমসাপব্রতেন যথৈতেষামন্যো অন্যং ন জানাৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৫)

অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্॥ ১॥
প্রেত জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু।
উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোহনাধৃষ্যা যথাসথ॥ ২॥
অবসৃষ্টা পরা শত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চ নোচ্ছিষঃ॥ ৩॥

(সূক্ত ৬)

কঙ্কাঃ সুপর্ণা অনু যন্ত্বেনান্ গৃধ্রাণামন্নমসাবস্তু সেনা।
মৈষাং মোচ্যঘহারশ্চ নেন্দ্র বয়াং স্যেনাননুসংযন্তু সর্বান্॥ ১॥

অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মাঞ্ছত্রূযতীমভি।
উভৌ তমিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি॥ ২॥
যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশাখা ইব।
তত্র নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু॥ ৩॥

(সূক্ত ৭)

বিরক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ॥ ১॥
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
যো অস্মাঁ অভি দাসত্যধরং গময়া তমঃ॥ ২॥
ইন্দ্রস্য বাহু স্থবিরৌ যুবানাবনাধৃষ্যৌ সুপ্রতীকাবসহ্যৌ।
তৌ যুঞ্জীত প্রথমৌ যোগ আগতে যাভ্যাং জিতমসুরানাং সহো মহৎ॥ ৩॥

(সূক্ত ৮)

মর্মাণি তে বর্মাণা চ্ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানুবস্তাম্।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানুদেবা মদন্তু॥ ১॥
অন্ধা অমিত্রা ভবতাশীর্ষাণোঽহয় ইব।
তেষাং বো অগ্নিনুন্নানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্॥ ২॥
যো নঃ স্বোঽরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মতান্তরং শর্ম বর্ম মমান্তরম্॥ ৩॥

(সূক্ত ৯)

মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগন্থা পরস্যাঃ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্ তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব॥ ১॥
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥ ২॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো॥
অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
ওঁ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ—১সূক্ত/১সাম— আশুমুক্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, মৃত্যুজনক, ভয়ঙ্কর, শত্রুনাশক, আত্ম-উৎকর্ষ-সাধকবর্গের রিপুগণের বিনাশক, চিরসতর্ক অর্থাৎ চৈতন্যময়, অদ্বিতীয় বীর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব সমস্ত রিপুকে অপ্রতিহতপ্রভাবে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ সাধকদের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন)। [ভগবান্ 'আশুঃ'— আশুমুক্তিদায়ক। তিনি মানুষকে, তাঁর সন্তানকে বিপদ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব রক্ষা করবার জন্য ব্যগ্র থাকেন। তাই তিনি আশুমুক্তিদাতা। তিনি সাধকের পক্ষে যেমন পিতৃস্বরূপ, পাপের-রিপুর পক্ষে তেমনি যমস্বরূপ। তাই বলা হয়েছে 'ভীমঃ ন শিশানঃ' মৃত্যুজনক ভয়ঙ্কর, অর্থাৎ তিনি পাপকে সমূলে বিনাশ করেন। 'ঘনাঘনঃ' পদে এই এক ভাবই বিবৃত হয়েছে। 'চর্ষণীনাং ক্ষোভণঃ সংক্রন্দনঃ' পদ তিনটির অর্থ এই যে, আত্ম-উৎকর্ষ সাধকদের ক্ষোভ যারা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ যারা সাধকদের অনিষ্ট করে, সেই রিপুদের তিনি বিনাশ করেন। 'সংক্রন্দনঃ' পদের সাধারণ অর্থ— কাঁদানো। রিপুগণ ভীষণ দুঃখ অনুভব করে, তারা বিধ্বস্ত হয়,— এটাই এখানকার মূল কথা। 'একবীর' অর্থাৎ অদ্বিতীয় অপ্রতিহতপ্রভাব বীর— যাঁর শক্তির কাছে সকলেই মস্তক অবনত করে। ভগবান্ ব্যতীত এই বিশেষণের যোগ্য আর কেউ হ'তে পারে না। কিন্তু তাঁর বীরত্বের পরিচয় কোথায়? তাই বলা হয়েছে— 'সাকং শতং সেনাঃ অজয়ৎ' অর্থাৎ এক উদ্যোগেই তিনি শতসংখ্যক শত্রুসেনাকে জয় করতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই 'শতং' পদে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাচ্ছে না। সবরকম শত্রুকেই বোঝাচ্ছে। 'সাকং' পদের বিশেষ ভাব এই যে, যখনই তিনি ইচ্ছা করেন, তখনই শত্রুজয় করতে সমর্থ হন। — মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'ইন্দ্র সর্বব্যাপী শত্রুদের পক্ষে তীক্ষ্ণ; বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর, শত্রুবধকারী, মনুষ্যদেব বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত শত্রুদের রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তার সৈন্য তিনি একাকী জয় করেন।' এইরকম প্রচলিত হিন্দী অনুবাদও পাওয়া যায়]।

১/২— রিপুগণের সাথে যুদ্ধকারী বহু-সৎকর্মনেতা হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা শত্রুনাশক চিরসতর্ক অর্থাৎ চৈতন্যময় রিপুজয়ী যুদ্ধকারী অন্য কর্তৃক অবিচালিত রিপুনাশক রক্ষাস্ত্রধারী অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের দ্বারা অর্থাৎ তাঁর সহায়ে (অথবা তাঁর কৃপায়) রিপুসংগ্রাম জয় করো, সেই প্রসিদ্ধ দুর্ধর্ষ রিপুকে বিনাশ করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানের কৃপায় রিপুজয়ী হ'তে পারি)। [একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা লক্ষণীয়— 'হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ! ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব করো। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ ক'রে জয়ী হন। তাঁকে কেউ স্থান-ভ্রষ্ট করতে পারে না, তিনি দুর্ধর্ষ, তাঁর হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন।' —ভাষ্যকারও মন্ত্রের প্রায় এই ভাবই গ্রহণ করেছেন। — স্থূলতঃ মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে, — ভগবানের সাহায্যে ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুজয় করতে পারি। মানুষ রিপুজয় করতে সমর্থ হয় সত্য ; কিন্তু তা একমাত্র ভগবানেরই কৃপা ভিন্ন সাধ্য নয়। মন্ত্রে সেই কৃপা অথবা ভগবৎসাহায্যের কথাই আলোচিত হয়েছে। — তিনি রিপুগণের ক্রন্দনের হেতু, তাঁর ধর্ষণে রিপুর দল পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং এমন শক্তিশালী মহানের সাহায্য গ্রহণ করাই সঙ্গত। তাঁর দ্বারাই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'তে পারে]।

১/৩— প্রসিদ্ধ অশেষ মহিমান্বিত দেবতা শত্রুনাশক রক্ষাস্ত্রস্বরূপ আয়ুধ ধারণের দ্বারা সকলকে

বশীভূত করেন। সেই দেবতা আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বকে বশীভূত করেন। যোদ্ধা প্রসিদ্ধ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব স্বভক্তের সাথে সম্মিলিত হন ; ভক্তের সাথে মিলিত, ভক্তগণের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহীতা পরমশক্তিসম্পন্ন রক্ষাস্ত্রধারী অর্থাৎ অমিততেজঃ সেই দেবতা শত্রুনাশক অস্ত্রের দ্বারা রিপুবর্গকে নাশ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— ভগবান্ সাধকদের সাথে মিলিত হন ; তাঁদের রিপু বিনাশ করেন)। [ভগবান্ অপরিমিত শক্তিশালী। কিন্তু শক্তিই তাঁর একমাত্র গুণ নয় ; তাঁর বিশেষত্ব তাঁর মহত্ত্বে। তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায়— মানুষের প্রতি করুণায়। তিনি মানুষকে রক্ষা করেন এবং এর জন্যই তাঁর অস্ত্রধারণ। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন,— ভক্তের সাথে মিলিত হন। তাই তো ভক্ত সাধক সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে তাঁর দিকে ছুটে যায়। তিনিও যেন তাকে ডেকে বলেন— 'এস এস, পাপতাপদগ্ধ নরনারী, শান্তিবারি গ্রহণ করো, ধন্য হও, কৃতার্থ হও।' — অথচ একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়— 'বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যারই অভিমুখে গমন করেন, তাকেই জয় করেন, তিনি সোমপান করেন, তাঁর বিলক্ষণ ভুজবল, ও ভয়ানক ধেনু সেই ধনু থেকে বাণ ত্যাগ ক'রে শত্রু পাতিত করেন।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২/১— হে বিশ্বপালক দেব! আমাদের সৎকর্মসাধনে প্রীত হয়ে (অথবা আমাদের হৃদয়রূপ রথে) আগমন করুন ; আপনি রিপুনাশক— শত্রুবর্গকে সর্বতোভাবে নাশকারী, রিপুদলকে প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ ক'রে রিপুসংগ্রাম জয় পূর্বক আমাদের সৎকর্মের (অথবা হৃদয়রূপ রথের) রক্ষক হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে বিশ্বপতি ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন এবং আমাদের সর্বতোভাবে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করুন)। [প্রথমেই এই মন্ত্রটির একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়—'হে বৃহস্পতি! রাক্ষসদের বধ করতে করতে এবং শত্রুদের পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন করো, শত্রুসেনা ধ্বংস করো, বিপক্ষ যোদ্ধৃবর্গকে পাতিত করো, জয়ী হও, আমাদের রথগুলি রক্ষা করো।' এর সঙ্গে ভাষ্যানুযায়ী একটি হিন্দী অনুবাদও অনুধাবনীয়—'হে বহুদেবতাকে রক্ষক ইন্দ্র! রথপর চড়কর আও, আবার রাক্ষসোকো নাশকর্তা আউর শত্রুওঁকো পীড়া দেতা হুআ শত্রুওকী সেনাওকো ছিন্নভিন্ন করতা হুআ নষ্ট কর যুদ্ধমে সর্বত্র বিজয় পাতাহুআ হমারে রথোকা রক্ষক হো।' — মন্ত্রটির এই ব্যাখ্যার সাথে আমাদের ব্যাখ্যার অনেকাংশে ঐক্য আছে। 'বৃহস্পতি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করেছেন— 'বৃহতাং পতি'। সঙ্গতই অর্থ। যিনি মহতের অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ সাধুদের রক্ষক, যিনি বিশ্বের রক্ষক, তাঁরই চরণে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে]।

২/২— সর্বশক্তিমন্ হে দেব! সকলের শক্তিস্বরূপ, অঙ্কল প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন, শত্রুজয়ী শক্তিমান্ রিপুনাশক, তীব্রতেজঃসম্পন্ন বীরত্বসম্পন্ন, সকলের প্রাণস্বরূপ শক্তিস্বরূপ সর্বজ্ঞ আপনি, জয়দায়ক সৎকর্মসাধনসামর্থ্য আমাদের প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন! কৃপাপূর্বক আমাদের সর্বত্র জয়শীল করুন)। [তিনি 'বলবিজ্ঞায়ঃ' অর্থাৎ সকলের শক্তির মূল উৎস। মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে যে শক্তির ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, তা ভগবানেরই শক্তির বিকাশমাত্র। সজলজলদে বিশ্বধ্বংসকারী যে বিদ্যুৎ-চমক, তা তাঁরই ক্রোধাগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। যেখানে যে শক্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তা তাঁরই শক্তির কণা-বিকাশমাত্র। তাই তাঁর সম্বন্ধে

বলা হয়েছে— 'প্রবীরঃ', 'বাজী', 'অভিবীরঃ' অর্থাৎ শক্তিপ্রকাশক। সসীম মানুষের পক্ষে অসীম তাঁর মহিমাগাথা প্রকাশের অসামর্থ্যতার জন্যই একার্থ-প্রকাশক এই বহু শব্দের ব্যবহার। তিনি 'গোবিৎ', অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। মন্ত্রের মধ্যে শেষভাগের প্রার্থনার সঙ্গেই ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সেই প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ পরমশক্তির আধার, তিনি সর্বশক্তিমান্ সর্বত্র জয়শীল। তাঁর কৃপায় আমরা যেন সর্বত্র জয়লাভ করতে পারি,— আমরা যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। — একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে— 'হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বল জান, ...তুমি বলের পুত্রস্বরূপ। এমন যে তুমি, গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ করো।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

২/৩— জন্মসহ[illegible]ত মিত্রভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাষাণসদৃস দুর্ধর্ষ রিপুনাশক পরাজ্ঞানযুক্ত সর্বজ্ঞ রক্ষাস্ত্রধারী রিপুসংগ্রামজয়কারী, রিপুজয়ী স্বশক্তির দ্বারা রিপুনাশক এই প্রসিদ্ধ দেবকে অনুসরণ ক'রে রিপুজয় করো ; এবং তাঁকেই অনুসরণ ক'রে শক্তির অনুশীলন করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ভগবানের অনুসারী হও)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'ইন্দ্র মেঘদের বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁর হস্তে বজ্র। তিনি অস্থির শত্রুসৈন্য আপন তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়জন! এর দৃষ্টান্তে বীরত্ব করো ; হে সখাগণ! এর অনুসারী হয়ে পরাক্রম প্রকাশ করো।' ব্যাখ্যার প্রধান কথা এই যে,— ভগবানকে অনুসরণ করো। তিনি শক্তিশালী ; তাঁর অনুসরণে আমরাও শক্তি লাভ করতে পারব। তিনি শত্রুজয়ী ; তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে আমরাও রিপুজয়ে সমর্থ হবো। — ভাষ্যকারও এই মত গ্রহণ করেছেন]।

৩/১— পাষাণসদৃশ কঠোর রিপুবর্গকে আপন শক্তিতে ধ্বংসকারী, পাপনাশে দয়াহীন, শক্তিসম্পন্ন বহুকর্মোপেত, অপ্রতিহতশক্তি, রিপুনাশক, অপরাজেয় ভগবান্ ইন্দ্রদেব রিপুসংগ্রামে আমাদের রিপুজয়শক্তিকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুনাশিকা শক্তি প্রদান করুন এবং সেই শক্তি রক্ষা করুন)। [মন্ত্রের প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য— আত্মরক্ষা ; আত্মরক্ষা করতে হ'লে রিপুদের— আক্রমণকারীর আক্রমণ ব্যর্থ করা চাই, সেইজন্য শক্তির প্রয়োজন। ভগবানের সেই শক্তির বিষয়ই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হয়েছে]। ['গোত্রাণি' পদের সাধারণ অর্থ পর্বত। সেই পর্বতকে যিনি ছিন্নভিন্ন করতে পারেন, তাঁর নাম— গোত্রভিদ। 'গোত্র' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্র সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়েছে। একটি আখ্যায়িকা এই— পুরাকালে পর্বতের পাখা ছিল এবং সেই পাখার সাহায্যে পর্বতগুলি উড়ে বেড়াত। কিন্তু যেখানে নামত, সেই জায়গার সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। এতে প্রজাদের অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে তারা ভগবান্ ইন্দ্রদেবের কাছে অভিযোগ করলে, তিনি প্রজাদের রক্ষার জন্য বজ্রের দ্বারা সমস্ত পর্বতের পাখা কেটে দেন। সেই অবধি পর্বতগুলি স্থিরভাবে এক জায়গায় দণ্ডায়মান আছে। এই আখ্যায়িকার উপর আর একটুখানি রং ফলিয়ে অন্য এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাতা বলেন যে, মেঘেরই আর এক নাম পর্বত। মেঘগুলি পর্বতের মতো দেখায়, তার রূপকচ্ছলে ইন্দ্রের মেঘের উপর আধিপত্য প্রকাশিত হয়েছে। কারণ ইন্দ্র মধ্য-আকাশের দেবতা ইত্যাদি। — এইসব মতের সাথে আমাদের কোনও সহানুভূতি নেই। 'গোত্র' শব্দের অর্থ পর্বত। কিন্তু ভগবানের পাহাড় ভাঙ্গার কোন সদর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা মনে ক'রি, 'গোত্র' পদে এখানে পাষাণকঠোর দুর্ধর্ষ রিপুদের লক্ষ্য করছে।

যিনি সেই ভীষণ শত্রুদের বিনাশ করেন, তিনিই গোত্রভিদ্। পরের কয়েকটি পদেও ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তিরই মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। — যাই হোক, পাঠকদের অবগতির জন্য একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হলো— 'শত যজ্ঞকারী বীর ইন্দ্র মেঘদের দিকে ধাবমান হচ্ছেন, তাঁর দয়া নেই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁর সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না ; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৩/২— ভগবান্ ইন্দ্রদেব দেবসেনাবর্গের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের পরিচালক হন ; বিশ্বপতি অথবা জ্ঞানাধিপতিদের এই দেবসেনাবর্গের (অথবা দেবভাবসমূহের) দক্ষিণভাগে থাকুন ; সৎকর্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব অগ্রে গমন করুন ; বিবেকরূপী জ্ঞানদেবগণ, রিপুজয়ী রিপুনাশক দেবভাবসমূহের অগ্রে গমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, — ভগবান্ সর্বতোভাবে আমাদের পরিচালিত করুন, আমাদের সৎ-বৃত্তিগুলিকে রক্ষা করুন)। [মন্ত্রের মধ্যে একটি যুদ্ধর বর্ণনা আছে। যুদ্ধের সেনা ও সেনাপতির অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু সে কেমন যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ? যুদ্ধমান উভয় পক্ষ কারা? প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে অনেকস্থলেই দেখা যায় যে, সেই যুদ্ধে যেন মানুষ ও অসুর অথবা দেবতা ও অসুর দুই পক্ষরূপে দণ্ডায়মান। সেই দুই পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ চলে বা চলছে, তা আমরা অস্বীকার ক'রি না। কিন্তু প্রচলিত মত অনুসারে যে রকমে এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা করা হয়, তা আমরা স্বীকার করতে পারি না। এই সব ব্যাখ্যা দেখলে মনে হয় যে, অসুর ইত্যাদি যেন আমাদের মতোই হস্ত-পদ ইত্যাদি বিশিষ্ট। এমন ব্যাখ্যা থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অবধারণ করেন যে, এই যুদ্ধ আর্য ও অনার্যের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এবং বেদে সেই যুদ্ধের বর্ণনাই পাওয়া যায়। এই সূত্র গ্রহণ ক'রে তাঁরা আর্য ও অনার্যদের আদি-নিবাস, আর্যদের ভারতজয়, আর্য-অনার্যযুদ্ধ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতবাদ গড়ে তুলেছেন। — কিন্তু এই মন্ত্র সেইসব মতবাদকে নিরস্ত ক'রে দিয়েছে। মন্ত্রের মধ্যে 'দেবসেনানাং' পদ থাকায় বেদোক্ত যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণীত হয়েছে। এই যুদ্ধ দেবাসুরের যুদ্ধ নিশ্চয়। দেবভাবের সাথে পশুভাবের অথবা পাপের অবিরত সংগ্রাম চলছে। মন্ত্রে সেই যুদ্ধেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। মন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে প্রকৃত বিষয় অধিগত হয়। এই মন্ত্রে যেমন স্পষ্টভাবে যুদ্ধের বর্ণনা আছে এবং যেমন স্পষ্টতরভাবে যুদ্ধের প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে, তাতে আমাদের গৃহীত অর্থের সার্থকতা সহজেই পরিলক্ষিত হবে]।

৩/৩— অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, সকলের অধিপতিস্বরূপ করুণাশীল দেবতার এবং জ্ঞানদেবের, বিবেকরূপী দেবতার দিব্যশক্তি আমরা যেন লাভ ক'রি ; উদারহৃদয় বিশ্বপালক জয়শীল দেবভাবসমূহের জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,— আমরা যেন ভগবানের দিব্যশক্তি লাভ ক'রি ; বিশ্বের সকল জীব ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। [মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির উদ্দেশে, বিভিন্ন বিভূতির প্রতি প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। ইন্দ্রকে 'বৃষ্ণ' অর্থাৎ অভীষ্টবর্ষক বলা হয়েছে। সেই ইন্দ্রদেবের এবং জ্ঞানদেবের ও বিবেকরূপী দেবতার শক্তি যাতে আমরা লাভ করতে পারি, মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই প্রার্থনাই দেখতে পাই। অর্থাৎ আমরা যেন আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করবার শক্তি লাভ ক'রি, জ্ঞান ও বিবেক যেন আমাদের পথ প্রদর্শন করেন— এটাই প্রার্থনার ভাব।— সাধকগণ, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভগবানের জয় ঘোষণা করেন। কেন?

মন্ত্রের একটি পদের দ্বারা সেই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই পদ— 'মহামনসাং'। মানুষেরা সেই বিশ্বশাসকের জয়ঘোষণা করে, কারণ তিনি মহামনা উদার-হৃদয়। সেই জন্যই তাঁর জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। — মন্ত্রের যে ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়, তার একটি উদাহরণ— 'বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ, আদিত্যগণ ও মরুৎগণ এঁদের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুদার দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত ক'রে জয়ী হ'তে লাগলেন, তখন কোলাহল উপস্থিত হলো।' আমরা 'রাজ্ঞ বরুণস্য' পদে 'সর্বেষাং অধিপতি স্বরূপস্য করুণাশীলস্য দেবস্য' অর্থ করেছি। 'আদিত্যানাং' পদে 'জ্ঞানদেবস্য' অর্থ গ্রহণ করেছি। 'মরুত্যাং' পদের অর্থে 'বিবেকরূপী দেবতার' প্রতিই লক্ষ্য আসে। — ইত্যাদি]।

৪/১— পরমধনদাতা হে দেব! আমাদের অস্ত্র অর্থাৎ শত্রুনাশক প্রহরণসমূহ শক্তিসমন্বিত করুন। আমাদের আত্মীয়বর্গের মনোবৃত্তি ইত্যাদি মহৎ করুন ; পাপনাশক অজ্ঞানতা-নাশক হে দেব! তীব্র সাধনসম্পন্ন লোকসমূহের সাধনাকে মুক্তিপ্রাপিকা করুন; জয়দায়ক সৎকর্মসমূহের জয়ধ্বনি উত্থিত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের মহৎ-বৃত্তিসম্পন্ন রিপুজয়সমর্থ করুন)। [এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করো। আমাদের অনুচরদের মন উৎসাহিত করো। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকদের বল উদ্রিক্ত হোক, জয়শীল রথের নির্ঘোষধ্বনি উত্থিত হোক।' এই ব্যাখ্যা দেখে মনে হয়, কোনও যুদ্ধের প্রারম্ভে যেন কেউ সেনাপতি ইন্দ্রদেবকে উপদেশ দিচ্ছে অথবা অনুরোধ করছে। কিন্তু কে এই উপদেশদাতা বা অনুরোধকারী? এর অর্থই বা কি? — এই মন্ত্রের ভাষ্যার্থ বঙ্গানুবাদ থেকে অনেকাংশে সহজবোধ্য। যেমন ভাষ্যানুসারী একটি হিন্দী অনুবাদ— 'হে ইন্দ্র! হমারে আয়ুধোকো উত্তম হর্ষযুক্ত কর, হমারে সৈনিকোকো মনোকো হর্ষযুক্ত করো ; হে ইন্দ্র! অশ্বোকে বেগোকো প্রকট করো, বিজয়পানেওয়ালে রথোকে শব্দ প্রকট হো।' আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত রিপুনাশিকা শক্তিকে পরিবর্ধিত করবার জন্য ভগবানের কাছে উপযুক্ত প্রার্থনাই করা হয়েছে। 'উর্ধর্ষয়' পদের সাধারণ অর্থ হর্ষযুক্ত করা। কিন্তু অস্ত্রকে হর্ষযুক্ত করার অর্থ অস্ত্রকে শাণিত করা, তার রিপুনাশিকা শক্তি পরিবর্ধিত করা। মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে,— আমাদের রিপুনাশিকা শক্তি যেন বর্ধিত হয়, আমাদের সকলের হৃদয়মন যেন পবিত্র উন্নত হয়। আমাদের ভগবৎসাধনা যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়। দ্বিতীয় অংশের মর্ম এই যে,— সৎকর্মসাধনকারী সর্বত্র জয়লাভ করেন। তাই সৎকর্মের মহিমা ঘোষিত হয়েছে]।

৪/২— ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের রিপুনাশিকা সেনাতে রক্ষকস্বরূপ হোন ; আমাদের যে রক্ষাস্ত্র তা জয়লাভ করুক ; প্রার্থনাকারী আমাদের আত্মরক্ষাকারী শক্তি জয়যুক্তা হোক ; দেবভাবসমূহ আমাদের নিশ্চিতভাবে রিপুসংগ্রামে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করুন, আমাদের শক্তি রিপুনাশিকা হোক]। [প্রার্থনাটির সকল অংশের মধ্যেই একটি ভাব সমানরূপে বর্তমান আছে। সেই ভাব জয়লাভ করা। মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—ভগবান্ আমাদের সেনাসমূহের রক্ষক হোন। সেই সেনা কি এবং সেই সেনার আবশ্যকতাই বা কি? আমাদের চারিদিকে শত্রুকুল রয়েছে। সেই রিপুগণ আমাদের সর্বদাই বিপথে—

পাপপথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছে। সেই প্রলোভন থেকে, পাপের সেই আকর্ষণী শক্তি থেকে আত্মরক্ষা করবার উপযোগী কতকগুলি শক্তিও আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু সেই শক্তি রক্ষা করা চাই। পাপশক্তির সাথে সংগ্রামে পুণ্যশক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তা যে পরিমাণে ক্ষয় পায় তার দ্বিগুণ পরিমাণে ভগবানের অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে পরিপূরিত হয়। এই যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব—যার দ্বারা পাপের আক্রমণ নিবারিত হয়, তাকেই ভগবানের রক্ষাশক্তি বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়। আমাদের মধ্যে যে শক্তি— পুণ্যশক্তি আছে, তাই যেন জয়যুক্ত হয়। পাপের আক্রমণ যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে। সকল রকম দেবভাব আমাদের জীবনে প্রাধান্যলাভ করুক। এটাই মন্ত্রের তাৎপর্য। — মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে— 'যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদেরই দিকে থাকেন ; আমাদের বাণগুলি যেন জয়ী হয়। আমাদের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয় ; দেবতাগণ যুদ্ধে আমাদের রক্ষা কর।'— মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন]।

৪/৩— বিবেকরূপী হে দেবগণ! যে দুর্ধর্ষ আক্রমণকারী রিপু প্রবলশক্তির সাথে আমাদের অভিমুখী হয়ে আগমন করে, সেই রিপুকে কর্মনাশক তমোবলের দ্বারা বিনাশ করুন ; যে রকমে এই রিপুগণের সকলে শক্তিহীন হয়, তেমন করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুদের বিনাশ করুন)। [এই মন্ত্রে মরুৎগণকে সম্বোধন ক'রে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। 'মরুৎ' বললে আমরা বিবেকরূপী দেবতাকে লক্ষ্য ক'রি। বিবেকের শক্তিতেই মানুষ সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে, এই বিবেকের অনুপ্রেরণাতেই মানুষ সৎপথে আপনাকে পরিচালিত করে, আবার যখন ভ্রান্তির বশে কেউ পাপের পথে পদার্পণ করে, তখন এই বিবেকের তাড়নাতেই আবার সৎ-মার্গে প্রত্যাবর্তন করে। এই বিবেক, সান্ত মানবহৃদয়ে অনন্ত ভগবানের প্রতিনিধি। এই বিবেকই মানুষের প্রকৃত রক্ষক ও পরিচালক। এই বিবেকের নির্দেশেই মানুষ আপাতঃমনোহর সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে আপাতঃপ্রতীয়মান কঠোর সাধকজীবন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। আলোচ্য মন্ত্রে রিপুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য সেই বিবেকশক্তির শরণ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রার্থনার বিশেষ মর্ম এই যে,— আমাদের আক্রমণকারী রিপুগুলি যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই মূলভাবটি নানা আকারে মন্ত্রে বিকশিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে]।

৫/১— হে ধ্বংসশক্তি! তুমি আমাদের নিকট হ'তে দূরে গমন করো ; আমাদের রিপুগণের শক্তি বিনাশ ক'রে তাদের অবয়বসমূহ গ্রহণ করো ; রিপুগণের হৃদয়ে অভিগমন করো, সকল রকম দুঃখের দ্বারা নিঃশেষে বহন করো ; রিপুগণ প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসশক্তির দ্বারা যুক্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমাদের রিপুগণ নিঃশেষে ধ্বংস হোক)। [মন্ত্রের মূলভাব—রিপুনাশ। চারদিক থেকেই সর্বদা রিপুদের দ্বারা আক্রান্ত মানুষেরা কর্তব্যসাধনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই সেই রিপুদের ধ্বংস সাধনের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। — মন্ত্রের সম্বোধ্যপদ— 'অঘে'। এই পদের ঋগ্বেদীয় পাঠ— 'অপ্বে'। উভয়ের অর্থই সমান, উভয় পদই ব্যাধি, দুঃখ, ধ্বংসশক্তি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রে ধ্বংসশক্তিকে আহ্বান করা হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে ধ্বংসশক্তি দূরে গমন করুক, আমরা যেন অব্যাহত শক্তিতে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারি। কিন্তু জীবনকে সৎপথে— সৎকার্যে নিয়োজিত করতে হ'লে অসৎশক্তির অপসারণ করা— ধ্বংস করা

প্রয়োজন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত তা সম্ভবপর নয়। তাই এই প্রার্থনা]।

৫/২— সৎকর্মনেতা হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রকৃষ্টরূপে গমন করো, উর্ধ্বলোকে গমন করো এবং রিপুজয় করো ; ভগবান্ ইন্দ্রদেব তোমাদের পরমমঙ্গল প্রদান করুন ; যে রকমে তোমরা অপ্রতিহত হও, সেই রকমে তোমাদের সাধনশক্তি তীব্রতেজঃসম্পন্ন হোক। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— আমরা যেন মোক্ষের আকাঙ্ক্ষী রিপুজয়ী হই ; ভগবান্ আমাদের পরম মঙ্গল প্রদান করুন)। [প্রথমেই এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়— 'হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও ; ইন্দ্র তোমাদের সুখী করুন। তোমরা নিজে যেমন দুর্ধর্ষ তোমাদের বাহুও তেমনই ভয়ঙ্কর হোক।' এখানে প্রশ্ন ওঠে— কে কাকে উদ্বোধিত করছে? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আছে— 'ইন্দ্র তোমাদের সুখী করুন।' বক্তা যেন ইন্দ্রের কৃপার অতীত ; বক্তা যেন অন্যের মঙ্গল দেখলেই সুখী, তার আর ইন্দ্রের কৃপার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেদ-গ্রন্থ ইত্যাদির মর্ম পর্যালোচনা করলে এটাই মনে হয় যে, তাতে ব্যক্তিগত সাধন তত্ত্বই পরিব্যক্ত হয়েছে। অনেক মন্ত্রের মধ্যেই যে বিশ্বজনীন উদার ভাব নিহিত আছে, তার মধ্যেও প্রার্থনাকারীর নিজের মঙ্গলও নিহিত আছে। আমরা এ স্থলে তাই বলতে চাই যে, মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। সাধক নিজের মনোবৃত্তিগুলিকে সম্বোধন ক'রে মন্ত্রটি উচ্চারণ করছেন। 'নরঃ' পদে সৎকর্ম ইত্যাদির নেতা— নিজের সুপ্রবৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা হয়েছে]।

৫/৩— প্রার্থনাপূত হে রক্ষাস্ত্র! তুমি নিক্ষিপ্ত হয়ে দূরে গমন করো এবং দূরে গমন ক'রে রিপুগণকে প্রাপ্ত হও ; রিপুগণের কোন একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না অর্থাৎ সমস্ত রিপুকে সমূলে বিনাশ করো। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমাদের সকল রিপুকে সমূলে বিনাশ করতে যেন সমর্থ হই)। [প্রচলিত মত অনুসারে মন্ত্রের দেবতা 'ইষু' অর্থাৎ বাণ। বাণকে লক্ষ্য ক'রেই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, হিংসাকুশল (ইষু)! তুমি বিসৃষ্ট হয়ে পতিত হও, গমন করো এবং অমিত্রদেরও প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রদের কাউকে অবশিষ্ট রেখো না।'— এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার যে সূক্ত থেকে সংকলিত হয়েছে, প্রচলিত মত অনুসারে সেই সমগ্র সূক্তটিই যুদ্ধের সাজসজ্জা ও তার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বর্তমান মন্ত্রটির বক্তব্য-বিষয় সেই সূক্তানুসারী এবং এর দেবতা বা উদ্দিষ্ট বস্তু— 'ইষু'। আধুনিক ব্যাখ্যাতাদের মতে এই সূক্ত থেকে প্রাচীন যুগের যুদ্ধের সরঞ্জামের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করেন যে, পরবর্তীকালে পুরাণ ইত্যাদিতে ব্রহ্মাস্ত্র, মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রভৃতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার মূল ঐ মন্ত্রে নিহিত আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশ— 'শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে' অর্থাৎ 'মন্ত্রপূত শর'। পরবর্তীকালেও যুদ্ধের সময় বাণ মন্ত্রপূত ক'রে নিক্ষিপ্ত হতো। সম্ভবতঃ 'ব্রহ্মসংশিতে' পদ থেকে পৌরাণিক ব্রহ্মাস্ত্রের' সৃষ্টি হয়েছে। — আমরা এইসব গবেষণা গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা মনে ক'রি, প্রার্থনাতে সাধনশক্তির প্রতিই ইঙ্গিত আছে। সেই শক্তির প্রভাবেই আমরা রিপুবর্গের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। যাতে আমরা রিপুদের সমূলে বিনাশ করতে পারি, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই উচ্চারিত হয়েছে]।

৬/১— উর্ধ্বগতিদায়ক হে দেবভাব সমূহ! মৃত্যুদূত, আমাদের বাধাদানকারী রিপুগণকে প্রাপ্ত হোক ; এই রিপুসেনা গৃধ্রনামক পক্ষিবিশেষের ভক্ষ্য হোক অর্থাৎ রিপুগণ বিনষ্ট হোক ; এদের মধ্যে

কেউই যেন মুক্ত না হয়, অর্থাৎ সকল রিপু বিনষ্ট হোক ; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! হীনশক্তি রিপুও বিনষ্ট হোক ; সাধনশক্তি আমাদের সকলকে প্রাপ্ত হোক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমাদের সকল রিপু বিনষ্ট হোক ; আমরা যেন পরাশক্তি লাভ ক'রি)। [ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুগণের আক্রমণ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারি। এটাই মন্ত্রের সারমর্ম। প্রচলিত মতও তা-ই। যেমন, ভাষ্যানুসারী একটি হিন্দী বঙ্গানুবাদ— 'সুন্দর পরোওয়ালে মাংসভক্ষী পক্ষী ইন শত্রুওকে পীছে লগেঁ ; বহ শত্রুসেনা গৃধ্রপক্ষিয়োকী ভোজনরূপ হো ইন শত্রুওমেসে কোই ভী ন বচে ; হে ইন্দ্র! জো অধিক পাপী ন হো রহ ভী ন ছুটে পক্ষীরূপ মাংসভক্ষী রাক্ষস ইন সবোকা পীছালেঁ।' — 'কঙ্কাঃ' পদের ভাষ্যার্থ ঐ নামধেয় পক্ষীবিশেষ। হিন্দী অনুবাদকার অর্থ করেছেন— 'মাংসভক্ষী পক্ষী'। মাংস ভক্ষণকারী পক্ষী বিশেষের দ্বারা মৃত্যুকে বোঝায়। কারণ কোন জন্তু মরে গেলেই তার মাংস ভক্ষিত হয়। তাই 'কঙ্ক' শব্দে আমরা 'মৃত্যুদূত' অর্থ গ্রহণ করেছি। বিশেষতঃ 'কঙ্কা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'মৃত্যু'। এই অর্থই সঙ্গত। আমরা রিপুবর্গের মৃত্যুকামনা ক'রি, অর্থাৎ তারা যাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আমরা তা-ই ইচ্ছা ক'রি। সুতরাং 'মৃত্যুদূত রিপুবর্গকে প্রাপ্ত হোক' একথা বলার তাৎপর্য এই যে, রিপুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। সমগ্র মন্ত্রের মধ্যেই এই ভাব নিহিত আছে। — মন্ত্রের শেষভাগে একটি প্রার্থনা আছে, তার মর্ম— আমরা যেন পরমশক্তি লাভ ক'রি। রিপুনাশের সঙ্গে শক্তিলাভের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই রিপুনাশের প্রার্থনার পরেই শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৬/২— পরমধনদাতা পাপনাশক হে ভগবন্! আপনি এবং জ্ঞানদেব আপনারা উভয়ে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন প্রসিদ্ধ রিপুসেনাকে নিঃশেষে ভস্ম করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন! কৃপাপূর্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন)। ['মঘবন্' 'বৃত্রহন্'— এই দু'টি সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হয়েছে। 'বৃত্রহন্' পদের দ্বারাই প্রার্থনার ভাব অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 'বৃত্র' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানাবরক' অর্থাৎ পাপ। সেই বৃত্রকে যিনি হনন করেন তিনিই বৃত্রহন্। সেই পাপনাশের জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। সুতরাং পাপনাশক বিভূতির উদ্বোধনই সঙ্গত। পাপই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু ; পাপের প্রলোভনেই আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চতুর্দিকে ছুটতে থাকি, আপাতঃমনোহর বস্তুর লোভে চিরন্তন, শাশ্বত সুন্দরকে উপেক্ষা করি, এবং সেই পাপের প্রলোভনের জন্য অধঃপতন হয়। সুতরাং মানুষের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কামনা— পাপের, মোহের, রিপুগণের কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা। কারণ রিপুর আক্রমণ থেকে, মোহমায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার পেলেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। তাই মন্ত্রের মধ্যে প্রধান কথা— রিপুনাশ]।

৬/৩— চপল কুমারগণ যেমন ইতস্ততঃ গমন করে তেমনভাবে যে সংগ্রামে অস্ত্রসমূহ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই রিপুসংগ্রামে পরম আরাধনীয় দেব পরমসুখ প্রদান করুন ; অনন্তস্বরূপিণী দেবী আমাদের সর্বদা পরমকল্যাণ প্রদান করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন! আমাদের রিপুজয়োৎপন্ন পরমকল্যাণ প্রদান করুন)। [রিপুসংগ্রামে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন— এটাই মন্ত্রের প্রধান ভাব। এই ভাবটি একটি উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করবার পক্ষে চেষ্টা করা হয়েছে ; কিন্তু নানা ব্যাখ্যাকার নানাভাবে অর্থ গ্রহণ করেছেন। একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'মুণ্ডিত কুমারগণের

মতো বাণসমূহ যে (যুদ্ধভূমিতে) সম্পতিত হয়, সেখানে ব্রহ্মণস্পতি আমাদের সর্বদা সুখ দান করুন। অদিতি সুখ দান করুন।'— 'কুমারাঃ বিশিখা ইবঃ' উপমার অর্থ সম্বন্ধে যত বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। ভাষ্যকার প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাখ্যা দেননি, অনুবাদকারও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। সুতরাং ভাষ্যে এবং অনুবাদে এই অংশ মোটেই স্পষ্ট হয়নি। স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী এই অংশের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা এই— অতিশিশু বালকগণ যেমন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়, তাদের গতির বা লক্ষ্যস্থলের কোন স্থিরতা থাকে না, তেমনিভাবে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পতিত হচ্ছে, অর্থাৎ যে যুদ্ধক্ষেত্র অতিশয় বিপদসঙ্কুল ও ভয়ানক সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ আমাদের যেন পরম মঙ্গল প্রদান করেন, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই করা হয়েছে। এমন যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে মঙ্গলাশা করা যেতে পারে? একমাত্র উপায়— জয়লাভের দ্বারা। রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করলে, রিপুগণ পদানত হ'লে মানুষ পরাশান্তির অধিকারী হ'তে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে সেইজন্যই প্রার্থনা দৃষ্ট হয়]।

৭/১— হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অসুর ইত্যাদিকে বিনাশ করুন ; রিপুবর্গকে বিনাশ করুন ; জ্ঞান-আবরক অসুরের কপোলপ্রান্ত ভগ্ন করুন। অর্থাৎ তাকে বিনাশ করুন ; পাপনাশক হে দেব! আমাদের অনিষ্টকারী শত্রুর শক্তিও বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাদের সকল রিপুকে সমূলে বিনাশ করুন)। [এই মন্ত্রটিতেও রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রের প্রথম অংশ,— 'রক্ষঃ বিজহি'— রাক্ষস ইত্যাদিকে বিশেষভাবে বিনষ্ট করুন। এই রাক্ষস কারা? আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পুরাণ ইত্যাদিতে রাক্ষস ইত্যাদির যে বর্ণনা আছে, তারা রক্তমাংসের জীব, কেবল কুলবৃত্তির অধীন, অন্য জীবের সঙ্গে তাদের এই মাত্র প্রভেদ। বাস্তবিকপক্ষে রাক্ষস প্রভৃতি কোন বিশেষ জীব নয়। মায়া-মোহ পাপ প্রভৃতি মানুষের চিরন্তন শত্রুসমূহকেই রাক্ষস অসুর প্রভৃতি ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদের মধ্যেও আমরা রাক্ষস ইত্যাদির যে পরিচয় পাই, তারা নরমাংসভোজী শরীরধারী কোন জীব নয়। আমাদের অন্তরস্থিত রিপুগণই সর্বাপেক্ষা ভীষণ রাক্ষস, তারাই আমাদের সমস্ত শক্তি ও সৎ-বৃত্তিকে গ্রাস করে। সেই রাক্ষস নিধনের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে। পরের অংশে বলা হয়েছে— 'বৃত্রস্য হনূ বিরুজ'— বৃত্রের মুখ ভেঙ্গে দাও। বৃত্র বলতে জ্ঞান-আবরক অসুরকে বোঝায়। সেই বৃত্রের চোয়াল (কপোলপ্রান্ত) ভেঙ্গে দেওয়ার অর্থ— তার শক্তি নাশ করা, তাকে ধ্বংস করা। সমগ্র মন্ত্রেই একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত অর্থও এই ভাব সমর্থন করে। — যেমন, একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ— 'হে বৃত্র-সংহারী ইন্দ্র। রাক্ষসকে ও শত্রুদের বধ করো ; বৃত্রের দুই হনূ ভঙ্গ ক'রে দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল করো।'— ভাব এক হ'লেও প্রচলিত বঙ্গানুবাদে পৌরাণিক বৃত্রাসুরের প্রতি লক্ষ্য আছে]।

৭/২— বলাধিপতি হে দেব! আমাদের রিপুগণকে বিশেষরূপে জয় করুন ; সংগ্রামকারী আমাদের শত্রুকে বিনাশ করুন ; যে শত্রু আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছা করে সেই শত্রুকে চিরবিনাশ করান। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সর্বরিপু বিনাশ করুন)। [বর্তমান মন্ত্রটিও এর পূর্ববর্তী মন্ত্রের মতো প্রার্থনামূলক এবং উভয় মন্ত্রের ভাবও প্রায় একইরকম। উভয় মন্ত্রেই রিপুবিনাশের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। দুর্বল মানুষ মোহ-মায়া ইত্যাদি অমিতবলশালী রিপুদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হ'তে পারে

না। কিন্তু দুর্বলের বল ভগবান্। তিনিই মানুষকে সকলরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাই তাঁর চরণেই প্রার্থনা করা হচ্ছে। মন্ত্রের যে-সব ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যেও এই ভাবই ফুটে উঠেছে]।

৭/৩— হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! ভগবান্-ইন্দ্রদেবের যে বাহুদ্বয় দ্বারা রিপুগণের ভীষণ বল জয় করা হয়, সুদৃঢ় নিত্যতরুণ অপ্রতিহতবল সুমনোহর শত্রুকর্তৃক অসহনীয় প্রসিদ্ধ সেই বাহুদ্বয়কে তোমরা সংগ্রামকালে সর্বাগ্রে যোজনা করো। (মন্ত্রটি আত্ম-উদ্বোধক। ভাব এই যে,— আমরা যেন সর্বকর্মে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা ক'রি)। [মানুষকে অনবরতই নানা বিরুদ্ধশক্তির সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সংগ্রাম ব্যতীত অগ্রসর হবার উপায় নেই। এই বিরুদ্ধশক্তির সাথে যুদ্ধ ক'রে যিনি জয়লাভ করতে পারেন, তিনিই উন্নতি করতে সমর্থ হন। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে যেমন এই কথা সত্য, ঠিক তেমনিভাবে পারমার্থিক জীবনেও সত্য, বরং ধর্মজীবনে রিপুসংগ্রাম আরও তীব্রতর হয়। মানুষকে প্রতি পদে বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়। নতুবা অগ্রসর হবার উপায় নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের কতটুকু শক্তি আছে যে, সে ভীষণ রিপুদের সাথে সংগ্রামে জয়লাভ করতে সমর্থ হবে? তার দুর্বল বাহু সামান্য ভারেই অবনত হয়ে পড়ে, তাই পরম শক্তিশালী ভগবানের বিশাল বাহুর আশ্রয়লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত হয়েছে। আমরা যেন শক্তিলাভের জন্য, রিপুজয়ের জন্য, ভগবানের শরণাপন্ন হই, সেই রকম মনোবৃত্তি যেন আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়— এটাই মন্ত্রের বিশেষ ভাব। সেই জন্যই সাধক, নিজেকে উদ্বোধিত করছেন। অবশ্য বাহু বলতে হাত দু'খানিই বোঝাচ্ছে না, বাহুর মালিক সেই পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করছে। কিন্তু 'বাহু' দু'খানি কেমন? 'যাভ্যাং অসুরাণাং মহৎ সহো জিতং'। যে বাহুদ্বয়ের দ্বারা অসুরগণের মহৎ বল জয় করা হয়, অর্থাৎ সেই বাহু শত্রুজয়ে সিদ্ধহস্ত। আমরাও শত্রুজয় চাই। তাই শত্রুর নাশকারী সেই পরম-শক্তিশালী হস্তের আশ্রয় যেন গ্রহণ করতে পারি। এটাই মন্ত্রের মর্মার্থ]।

৮/১— হে দেব! আপনার রক্ষাশক্তির দ্বারা আমার মর্মস্থানসমূহ (অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রসমূহ) যেন সমাচ্ছাদিত করতে পারি ; হে আমার মন! লোকাধিপতি শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে অমৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত করুন ; করুণাপরায়ণ দেব তোমার মহৎ সুখ সম্পাদন করুন ; দেবভাবসমূহ জয়েচ্ছু তোমাকে আনন্দিত করুন— পরিগ্রহ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্বক আমাদের সর্ববিপদ থেকে উদ্ধার করুন, এবং আমাদের পরমসুখ প্রদান করুন)। [ঋগ্বেদে এই মন্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখ আছে— সোম বরুণ ও কবচ অর্থাৎ ধর্মদেবতা তার এমন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে— 'তোমার মর্মস্থানসমূহ বর্মদ্বারা আচ্ছাদন করব ; তারপর সোম রাজা তোমাকে অমৃত দ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (সুখ) দান করুন ; তুমি জয়ী হ'লে দেবগণ হৃষ্ট হোন।'— এই ব্যাখ্যা থেকে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, কেউ যেন অন্য কারও শরীরে বর্ম পরিয়ে দিতে দিতে এই মন্ত্র পাঠ করছে। প্রচলিত [illegible]ও এই ভাবের অনুকূল। একজন ব্যাখ্যাকার ঋগ্বেদীয় মূল সূক্তটির টীকায় লিখেছেন— 'যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ম ইত্যাদি পরিধান করাবার সময় সূক্তের ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করতে হয়। এই সূক্ত থেকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।' এই দিক থেকেও মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজার যুদ্ধযাত্রার

প্রাক্কালে তাঁর অনুচর যেন তাঁকে বর্ম পরাচ্ছে এবং মন্ত্রপাঠ করছে। পৌরাণিক সাহিত্যে আমরা এই ভাবই প্রতিফলিত দেখি। — কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্নপথ অবলম্বন করেছে। আমাদের ধারণা, এখানে যে বর্ম ও মর্মের আলোচনা করা হয়েছে, তাতে জড় কোন বস্তুর সংশ্রব নেই। ভগবানের যে পরম মঙ্গলশক্তি আমাদের ঘিরে আছে, যে শক্তির প্রভাবে আমরা রিপুসঙ্কুল এই জগতে বেঁচে আছি, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হবার সুযোগ পাচ্ছি, তাকেই আমরা প্রকৃত বর্ম ব'লে মনে ক'রি। 'মর্ম' বলতে প্রাণ-কেন্দ্রকেই বোঝায়, যে শক্তিকেন্দ্রে আঘাত লাগলে, যা বিনষ্ট হ'লে, মানুষের মৃত্যু অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী]।

৮/২— হে রিপুগণ! বিষশূন্য সর্প যেমন অনিষ্ট করতে পারে না, তেমনই ভাবে তোমরা অনিষ্ট সাধন করতে সমর্থ হও ; ভগবান্ ইন্দ্রদেব দুর্ধর্ষ অগ্নির ন্যায় দাহকারী তোমাদের নেতৃস্থানীয় সকলকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমাদের সকল রিপু বিনষ্ট হোক)। [মন্ত্রের মূলভাব— আমরা যেন রিপুর বিনাশ সাধনে সমর্থ হই ; ভগবানের কৃপায় যেন আমাদের রিপুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ভাবই একটি অভিনব উপায়ে প্রকাশিত করা হয়েছে। মন্ত্রে রিপুকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তার ভাব রিপুগণ শক্তিহীন হোক, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক ; অর্থাৎ শত্রুদের যেন অভিশাপ দেওয়া হয়েছে— তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা শক্তিহীন হও। কেমন শক্তিহীন? মস্তকহীন সর্পের মতো, অর্থাৎ বিষহীন সর্প যেমন মানুষের কোন অনিষ্ট করতে পারে না, ঠিক তেমনভাবে শক্তিহীন রিপুকুলও মানুষের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। এই উপমাতে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথম বিষয়— মস্তকহীন ; মস্তক না থাকলে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং মস্তকহীন বলায় একদিকে প্রকারান্তরে প্রাণহীন বলা হয়েছে। অবশ্য বহির্জগতের দিক থেকে বিষের মধ্যেই সর্পের সর্পত্ব, সুতরাং প্রাণহীন ও বিষহীন একার্থে প্রযুক্ত হ'তে পারে। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উপমাতে সর্পের সাথে রিপুগণের তুলনা করা হয়েছে। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রিপুগণ সর্পের মতোই ক্রূর, সর্পের মতোই সাঙ্ঘাতিক জীব, সর্পের মতোই প্রাণহন্তারক ; বরং সর্প এই জড় দেহ নষ্ট করে, রিপুগণ মানুষের আত্মাকে নষ্ট করে। সুতরাং এই উপমা অতিশয় সঙ্গত হয়েছে। — একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ— 'হে শত্রুওঁ! তুম শির কটেহুএ সর্পোকী সমান অন্ধে হোজাও উন অগ্নিকে ভস্মীভূত কিয়েহুএ তুম শত্রুওঁমেঁসে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠকো ইন্দ্র নষ্ট করেঁ।'— এটি ভাষ্যানুসারী। ভাষ্যের সাথে আমাদের ব্যাখ্যা তুলনা করবার জন্যই এই অনুবাদটি উদ্ধৃত হলো]।

৮/৩— হে ভগবন্! আত্মীয়ের ন্যায় প্রতীয়মান যে জন শত্রু হয়, এবং অন্তরস্থিত যে রিপু আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছা করে, সকল দেবভাব সেই অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করুন। পরমব্রহ্ম (অথবা প্রার্থনা) আমার রিপুবারক রক্ষাকবচ হোন, পরমকল্যাণই আমার রিপুবারক রক্ষাকবচ হোন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের সর্ব রিপুকে বিনাশ করুন ; তিনিই আমাদের রক্ষক হোন)। [প্রথমেই এই মন্ত্রের প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ লক্ষণীয়—'যে জ্ঞাতি আমাদের প্রতি হৃষ্ট নন, যিনি দূরে থেকে আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করেন, তাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন, মন্ত্রই আমার (শর) নিবারক বর্ম।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বঃ' পদের অর্থ করা হয়েছে— 'জ্ঞাতি'। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ করা হয়েছে— যে সকল জ্ঞাতি আমাদের শত্রু, কিন্তু 'স্বঃ' পদে আমাদের

আপাতঃমধুর পাপ-প্রলোভনে মুগ্ধকারী রিপুদের লক্ষ্য করা হয়েছে। কারণ তারাই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভীষণতম রিপু। তারা আত্মীয়তার বাহ্য-আড়ম্বরে আমাদের বিশ্বাস অর্জন ক'রে পরে ছুরিকাঘাতে হৃৎপিণ্ড ছেদন করে। মায়া ও মোহের অনুচর এই ভীষণ রিপুদের কথাই 'স্বঃ' পদে বলা হয়েছে। তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে 'নিষ্ট্যঃ' পদের অর্থ আমাদের সচেতন ক'রে দিচ্ছে। এই পদের ভাষ্যার্থ— 'তিরোভূতঃ' অর্থাৎ লুক্কায়িত। তাদের স্বরূপ অবস্থা গোপন ক'রে অন্য অবস্থায় প্রকাশিত। শুধু তাই নয়, আমাদের অন্তরের মধ্যে থেকে আমাদের বন্ধুরূপেই তারা দেখা দেয়, এবং আমাদের বিপথগামী করে। যাতে সেই সব ভীষণ রিপু নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মন্ত্রে তার জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে]।

৯/১— ভগবন্ হে ইন্দ্রদেব! আপনি তীক্ষ্ণায়ুধচরণ কঠোরস্বভাব সিংহতুল্য ভয়ঙ্কর হন ; দ্যুলোক হ'তে আপনি আগমন করুন, আমাদের প্রাপ্ত হোন ; আগমন ক'রে সর্বত্রগমনশীল তীক্ষ্ণ রক্ষাস্ত্রকে রিপুনাশের উপযুক্ত ক'রে, সেই অস্ত্রের দ্বারা রিপুগণকে বিশেষভাবে বিনাশ করুন ; আমাদের শত্রুসমূহকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— ভগবান্ আমাদের রিপুসমূহকে বিনাশ করুন ; সেই পরমদয়াল দেব আমাদের প্রাপ্ত হোন)। [এই মন্ত্রের প্রথম অংশে— পাপনাশের জন্য ভগবান্ যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন, একটি উপমার দ্বারা তা-ই বর্ণিত হয়েছে। সেই উপমা— 'কুচরঃ গিরিষ্ঠাঃ মৃগঃ ন ভীমঃ'— পর্বতচারী ভীষণ দুর্দান্ত সিংহের মতো ভয়ঙ্কর তিনি। 'কুচর' পদের অর্থ 'কুৎসিৎ-চরণ', অর্থাৎ যার পদ নখর ইত্যাদির জন্য কুৎসিৎ হয়েছে। অথবা কুৎসিৎ ব্যবহার হয় বলে চরণকে 'কুচরঃ' বলা যায়। কারণ, পদের কার্য গমনাগমন ; কিন্তু তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত পায়ের দ্বারা যখন আক্রমণ করা যায়, তখন পদের কার্যের বিসদৃস দ্বারা যখন আক্রমণ করা যায়, তখন পদের কার্যের বিসদৃশ ব্যবহার হয়। সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তুগণ পদের দ্বারা আক্রমণ আত্মরক্ষা প্রভৃতিও করে, তাই তাদের 'কুচরঃ' বলা হয়। 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, যারা পর্বতে বাস করে, তারা কঠোরস্বভাব হয় ; অধিকন্তু পর্বতের কঠোরতার সাথে ভগবানের কঠোরতার তুলনা করাও 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অন্য উদ্দেশ্য। সাধারণ হিংস্র জীবগণ পর্বতবাসী হ'লে তাদের স্বভাবজাত দুর্দান্ত ভাব আরও বর্ধিত হয়। উপর্যুক্ত উপমার দ্বারা এটাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, করুণানিধান ভগবান্ বিশ্বরিপুনাশের জন্য ভীষণাদপি ভীষণরূপ কঠোর থেকে কঠোরতর ভাব পরিগ্রহণ করেন। কারণ তখন ধ্বংসই সৃষ্টির নামান্তর। পাপের বিনাশেই পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই প্রলয়ে সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় একসঙ্গেই বর্তমান থাকতে পারে এবং বিশ্বরক্ষার জন্যই ধ্বংসের প্রয়োজন হয়। — তিনি সাধুদের পরিত্রাণ ও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন— এ তো চিরন্তন! এই মন্ত্রের দ্বারা-ভগবানের সেই চিরন্তনী প্রতিশ্রুতির ভাবই পরিস্ফুট হচ্ছে। ভগবানের এই ধ্বংসশক্তির পরিচয় দিয়েই মন্ত্র বলছেন— 'হে দয়াল প্রভু, আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। আমরা শত্রুকুল পরিবেষ্টিত, আমাদের রক্ষা করুন, আপনার ভীষণ অস্ত্র ভীষণতর করুন, আমাদের রিপুকুলকে বিতাড়িত করুন।' — মন্ত্রটির প্রথম অংশের নিত্যসত্যের সাথে শেষাংশের প্রার্থনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রথম অংশে যে সত্য প্রকটিত হয়েছে, সেই সত্যের উপর ভিত্তি করেই প্রার্থনা করা হয়েছে]। [মন্ত্রটি ঋগ্বেদ ব্যতীতও অন্যান্য বেদেও পরিদৃষ্ট হয় ; যথা;—

শুক্ল যজুর্বেদের, ১৮শ অধ্যায়ের ৭১তি কণ্ডিকা ; অথর্ববেদ সংহিতার ১১/২৩/৩ মন্ত্র]।

৯/২— দীপ্তিদান ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট সকল দেবগণ অর্থাৎ হে দেবভাবসমূহ! আপনাদের প্রসাদে আমাদের কর্ণসমূহের দ্বারা আমরা যেন ভজনীয় কল্যাণবচন অর্থাৎ ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ করতে সমর্থ হই ; (আকাঙ্ক্ষা এই যে, দেবভাব-প্রভাবে আমাদের শ্রোত্র সদাকাল যেন ভগবৎকথামৃত শ্রবণপরায়ণ হয়)। যজনীয় আকাঙ্ক্ষণীয় অনুসরণীয় হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনাদের প্রসাদে আমাদের চক্ষুসমূহের দ্বারা আমরা যেন সুশোভন ভগবানের রূপ দেখতে সমর্থ হই ; (আকাঙ্ক্ষা এই যে,— দেবত্বের প্রভাবে আমাদের চক্ষু সদাকাল শোভন ভগবৎ-মূর্তি দর্শনে সমর্থ হোক)। আর, হে দেবগণ! আপনাদের প্রসাদে আমাদের অচঞ্চল অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হস্তপদ ইত্যাদি বহিরবয়বসমূহের দ্বারা (স্থূলদেহের দ্বারা) এবং অন্তর ইত্যাদি সমন্বিত আভ্যন্তরীণ শরীরের দ্বারা (সূক্ষ্মদেহের দ্বারা) যুক্ত হয়ে, আমরা ভগবানের স্তব করতে করতে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের অনুসরণ করতে করতে, দেবকর্মে রত অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্টকর্ম শ্রেষ্ঠ অভিলষিত জীবন যেন প্রাপ্ত হই ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেবগণ! আপনাদের অনুকম্পায় আমাদের জীবন ভগবৎ-পরায়ণ ভগবৎ-উদ্দেশ্যে বিহিত কর্মপর হোক—এই আকাঙ্ক্ষা)। [মন্ত্রে 'যৎ' ও 'আয়ুঃ' পদ দু'টি আছে। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে,— যে আয়ুঃ দেবগণ নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন, তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। ভাষ্যের মত এই যে,— দেবগণ মানুষের জন্য ১১৬ বৎসর বা ১২০ বৎসর পরমায়ুঃ নির্ধারিত ক'রে গেছেন, এবং প্রার্থনাকারী সেই আয়ুঃ পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। এ পক্ষে 'দেবহিতং' পদে 'দেবগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা ব'লি, 'দেবহিতং যৎ আয়ুঃ' এই পদ তিনটির ভাব অন্যরকম। এখানে 'যৎ' পদে 'সেই শ্রেষ্ঠ অভিলষিত' অর্থ আসে। যে আয়ু বা যে জীবন আকাঙ্ক্ষণীয়, এবং যে আয়ুঃ 'দেবহিতং' অর্থাৎ দেবতার কার্যে বিহিত ভগবানের কর্মে বিনিযুক্ত, এখানে সেই আয়ুর কামনাই প্রকাশ পেয়েছে। পর পর প্রার্থনার ভাব অনুধাবন করলে, এই অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,— দেবগণের কৃপায় আমরা যেন সেই কর্ণসকল প্রাপ্ত হই — যে কর্ণসমূহের দ্বারা 'রুদ্রং' অর্থাৎ মঙ্গল-বচন ভগবৎকথা শুনতে সামর্থ্য পাই। দ্বিতীয় প্রার্থনা,— সেই চক্ষুসকল যেন আমরা প্রাপ্ত হই— যে চক্ষুসকলের দ্বারা 'ভদ্রং' অর্থাৎ শোভন ভগবানের রূপ দর্শন করবার সামর্থ্য আসে। কর্ণের ও চক্ষুর বিষয় বলতে বলতে, ক্রমে সকল অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে। বাহির ও আন্তর ভেদে দু'রকম অঙ্গের পরিকল্পনা করা যায়। প্রথমে তাই 'অঙ্গৈঃ' ব'লেই পরে 'তনূভিঃ' পদ প্রযুক্ত হয়েছে। একের ভাব— বহিরঙ্গ, অন্যের ভাব— অন্তরঙ্গ। 'দৃঢ়ৈঃ' ('স্থিরৈঃ') পদে 'অবিচলিত একাগ্র' ভাব আসে। আমাদের দেহ-মনঃ-প্রাণ সমস্ত অবিচলিত-ভাবে ভগবানের সেবায় ভগবৎকার্যে বিনিযুক্ত হোক, 'দৃঢ়ৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ' পদ তিনটিতে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল সমন্বিত 'দেবহিতং যৎ আয়ুঃ' মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তারই কামনা করা হয়েছে। ফলতঃ চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি বহিরঙ্গগুলি ও চিত্ত ইত্যাদি অন্তরঙ্গসমূহ ভগবৎকার্যে বিনিবিষ্ট হোক— এমন জীবন আমরাও যেন প্রাপ্ত হই, এটাই এখানকার প্রার্থনা। — যেন তাঁরই কথা শুনি, যেন তাঁরই রূপ দেখি, যেন তাঁরই কার্যে দেহ-মন সমর্পণ করতে পারি,— আমাদের মধ্যে দেবভাবের বিকাশ হয়ে আমাদের সেইরকম জীবন প্রস্ফুট হোক। এটাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্যার্থ]।

৯/৩— প্রভূতমঙ্গলনিলয় (প্রকৃষ্ট ধনোপেত) ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন ; সর্বজ্ঞানাধার (সকল ধনের অধিকারী) পোষক পূষাদেব আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন ; সৎপথে গমনশীল বা জ্যোতির্ময়, অপ্রতিহত অহিংসিত অবিনাশী কালচক্র অথবা অবাধজীবনগতি অর্থাৎ অনন্তজীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমি দেবতা আমাদের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হোন ; দেবগণের পালয়িতা প্রজ্ঞানরূপ বৃহস্পতিদেব আজ আমাদের ধারণ করুন— রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,— সকল দেবতার রক্ষা আমাদের প্রাপ্ত হোক ; জ্ঞানের প্রভাবে আমরা যেন সেই রক্ষা প্রাপ্ত হই)। [এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সাথে আমাদের পরিগৃহীত অর্থের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হবে। প্রথমতঃ ক্রিয়াপদের বিষয়ে আমরা মতান্তর পোষণ ক'রি। ভাষ্যে 'স্বস্তি'-পদকে কর্মপদ-রূপে গ্রহণ ক'রে 'দধাতু' ক্রিয়াপদকে চারটি কর্তৃপদের সাথে অন্বিত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ঐ 'স্বস্তি' পদকে 'সু' ও 'অস্তি' পদ দু'টির সংযোগ ব'লে মনে ক'রি। 'সু' পদে সুখকর মঙ্গলপ্রদ অর্থ আনয়ন করা যায়। 'অস্তি' ক্রিয়াপদে 'হয়' অর্থে সঙ্গতি দেখি। অপিচ, ঐ 'অস্তি' পদের প্রতিবাক্যে লোটের পদ গ্রহণ করলে, প্রার্থনাপক্ষে ভাব বেশ পরিস্ফুট হ'তে পারে। আমরা তাই স্বস্তি-পদের প্রতিবাক্যে 'সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতু' প্রভৃতি পদ গ্রহণ করেছি। ঐরকম অর্থ পরিগ্রহণের পক্ষে একটি বিশেষ যুক্তি আছে। মন্ত্রে তিনটি 'স্বস্তি' পদ দৃষ্ট হয় ; এবং একটি 'দধাতু' পদ আছে। আর মন্ত্রের মধ্যে চারটি কর্তৃপদ দেখতে পাই। তাতেই বোঝা যায়, তিনটি 'স্বস্তি' ও একটি 'দধাতু' এই চারটি পদ ঐ চারটি কর্তৃপদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছে।— এরপর দেবগণের সম্বন্ধে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বোঝা যাক। 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' পদ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের বিশেষণের মধ্যে পরিগণিত। ভাষ্যে প্রকাশ প্রভূত স্তোত্র বা হবিঃ ইন্দ্রদেব প্রাপ্ত হন ব'লে তিনি 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' বিশেষণে বিশেষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে আরও দু'রকম ভাব গ্রহণ করা যায়। 'শ্রবস্' শব্দে মঙ্গল বোঝায়— ধন বোঝায়। প্রভূত প্রকৃষ্ট মঙ্গল বা ধন যাঁতে আছে, তিনিই 'বৃদ্ধশ্রবাঃ'। আমরা মনে ক'রি— এই অর্থই সঙ্গত। এইরকম 'বিশ্ববেদাঃ' পদে 'সকল ধনের অধিকারী বা সকল জ্ঞানের আধার' ব'লে নির্দেশ করতে পারি। যিনি পোষণকারী পুষ্টিবিধায়ক দেবতা, তাঁতে যে সকল জ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, তা বলাই বাহুল্য। সেই জ্ঞানের দ্বারা, সেই ধনের দ্বারা তিনি মানুষকে পরিপুষ্ট করেন ; তাই তিনি 'পূষা' অর্থাৎ পোষণকারী দেবতা। 'তার্ক্ষ্য' বা 'অরিষ্টনেমিঃ' পদ দু'টিতে আমরা সম্পূর্ণ অন্য ভাব পরিগ্রহণ ক'রি। 'তার্ক্ষ্যঃ' পদে ভাষ্যে 'তৃক্ষের পুত্র গরুত্মান' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থ যে সঙ্গত, তা মনে হয় না। পরন্তু ভাষ্য অনুসারে 'অরিষ্টনেমিঃ' পদ ঐ তার্ক্ষ্যের বিশেষণের মধ্যে গণ্য হয়েছে। তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'রথের চক্রধারাযুক্ত গরুড়'। বিষ্ণুর বাহন গরুড়,— তিনি যেন রথরূপে (রথচক্ররূপে) বিদ্যমান থেকে বিষ্ণুকে বহন করেন। এইরকম একটা কুহেলিকাপূর্ণ ভাব নিয়ে ভাষ্য অনুসারে ঐ দু'টি পদ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু আমরাও ব'লি, এখানে গতি-অর্থক তৃক্ষ্ ধাতু থেকে 'তার্ক্ষ্যঃ' পদ ব্যুৎপন্ন। তাতে ঐ পদে 'সৎপথে গমনশীল বা জ্যোতির্ময়' অর্থ গ্রহণ করতে পারি। 'অরিষ্টনেমিঃ' পদে অপ্রতিহত অবিনাশী কালচক্র' অর্থ প্রাপ্ত হই। তাতে 'অহিংসিত অবাধ জীবনগতি বা অনন্তজীবন যাঁর, তিনিই 'অরিষ্টনেমিঃ' পদে অভিহিত হন। এই রকম 'বৃহস্পতি' পদে দেবগণের পালয়িতা অর্থাৎ দেবভাবের প্রবর্ধক প্রজ্ঞান-রূপ দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। ফলতঃ ভগবানের চতুর্বিধা (বৃদ্ধশ্রবাঃ, বিশ্ববেদাঃ অরিষ্টনেমিঃ, বৃহস্পতি)

বিভূতিকে সম্বোধন ক'রে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে— এটাই এখানে প্রতিপন্ন হয়।— তিনি আদিদেব। সৃষ্টির আদিকালে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ। তাঁর থেকেই ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ) উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সকলের আদিভূত, তিনি পুরাণ— তিনি অনাদি। তিনি অজর অমর ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত। তিনি সকল জ্ঞানের— সকল সৎ-বুদ্ধির আধার। তিনি 'বিশ্ববেদাঃ'— সকল প্রজ্ঞানের আধার। তাঁর শরণ গ্রহণ করো ; তিনি তোমায় দিব্যজ্ঞান প্রদান করবেন। তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করো ;— একৈকশরণ্যভাবে তাঁর প্রতি ভক্তিমান হও। তাহলেই তাঁকে প্রাপ্ত হবে— তাহলেই পরাগতিলাভে সমর্থ হবে। — 'যিনি একাগ্র মনে ভগবান্‌কে যাবজ্জীবন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদা স্মরণশীল যোগীর তিনি সহজলভ্য। মুক্ত মহাত্মারা তাঁকে লাভ ক'রে আর দুঃখালয় নশ্বর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মভুবন) পর্যন্ত সপ্ত লোকই (অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহা, জন, তপঃ ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মার লোক) পুনরাবর্তনশীল ; কিন্তু তাঁকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'— অতএব একমাত্র তাঁরই শরণ নাও, তোমায় আর গতাগতির যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এই মন্ত্রেরই শুধু নয়, সমগ্র বেদের মধ্যেই এই কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে]।

॥ সামবেদ-সংহিতা সমাপ্ত ॥

—বিশেষ সংযোজন—

সামবেদোক্ত মন্ত্রগুলির মধ্যে অধিকসংখ্যক মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। যজুর্বেদ-সংহিতা ইত্যাদি থেকে সংকলিত মন্ত্রগুলির যথাযথ উল্লেখ মন্ত্র-শেষে থাকলেও ঋগ্বেদীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়নি। এখানে কোন্ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের কোন্ মণ্ডল, কোন্ সূক্ত এবং কোন্ ঋক্ থেকে গৃহীত, তা উল্লেখিত হলো।

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	আগ্নেয়	১মা	১। অগ্ন আ যাহি বীতয়ে	৬/১৬/১০
”	”	”	২। ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা	৬/১৬/১
”	”	”	৩। অগ্নিং দূতং বৃণীমহে	১/১২/১
”	”	”	৪। অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্	৬/১৬/৩৪
”	”	”	৫। প্রেষ্ঠং বো অতিথিং	৮/৮৪/১
”	”	”	৬। ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ	৮/৭১/১
”	”	”	৭। এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন	৬/১৬/১৬
”	”	”	৮। আ তে বৎসো মনো	৮/১১/৭
”	”	”	৯। ত্বমগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা	৬/১৬/১৩
”	”	”	১০। অগ্নে বিবস্বদা	——
”	”	২য়া	১। নমস্তে অগ্ন ওজসে	৮/৭৫/১০
”	”	”	২। দূতং বো বিশ্ববেদসং	৪/৮/১
”	”	”	৩। উপ ত্বা জাময়ো	৮/১০২/১৩
”	”	”	৪। উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে	১/১/৭
”	”	”	৫। জরাবোধ তদ্বিবিড়্ঢি	১/২৭/১০
”	”	”	৬। প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং	১/১৯/১
”	”	”	৭। অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং	১/২৭/১
”	”	”	৮। ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা	——
”	”	”	৯। অগ্নিমিন্ধানো মনসা	৮/১০২/২২
”	”	”	১০। আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো	৮/৬/৩০
”	”	৩য়া	১। অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং	৮/১০২/৭
”	”	”	২। অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা	৬/১৬/২৮

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	আগ্নেয়	৩য়া	৩। অগ্নে মৃড় মহাঁ	৪/৯/১
,,	,,	,,	৪। অগ্নে রক্ষা নো অংহসঃ	৭/১৫/১৩
,,	,,	,,	৫। অগ্নে যুঙ্ক্ষা হি যে	৬/১৬/৪৩
,,	,,	,,	৬। নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্‌পতে	৭/১৫/৭
,,	,,	,,	৭। অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতি	৮/৪৪/১৬
,,	,,	,,	৮। ইমমূ ষূ ত্বমস্মাকং	১/২৭/৪
,,	,,	,,	৯। যং ত্বা গোপবনো গিরা	৮/৭৪/১১
,,	,,	,,	১০। পরি বাজপতিঃ কবিঃ	৪/১৫/৩
,,	,,	,,	১১। উদু ত্যং জাতবেদসং	১/৫০/১
,,	,,	,,	১২। কবিমগ্নিমুপ স্তুহি	১/১২/৭
,,	,,	,,	১৩। শং নো দেবীরভিষ্টয়ে	১০/৯/৪
,,	,,	,,	১৪। কস্য নূ নং পরীণসি	৮/৮৪/৭
,,	,,	৪র্থী	১। যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে	৬/৪৮/১
,,	,,	,,	২। পাহি নো অগ্ন একয়া	৮/৬০/৯
,,	,,	,,	৩। বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ	৬/৪৮/৭
,,	,,	,,	৪। ত্বে অগ্নে স্বাহুত	৭/১৬/৭
,,	,,	,,	৫। অগ্নে জরিতর্বিশ্‌পতি	৮/৬০/১৯
,,	,,	,,	৬। অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং	১/৪৪/১
,,	,,	,,	৭। ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা	৬/৪৮/৯
,,	,,	,,	৮। ত্বমিৎ সপ্রথা অস্যগ্নে	৮/৬০/৫
,,	,,	,,	৯। আ নো অগ্নে বয়োবৃধং	৮/৬০/১১
,,	,,	,,	১০। যো বিশ্বা দয়তে বসু	৮/১০৩/৬
,,	,,	৫মী	১। এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো	৭/১৬/১
,,	,,	,,	২। শেষে বনেষু মাতৃষু	৮/৩৪/৫
,,	,,	,,	৩। অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্	৮/১০৩/১
,,	,,	,,	৪। অগ্নিরুক্‌থে পুরোহিতো	৮/২৭/১
,,	,,	,,	৫। অগ্নিমীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ	৮/৭১/১৪
,,	,,	,,	৬। শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভিঃ	১/৪৪/১৩
,,	,,	,,	৭। প্র দৈবদাসো অগ্নির্দেব	৮/১০৩/২
,,	,,	,,	৮। অধ জ্মো অধ বা	৮/১/১৮
,,	,,	,,	৯। কায়মানো বনা ত্বং	৩/৯/২
,,	,,	,,	১০। নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে	১/৩৬/১৯
,,	,,	৬ষ্ঠী	১। দেবো বো দ্রবিণদাঃ	৭/১৬/১১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	আগ্নেয়	৬ষ্ঠী	২। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ	১/৪০/৩
”	”	”	৩। ঊর্ধ্ব ঊষুণ উতয়ে	১/৩৬/১৩
”	”	”	৪। প্র যো রায়ে নিনীষতি	৮/১০৩/৪
”	”	”	৫। প্র বো যহ্বং	১/৩৬/১
”	”	”	৬। অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে	৩/১৬/১
”	”	”	৭। ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং	৭/১৬/৫
”	”	”	৮। সখায়স্ত্বা ববৃমহে	৩/৯/১
”	”	৭মী	১। আ জুহোতা হবিষা	——
”	”	”	২। চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য	১০/১১৫/১
”	”	”	৩। ইদং ত একং পর	১০/৫৬/১
”	”	”	৪। ইমং স্তোমমর্হতে	১/৯৪/১
”	”	”	৫। মূর্ধানং দিবো অরতিং	৬/৭/১
”	”	”	৬। বি ত্বদাপো ন	৬/২৪/৬
”	”	”	৭। আ বো রাজানমধ্বরস্য	৪/৩/১
”	”	”	৮। ইন্ধে রাজা সমর্যো	৭/৮/১
”	”	”	৯। প্র কেতুনা বৃহতা	১০/৮/১
”	”	”	১০। অগ্নিং নরো দীধিতি	৭/১/১
”	”	৮মী	১। অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা	৫/১/১
”	”	”	২। প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং	১০/৪৬/৫
”	”	”	৩। শুক্রং তে অন্যদ্	৬/৫৮/১
”	”	”	৪। ইড়ামগ্নে পুরুদং সাং	৩/৬/১১
”	”	”	৫। প্র হোতা জাতো	১০/৪৬/১
”	”	”	৬। প্র সম্রজমসুরসা প্রশস্তং	৭/৬/১
”	”	”	৭। অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা	৩/২৯/২
”	”	”	৮। সনাদগ্নে মৃণসি	১০/৮৭/১৯
”	”	৯মী	১। অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর	৫/১০/১
”	”	”	২। যদি বীরো অনুষ্যাদগ্নি	———
”	”	”	৩। ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি	৬/২/৬
”	”	”	৪। ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে	৬/২/১
”	”	”	৫। প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়	৫/১৮/১
”	”	”	৬। যদ্ বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে	৫/২৫/৭
”	”	”	৭। বিশোবিশো বো অতিথিং	৮/৭৪/১
”	”	”	৮। বৃহদ্ বয়ো হি ভানবেঽর্চা	৫/১৬/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	আগ্নেয়	৯মী	৯।	অগন্ম বৃত্রহন্তমং	———
,,	,,	,,	১০।	জাতঃ পরেণ ধর্মণা	———
,,	,,	১০মী	১।	সোমং রাজানং	———
,,	,,	,,	২।	ইভ এত উদারুহন্	———
,,	,,	,,	৩।	রায়ে আগ্নে মহে	———
,,	,,	,,	৪।	দধগ্নে বা যদীমনু	২/৫/৩
,,	,,	,,	৫।	প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ	১০/৮৭/২৫
,,	,,	,,	৬।	ত্বমগ্নে বসূঁরিহ	১/৪৫/১
,,	,,	১১শী	১।	পুরুত্বা দাশিবাং বোচেঽরিরগ্নে	১/১৫০/১
,,	,,	,,	২।	প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোঽগ্নয়ে	৩/১০/৫
,,	,,	,,	৩।	অগ্নে বাজস্য গোমত	১/৭৯/৪
,,	,,	,,	৪।	অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে	৩/১০/৭
,,	,,	,,	৫।	জজ্ঞানঃ সপ্ত মাতৃভির্মেধাম্য	৯/১০২/৪
,,	,,	,,	৬।	উত স্যা নো দিবা	৮/১৮/৭
,,	,,	,,	৭।	ঈডিষ্বা হি প্রতীব্যাংত	৮/২৩/১
,,	,,	,,	৮।	ন তস্য মায়য়া চ ন	৮/২৩/১৫
,,	,,	,,	৯।	অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং	৬/৫১/১৩
,,	,,	,,	১০।	শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে	৮/২৩/১৪
,,	,,	১২শী	১।	প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত	৮/১০৩/৮
,,	,,	,,	২।	প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ	৮/১৯/৩০
,,	,,	,,	৩।	তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো	৮/১৯/১
,,	,,	,,	৪।	মা নো হৃণীথা অতিথিং	৮/১০৩/১২
,,	,,	,,	৫।	ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতে	৮/১৯/১৯
,,	,,	,,	৬।	যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে	৮/১৯/৩
,,	,,	,,	৭।	তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর	৮/১৯/১৫
,,	,,	,,	৮।	যদ্বা উ বিশ্পতিঃ শিতঃ	৮/২৩/১৩
২য়	ঐন্দ্র	১মা	১।	তদ্ বো গায় সুতে	৮/৪৫/২২
,,	,,	,,	২।	যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র	৮/৯২/১৬
,,	,,	,,	৩।	গাব উপ বটাবটে মহী	৮/৭২/১২
,,	,,	,,	৪।	অরমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারং	৮/৯২/২৫
,,	,,	,,	৫।	তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে	৮/৯৩/৭
,,	,,	,,	৬।	ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো	১০/১৫৩/২
,,	,,	,,	৭।	যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্	৮/১৪/৫
,,	,,	,,	৮।	যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয়	৮/১৪/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২য়	ঐন্দ্র	১মা	৯।	পন্যং পন্যমিৎ সোতার আ	৮/২/২৫
,,	,,	,,	১০।	ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা	৮/২/১
,,	,,	২য়া	১।	উদ্‌ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং	৮/৯৩/১
,,	,,	,,	২।	যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা	৮/৯৩/৪
,,	,,	,,	৩।	য আনয়ৎ পরাবতঃ	৬/৪৫/১
,,	,,	,,	৪।	মা ন ইন্দ্রাভ্যাত দিশঃ	৮/৯২/৩১
,,	,,	,,	৫।	এন্দ্র সানসিং রয়িং	১/৮/১
,,	,,	,,	৬।	ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্তে	১/৭/৫
,,	,,	,,	৭।	অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ	৪/৪৫/৬
,,	,,	,,	৮।	বয়মিন্দ্র ত্বায়বোহভি প্র	৩/৪১/৭
,,	,,	,,	৯।	আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে	৮/৪৫/১
,,	,,	,,	১০।	ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ	৮/৪৫/৪০
,,	,,	৩য়	১।	ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা	১/৩৭/৩
,,	,,	,,	২।	ইম উ ত্বা বি চক্ষতে	৮/৪৫/১৬
,,	,,	,,	৩।	সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা	৮/৬/৪
,,	,,	,,	৪।	দেবানামিদবো মহৎ তদা	৮/৮৩/১
,,	,,	,,	৫।	সোমানাং স্বরণং কৃণুহি	১/১৮/১
,,	,,	,,	৬।	বোধন্মনা ইদস্তু নো	৮/৯৩/১৮
,,	,,	,,	৭।	অদ্য নো দেব সবিতা	৫/৮২/৪
,,	,,	,,	৮।	কৃতস্য বৃষভো যুবা	৮/৬৪/৭
,,	,,	,,	৯।	উপহ্বরে গিরীণা সঙ্গমে চ	৮/৬/২৮
,,	,,	,,	১০।	প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং	৮/১৬/১
,,	,,	৪র্থী	১।	অপাদু শিপ্রান্ধসঃ সুদক্ষস্য	৮/৯২/৪
,,	,,	,,	২।	ইমা উ ত্বা পুরুবসোঽভি	———
,,	,,	,,	৩।	অত্রাহ গোরমন্বত নাম	১/৮৪/১৫
,,	,,	,,	৪।	যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরূপো	৬/৫৭/৪
,,	,,	,,	৫।	গৌর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা	৮/৯৪/১
,,	,,	,,	৬।	উপ নো হরিভিঃ সুতং	৮/৯৩/৩১
,,	,,	,,	৭।	ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং	৮/৯৩/২৩
,,	,,	,,	৮।	অহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য	৮/৬/১০
,,	,,	,,	৯।	রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে	১/৩০/১৩
,,	,,	,,	১০।	সোমঃ পুষা চ চেততুর্বিশ্বাসাং	———
,,	,,	৫মী	১।	পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি	৮/৯২/১
,,	,,	,,	২।	প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং	৭/৩১/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২য়	ঐন্দ্র	৫মী	৩। বয়মু ত্বা তদিদর্থা	৮/২/১৬
”	”	”	৪। ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং	৮/৯২/১৯
”	”	”	৫। অয়ং ত ইন্দ্র সোমো	৮/১৭/১১
”	”	”	৬। সুরূপকৃৎনুমূতয়ে	১/৪/১
”	”	”	৭। অভি ত্বা বৃষভে সুতে	৮/৪৫/২২
”	”	”	৮। ম ইন্দ্র চমসেম্বা	৮/৮২/৭
”	”	”	৯। যোগেযোগে তবস্তরং	১/৩০/৭
”	”	”	১০। আ ত্বেতা নি যীদতেন্দ্র	১/৫/১
”	”	৬ষ্ঠী	১। ইদং হ্যন্বোজসা সুতং	৩/৫১/১০
”	”	”	২। মহাঁ ইন্দ্রঃ পুরশ্চ নো	১/৮/৫
”	”	”	৩। আ তু ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং	৮/৮১/১
”	”	”	৪। অভি প্র গোপতিং	৮/৬৯/৪
”	”	”	৫। কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী	৪/৩১/১
”	”	”	৬। ত্যমু বঃ সত্রাসাহং	৮/৯২/৭
”	”	”	৭। সদসস্পতিমদ ভুতং	১/১৮/৬
”	”	”	৮। যে তে পন্থা অধো	———
”	”	”	৯। ভদ্রং ভদ্রং ন আ	৮/৯৩/২৮
”	”	”	১০। অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ	৮/৯৪/৪
”	”	৭মী	১। ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং	১০/১৫৩/১
”	”	”	২। নকি দেবা ইনীমসি ন	১০/১৩৪/৭
”	”	”	৩। দোষো আগাদ্ বৃহদ্‌গায়	———
”	”	”	৪। এষো উষা অপূর্ব্যা	১/৪৬/১
”	”	”	৫। ইন্দ্র দধীচো অস্থভি	১/৮৪/১৩
”	”	”	৬। ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো	১/৯/১
”	”	”	৭। আ তু ন ইন্দ্র বৃত্রহন্	৪/৩২/১
”	”	”	৮। ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে	৮/৬/৫
”	”	”	৯। অয়মু তে সমতসি	১/৩০/৪
”	”	”	১০। বাত আ বাতু ভেষজং	১/১৮৬/১
”	”	৮মী	১। যং রক্ষন্তি প্রচেতসো	১/৪১/১
”	”	”	২। গব্যো ষু ণো যথা	৮/৪৬/১০
”	”	”	৩। ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো	৮/৬/১৯
”	”	”	৪। অয়া ধিয়া চ গব্যয়া	৮/৯৩/১৭
”	”	”	৫। পাবকা নঃ সরস্বতী	১/৩/১০
”	”	”	৬। ক ইমং নাহুষীষ্বা ইন্দ্রং	———

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২য়	ঐন্দ্র	৮মী	৭। আ যাহি সুযুমা হি	৮/১৭/১
,,	,,	,,	৮। মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং	১০/১৮৫/১
,,	,,	,,	৯। ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র	৮/৪৬/১
,,	,,	৯মী	১। উত্বা মন্দন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব	৮/৬৪/১
,,	,,	,,	২। গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং	৩/৪০/৬
,,	,,	,,	৩। সদা বা ইন্দ্রশ্চর্কৃষদা উপো	———
,,	,,	,,	৪। আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব	৮/৯২/২২
,,	,,	,,	৫। ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রম	১/৭/১
,,	,,	,,	৬। ইন্দ্র ঈষে দদাতু ন	৮/৯৩/৩৪
,,	,,	,,	৭। ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্‌ভয়ম	২/৪১/১০
,,	,,	,,	৮। ইমা উ ত্বা সুতেসুতে	৬/৪৫/২৮
,,	,,	,,	৯। ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং	৬/৫৭/১
,,	,,	,,	১০। ন কি ইন্দ্র ত্বদুত্তরং ন	৪/৩০/১
,,	,,	১০মী	১। তরণিং বো জনানাং ত্রদং	৮/৪৫/২৮
,,	,,	,,	২। অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি	১/৯/৪
,,	,,	,,	৩। সুনীথো ঘা স মর্ত্যো	৮/৪৬/৪
,,	,,	,,	৪। যদ্‌বীজবিন্দ্র যৎ স্থিরে	৮/৪৫/৪১
,,	,,	,,	৫। শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং	৮/৯৩/১৬
,,	,,	,,	৬। অরং ত ইন্দ্র শ্রবসে	———
,,	,,	,,	৭। ধানাবন্তং করম্ভিণমপূবন্তম	৩/৫২/১
,,	,,	,,	৮। অপাং ফেনেন নমুচেঃ	৮/১৪/১৩
,,	,,	,,	৯। ইমে ত ইন্দ্র সোমা	———
,,	,,	,,	১০। তুভ্যং সুতাসঃ সোমাঃ	৮/৯৩/২৫
,,	,,	১১শী	১। আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং	১/৩০/১
,,	,,	,,	২। অতশ্চিদিন্দ্রি ন উপা	৮/৯২/১০
,,	,,	,,	৩। আ বুন্দং বৃত্রহা দদে	৮/৪৫/৪
,,	,,	,,	৪। বৃবদুক্‌থং হবামহে	৮/৩২/১০
,,	,,	,,	৫। ঋজুনীতী নো বরুণো	১/৯০/১
,,	,,	,,	৬। দূরাদিহেব যৎ	৮/৫/১
,,	,,	,,	৭। আ নো মিত্রাবরুণা	৩/৬২/১৬
,,	,,	,,	৮। উদু তো সুনবো	১/৩৭/১০
,,	,,	,,	৯। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে	১/২২/১৭
,,	,,	১২শী	১। অতীহি মন্যুষাবিণং	৮/৩২/২১
,,	,,	,,	২। কদূ প্রচেতসে মহে	———

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক
২য়	ঐন্দ্র	১২শী	৩।	উক্থং চ ন শস্যমানং	৮/২/১৪
,,	,,	,,	৪।	ইন্দ্র উক্থেভির্মন্দিষ্ঠো	———
,,	,,	,,	৫।	আ যাহ্যুপ নঃ সুতং	৮/২/১৯
,,	,,	,,	৬।	কদা বসো স্তোত্রং	১০/১০৫/১
,,	,,	,,	৭।	ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ	১/১৫/৫
,,	,,	,,	৮।	বয়ং ঘা তে অপি	৮/৩২/৭
,,	,,	,,	৯।	এন্দ্র পৃক্ষু কাসু	———
,,	,,	,,	১০।	এ বাহ্যসি বীরয়ুবেরা	৮/৯২/২৮
৩য়	ঐন্দ্র (২)	১মা	১।	অভি ত্বা শূর	৭/৩২/২২
,,	,,	,,	২।	ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ	৬/৪৬/১
,,	,,	,,	৩।	অভি প্র বঃ সুরাধসম্বাং	৮/৪৯/১
,,	,,	,,	৪।	তং বো দস্মমৃতীষহং	৮/৮৮/১
,,	,,	,,	৫।	তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং	৮/৬৬/১
,,	,,	,,	৬।	তরণিরিৎ সিষাসতি	৭/৩২/২০
,,	,,	,,	৭।	পিবা সুতস্য রসিনো	৮/৩/১
,,	,,	,,	৮।	ত্বং হোহি চেরবে বিদা	৮/৬১/৭
,,	,,	,,	৯।	ন হি বশ্চরমং চ ন	৭/৫৯/৩
,,	,,	,,	১০।	মা চিদনাদ্ বি শংসত	৮/১/১
,,	,,	২য়া	১।	নকিষ্টং কর্মণা নশদ্	৮/৭০/৩
,,	,,	,,	২।	য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ	৮/১/১২
,,	,,	,,	৩।	আ ত্বা সহস্রমা শতং	৮/১/২৪
,,	,,	,,	৪।	আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি	৩/৪৫/১
,,	,,	,,	৫।	ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো	১/৮৪/১৯
,,	,,	,,	৬।	ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী	৮/৯০/৫
,,	,,	,,	৭।	ইন্দ্রমিদ্ দেবতাতয়	৮/৩/৫
,,	,,	,,	৮।	ইমা উ ত্বা পুরূবসো	৮/৩/৩
,,	,,	,,	৯।	উদু তো মধুমত্তমা	৮/৩/১৫
,,	,,	,,	১০।	যথা গৌরো অপা	৮/৪/৩
,,	,,	৩য়া	১।	শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র	৮/৬১/৫
,,	,,	,,	২।	যা ইন্দ্রা ভুজঃ	৮/৯৭/১
,,	,,	,,	৩।	প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে	৮/১০১/৫
,,	,,	,,	৪।	অভি ত্বা পূর্বপীতয়	৮/৩/৭
,,	,,	,,	৫।	প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে	৮/৮৯/৩
,,	,,	,,	৬।	বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো	৮/৮৯/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৩য়	ঐন্দ্র (২)	৩য়া	৭।	ইন্দ্র ক্রতুন্ন আভর	৭/৩২/২৬
,,	,,	,,	৮।	মা ন ইন্দ্র পরা	৮/৯৭/৭
,,	,,	,,	৯।	বয়ঙ্ঘ ত্বা সুতাবন্ত	৮/৩৩/১
,,	,,	,,	১০।	যদিন্দ্র নাহুষীস্বা ওজো	৬/৪৬/৭
,,	,,	৪র্থী	১।	সত্যমিত্থা বৃষেদসি	৮/৩৩/১০
,,	,,	,,	২।	যচ্ছক্রাসি পরাবতি	৮/৯৭/৪
,,	,,	,,	৩।	অভি বো বীরমন্ধসো	৮/৪৬/১৪
,,	,,	,,	৪।	ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং	৬/৪৬/৯
,,	,,	,,	৫।	শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং	৮/৯৯/৩
,,	,,	,,	৬।	ন সীমদেব আপ	৮/৭০/৭
,,	,,	,,	৭।	আ নো বিশ্বাসু	৮/৯০/১
,,	,,	,,	৮।	তবেদিন্দ্রাবমং বসু	৭/৩২/১৬
,,	,,	,,	৯।	ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রাচিদ্ধি	৮/১/৭
,,	,,	,,	১০।	বয়মেনমিদা হ্যোহপীপেমেহ	৮/৬৬/৭
,,	,,	৫মী	১।	যো রাজা চর্ষণীনাং	৮/৭০/১
,,	,,	,,	২।	যত ইন্দ্র ভয়ামহে	৮/৬১/১৩
,,	,,	,,	৩।	বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা	৮/১৭/১৪
,,	,,	,,	৪।	বণ্মহাঁ অসি সূর্য	৮/১০১/১১
,,	,,	,,	৫।	অশ্বী রথী সুরূপ	৮/৪/৯
,,	,,	,,	৬।	যদ্যাব ইন্দ্র তে	৮/৭০/৫
,,	,,	,,	৭।	যদিন্দ্র প্রাগপাগুদংন্যগ্বা	৮/৪/১
,,	,,	,,	৮।	কস্তমিন্দ্র ত্বাবসবা	৭/৩২/১৪
,,	,,	,,	৯।	ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং	৬/৫৯/৬
,,	,,	,,	১০।	ইন্দ্র নেদীয় এদিহি	৮/৫৩/৫
,,	,,	৬ষ্ঠী	১।	ইত ঊতি বো অজরং	৮/৯৯/৭
,,	,,	,,	২।	মো যু ত্বা বাঘতশ্চ	৭/৩২/১
,,	,,	,,	৩।	সুনোত সোমপাব্নে	৭/৩২/৮
,,	,,	,,	৪।	যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং	৬/৪৬/৩
,,	,,	,,	৫।	শচীভির্ন্নঃ শচীবসু	১/১৩৯/৫
,,	,,	,,	৬।	যদাকদা চ মীঢুষে	———
,,	,,	,,	৭।	পাহিগা অন্ধসো মদ	৮/৩৩/৪
,,	,,	,,	৮।	উভয়ং শৃণবচ্চ ন	৮/৬১/১
,,	,,	,,	৯।	মহে চন ত্বাদ্রিবঃ	৮/১/৫
,,	,,	,,	১০।	বস্যাং ইন্দ্রাসি মে	৮/১/৬

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৩য়	ঐন্দ্র (২)	৭মী	১।	ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে	৭/৩২/৪
”	”	”	২।	ইম ইন্দ্র মদায় তে	———
”	”	”	৩।	আ ত্বা৩দ্য সবর্দুঘাং	৮/১/১০
”	”	”	৪।	ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো	৮/৮৮/৩
”	”	”	৫।	ক ঈং বেদ সুতে	৮/৩৩/৭
”	”	”	৬।	যদিন্দ্র শাসো অব্রতং	———
”	”	”	৭।	ত্বষ্টা নো দৈব্যং	———
”	”	”	৮।	কদাচন স্তরীরসি	৮/৫১/৭
”	”	”	৯।	যুঙ্‌ক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম	৮/৩/১৭
”	”	”	১০।	ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্	৮/৯৯/১
”	”	৮মী	১।	প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যূতচ্ছন্তি	৭/৮১/১
”	”	”	২।	ইমা উবান্দিবিষ্টয় উস্রা	৭/৭৪/১
”	”	”	৩।	কুষ্ঠঃ কো বামশ্বিনা	———
”	”	”	৪।	অয়ং বাং মধুমত্তমঃ	১/৪৭/১
”	”	”	৫।	আ ত্বা সোমস্য গল্‌দয়া	৮/১/২০
”	”	”	৬।	অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং	৮/৪/১১
”	”	”	৭।	অভীষতস্তদা ভরেন্দ্র	৭/৩২/২৪
”	”	”	৮।	যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়	৭/৩২/১৮
”	”	”	৯।	ত্বমিন্দ্র প্রতূর্ত্তিষ্বভি বিশ্বা	৮/৯৯/৫
”	”	”	১০।	প্র যো রিরিক্ষ ওজসা	৮/৮৮/৫
”	”	৯মী	১।	অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো	৭/২১/১
”	”	”	২।	যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে	৭/২৪/১
”	”	”	৩।	অদর্দ্দরুৎসমসৃজো বি খানি	৫/৩২/১
”	”	”	৪।	সুষ্বানাস ইন্দ্র স্তমসি	১০/১৪৮/১
”	”	”	৫।	জগৃম্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র	১০/৪৭/১
”	”	”	৬।	ইন্দ্রঃ নরো নেমধিতা	৭/২৭/১
”	”	”	৭।	বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং	১০/৭৩/১১
”	”	”	৮।	নাকে সুপর্ণামুপ যৎ	১০/১২৩/৬
”	”	”	৯।	ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং	———
”	”	”	১০।	অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ	৬/৩২/১
”	”	১০মী	১।	অব দ্রপ্‌সো অংশুমতীমতিষ্ঠদীয়ানং	৮/৯৬/১৩
”	”	”	২।	বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা	৮/৯৬/৭
”	”	”	৩।	বিধুং দদ্রাণং সমনে	১০/৫৫/৫
”	”	”	৪।	ত্বং হ ত্যৎ সপ্তভ্যো	৮/৯৬/১৬

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৩য়	ঐন্দ্র (২)	১০মী	৫।	মেড়িং ন ত্বা বজ্রিণং	———
”	”	”	৬।	প্র বো মহে মহেবৃধে	৭/৩১/১০
”	”	”	৭।	শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রম্	৩/৩০/২২
”	”	”	৮।	উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং	৭/২৩/১
”	”	”	৯।	চক্র যদস্যাপ্স্বা	১০/৭৩/৯
”	”	১১শী	১।	ত্যমূ ষু বাজিনং	১০/১৭৮/১
”	”	”	২।	ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং	৬/৪৭/১১
”	”	”	৩।	যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং	১০/২৩/১
”	”	”	৪।	সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং	৪/১৭/৮
”	”	”	৫।	যো নো বনুষ্যন্নভিদাতি	———
”	”	”	৬।	যং বৃত্রেষু ক্ষিতয়	———
”	”	”	৭।	ইন্দ্রা পর্বতা বৃহতা	৩/৫৩/১
”	”	”	৮।	ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা	১০/৮৯/৪
”	”	”	৯।	আ ত্বা সখায়ঃ সংখ্যা	———
”	”	”	১০।	কো অদ্য যুঙক্তে ধুরি	১/৮৪১৬
”	”	১২শী	১।	গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ	———
”	”	”	২।	ইন্দ্র বিশ্বা অবীরবৃধংৎসমুদ্রব্যচসঙ্গিরঃ	১/১১/১
”	”	”	৩।	ইমমিন্দ্র সুতঃ পিব	১/৮৪/৪
”	”	”	৪।	যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ	৫/৩৯/১
”	”	”	৫।	শ্রুধী হবং হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র	৮/৯৫/৪
”	”	”	৬।	অসাবি সোম ইন্দ্র তে	১/৮৪/১
”	”	”	৭।	এন্দ্র যাহি হরিভিরূপ	৮/৩৪/১
”	”	”	৮।	আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ	৮/৯৫/১
”	”	”	৯।	এতোন্বিন্দ্রং স্তবাম্ শুদ্ধং	৮/৯৫/৭
”	”	”	১০।	যো রয়িং বো রয়িন্তমো	৬/৪৪/১
৪র্থ	ঐন্দ্র (৩)	১মা	১।	প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি	৬/৪২/১
”	”	”	২।	আ নো বয়োবয়ঃশয়ং মহান্তং	———
”	”	”	৩।	আ ত্বা রথং যথোতয়ে	৮/৬৮/১
”	”	”	৪।	স পূর্ব্যো মহোনাং বেনঃ	৮/৬৩/১
”	”	”	৫।	যদী বহন্ত্যাশবো ভ্রাজমানা	———
”	”	”	৬।	ত্যমূ বো অপ্রহণং	৬/৪৪/৪
”	”	”	৭।	দধিক্রাব্ণো অকারিষং	৪/৩৯/৬
”	”	”	৮।	পুরাং ভিন্দুর্য্যুবা কবিরমিতৌজা	১/১১/৪
”	”	২য়া	১।	প্র প্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং	৮/৬৯/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৪র্থ	ঐন্দ্র (৩)	২য়া	২। কশ্যপস্য স্বর্বিদো যাবাহুঃ	————
,,	,,	,,	৩। অর্চত প্রার্চতা নরঃ	৮/৬৯/৮
,,	,,	,,	৪। উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্দ্ধনং	১/১০/৫
,,	,,	,,	৫। বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য	৮/৬৮/৪
,,	,,	,,	৬। স ঘা যস্তে দিবো নরো	————
,,	,,	,,	৭। বিভোষ্ট ইন্দ্র রাধসো	৫/৩৮/১
,,	,,	,,	৮। বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো	১/৪৯/৩
,,	,,	,,	৯। অমী যে দেবা স্থন	১/১০৫/৫
,,	,,	,,	১০। ঋচং সাম যজামহে	————
,,	,,	৩য়া	১। বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং	————
,,	,,	,,	২। শ্রত্তে দধামি প্রথমায়	১০/১৪৭/১
,,	,,	,,	৩। সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং	————
,,	,,	,,	৪। ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং	১/৫৭/৪
,,	,,	,,	৫। চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যাতমিন্দ্রং	৩/৫১/১
,,	,,	,,	৬। অচ্ছা ব ইন্দ্রং মতয়ঃ	১০/৪২/১
,,	,,	,,	৭। অভি ত্যং মেষং	১/৫১/১
,,	,,	,,	৮। ত্যং সু মেষং মহয়া	১/৫২/১
,,	,,	,,	৯। ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বি	৬/৭০/১
,,	,,	,,	১০। উভে যদিন্দ্র রোদসী	১০/১৩৪/১
,,	,,	,,	১১। প্র মন্দিনে পিতুমদচর্তা	১/১০১/১
,,	,,	৪র্থী	১। ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু	৮/১৩/১
,,	,,	,,	২। তমু অভি প্র গায়ত	৮/১৫/১
,,	,,	,,	৩। তং তে মদং গৃণীমসি	৮/১৫/৪
,,	,,	,,	৪। যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি	৮/১২/১৬
,,	,,	,,	৫। এ দু মধোর্মদিন্তরং	৮/২৪/১৬
,,	,,	,,	৬। এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি	৮/২৪/১৩
,,	,,	,,	৭। এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম	৮/২৪/১৯
,,	,,	,,	৮। ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায়	৮/৯৮/১
,,	,,	,,	৯। য এক ইদ্ বিদয়তে	১/৮৪/৭
,,	,,	,,	১০। সখায় আ শিষামহে	৮/২৪/১
,,	,,	৫মী	১। গৃণে তদিন্দ্র তে শব	৮/৬২/৮
,,	,,	,,	২। যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে	৬/৪৩/১
,,	,,	,,	৩। এন্দ্র নো গধি প্রিয়	৮/৯৮/৪
,,	,,	,,	৪। য ইন্দ্র সোমপাতমো	৮/১২/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৪র্থ	ঐন্দ্র (৩)	৫মী	৫। তুচে তুনায় তৎ সু	৮/১৮/১৮
,,	,,	,,	৬। বেত্থা হি নির্ঋতীনাং	৮/২৪/২৪
,,	,,	,,	৭। অপামীবামপ স্রিধমপ	৮/১৮/১০
,,	,,	,,	৮। পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু	৭/২২/১
,,	,,	৬ষ্ঠী	১। অভ্রাতৃব্য অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র	৮/২১/১৩
,,	,,	,,	২। যো ন ইদ মিদং পুরা	৮/২১/৯
,,	,,	,,	৩। আ গন্তা মা রিষণ্যত	৮/২০/১
,,	,,	,,	৪। আ যাহ্যয়মিন্দবেঽশ্বপতে	৮/২১/৩
,,	,,	,,	৫। ত্বয়া হ স্বিদ্ যুজা	৮/২০/১১
,,	,,	,,	৬। গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ	৮/২০/২১
,,	,,	,,	৭। ত্বং ন ইন্দ্রা ভর	৮/৯৮/১০
,,	,,	,,	৮। অধা হীন্দ্র গির্বণ	৮/৯৮/৭
,,	,,	,,	৯। সীদন্তস্তে বয়ো যথা	৮/২১/৫
,,	,,	,,	১০। বয়মু ত্বামপূর্বা স্থূরং	৮/২১/১
,,	,,	৭মী	১। স্বাদোরিত্থা বিষূবতো	১/৮৪/১০
,,	,,	,,	২। ইত্থা হি সোম ইন্মদো	১/৮০/১
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে	১/৮১/১
,,	,,	,,	৪। ইন্দ্র তুভ্যামিদদ্রিবোঽনুত্তং	১/৮০/৭
,,	,,	,,	৫। প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহিনতি	১/৮০/৩
,,	,,	,,	৬। যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে	১/৮১/৩
,,	,,	,,	৭। অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া	১/৮২/২
,,	,,	,,	৮। উপো যু শৃণুহী গিরো	১/৮২/১
,,	,,	,,	৯। চন্দ্রমা অপ্স্বাংতন্তরা	১/১০৫/১
,,	,,	,,	১০। প্রতি প্রিয়তমং রথং	৫/৭৫/১
,,	,,	৮মী	১। আ তে অগ্ন ইধীমহি	৫/৬/৪
,,	,,	,,	২। আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং	১০/২১/১
,,	,,	,,	৩। মহে নো অদ্য বোধঘোষো	৫/৭৯/১
,,	,,	,,	৪। ভদ্রং নো অপি বাতয়	১০/২৫/১
,,	,,	,,	৫। ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং	১/৮১/৪
,,	,,	,,	৬। স ঘা তং বৃষণং	১/৮২/৪
,,	,,	,,	৭। অগ্নিং তং মন্যে যো	৫/৬/১
,,	,,	,,	৮। ন তমং হো ন দুরিতং	১০/১২৬/১
,,	,,	৯মী	১। পরি প্র ধন্বেন্দ্রায়	৯/১০৯/১
,,	,,	,,	২। পর্যূ যু প্র ধন্ব	৯/১১০/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৪র্থ	ঐন্দ্র (৩)	৯মী	৩।	পবস্ব সোম মহান্‌ৎসমুদ্র	৯/১০৯/৪
,,	,,	,,	৪।	পবস্ব সোম মহে	৯/১১০/১০
,,	,,	,,	৫।	ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপ্রামুপস্থে	৯/১০৯/১৩
,,	,,	,,	৬।	অনু হি ত্বা সুতং	৯/১১০/২
,,	,,	,,	৭।	ক ঈং ব্যক্তা নরঃ	৭/৫৬/১
,,	,,	,,	৮।	অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন	৪/১০/১
,,	,,	,,	৯।	আবির্মর্য্যা আ বাজং	——
,,	,,	,,	১০।	পবস্য সোম দ্যুম্নী	৯/১০৯/৭
,,	,,	১০মী	১।	বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো	——
,,	,,	,,	২।	এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয়	——
,,	,,	,,	৩।	ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো	——
,,	,,	,,	৪।	অনবস্তে রথ মশ্বায়	৫/৩১/৪
,,	,,	,,	৫।	শং পদং মঘং	——
,,	,,	,,	৬।	সদা গাবঃ শুচয়ো	——
,,	,,	,,	৭।	আ য়াহি বনসা সহ	৮/১৭২/১
,,	,,	,,	৮।	উপ পক্ষে মধুমতি	——
,,	,,	,,	৯।	অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কাঃ	——
,,	,,	,,	১০।	প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তায়	——
,,	,,	১১শী	১।	অচেত্যগ্নিশ্চিকিতির্হব্যবাড্	৮/৫৬/৫
,,	,,	,,	২।	অগ্নে ত্বং নো অন্তম	৫/২৪/১
,,	,,	,,	৩।	ভগো ন চিত্রো অগ্নির্মহোনাং	——
,,	,,	,,	৪।	বিশ্বস্য প্র স্তোভ পুরো	——
,,	,,	,,	৫।	উষা অপ স্বসুষ্টমঃ	১০/১৭২/৪
,,	,,	,,	৬।	ই মা নু কং ভুবনা	১০/১৫৭/১
,,	,,	,,	৭।	বি গ্রুতয়ো যথা পথা	——
,,	,,	,,	৮।	অয়া বাজং দেবহিতং	৬/১৭/১৫
,,	,,	,,	৯।	ঊর্জা মিত্রো বরুণঃ	——
,,	,,	,,	১০।	ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি	——
,,	,,	১২শী	১।	ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো	২/২২/১
,,	,,	,,	২।	অয়ং সহস্রমানবো দৃশঃ	——
,,	,,	,,	৩।	এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ	১/১৩০/১
,,	,,	,,	৪।	তমিন্দ্রং জোহবীমি	৮/৯৭/১৩
,,	,,	,,	৫।	অস্তু শ্রৌষট্ পুরো	১/১৩৯/১
,,	,,	,,	৬।	প্র বো মহে মতয়ো	৫/৮৭/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৪র্থ	ঐন্দ্র (৩)	১২শী	৭।	অয়া রুচা হরিণ্যা	৯/১১১/১
”	”	”	৮।	অভি তং দেবং	———
”	”	”	৯।	অগ্নিং হোতারং মন্যে	১/১২৭/১
”	”	”	১০।	তব ত্যং নর্যং নৃতোহপ	২/২২/৪
৫ম	পবমান	১মা	১।	উচ্চা তে জাতমন্ধসো	৯/৬১/১০
”	”	”	২।	স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া	৯/১/১
”	”	”	৩।	বৃষা পবস্ব ধারয়া	৯/৬৫/১০
”	”	”	৪।	যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা	৯/৬১/১৯
”	”	”	৫।	তিস্রো বাচ উদীরতে	৯/৩৩/৪
”	”	”	৬।	ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব	৯/৬৪/২২
”	”	”	৭।	অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো	৯/৬২/৪
”	”	”	৮।	পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভঃ	৯/২৫/১
”	”	”	৯।	পরিস্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে	৯/১৮/১
”	”	”	১০।	পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াং সি	৯/৯/১
”	”	২য়া	১।	প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ	৯/৩২/১
”	”	”	২।	প্র সোমাসো বিপশ্চিতোহপো	৯/৩৩/১
”	”	”	৩।	পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী	৯/৬১/২৮
”	”	”	৪।	বৃষা হাসি ভানুনা দ্যুমন্তং	৯/৬৫/৪
”	”	”	৫।	ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ	৯/৬৪/১০
”	”	”	৬।	অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা	৯/৬৪/৪
”	”	”	৭।	পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং	৯/৬৩/২
”	”	”	৮।	পবমানো অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং	৯/৬১/১৬
”	”	”	৯।	পরি স্বানাস ইন্দবো	৯/১০/৪
”	”	”	১০।	পরিপ্রাসিষ্যদৎ কবিঃ	৯/১৪/১
”	”	৩য়া	১।	উপো ষু জাতমপ্তুরং	৯/৬১/১৩
”	”	”	২।	পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা	৯/৪০/১
”	”	”	৩।	আবিশন্ কলশং সুতো	৯/৬২/১৯
”	”	”	৪।	অসর্জি রথ্যো যথা	৯/৩৬/১
”	”	”	৫।	প্র যদ্ গাবো ন	৯/৪১/১
”	”	”	৬।	অপ ঘ্নন্ পবসে মৃধঃ	৯/৬৩/২৪
”	”	”	৭।	অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া	৯/৬৩/৭
”	”	”	৮।	স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং	৯/৬১/২২
”	”	”	৯।	অয়া বীতী পরি স্রব	৯/৬১/১
”	”	”	১০।	পরি দ্যুক্ষং সনদ্ রয়িং	৯/৫২/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৫ম	পবমান	৪র্থী	১। অচিক্রদদ্ বৃষা হরির্মহান্মিত্রো	৯/২/৬
”	”	”	২। আ তে দক্ষং ময়োর্ভুবং	৯/৬৫/২৮
”	”	”	৩। অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং	৯/৫১/১
”	”	”	৪। তরৎ স মন্দী ধাবতি	৯/৫৮/১
”	”	”	৫। আ পবস্ব সহস্রিণং	৯/৬৩/১
”	”	”	৬। অনু প্রত্নাস আয়বঃ	৯/২৩/২
”	”	”	৭। অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি	৯/৬৫/১৯
”	”	”	৮। বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি	৯/৬৪/১
”	”	”	৯। ইষে পবস্ব ধারয়া	৯/৬৪/১৩
”	”	”	১০। মন্দ্রয়া সোম ধারয়া	৯/৬/১
”	”	”	১১। অয়া সোম সুকৃত্যয়া	৯/৪৭/১
”	”	”	১২। অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ	৯/৬২/১০
”	”	”	১৩। প্র ন ইন্দো মহে তুন	৯/৪৪/১
”	”	”	১৪। অপঘ্ন পবতে মৃধোঽপ	৯/৬১/২৫
”	”	৫মী	১। পুনানঃ সোম ধারয়াপো	৯/১০৭/৪
”	”	”	২। পরীতো ষিঞ্চতা সুতং	৯/১০৭/১
”	”	”	৩। আ সোম স্বানো	৯/১০৭/১০
”	”	”	৪। প্র সোম দেববীতয়ে	৯/১০৭/১২
”	”	”	৫। সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি	৯/১০৭/৮
”	”	”	৬। তবাহং সোম রারণ	৯/১০৭/১৯
”	”	”	৭। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে	৯/১০৭/২১
”	”	”	৮। অভি সোমাস আয়বঃ	৯/১০৭/১৪
”	”	”	৯। পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যা	৯/১০৭/৬
”	”	”	১০। ইন্দ্রায় পবতে মদঃ	৯/১০৭/১৭
”	”	”	১১। পবস্ব বাজসাতমোঽভি	৯/১০৭/২৩
”	”	”	১২। পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি	৯/১০৭/২৫
”	”	৬ষ্ঠী	১। প্র তু দ্রব পরি কোশং	৯/৮৭/১
”	”	”	২। প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো	৯/৯৭/৭
”	”	”	৩। তিস্রো বাচ ঈরয়তি	৯/৯৭/৩৪
”	”	”	৪। অস্য প্রেষা হেমনা	৯/৯৭/১
”	”	”	৫। সোমঃ পবতে জনিতা	৯/৯৬/৫
”	”	”	৬। অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং	৯/৯০/২
”	”	”	৭। অকান্ৎ সমুদ্রঃ প্রথমে	৯/৯৭/৪০
”	”	”	৮। কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ	৯/৯৫/১

অধ্যায়	পর্ব	দশতি		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৫ম	পবমান	৬ষ্ঠী	৯।	এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র	৯/৮৭/৪
,,	,,	,,	১০।	পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো	৯/৯৬/১৩
,,	,,	৭মী	১।	প্র সেনানী শূরো অগ্রে	৯/৯৬/১
,,	,,	,,	২।	প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্	৯/৯৭/৩১
,,	,,	,,	৩।	প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ৎসোমং	৯/৯৭/৪
,,	,,	,,	৪।	প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্য	৯/৯০/১
,,	,,	,,	৫।	তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো	৯/৯৭/২২
,,	,,	,,	৬।	সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো	৯/৯৩/১
,,	,,	,,	৭।	অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ	৯/৯৪/১
,,	,,	,,	৮।	ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা	৯/৯৭/১০
,,	,,	,,	৯।	অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি	৯/৯৭/৫২
,,	,,	,,	১০।	মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং	৯/৯৭/৪১
,,	,,	,,	১১।	অসর্জি বক্কা রথ্যে যথাজৌ	৯/৯১/১
,,	,,	,,	১২।	অপামিবেদূর্ময়স্তর্তুরাণাঃ প্র	৯/৯৫/৩
,,	,,	৮মী	১।	পুরোজিতী বো অন্ধসঃ	৯/১০১/১
,,	,,	,,	২।	অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ	৯/১০১/৭
,,	,,	,,	৩।	সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা	৯/১০১/৪
,,	,,	,,	৪।	সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোহস্মভ্যং	৯/১০১/১০
,,	,,	,,	৫।	অভী নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ	৯/৯৮/১
,,	,,	,,	৬।	অভী নবন্তে অদ্রুহঃ	৯/১০০/১
,,	,,	,,	৭।	আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে	৯/৯৯/১
,,	,,	,,	৮।	পরি ত্যং হযতং হরিং	৯/৯৮/৭
,,	,,	,,	৯।	প্র সুন্বানায়ান্ধমো মর্তো	৯/১০১/১৩
,,	,,	৯মী	১।	অভি প্রিয়ামি পবতে	৯/৭৫/১
,,	,,	,,	২।	অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ	৯/৭৯/১
,,	,,	,,	৩।	এষ প্র কোশে মধুমাঁ	৯/৭৭/১
,,	,,	,,	৪।	প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য	৯/৮৬/১৬
,,	,,	,,	৫।	ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো	৯/৭৬/১
,,	,,	,,	৬।	বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ	৯/৮৬/১৯
,,	,,	,,	৭।	ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো	৯/৭০/১
,,	,,	,,	৮।	ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ	৯/৮৫/১
,,	,,	,,	৯।	অসাবি সোমো অরুষো	৯/৮২/১
,,	,,	,,	১০।	প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত	৯/৬৮/১
,,	,,	,,	১১।	অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে	৯/৮৬/৪৩

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৫ম	পবমান	৯মী	১২। পবিত্রং তে বিততং	৯/৮৩/১
,,	,,	১০মী	১। ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে	৯/১০৬/১
,,	,,	,,	২। প্র ধন্বা সোম জাগৃবিঃ	৯/১০৬/৪
,,	,,	,,	৩। সখায় আ নিষীদত	৯/১০৪/১
,,	,,	,,	৪। তং বঃ সখায়ো মদায়	৯/১০৪/১
,,	,,	,,	৫। প্রাণা শিশুর্মহীনাং	৯/১০২/১
,,	,,	,,	৬। পবস্ব দেববীতয় ইন্দো	৯/১০৬/৭
,,	,,	,,	৭। সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং	৯/১০৬/১০
,,	,,	,,	৮। প্র পুনানায় বেধসে	৯/১০৩/১
,,	,,	,,	৯। গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ	৯/১০৫/৪
,,	,,	,,	১০। অস্মভ্য ত্বা বসুবিদমভি	৯/১০৪/৪
,,	,,	,,	১১। পবতে হর্যতো হরিরতি	৯/১০৬/১৩
,,	,,	,,	১২। পরি কোশং মধুশ্চুতং	৯/১০৩/৩
,,	,,	১১শী	১। পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায়	৯/১০৮/১
,,	,,	,,	২। অভি দ্যুম্নং বৃহদ্ যশ	৯/১০৮/৯
,,	,,	,,	৩। আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং	৯/১০৮/৭
,,	,,	,,	৪। এতমু ত্যং মদচ্যুতং	৯/১০৮/১১
,,	,,	,,	৫। স সুন্বে যো বসুনাং	৯/১০৮/১৩
,,	,,	,,	৬। ত্বং হ্যাতঙ্গ দৈব্যং	৯/১০৮/৩
,,	,,	,,	৭। এষ স্য ধারয়া	৯/১০৮/৫
,,	,,	,,	৮। য উস্রিয়া অপি যা	৯/১০৮/৬
৬ষ্ঠ	আরণ্যক	১মা	১। ইন্দ্রং জ্যেষ্ঠং ন আ	৬/৪৬/৫
,,	,,	,,	২। ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণী	৭/২৭/৩
,,	,,	,,	৩। যস্যেদমা রজোযুজস্তুজে	———
,,	,,	,,	৪। উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং	১/২৪/১৫
,,	,,	,,	৫। ত্বয়া বয়ং পবমানেন	৯/৯৭/৫৮
,,	,,	,,	৬। ইমং বৃষণং কৃণুতৈকমিন্	———
,,	,,	,,	৭। স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে	৯/৬১/১২
,,	,,	,,	৮। এনা বিশ্বান্যর্য আ	৯/৬১/১১
,,	,,	,,	৯। অহমস্মি প্রথমজা	———
,,	,,	২য়া	১। ত্বমেরদ্ধারয়ঃ কৃষ্ণাসু	———
,,	,,	,,	২। অরুরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয়	৯/৮৩/৩
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা	১/৭/২
,,	,,	,,	৪। ইন্দ্র বাজেষু নোহব	১/৭/৪

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৬ষ্ঠ	আরণ্যক	২য়া	৫। প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ	১০/১৮১/১
,,	,,	,,	৬। সিযুত্বান্ বায়বা গাহায়ং	———
,,	,,	,,	৭। যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্	৮/৮৯/৫
,,	,,	৩য়া	১। ময়ি বর্চো অথৌ	———
,,	,,	,,	২। সং তে পয়াংসি	১/৯১/১৮
,,	,,	,,	৩। তমিমা ওষধীঃ সোম	———
,,	,,	,,	৪। অগ্নিমীলে পুরোহিতং	১/১/১
,,	,,	,,	৫। তে মন্বত প্রথমং	———
,,	,,	,,	৬। সমন্যা যন্ত্যপয়ন্ত্যন্যাঃ	২/৩৫/৩
,,	,,	,,	৭। আ প্রাগাদ ভদ্রা	———
,,	,,	,,	৮। প্রক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য	———
,,	,,	,,	৯। বিশ্বে দেবা মম	৬/৫২/১৪
,,	,,	,,	১০। যশো মা দ্যাবাপৃথিবী	———
,,	,,	,,	১১। ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি	১/৩২/১
,,	,,	,,	১২। অগ্নি রশ্মি জন্মনা	৩/২৬/৭
,,	,,	,,	১৩। পাত্যগ্নির্বিপো অগ্রং	———
,,	,,	৪র্থী	১। ভ্রাজন্ত্যগ্নে সমিধান	———
,,	,,	,,	২। বসন্ত ইন্নু রন্ত্যো	———
,,	,,	,,	৩। সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ	১০/৯০/১
,,	,,	,,	৪। ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ	১০/৯০/৪
,,	,,	,,	৫। পুরুষ এবেদং সর্বং	১০/৯০/২
,,	,,	,,	৬। এতাবনস্য মহিমা ততো	১০/৯০/৩
,,	,,	,,	৭। ততো বিরাডজায়ত	১০/৯০/৫
,,	,,	,,	৮। মন্যে বাং দ্যাবাপৃথিবী	———
,,	,,	,,	৯। হরী তে ইন্দ্র শ্মশ্রূণ্যুত	———
,,	,,	,,	১০। যদ্ বর্চো হিরণ্যস্য যদ্	———
,,	,,	,,	১১। সহস্তন্ন ইন্দ্র দদ্ধযোজ	———
,,	,,	,,	১২। সহযভাঃ সহবৎসা উদেত	———
,,	,,	৫মী	১। অগ্ন আয়ূংসি পবস	৯/৬৬/১৯
,,	,,	,,	২। বিভ্রাড় বৃহৎপিবতু সোম্যং	১০/১৭০/১
,,	,,	,,	৩। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং	১/১১৫/১
,,	,,	,,	৪। আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদ	১০/১৮৯/১
,,	,,	,,	৫। অন্তশ্চরতি রোচনাস্য	১০/১৮৯/২
,,	,,	,,	৬। ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি	১০/১৮৯/৩

অধ্যায়	পর্ব	দশতি	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৬ষ্ঠ	আরণ্যক	৫মী	৭। অপ ত্যে তায়বো যথা	১/৫০/২
”	”	”	৮। অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি	১/৫০/৩
”	”	”	৯। তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিঃ	১/৫০/৪
”	”	”	১০। প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ	১/৫০/৫
”	”	”	১১। যেনা পাবক চক্ষসা	১/৫০/৬
”	”	”	১২। উদ্ দ্যামেষি রজঃ	১/৫০/৭
”	”	”	১৩। অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ	১/৫০/৯
”	”	”	১৪। সপ্ত ত্বা হরিতো রথে	১/৫০/৮

মহানাম্নী আর্চিক —

১। বিদা মঘবন্ বিদা
২। আভিষ্টমভিষ্টিভিঃ
৩। এবা হি শক্রো রায়ে
৪। বিদা রায়ে সুবীর্যং
৫। যো মংহিষ্ঠো মঘোনামংশুর্ন
৬। ঈশে হি শক্রতমূতয়ে
৭। ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে
৮। পূর্বস্য যত্তে অদ্রিবোংশুর্মদায়
৯। প্রভো জনস্য বৃত্রহন্ৎ
১০। এবহ্যেহ৩হ৩হ৩ব

উত্তরার্চিক—

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	১ম	১ম	১। উপাস্মৈ গায়তা নরঃ	৯/১১/১
”	”	”	২। অভি তে মধুনা	৯/১১/২
”	”	”	৩। স নঃ পবস্ব শং	৯/১১/৩
”	”	২য়	১। দবিদ্যুতত্যা রুচা	৯/৬৪/২৮
”	”	”	২। হিন্বানো হেতৃভির্হিত	৯/৬৪/২৯
”	”	”	৩। ঋষক্সোম স্বস্তয়ে	৯/৬৪/৩০
”	”	৩য়	১। পবমানস্য তে কবে	৯/৬৬/১০
”	”	”	২। অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং	৯/৬৬/১১
”	”	”	৩। অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোহস্তং	৯/৬৬/১২
”	২য়	৪র্থ	১। অগ্ন আ যাহি বীতয়ে	৬/১৬/১০
”	”	”	২। তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো	৬/১৬/১১
”	”	”	৩। স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা	৬/১৬/১২
”	”	৫ম	১। আ নো মিত্রাবরুণা	৩/৬২/১৬
”	”	”	২। উরুশংসা নমোবৃধা	৩/৬২/১৭

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	২য়	৫ম	৩। গৃণানা জমদগ্নিনা	৩/৬২/১৮
,,	,,	৬ষ্ঠ	১। আ যাহি সুষুমা	৮/১৭/১
,,	,,	,,	২। আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী	৮/১৭/২
,,	,,	,,	৩। ব্রহ্মাণস্ত্বা যুজা বয়ং	৮/১৭/৩
,,	,,	৭ম	১। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং	৩/১২/১
,,	,,	,,	২। ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা	৩/১২/২
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা	৩/১২/৩
,,	৩য়	৮ম	১। উচ্চা তে জাতমন্ধস্যে	৯/৬১/১০
,,	,,	,,	২। স ম ইন্দ্রায় যজ্যবে	৯/৬১/১২
,,	,,	,,	৩। এনা বিশ্বানার্ঘ আ	৯/৬১/১১
,,	,,	৯ম	১। পুনানঃ সোম ধারয়াপো	৯/১০৭/৪
,,	,,	,,	২। দুহান উধার্দিব্যং মধু	৯/১০৭/৫
,,	,,	১০ম	১। প্র তু দ্রব পরি কোশং	৯/৮৭/১
,,	,,	,,	২। স্বায়ুধঃ পবতে দেব	৯/৮৭/২
,,	,,	,,	৩। ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা	৯/৮৭/৩
,,	৪র্থ	১১শ	১। অভি ত্বা শূর	৭/৩২/২২
,,	,,	,,	২। ন ত্বাবাঁ অন্যো	৭/৩২/২৩
,,	,,	১২শ	১। কয়া নশ্চিত্র আ	৪/৩১/১
,,	,,	,,	২। কস্ত্বা সত্যো মদানাং	৪/৩১/২
,,	,,	,,	৩। অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা	৪/৩১/৩
,,	,,	১৩শ	১। তং বো দস্মমৃতীষহং	৮/৮৮/১
,,	,,	,,	২। দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীর্ভি	৮/৮৮/২
,,	,,	১৪শ	১। তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং	৮/৬৬/১
,,	,,	,,	২। ন যং দুধ্রা বরন্তে	৮/৬৬/২
,,	৫ম	১৫শ	১। স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া	৯/১/১
,,	,,	,,	২। রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণি	৯/১/২
,,	,,	,,	৩। বরিবোধাতমো ভুবো	৯/১/৩
,,	,,	১৬শ	১। পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায়	৯/১০৮/১
,,	,,	,,	২। যস্য তে পীত্বা বৃষভো	৯/১০৮/২
,,	,,	১৭শ	১। ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে	৯/১০৬/১
,,	,,	,,	২। অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায়	৯/১০৬/২
,,	,,	,,	৩। অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা	৯/১০৬/৩
,,	,,	১৮শ	১। পুরোজিতী বো অন্ধসঃ	৯/১০১/১
,,	,,	,,	২। যো ধারয়া পাবকয়া	৯/১০১/২

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১ম	৫ম	১৮শ	৩। তং দুরোষমভী নরঃ	৯/১০১/৩
”	”	১৯শ	১। অভি প্রিয়াণি পবতে	৯/৭৫/১
”	”	”	২। ঋতস্য জিহ্বা পবতে	৯/৭৫/২
”	”	”	৩। অব দ্যুতানঃ কলশাঁ	৯/৭৫/৩
”	ষষ্ঠ	২০শ	১। যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে	৬/৪৮/১
”	”	”	২। ঊর্জো নপাতং স	৬/৪৮/২
”	”	২১শ	১। ব্রহ্ম্য সু ব্রবাণি	৬/১৬/১৬
”	”	”	২। যত্র ক চ তে মনো	৬/১৬/১৭
”	”	”	৩। ন হি তে পূর্তমক্ষিপদ্	৬/১৬/১৮
”	”	২২শ	১। বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং	৮/২১/১
”	”	”	২। উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে	৮/২১/২
”	”	২৩শ	১। অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ	৮/৯৮/৭
”	”	”	২। বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি	৮/৯৮/৮
”	”	”	৩। যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য	৮/৯৮/৯
২য়	১ম	১ম	১। পান্তমা বো অন্ধস	৮/৯২/১
”	”	”	২। পুরুহূতং পুরুষ্টুতং	৮/৯২/২
”	”	”	৩। ইন্দ্র ইন্নো মহোনাং	৮/৯২/৩
”	”	২য়	১। প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং	৭/৩১/১
”	”	”	২। শংসেদুক্থং সুদানব	৭/৩১/২
”	”	”	৩। ত্বং ন ইন্দ্র বাজযুস্ত্বং	৭/৩১/৩
”	”	৩য়	১। বয়মু ত্বা তদিদর্থা	৮/২/১৬
”	”	”	২। ন ঘেমন্যদা পপন	৮/২/১৭
”	”	”	৩। ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং	৮/২/১৮
”	”	৪র্থ	১। ইন্দ্রায় মন্বনে সুতং	৮/৯২/১৯
”	”	”	২। যস্মিন্ বিশ্বা অধি	৮/৯২/২০
”	”	”	৩। ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং	৮/৯২/২১
”	২য়	৫ম	১। অয়ং ত ইন্দ্র সোমো	৮/১৭/১১
”	”	”	২। শাচিগো শাচিপূজনায়ং	৮/১৭/১২
”	”	”	৩। যস্তে শৃঙ্গবৃষো ণপাৎ	৮/১৭/১৩
”	”	৬ষ্ঠ	১। আ তু ন ইন্দ্র	৮/৮১/১
”	”	”	২। বিশ্বা হি ত্বা তুবিকূর্মিং	৮/৮১/২
”	”	”	৩। ন হি ত্বা শূর দেবা	৮/৮১/৩
”	”	৭ম	১। অভি ত্বা বৃষভা সুতে	৮/৪৫/২২
”	”	”	২। মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো	৮/৪৫/২৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২য়	২য়	৭ম	৩। ইহ ত্বা গোপরীণসং	৮/৪৫/২৪
”	”	৮ম	১। ইদং বসো সুতমন্ধঃ	৮/২/১
”	”	”	২। নৃভির্ধৌতঃ সুভো	৮/২/২
”	”	”	৩। তং তে যবং যথা	৮/২/৩
”	৩য়	৯ম	১। ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধাতং	৩/৫১/১০
”	”	”	২। যস্তে অনু স্বধামসৎ	৩/৫১/১১
”	”	”	৩। প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ	৩/৫১/১২
”	”	১০ম	১। আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্র	১/৫/১
”	”	”	২। পুরূতমং পুরূণামীশানং	১/৫/২
”	”	”	৩। স ঘা নো যোগ আ	১/৫/৩
”	”	১১শ	১। যোগে যোগে তবস্তরং	১/৩০/৭
”	”	”	২। অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে	১/৩০/৯
”	”	”	৩। আ ঘা গমদ্ যদি	১/৩০/৮
”	”	১২শ	১। ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু	৮/১৩/১
”	”	”	২। স প্রথমে ব্যোমনি	৮/১৩/২
”	”	”	৩। তমু হুবে বাজসাতয়	৮/১৩/৩
”	৪র্থ	১৩শ	১। এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো	৭/১৬/১
”	”	”	২। স যোজতে অরুষা	৭/১৬/২
”	”	১৪শ	১। প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যুতচ্ছন্তী	৭/৮১/১
”	”	”	২। উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ	৭/৮১/২
”	”	১৫শ	১। ইমা উ বাং দিবিষ্টয়	৭/৭৪/১
”	”	”	২। যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং	৭/৭৪/২
”	৫ম	১৬শ	১। অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং	৯/৫৪/১
”	”	”	২। অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং	৯/৫৪/২
”	”	”	৩। অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি	৯/৫৪/৩
”	”	১৭শ	১। এষ প্রত্নেন জন্মনা	৯/৩/৯
”	”	”	২। এষ প্রত্নেন মন্মনা	৯/৪২/২
”	”	”	৩। দুহানঃ প্রত্নমিৎ পয়ং	৯/৪২/৪
”	”	১৮শ	১। উপ শিক্ষাপতস্থুষো	৯/১৯/৬
”	”	”	২। উপো ষু জাতমপ্তুরং	৯/৬১/১৩
”	”	”	৩। উপাস্মৈ গায়তা নরঃ	৯/১১/১
”	৬ষ্ঠ	১৯শ	১। প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো	৯/৩৩/১
”	”	”	২। অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ	৯/৩৩/২
”	”	”	৩। সুতা ইন্দ্রায় বায়বে	৯/৩৩/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২য়	৬ষ্ঠ	২০শ	১। প্র সোম দেববীতয়ে	৯/১০৭/১২
		,,	২। আ হর্যতো অর্জুনো	৯/১০৭/১৩
,,	,,	২১শ	১। প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ	৯/৩২/১
,,	,,	,,	২। আদীং হংসো যথা	৯/৩২/৩
,,	,,	,,	৩। আদীং ত্রিতস্য যোষণো	৯/৩২/২
,,	,,	২২শ	১। অয়া পবস্ব দেবয়ু	৯/১০৬/১৪
,,	,,	,,	২। পবতে হর্যতো হরিরতি	৯/১০৬/১৩
,,	,,	,,	৩। প্র সুন্বানায়ান্ধসে	৯/১০১/১৩
৩য়	১ম	১ম	১। পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ	৯/৬২/২৫
,,	,,	,,	২। ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো	৯/৬২/২৬
,,	,,	,,	৩। তুভ্যেমা ভুবনা কবে	৯/৬২/২৭
,,	,,	২য়	১। পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ	৯/৬১/২৮
,,	,,	,,	২। যস্য তে সখ্যে বয়ং	৯/৬১/২৯
,,	,,	,,	৩। যা তে ভীমান্যায়ুধা	৯/৬১/৩০
,,	,,	৩য়	১। বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি	৯/৬৪/১
,,	,,	,,	২। বৃষণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো	৯/৬৪/২
,,	,,	,,	৩। অশ্বো ন চক্রদো বৃষা	৯/৬৪/৩
,,	,,	৪র্থ	১। বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং	৯/৬৫/৪
,,	,,	,,	২। যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মর্মৃজ্যমান	৯/৬৫/৬
,,	,,	,,	৩। আ পবস্য সুধার্যং মন্দমানঃ	৯/৬৫/৫
,,	,,	৫ম.	১। পবমানস্য তে বয়ং	৯/৬১/৪
,,	,,	,,	২। যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি	৯/৬১/৫
,,	,,	,,	৩। স নঃ পুনান আ ভর	৯/৬১/৬
,,	২য়	৬ষ্ঠ	১। অগ্নিং দূতং বৃণীমহে	১/১২/১
,,	,,	,,	২। অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা	১/১২/২
,,	,,	,,	৩। অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ	১/১২/৩
,,	,,	৭ম	১। মিত্রং বয়ং হবামহে	১/২৩/৪
,,	,,	,,	২। ঋতেন যাবৃত্রাবৃধাবৃতস্য	১/২৩/৫
,,	,,	,,	৩। বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো	১/২৩/৬
,,	,,	৮ম	১। ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্র	১/৭/১
,,	,,	,,	২। ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সম্মিশ্ল	১/৭/২
,,	,,	,,	৩। ইধদ্র বাজেষু নোঽব	১/৭/৪
,,	,,	,,	৪। ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস	১/৭/৩
,,	,,	৯ম	১। ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎ	৭/৯৪/৪

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৩য়	২য়	৯ম	২। তা হি শশ্বন্ত ঈডত	৭/৯৪/৫
,,	,,	,,	৩। তা বাং গীর্ভির্বিপন্যুবঃ	৭/৯৪/৬
,,	৩য়	১০ম	১। বৃষা পবস্ব ধারয়া	৯/৬৫/১০
,,	,,	,,	২। তং ত্বা ধর্তারমোণ্যো	৯/৬৫/১১
,,	,,	,,	৩। অয়া চিত্তো বিপানয়া	৯/৬৫/১২
,,	,,	১১শ	১। বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্	৯/৯৭/১৩
,,	,,	,,	২। রসায্যঃ পয়সা পিণ্বমান	৯/৯৭/১৪
,,	,,	,,	৩। এবা পবস্ব মদিরো	৯/৯৭/১৫
,,	৪র্থ	১২শ	১। ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ	৬/৪৬/১
,,	,,	,,	২। স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত	৬/৪৬/২
,,	,,	১৩শ	১। অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ	৮/৪৯/১
,,	,,	,,	২। শতানীকেব প্র জিগাতি	৮/৪৯/২
,,	,,	১৪শ	১। ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্	৮/৯৯/১
,,	,,	,,	২। মৎস্বা সুশিপ্রিন্ হরিবস্তমীমহে	৮/৯৯/২
,,	৫ম	১৫শ	১। যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা	৯/৬১/১৯
,,	,,	,,	২। জঘ্নির্বৃত্রমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং	৯/৬১/২০
,,	,,	,,	৩। সম্মিশ্লো অরুষো ভুবঃ	৯/৬১/২১
,,	,,	১৬শ	১। অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ	৯/১০১/৭
,,	,,	,,	২। সমু প্রিয়া অনূষত গাবো	৯/১০১/৮
,,	,,	,,	৩। য ওজিষ্ঠস্তমা ভর	৯/১০১/৯
,,	,,	১৭শ	১। বৃষা মতীনাং পবতে	৯/৮৬/১৯
,,	,,	,,	২। মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ	৯/৮৬/২০
,,	,,	,,	৩। অয়ং পুনানো উষসো	৯/৮৬/২১
,,	৬ষ্ঠ	১৮শ	১। এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা	৮/৯২/২৮
,,	,,	,,	২। এবা রাতিস্তুবিমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি	৮/৯২/২৯
,,	,,	,,	৩। মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো	৮/৯২/৩০
,,	,,	১৯শ	১। ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ৎ	১/১১/১
,,	,,	,,	২। সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো	১/১১/২
,,	,,	,,	৩। পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন	১/১১/৩
৪র্থ	১ম	১ম	১। এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ	৯/৬২/১
,,	,,	,,	২। বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা	৯/৬২/২
,,	,,	,,	৩। কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি	৯/৬২/৩
,,	,,	২য়	১। রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো	৯/৬৫/১৬
,,	,,	,,	২। আ নঃ সোম জুবো	৯/৬৫/১৮

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৪র্থ	১ম	২য়	৩। আ ন ইন্দো শাতগ্বিনং	৯/৬৫/১৭
”	”	৩য়	১। তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং	৯/৪৮/১
”	”	”	২। সবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যং মহামহিব্রতং	৯/৪৮/২
”	”	”	৩। অতস্ত্বা রয়িরভ্য যদ্‌রাজানং	৯/৪৮/৩
”	”	”	৪। অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং	৯/৪৮/৫
”	”	”	৫। বিশ্বস্মা ইৎ স্বদশে	৯/৪৮/৪
”	”	৪র্থ	১। ইষে পবস্ব ধারয়া	৯/৬৪/১৩
”	”	”	২। পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জনং	৯/৬৪/১৪
”	”	”	৩। পুনানো দেববীতয়ে ইন্দ্রস্য	৯/৬৪/১৫
”	২য়	৫ম	১। অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবিঃ	১/১২/৬
”	”	”	২। যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দুতং	১/১২/৮
”	”	”	৩। যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ	১/১২/৯
”	”	৬ষ্ঠ	১। মিত্রং হুবে পূতদক্ষং	১/২/৭
”	”	”	২। ঋতেন মিত্রবরুণাবৃতা	১/২/৮
”	”	”	৩। কবী নো মিত্রবরুণা তুবিজাতা	১/২/৯
”	”	৭ম	১। ইন্দ্রেন সং হি দৃক্ষসে	১/৬/৭
”	”	”	২। আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে	১/৬/৪
”	”	”	৩। বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র	১/৬/৫
”	”	৮ম	১। তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে	৬/৬০/৪
”	”	”	২। উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী	৬/৬০/৫
”	”	”	৩। হথো বৃত্রাণ্যার্যা হথো দাসানি	৬/৬০/৬
”	৩য়	৯ম	১। অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে	৯/১০৭/১৪
”	”	”	২। তরৎ সমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা	৯/১০৭/১৫
”	”	”	৩। নৃভির্যেমাণো হর্যতো বিচক্ষণো	৯/১০৭/১৬
”	”	১০ম	১। তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র	৯/৯৭/৩৪
”	”	”	২। সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ	৯/৯৭/৩৫
”	”	”	৩। এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান	৯/৯৭/৩৬
”	৪র্থ	১১শ	১। যদ্‌দ্যাব ইন্দ্র তে শতং	৮/৭০/৫
”	”	”	২। আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা	৮/৭০/৬
”	”	১২শ	১। বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত	৮/৩৩/১
”	”	”	২। স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো	৮/৩৩/২
”	”	”	৩। কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্ বাজং	৮/৩৩/৩
”	”	১৩শ	১। তরণিরিৎ সিষাসতি বাজং	৭/৩২/২০
”	”	”	২। ন দুষ্টুতির্দ্রবিনোদেষু শস্যতে	৭/৩২/২১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৪র্থ	৫ম	১৪শ	১। ত্রিস্রো বাচ উদীরত গাবো	৯/৩৩/৪
"	"	"	২। অভি ব্রহ্মীরনূষত যহ্বীর্ঋতস্য	৯/৩৩/৫
"	"	"	৩। রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং	৯/৩৩/৬
"	"	১৫শ	১। সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা	৯/১০১/৪
"	"	"	২। ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি	৯/১০১/৫
"	"	"	৩। সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো	৯/১০১/৬
"	"	১৬শ	১। পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে	৯/৮৩/১
"	"	"	২। তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে	৯/৮৩/২
"	"	"	৩। অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা	৯/৮৩/৩
"	৬ষ্ঠ	১৭শ	১। প্র মংহিষ্ঠায় গায়তে ঋতারে	৮/১০৩/৮
"	"	"	২। আ বংসতে মঘবা বীরবদ্	৮/১০৩/৯
"	"	১৮শ	১। তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং	৮/১৫/৪
"	"	"	২। যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে	৮/১৫/৫
"	"	"	৩। তদদ্যা চিত্ত উক্‌থিনোঽনু	৮/১৫/৬
"	"	১৯শ	১। শ্রুধি হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র	৮/৯৫/৪
"	"	"	২। যস্ত ইন্দ্র নবীয়সীং গিরং	৮/৯৫/৫
"	"	"	৩। তমু ষ্টবাম যং গিরি	৮/৯৫/৬
৫ম	১ম	১ম	১। প্র ত অশ্বিনীঃ পবমান	৯/৮৬/৪
"	"	"	২। উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো	৯/৮৬/৬
"	"	"	৩। বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ	৯/৮৬/৫
"	"	২য়	১। পবমানো অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং	৯/৬১/১৬
"	"	"	২। পবমান রসস্তব মদো	৯/৬১/১৭
"	"	"	৩। পবমানস্য তে রসো দক্ষ	৯/৬১/১৮
"	"	৩য়	১। প্র যদ্ গাবো ন	৯/৪১/১
"	"	"	২। সুবিতস্য বনাহহেঽতি	৯/৪১/২
"	"	"	৩। শৃণ্বে বৃষ্টিরিব স্বনঃ	৯/৪১/৩
"	"	"	৪। আ পবস্য মহীমিষং	৯/৪১/৪
"	"	"	৫। পরস্ব বিশ্বচর্ষণ আ মহী	৯/৪১/৫
"	"	"	৬। পরি ণঃ শর্মযন্ত্যা ধারয়া	৯/৪১/৬
"	২য়	৪র্থ	১। আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরিপ্রিয়েণ	৯/৩৯/১
"	"	"	২। পরিষ্কৃণ্বন্নষ্কৃতং জনায়	৯/৩৯/২
"	"	"	৩। অয়ং স যো দিবস্পরি	৯/৩৯/৪
"	"	"	৪। সুত এতি পবিত্র আ	৯/৩৯/৩
"	"	"	৫। অবিবাসন্ পরাবতো অথো	৯/৩৯/৫

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৫ম	২য়	৪র্থ	৬। সমীচীনা অনুযত হরিং	৯/৩৯/৬
,,	,,	৫ম	১। হিন্বন্তি সুরমুস্রয়ঃ স্বসারো	৯/৬৫/১
,,	,,	,,	২। পবমান রুচারুচা দেব	৯/৬৫/২
,,	,,	,	৩। আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং	৯/৬৫/৩
,,	৩য়	৬ষ্ঠ	১। জনস্য গোপা অজনিষ্ট	৫/১১/১
,,	,,	,	২। ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা	৫/১১/৬
,,	,,	,,	৩। যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং	৫/১১/২
,,	,,	৭ম	১। অয়ং বাং মিত্রাবরুণা	২/৪১/৪
,,	,,	,,	২। রাজা নাবনাভিদ্রুহা	২/৪১/৫
,,	,,	,,	৩। অ সম্রাজা ঘৃতাসূতী	২/৪১/৬
,,	,,	৮ম	১। ইন্দ্রো দধীচো অস্তভি	১/৮৪/১৩
,,	,,	,,	২। ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্ব	১/৮৪/১৪
,,	,,	,,	৩। অত্রাহ গোরমন্বত নাম	১/৮৪/১৫
,,	,,	৯ম	১। ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী	৭/৯৪/১
,,	,,	,,	২। শৃণুতং জরিতুর্হবমন্দ্রাগ্নী	৭/৪৯/২
,,	,,	,,	৩। মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী	৭/৯৪/৩
,,	৪র্থ	১০ম	১। পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ	৯/২৫/১
,,	,,		২। সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা	৯/২৫/৩
,,	,,	,,	৩। পবমান ধিয়া হিতোঽভিযোনিং	৯/২৫/২
,,	,,	১১শ	১। তবাহং সোম রারণ সখ্য	৯/১০৭/১৯
,,	,,	,	২। তবাহং নক্তমুত সোম	৯/১০৭/২০
,,	,,	১২শ	১। পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা	৯/৪০/১
,,	,,	,,	২। আ যোনিমরুণো রুহদ্	৯/৪০/২
,,	,,	,,	৩। নূনো রয়িং মহামিন্দোঽস্মভ্যং	৯/৪০/৩
,,	৫ম	১৩শ	১। পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু	৭/২২/১
,,	,,	,,	২। যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি	৭/২২/২
,,	,,	,	৩। বোধা সু মে মঘবন্	৭/২২/৩
,,	,,	১৪শ	১। বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং	৮/৯৭/১০
,,	,,	,,	২। নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং	৮/৯৭/১২
,,	,,	,,	৩। সমুরেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং	৮/৯৭/১১
,,	,,	১৫শ	১। যো রাজা চর্ষণীনাং	৮/৭০/১
,,	,,	,,	২। ইন্দ্রং ত্বং শুম্ভ পুরুহ	৮/৭০/২
,,	৬ষ্ঠ	১৬শ	১। পরি প্রিয়া দিবঃ কবি	৯/৯/১
,,	,,		২। স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো	৯/৯/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৫ম	৫ম	১৭শ	১।	ত্বং হ্যাতঙ্গ দৈব্যা পবমানা	৯/১০৮/৩
”	”	”	২।	যেনা নবগ্বা দধ্যঙঙ্পোর্ণুতে	৯/১০৮/৪
”	”	১৮শ	১।	সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যং	৯/১০৬/১০
”	”	”	২।	ধীভির্মৃজন্তি বাজিনং বনে	৯/১০৬/১১
”	”	”	৩।	অসর্জি কলশাং অভি	৯/১০৬/১২
”	”	১৯শ	১।	সোমঃ পবতে জনিতা	৯/৯৬/৫
”	”	”	২।	ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ	৯/৯৬/৬
”	”	”	৩।	প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মি ন	৯/৯৬/৭
”	৭ম	২০শ	১।	অগ্নিং বো বৃধন্তব্বরাণাং	৮/১০২/৭
”	”	”	২।	অয়ং যথা ন আভুবৎ	৮/১০২/৮
”	”	”	৩।	অয়ং বিশ্বা অভি	৮/১০২/৯
”	”	২১শ	১।	ইমমিন্দ্র সুতং পিব	১/৮৪/৪
”	”	”	২।	ন কিষ্টবদ্ রথীতরো	১/৮৪/৬
”	”	”	৩।	ইন্দ্রায় নূনমর্চতোক্থানি চ	১/৮৪/৫
”	”	২২শ	১।	ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা	———
”	”	”	২।	ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন	———
”	”	”	৩।	ইন্দ্রস্তরাষাণ্মিত্রো ন	———
৬ষ্ঠ	১ম	১ম	১।	গোবিৎ পবস্য বসুবিদ্ধিরণ্য	৯/৮৬/৩৯
”	”	”	২।	ত্বং নৃচক্ষা অসি	৯/৮৬/৩৮
”	”	”	৩।	ঈশান ইমা ভুবনানি	৯/৮৬/৩৭
”	”	২য়	১।	পবমানস্য বিশ্ববিৎ	৯/৬৪/৭
”	”	”	২।	কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি	৯/৬৪/৮
”	”	”	৩।	জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি	৯/৬৪/৯
”	”	৩য়	১।	প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ	৯/২৪/১
”	”	”	২।	অভি গাবো অধন্বিষুঃ	৯/২৪/২
”	”	”	৩।	প্র পবমান ধন্বসি	৯/২৪/৩
”	”	”	৪।	ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ	৯/২৪/৫
”	”	”	৫।	ত্বং সোম নৃমাদনঃ	৯/২৪/৪
”	”	”	৬।	পবস্ব বৃত্রহন্তমঃ	৯/২৪/৬
”	”	”	৭।	শুচিঃ পাবক উচ্যতে	৯/২৪/৭
”	২য়	৪র্থ	১।	প্র কবির্দেববীতয়েহব্য	৯/২০/১
”	”	”	২।	স হি ষ্মা জরিতৃভ্য	৯/২০/২
”	”	”	৩।	পরি বিশ্বানি চিতস্য	৯/২০/৩
”	”	”	৪।	অভ্যর্ষ বৃহদ্ যশো	৯/২০/৪

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৬ষ্ঠ	২য়	৪র্থ	৫। ত্বং রাজেব সুব্রতো	৯/২০/৫
”	”	”	৬। স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো	৯/২০/৬
”	”	”	৭। ক্রীড়ুর্মখো ন মংহয়ুঃ	৯/২০/৭
”	”	”	১। যবং যবং নো অন্ধসা	৯/৫৫/১
”	”	”	২। ইন্দো যথা তব স্তবো	৯/৫৫/২
”	”	”	৩। উত নো গোবিদশ্ববিৎ	৯/৫৫/৩
”	”	”	৪। যো জিনাতি ন জীয়তে	৯/৫৫/৪
”	”	৬ষ্ঠ	১। যাস্তে ধারা মধুশ্চুতঃ	৯/৬২/৭
”	”	”	২। সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে	৯/৬২/৮
”	”	”	৩। ত্বং সোম পরি স্রব	৯/৬২/৯
”	৩য়	৭ম	১। তব শ্রিয়ো বর্ষস্যেব	১০/৯১/৫
”	”	”	২। বাতোপজূত ইষিতো	১০/৯১/৭
”	”	”	৩। মেধাকারং বিদথস্য	১০/৯১/৮
”	”	৮ম	১। পরুরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো	৫/৭০/১
”	”	”	২। তা বাং সম্যগদ্রুহ্বা	৫/৭০/২
”	”	”	৩। পাতং নো মিত্রা	৫/৭০/৩
”	”	৯ম	১। উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ	৮/৭৬/১০
”	”	”	২। অনু ত্বা রোদসী উভে	৮/৭৬/১১
”	”	”	৩। বাচমষ্টাপদীমহং	৮/৭৬/১২
”	”	১০ম	১। ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি	৬/৬০/৭
”	”	”	২। যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো	৬/৬০/৮
”	”	”	৩। তাভিরা গচ্ছতং নব্যেপেদং	৬/৬০/৯
”	৪র্থ	১১শ	১। অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি	৬/৬৫/১৯
”	”	”	২। অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে	৯/৬৫/২০
”	”	”	৩। ইষং তোকায় নো	৯/৬৫/২১
”	”	১২শ	১। সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিরধি	৯/১০৭/৮
”	”	”	২। অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ	৯/১০৭/৯
”	”	১৩শ	১। যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং	৯/১৯/১
”	”	”	২। বৃষা পুনান আয়ুংষি	৯/১৯/৩
”	”	”	৩। যুবং হি স্থঃ স্বঃ	৯/১৯/২
”	৫ম	১৪শ	১। ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে	১/৮১/১
”	”	”	২। অসি হি বীর সৈন্যোঽসি	১/৮১/২
”	”	”	৩। যদুদীরৎ আজযো ধৃষ্ণবে	১/৮১/৩
”	”	১৫শ	১। স্বাদোরিত্থা বিষূবতো	১/৮৪/১০

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৬ষ্ঠ	৫ম	১৫শ	২। তা অস্য পৃশনায়ুবঃ	১/৮৪/১১
”	”	”	৩। তা অস্য নমসা সহঃ	১/৮৪/১২
”	৬ষ্ঠ	১৬শ	১। অসাব্যংশুর্মদায়প্সু দক্ষো	৯/৬২/৪
”	”	”	২। শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু	৯/৬২/৫
”	”	”	৩। আদীমশ্বং ন হেতারম	৯/৬২/৬
”	”	১৭শ	১। অভি দ্যুম্নং বৃহদাশ	৯/১০৮/৯
”	”	”	২। আ বচ্যস্ব সুদক্ষ	৯/১০৮/১০
”	”	১৮শ	১। প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিম্বন্নৃতস্য	৯/১০২/১
”	”	”	২। উপ ত্রিতস্য পাষ্যোঃরভক্ত	৯/১০২/২
”	”	”	৩। ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া	৯/১০২/৩
”	”	১৯শ	১। পবস্ব বাজসাতয়ে পবিত্রে	৯/১০০/৬
”	”	”	২। ত্বাং রিহন্তি ধীতয়ো	৯/১০০/৭
”	”	”	৩। ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত	৯/১০০/৯
”	”	২০শ	১। ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোধা	৯/৯৭/১০
”	”	”	২। অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো	৯/৯৭/১১
”	”	”	৩। অভি ব্রতানি পবতে পুনানো	৯/৯৭/১২
”	৭ম	২১শ	১। আ তে অগ্ন অধীমহি	৫/৬/৪
”	”	”	২। আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ	৫/৬/৫
”	”	”	৩। উভে সুশ্চন্দ্র বিশ্পতে	৫/৬/৯
”	”	২২শ	১। ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায়	৮/৯৮/১
”	”	”	২। ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং	৮/৯৮/২
”	”	”	৩। বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বঃরগচ্ছো	৮/৯৮/৩
”	”	২৩শ	১। অসাবি সোম ইন্দ্র তে	১/৮৪/১
”	”	”	২। আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্	১/৮৪/৩
”	”	”	৩। ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোহপ্রতিধৃষ্ট	১/৮৪/২
৭ম	১ম	১ম	১। জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে	৯/৮৬/১০
”	”	”	২। অভিক্রন্দন কলশং	৯/৮৬/১১
”	”	”	৩। অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো	৯/৮৬/১২
”	”	২য়	১। অসৃক্ষত প্র বাজিনো	৯/৬৪/৪
”	”	”	২। শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা	৯/৬৪/৫
”	”	”	৩। তে বিশ্বা দাশুষে	৯/৬৪/৬
”	”	৩য়	১। পবস্ব দেববীরতি	৯/২/১
”	”	”	২। অ বচ্যস্ব মহিপ্সরো	৯/২/২
”	”	”	৩। অধুক্ষত প্রিয়ং মধু	৯/২/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৭ম	১ম	৩য়	৪। মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো	৯/২/৪
,,	,,	,,	৫। সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে	৯/২/৫
,,	,,	,,	৬। অচিক্রদদ্ বৃষা হরির্মহান্	৯/২/৬
,,	,,	,,	৭। গিরস্ত ইন্দ্র ওজসা	৯/২/৭
,,	,,	,,	৮। তং ত্বা মদায় বৃষ্বয়	৯/২/৮
,,	,,	,,	৯। গোষা ইন্দো নৃষা	৯/২/১০
,,	,,	,,	১০। অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রিয়ং মধোঃ	৯/২/৯
,,	২য়	৪র্থ	১। সনা চ সোম জেষি	৯/৪/১
,,	,,	,,	২। সনা জ্যোতিঃ সনা	৯/৪/২
,,	,,	,,	৩। সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ	৯/৪/৩
,,	,,	,,	৪। পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায়	৯/৪/৪
,,	,,	,,	৫। ত্বং সূর্যে না আ ভজ	৯/৪/৫
,,	,,	,,	৬। তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক	৯/৪/৬
,,	,,	,,	৭। অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম	৯/৪/৭
,,	,,	,,	৮। অভ্যতর্যানপচ্যুতো বাজিন্ৎ	৯/৪/৮
,,	,,	,,	৯। তাং যজ্ঞেরবীবৃধন্ পবমান	৯/৪/৯
,,	,,	,,	১০। রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো	৯/৪/১০
,,	,,	৫ম	১। তরৎ স মন্দী ধাবতি	৯/৫৮/১
,,	,,	,,	২। উস্বা বেদ বসুনাং মর্তস্য	৯/৫৮/২
,,	,,	,,	৩। ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি	৯/৫৮/৩
,,	,,	,,	৪। আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা	৯/৫৮/৪
,,	,,	৬ষ্ঠ	১। এতে সোমা অসৃক্ষত	৯/৬২/২২
,,	,,	,,	২। অভি গব্যানি বীতয়ে	৯/৬২/২৩
,,	,,	,,	৩। উত নো গোমতীরিষো	৯/৬২/২৪
,,	,,	৭ম	১। ইমং স্তোতমমর্হতে জাতবেদসে	১/৯৪/১
,,	,,	,,	২। ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি	১/৯৪/৪
,,	,,	,,	৩। শকেম ত্বা সমিধং সাধয়	১/৯৪/৩
,,	৩য়	৮ম	১। প্রতি বাং সুর উদিতে	৭/৬৫/১
,,	,,	,,	২। রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায়	৭/৬৬/৮
,,	,,	,,	৩। তে স্যাম দেব বরুণ তে	১৭/৬৬/৯
,,	,,	৯ম	১। ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ	৮/৪৫/৪০
,,	,,	,,	২। যস্য তে বিশ্বমানুষগ্	৮/৪৫/৪২
,,	,,	,,	৩। যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে	৮/৪৫/৪১
,,	,,	১০ম	১। যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা	৮/৩৮/১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৭ম	৩য়	১০ম	২।	তোশাসা রথায়াবানা	৮/৩৮/২
,,	,,	,,	৩।	ইদং বা মদিরং মধ্ব	৮/৩৮/৩
,,	৪র্থ	১১শ	১।	ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব	৯/৬৪/২২
,,	,,	,,	২।	তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ	৯/৬৪/২৩
,,	,,	,,	৩।	রসং তে মিত্রো অর্যমা	৯/৬৪/২৪
,,	,,	১২শ	১।	মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে	৯/১০৭/২১
,,	,,	,,	২।	পুনানো বারে পবমানো	৯/১০৭/২২
,,	,,	১৩শ	১।	এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো	৯/৬১/৭
,,	,,	,,	২।	সমিদ্রেণোত বায়ুনা সূত	৯/৬১/৮
,,	,,	,,	৩।	স নো ভগায় বায়বে	৯/৬১/৯
,,	৫ম	১৪শ	১।	রেবতীর্ণঃ সধমাদ ইন্দ্রে	৯/৩০/১৩
,,	,,	,,	২।	আ ঘ ত্বাবান্ ত্মনায়ুক্তঃ	৯/৩০/১৪
,,	,,	,,	৩।	আ যদ্দুবঃ শতক্রুতবা	৯/৩০/১৫
,,	,,	১৫শ	১।	সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব	১/৪/১
,,	,,	,,	২।	উপ নঃ সবনা গহি	১/৪/২
,,	,,	,,	৩।	অথা তে অন্তমানাং	১/৪/৩
,,	,,	১৬শ	১।	উভে যদিন্দ্র রোদসী	১০/১৩৪/১
,,	,,	,,	২।	দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথাশক্তিং	১০/১৩৪/৬
,,	,,	,,	৩।	অব স্ম দুর্হণায়তো	১০/১৩৪/২
,,	৬ষ্ঠ	১৭শ	১।	পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ	৯/১৮/১
,,	,,	,,	২।	ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু	৯/১৮/২
,,	,,	,,	৩।	ত্বং বিশ্বে সজোষসো	৯/১৮/৩
,,	,,	১৮শ	১।	স সুন্বে যো বসূনাং	৯/১০৮/১৩
,,	,,	,,	২।	যস্য ত ইন্দ্রং পিবাদ্	৯/১০৮/১৪
,,	,,	১৯শ	১।	তং বঃ সথায় মদায়	৯/১০৫/১
,,	,,	,,	২।	সং বৎস ইব মাতৃভি	৯/১০৫/২
,,	,,	,,	৩।	অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং	৯/১০৫/৩
,,	,,	২০শ	১।	সোমাঃ পবন্ত ইন্দবো	৯/১০১/১০
,,	,,	,,	২।	তে পুতাসো বিপশ্চিতঃ	৯/১০১/১২
,,	,,	,,	৩।	সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা	৯/১০১/১১
,,	,,	২১শ	১।	অয়া পবা পবস্বৈনা	৯/৯৭/৫২
,,	,,	,,	২।	উত ন এনা পবয়া	৯/৯৭/৫৩
,,	,,	,,	৩।	মহীমে অস্য বৃষ নাম	৯/৯৭/৫৪
,,	৭ম	২২শ	১।	অগ্নে ত্বং নো অন্তম	৫/২৪/১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৭ম	৭ম	২২শ	২। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা	৫/২৪/২
”	”	”	৩। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ	৫/২৪/৪
”	”	২৩শ	১। ইমা নু কং ভুবনা	১০/১৫৭/১
”	”	”	২। যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং	১০/১৫৭/২
”	”	”	৩। আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো	১০/১৫৭/৩
”	”	২৪শ	১। প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায়—ঐন্দ্রপর্ব (৩) ৪র্থ অধ্যায় ১০মী দশতি ১০ম সাম।	
”	”	”	২। উর্জা মিত্রো বরুণঃ—ঐন্দপর্ব (৩) ৪র্থ অধ্যায় ১১শী দশতি ৯ম সাম।	
”	”	”	৩। উপ প্রক্ষে মধুমতি—ঐন্দ্রপর্ব (৩) ৪র্থ অধ্যায় ১০মী দশতি ৮ম সাম।	
৮ম	১ম	১ম	১। প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো	৯/৯৭/৭
”	”	”	২। প্র হংসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং	৯/৯৭/৮
”	”	”	৩। স যোজত উরুগাযস্য জূতিং	৯/৯৭/৯
”	”	”	৪। প্র স্বানাসো রথা ইবার্বন্তো	৯/১০/১
”	”	”	৫। হিন্বানাসো রথা ইব	৯/১০/২
”	”	”	৬। রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ	৯/১০/৩
”	”	”	৭। পরি স্বানাস ইন্দ্রবো মদায়	৯/১০/৪
”	”	”	৮। আপানাসো বিবস্বতো জিন্বন্ত	৯/১০/৫
”	”	”	৯। অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না	৯/১০/৬
”	”	”	১০। সমীচীনাস আশত হোতারঃ	৯/১০/৭
”	”	”	১১। নাভা নাভিং ন আ দদে	৯/১০/৮
”	”	”	১২। অভি প্রিয়ং দিবস্পদম্	৯/১০/৯
”	২য়	২য়	১। অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য	৯/৭/১
”	”	”	২। প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো	৯/৭/২
”	”	”	৩। প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো	৯/৭/৩
”	”	”	৪। পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণ	৯/৭/৪
”	”	”	৫। পবমানো অভি স্পৃধো	৯/৭/৫
”	”	”	৬। অব্যা বারে পরি প্রিয়ো	৯/৭/৬
”	”	”	৭। স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং	৯/৭/৭
”	”	”	৮। আ মিত্রে বরুণে ভগে	৯/৭/৮
”	”	”	৯। অস্মভ্যং রোদসী রয়িং	৯/৭/৯
”	”	”	১০। আ তে দক্ষং ময়োর্ভুবং	৯/৬৫/২৮
”	”	”	১১। আমন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রসা	৯/৬৫/২৯

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৮ম	২য়	২য়	১২।	আ রয়িমা সুচেতুনমা	৯/৬৫/৩০
”	৩য়	৩য়	১।	মূর্ধানং দিবো অরতিং	৬/৭/১
”	”	”	২।	তাং বিশ্বে অমৃতং	৬/৪/৪
”	”	”	৩।	নাভিং যজ্ঞানাং সদনং	৬/৭/২
”	”	৪র্থ	১।	প্র বো মিত্রায় গায়ত	৫/৬৮/১
”	”	”	২।	সম্রাজা যা ঘৃতযোনী	৫/৬৮/২
”	”	”	৩।	তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য	৫/৬৮/৩
”	”	৫ম	১।	ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো	১/৩/৪
”	”	”	২।	ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো	১/৩/৫
”	”	”	৩।	ইন্দ্রা যাহি তুতুজান	১/৩/৬
”	”	৬ষ্ঠ	১।	তমীড়িষ্ব যো অর্চিষা	৬/৬০/১০
”	”	”	২।	য ইদ্ধ আ বিবাসতি	৬/৬০/১১
”	”	”	৩।	তা নো বাজবতীরিষ	৬/৬০/১২
”	৪র্থ	৭ম	১।	প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য	৯/৮৬/১৬
”	”	”	২।	প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো	৯/৮৬/১৭
”	”	”	৩।	আ নঃ সোম সংযতং	৯/৮৬/১৮
”	”	৮ম	১।	নকিষ্টং কর্মণা নশদ্	৮/৭০/৩
”	”	”	২।	অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু	৮/৭০/৪
”	৫ম	৯ম	১।	সখায় আ নিষীদত	৯/১০৪/১
”	”	”	২।	সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ	৯/১০৪/২
”	”	”	৩।	পুনাতা দক্ষসাধনং যথা	৯/১০৪/৩
”	”	১০ম	১।	প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রটারস্তিরঃ	৯/১০৯/১৬
”	”	”	২।	স বাজ্যক্ষাং সহস্ররেতা	৯/১০৯/১৭
”	”	”	৩।	প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা	৯/১০৯/১৮
”	”	১১শ	১।	যে সোমাসঃ পরাবতি	৯/৬৫/২২
”	”	”	২।	য আর্জীকেষু কৃত্বসু	৯/৬৫/২৩
”	”	”	৩।	তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি	৯/৬৫/২৪
”	৬ষ্ঠ	১২শ	১।	আ তে বৎসো মনো	৮/১১/৭
”	”	”	২।	পুরুত্রা হি সদৃঙঙসি	৮/১১/৮
”	”	”	৩।	সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো	৮/১১/৯
”	”	১৩শ	১।	ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো	৮/৯৮/১০
”	”	”	২।	ত্বং হি নঃ পিতা বসো	৮/৯৮/১১
”	”	”	৩।	ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত	৮/৯৮/১২
”	”	১৪শ	১।	যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ	৫/৩৯/১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৮ম	৬ষ্ঠ	১৪শ	২। যশ্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র	৫/৩৯/২
,,	,,	,,	৩। যৎ তে দিক্ষু প্ররাধ্যং	৫/৩৯/৩
৯ম	১ম	১ম	১। শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং	৯/৯৬/১৭
,,	,,	,,	২। ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ	৯/৯৬/১৮
,,	,,	,,	৩। চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো	৯/৯৬/১৯
,,	,,	২য়	১। এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য	৯/৮/১
,,	,,	,,	২। পুনানাসাশ্চমূষদো গচ্ছন্তো	৯/৮/২
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো	৯/৮/৩
,,	,,	,,	৪। মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো	৯/৮/৪
,,	,,	,,	৫। দেভেভ্য স্ত্বা মদায় কং	৯/৮/৫
,,	,,	,,	৬। পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো	৯/৮/৬
,,	,,	,,	৭। মঘোন আ পবস্ব নো	৯/৮/৭
,,	,,	,,	৮। নৃচক্ষসং ত্বাং বয়মিন্দ্রপীতং	৯/৮/৯
,,	,,	,,	৯। বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব	৯/৮/৮
,,	২য়	৩য়	১। সোমঃ পুনানো অর্যতি	৯/১৩/১
,,	,,	,,	২। পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি	৯/১৩/২
,,	,,	,,	৩। পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ	৯/১৩/৩
,,	,,	,,	৪। উত নো বাজসাতয়ে	৯/১৩/৪
,,	,,	,,	৫। অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং	৯/১৩/৬
,,	,,	,,	৬। তে নঃ সহস্রিণং রয়িং	৯/১৩/৫
,,	,,	,,	৭। বাশ্রা অর্যন্তীন্তবোহভি	৯/১৩/৭
,,	,,	,,	৮। জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমান	৯/১৩/৮
,,	,,	,,	৯। অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ	৯/১৩/৯
,,	৩য়	৪র্থ	১। সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা	৯/১২/১
,,	,,	,,	২। অভি বিপ্রা অনূষত গাবো	৯/১২/২
,,	,,	,,	৩। মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে	৯/১২/৩
,,	,,	,,	৪। দিবো নাভা বিচক্ষণোহব্য	৯/১২/৪
,,	,,	,,	৫। যঃ সোমঃ কলশেষ্বা	৯/১২/৫
,,	,,	,,	৬। প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি	৯/১২/৬
,,	,,	,,	৭। নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধেনামন্তঃ	৯/১২/৭
,,	,,	,,	৮। আ পবমান ধারয়া রয়িং	৯/১২/৯
,,	,,	,,	৯। অভিপ্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রঃ	৯/১২/৮
,,	৪র্থ	৫ম	১। উৎ তে শুষ্মাস ঈরতে	৯/৫০/১
,,	,,	,,	২। প্রস্ন[illegible] ত উদীরতে	৯/৫০/২

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৯ম	৪র্থ	৫ম	৩। অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং	৯/৫০/৩
”	”	”	৪। আ পবস্ব মদিন্তম	৯/৫০/৪
”	”	”	৫। স পবস্ব মদিন্তম	৯/৫০/৫
”	৫ম	৬ষ্ঠ	১। অয়া বীতী পরি স্রব	৯/৬১/১
”	”	”	২। পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে	৯/৬১/২
”	”	”	৩। পরি নো অশ্বমশ্বাবিদ্	৯/৬১/৩
”	”	৭ম	১। অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ	৯/৬১/২৫
”	”	”	২। মহো নো রায় আ ভর	৯/৬১/২৬
”	”	”	৩। ন ত্বা শতং চন হ্রুতো	৯/৬১/২৭
”	”	৮ম	১। অ যা পবস্ব ধারয়া যয়া	৯/৬৩/৭
”	”	”	২। অযুক্ত সুর এতশং	৯/৬৩/৮
”	”	”	৩। উত ত্যা হরিতো রথে	৯/৬৩/৯
”	৬ষ্ঠ	৯ম	১। অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ	৭/৩/১
”	”	”	২। প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্	৭/৩/২
”	”	”	৩। উদ্‌যস্য তে নবজাতস্য	৭/৩/৩
”	”	১০ম	১। তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে	৮/৯৩/৭
”	”	”	২। ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত	৮/৯৩/৮
”	”	”	৩। গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ	৮/৯৩/৯
”	৭ম	১১শ	১। অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং	৯/৫১/১
”	”	”	২। তব ত্য ইন্দো অন্ধসো	৯/৫১/৩
”	”	”	৩। দিবঃ পীযূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায়	৯/৫১/২
”	”	১২শ	১। ধর্তাঃ দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো	৯/৭৬/১
”	”	”	২। শূরো ন ধত্ত আয়ুধা	৯/৭৬/২
”	”	”	৩। ইন্দ্রস্য সোম পবমান	৯/৭৬/৩
”	”	১৩শ	১। যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্	৮/৪/১
”	”	”	২। যদ্ বা রুমে রুশমে	৮/৪/২
”	”	১৪শ	১। উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো	৮/৬১/১
”	”	”	২। তং হি স্বরাজং বৃষভং	৮/৬১/২
”	৮ম	১৫শ	১। পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং	৯/৬৩/২২
”	”	”	২। পবমান নি তোশসে রয়িং	৯/৬৩/২৩
”	”	”	৩। অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ	৯/৬৩/২৪
”	”	১৬শ	১। অভী নো বাজসাতমং	৯/৯৮/১
”	”	”	২। বয়ং তে অস্য রাধসো	৯/৯৮/৫
”	”	”	৩। পরি স্য স্বানো অক্ষর	৯/৯৮/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
৯ম	৮ম	১৭শ	১। পূবস্ব সোম মহান্‌ৎসমুদ্রঃ	৯/১০৯/৪
”	”	”	২। শুক্রঃ পবস্ব দেবভ্যঃ সোম	৯/১০৯/৫
”	”	”	৩। দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ	৯/১০৯/৬
”	৯ম	১৮শ	১। প্রেষ্ঠং বো অতিথিং	৯/৮৪/১
”	”	”	২। কবিমিব প্রশংস্যং যং	৮/৮৪/২
”	”	”	৩। ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো	৮/৮৪/৩
”	”	১৯শ	১। এন্দ্র নো গধি প্রিয়	৮/৯৮/৪
”	”	”	২। অভি হি সত্য সোমপা	৮/৯৮/৫
”	”	”	৩। ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র	৮/৯৮/৬
”	”	২০শ	১। পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিঃ	১/১১/৪
”	”	”	২। ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবঃ	১/১১/৫
”	”	”	৩। ইন্দ্রমীশানমোজসাভি	১/১১/৮
১০ম	১ম	১ম	১। অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃ প্রথমে	৯/৯৭/৪০
”	”	”	২। মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে	৯/৯৭/৪২
”	”	”	৩। মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং	৯/৯৭/৪১
”	”	২য়	১। এষ দেবো অমর্ত্যঃ	৯/৩/১
”	”	”	২। এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো	৯/৩/৬
”	”	”	৩। এষ বিশ্বানি বার্মা	৯/৩/৪
”	”	”	৪। এষ দেবো রথর্যতি	৯/৩/৫
”	”	”	৫। এষ দেবো বিপন্যুভিঃ	৯/৩/৩
”	”	”	৬। এষ দেবো বিপা	৯/৩/২
”	”	”	৭। এষ দিবং বি ধাবতি	৯/৩/৭
”	”	”	৮। এষ দিবং ব্যাসরৎ	৯/৩/৮
”	”	”	৯। এষ প্রত্নেন জন্মনা	৯/৩/৯
”	”	”	১০। এষ উ স্য পুরুব্রতো	৯/৩/১০
”	২য়	৩য়	১। এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো	৯/১৫/১
”	”	”	২। এষ পুরূ ধিয়ায়তে বৃহতে	৯/১৫/২
”	”	”	৩। এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ	৯/১৫/৭
”	”	”	৪। এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ	৯/১৫/৩
”	”	”	৫। এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী	৯/১৫/৫
”	”	”	৬। এষ শৃঙ্গানি দোধুবচ্ছিশীতে	৯/১৫/৪
”	”	”	৭। এষ বসূনি পিব্দনঃ	৯/১৫/৬
”	”	”	৮। এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো	৯/১৫/৮
”	৩য়	৪র্থ	১। এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যা	৯/৩৮/১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১০ম	৩য়	৪র্থ	২। এতং ত্রিতস্য যোষণো	৯/৩৮/২
,,	,,	,,	৩। এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো	৯/৩৮/৪
,,	,,	,,	৪। এষ স্য মদ্যো রসোহব	৯/৩৮/৫
,,	,,	,,	৫। এষ স্য পীতয়ে সুতো	৯/৩৮/৬
,,	,,	,,	৬। এতং ত্যং হরিতো দশ	৯/৩৮/৩
,,	৪র্থ	৫ম	১। এষ বাজী হিতো	৯/২৮/১
,,	,,	,,	২। এষ পবিত্রে অক্ষরং	৯/২৮/২
,,	,,	,,	৩। এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি	৯/২৮/৩
,,	,,	,,	৪। এষ বৃষা কনিরুদ্রদ্	৯/২৮/৪
,,	,,	,,	৫। এষ সূর্যমরোচয়ৎ পবমানো	৯/২৮/৫
,,	,,	,,	৬। এষ সূর্যেণ হাসতে সংবসানো	৯/২৭/৫
,,	৫ম	৬ষ্ঠ	১। এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে	৯/২৭/১
,,	,,	,,	২। এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎ	৯/২৭/২
,,	,,	,,	৩। এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো	৯/২৭/৩
,,	,,	,,	৪। এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো	৯/২৭/৪
,,	,,	,,	৫। এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা	৯/২৭/৬
,,	,,	,	৬। এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ	৯/২৮/৬
,,	৬ষ্ঠ	৭ম	১। স সুতঃ পীতয়ে বৃষা	৯/৩৭/১
,,	,,	,,	২। স পবিত্রে পচিক্ষণো হরিরর্ষতি	৯/৩৭/২
,,	,,	,,	৩। স বাজী রোচনং দিবঃ	৯/৩৭/৩
,,	,,	,,	৪। স ত্রিতস্যাধি সানবি	৯/৩৭/৪
,,	,,	,,	৫। স বৃত্রহা বৃষা সুতো	৯/৩৭/৫
,,	,,	,,	৬। স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি	৯/৩৭/৬
,,	৭ম	৮ম	১। যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ	৯/৬৭/৩১
,,	,,	,,	২। পাবমানী যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ	৯/৬৭/৩২
,,	,,	,,	৩। পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা	———
,,	,,	,,	৪। পাবমানীর্দধন্তু ন ইমং	———
,,	,,	,,	৫। যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং	———
,,	,,	,,	৬। পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি	———
,,	৮ম	৯ম	১। অংগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং	৭/১২/১
,,	,,	,,	২। স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি	৭/১২/২
,,	,,	,,	৩। তং বরুণ উত মিত্রো	৭/১২/৩
,,	,,	১০ম	১। মহাঁ ইন্দ্র যে ওজসা	৮/৬/১
,,	,,	,,	২। কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত	৮/৬/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১০ম	৮ম	১০ম	৩। প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র	৮/৬/২
,,	৯ম	১১শ	১। পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা	৯/৬৬/২৫
,,	,,	,,	২। পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ	৯/৬৬/২৬
,,	,,	,,	৩। পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভিঃ	৯/৬৬/২৭
,,	,,	১২শ	১। পরীতো যিঞ্চতা সুতং	৯/১০৭/১
,,	,,	,,	২। নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি	৯/১০৭/২
,,	,,	,,	৩। পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ	৯/১০৭/৩
,,	,,	১৩শ	১। অসাবি সোমো অরুষো	৯/৮২/১
,,	,,	,,	২। পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য	৯/৮২/৩
,,	,,	,,	৩। কবির্বেধস্যা পর্যেষি	৯/৮২/২
,,	১০ম	১৪শ	১। শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং	৮/৯৯/৩
,,	,,	,,	২। অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ	৮/৯৯/৪
,,	,,	১৫শ	১। যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো	৮/৬১/১৩
,,	,,	,,	২। ত্বং হি রাধসস্পতে	৮/৬১/১৪
,,	১১শ	১৬শ	১। ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র	৯/৬৭/১
,,	,,	,,	২। ত্বং সুতো মদিন্তমো দধন্বান্	৯/৬৭/২
,,	,,	,,	৩। ত্বং সুষ্বাণো আদ্রিভিরভ্যর্ষ	৯/৬৭/৩
,,	,,	১৭শ	১। পবস্ব দেববীতয় ইন্দো	৯/১০৬/৭
,,	,,	,,	২। তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং	৯/১০৬/৮
,,	,,	,,	৩। আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ	৯/১০৬/৯
,,	,,	১৮শ	১। পরি ত্যং হর্যতং হরিং	৯/৯৮/৭
,,	,,	,,	২। দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং	৯/৯৮/৬
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্রায় সোম পাতবে	৯/৯৮/১০
,,	,,	১৯শ	১। পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো	৯/১০৯/১০
,,	,,	,,	২। প্র তে সোতারো রসং	৯/১০৯/১১
,,	,,	,,	৩। শিশুং জজ্ঞানং হরিং	৯/১০৯/১২
,,	,,	২০শ	১। উপো যু জাতমপ্তুরং	৯/৬১/১৩
,,	,,	,,	২। তমিদ্ বর্ধন্ত নো গিরো	৯/৬১/১৪
,,	,,	,,	৩। অর্ষা নঃ সোম শং	৯/৬১/১৫
,,	১২শ	২১শ	১। আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে	৯/৪৫/১
,,	,,	,,	২। বৃহন্নিদিধ্মস্ত্র এষাং ভূরিং	৮/৪৫/২
,,	,,	,,	৩। অযুদ্ধ ইদং যুধা বৃতং	৮/৪৫/৩
,,	,,	২২শ	১। য এক ইদ্ বিদয়তে	১/৮৪/৭
,,	,,	,,	২। যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ	১/৮৪/৯

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১০শ	১২শ	২২শ	৩। কদা মর্তমরাধসং পদা	১/৮৪/৮
”	”	২৩শ	১। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণো	১/১০/১
”	”	”	২। যৎ সানোঃ সান্বারুহো	১/১০/২
”	”	”	৩। যুঙক্ষা হি কেশিনা হরী	১/১০/৩
১১শ	১ম	১ম	১। সুষমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ	১/১৩/১
”	”	”	২। মধুমন্তং তনূনপাদ্ যজ্ঞং	১/১৩/২
”	”	”	৩। নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্	১/১৩/৩
”	”	”	৪। অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ	১/১৩/৪
”	”	২য়	১। যদদ্য সুর উদিতেহনাগা	৭/৬৬/৪
”	”	”	২। সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র	৭/৬৬/৫
”	”	”	৩। উত স্বরাজ্যে অদিতিরদব্ধস্য	৭/৬৬/৬
”	”	৩য়	১। উ ত্বা মদন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব	৮/৬৪/১
”	”	”	২। পদা পণীনরাধসো নি বাধস্ব	৮/৬৪/২
”	”	”	৩। ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র	৮/৬৪/৩
”	২য়	৪র্থ	১। আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতং	৯/৯৭/৩৭
”	”	”	২। স পুনান উপ সূরে	৯/৯৭/৩৮
”	”	”	৩। স বর্ধিত বর্ধনঃ পূয়মানঃ	৯/৯৭/৩৯
”	”	৫ম	১। মা চিদন্যদ্ বি শংসত	৮/১/১
”	”	”	২। অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথা	৮/১/২
”	”	৬ষ্ঠ	১। উদুত্যে মধুমত্তমা গিরঃ	৮/৩/১৫
”	”	”	২। কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা	৮/৩/১৬
১১শ	২য়	৭ম	১। পর্যূষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে	৯/১১০/১
”	”	”	২। অজীজনো হি পবমান	৯/১১০/৩
”	”	”	৩। অনুহিত্বা সুতং সোম	৯/১১০/২
”	”	৮ম	১। পরি প্র ধন্ব	৯/১০৯/১
”	”	”	২। এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায়	৯/১০৯/৩
”	”	”	৩। ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য	৯/১০৯/২
”	৩য়	৯ম	১। সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো	৯/৬৯/৬
”	”	”	২। উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে	৯/৬৯/২
”	”	”	৩। উক্ষা মিমেতি প্রতি যন্তি	৯/৬৯/৪
”	”	১০ম	১। অগ্নিং নরো দীধিতিভিঃ	৭/১/১
”	”	”	২। তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃন্বন্	৭/১/২
”	”	”	৩। প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি	৭/১/৩
”	”	১১শ	১। আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্	১০/১৮৯/১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১১শ	৩য়	১১শ	২। অন্তশ্চরতি রোচনাস্য	১০/১৮৯/২
”	”	”	৩। ত্রিংশদ্ ধাম বি রাজতি	১০/১৮৯/৩
১২শ	১ম	১ম	১। উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং	১/৭৪/১
”	”	”	২। যঃ স্নীহিতিষু পূর্ব্যঃ	১/৭৪/২
”	”	”	৩। স নো বেদো অমাত্যমগ্নী	১/৭৫/৩
”	”	”	৪। উত ব্রুবন্তু জন্তব	১/৭৪/৩
”	”	২য়	১। অগ্নে যুঙ্ক্ষা হি যে	৬/১৬/৪৩
”	”	”	২। অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি	৬/১৬/৪৩
”	”	”	৩। উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ	৬/১৬/৪৫
”	”	৩য়	১। প্র সুন্বানানায়ান্ধসো মর্তো	৯/১০১/১৩
”	”	”	২। আ জামিরৎকে অবাত	৯/১০১/১৪
”	”	”	৩। স বীরো দক্ষসাধনো	৯/১০১/১৫
”	২য়	৪র্থ	১। অভ্রাতৃব্যো অনা তমনাপিরিন্দ্র	৮/২১/১৩
”	”	”	২। ন কী রেবন্তং সখ্যায়	৮/২১/১৪
”	”	৫ম	১। আ ত্বা সহস্রমা যুক্তা	৮/১/২৪
”	”	”	২। আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে	৮/১/২৫
”	”	”	৩। পিবা ত্বতস্য গির্বণঃ	৮/১/২৬
”	”	৬ষ্ঠ	১। আসোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং	৯/১০৮/৭
”	”	”	২। সহস্রধারং বৃষভং পয়োদুহং	৯/১০৮/৮
”	৩য়	৭ম	১। অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্	৬/১৬/৩৪
”	”	”	২। গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতঃ	৬/১৬/৩৫
”	”	”	৩। ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদা	৬/১৬/৩৬
”	”	৮ম	১। অস্য প্রেষা হেমনা	৯/৯৭/১
”	”	”	২। ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাভবসানো	৯/৯৭/২
”	”	”	৩। সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানৌ	৯/৯৭/৩
”	”	৯ম	১। এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং	৮/৯৫/৭
”	”	”	২। ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি	৮/৯৫/৮
”	”	”	৩। ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং	৮/৯৫/৯
”	৪র্থ	১০ম	১। অগ্নে স্তোমং মনামহে	৫/১৩/২
”	”	”	২। অগ্নির্জুষত নো গিরো	৫/১৩/৩
”	”	”	৩। ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি	৫/১৩/৪
”	”	১১শ	১। অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং	৯/৯০/২
”	”	”	২। শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা	৯/৯০/৩
”	”	”	৩। উরুগব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ৎ	৯/৯০/৪

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১২শ	৪র্থ	১২শ	১। ত্বমিন্দ্র যশঃ অস্যৃজীষী	৮/৯০/৫
”	”	”	২। তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং	৮/৯০/৬
”	”	১৩শ	১। যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং	৮/১৯/৩
”	”	”	২। অপাং নপাতং সুভগং	৮/১৯/৪
”	৫ম	১৪শ	১। যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা	১/২৭/৭
”	”	”	২। ন কিবস্য সহন্ত্য পর্যেতা	১/২৭/৮
”	”	”	৩। স বাজং বিশ্বচর্যনিরর্বদ্ভিঃ	১/২৭/৯
”	”	১৫শ	১। সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো	৯/৯৩/১
”	”	”	২। সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো	৯/৯৩/২
”	”	”	৩। উত প্র পিপ্য ঊধরঘ্ন্যায়া	৯/৯৩/৩
”	”	১৬শ	১। পিব সুতস্য রসিনো	৮/৩/১
”	”	”	২। ভূয়াম তে সুমতৌ	৮/৩/২
”	”	১৭শ	১। ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো	৯/৭০/১
”	”	”	২। স ভক্ষমাণো অমৃতস্য	৯/৭০/২
”	”	”	৩। তি অস্য সন্ত কেতবো	৯/৭০/৩
”	৬ষ্ঠ	১৮শ	১। অভি বায়ুং বীত্যর্ষা	৯/৯৭/৪৯
”	”	”	২। অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্যাভি	৯/৯৭/৫০
”	”	”	৩। অভী নো অর্ষ দিব্যা	৯/৯৭/৫১
”	”	১৯শ	১। যজ্জাযথা অপূর্ব্য মঘবন্	৮/৮৯/৫
”	”	”	২। তৎ তে যজ্ঞো অজায়ত	৮/৮৯/৬
”	”	”	৩। আমাসু পক্কমৈরয় আ	৮/৮৯/৭
”	”	২০শ	১। মৎস্বপায়ি তে মহঃ	১/১৭৫/১
”	”	”	২। আ নস্তে গন্ত মৎসরো	১/১৭৫/২
”	”	”	৩। ত্বং হি শূরঃ সনিতা	১/১৭৫/৩
১৩শ	১ম	১ম	১। পবস্ব বৃষ্টিমা সু	৯/৪৯/১
”	”	”	২। তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া	৯/৪৯/২
”	”	”	৩। ঘৃতং পবস্ব ধারয়া মজ্ঞেষু	৯/৪৯/৩
”	”	”	৪। স ন ঊর্জং ব্যতব্যয়ং	৯/৪৯/৪
”	”	”	৫। পবমানো অসিষ্যদদ্	৯/৪৯/৫
”	”	২য়	১। প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি	৬/৪২/১
”	”	”	২। এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ	৬/৪২/২
”	”	”	৩। যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ	৬/৪২/৩
”	”	”	৪। অস্মা অস্মা ইদন্ধসো	৬/৪২/৪
”	২য়	৩য়	১। বভ্রবে নু স্বতবসেহরুণায়	৯/১১/৪

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৩শ	২য়	৩য়	২। হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং	৯/১১/৫
”	”	”	৩। নমসেদুপসীদত দধ্নেদভি	৯/১১/৬
”	”	”	৪। অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব	৯/১১/৭
”	”	”	৫। ইন্দ্রায় সোম পাতবে	৯/১১/৮
”	”	”	৬। পবমান সুবীর্যং রয়িং	৯/১১/৯
”	”	৪র্থ	১। উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং	৮/৯৩/১
”	”	”	২। নব যো নবতিং পুরো	৮/৯৩/২
”	”	”	৩। স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ	৮/৯৩/৩
”	৩য়	৫ম	১। বিভ্রাড্ বৃহৎ পিবতু	১০/১৭০/১
”	”	”	২। বিভ্রাড্ বৃহৎ সুভৃতং	১০/১৭০/২
”	”	”	৩। ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষ্যং	১০/১৭০/৩
”	”	৬ষ্ঠ	১। ইন্দ্র ক্রতুং ন আ	৭/৩২/২৬
”	”	”	২। মা নো অজ্ঞাতা	৭/৩২/২৭
”	”	৭ম	১। অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র	৮/৬১/১৭
”	”	”	২। প্র ভঙ্গী শ্রবো মঘবা	৮/৬১/১৮
”	৪র্থ	৮ম	১। জনীযন্তো স্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ	৭/৯৬/৪
”	”	৯ম	১। উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু	৬/৬১/১০
”	”	১০ম	১। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো	৩/৬২/১০
”	”	১১শ	১। সোমানং স্বরণং কৃণুহি	১/১৮/১
”	”	১২শ	১। অগ্ন আয়ুংষি পবসে	৯/৬৬/১৯
”	”	১৩শ	১। তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য	৫/৬৮/৩
”	”	”	২। ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং	৫/৬৮/৪
”	”	”	৩। বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী	৫/৬৮/৫
”	”	১৪শ	১। যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং	১/৬/১
”	”	”	২। যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী	১/৬/২
”	”	”	৩। কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো	১/৬/৩
”	৫ম	১৫শ	১। অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং	৯/৮৮/১
”	”	”	২। স ঈং রথো ন	৯/৮৮/২
”	”	”	৩। শুষ্মীশর্ধো ন মারুতং	৯/৮৮/৭
”	”	১৬শ	১। ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা	৬/১৬/১
”	”	”	২। স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে	৬/১৬/২
”	”	”	৩। বেথা হি বেধো অধ্বনঃ	৬/১৬/৩
”	”	১৭শ	১। হোতা দেবো অমর্ত্যঃ	৩/২৭/৭
”	”	”	২। বাজী বাজেষু ধীয়তে	৩/২৭/৮

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৩শ	৫ম	১৭শ	৩। ধিয়া চক্রে বরেণ্যো	৩/২৭/৯
,,	৬ষ্ঠ	১৮শ	১। আ সুতে সিঞ্চতশ্রিয়ং	৮/৭২/১৩
,,	,,	,,	২। তে জানত সমোক্যংত	৮/৭২/১৪
,,	,,	,,	৩। উপ স্রক্কেষু বপ্সতঃ	৮/৭২/১৫
,,	,,	১৯শ	১। তদিদাস ভুবনেষু	১০/১২০/১
,,	,,	,,	২। বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যৌজাঃ	১০/১২০/২
,,	,,	,,	৩। ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি	১০/১২০/৩
,,	,,	২০শ	১। ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো	২/২২/১
,,	,,	,,	২। সাকং জাতঃ ক্রতুনা	২/২২/৩
,,	,,	,,	৩। অধ ত্বিষীমাঁ অভ্যোজসা	২/২২/২
১৪শ	১ম	১ম	১। অভি প্র গোপতিং	৮/৬৯/৪
,,	,,	,,	২। আ হরয় সসৃজ্রি	৮/৬৯/৫
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্রায় গাব আশিরং	৮/৬৯/৬
,,	,,	২য়	১। আনো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং	৮/৯০/১
,,	,,	,,	২। ত্বং দাতা প্রথমো	৮/৯০/২
,,	,,	৩য়	১। প্রত্নং পীযুষং পূর্ব্যং	৯/১১০/৮
,,	,,	,,	২। আদীং কে চিৎপণ্য	৯/১১০/৬
,,	,,	,,	৩। অধ যদিমে পবমান	৯/১১০/৯
,,	,,	৪র্থ	১। ইমমূ ষু তমস্মাকং	১/২৭/৪
,,	,,	,,	২। বিভক্তাসি চিত্রভানো	১/২৭/৬
,,	,,	,,	৩। আ নো ভজ পরমেষ্বা	১/২৭/৫
,,	,,	৫ম	১। অহমিদ্ধি পিতুঃ পরি	৮/৬/১০
,,	,,	,,	২। অহং প্রত্নেন জন্মনা	৮/৬/১১
,,	,,	,,	৩। যে ত্বামিন্দ্র ন	৮/৬/১২
,,	২য়	৬ষ্ঠ	১। অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নি	———
,,	,,	,,	২। প্র স বিশ্বেভিরগ্নি	———
,,	,,	,,	৩। ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম	১০/১৪১/৬
,,	,,	৭ম	১। ত্বে সোম প্রথমা	৯/১১০/৭
,,	,,	,,	২। অভ্যভি হি শ্রবসা	৯/১১০/৫
,,	,,	,,	৩। অজীজনো অমৃত	৯/১১০/৪
,,	,,	৮ম	১। এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত	৮/২৪/১৩
,,	,,	,,	২। উপো হরীনাং পতিং	৮/২৪/১৪
,,	,,	,,	৩। ন হ্যংতগ পুরা	৮/২৪/১৫
,,	,,	৯ম	১। নদং ব ওদতীনাং	৮/৬৯/২

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৪শ	৩য়	১০ম	১। দেবো বো দ্রবিণোদাঃ	৭/১৬/১১
”	”	”	২। ত্বং হোতারমধ্বরস্য	৭/১৬/১২
”	”	১১শ	১। অদর্শি গাতুবিত্তমো	৮/১০৩/১
”	”	”	২। যস্মাদ্ রেজন্ত কৃষ্টয়ঃ	৮/১০৩/৩
”	”	”	৩। প্র দৈবোদাসো অগ্নিঃ	৮/১০৩/২
”	”	১২শ	১। অগ্ন আয়ূংসি পবসে	৯/৬৬/১৯
”	”	”	২। অগ্নির্ঋষি পবমানঃ	৯/৬৬/২০
”	”	”	৩। অগ্নে পবস্ব স্বপা	৯/৬৬/২১
”	”	১৩শ	১। অগ্নে পাবক রোচিষা	৫/২৬/১
”	”	”	২। তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে	৫/২৬/২
”	”	”	৩। বীতিহোত্রং ত্বা কবে	৫/২৬/৩
”	৪র্থ	১৪শ	১। অবা নো অগ্নে উতিভিঃ	১/৭৯/৭
”	”	”	২। আ নো অগ্নে রয়িং	১/৭৯/৮
”	”	”	৩। আ নো অগ্নে সুচেতুনা	১/৭৯/৯
”	”	১৫শ	১। অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ	১০/১৫৬/১
”	”	”	২। যয়া গা আকরামহে	১০/১৫৬/২
”	”	”	৩। আগ্নে স্থূরং রয়িং ভর	১০/১৫৬/৩
”	”	”	৪। অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং	১০/১৫৬/৪
”	”	”	৫। অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ	১০/১৫৬/৫
”	”	১৬শ	১। অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ	৮/৪৪/১৬
”	”	”	২। ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে	৮/৪৪/১৮
”	”	”	৩। উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা	৮/৪৪/১৭
১৫শ	১ম	১ম	১। কস্তে জামির্জনানামগ্নে	১/৭৫/৩
”	”	”	২। ত্বং জামির্জনানামগ্নে	১/৭৫/৪
”	”	”	৩। যজা নো মিত্রাবরুণা	১/৭৫/৫
”	”	২য়	১। ঈডেন্যো নমস্যস্তিবস্তমাংসি	৩/২৭/১৩
”	”	”	২। বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো	৩/২৭/১৪
”	”	”	৩। বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্	৩/২৭/১৫
”	”	৩য়	১। উৎ তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ	৮/৪৪/৪
”	”	”	২। উপ ত্বা জুহ্বোমম	৮/৪৪/৫
”	”	”	৩। মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং	৮/৪৪/৬
”	”	৪র্থ	১। পাহি নো অগ্ন একয়া	৮/৬০/৯
”	”	”	২। পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো	৮/৬০/১০
”	২য়	৫ম	১। ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো	১০/৩/১

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৫শ	২য়	৫ম	২। কৃষ্ণং যদেনীমভি বর্প	১০/৩/২
,,	,,	,,	৩। ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান	১০/৩/৩
,,	,,	৬ষ্ঠ	১। কয়া তে অগ্নে অঙ্গির	৮/৮৪/৪
,,	,,	,,	২। দাশেম কস্য মনসা	৮/৮৪/৫
,,	,,	,,	৩। অধা ত্বং হি নস্করো	৮/৮৪/৬
,,	,,	৭ম	১। অগ্নে আয়াহ্যগ্নিভি	৮/৬০/১
,,	,,	,,	২। অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ	৮/৬০/২
,,	,,	৮ম	১। অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং	৮/৭১/১০
,,	,,	,,	২। অগ্নিং সূনুং সহসো	৮/৭১/১১
,,	৩য়	৯ম	১। অদাভ্যঃ পুরএতা	৩/১১/৫
,,	,,	,,	২। অভি প্রযাংসি বাহসা	৩/১১/৭
,,	,,	,,	৩। সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজঃ	৩/১১/৬
,,	,,	১০ম	১। ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো	৮/১৯/১৯
,,	,,	,,	২। ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব	৮/১৯/২০
,,	,,	১১শ	১। অগ্নে বাজস্য গোমতঃ	১/৭৯/৪
,,	,,	,,	২। স ইধানো বসুষ্কবিঃ	১/৭৯/৫
,,	,,	,,	৩। ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে	১/৭৯/৬
,,	৪র্থ	১২শ	১। বিশো বিশো বো অতিথিং	৮/৭৪/১
,,	,,	,,	২। যং জনাসো হবিষ্মন্তো	৮/৭৪/২
,,	,,	,,	৩। পন্যাংসং জাতবেদসং যো	৮/৭৪/৩
,,	,,	১৩শ	১। সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা	৬/১৫/৭
,,	,,	,,	২। ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং	৬/১৫/৮
,,	,,	,,	৩। বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনুব্রতা	৬/১৫/৯
,,	,,	১৪শ	১। উপ ত্বা জাময়ো গিরো	৮/১০২/১৩
,,	,,	,,	২। যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিঃ	৮/১০২/১৪
,,	,,	,,	৩। পদং দেবস্য মীঢ়ু	৮/১০২/১৫
১৬শ	১ম	১ম	১। অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র	৮/৩/৭
,,	,,	,,	২। অস্যোদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং	৮/৩/৮
,,	,,	২য়	১। প্র বামর্চন্তুক্থিনো	৩/১২/৫
,,	,,	,,	২। ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো	৩/১২/৬
,,	,,	,,	৩। ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপ	৩/১২/৭
,,	,,	,,	৪। ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং	৩/১২/৮
,,	,,	৩য়	১। শগ্ধ্যূ৩ষু শচীপত ইন্দ্রং	৮/৬১/৫
,,	,,	,,	২। পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্	৮/৬১/৬

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৬শ	১ম	৪র্থ	১। ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা	৮/৬১/৭
,,	,,	,,	২। ত্বং পুরু সহস্রাণি	৮/৬১/৮
,,	,,	৫ম	১। যো বিশ্বা দয়তে বসু	৮/১০৩/৬
,,	,,	,,	২। অশ্বং ন গাভী রথাং	৮/১০৩/৭
,,	২য়	৬ষ্ঠ	১। ইমং মে বরুণ শ্রুধী	১/২৫/১৯
,,	,,	৭ম	১। কয়া ত্বং ন উত্যাভি	৮/৯৩/১৯
,,	,,	৮ম	১। ইন্দ্রমিদ্ দেবতা তয়	৮/৩/৫
,,	,,	,,	২। ইন্দ্রো মহ্না রোদসী	৮/৩/৬
,,	,,	৯ম	১। বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ	১০/৮১/৬
,,	,,	১০ম	১। অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো	৯/১১১/১
,,	,,	,,	২। প্রাচীমনু প্রদিশং যাতি	৯/১১১/৩
,,	,,	,,	৩। ত্বং হ ত্যং পণীনাং	৯/১১১/২
,,	৩য়	১১শ	১। উত নো গোষণিং	৬/৫৩/১০
,,	,,	১২শ	১। শশমানস্য বা নরঃ	১/৮৬/৮
,,	,,	১৩শ	১। উপ নঃ সুনবো গিরঃ	৬/৫২/৯
,,	,,	১৪শ	১। প্র বাং মহি দ্যবী	৪/৫৬/৫
,,	,,	,,	২। পুনানো তন্বা মিথঃ	৪/৫৬/৬
,,	,,	,,	৩। মহী মিত্রস্য সাধয়ন্তরন্তী	৪/৫৬/৭
,,	,,	১৫শ	১। অয়মু তে সমতসি	১/৩০/৪
,,	,,	,,	২। স্তোত্রং রাধানাং পতে	১/৩০/৫
,,	,,	,,	৩। ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন উতয়েঽস্মিন্	১/৩০/৬
,,	,,	১৬শ	১। গাব উপবটাবট মহী	৮/৭২/১২
,,	,,	,,	২। অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং	৮/৭২/১১
,,	,,	,,	৩। সিঞ্চন্তি নমসাবটমুচ্চাচক্রং	৮/৭২/১০
,,	৪র্থ	১৭শ	১। মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য	৮/৪/৭
,,	,,	,,	২। সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে	৮/৪/৮
,,	,,	১৮শ	১। ইমা উ ত্বা পুরুবসো	৮/৩/৩
,,	,,	,,	২। অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ	৮/৩/৪
,,	,,	১৯শ	১। যস্যায়ং বিশ্বো আর্যো	৮/৫১/৯
,,	,,	,,	২। তুরণ্যবো মধুন্তং	৮/৫১/১০
,,	,,	২০শ	১। গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎ	৮/১০৫/৪
,,	,,	,,	২। স নো হরীণাং পত	৮/১০৫/৫
,,	,,	,,	৩। সনেমি ত্বমস্মদা অদেবং	৮/১০৫/৬
,,	,,	২১শ	১। অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে	৯/৮৬/৪৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৬শ	৪র্থ	২১শ	২।	বিপশ্চিতে পবমানায়	৯/৮৬/৪৪
”	”	”	৩।	অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে	৯/৮৬/৪৫
১৭শ	১ম	১ম	১।	বিশ্বেভিরুগ্নে অগ্নিভিরিমং	১/২৬/১০
”	”	”	২।	যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা	১/২৬/৬
”	”	”	৩।	প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতিঃ	১/২৬/৭.
”	”	২য়	১।	ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি	১/৭/১০
”	”	”	২।	স নো বৃষন্নমুং চরুং	১/৭/৬
”	”	”	৩।	বৃষা যূথেবঃ বংসগঃ	১/৭/৮
১৭শ	১ম.	৩য়	১।	ত্বং নশ্চিত্র উত্যা	৬/৪৮/৯
”	”	”	২।	পর্ষি তোকং তনয়ং	৬/৪৮/১০
”	”	৪র্থ	১।	কিমিত্তে বিষ্ণো পারচক্ষি	৭/১০০/৬
”	”	”	২।	প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট	৭/১০০/৫
”	”	”	৩।	বষট্‌তে বিষ্ণবাস আ	৭/১০০/৭
”	২য়	৫ম	১।	বায়ো শুক্রো অযামি তে	৪/৪৭/১
”	”	”	২।	ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং	৪/৪৭/২
”	”	”	৩।	বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং	৪/৪৭/৩
”	”	৬ষ্ঠ	১।	অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো	৯/৯৯/২
”	”	”	২।	তমস্য মর্জয়ামসি মদো	৯/৯৯/৩
”	”	”	৩।	তং গাথয়া পুরাণ্যা	৯/৯৯/৪
”	”	৭ম	১।	অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং	১/২৭/১
”	”	”	২।	স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা	১/২৭/২
”	”	”	৩।	স নো দুরাচ্চাসাচ্চ	১/২৭/৩
”	”	৮ম	১।	ত্বমিন্দ্র প্রতুর্তিষ্বভি বিশ্বা	৮/৯৯/৫
”	”	”	২।	অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তম্	৮/৯৯/৬
”	৩য়	৯ম	১।	যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্ যদ্	৮/১৪/৫
”	”	”	২।	বাওন্তরিক্ষমতিরন্ মদে	৮/১৪/৮
”	”	”	৩।	উদ্ গা আজদঙ্গিরোজ্য	৮/১৪/৮
”	”	১০ম	১।	ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু	৮/৯২/৭
”	”	”	২।	যুধ্মং সন্তমনবাণং সোম	৮/৯২/৮
”	”	”	৩।	শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায়	৮/৯২/৯
”	”	১১শ	১।	তব তাদিন্দ্রিয়ং বৃহৎ	৮/১৫/৭
”	”	”	২।	তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং	৮/১৫/৮
”	”	”	৩।	ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্ ক্ষয়ো	৮/১৫/৯
”	৪র্থ	১২শ	১।	নমস্তে অগ্নে ওজসে	৮/৭৫/১০

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক
১৭শ	৪র্থ	১২শ	২। কুবিৎ সু নো গবিষ্টয়ে	৮/৭৫/১১
,,	,,	,,	৩। মা নো অগ্নে মহাধনে	৮/৭৫/১২
,,	,,	১৩শ	১। সমস্যা মন্যবে বিশো	৮/৬/৪
,,	,,	,,	২। বি চিদ্ বৃত্রস্য দোধতঃ	৮/৬/৬
,,	,,	,,	৩। ওজস্যদস্য তিত্বিষ উভে	৮/৬/৫
,,	,,	১৪শ	১। সুমন্মা বস্বী রন্তী	———
,,	,,	,,	২। সরূপ বৃষন্না গহীমৌ	———
,,	,,	,,	৩। নীব শীর্ষাণি মৃঢ়বং	———
১৮শ	১ম	১ম	১। পন্যং পন্যমিৎ সোতার	৮/২/২৫
,,	,,	,,	২। এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা	৮/২/২৭
,,	,,	,,	৩। পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা	৮/২/২৬
,,	,,	২য়	১। আত্মা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিবঃ	৮/৯২/২২
,,	,,	,,	২। বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্	৮/৯২/২৩
,,	,,	,,	৩। অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে	৮/৯২/২৪
,,	,,	৩য়	১। জরাবোধ তদ্ বিবিড়ঢি	১/২৭/১০
,,	,,	,,	২। স নো মহাঁ অনিমানো	১/২৭/১১
,,	,,	,,	৩। স রেবো ইব বিশ্পতির্দৈব্যঃ	১/২৭/১২
,,	,,	৪র্থ	১। তদ্ বো গায় সুতে	৬/৪৫/২
,,	,,	,,	২। ন ঘা বসুর্নিযমতে	৬/৪৫/২৩
,,	,,	,,	৩। কুবিৎ সস্য প্র হি	৬/৪৫/২৪
,,	২য়	৫ম	১। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা	১/২২/১৭
,,	,,	,,	২। ত্রীণি পদা বিচক্রমে	১/২২/১৮
,,	,,	,,	৩। বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত	১/২২/১৯
,,	,,	,,	৪। তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং	১/২২/২০
,,	,,	,,	৫। তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো	১/২২/২১
,,	,,	,,	৬। অতো দেবা অবন্তু	১/২২/১৬
,,	,,	৬ষ্ঠ	১। মো যু ত্বা বাঘতশ্চ	৭/৩২/১
,,	,,	,,	২। ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ	৭/৩২/২
,,	,,	৭ম	১। অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং	৮/৫২/৯
,,	,,	,,	২। সমিদ্ধো রায়ো বৃহতী	৮/৫২/১০
,,	,,	৮ম	১। ইন্দ্রায় সোমপাতবে বৃত্রঘ্নে	৯/৯৮/১০
,,	,,	,,	২। তং সখায়ঃ পুরূরুচং	৯/৯৮/১২
,,	,,	,,	৩। পরিত্যং হর্যতং হরিম্	৯/৯৮/৭
,,	,,	৯ম	১। কস্তমিন্দ্র ত্বা বসো	৭/৩২/১৪

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৮শ	২য়	৯ম	২।	মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু	৭/৩২/১৫
"	৩য়	১০ম	১।	এদু মধোর্মদিন্তরং	৮/২৪/১৬
"	"	"	২।	ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে	৮/২৪/১৭
"	"	"	৩।	তং বো বাজানাং	৮/২৪/১৮
"	"	১১শ	১।	তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং	৮/১৯/১
"	"	"	২।	বিভূতরাতিং বিপ্রচিত্র	৮/১৯/২
"	"	১২শ	১।	আ সোম স্বানো	৯/১০৭/১০
"	"	"	২।	স মামৃজে তিরো	৯/১০৭/১১
"	"	১৩শ	১।	বয়মেনমিদাহ্যোহপীপেমেহ	৮/৬৬/৭
"	"	"	২।	বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা	৮/৬৬/৮
"	"	১৪শ	১।	ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ	৩/১২/৯
"	"	"	২।	ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পরি	৩/১২/৭
"	"	"	৩।	ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং	৩/১২/৮
"	"	১৫শ	১।	ক ঈং বেদ সুতে	৮/৩৩/৭
"	"	"	২।	দানা মৃগো ন বারণঃ	৮/৩৩/৮
"	"	"	৩।	য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ	৮/৩৩/৯
"	৪র্থ	১৬শ	১।	পবমানা অসৃক্ষত	৯/৬৩/২৫
"	"	"	২।	পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষ	৯/৬৩/২৭
"	"	"	৩।	পবমানাস আশবঃ শুভ্রা	৯/৬৩/২৬
"	"	১৭শ	১।	তোশা বৃত্রহণা হুবে	৩/১২/৪
"	"	"	২।	প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনঃ	৩/১২/৫
"	"	"	৩।	ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরঃ	৩/১২/৬
"	"	১৮শ	১।	উপ ত্বা রণ্বসন্দৃশং	৬/১৬/৩৭
"	"	"	২।	উপচ্ছায়ামিব ঘৃণেরস্ম	৬/১৬/৩৮
"	"	"	৩।	য উগ্র ইব শর্যহা	৬/১৬/৩৯
"	"	১৯শ	১।	ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য	———
"	"	"	২।	য ইদং প্রতিপপ্রথে	———
"	"	"	৩।	অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু	———
১৯শ	১ম	১ম	১।	অগ্নিঃ প্রত্নেন জন্মনা	৮/৪৪/১২
"	"	"	২।	ঊর্জো নপাতমাহুবেহগ্নিং	৮/৪৪/১৩
"	"	"	৩।	স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে	৮/৪৪/১৪
"	"	২য়	১।	উত্তে শুষ্মাসো অস্থু	৯/৫৩/১
"	"	"	২।	অয়া নিজঘ্নিরোজসা	৯/৫৩/২
"	"	"	৩।	অস্য ব্রতানি নাধৃষে	৯/৫৩/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৯শ	১ম	২য়	৪। তং হিন্বন্তি মদচ্যুতং	৯/৫৩/৪
”	”	৩য়	১। আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি	৩/৪৫/১
”	”	”	২। বৃত্রখাদো বলং রুজঃ	৩/৪৫/২
”	”	”	৩। গম্ভীরাঁ উদধীংরিব	৩/৪৫/৩
”	”	৪র্থ	১। যথা গৌরো অপাকৃতং	৮/৪/৩
”	”	”	২। মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো	৮/৪/৪
”	”	৫ম	১। ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো	১/৮৪/১৯
”	”	”	২। মা তে রাধাংসি মা	১/৮৪/২০
”	২য়	৬ষ্ঠ	১। প্রতি ষ্যা সূনরী জনী	৪/৫২/১
”	”	”	২। অশ্বের চিত্রারুষী মাতা	৪/৫২/২
”	”	”	৩। উত সখাস্যশ্বিনোরুত	৪/৫২/৩
”	”	৭ম	১। এযো উষা অপূর্ব্যা	১/৪৬/১
”	”	”	২। যা দস্রা সিন্ধুমাতরা	১/৪৬/২
”	”	”	৩। বচ্যন্তে বাং ককুহাসো	১/৪৬/৩
”	”	৮ম	১। উষস্তচ্চিত্রমাভরাস্মভ্যং	১/৯২/১৩
”	”	”	২। উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি	১/৯২/১৪
”	”	”	৩। যুঙ্ক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ	১/৯২/১৫
”	”	৯ম	১। অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্	১/৯২/১৬
”	”	”	২। এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা	১/৯২/১৮
”	”	”	৩। যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো	১/৯২/১৭
”	৩য়	১০ম	১। অগ্নিং তং মন্যে যো	৫/৬/১
”	”	”	২। অগ্নির্হি বাজিনং বিশে	৫/৬/৩
”	”	”	৩। সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে	৫/৬/২
”	”	১১শ	১। মহে নো অদ্য বোধয়োষো	৫/৭৯/১
”	”	”	২। যা সুনীথে শৌচদ্রথে	৫/৭৯/২
”	”	”	৩। সা নো অদ্যা ভরদ্বসুর্ব্যুচ্ছা	৫/৯৭/৩
”	”	১২শ	১। প্রতি প্রিয়তমং রথং	৫/৭৫/১
”	”	”	২। অত্যাযাতমশ্বিনা তিরো	৫/৭৫/২
”	”	”	৩। আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা	৫/৭৫/৩
”	৪র্থ	১৩শ	১। অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং	৫/১/১
”	”	”	২। অবোধি হোতা যজথায়	৫/১/২
”	”	”	৩। যদীং গণস্য রশনামজীগঃ	৫/১/৩
”	”	১৪শ	১। ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং	১/১১৩/১
”	”	”	২। রুশদ্বৎসা রুশতী	১/১১৩/২

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত		সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
১৯শ	৪র্থ	১৪শ	৩।	সমানো অধ্বাসম্রোরনন্ত	১/১১৩/৩
”	”	১৫শ	১।	আভাত্যগ্নিরুষসামনীকমুদ্‌বিপ্রাণাং	৫/৭৬/১
”	”	”	২।	ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো	৫/৭৬/২
”	”	”	৩।	উতা যাতং সংগবে	৫/৭৬/৩
”	৫ম	১৬শ	১।	এতা উ ত্যা উষসঃ	১/৯২/১
”	”	”	২।	উদপপ্তন্নরুণা ভানবো	১/৯২/২
”	”	”	৩।	অর্চন্তি নারীরপসো ন	১/৯২/৩
”	”	১৭শ	১।	অবোধ্যগ্নির্ডর্ম উদেতি	১/১৫৭/১
”	”	১৭শ	২।	যদ্‌যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা	১/১৫৭/২
”	”	”	৩।	অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো	১/১৫৭/৩
”	”	১৮শ	১।	প্র তে ধারা অসশ্চতো	৯/৫৭/১
”	”	”	২।	অভি প্রিয়াণি কাব্যা	৯/৫৭/২
”	”	”	৩।	স মর্মৃজান আয়ুভিরিমো	৯/৫৭/৩
”	”	”	৪।	স নো বিশ্বা দিবো	৯/৫৭/৪
২০শ	১ম	১ম	১।	প্রাস্য ধারা অক্ষরন্	৯/২৯/১
”	”	”	২।	সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো	৯/২৯/২
”	”	”	৩।	সুষহা সোম তানি	৯/২৯/৩
”	”	২য়	১।	এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয়	———
”	”	”	২।	তামিচ্ছবসস্পতে যন্তি	———
”	”	”	৩।	বি সৃতয়ো যথা পথা	———
”	”	৩য়	১।	আ ত্বা রথং যথোতয়ে	৮/৬৮/১
”	”	”	২।	তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো	৮/৬৮/২
”	”	”	৩।	যস্য তে মহিনা মহঃ	৮/৬৮/৩
”	”	৪র্থ	১।	আ যঃ পুরং	১/১৪৯/৩
”	”	”	২।	অভি দ্বিজন্মা ত্রী	১/১৪৯/৪
”	”	”	৩।	অয়ং স হোতা যো	১/১৪৯/৫
”	”	৫ম	১।	অগ্নে ত্বমদ্যাশ্বং ন	৪/১০/১
”	”	”	২।	অধা হ্যগ্নে ক্রতর্ভদ্রস্য	৪/১০/২
”	”	”	৩।	এভির্নো অর্কৈর্ভবা নো	৪/১০/৩
”	২য়	৬ষ্ঠ	১।	অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং	১/৪৪/১
”	”	”	২।	জুষ্টো হি দূতো	১/৪৪/২
”	”	৭ম	১।	বিধুং দদ্রাণং সমনে	১০/৫৫/৫
”	”	”	২।	শাক্মনা শাকো অরুণঃ	১০/৫৫/৬
”	”	”	৩।	এভির্দদেবৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি	১০/৫৫/৭

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২০শ	২য়	৮ম	১। অস্তি সোমো অয়ং	৮/৯৪/৪
”	”	”	২। পিবন্তি মিত্রো অর্যমা	৮/৯৪/৫
”	”	”	৩। উতো শ্বস্য জোষমা	৮/৯৪/৬
”	”	৯ম	১। বণ্‌মহা অসি সূর্য	৮/১০১/১১
”	”	”	২। বট্ সূর্যশ্রবসা মহাঁ	৮/১০১/১২
”	৩য়	১০ম	১। উপ নো হরিভিঃ সুতং	৮/৯৩/৩১
”	”	”	২। দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো	৮/৯৩/৩২
”	”	”	৩। ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং	৮/৯৩/৩৩
”	”	১১শ	১। প্র যে মহে মহে	৭/৩১/১০
”	”	”	২। উরুব্যচসে মহিনে	৭/৩১/১১
”	”	”	৩। ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমের	৭/৩১/১২
”	”	১২শ	১। যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদ	৭/৩২/১৮
”	”	”	২। শিক্ষেয়মিন্ মহয়তে দিবেদিবে	৭/৩২/১৯
”	”	১৩শ	১। শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রের্বোধা	৭/১২/৪
”	”	”	২। নতে গিরো অপি মৃষ্যে	৭/১২/৫
”	”	”	৩। ভূরি হি তে সবনা	৭/১২/৬
”	৪র্থ	১৪শ	১। প্রোগ্রস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায়	১০/১৩৩/১
”	”	”	২। ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো	১০/১৩৩/২
”	”	”	৩। বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো	১০/১৩৩/৩
”	”	১৫শ	১। রেবাঁ ইদ্ রেবতস্তোতা	৮/২/১৩
”	”	”	২। উক্‌থং চ ন শস্যমানং	৮/২/১৪
”	”	”	৩। মা ন ইন্দ্র পীয়ত্নবে	৮/২/১৫
”	”	১৬শ	১। এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ	৮/৩৪/১
”	”	”	২। অত্রা বি নেভিরেষামুরাং	৮/৩৪/৩
”	”	”	৩। আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ	৮/৩৪/২
”	”	১৭শ	১। পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায়	৯/৬৭/১৬
”	”	”	২। তে সুতাসো বিপশ্চিতঃ	৯/৬৭/১৮
”	”	”	৩। অসৃগ্রং দেববীতয়ে বাজয়ন্তো	৯/৬৭/১৭
”	৫ম	১৮শ	১। অগ্নিং হোতারং মন্যে	১/১২৭/১
”	”	”	২। যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা	১/১২৭/২
”	”	”	৩। স হি পুরূ চিদোজসা	১/১২৭/৩
”	”	১৯শ	১। অগ্নে তব শ্রবো বয়ো	১০/১৪০/১
”	”	”	২। পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা	১০/১৪০/২
”	”	”	৩। ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ	১০/১৪০/৩

অধ্যায়	খণ্ড	সূক্ত	সাম-মন্ত্র	মণ্ডল/সূক্ত/ঋক্
২০শ	৫ম	১৯শ	৪। ইরজ্যন্নগ্নে প্রথমস্য	১০/১৪০/৪
,,	,,	,,	৫। ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং	১০/১৪০/৫
,,	,,	,,	৬। ঋতাবানং মহিষং	১০/১৪০/৬
,,	৬ষ্ঠ	১ম	১। প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ	৮/১৯/৩০
(২য় অংশ)				
,,	,,	,,	২। তব দ্রপ্সো নীলবান্	৮/১৯/৩১
,,	,,	২য়	১। তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং	১০/৯১/৬
,,	,,	৩য়	১। অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি	———
,,	,,	৪র্থ	১। যো জাগার তমৃচঃ	৫/৪৪/১৪
,,	,,	৫ম	১। অগ্নির্জাগার তমৃচঃ	৫/৪৪/১৫
,,	,,	৬ষ্ঠ	১। নমঃ সখিভ্যঃ পূর্বসদ্ভ্যো	———
,,	,,	,,	২। যুঞ্জে বাচং শতপদীং	———
,,	,,	,,	৩। গায়ত্রং ত্রৈষ্টুভং জগদ্	———
,,	,,	৭ম	১। অগ্নির্জ্যোতি র্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো	———
,,	,,	,,	২। পুনরূর্জা নিবর্তস্ব পুনরগ্ন	———
,,	,,	,,	৩। সহ রয্যা নি বর্তস্বাগ্নে	———
,,	৭ম	৮ম	১। যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয়	৮/১৪/১
,,	,,	,,	২। শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং	৮/১৪/২
,,	,,	,,	৩। ধেনুষ্ঠে ইন্দ্র সূনৃতা	৮/১৪/৩
,,	,,	৯ম	১। অপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা.	১০/৯/১
,,	,,	,,	২। যো বঃ শিবতমো	১০/৯/২
,,	,,	,,	৩। তস্মা অরং গমাম	১০/৯/৩
,,	,,	১০ম	১। বাত আ বাতু ভেষজং	১০/১৮৬/১
,,	,,	,,	২। উত বাত পিতাসি ন	১০/১৮৬/২
,,	,,	,,	৩। যদদো বাত তে	১০/১৮৬/৩
,,	,,	১১শ	১। অভি বাজী বিশ্বরূপো	———
,,	,,	,,	২। অপ্সু রেতঃ শিশ্রিয়ে	———
,,	,,	,,	৩। অয়ং সহস্র পরি যুক্তা	———
,,	,,	১২শ	১। নাকে সুপর্ণামুপ যৎ	১০/১২৩/৬
,,	,,	,,	২। ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি	১০/১২৩/৭
,,	,,	,,	৩। দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি	১০/১২৩/৮
২১শ	১ম	১ম	১। আশুঃ শিশানো বৃষভো	১০/১০৩/১
,,	,,	,,	২। সঙ্ক্রন্দনেনানিমিষেণ	১০/১০৩/২
,,	,,	,,	৩। স ইষুহস্তৈঃ স	১০/১০৩/৩

২১শ	১ম	২য়	১।	বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন	১০/১০৩/৪
”	”	”	২।	বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ	১০/১০৩/৫
”	”	”	৩।	গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রাবাহুং	১০/১০৩/৬
”	”	৩য়	১।	অভিগোত্রাণি সহসা গাহমাতোঽদয়ো	১০/১০৩/৭
”	”	”	২।	ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা	১০/১০৩/৮
”	”	”	৩।	ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য	১০/১০৩/৯
”	”	৪র্থ	১।	উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎ	১০/১০৩/১০
”	”	”	২।	অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু	১০/১০৩/১১
”	”	”	৩।	অসৌ যা সেনা মরুতঃ	———
”	”	৫ম	১।	অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী	১০/১০৩/১২
”	”	”	২।	প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো	১০/১০৩/১৩
”	”	”	৩।	অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে	৬/৭৫/১৬
”	”	৬ষ্ঠ	১।	কঙ্কা সুপর্ণা অনু	———
”	”	”	২।	অমিত্রসেনাং মঘবন্	———
”	”	”	৩।	যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি	৬/৭৫/১৭
”	”	৭ম	১।	বিরক্ষো বি মৃধো জহি	১০/১৫২/৩
”	”	”	২।	বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি	১০/১৫২/৪
”	”	”	৩।	ইন্দ্রস্য বাহূ স্থবিরৌ	———
”	”	৮ম	১।	মর্মাণি তে বর্মাণা	৬/৭৫/১৮
”	”	”	২।	অন্ধা অমিত্রা ভবতা	———
”	”	”	৩।	যো নঃ স্বোঽরণো যশ্চ	৬/৭৫/১৯
”	”	৯ম	১।	মৃগো ন ভীমঃ কুচরো	১০/১৮০/২
”	”	”	২।	ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম	১/৮৯/৮
”	”	”	৩।	স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ	১/৮৯/৬

॥ সামবেদ সংহিতা সমাপ্ত॥